এই ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকে না। কখনও ইহা কোনও স্থানে পরিস্ফুটরূপে পরিদৃষ্ট হয়, আবার কোনও স্থানে ইহাকে নিদ্রিত ভাবে আমরা লাভ করি। মনে করা উচিত, উপযুক্ত উপকরণের সাহায্য ব্যতীত আমরা বহ্নির দাহকতাও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার কোনও পদার্থবিশেষ দ্বারা অগ্নির দাহকতা প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে, তাহাতেই 'দাহকতা নাই' এরূপ অনুমান সঙ্গত নয়। অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেখানে আমরা স্পষ্টতঃ ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারি না, সেখানে ঐ ধর্ম্ম বীজভাব বা সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিয়া ঐ বস্তুকে বিজাতীয় পরিবর্ত্তন হইতে রক্ষা করিতেছে। যদি ঐ ধর্ম্ম আদৌ বিদ্যমান না থাকিত, তবে ঐ বস্তুর জাত্যন্তরপরিণাম সংঘটিত হইত। এখন বলা যাইতে পারে, মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে "মনুষ্যধর্ম্ম" স্বীকার করিতে হয়, তাহা কোনও মনুষ্যে অল্প, কোথাও তদপেক্ষা অধিক, আবার অন্যত্র অধিক বা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এক কথায়, মানুষ নামে যাহারা পরিচিত, তাহারা প্রত্যেকেই বিকাশিত মনুষ্যধর্ম্ম লাভ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানুষ হইতে পারে নাই। ধর্ম্মের বিকাশের সহিতই তাহাদের মনুষ্যনামের সার্থকতা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

এই মনুষ্যত্ববিকাশের জন্যই ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশের আবশ্যকতা। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভাগ অশেষ শাখায় বিভক্ত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এক বই নানারূপ হইতে পারে না। যে সকল অনুষ্ঠানের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম নিদ্রিতাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিকাশদশা প্রাপ্ত হয়, সেই সকল অনুষ্ঠান দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অসংখ্য বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাজের অদূরদর্শিতায়, অশিক্ষায় কুশিক্ষায়, অজ্ঞতায় মূঢ়তায়, উপায় অনুষ্ঠান অনুপযুক্ত পাত্রে, অস্থানে অসময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রের গভীর গৌরবময় অধিকার-নির্ব্বাচন বৌদ্ধবিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হওয়ায়, অনুচিত-অধিকার অনুপযুক্তপাত্রে অর্পিত হইয়া, উদ্দেশ্যের মূলদেশ দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে; কাজেই ধর্ম্মভাবের বিকাশ সুদূরপরাহত হওয়ায় ক্রমে নিদ্রিতভাবেরই আধিক্য উপস্থিত হইতেছে। তবে এখনও ধর্ম্মজীবনের বিকাশাবস্থা বহুজনাকীর্ণ মহানগরীতে বিরল বলিয়া, একেবারে বিরল হইতে পারে নাই।

এখন আমরা দেখিব, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মলক্ষণ মানবজীবনে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কি না। ধর্ম্মলক্ষণ যথা,—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥

(৬ অঃ ৯২ শ্লোক মনুসংহিতা।)

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্ম এই দশ আকারে মানবদেহে বিরাজিত। প্রাচীন পণ্ডিত কুল্লুকভট্ট বলেন— ধৃতি অর্থ সন্তোষ। ক্ষমা অর্থ অপকারীর প্রতি প্রত্যপকার না করিয়া অন্তরের উদারতা প্রকাশ। চিত্তবিকারের নানাবিধ প্রলোভক উপকরণ উপস্থিত

প্রজলন্ত অক্ষরে সত্যের মহিমা ঘোষণা র। সত্য যে মনুষ্যত্ববিকাশের একান্ত কূল, পদার্থ ব্যতীত কৃত্রিম উপকরণ ত্বরক্ষার উপায় হইতে পারে না, ইহা ত্তিবাদের বিজয়দুন্দুভিতে মহারবে ঘোষিত তেছে, এখানে উহা বক্তব্য নহে। উদারী ত্তির মধ্যে অক্রোধ শ্রেষ্ঠাসনে বসিবার গ্য। এই সকল গুলির নাম ধর্ম, ইহাই ষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করে। এগুলিকে গ করিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, র সহিত মানুষের বিশেষ কিছু পার্থক্য র তখন দেখান যায় না।

তাই আমরা বলিতে চাহি, লৌকিক-ক-বলেই এগুলি দ্বারা মনুষ্যত্ব রক্ষিত ও কশিত হয়, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, ল্পনার উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে হয় । পাশ্চাত্য দেশীয়েরা ধর্মের এই লৌকিক-াদর্শই অনেকে গ্রহণ করেন, তজ্জন্য নেকে নীতিবাদী হন। তাঁহারা ইহার লৌকিক তত্ত্ব আত্মস্বরূপ কাটা একেবারে ড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের যুক্তি-র্কের বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, বে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, নীতি কবল সংসারের চাপে খুলি দেওয়া মাত্র ইলে চলে না, উহাতে নীতির মূল্য অল্পতা-ই থাকে। মহাসত্তায় বিশ্বাস করিতে ইবে। ধর্মহীন নীতি কুনীতি, নীতিহীন র্ম অধর্ম। ধর্ম ও নীতি একই দ্রব্যের লৌকিক এবং অলৌকিক দুই পৃষ্ঠ। একটী াড়িলে অপরটীর গুরুত্ব ও পবিত্রতা নষ্ট য়, পাশ্চাত্য দেশীয় কোনও কোনও পণ্ডিত হা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যার (১৩০৮) হিন্দু-পত্রিকার 'ইহকাল পরকাল' প্রবন্ধে "নীতি ও ধর্মের অপেক্ষা পারস্পরিক, যেহেতু দুইটী একই জিনিষের অবস্থান্তর" ইহা সংক্ষেপতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু তাহা দেখিতে পারেন।

সময়ান্তরে আমরা দেখাইব "নীতি-বিজ্ঞান ধর্মের অনুকূল। কেবল লৌকিক মানিলে চলিবে না, ধর্মের অলৌকিক স্বরূপও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে" বর্তমান প্রবন্ধে ইহাই বলা আবশ্যক, মনুক্ত দশলক্ষণধর্ম মানবের আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট লৌকিক কারণ। ঐ ধর্ম বীজভাবে আমাদিগের সত্তায় অবস্থান করিতেছে বলিয়াই আমরা মানুষ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ঐ বীজভাবাপন্ন ধর্মকে জাগাইতে হইবে; তাহাহইলে মনুষ্যত্বও জাগিবে। নামে মানুষ, কার্য্যেও মানুষ হওয়া যাইবে। মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিত না হইলে, মানুষ নাম ধারণ বৃথা। ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতিকে পরিপক্ক অবস্থায় না লইতে পারিলে, ধর্ম বিকশিত হইল না। ধর্মজীবন পূর্ণতা লাভ করিল না, প্রকৃত ধার্মিক হওয়া গেল না; এক কথায়, প্রকৃত মানুষ হওয়া গেল না; তাই নানাবিধ আনুষ্ঠানিক-পন্থা অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আমাদের প্রত্যেক আচার ব্যবহারই আত্মবিকাশের অনুকূল, মানবাত্মার উন্নতির উৎকৃষ্ট উপকরণ। তবে সময়বিশেষে গৃহীত আচার, আবশ্যক অতীত হইলেও কুলক্রমাগত ভাবে চলিত হইয়া গিয়াছে।

একটী বাল্যকালের গল্প মনে আসিল পাঠকগণ চপলতা মার্জ্জন করিবেন। কোন

গৃহস্থের গৃহে পালিত কতকগুলি মার্জ্জার ছিল। তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবহার্য্যসামগ্রীগুলি অপবিত্র করিবে মনে করিয়া গৃহস্বামী ধর্ম্মকার্য্যের দিনে তাহাদিগকে বন্ধন করিতে বাধ্য হইতেন। অপরিণতবুদ্ধি বালক পুত্র পিতার এই কার্য্য শিক্ষা করিল, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিল না। পরে পিতার মৃত্যুর পর, ধর্ম্মকার্য্যমাত্রেই সে মার্জ্জার বন্ধন করিত; গৃহে পালিত মার্জ্জার না থাকিলেও অন্য বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিত; মনে করিত উহা ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। বর্ত্তমান অনেক আচার ঐ প্রকার কারণ হইতে আসিয়াছে। উহারা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কোনও প্রথা সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্যকারী হইতে পারে না, এই জন্য অনেক শাস্ত্রীয় প্রথাও আত্মবিকাশের প্রতিকূল হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র-ভেদ না ভাবিয়া, কেবল উপধর্ম্মকে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়া, আমাদের ধর্ম্মজীবন ক্ষীণ করিতেছি। অতঃপরে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ মনুষ্যধর্ম্মবিকাশের জন্য যে আনুষ্ঠানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলির উল্লেখ করিব এবং উপযোগিতা বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

দীন শ্রী———ভারতী।
(যশোহর, বেদবিদ্যালয়।)

বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন।

জাতি-বিভাগ নির্ব্বাচন তত্ত্ব লইয়া আজ আমরা হিন্দু সমাজে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, মহাব্যতিব্যস্ত দেখিতে পাইতেছি। মহামান্য মি. বাধুর্যা এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে "যতই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা যায় এবং যতই অধিক পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পৃথিবীতে অন্য কোন জাতিই, হিন্দু-সমাজের ন্যায় নিজেদের স্বইচ্ছায় সৃষ্ট সুতরাং সহজেই পরিহার্য্য সামাজিক আচার ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি হইতে যত অধিক দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করেন, রাজনৈতিক কার্য্যাবলী হইতে সেরূপ বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করেন না।" আত্মসৃষ্ট বিপদাবলীর মধ্যে জাতিপ্রথা অন্যতম বিপদ। হিন্দু-সমাজে ইহা অভিশাপের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। প্রত্যেকে জাতিগর্ব্বে গর্ব্বিত। স্বদেশহিতৈষিতা ভারত হইতে তিরোহিত হইয়াছে। হিন্দুগণ সাধারণতঃ স্বজাতি ব্যতীত, অন্য কোন জাতি বা শ্রেণীর সুখ-দুঃখের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করেন না। জাতিভেদ-প্রথা পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে লোকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিম্ন শ্রেণীর, চামার প্রভৃতি জাতিকে স্পর্শ করাও অপবিত্র বোধ করেন। ত্রিবাঙ্কুর দেশে কোন কোন নীচ জাতি ব্রাহ্মণের পাঁচাত্তর পদ পরিমিত স্থান অপেক্ষা নিকটে আসিতে পারে না। উচ্চবংশের কোন লোক তাহাদের নিকট আসিতে লাগিলে তাহারা রাস্তা হইতে দূরে চলিয়া যায়। যদিও বর্ত্তমানে সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেকটা শৈথিল্য হই

না, অদ্যাপি কোন কোন নীচ জাতীদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করায়, তাহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে কেহই সহ্য করিতে পারিবে না। এমনকি, বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ ধনশালী সুবর্ণবণিক ও তাহাদিগের প্রতি এতদূর অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করায় যে, উচ্চ শ্রেণীর কেহই তাঁহাদের জল পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, জাতিপ্রথাই যে জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ, তাহা যেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। হিন্দু জাতির অবনতির প্রধান কারণ সেই জাতিপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রায় সকলকেই বদ্ধপরিকর দেখা যাইতেছে। নীচ জাতিদিগের প্রতি আমরা যেরূপ অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাব প্রদর্শন করি, তাহা একান্ত অন্যায়। বরঞ্চ তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু-ধর্ম্মানুযায়ী নিকৃষ্ট জাতি সকল সমাজে যে অবস্থায় পতিত ও যে যে কার্য্যে নিয়োজিত আছে, তাহারা যদি সে অবস্থায় থাকিতে ও সেই সব কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তখন যে সমাজে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মুচিকের জল কোন হিন্দুই ব্যবহার করে না এবং তাহার ঘরেও যে প্রবেশ করিতে পারে না। যদি সে তাহার পৈত্রিক জাতীয়-ধর্ম্ম ব্যবসায় করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমাদিগকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ আরও বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বোম্বে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব স্যর [illegible] এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, "জাতি-প্রথার পক্ষপাতীদিগকে আমি অনেক সময়ে এরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিতে পাই যে, "ইংলণ্ড দেশেও কি জাতিপ্রথা প্রচলিত নাই? আভিজাত্যাভিমানী কোন ব্যক্তি কৃষকের কন্যাকে বিবাহ করিতে অপমান বোধ করেন না কি? এই প্রশ্নোত্তরে আমি এই কথা বলি যে, ভারতবর্ষে যে আকারে ও যেরূপ ভাবে জাতিপ্রথা প্রচলিত আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বিলাতের কোন লর্ড কোন কৃষকের কন্যার পাণিগ্রহণ করা অপমানজনক বোধ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেই কৃষক আবার সময়ে নিজেই একজন লর্ড হইতে পারেন। কার্ডিনাল নিউম্যান সাহেব খৃষ্টিয়ানদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সমস্ত ইংরাজ জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। 'যাহারা এখন খৃষ্টিয়ান দলভুক্ত নহে, তাহারা যে কোন সময়ে ঐ দলভুক্ত হইতে পারিবেন না, এরূপ বলা যাইতে পারে না।' কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকিবে, শূদ্র শূদ্রই থাকিবে। শূদ্র কস্মিন্ কালেও ব্রাহ্মণ হইবার আশাও করিতে পারে না। এইজন্য পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক সৌহৃদ্য আদৌ দৃষ্ট হয় না। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন হিন্দু-সভাতে [illegible] সাহেবের নিম্নলিখিত কথাগুলি অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিল :—

অগোত্যাকৃত নীচবংশীয় লোকের প্রতি আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কবি কারলাইল বলেন যে—"কঠিন পরিশ্রমকারী, কৃত্রিম দেহধারী সদাশয় শ্রমজীবীগণকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। প্রখর রৌদ্রতাপে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনকারী শ্রমজীবীদিগকে আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। ভ্রাতাগণ! লোকে তোমাদের প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করে। তোমাদের শারীরিক পরিশ্রমের জন্য তোমাদিগকে অবশ্য আমরা দয়া করিব এবং ভাল ও বাসিব। আমাদিগের জন্যই তোমার পৃষ্ঠদেশ এরূপ ন্যুব্জভাব ধারণ করিয়াছে। আমাদিগের জন্যই তোমার সরল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের জন্যই পরিশ্রম করিতে করিতে তোমার শরীর এরূপ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। তোমার সুন্দর আকৃতি আদৌ বিকাশিত হইতে পারে নাই। অনবরত শারীরিক পরিশ্রমে ইহা বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। তোমার আত্মা এবং শরীর কখনও স্বাধীনভাবে বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারে নাই। অনবরত পরিশ্রম করাই তোমার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। দলিল জাল, মিথ্যা সাক্ষ্য ও মিথ্যা মোকদ্দমা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনকারী, আলস্যপরায়ণ, ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা কঠিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাধুভাবে জীবিকা অর্জ্জনকারী তোমরাও শতগুণে শ্রদ্ধাস্পদ ও মাননীয়।

বর্ত্তমানে শিক্ষিত হিন্দুসমাজকে জাতিপ্রথার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইতেছে। এই জাতিপ্রথার আন্দোলনে গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষভাবে থাকা উচিত। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, গভর্ণমেণ্ট পরোক্ষভাবে ইহা আরও উত্তেজিত করিয়া দিতেছেন। শিক্ষিত হিন্দু সমাজে যে নব জাতীয় ভাবের বিকাশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট যে সন্তুষ্ট হইবেন, একথা আমরা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। জাতিপ্রথার তথ্য অনুসন্ধানে, গভর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। জমির সহিত বিভিন্ন জাতির সংস্রব, তাহাদের খাজনা পাওয়ার অধিকার, ব্যক্তিত্বের সহিত তাহাদের সংস্রব, এবং তাহাদের আভ্যন্তরিক অন্যান্য বন্দোবস্ত, এই সমস্ত বিষয় রাজ্যশাসন প্রণালীর সহিত অচ্ছেদ্যরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। জাতিপ্রথার বিশেষ অনুসন্ধানে আধুনিক মানববিজ্ঞান [anthropology] শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সার জন লাবক, সার হেনরী মেন, টেলর সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণও বিশেষ সাহায্য ও উপকার পাইতে পারেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা বিদ্বেষভাবের উৎপত্তি না করিয়াও এই সমস্ত অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। যদিও সার রিপেল গ্রিফিন এক সময় বলিয়াছিলেন যে, "জাতি প্রথা এখনও বিশেষ বলবৎ আছে এবং সুবিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা ঐ জাতীয় বিদ্বেষভাব একেবারে উন্মূলিত না করিয়া বরঞ্চ আরও বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিবেন।" তথাপি গভর্ণমেণ্টের জানা উচিত যে, এই জাতিপ্রথা এবং ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুসংস্কারই ইহার প্রধান শত্রু। সেই

দেশাচারবিরুদ্ধ জাতিপ্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভারতবাসীদিগের স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকারের প্রধান সনন্দস্বরূপ সেই ১৮৫৮ সালের সুবিখ্যাত ঘোষণাপত্রে গভর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য জাতি-প্রথা উঠাইয়া দিতে পারেন না। কিন্তু ইহাকে কোনরূপে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত জাতির প্রতি গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করাই উচিত।

জাতিবিভাগের অবশ্য অনেক প্রকার সুবিধা আছে। যখন কোন একটী ব্যবসায় বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতে থাকে, তখন সে ব্যবসায়ে পিতার উপার্জ্জিত জ্ঞান ও নৈপুণ্য সহজেই পুত্রে আসিয়া বর্ত্তায়। অসভ্য মনুষ্যগণ পশুদিগের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ানুযায়ী জাতিবিভাগে পরস্পরের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে মানব একই স্বার্থবিশিষ্ট বৃহত্তর একটী পরিবারভুক্ত হওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে মানবকে শান্তস্বভাববিশিষ্ট এবং কর্তৃপক্ষদিগের প্রতি সম্ভ্রমশীল করে। এক পক্ষে যেমন এই সব সুবিধা আছে, অন্যপক্ষে ইহাপেক্ষা অনেক বেশী অসুবিধাও আছে। জাতির উন্নতির প্রথম অবস্থায় জাতিবিভাগ আবশ্যকীয় হইতে পারে, কিন্তু চরম উন্নতির পক্ষে ইহা চরমে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়ায়।

আমাদিগের শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আমরা কতকটা উন্নতি করিয়া আসিয়াছি। দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান যে অবস্থায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা এখনও সেই অবস্থায় আছে। ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে বাষ্পীয় যন্ত্র ও সূত্রপ্রস্তুতির যন্ত্রাদি যে মহাত্মারা করিয়াছেন, তাঁহারা সেই২ ব্যবসায়ী লোক ছিলেন না। এদেশে আমরা শিল্প কার্য্য ও ব্যবসায়কে বিশেষ ঘৃণা করি। সূত্রধর, চিত্রকর, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতি নীচ জাতি মধ্যে গণ্য। অন্যান্য শ্রমজীবী ব্যক্তিগণও বিশেষ সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হন না। সমাজ যে ব্যবসায়কে সম্মানিত বিবেচনা না করেন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেরূপ ব্যবসায় অবলম্বনে স্বীকৃত হইবেন না। বৈদেশিক বাণিজ্যের পথেও জাতিপ্রথা নানারূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত করে। বোধ হয়, কেবল একমাত্র হিন্দু-জাতিরই কোন বৈদেশিক বাণিজ্য নাই। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে নানারূপ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে এবং জাতীয় ভাবের উন্নতি বিষয়ে বিঘ্ন করিয়াছে। ইহাতে সমস্ত জাতিকে অবনত করিয়াছে এবং কোন কোন শ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও অধম করিয়া রাখিয়াছে। মনুসংহিতা পাঠে চণ্ডাল ও শূদ্রদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঋষিদিগের কথা দূরে থাকুক, কোন মানবে যে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কতকগুলি পশুবৎ যে প্রাণিশ্রেণীর ব্যবস্থা, একটা শূদ্র হত্যাতেও সেই প্রায়শ্চিত্তের

বিধান রহিয়াছে। শূদ্র হত্যা করিলে যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে, বিড়াল, নকুল, কুকুর, ভেক, সরীসৃপ, পেচক বা কাক মারিলেও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলেন, উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের দাসত্ব করার জন্যই শূদ্রের জন্ম। ক্রীত বা অক্রীত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দাসত্ব করিতে বাধ্য করিতে পারেন। তাহার প্রভু তাঁহাকে মুক্তি দিলেও সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। শূদ্রের ধনাদি, ব্রাহ্মণে নিরুদ্বেগে গ্রহণ করিতে পারেন। যদি কোনরূপ অসম্ভ্রমসূচক ভাবে সে উচ্চ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখ করে, তবে দশ অঙ্গুল পরিমাণ তপ্ত লৌহশলাকা তাহার মুখের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। সে যদি তাহাদিগকে গালাগালি করে, তবে তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিবে। সে যদি তাঁহাদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে তাহার পশ্চাদ্ভাগে তপ্ত শলাকা দ্বারা দাগ দিয়া তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিবে অথবা সেই পশ্চাদ্ভাগ একেবারে কাটিয়া ফেলিবে। মৃত ব্যক্তিদিগের ত্যক্ত পরিচ্ছদাদিই চণ্ডালেরা বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে এবং ভগ্ন পাত্রে তাহারা আহার করিবে। লৌহের গহনা পরিধান করিবে এবং অনবরত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। এই সমস্ত বিধান পাঠ করিতেও শরীর কম্পিত হয়। জাতি প্রবর্তনকারী উচ্চশ্রেণীস্থ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সকল লোকই একরূপ অজ্ঞ থাকিবে। উচ্চশ্রেণীর লোক অপেক্ষা অন্যান্য শ্রেণীর লোক বোধহয় শতগুণ অধিক। জাতি প্রথানুসারে তাহারা সকলেই দীন থাকিবে।

জাতিভেদপ্রথা একরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং প্রাচীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ভারতবর্ষে ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং হঠাৎ ইহা রহিত করা যাইতে পারে না। আমাদিগের ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই জাতিভেদই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অবনতির প্রধান কারণ এবং সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত না করিয়া সর্ব্ববিষয় সংশোধন করিতে হইবে। ভারতমাতার সন্তানগণ জাতীয় বিবেকভাব আর বর্দ্ধিত না করিয়া সকলেই কমাইতে চেষ্টা করিবেন। একজন মহাত্মা বলিয়াছেন যে "জাতিপ্রথা মানবকণ্ঠের ভ্রাতৃভাব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহাতে সামাজিক পার্থক্যকে ঐশ্বরিক বিধানরূপে পরিণত করে এবং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের মধ্যে নানারূপ শত্রুতা ও বিবাদের সূচনা করিয়া দেয়। ইহাতে এক সম্প্রদায়কে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করে। তাহাকেই শিক্ষা দীক্ষার ভার এবং সামাজিক প্রাধান্যের অন্যান্য যাবতীয় সুবিধা অর্পণ করে। তাহাকে লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগ্য মানবকে চিরকালের জন্য আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছভাবে পদদলিত করিবার ক্ষমতা দান করে। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয় এবং অন্যান্য লোকদিগকে স্বর্গের বা মনুষ্যত্বের অযোগ্য, অপবিত্র জীবজন্তুরূপে পরিগণিত করে। এইরূপ ঘৃণিত মানবের বিধান এবং এইরূপ কৃত্রিম মনুষ্যত্বকে কে সহ্য করিতে পারে? অপর, আর একজন পণ্ডিত

অনেকের দ্বারাই কীর্ত্তিত হন, কিন্তু ভক্তের হরি— ভাবের হরি— রসের হরি— স্বয়ং হরি কেবল উপর্যুক্ত লক্ষণাক্রান্ত অপরিসীম নিষ্কিঞ্চন সুদীন ভক্তের পবিত্র কণ্ঠেই প্রকীর্ত্তিত।

"হরি" ত অনেকেই বলে, কিন্তু হরির মত বলিতে পারে কজনে? শিক্ষিত পক্ষীও ত হরি বলে। শুকের মুখে সুখের সময়েই কৃষ্ণনাম,—বিড়ালে ধরিলে কেবল ক্যাঁ ক্যাঁ—! সে অন্তিমে আর সে 'অন্তিমের ধন কৃষ্ণনাম' মুখে আয়েনা। মনে যাহা নাই, তাহা কি আর তখন মুখে আসে? ভগবন্নামকে যে অন্তিমের সম্বল বলিয়া ঠিক চিনিয়াছে, অন্তিমকালে নাম তাহাকে ত্যাগ করেন না। আমাদের 'হরি' বলা একরূপ সুখের হরি বলা; সুতরাং তাহাও শুকের হরিবলা-বিশেষ। আমাদের হরিনাম যেন পোষাকী, সুদীন ভক্তের হরিনাম প্রকৃত "আটপহুরে।" "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" বাক্যের তাহাই তাৎপর্য্য। কাহারও অন্তরে নিরন্তর হরি-সংকীর্ত্তন হইতেছে, যিনি শুনিবার তিনি শুনিতেছেন; বাহিরের লোকের শ্রুতি-নিরপেক্ষ-নীরবতায় সে সংকীর্ত্তন সংহত হয় না। সে অন্তঃশীলা সুধা-স্রোতস্বতী সদাকালই বহিতে থাকে।

"লোক-প্রতীতি বিষয়ে প্রবদামি কৃষ্ণং।
চেতঃ পুন র্বিষয়রাশি-নিবেশিতং মে॥
ভ্রষ্টাবধূর্নিজকরেণ পতিং স্পৃশন্তী।
গোপ্যাঙ্গমর্পয়তি জারজনায় গুপ্তং॥"

লোকেরে বুঝাতে বৈষ্ণবতা মোর
"কৃষ্ণ" বলি সমুদায়।
কিন্তু মম চিত্ত নিত্য নিবেশিত
বিষয়রাশিতে হায়॥
ভ্রষ্টাবধূ যথা করি আলিঙ্গন
করে স্পৃশ স্বপতিরে।
স্বগোপ্যাঙ্গ কিন্তু গোপনে অর্পণ
আপন উপপতিরে॥

আমাদের হরিবলা এইরূপ। ভক্তের হরি স্বয়ং হরি, আর আমাদের হরি যেন 'হ' আর 'র' এ "ইকার" ধারী! দীনের হরি রাসবিহারী, আর দাম্ভিকের হরি কেবল রসনাগ্রবিহারী!

"অন্তরে বিষয়াসক্তি, বাহ্যে ভাক্ত হরিভক্তি,
দেখে শুনে 'হরিভক্তি উড়ে।'
ভাক্ত স্বর্ণ-অলঙ্কারে, আশু অঙ্গ শোভা করে,
পরীক্ষা-অনলে মরে পুড়ে॥"

অতএব শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোকে হরি-কীর্ত্তনের যথার্থ অধিকারী নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। ভাক্ত অনধিকারীর হরি-কীর্ত্তন-হুঙ্কারে কণ্ঠ বিদারিত, বায়ু বিকম্পিত, এবং ব্যোমস্থল নিনাদিত হইলেও তাহা ভূলোকের ব্যোমকূপেতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভক্ত অধিকারীর নীরব অন্তঃ-কীর্ত্তনও ভূর্লোক এড়াইয়া, দ্যুলোক ছাড়াইয়া, গোলকের সেই মোহন-মুরলী-তানে মুখরিত হয়! তাহাতে গোকুলেশ্বরীর পুলক-নৃত্য-বিলাস বর্দ্ধিত হয়। হরিসংকীর্ত্তনের সার্থকতা ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যে এবং লক্ষণে অধিকারী হইলে, এহেন সার্থক-সংকীর্ত্তন-সাধনের অধিকার সুলভ ও স্বাভাবিক হয়, তাহারই শিক্ষা দেওয়া এই শিক্ষাষ্টকের [illegible]

[illegible] নন্দ মন বলেনা, নয়ন ঝরেনা।
কাঁদিলে দুঃখীর দুঃখের লাঘব হয়; দুঃখের
দিবারও অধিকার নাই, তাহার মত
দুঃখী কে? কৃষ্ণ-বিরহে যে আমার কান্না
আসে না, এ দুঃখেও যদি একটু কাঁদিতে
পারিতাম, তবু কৃতার্থ হইতাম। দুঃখ
দূর হওয়া দূরে থাকুক, দুঃখ বুঝিলেও
একটু বাঁচিতাম। আমি কৃষ্ণধনের কাঙ্গাল
হইয়া যে আমার দুঃখবোধ নাই, ইহাই
আমার একমাত্র দুঃখ!" ইত্যাকার
ভাবানুবন্ধ যাহার মনে জীবন্ত হইয়া উঠে,
যাহার মনের প্রতিকৃতি গাঁথে, সে-ই যথার্থ
মাটি হওয়ার যোগ্য; হরি-কীর্তন তাহারই
ভাগে ভোগ্য।

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন তখন
প্রায়ই বলিতেন, "আমি দীনের দীন দীনের
হীন।" আহা! অমন দীন হইয়াছিলেন
বলিয়াই তিনি দীননাথের ইচ্ছায় সাধন-
জগতে অমন ধনী মহাজন হইয়াছিলেন।
তাই ভগবান রামকৃষ্ণ আজ তাঁহার ভক্ত-
মণ্ডলে রাম-কৃষ্ণের অবতাররূপে অর্চিত।
দীন দেখিলে দীননাথ দান করেন;
আর তাঁহার দানে সকল অভাবের অভাব
হয়। দীনবন্ধু, কৃপা-সিন্ধু, অনাথশরণ,
অধম-তারণ, পতিতপাবন, কাঙালের ঠাকুর,
এই সমস্ত আশাময় মধুময় শ্রীভগবন্নাম
দীন ভক্তেরই প্রাণের প্রসাদ; এ অমৃতের
প্রকৃত আস্বাদ দীন ভক্তেরই ভাগ্যায়ত্ত।

"কাঙালের ঠাকুর শ্রীহরি, সবে বলে।
কে পায় সে হরি-কৃপা কাঙাল না হলে॥
কাঙাল হইয়া যারে আঁচল যে পাতে,
দয়াময় প্রসাদাম ভিক্ষা দেন তাতে॥

অতীব [illegible] বেশ রাজ-পরিচ্ছদ [illegible]
[illegible] "[illegible]" [illegible] বটে আর
দীন হীন হয়ে কেঁদে থাকবার পাদের
দেখা দিয়ে দীনবন্ধু দিবা অবসানে [illegible]

এই ক্ষণস্থায়িনী আয়ু-দিবার অবসান
সময়ে,—সেই কাল-যামিনীর ঘোর তিমির-
জাল-সমাচ্ছন্ন সময়ে—দীনবন্ধু-দর্শন ভক্তি-
দৈন্যবানের ভাগ্যেই ঘটে। দৈন্যই
ভক্তের ভূষণ, দৈন্যই সাধুর সম্পদ, দৈন্যই
সেবকের শোভা। আর সেই শোভা স্বয়ং
সেবক-বৎসল মনোমোহনের মনোলোভা।
দৈন্য চাই। দৈন্য ভিন্ন মানুষ নরম হয়
না। নরম না হলে গঠন হয় না। ঘৃত
যেমন ময়দার "ময়ান"—দৈন্য তেমনই
মানব-মনের ময়ান। ময়ান-শূন্য মনো-
পিষ্টক ইষ্টকবৎ অখাদ্য হয়। তাহা ঠাকুর-
সেবায় দেওয়া যায় না। মোলায়েম হওয়া
চাই। [illegible] সুগঠন সম্ভবে না। নর-
মের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন পরিগঠন
চলে। অতএব "তৃণাদপি সুনীচ" মাটি
হইতে হইবে। মৃন্ময়তা ভিন্ন মৃদুতা অর্থাৎ
কোমলতা আর কোথায় পাওয়া যাইবে?
কৃষ্ণ-সেবায় সর্বোপকরণের মৃদুতার প্রয়ো-
জন। সাধুগণের হৃদয় "বজ্রাদপি কঠো-
রাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"। যখন বিষম
বিষয়-বিগ্রহে বাসনা-নিগ্রহের প্রয়োজন,
তখন কঠোর বজ্র, আর যখন আনন্দ-
আগ্রহে শ্রীগোবিন্দচরণার্চনের আয়োজন, তখনই
কোমল কুসুম!

কৃষ্ণ বড় কোমল ভালবাসেন।
গোপীরা তাঁহাদের প্রাণ-কৃষ্ণকে "নিলাজ-
কপট-শঠ-কঠিন কালিয়া" বলিয়া গালি

তাই দিবানিশি, কোমল-বিলাসী,
শ্যাম প্রেম-শশী তাহে লুটায়॥"

দিশাহারা কল্পিলেখনী অগত্যা রাধা-হৃদয়ের সৌকুমার্য্য শশী সুধা সহ কথঞ্চিৎ উপমিত করিয়াছে। ফলে, যেখানে সাত্ত্বিক সুকুমারতার চরম পরিণাম, সেইখানেই শ্রীনন্দকুমার সানন্দে বিরাজমান! তাই বিশুদ্ধ দৈন্যের সাত্ত্বিক সৌকুমার্য্যময় ভক্ত-হৃদয় সেই সুখময়েরই সুখাধিষ্ঠান।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, এই যুগলতত্ত্বেরই পূর্ণবিকাশ। তন্মধ্যে ব্রজ-লীলায় মাধুর্য্যের পূর্ণতম পরিণতি, অপিচ ঐশ্বর্য্যে সকল লীলারই গতি ও নিয়তি; কেননা তাহাতেই বহিরঙ্গ সাধক-সাধারণের ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্বের প্রতীতি। কেবল মধুর-রসতত্ত্বাধিকারী অন্তরঙ্গ সাধকেরই সাধ্যতত্ত্ব, ভগবন্মাধুর্য্য। শ্রীকৃষ্ণের অতুল কোমলাঙ্গের সুকোমল অঙ্গুলিতে গিরি-গোবর্দ্ধন ধারণ ঐশ্বর্য্য-ভক্তের অতুল আনন্দের কারণ; কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ নবনীত-চোরের নবনীতাধিক কোমল করে মা যশোদার বন্ধন-চিন্তনও মাধুর্য্য-ভক্তের সহনাতীত! কঙ্কর-কুশ-কণ্টকিত গোকুল-গোষ্ঠে গোপালের গোচারণ-ভ্রাম্যমান পদযুগলে মাধুর্য্য-ভক্তের হৃদয় পীড়কারূপে পরিবেষ্টিত। মাধুর্য্য-ভক্ত মাথুর-কীর্ত্তনের মর্ম্মভেদী কৃষ্ণবিরহ-বর্ণন আকর্ণন করিতেও অক্ষম! কবি-উক্তি বুঝি এ হেন ভক্তের মুখেই বসিয়াছিলেন,—

"বিনয়ে বারণ করি, এসনা এসনা হরি,
এ হিয়ার মাঝে।
কঠিন পাষাণ সঙ্গে সুকোমল ও শ্রীঅঙ্গে
ব্যথা লাগে পাছে॥"

ভক্তের কি সুন্দর ভয়! ভক্তের সবই সুন্দর। ভয়ও সুন্দর, সাহসও সুন্দর। কৃষ্ণ-পদ-স্পর্শের সাহসও সুন্দর এবং নিজের খর-কর-স্পর্শের ভয়ও সুন্দর! তবে অসুর-যুক্ত পুরুষও ভক্তের এবম্বিধ মধুর ভয়ে ভীত হইবার জন্য লালায়িত! সে যাহাহউক, ফলতঃ কি ঐশ্বর্য্য-ভক্তি, কি মাধুর্য্য-ভক্তি, কিছুতেই তৃণাদপি সুনীচতা ভিন্ন অধিকার লাভ অসম্ভব। অকিঞ্চনতা—দীনতা ভিন্ন, কোনরূপ ভক্তি-ভজনেরই অধিকার হয় না। অদীন অনধিকারীর নৃত্য-কীর্ত্তনাদি ভক্তিচর্চ্চা কেবল তাঁহার পরিণত, সুতরাং বিনাশের হেতুভূত।

"অধিকারী নহে চাহে ভক্তি আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে॥"

বিদ্যা-বুদ্ধি গুণ-জ্ঞান বিশেষ কিছু না থাকিলেও, একমাত্র দৈন্য থাকিলেই, ভজনাধিকার থাকে; তদ্ভিন্ন অপর সহস্র উপযোগিতাতেও সে অধিকার অধিগত হয় না; সুতরাং অনধিকার-চর্চ্চার বিষময় ফল অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য।

দৈন্য বৈষ্ণবের বর্ম্ম। অনেক অপরাধের অভিঘাত উহাতে বাহত হয়। যশের আকাঙ্ক্ষা বা প্রতিষ্ঠা ভজনের প্রধান শত্রু। অনেক সাধক অনেকদূর উঠিয়াও আবার এই শত্রুর আক্রমণ-আকর্ষণে অধঃপতিত হন। একমাত্র দৈন্য-সৈন্য-সহায়েই এই শত্রুর সংহারসাধন সুসাধ্য। যে ঠিক ভাবিতে পারিয়াছে, আমি কিছু না, আমার কিছু নাই, তাহার প্রতিষ্ঠা বা যশস্পৃহা কিরূপে ও কোথা হইতে আসিবে?

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টতা তিন বৈষ্ণবী।
যে ভক্তিভরে যথার্থ দীন, সে তাহার ভাবেই দীন, তার কি আর বাধা-ভূমিকার কোন আছে? অসহিষ্ণুতার অমল চাপল্য তাহাতে সম্ভবে না; সুতরাং—

"কর যাহা ইচ্ছা যায়।
অধমেরে রেখো পায়॥"

দৈন্যসম্পন্ন শান্ত ভক্তের এই ভাব। "কর যাহা ইচ্ছা যায়"—অতএব ঈশ্বর-কৃত জগতের যে কোন ঘটনায় অধৈর্য্য-চঞ্চল হইতে আর ভক্ত দীনের অধিকার নাই।

অসহিষ্ণুতা অবশ্য দুঃখের অনুভূতি। ভগবদিচ্ছাকৃত কোন ঘটনা বা কার্য্যেই অসহিষ্ণুতাবশে দুঃখিত হওয়া দীন ভক্তের পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং অসহিষ্ণুতার অভাব অর্থাৎ সহিষ্ণুতা যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট—সত্ত্বগুণ-ভূষিষ্ঠ সুদীন সাধকের স্বাভাবিক। অতএব স্বভাব-সহিষ্ণুতার অভাবে যদি সহিষ্ণুতা শিখিয়া সাধিয়া নিতে হয়, তবে তরুই তাহার স্বাভাবিক শিক্ষাগুরু। তরুই অনুপম আত্মাদর্শ প্রদর্শনে ত্যাগস্বীকার, নিঃস্বার্থ পরোপকার ও ঔদার্য্যভূষিত ধৈর্য্যগুণের নৈসর্গিক নীরব আচার্য্য।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥"

[illegible] বাঙ্গালাভাষায় [illegible] কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত "[illegible]" প্রবন্ধে পড়িয়াছি,—

"কঠিন আঘাতে কাটিলে প্রবল
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি-শীত সহে [illegible]
ইহারা শিরোপরে ধৌত [illegible]
সুফল প্রদান করে বিনম্র বদনে।"

ইত্যাদি। ফলে বৃক্ষের এই সমস্ত মহা-শিক্ষণীয় স্বাভাবিক সাধু-গুণাবলী অনেক কবিই আনন্দে গাহিয়াছেন।

"তরুর কি সহিষ্ণুতা—উদারতা-ব্রত,
ছেদকেও ছায়া দানে নাহয় বিরত!
মারে খেয়ে ফল দেয় রসনা-তোষণ;
মার খেয়ে নাম দেন নিতাই যেমন!
কীট-পক্ষী-কত প্রাণী—প্রান্ত পান্থ কত,
শিরে-উরে-ক্রোড়ে নিয়ে সেবে সাধামত!
রোদ-বৃষ্টি-শীত-বাত সহি শিরোপরে।
রোদ-বৃষ্টি-শীত-বাতে বাঁচায় অপরে!
নিঃস্বার্থ সর্ব্বসেবক—সর্ব্বহিতকারী,
শুকালে মলেও নাহি চাহে বিন্দুবারি।
উদাস্যতা-সহিষ্ণুতা-শিক্ষা-আবশ্যক—
হয় যার, তরু তার সুযোগ্য শিক্ষক।
বিনা বাক্যে বৈষ্ণবতা প্রচারে নিয়ত,
সাধকের শিক্ষাগুরু তরু স্বভাবতঃ।"

আর্য্য-নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥"

অতিথিসৎকার কর শত্রুও আসিলে ঘরেতে
ছেদকের পার্শ্বগত ছায়া তরু নাহি হরে।

তরুর নিকট পূর্ব্বোক্ত উক্তবিধ সাধকেরই অনেক শিখিবার আছে। "সাধু সেবা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ।" আবার সাধকের

অতিথিদেবা তৃতীয় [illegible]। অনুরাগও আত্মত্যাগী পরন্তু সেবাপরায়ণ উচ্চনীতির তরুই নীরব শিক্ষাদাতা।

তরুর অভিনন্দনসূচক কতিপয় ভাব-ময় পরমার্থ-সঙ্গীতও অনেক সংকীর্ত্তনকার্য্যকে সুশোভিত করিয়াছে।

"তরু বলরে বল।
কে তোরে সাজাইল দিয়ে পত্র-পুষ্প-ফল॥
১। বলরে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদকরে যায় ঊর্দ্ধদেশে,
হলি সংসারে এসে কার প্রেমে অচল॥
২। কার প্রেমে প্রভাতকালে,
ধরা ভেসেযায় তোর নয়নজলে?
না জেনে লোকে বলে শিশির-পড়া-জল॥"
(ইত্যাদি।)

আবার—"বল্ দেখিরে তরু-লতা!
(আমার) জগৎজীবন রৈল্ কোথা?
(তোরা) পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে!"
(ইত্যাদি।)

আহা! গান ত নয়, যেন মোহ-মন্ত্র! ভক্ত সাধকের কি হৃদয়তর্পণ! প্রেমিক-প্রাণের কি পীযূষ-প্রলেপন!

সে যাহাহউক, তরুর কাছে যত প্রকার, যত শিক্ষা বা যত সাধনাই আমাদের লভ্য হউক, মুখ্য লক্ষ্য বা লভ্যই সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা তৎসমস্তেরই সার স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষাষ্টকের এই তৃতীয় শ্লোকে তরুর নিকটে পরম প্রয়োজনীয় বৈষ্ণবের মূলভিত্তি স্বরূপ—সাধকের আত্মরক্ষাকবচ স্বরূপ এই সহিষ্ণুতা শিক্ষারই নির্দ্দিষ্ট আদেশ উপদেশ।

সহিষ্ণুতা অর্থ সহ্যকরার শক্তি। সাধারণতঃ "ধৈর্য্যগুণ" শব্দও প্রায় ঐ তত্ত্বেরই প্রকাশক। লোকে আমাদের প্রবাদ কথায় বলে "যে সয়, সেই রয়।" এস্থলেও সেই তাৎপর্য্য খাটে।

জগতে সহ্য করিতে হয় দুঃখ। "সুখদুঃখ" একরূপ আছে, কিন্তু তাহা অনুভূতির তীব্রতার দুঃখেরই প্রকারভেদ মাত্র। ফলে যে অনুভব দুঃখধর্ম্মী; তাহাই অপ্রিয়; যাহা অপ্রিয়, তাহাই অসহ্য। অসহ্যকে সহ্যকরাই ধৈর্য্যগুণ বা সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা-সাধন ভিন্ন এই অসংখ্য পাপ-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক-দুর্ভোগ-সঙ্কুল সংসারে চিত্তের শান্তি ও আনন্দ স্থির রাখিয়া, সেই শান্তিস্বরূপ আনন্দময়ের উপাসনা কিরূপে সম্ভব? সহিষ্ণুতার ফলে চিত্ত-প্রসন্নতা না পাইলে, সেই চিত্তচোর হরির নিত্যপ্রসন্ন মুখ দর্শন, বিষণ্ণ ও অপ্রসন্ন ভূরিভজনেও ভাগ্যে ঘটেনা। অপ্রসন্ন ভজন আর উন-ভাপের ওজন ফলিতার্থে উভয়ও নহে, ওজনও নহে।

"সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।
ও তা ছোঁবনা করে।
না পেলে প্রেম ষোলআনা,
আমারও মন ওঠেনা;
(আমি) ষোলকলা কালোশশী
প্রেমের অম্বরে॥"

প্রাণেশ্বরকে ষোলআনা প্রাণটাই দেওয়া চাই। গোটা প্রাণটা তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিয়া, পরে সেই প্রসাদ সবকে দাও,—সংসারে বিলাও। ভগবান পাঁটাই খব চাননা, মূল-মালিকত্ব চান; সুতরাং

আমার সুদীন পাপী নাহি ভব।
মম সম কেহ অপরাধী নয়॥
কি আর কহিব হে পুরুষোত্তম।
পরিহারেতেও লজ্জা হয় মম॥
নিচ; — [illegible]
"শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবনং বিনা,
ব্যর্থানি মেহহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণ-শুষ্কেন্ধন-ভারকাণ্যহো,
বিভর্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ।"
শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবন বিনা,
বৃথা মোর দিন গেল।
শিলা-শুষ্ককাষ্ঠ সম দেহেন্দ্রিয়
ভার মাত্র সার হ'ল॥
কেন তবে আর বিলজ্জ হয়ে,
বৃথা ফিরি হায়! সে ভার বয়ে?
লোকশিক্ষার্থ মহাপ্রভুর দৈন্য-প্রকা-
ঐরূপ অনেক উক্তি প্রচারিত
ছ। ফলে মহাপ্রভুর কৃষ্ণভক্তি-ভাবা-
দৈন্য যে কি অসাধারণ অনুপম অপূর্ব,
। তাঁহা তাঁহার কৃপা ভিন্ন কে বুঝিতে
র? কেবা বুঝাইতে পারে? যাঁহার
-বিরহ-বিলাপের অজস্র অশ্রুজলে সত্য-
। শুষ্ক ভূমি কর্দমাক্ত—হইয়াছে, তাঁহার
ানুষী সীমা মানুষের ভাষায় বুঝাই-
। চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। কলিপাবন
নাম প্রচারার্থই যিনি অবতীর্ণ, যাঁহার
মুখে একবার শ্রীনাম শ্রবণ মাত্র প্রচণ্ড
ও সুদীন বৈষ্ণব হইয়াছে, তাঁহার
াপিত নাম-বন্যার উচ্ছ্বাস আজ সমস্ত
থবী পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল, তিনি
জ কাঁদিয়া বলিতেছেন,—
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।"

আমরা আর কি বলিব? যাহাহউক,
ভুবনপাবন শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-লীলামৃত
সেবন করিলে, বোধ হয় মূর্তিমান উদ্ধত্য
ও দম্ভেরও দৈন্যলাভ অসম্ভব নহে।
ফলকথা "গৌরকৃপাহি কেবলম্।" তবে
শ্রীগৌরের শ্রীচরণোদ্দেশে আমাদের ন্যায়
অদৈন্য-দীনদিগের জন্য একটি মাত্র আর্দ্র
আবেদন এই যে,—

"মৎসমঃ পাতকী নাস্তি ত্বৎসমো
নাস্তি পাবনঃ।
ইতি চিত্তে সমাধায় যথেচ্ছসি
তথা কুরু।"

মম সম নাহি পাপীজন।
তব সম নাহিক পাবন॥
ইহা চিত্তে সমাধান করি।
যাহা ইচ্ছা তাহা কর হরি॥

এ প্রার্থনাটিও কিন্তু দৈন্যপূর্ণ! দৈন্য
ভিন্ন প্রার্থনাই হইতে পারে না; "হুকুম"
হইতে পারে বটে। "অনুরোধ" জন্যও
কিছু দৈন্য চাই। তবে অদীনের দৈন্য-
প্রার্থনার্থ যেটুকু অগ্রিম দৈন্য চাই, তাহা
গৌর-কৃপায় দৈন্য-প্রার্থনার প্রয়োজন-
বোধের পুরস্কার স্বরূপেই পাওয়া যায়।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, ঐ প্রয়ো-
জন-বোধের উপায় কি? এইরূপে "শিকলি-
গাঁথা" প্রশ্নপরম্পরা চলিতে পারে।
শাস্ত্র, যুক্তি ও মহাজনবাক্য অনুসারে তাহার
উত্তর-পরম্পরাও পাওয়া যাইতে পারে;
কিন্তু তাহা অনন্ত—অফুরন্ত। ফলিতার্থে
এই অনন্তশাস্ত্র কেবল প্রশ্নোত্তরই মাত্র।
অতএব এ বিষয়ে উপসংহারে আমাদের এই
মাত্র নিবেদন যে, ধর্মজীবন লাভার্থে 'আমি'

শ্রদ্ধা' ইহাই পূর্ব্বোক্তি ; সাধুসঙ্গাদি ক্রমে তাহার পরে পরে। অতএব এই শ্রদ্ধাটি যেন স্বয়ম্ভূতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ "শ্রদ্ধা" অর্থ বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে চলিত কথায় 'মনের টান' বা 'ঝোঁক' বলা যায়। (ইংরাজীতে Tendency বলা যাইতে পারে।) এইটিকে আপাততঃ যেন স্বভাব-সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয়। শাস্ত্রও সাধন-ক্রম প্রদর্শনের একটা মূল ভিত্তির আবশ্যকতায় সেইরূপই ধরিয়া লইয়াছেন ; ফলে কিন্তু কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। শ্রদ্ধারও কারণ আছে। অনাদি-অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য সৃষ্টির সহিত সৃষ্ট জীবের কর্ম্মবন্ধ-পরম্পরাও অনাদি অনন্ত প্রবাহরূপে নিত্য ! দর্শনশাস্ত্র এখানে হাবু ডুবু খাইয়াছেন ; অগত্যা 'অনাদি অনন্ত' ভবেই 'ইতি' দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জ্ঞান-মার্গের এই জটিল কুটিল সিদ্ধান্ত-রহস্য ভক্তিমার্গে আসিয়া ভগবদিচ্ছা-তত্ত্বে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তারপর ভক্তভক্ত-নাথীর অভীবিশুকীয় "আশাবন্ধ" বিধুন্মর্থে কৃপাময় ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন "ভগবৎকৃপা"। যদি "শ্রদ্ধা" এই ভগবৎকৃপার হেতু বলা যায়, তবে শ্রদ্ধার হেতুও আবার এই ভগবৎকৃপা ! ফলে ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ভগবৎকৃপাই। ভক্তিমার্গীর সিদ্ধান্তে মূল ভিত্তিই ভগবৎকৃপা। অখিল ধর্ম্ম-মূল বেদ ঘোষণা করিয়াছেন,—"ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। এ ব্রহ্ম অর্থে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম নহেন। নির্গুণে কৃপা-গুণ অসম্ভব। তাই পুরাণাদি ভক্তিশাস্ত্র বেদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—সর্ব্বগুণনিধান পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বা সংক্ষেপতঃ ভগবৎকৃপাই সার। এই ভগবৎকৃপাবলে চরমে কৃষ্ণদাসত্ব বা ভগবৎসেবানন্দ লাভই জীবের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রাপ্তি। কলিযুগ-পাবনাবতার কৃপাময় শ্রীগৌরহরি কৃপা করিয়া ইহার কালোপযোগী সুগমপথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই পথের সম্বল হরি-নাম প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেবল গৌর কৃপা-বলেই জীবের সে সম্বল লাভ হয়। অতএব "গৌরকৃপাহি কেবলম্।"

"গৌর-কৃপা সর্ব্বসার।
গৌরকৃপায় জীবোদ্ধার॥
গৌর-কৃপা-বলে তবে গৌর-কৃপা চাই।
গৌরকৃপা পেলে কৃষ্ণ-সেবানন্দ পাই॥
গৌরপ্রেমানন্দে সবে হরি বল ভাই॥"

—:—

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

শ্রীহরিঃ।

[... আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ। | ১৩০৯ সাল, ১৮২৪ শকাব্দা,

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

শূদ্রের বেদাধিকার-বিচার।

১ম অধ্যায়। ৩য় পাদ।

(১১-১২)

—:—

৩৪। শুগস্য তদনাদর শ্রবণাত্তদ-
দ্রবণাৎ সূচ্যতে হি।

৩৫। ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চোত্তরশ্চ
চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ।

৩৬। সংস্কার পরামর্শাৎ তদ-
ভাবাভিলাপাচ্চ।

৩৭। তদভাব নির্দ্ধারণে চ
প্রবৃত্তেঃ।

৩৮। শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতি-
ষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।

৩৯। কম্পনাৎ।

৪০। জ্যোতির্দর্শনাৎ।

৪১। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি
ব্যপদেশাৎ।

৪২। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভে-
দেন।

৪৩। পত্যাদি শব্দেভ্যঃ।

—:—

৩৪। আপন অপ্রশংসা শ্রবণে দুঃখকর্ত্তৃক প্রচালিত হওয়াতেই 'জনশ্রুতি' 'রৈক' কর্ত্তৃক "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শূদ্র-জাতীয়ত্ব-হেতুকে নহে।

৩৫। চৈত্ররথের সহিত একত্রে উল্লেখিত হওয়াতেই জনশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব সূচিত হইয়াছে।

৩৬। উচ্চ ত্রিবর্ণের উপনয়ন-সংস্কার থাকায় এবং শূদ্রের তাহা না থাকায়, শূদ্রের বেদে অনধিকার বিহিত হইয়াছে, [illegible]

কিন্তু ইতিহাস দ্বারা কি ইহা ঠিক প্রমাণিত হয়? যাহাহউক, ক্ষত্রপুত্র যদি এক্ষণে নিজ জাতিতে সূর্য্যবংশীয় শৈশবিত্বের অধিকৃত জাতির ঠিক প্রমাণ করিতে না পারেন, তবে কি তিনি হেয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন? বাস্তবিক ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিস্তারের যুগে মানবের বিবিধ-বিষয়িণী উদারতা বিবিধ প্রকারে বর্দ্ধিত হইলেও, জাতীয়তার অধিকার-অনধিকারের গোঁড়ামি বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না; বরং যখন ভারতীয় জন-সমাজ আপনাদের জাতীয় সাহিত্য ভিন্ন আর প্রায় কিছুরই সংবাদ রাখিত না; তখন যেন ইহার এত অধিক বাঁধাবাঁধি বা বাড়াবাড়ি ছিলনা।

যাহাহউক, আমরা আবার শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যালোচনায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। ৩৮ সূত্রের ভাষ্যে তিনি বলেন যে, স্মৃতি শূদ্রের বেদাধিকার বারণ করিতেছেন, যথা—"যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কারবশাৎ বিদুর-ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিস্তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবদ্ধুং, জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানীতি চেতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার-স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি।" অর্থাৎ বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির ন্যায় যে সমস্ত শূদ্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার-সিদ্ধ, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে অতএব অবারিত; কারণ ঐকান্তিক জ্ঞানের ফল জন্ম-জন্মান্তর-নির্ব্বিশেষে অবিধ্বংসী। স্মৃতি চতুর্ব্বর্ণকেই পুরাণেতিহাসাদির অধ্যয়নে অধিকার প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু বেদে শূদ্রের অধিকার বিধান করেন নাই।

"শূদ্র" শব্দের যেরূপ অর্থই শঙ্করাচার্য্য গ্রহণ না করুন, মহর্ষি স্মৃতি যে শূদ্রকে বেদাধিকার নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু শূদ্রের ইতিহাস-পুরাণাদিতে অধিকার অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে ইতিহাস-পুরাণই বা কি? মনে করুন, মহাভারত এক মহা ইতিহাস এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' সেই মহাভারতেরই অন্তর্গত সুতরাং শূদ্রের গীতাধ্যয়নে অনধিকার নাই। এই গীতা উপনিষৎসমূহের সারসংগ্রহ স্বরূপ। কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি বিস্তর উপনিষদের বিস্তর বচন প্রায় অবিকল গীতার উদ্ধৃত। গীতা-মাহাত্ম্যেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে,

'সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"
সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী, দোহাল গোপাল কৃষ্ণ।
পার্থ বৎস, সুধী ভোক্তা দুগ্ধ মহাগীতামৃত॥

ফলে সাক্ষাৎ ঔপনিষদী শ্রুতি-সমূহ-সমন্বিত গীতাশাস্ত্র তবে কিরূপে শ্রুতি-অনধিকারী শূদ্রাদির অধীত হইতে পারে? বেদান্তের সূত্র ও টীকাকারের মতে তাহা হইলে গীতাধ্যয়নও শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত; কিন্তু তাহাত হইতেছে না। গীতাতে শূদ্রাদি বর্ণনে শ্রুতি আবৃত্তি করিতেছেন। এখন মনে করুন, গোলাপকে অন্য নামে ডাকিলে কি তাহার সৌরভ নষ্ট হয়? যাহা বস্তুতঃ সংস্কৃত, তাহা শত শাস্ত্রবচনেও ব্যাহত হয় না। "বচন-শতেন বস্তুনোহন্যথা কর্ত্তুং ন শক্যতে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে শ্রুতিসারসংগ্রহ, তাহা পণ্ডিতগণের স্বীকৃত; অথচ এই গীতা শ্রুতিবিৎ স্ত্রী-শূদ্রাদির পাঠার্থ অনুমোদিত

প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে! শব্দ একই, কেবল বেদ-বেদান্ত না বলিয়া "পুরাণ-ইতিহাস" বলা হইতেছে মাত্র! শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও কতিপয় উপনিষদ্ প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং তাহা অবাধে শূদ্রাদির অধীত হইতেছে। কঠশ্রুতির নচিকেতোপাখ্যান ও তাহার কতিপয় শ্লোক অগ্নিপুরাণে উদ্ধৃত এবং সুতরাং অগ্নিপুরাণ শূদ্রাদির অবাধিত পাঠ্য; কিন্তু সেই মূল কঠশ্রুতিই মাত্র শূদ্রের অধিকারাতীত! ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত বিধান আর কি হইতে পারে? ফলিতার্থে ইহা সাধারণ জ্ঞান-বিস্তারের প্রতিরোধী সঙ্কীর্ণ ভিন্ন সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার কুফল আত্মগত কতকগুলি লোক এই জ্ঞান-বিস্তার বিরোধিনী সঙ্কীর্ণ নীতির চিরপক্ষপাতী; আবার কতকগুলি উদারনৈতিক লোক উহার বিরুদ্ধবাদী। একটি সমগ্র জাতিকে জাতীয় ধর্মশাস্ত্রের সুপবিত্র শিক্ষায় চিরবঞ্চিত রাখা কদাচ তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারেনা। তাঁহারা কদাচ এই বিদ্বেষকলুষিত স্বার্থসঙ্কুচিত সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ পরিপোষক নহেন।

ভারতবর্ষে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যৎকালে ক্ষত্রিয়গণ বেদান্ত-বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বেদবিত-বিপ্রপুত্র ও কর্মযাজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট বেদবিদ্যালাভার্থে আগত হইতেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদে শ্বেতকেতু আরুণি এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের আখ্যান বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের অধ্যাত্মবিদ্যালোচনার কতদূর অধিকার ছিল, তাহা জানা যায়। আখ্যানটি এইরূপ, ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু একদা রাজন্য প্রবাহণের রাজসভায় উপনীত হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বালক তদুত্তরদানে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ বালক শ্বেতকেতু স্বীয় পিতৃসন্নিধানে আসিয়া, অভিমান ব্যথিত-ভাবে রাজার কৃত-প্রশ্ন ও স্বকীয় উত্তরদান-অক্ষমতা নিবেদন করিলেন। তাহাতে পিতা বলিলেন, এমন কি, তিনিও তৎসমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানেন না। তৎপর পিতা উক্ত রাজসমীপে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, আমার ভাণ্ডারের ঐহিক-দ্রব্যরাশির মধ্যে আপনি যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, তাহাই প্রার্থনা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, ও সব অনিত্য ধন আপনারই থাকুক, আমি উহার প্রার্থী নহি। হে রাজন্! আমার পুত্রকে আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যাখ্যা করুন। "রাজা কহিলেন" কোন ব্রাহ্মণই ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না; পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই বিষয়ে শিক্ষাদানে সমর্থ।

"সহ কৃচ্ছ্রী বভূব তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ।"

শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তৎকালে উক্ত বিষয়ের কিছুই জানিতেন না; ক্ষত্রিয়েরাই উহার একমাত্র উপদেষ্টা ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যা পরম্পরাক্রমে ক্ষত্রিয় জাতিতেই নিবদ্ধ ছিল। প্রত্যুত ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছিল। কতিপয় ক্ষত্রিয় উক্ত বিদ্যা হইতে ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত রাখারই পক্ষপাতী ছিলেন, তবে কেবল প্রবাহণের ন্যায় উদারচেতা রাজন্যগণই তদ্বিষয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে কোন পার্থক্য বিধান করেন নাই।

তৎপর ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১২শ পরিচ্ছেদে ঐরূপ আখ্যান বিবৃত হইয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্মণ 'আত্মা কি ও ব্রহ্ম কি' এই তত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন এবং তাঁহারা আপনারা কোন সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া উদ্দালক সমীপে গমন করিলেন। উদ্দালকও তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রকৃত উত্তর দানে অক্ষম হইলেন; সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজা অশ্বপতির সন্নিধানে উপনীত হইলেন; রাজা অশ্বপতিও তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। পরদিবস রাজা তাঁহাদিগকে ধনদানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা তৎপ্রতিগ্রহে অসম্মত হইলেন। ইহাতে রাজা ভাবিলেন যে, হয়ত তাঁহার রাজ্যপালন বিষয়ে কোন ত্রুটি বা দোষের প্রতীকারার্থে তাঁহারা আসিয়াছেন, এই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোন চোর তস্কর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপ নাই, অনাহিতাগ্নি নাই; মূর্খ নাই, ব্যভিচারী নাই, ব্যভিচারিণীও নাই" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা সে সব কোন কারণেই আসেন নাই; তাঁহারা ধনের প্রার্থী নহেন; তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী। তচ্ছ্রবণে রাজা বলিলেন, "কল্য প্রাতে এ বিষয় আপনাদিগকে বলিব।" তদনুসারে তৎপরদিবস তাঁহারা শিক্ষালাভার্থে গুরুসমীপার্থী শিষ্যবৎ হোম-সমিধাদি সহকারে তাঁহারা রাজা অশ্বপতির নিকট আগমন করিলেন এবং অশ্বপতিও যজ্ঞোপবীত দ্বারা উপনয়ন বিধান না করিয়াই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

"তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ। তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি॥ তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি। তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ।"

এই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়-সমীপে ব্রহ্মবিদ্যা লাভার্থ উপস্থিত হইতেন; কিন্তু অধুনা কেবল শূদ্র-জাতির প্রতি

পুরাণাদি সহ বেদাধ্যয়নে অধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি এবং অত্রির সহিত বেদ-বিদ্যায় অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছেন। অদৃষ্টের কি অবস্থা, শূদ্রজাত ব্যাস বেদব্যাস হইলেন বেদের বিভাগ কর্ত্তা, এবং তাঁহা-রই প্রামাণিক বাক্যবলে শূদ্রগণ বেদাধিকারে বঞ্চিত! বাহাদুরিও, সত্য কদাচ অভিভূত থাকিবার নহে। সংস্কারান্ধ ভাষ্য-কার প্রভৃতিরা যতই চেষ্টা করুন, সত্যা-ধিকারের জন্য অপ্রতিহত; এই জন্যই বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেলায় "পূর্ব-জন্মসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সংস্কার লুপ্ত হইবার নহে" অগত্যা ইহাই সমাধান; অথবা সোজা কথায় এরূপ বলিলেও হয় যে, "যে শিখিয়াছে, সে শিখিয়াছে; তার আর হাত কি? কিন্তু সাবধান! আর কেন কেউ না শিখে।" ইহা কি অদ্ভুত ন্যায়ের যুক্তি! এবং সেই জগদ্বিখ্যাত শঙ্করা-চার্য্যের পক্ষে ইহা কি অযোগ্য নীতি! ফলে তাৎকালিক-সমাজের উৎকট বর্দ্ধিষ্ণু সংস্কারান্ধতা এতই প্রবল ছিল যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যকেও তৎসমর্থনে বাধ্য করিয়াছিল।

যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমানে বেদাধিকার-বিচ্যুত হইয়া আছে, তাহারা অনেকেই জাতিতে বস্তুতঃ শূদ্র নহেন, অথচ তাহারাও যেন শাস্ত্র কর্ত্তৃকই বেদ বারিত, এইরূপ সংস্কারান্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট আছেন! ফলে তাহারা বাস্তবিক "শূদ্র" অভিধেয় জাতিতে উৎপন্ন, তাহাদেরও বেদবিদ্যায় নিষিদ্ধ অধিকারিতা? স্মৃতি-শাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার বারিত হইয়াছে, বেদ-বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য, ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। অথবা অন্য প্রকারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং তাহাই সমীচীন বোধ হয়; যথা—স্মৃতিশাস্ত্রে যে শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা জন্ম বা জাতিগত শূদ্রত্বকে লক্ষ্য করে না পরন্তু গুণ-কর্ম্মগত শূদ্রত্বকেই লক্ষ্য করে। এইরূপ সিদ্ধান্তই সরল, অকষ্টকল্পিত, যুক্তি যুক্ত, ন্যায়বিচারপূত ও বেদের অবিরুদ্ধ। মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, মনুসংহিতা এবং অন্যান্য স্মৃতি সমূহের উক্ত নিষেধোক্তি আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই অবি-তর্কিতভাবে প্রতিপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমস্ত শাস্ত্রে তাহাদিগকেই শূদ্র বলা হইয়াছে, যাহারা নীচপ্রকৃতি-ধারী ও হীনকার্য্যকারী, অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তি উচ্চতম বেদবিদ্যায় স্বতএব অনধিকারী সুতরাং তাহাদের জন্য অন্য সুগম শিক্ষাশাস্ত্র ব্যবস্থেয়। বস্তুতঃ ব্যাপার এই; কিন্তু কালসহকারে এই শূদ্রত্ব জন্মগত জাতিগত হইয়া দাঁড়াতেই যত গোল বাধিয়াছে; এমন কি এবেন শঙ্করাচার্য্যকেও এই ধাঁধায় পড়িয়া সময়ের পক্ষে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

আরও দেখুন, গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্ট-করেই বলিয়াছেন "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"। অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানু-সারেই আমি বর্ণবিভাগ করিয়া এই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উৎকৃষ্ট গুণ সত্ত্বগুণ যাঁহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ মিশ্র উভয় মানুষের

করে নাই। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বিকৃত ভাবে বুঝিয়া টীকা ভাষ্যকারগণও সাধারণকে তদ্রূপ বুঝাইয়াছেন। সেই ভুল শাস্ত্রবোধের ক্রমিক সমাজে বদ্ধমূল হইয়া, "আকৃতি-প্রকৃতি-ব্রাহ্মণজাতি কর্ম্মানুসারিণী" এই বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব ক্রমে অস্পষ্টতা পাইয়া শুধু জন্মগত জাতীয়ত্বই সমাজে সুদৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উপযুক্ত অধিকারী শূদ্রের ও সেদাস্থ্যানে সামাজিক অসম্ভিদতা স্বর্ণিতার্থে তাহারই তিক্তবিষাক্ত ফল।

শূদ্রেচ যত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥

শূদ্র-বংশে জাত ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণান্বিত হয়, আর ব্রাহ্মণ-বংশে জাত ব্যক্তি যদি শূদ্র-লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে সে শূদ্র শূদ্র নহে, সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্র ব্রাহ্মণ বটে, এবং সেই শূদ্র-লক্ষণ ব্রাহ্মণ শূদ্রই বটে।

গুণে শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং দোষে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইতে পারে। পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ লক্ষণ বর্ণন করিয়া পরে বলিলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভি-
[illegible] ব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

যেরূপ বর্ণলক্ষণ বর্ণিত হইল, তদনুসারে এক বর্ণের লক্ষণ অপর বর্ণজ-পুরুষে লক্ষিত হইলে, তাহার লক্ষণানুসারেই বর্ণ-বিনির্ণয় কর্ত্তব্য। তারপর স্মৃতিরাজ মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন;—

"[illegible] বা [illegible] বা বৈদিকা বা স্বকর্ম্মভিঃ"

যাহার জন্ম প্রচ্ছন্ন বা যাহার কুল অজ্ঞাত, তাহার স্বকর্ম্মদ্বারাই বর্ণ বিনির্ণয় হইবে। [illegible] আপস্তম্ব বলেন,—

তপোবীর্য্য প্রভাবৈস্তু গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥

তপস্যা ও জ্ঞান-বলেই মানুষ যুগে যুগে জন্মগত উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব গুণই শ্রেষ্ঠজাতীয়তার হেতু এবং দোষ বা গুণাভাবই নিকৃষ্টজাতীয়তার হেতু। স্থলান্তরে মনুও স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্"

শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়। অপর একস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্
গুণৈঃ। [illegible]

আর্য্যপিতা ও অনার্য্যামাতার পুত্রও গুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে। সুবিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্র-কর্ত্তা মহর্ষি গৌতম বলেন, "বর্ণান্তরগমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং [illegible]।" গুণের উৎকর্ষাপকর্ষতা ক্রমেই মনুষ্যের বর্ণান্তর প্রাপ্তি হয়; অর্থাৎ গুণোৎকর্ষে উৎকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ও গুণাপকর্ষে অপকৃষ্ট বর্ণান্তর প্রাপ্তি ঘটে। অপর, মনুর পরেই বিখ্যাতনামা ব্যবস্থাশাস্ত্রকার মহামুনি অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন-যুক্ত ও অনিত্য-সংসারমোহ-মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণ। যে বীর-ধর্ম্মা ও সর্ব্ববিধ ক্ষত্রিয়কর্ম্মা, সেই ক্ষত্রিয়। যে কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যাচারী, সেই বৈশ্য। যে মধু-মাংস-লবণ-বিক্রয়ী, অজ্ঞ, অসরী, সেই শূদ্র। [illegible] যে সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, মহামূর্খ, ও [illegible]

গৃৎসমদ-দক্ষ, সেই গুণানুযায়ী অভিন্ন এই অভিমতে গুণ-ক্রিয়াগত জাতীয়ত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, গৃৎসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্ম্ম-ভেদে বিকল্প করিলেন। যথা বায়ুপুরাণ—

"পুত্রো গৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥
এতস্য বংশসম্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ——গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ" ইত্যাদি।

হরিবংশ অবিকল বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের যে প্রসিদ্ধ "পুরুষসূক্ত" প্রাচ্য পাশ্চাত্য সর্ব্বপণ্ডিত-সমাজেই রূপক-সিদ্ধান্তে সমাদৃত, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গ হইতে বিভিন্ন-বর্ণের উৎপত্তি। যথা পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র সমুদ্ভূত। এস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে কি প্রকারে পুরুষের বিভিন্ন-অঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের পরিচয় প্রতিপন্ন হইবে? মুখ কাহাকে বলা যায়? বাহু কাহাকে বলে, ঊরু এবং পদই বা কাহাকে বলা যায়? যথা—"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য, কৌ বাহু, কা ঊরু-পাদা উচ্যেতে।" উত্তর-পক্ষ পরিষ্কার;—যথা ব্রাহ্মণই তাঁহার মুখস্বরূপ, বাহু ক্ষত্রিয় স্বরূপ এবং ঊরু ও চরণই বৈশ্য ও শূদ্র স্বরূপ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন বৈদিক-যুগের পরবর্ত্তী সময়ে ক্রমে বর্ণভেদ প্রথা গঠিত হইয়া আসিলে, বর্ণভেদের পক্ষপাতিগণ ঋগ্বেদে উক্তবাক্য প্রক্ষিপ্ত করিয়া আধুনিক বর্ণভেদ-বিধির প্রাচীন ও সমীচীন সমুৎপত্তি সপ্রমাণিত করিয়াছেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এ সিদ্ধান্ত আমরা সমর্থন করিতেছি না। আমরা বলি, পুরুষসূক্তের উক্তবাক্য জাতিভেদের মৌলিক-অস্তিত্বের কোন পরিষ্কার প্রমাণ নাই এবং সায়ন ও মহীধর প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক টীকাকারগণও উহাকে রূপকার্থ ভিন্ন অন্যার্থে গ্রহণ করেন নাই। পুরুষসূক্তের উক্তবাক্যে মাত্র এই তাৎপর্য্যটুকু ব্যক্ত হইয়াছে যে, চতুর্ব্বর্ণের সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ, উত্তম ক্ষত্রিয়, মধ্যম বৈশ্য, এবং অধম শূদ্র। আর্য সমাজ দেহের অঙ্গ বিভাগ এইরূপ। সূক্তে উক্ত হইয়াছে,

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

বদনে ব্রাহ্মণ জাত, ক্ষত্র বাহুদ্বয়।
ঊরুতে উৎপন্ন বৈশ্য, পদে শূদ্র হয়॥

যদি কেহ বলে স্বর্ণ অলঙ্কাররূপে পরিণত হইল, তবে বুঝিতে হইবে যে, অবশ্য অলঙ্কারের পূর্ব্বেই স্বর্ণ, তদ্রূপ যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণ মুখরূপে পরিণত হইল, তবে মুখের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, ব্রাহ্মণ ও মুখ, এই উভয় শব্দই একবচনান্ত হওয়াতে মুখ শব্দকেও কর্ত্তৃকারক ধরা যাইতে পারে, একরূপ বলা যায়; কিন্তু তৎপরেই দেখা যায় যে, রাজন্য শব্দ একবচন কিন্তু বাহু

বচন এবং "কৃতঃ" পদও একবচন, সুতরাং একবচনান্ত ব্রহ্মের সহিত বাহুর বাচ্যতা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত তাহার অন্বয় হইবে। অতএব "বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ" বাক্যে, বাহুর পূর্ব্বেই রাজন্যের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে।

উক্ত-যুক্তি দ্বারা বস্তুতঃ বর্ণ-ভেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয় না; কেবল এতদ্দ্বারা এইমাত্র প্রকাশ পায় যে, একই সমাজ-দেহের চতুরঙ্গ এই চতুর্ব্বর্ণ; কিন্তু পরবর্ত্তী অপর সমস্ত শাস্ত্রদ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, এই চতুর্ব্বর্ণ এক মূল বর্ণ হইতে কর্ম্ম ভেদে উৎপন্ন। শ্রুতিকারক বলেন, চতুর্ব্বর্ণের সকলেই এক পবিত্র ভাষাভাষী। যথা— "ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী" যদি শূদ্র অপর দ্বিজ ত্রিবর্ণ হইতে প্রকৃত স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি হইত, তবে তাহারা কখনও দ্বিজ-ভাষিত-ভাষার সমভাষী হইতে পারিত না। আমরা দেখিতে পাই যে, মূল আর্য্য ও আর্য্যজাতি পরস্পর বিভিন্ন ভাষা-ভাষী, কিন্তু শূদ্র অপর আর্য্য বর্ণত্রয়সহ সম্পূর্ণ সমভাষা-ভাষী। বেদে দেখা যায় যে, অনার্য্যেরা "শূদ্র" সংজ্ঞায় অভিহিত হয় নাই; এই পাশ্চাত্য অধ্যাপক-প্রবর মোক্ষমূলর বলেন যে, শূদ্র যে বীজ জাতীয়ত্বে আর্য্যজাতি হইতে বিভিন্ন, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই শূদ্র; কিন্তু তাহাদের কোনরূপ ধর্ম্ম ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য প্রতিষিদ্ধ হয় নাই। যথা—

"ধর্ম্মযজ্ঞো ক্রিয়াতেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে" ইত্যাদি।

"বজ্রসূচি" উপনিষদে ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে একটি আলোচনা দৃষ্ট হয়। যথা—জীব বা দেহী আত্মা ব্রাহ্মণ নহে; কারণ জীব বহুবিধ-দেহ ধারণ করেন। দেহও ব্রাহ্মণ নহে, কারণ মানুষ মাত্রেরই দেহ সাধারণতঃ এক প্রকার এবং উহা জরা মৃত্যুর অধীন; অপিচ, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপই শাস্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দৃষ্ট হয় না। জন্ম জাতিগত ভাবেই ব্রাহ্মণত্ব নিরূপিত হয় না; কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী-গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ, তদ্রূপ ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যার গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ উর্ব্বশীর অপত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ। অপর, কেবল বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব হয় নাই; যেহেতু ক্ষত্রিয়গণ অপরাপর অনেক মনুষ্য ও বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হইয়া থাকেন। কর্ম্ম ও ব্রাহ্মণত্বের হেতু নহে, কারণ প্রত্যেকেই কর্ম্মের অধিকারী। ধর্ম্ম বা পুণ্যের দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ নহে; ধর্ম্ম বা পুণ্য কার্য্য, অপরেও করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন। অতএব কেবল জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। সংস্কারান্ধ টীকা ভাষ্যকারগণের সমক্ষে, বজ্রসূচি বস্তুতঃ এক দুর্ভেদ্য সমস্যা সংস্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে বজ্রসূচী বস্তুতঃই বজ্রসূচী।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদে সত্যকাম জাবালের যে আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে,

কেন কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর একচেটিয়া বস্তু নহে। গুণের দ্বারা যিনি উপযুক্ত হইবেন, তিনিই বেদ অধ্যায়ের সমাদৃত অধিকার প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আখ্যান শূদ্রের বেদে অনধিকারের প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে।

সত্যকাম জাবালের বংশ-পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। সে গুরু-সমীপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষায় নিজ মাতার নিকট স্বীয় গোত্র জানিতে চাহিয়াছিল। মাতা বলিলেন— "বৎস! তোমার জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমি বহুগোত্রীয় পুরুষের পরিচর্য্যায় ছিলাম; সুতরাং তুমি কোন্ গোত্রজ তাহা অনির্দ্দিষ্ট। যাহাহউক, তোমার নাম সত্যকাম এবং আমার নাম জবালা; অতএব জবালার পুত্র স্বরূপে তুমি সত্যকাম জাবাল নাম ব্যবহার করিও। তৎপর সত্যকাম জাবাল ঋষি হরিদ্রুম গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম লাভের প্রার্থনায় উপনীত হইলে তৎকর্ত্তৃক তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসিত হইল; তখন সত্যকাম মাতৃসকাশে শ্রুত বিবরণ অবিকল নিবেদন করিলেন। ঋষিবর সত্যকামের সম্পূর্ণ সরল সত্যবাদিতা এবং নিজের লজ্জাজনক জন্মকুৎসা বর্ণনেও অপূর্ব্ব অকুণ্ঠতা দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ব্রাহ্মণ ব্যতীত এরূপ কেহ বলিতে পারেনা। তুমি ব্রাহ্মণের লক্ষণ সত্য নিষ্ঠা হইতে ভ্রষ্ট হও নাই; অতএব আমি তোমাকে দীক্ষা দিব। যাও বৎস! সমিধ আনয়ন কর। এই আখ্যানে যদি কিছু প্রমাণিত হয়, তবে তাহা এই যে, পুরাকালে এক মাত্র সত্যনিষ্ঠাই ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। পিতা মাতা যে বর্ণেরই হউন, যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনিই সত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত। তাই অজ্ঞাত-পিতৃগোত্র-সত্যকাম কেবল স্বীয় সত্য-নিষ্ঠা-প্রভাবেই ব্রাহ্মণ পদে পরিগৃহীত হইল। এই সূত্রে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সত্যকাম শূদ্র নহে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই গৌতম তাঁহাকে দীক্ষাদানে উদ্যত হইলেন। তিনি সত্যকামের সত্যপরায়ণতা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যাহাহউক, সত্যপরায়ণতা দ্বারা যদিও ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয়, তথাপি উক্ত গুণ যে অবশ্য কেবল ব্রাহ্মণাখ্যা একচেটিয়া শ্রেণীবিশেষেই থাকিবে, এমন কোন কথা নহে। তবে যদি বলা যায় যে, যে সত্যপরায়ণ, সেই ব্রাহ্মণ, তদ্দৃষ্টে বর্ণ-ভেদকে নিরাপদে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ সত্যকাম-জাবালের ঘটনায় ইহাই ঘটিয়াছে। এই আখ্যানটিতে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, সত্যকামের জনয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, বা তৎপরবর্ত্তী অপর বর্ণত্রয়ের কোন বর্ণীয় ছিলেন; এমন কি, ইহার মাতৃবর্ণ পর্য্যন্ত ইহাতে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় নাই; বরং ইহার মাতার বর্ণিত বিবরণে তাঁহাকে নিম্নজাতীয় বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। আচার্য্য গৌতম বালকের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়াই "ব্রাহ্মণ ভিন্ন এরূপ সত্য কেহ বলিতে পারে না" এই সমাধানে তিনি তাঁহাকে শিষ্য করিলেন। এস্থলে অনুসন্ধান দ্বারা সত্যকামের জন্ম-বৃত্তান্ত জানিয়া, তাঁহার জাতি-নির্ণয় হইল না; পরন্তু তাঁহার আত্মপরিচয়

গৌরবেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব নির্ণীত বা স্বীকৃত হইল। যদি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণই বেদাধিকারপ্রদ ব্রাহ্মণত্বের হেতুরূপে ধরা যায়, অথচ শূদ্রের বেদে অনধিকার নির্ণীত হয়, তবে নিশ্চয় এই বিধিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বা সদুপপত্তি রক্ষিত হইতে পারে না; কেননা শূদ্রবংশীয় যে, সেও নির্দ্দিষ্ট সদ্গুণের অধিকারী হইতে পারে, ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব অবশ্য তাহার পক্ষে অবারিত। তথাপি যদি গুণ ধরা যায় যে, উক্ত নির্দ্দিষ্ট গুণপ্রাপ্ত শূদ্র স্বীয় শূদ্রত্বযুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব যুক্ত হইয়া তবে বেদাধিকারী হইতে পারে, তাহাতে ফলিতার্থে শূদ্রপক্ষই সমর্থিত হয়। সে হিসাবে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্রই নহেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব প্রবং এইরূপে হীন জন্ম হইতেও অনেকের কার্য্যতঃ ঋষিত্ব ব্রাহ্মণত্ব ও বেদাধিকারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পৌরাণিক সাক্ষ্যের অভাব নাই।

৩৬ সূত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, যজ্ঞোপবীত প্রাপ্তির অভাবও শূদ্রের বেদাধিকার বারণের আনুসাঙ্গিক কারণ। উক্ত যজ্ঞোপবীত ত্রিদণ্ডী যুক্ত এবং বস্ত্র, সূত্র বা কুশ নির্ম্মিত হওয়াই বিধি। যাহাহউক; যজ্ঞোপবীতের প্রকৃত তাৎপর্য্যের বিষয়ে মনু বলেন,——

"বাগ্দণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি সউচ্যতে
সেই ত "ত্রিদণ্ডী" বাচা বুদ্ধি সিদ্ধ যার—
বাগ্‌দণ্ড মনদণ্ড কায়দণ্ড আর।

অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্য যাঁহার শাসিত ও সংযত, তিনিই যথার্থ যজ্ঞোপবীতধারী! যজ্ঞোপবীতের স্থূল ত্রিদণ্ড এই সূক্ষ্ম ত্রিদণ্ডের বাহ্য নিদর্শন মাত্র। ফলিতার্থে ব্রাহ্মণত্ব বা বেদাধিকারিত্ব কোন স্থূল বাহ্যলক্ষণের অধীন হইতে পারে না। উহা বরং মনুক্ত সূক্ষ্মযজ্ঞসূত্রেরই অধীন বলা যাইতে পারে। পুরাকালে স্থূল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ অনেক স্থলে ইচ্ছানুযায়ী ছিল মাত্র। পিতৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উহা সাময়িকভাবে ব্যবহৃত হইত মাত্র। যাঁহারা ইহা ধারণ করিতেন, তাঁহারাও ঠিক সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেই ধারণ করিতেন। যাহা হউক, এই যজ্ঞসূত্র কেবল একটি স্থূল বাহ্য চিহ্নমাত্র; সুতরাং অভাব কদাচ প্রকৃত গুণের অভাব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যজ্ঞোপবীত ত অদ্যাপি তথাকথিত শূদ্র সংজ্ঞিতগণেরও দেব-পিতৃ কার্য্যে স্কন্ধদ্বয় লম্বীভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়রাজ অশ্বপতি অনেকগুলি ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বাহ্য সূত্রাদির কোন অপেক্ষা রাখেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত সেই আখ্যান ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর শূদ্রের বেদাধ্যয়ন বিষয়িণী আলোচনার সার সংগ্রহ করা যাইতেছে। শূদ্র বেদাধিকার বর্জ্জিত, এ সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য বা পরিগ্রাহ্য নহে।

বেদে এমন কোন শ্রুতি বা নিষেধ বিধি নাই, যদ্দ্বারা শূদ্রজাতির বেদাধিকার বারিত হয়। বরং বেদে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শূদ্রের বেদাধিকার বিষয়িণী শ্রুতিই দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি, সত্যকাম জাবালি, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতির বেদাধিকারের অনুকূল

সুতরাং বাধা শূদ্রের বেদাধিকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে। আর যখন সংস্কারাচ্ছন্নতা ও স্বমত মত্ততার পূর্ণ প্রভাব ভারত-বুকে প্রবল ও প্রকট ছিল, সেই সময়েও ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে শূদ্রগণের অবারিত অধিকার ছিল। আর তদংশান্তর্গত অনেক শ্রুতিবাক্য। সুতরাং তাঁহারা অবশ্য অব্যাহতভাবে আবৃত্তি ও শিক্ষা করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় এবং অনেক ব্রতাদি দেবকার্য্যে ও বিবিধ মন্ত্রাদিতে শ্রুতি উচ্চারণে শূদ্রদের বাধা ছিলনা এবং এখনও নাই। যদি শূদ্র শব্দে অনার্য্য জাতি বুঝায়, তবে আর্য্যজাতির ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে বেদ বারণ বিধি প্রযুক্ত হইতে পারে; যেহেতু ভারতীয়-প্রাচীন-সাহিত্যাদি পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যজাতির সহিত অনার্য্য জাতির বিবিধ ঘটনায় বহুসংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। তারপর, যদি মানসিক ও শিক্ষাগত গুণ ও কর্ম্মই শূদ্রত্বের হেতু হয়, তবে সে হেতু দ্বিজ ত্রিবর্ণেও অর্থাৎ সর্ব্ববর্ণেই বর্ত্তিতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত জাতি 'শূদ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত, এবং বেদে অনধিকারী বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কি জাতিতত্ত্ব বিচারে, কি মানসিক সদ্গুণাধিকারে, কি শিক্ষা—সাধনায়, কি কর্ম্ম-মর্য্যাদায়, কোন বিষয়ে কোন অংশেই তাঁহারা শূদ্র নহে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে 'বেদ-বারণ-বিধি' তাহাদের প্রতি [illegible] হইতে পারে না।

[illegible] যাঁহারা শাস্ত্রীয়-[illegible] যথার্থ [illegible] যাঁহারা জ্ঞান-বিস্তারের বিরোধী হইতে পারেন না, কারণ উহা অনুদার-নীতি ও হীন-বিদ্বেষ-দূষিত-স্বভাবের ফল। বেদ বিদ্যা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া থাকা কদাচ বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধারণে বেদ-বিদ্যা বিস্তারিতা হইলে, তাঁহাদের প্রাধান্য কমিবে এরূপ কল্পনা ও হীন আশঙ্কা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ-হৃদয় দৌর্ব্বল্যেরই পরিচায়ক। যে ব্রাহ্মণেরা বেদ-বারণ-বিধির পক্ষপাতী, তাঁহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই উক্ত পক্ষপাতের একমাত্র হেতুভূত। যাহাদিগকে তাঁহারা অনধিকারী বিবেচনা করেন, তাঁহারা যদি বেদাধ্যয়নে রত হন, তবে ব্রাহ্মণেরাও বরং তাঁহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অন্ততঃ প্রতিযোগিতাভাবেও বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকতর প্রযত্নশীল হইলেও তাহাতেও সমাজে সুফল ফলিবে। এখন ব্রাহ্মণেরাই প্রায় বেদালোচনার বহির্ভূত হইয়া পড়াতে আপনারাই যথার্থ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যদি বেদপাঠী শূদ্রাপেক্ষা আপনাদের বেদজ্ঞান বর্দ্ধিততর রাখিবার অনুরোধেও তাঁহারা উপযুক্ত অধ্যবসায় সহকারে বেদবিদ্যার সাধক হন, তাহাতে সমাজে অতি স্বাস্থ্যকর-পরিবর্ত্তন আসিয়া সমগ্র সমাজের সমুন্নয়নই বিধান করিবে, সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যাদির প্রকৃত পুনরুদ্ধার হইয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইতে পারিবে। তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, যিনি তাঁহার পরিচিত ভ্রাতাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লন, কিন্তু যিনি সেই পতিতের চিরপতিতাবস্থারই প্রয়াসী

তিনি যে কিরূপ ব্রাহ্মণ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা সহজে অনুমেয়।

অধুনা অস্মদ্দেশে শত শত শাস্ত্র গ্রন্থাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে। বহুদিন হইতে ঐ সমস্ত গ্রন্থাদির ব্যবসায় কেবল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-নীতি বলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট পরিবার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া তত্তৎ পরিবারের ধ্বংসের সহিতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থাদি সমাজ মধ্যে উদারভাবে সাধারণ্যে ব্যবহৃত ও বিস্তারিত থাকিত, তবে অবশ্য শত বিপ্লবেও কোথাও না কোথাও অদ্যাপি তৎসমস্তের অস্তিত্ব অবিলুপ্ত রহিত। সংস্কার-অন্ধতা বা গোঁড়ামীর হুজুকে দেশের মঙ্গল ত কিছুই হয় না, অধিকন্তু যাহারা সমাজে অজ্ঞাত ও অধঃপতিত জাতি, উহা তাহাদের উন্নয়নের প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কি পরার্থপরতা, কি স্বার্থপরতা, কি শাস্ত্রীয়-বিধান, অপক্ষপাতবিচার ও যুক্তিপ্রমাণ এ সমস্তই 'সমাজের সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞানোন্নতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক" এই অভিমত বা নীতির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে। পরার্থপরতার অব্যাঘাতেই যথার্থ স্বার্থপরতা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানোন্নতির আবশ্যক, এই সাধারণ ও স্বাভাবিক নীতির উপরই শূদ্রের বেদাধিকার স্থাপিত। ২৫সূত্রে "মনুষ্যাধিকারাৎ" বাক্যে এই সিদ্ধান্তই সূচিত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সূত্র নিচয়ে যে এই 'মনুষ্য' শব্দের সঙ্কীর্ণার্থ ঘটাইয়া দ্বিজত্রিবর্ণের মধ্যেই যে উক্ত বেদাধিকার বদ্ধ রাখার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কদাচ প্রশস্ত বা পরিগ্রাহ্য হইতে পারে না; ফলে সম্ভবতঃ উক্ত পদ গুলি প্রক্ষিপ্ত।

৩৯ সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, কম্পন হেতু প্রাণই ব্রহ্ম। কঠোপনিষদে (১১। ৬-২) উক্ত হইয়াছে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

যাহা কিছু এই সর্ব্বজগৎময়।
প্রাণেতে প্রাণ প্রকম্পিত হয়॥
মহদ্ভয় সমুদ্যত বজ্র প্রায়।
যারা জানে তারা অমৃতত্ব পায়॥

এ স্থানে 'প্রাণ' পদের অর্থ প্রাণ-বায়ু অথবা ব্রহ্ম, তাহাই এই সূত্রের বিচার্য্য বিষয়। ইহার ভীষণত্ব উক্ত হওয়াতেই যে এতদ্দ্বারা ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য বিষয়ই ব্রহ্মতত্ত্ব; অতএব ইহা বিবেচনা করাই অসঙ্গত যে, মূল-বিষয় ছাড়িয়া এতদ্দ্বারা কেবল বাতাসেরই স্তুতি করা হইয়াছে। আর বাতাসকে জানিয়াই বা কে অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে? কঠোপনিষদে আর একটি এইরূপ শ্রুতি আছে, তদ্দ্বারাও ব্রহ্মের ভীষণ-সত্ত্বা প্রাধান্যই প্রতিপন্ন হয়। যথা—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

এঁর ভয়ে ভীত হয়ে, বৈশ্বানর বিশ্ব দহে,
ভয়ে ভানু তাপে বসুধায়।
এঁর ভয়ে ইন্দ্র ভীত, ভয়ে বায়ু প্রবাহিত,
পঞ্চমতঃ ভয়ে মৃত্যু ধায়॥

বেদে ঠিক এই তাৎপর্য্যের আর একটি শ্রুতি এই যে,—

প্রাচীনশাস্ত্রেরও মর্য্যাদা থাকিল, সাধারণের ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছুই করা হইল না, অথচ নূতন ব্যাখ্যাদ্বারা নূতনশাস্ত্রের অবতারণা হইল এবং উহা দেশ কাল পাত্রোপযোগী হওয়ায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-সমদ্ভূত বলিয়া জনসমাজে গৃহীত ও আদৃত হইতে লাগিল। এই প্রণালীতেই প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতারা শাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেন, এই প্রণালীতেই প্রাচীন রোমীয়ব্যবস্থাপকেরা স্বদেশের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া জনসমাজের উন্নতিসাধন করিতেন এবং এই প্রণালীতেই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ পরিবর্ত্তন হওযা আবশ্যক। জীমূতবাহন এক কথায় বলিলেই পারিতেন যে "প্রাচীনকালে পিতা ও পুত্র পৈতামহসম্পত্তিতে তুল্যাধিকারী ছিলেন, কিন্তু ঐ নিয়ম বর্ত্তমানকালের উপযোগী নহে, বর্ত্তমানে পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র পৈতামহসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন না, আমি প্রাচীনশাস্ত্রের স্থলে, এইরূপ নিয়ম প্রচলিত করিলাম, ইহাতেই সমাজের অধিক উপকার সম্ভাবনা, তোমরা আমার প্রণীতশাস্ত্র গ্রহণ কর।" কিন্তু তিনি জানিতেন যে ঐরূপভাবে নূতনবিধির অবতারণা করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না, সুতরাং তিনি উহা না বলিয়া প্রচীনবিধি যেমন তেমনি রাখিয়াছেন, অথচ উহাতে এমন কৌশলেনূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে প্রাচীনশাস্ত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যখন সমাজ দেখিল যে নূতনবিধি প্রাচীন শাস্ত্রসম্ভূত এবং উহা দেশ পাত্র ও কালোপযোগী তখন তাহা গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি থাকিল না।

হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বহুল ধর্ম্মসম্প্রদায় লক্ষিত হয়। সকল সম্প্রদায়েই স্বীয় স্বীয় মতের প্রচারদ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। আরবদেশে প্রথমে ইশলাম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে অনেক দেশে ইশলাম ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে এবং অন্যান্য অনেক ধর্ম্মাবলম্বী ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে বোধ হয় দশভাগের নয়ভাগ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনে প্রথমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হয়, কিন্তু সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীরা আজ কাল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং বৎসর বৎসর শত শত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা সহস্র সহস্র অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খৃষ্টান করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কার্য্য আজ কাল নাই, কিন্তু প্রচারবলেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতোদ্ভূত হইয়াও চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম ও জাপান দেশপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। অধুনা পৃথিবীতে চারিটী প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধ। খৃষ্টীয়ধর্ম্মের প্রচার জন্য প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, যে স্থলে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারকেরা স্বীয় ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন না। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচারোপলক্ষে মানবজাতির নানাবিধ উপকার সাধনও করিতেছেন। মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকেরাও স্বীয়ধর্ম্মপ্রচার করেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের ন্যায় তাহাদিগের কোন বিশেষ প্রণালী নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রচার বিধি থাকাতেও উহার আজকাল প্রচার কার্য্য নাই। হিন্দুধর্ম্মে প্রচারবিধি একবারেই লোপ হইয়াছে এবং অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্ম্মভুক্ত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। এই কারণেই ভারতবর্ষ ও নিকটবর্ত্তী কয়েকটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ও আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। এইরূপ প্রথার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে প্রত্যেক বৎসরে অনেক হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মানবসমাজে যদি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় না থাকিত, অর্থাৎ ধর্ম্মমত প্রভেদের সহিত সামাজিক সম্বন্ধের কোন বাধা না হইত, তাহাহইলে কথা ছিল না, কিন্তু যখন পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যখন ধর্ম্মের একতার সহিত সামাজিক একতা একসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, তখন হিন্দুসমাজ স্বীয় অঙ্গ পুষ্টির বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতেপারে না। ভাষা রীতিনীতি ও ধর্ম্মের একতার উপর যে কি সম্বন্ধ তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এমত স্থলে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারপূর্ব্বক হিন্দুসমাজের অঙ্গ পুষ্টিসাধন পক্ষে সমাজনেতাদিগের দৃষ্টিপাত করা উচিত। পুরাকালে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন তাহার উত্তম প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকালও পার্ব্বতীয় বন্যজাতিরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জাতিবিশেষ গণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এদেশে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হওয়ায় তাহারা হিন্দুসমাজের অঙ্গপুষ্টি না করিয়া খৃষ্টীয়ান সমাজেরই অঙ্গপুষ্টি করিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অশাস্ত্রীয় বর্ণভেদ প্রথাই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা দিতেছে। অন্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোনবুদ্ধিমান ব্যক্তিই অনাচমনীয় নূতন একটী বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে চাহে না। সুতরাং হিন্দুসমাজ অঙ্গ পুষ্টিসাধন করিতে ইচ্ছা করিলে উহার একটু উদারনীতি অবলম্বন করা উচিত। ঐরূপ নীতি অবলম্বন করিতে গেলে, কিন্তু এসব গুরুতর বিষয়ে সমাজের বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের চিন্তার অভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বৃক্ষের মূলে জলসেচন না করিয়া পত্রপুষ্পে জল দিয়া উহা সজীব রাখিতে চান।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজের বহুবিধ প্রচলিত রীতিনীতির বিষয় হিন্দুপত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি যদি সমাজের অহিতকর হয় এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হয়, তাহাহইলে উহা পরিবর্ত্তন করিবার বিরুদ্ধে কাহার মত ন্যায্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেকে বলেন যে স্বীকার করিলাম যে অনেক আচার ব্যবহার শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সমাজের পক্ষে অপকারী কিন্তু পরিবর্ত্তন করে কে? রাজা বিদেশীয়, তিনি সঙ্গতভাবেই সামাজিক রীতিনীতির উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন; যদি তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতেও যান, তাহাহইলে নানাবিধ বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। দেশের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন যাহার আদেশ সকলেই মান্য করিয়া চলিবে? সুতরাং তাহারা বলেন, আমরা যাহা আছি তাহাই থাকি, পরিবর্ত্তনের চেষ্টা বৃথা, করিলেও হইবে না। রোগ আছে কিন্তু সে রোগ উপশমের আদৌ কোন চেষ্টা করিব না।

এইক্ষণ দেখা যাউক যে সমাজের উপর আধিপত্য করেন কাহারা? যাহারা সমাজের উপর আধিপত্য করেন, তাহারা যদি একমত হইয়া কোন কার্য্য করেন, তাহাহইলে দেশের লোকের গ্রাহ্য না হইবার কারণ নাই। তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলাম যে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। অন্ততঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা উহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন কি না,

দেশের সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাসাগরের সহিত একমত হইতেন কিম্বা অন্ততঃ অধিকাংশ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সহিত যোগদান করিতেন, বা তাঁহাকে বাধা না দিতেন তাহাহইলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইবার কিছুই বাধা ছিল না। পণ্ডিতমণ্ডলী একস্বরে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষ অবম্বন করাতেই, সাধারণ লোক উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ধারণা করায় উহা প্রচলিত হয় নাই। আজকাল নব্যসংস্কারকদল পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে সমাজ-সংস্কার করিতে চাহেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আমাদের সমাজের ন্যায় সমাজের সংস্কার ন্যায় কিম্বা রাজানুজ্ঞা বা রাজব্যবস্থাদ্বারা হইতে পারে না। একমাত্র উপায় শাস্ত্রের সময়োপযোগী ব্যাখ্যা। জীমূতবাহন কিরূপে পৈতামহসম্পত্তিতে কেবল পিতার অধিকার সাবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মতে সমাজ-সংস্কাররূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কেবল আমাদের দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী। ইংরাজিশিক্ষিত এম্, এ, বিএলদিগের সমাজের উপর কিছুমাত্র যে আধিপত্য নাই, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই পদে পদে দেখিতে পারেন। আজও ব্রাহ্মণপণ্ডিত-দিগের সমাজের উপর অসাধারণ আধিপত্য। যতদিন সমাজের জন্য এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের প্রাণ না কাঁদিবে, যতদিন তাহারা ভারত-বর্ষের প্রাচীন অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিয়া লজ্জা ও ক্ষোভে মস্তক অবনত না করিবেন, যতদিন তাহাদের আচণ্ডাল সকলের প্রতি ভালবাসা না জন্মিবে, যতদিন তাহারা বৈদান্তিক বিশ্বজনীন মৈত্রী দেখাইতে না শিখিবেন, ততদিন বঙ্গদেশের কিম্বা ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থান অসম্ভব। পণ্ডিতমণ্ডীর মধ্যে ধার্ম্মিক পরোপকারী বিদ্বান্ বিচক্ষণ লোকের অভাব নাই, কিন্তু নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে আদৌ গণনার মধ্যে আনেন না। নিরামিষাশী টিকিওয়ালা ভট্টাচার্য্য অনেক নব্যবাবুদের নিকট আদৌ আদরের বা শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। কিন্তু এই শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছেন, যাহাদের নিকট এম্, এ, বিএল্ মহাশয়দের বিদ্যা বুদ্ধি বৈদ্যুতিক আলোকের নিকট তৈলদীপের আলোকসদৃশ নিস্তেজ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার এই বিশ্বাস যে ভট্টাচার্য্য কুলতিলকরঘুনন্দনের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। পণ্ডিতমণ্ডলীর কিন্তু তাহাদের স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা দেখা যায়। তাহারা সমাজের রাজা, অথচ সমাজ অধঃপাতে গেলেও তাহারা ফিরিয়া দেখেন না। তাহারা সমাজের হিতাহিতসম্বন্ধে কখন গভীর আলোচনা করেন না, তাঁহারা ভারতের দরিদ্রতা, দুর্ব্বলতা, পরাধীনতা, মূর্খতা প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা নিবারণের কোন উপায় করেন না। তাহারা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পণ্ডিতমণ্ডলীর এই উদাসীনতা দূর করিবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। সমাজের উন্নতিসাধনার্থে পণ্ডিতমণ্ডলীর একটী সমিতি সংস্থাপন আবশ্যক। উহাতে সমাজের প্রচ-লিত বিধির মধ্যে কোন্ বিধিগুলি সমাজের পক্ষে অহিতকর বা হিতকর তাহা আলোচনা-পূর্ব্বক হিতকর আচার ব্যবহার সংরক্ষণ ও অহিতকর আচার ব্যবহারের ধ্বংস করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হওয়া উচিত। তাহারা যদি সমাজের নেতৃত্বপদ অক্ষুন্ন রাখিতে চান, তাহা-হইলে সমাজের উপর তাহাদের উদাসীনতা-ভাব ধারণ করিলে চলিবে না। প্রাচীনকালে

নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পবিত্রস্থানে ঋষিগণ সমবেত হইয়া সমাজ হিতকর বিবিধবিধি প্রকটিত করিতেন, বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের ও ঋষিগণের উদাহরণ অনুসরণপূর্ব্বক সমাজের মঙ্গলার্থ দৃঢ়ব্রত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় ন্যাসানলকন্‌গ্রেসনামক রাজনৈতিক সভার অধিবেশনের পরই ভারতবর্ষীয় সোসিয়াল্‌ কন্‌ফারেন্সনামক একটি সামাজিক সভার প্রত্যেক বৎসর একবার অধিবেশন হইয়া থাকে। আমি যতদূর ঐ সভার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, উহাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় লইয়া সামাজিক সংস্কার কিরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, আমি তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। গত বৎসর বোম্বাই হাইকোর্টের জজ মহারাষ্ট্রবাসী পূজ্যপাদ গোবিন্দমহাদেব রাণাডে এই সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সমাজের প্রতি দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ না হইব, সে পর্য্যন্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে চাউন না কেন, উহা পণ্ডশ্রম হইবে। তাঁহার নিকট আমার মনোভাব ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থাকারে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আক্ষেপের বিষয় উহা ইংরাজি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষাভাব থাকিবে না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি থাকিবে, এইমাত্র। ইহা ব্যতীত যে সমুদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারের অত্যন্ত প্রভেদ তাহাদের সকলকে একত্র লইয়া কোন প্রকারেই সমাজ-সংস্করণ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সোসিয়াল কন্‌ফারেন্স শাস্ত্র মানিয়া চলিতে চান না। আমি সমাজ-সংস্কার বিষয়ে প্রণালী পূর্ব্বে সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি, পাঠক যদি তাহা মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে দেখিতে পারিবেন যে আমার মত এই যে সমাজের উন্নতি অবশ্য করিতে হইবে, কিন্তু শাস্ত্রের মর্য্যাদাও রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের ন্যায় অনুন্নত সমাজে বিশ্বাসের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে তাহার স্থান অধিকার করে এমন কিছুই দেখিতে পাই না। বেদাদিশাস্ত্রে সাধারণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে হইবে। এটি অসম্ভব নয়। প্রাচীন ঋষিগণ ইহাই করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরও তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এইজন্যই আমাদের দেশের সমাজসংস্করণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সোসিয়াল্‌কন্‌ফারেন্স পাশ্চাত্য প্রণালীতে সমাজ গঠন করিতে চান, উহা সম্ভব নহে, শ্রেয়ও নহে। উহা করিতে গেলে, যাহা ভাল আছে তাহাও যাইবে, লাভের মধ্যে পাশ্চাত্য কতকগুলি দোষ সমাজে আসিয়া ঢুকিবে। যখন হিন্দুধর্ম্ম মহামণ্ডলের সৃজন হয়, তখন আমাদের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল, যে এইবার বুঝি যথার্থ মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের বীজবপন করা হইল কিন্তু আমাদের দেশের প্রধান দোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে আমরা আজকাল সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং বৃথা আড়ম্বর ভাল বাসি, খবরের কাগজে লম্বা চওড়া কথায় লোকের মনে ধাঁধা লাগাইয়া দিই। আমরা পণ্ডিতগণের যে সভার কথার প্রস্তাব করিতেছি, উহা সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য হইবে। উহাতে কেবল শাস্ত্র ও সমাজের আলোচনা ও মীমাংসা হইবে এবং সেই মীমাং-

সার বহুলপ্রচারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ফল কথা অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে আমরা ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডলনামক সভা হইতে বেশী কোন আশা করিতে পারি এরূপ বোধ হয় না। সাম্প্রদায়িকভাবে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা হইতে আমরা সমাজের কোন উপকার আশা করিতে পারি না। সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা অসম্প্রাদায়িকভাবে অর্থাৎ সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। এই উচ্চ আদর্শ সকল কার্য্যেই চক্ষুর সম্মুখে রাখিতে হইবে। দৃষ্টি অন্য দিকে গেলেই নিশ্চয়ই পদস্খলন হইবে। সাম্প্রদায়িকভাবই হিন্দু-সমাজের অধোগতির যে একটি প্রধান কারণ উহা আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অতএব পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট করপুটে নিবেদন যে তাহারা অসম্প্রদায়িকভাবে হিন্দু-সমাজের উন্নতিসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন্। তাহারা হিন্দু সমাজের নেতা, শাস্ত্রাদি তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া এপর্য্যন্ত জীবিত আছে, সমাজের ও তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। তাহারা অনায়াসে যে কার্য্য করিতে পারিবেন, অন্য লোকে অনেক যত্ন করিয়াও তাহা করিতে পারিবে না। ভগবান্ যাহাকে যে সমুদায় উৎকৃষ্ট বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ কুশল হইতে মানবের বঞ্চিত হইতে হয়। আর সময় নাই, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পণ্ডিতমণ্ডলী হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের গ্লানি ধৌত করিয়া উহার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে যত্নবান হউন, আর তাহা না করিলে তাহারা নিজেও যে অধঃপাতে যাইবেন, তাহার সন্দেহ [illegible] বিদেশীয় ধর্ম্ম বিদেশীয় আচার ব্যবহার অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আর অল্পদিনের মধ্যে হিন্দুসমাজ যে ম্লেচ্ছসমাজে পরিণত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অতএব আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুসারে যে যতদূর পারেন, স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন, তাহা হইলে দুর্দ্দিন আর চিরকাল থাকিবে না। স্বদেশোদ্ধাররূপ মহাযজ্ঞে স্বার্থকে বলিপ্রদানপূর্ব্বক, যজ্ঞ সমাধান করুন্। বিনা স্বার্থত্যাগে কিছুই হইতে পারে না। বেদ উপনিষৎ, দর্শনাদিশাস্ত্রের বহুল প্রচার করিতে হইবে। পুরাণাদিশাস্ত্রের গূঢ়রহস্য সাধারণকে অবগত করাইতে হইবে। সমাজে পাপের হ্রাস ও পুণ্যের বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। যথার্থ ব্রাহ্মণ হইতে যথার্থ চণ্ডাল পর্য্যন্ত প্রেম দেখাইতে হইবে। সাম্প্রদায়িকভাব বঙ্গোপসাগরে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। জাতীয় একতা সংস্থাপন করিতে হইবে। সমাজের ধর্ম্মবল, জ্ঞানবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য করিলে, ঋষিগণের আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার যে অভ্যুদয়ভাগী হইবেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মে বিশ্বাস চাই, ঋষিগণের বাক্যে বিশ্বাস চাই, স্বীয় আত্মায় বিশ্বাস চাই, তবেই ত কার্য্যসিদ্ধি হইবে। হে ভারতবর্ষীয় বুধগণ! আপনারা যে যেখানে থাকুন্ না কেন, আপনারা সামাজিক প্রথানুসারে যিনি যে যে বং বলিয়া পরিচিত হউন্ না কেন, আমি আপনাদের সকলের পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া করপুটে এই নিবেদন করি যে আপনারা সকলে সমবেত হইয়া ভারতের পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হউন্। ভারতের প্রাচীনকালের বিদ্যা বুদ্ধি ধন জন, বল ইত্যাদি স্মরণ করিয়া

ও সমাজের বর্ত্তমান শ্মশানোপম অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া যথার্থ পুরুষের ন্যায় পতনোন্মুখ অশ্রু সম্বরণ করিয়া মাতৃভূমির উদ্ধারসাধনে সকলেই ব্রতী হউন্। ক্রমশঃ—

সত্যকাম জাবালসংবাদ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায়, ৪।৫।৬।৭।৮।৯ খণ্ড।

প্রাচীনকালে সত্যের যে কতদূর আদর ছিল, তাহা সত্যকাম জাবালের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায়। জারজ হইয়াও এই দাসীপুত্র কেবল সত্যের প্রতি অচল অনুরাগ থাকাহেতু, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা বলেন সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্কীর্ণ, উহাতে উদারভাব নাই, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া সত্যকাম জাবালসংবাদ পাঠ করিবেন। সত্যকাম বিদ্যালাভার্থ গৌতম ঋষির নিকট উপস্থিত হয়েন, গৌতম তাহার বংশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যকাম তাহার জন্মের বৃত্তান্ত মাতার নিকট যাহা অবগত হইয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক তাহা বলিলেন। গৌতম সত্যকামের অসাধারণ নৈতিক বল দেখিয়া বলিলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয় এত প্রশস্ত হইতে পারে না যে এরূপ আত্মগ্লানি লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে। গৌতম সত্যকামের অসাধারণ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া বলিলেন তুমি ব্রাহ্মণ, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে এইক্ষণেই উপনীত করিব। তৎপরে সত্যকাম যথারীতি উপনীত হইলেন এবং প্রাচীনকালের রীত্যনুসারে গুরুর গোচরণার্থ গুরুগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। আমরা বিদ্যালয়ে গমন করিয়া গ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান লাভ করি বলিয়া এইরূপ সংস্কার হইয়াছে, যে গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন কেহ পণ্ডিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সংস্কার যে ভ্রমপূর্ণ, জগতের অনেক মহাত্মার জীবনী পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়। যাঁহারা অহরহঃ প্রকৃতির অনন্তরূপ চিন্তা করিতেছেন, যাঁহাদের হৃদয়ে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, সমুদ্র, গিরি, বন আদির অন্তর্নিহিতশক্তি অহরহঃ প্রতিভাত হইতেছে, তাঁহারা কোন গ্রন্থ পাঠ না করিয়া ও ঋষি এবং তাঁহারাই মানব শিক্ষক হইয়া থাকেন। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য যাহাদের হৃদয়ে বলবতী ইচ্ছা আছে, তাহাদের শিক্ষকের অভাব হয় না। তাহারা অতি সামান্য সামান্য বস্তু হইতেও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সত্যকামের পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। তিনি বৃষভ, অগ্নি, হংস, মদ্গু বা পানিকৌড়ির নিকট হইতে দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সত্যকাম চারিদিক নেত্রপাত করিলেন,—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, এই চারিদিক কি পদার্থ? উহারা ব্রহ্মের অবয়ব। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতি বিবিধ লোক কি পদার্থ? উহারা ব্রহ্মের অবয়ব। সত্যকাম উর্দ্ধদিকে নেত্রপাত করিলেন,—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি কি পদার্থ? উহারা ব্রহ্মের অবয়ব। সত্যকাম আত্মশরীর ও মনের দিক দৃষ্টিপাত করিলেন, এই সমুদায় বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সমুদায় কি পদার্থ? ব্রহ্মের অবয়ব। সমস্ত জ্ঞানের মূল ব্রহ্মজ্ঞান যে ব্যক্তির লাভ হইল, তাহার আর কিছুই শিখিতে রহিল না। সাধারণ ব্যক্তিদিগের বাহ্যাকৃতি হইতে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিদিগের বাহ্যাকৃতি অনেক বিভিন্ন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা প্রসন্নেন্দ্রিয়, প্রহসিত বদন, চিন্তাবিরহিত এবং আশাশূন্য হইয়া থাকেন।

গৃহে আসিলে গৌতম তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা কে শিখাইল ইত্যাদি প্রশ্ন করিলেন। সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াও, গুরুর সম্মান রক্ষার্থ, তাহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা পুনর্ব্বার প্রার্থনা করিলেন। গৌতম পুনর্ব্বার তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। সত্যকাম অতঃপর স্বয়ং আচার্য্য হইয়া ব্রহ্মচারীদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্য্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিং গোত্রোঽহমস্মীতি॥ ৪—১॥

পদপাঠঃ। সত্যকামঃ। হ। জাবালঃ। জবালাং। মাতরং। আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে। ব্রহ্মচর্য্যং। ভবতি। বিবৎস্যামি। কিং। গোত্রঃ। অহম্। অস্মি। ইতি।

(১) জাবাল—জবালার পুত্র। (২) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে—ডাকিয়াছিলেন। (৩) ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্মচর্য্যায়। ব্রহ্মচর্য্যের জন্য। (৪) ভবতি—হে ভবতি (সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন)। (৫) বিবৎস্যামি—আচার্য্যকুলে বাস করিব। (৬) কিং গোত্রঽহমস্মীতি—আমি কোন গোত্র? ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকালে গুরু, শিষ্যের কুল গোত্র জানিয়া তাহাকে উপনীত করিতেন, এইরূপ প্রথা থাকায় সত্যকাম মাতা জবালার নিকট নিজের কুল গোত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

জবালাপুত্র সত্যকাম জাবাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে বলিয়া মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি কোন গোত্র?

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাতযদ্গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি॥ ৪—২॥

পদপাঠঃ। সা। এনং। উবাচ। ন। অহং। এতৎ। বেদ। তাত। যৎ। গোত্রঃ। ত্বং। অসি। বহু। অহং। চরন্তী। পরিচারিণী। যৌবনে। ত্বাং। অলভে। সা। অহং। এতৎ। যৎ। গোত্রঃ। ত্বং। অসি। জবালা। তু। নাম। অহং। অস্মি। সত্যকামঃ। নাম। ত্বং। অসি। সঃ। সত্যকামঃ। এব। জাবালঃ। ব্রবীথা।

জবালা, পুত্র জাবালকে বলিলেন হে তাত! তুমি কোন্ গোত্র, তাহা আমি জানি না, আমি যৌবনকালে বহুভর্ত্তৃগৃহে পরিচারিণীর কার্য্য করিতে করিতে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, এইজন্য তোমার কাহার ঔরসে জন্ম হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। আমার নাম জবালা তোমার নাম সত্যকাম, তুমি সত্যকাম জাবাল বলিয়া পরিচয় দিও।

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি॥ ৪—৩॥

পদপাঠঃ। স। হ। হারিদ্রুমতং। গৌতমং এত্য। উবাচ। ব্রহ্মচর্য্যং। ভগবতি। বৎস্যামি উপেয়াং। ভগবন্তং। ইতি।

(১) হারিদ্রুমতং—হারিদ্রুমতের পুত্র। (২) ব্রহ্মচর্য্যং—ব্রহ্মচর্য্যার্থ। (৩) ভগবতি—পূজ্য তোমাতে। (৪) বৎস্যামি—বাস করিব। (৫) উপেয়াং—নিকটে আসিলাম। (৬) ভগবন্তং—ভগবানের নিকট।

বঙ্গার্থ। জাবাল হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে আমি ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব বলিয়া ভগবানের নিকট আসিয়াছি।

তং হোবাচ কিং গোত্রো নু সোম্যাসীতি স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীৎ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত

কামো নাম ত্বমসীতি সোহং সত্যকামো জাবালোহস্মি ভো ইতি ॥ ৪—৪॥

পদপাঠঃ। তং। হ। উবাচ। কিং। গোত্রঃ। নু। সোম্য। অসি। ইতি। সঃ। হ। উবাচ। ন। অহং। এতৎ। বেদ। ভো। যৎ। গোত্র। অহং। অস্মি। অপৃচ্ছং। মাতরং। সা। মা। প্রতি। অব্রবীৎ। বহু। অহং। চরন্তী। পরিচারিণী। যৌবনে। ত্বাং। আলভে। সা। অহং। এতৎ। ন। বেদ। যৎ। গোত্রঃ। ত্বং। অসি। জবালা। তু। নাম। অহং। অস্মি। সত্যকামঃ। নাম। ত্বং। অসীতি। স। অহং। সত্যকামঃ। জাবালঃ। অস্মি ভো ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। গৌতম জাবালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সোম্য। তুমি কোন্ গোত্র, জাবাল বলিলেন আমি কোন্ গোত্র তাহা জানি না, মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে মাতা বলিলেন যে, তিনি যৌবনকালে বহুলোকের পরিচারিণীর কার্য্য করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমি কোন্ বংশসম্ভূত তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার নাম জবালা আমার নাম সত্যকাম সুতরাং আমি সত্যকাম জাবাল এইমাত্র তিনি বলিলেন।

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি। সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষ্যেন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচনাসহস্রেণাবর্ত্তয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাসতা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ ॥ ৪—৫ ॥

পদপাঠঃ। তং। হ। উবাচ। ন। এতৎ। অব্রাহ্মণঃ। বিবক্তুং। অর্হতি। সমিধং। সোম্য। আহর। উপ। ত্বা। নেষ্যে। ন। সত্যাৎ। অগাঃ। ইতি। তং। উপনীয়। কৃশানাং। অবলানাং। চতুঃশতা। গাঃ। নিরাকৃত্য। উবাচ। ইমাঃ। সোম্য। অনু সংব্রজ। ইতি। স। হ। বর্ষগণং। প্রোবাস। তা। যদা। সহস্রং। সম্পেদুঃ।

(১) কৃশানাং অবলানাং—কৃশ ও দুর্ব্বলা গাভীদিগের মধ্যে।

গোতম বলিলেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেহই এইরূপ সত্য বলিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ।

হে সোম্য! তুমি সমিধ আহরণ কর, তোমাকে আমি উপনীত করিব, যেহেতু তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই। ইহা বলিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া কৃশ দুর্ব্বলগাভীদিগের মধ্যে চারিশত গাভী মোচন করিয়া বলিলেন, তুমি ইহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর। গাভী সমুদায় বনে প্রেরণকালে জাবাল বলিলেন চারিশত গাভী সহস্র না হইলে প্রত্যাগমন করিব না। জাবাল দীর্ঘকাল প্রবাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে ঐ সকল গাভী সহস্রসংখ্যক হইয়াছিল।

অথ হৈনমৃষভোহভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য! সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্য্যকুলং। ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচ প্রাচীদিক্কলা, প্রতীচীদিক্কলা দক্ষিণাদিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতোহলোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥

পদপাঠঃ। অথ। হ। এনং। ঋষভঃ। অভ্যুবাদ। সত্যকাম। ইতি। ভগব। ইতি। হ। প্রতি শুশ্রাব। প্রাপ্তাঃ। সোম্য। সহস্রং স্ম। প্রাপয়। নঃ। আচার্য্যকুলং। ব্রহ্মণঃ। চ। তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগ-

বান্। ইতি তস্মৈ। হ। উবাচ। প্রাচী। দিক্। কলা। দক্ষিণা। দিক্। কলা। উদিচী। দিক্। কলা। এষঃ। বৈ। সোম্য। চতুষ্কলঃ। পাদঃ। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। নাম। সঃ। য। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। ইতি। উপাস্তে। প্রকাশবান্। অস্মিন্। লোকে। ভবতি। প্রকাশবতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। প্রকাশবান্। ইতি। উপাস্তে॥ ৫॥

তখন পালের ষাঁড় বলিল, হে সত্যকাম। সত্যকাম বলিলেন হে ভগবন্! ষাঁড় বলিল, হে সোম্য! আমরা এইক্ষণ সহস্র সংখ্যক হই-য়াছি, আমাদিগকে আচার্য্যের বাটী লইয়া চল। আমি তোমার নিকট ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশ বর্ণনা করিব। জাবাল বলিলেন, ভগবান্ বর্ণনা করুন, তাহাতে ঋষভ বলিলেন পূর্ব্বদিক্, পশ্চিমদিক্, দক্ষিণদিক্, উত্তরদিক্, এই চারিদিক্ ব্রহ্মের অবয়বস্বরূপ। এই চতুর-বয়ব হইতে ব্রহ্মের প্রকাশময় নাম হইয়াছে। যে বিদ্বান্ ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহসংসারে খ্যাতিলাভ করেন এবং মৃত্যুর পর অমৃতলোক প্রাপ্ত হয়েন (জয়তি প্রাপ্নোতি)। বায়ু দিক্ সমূহের দেবতা, ঋষভকে আশ্রয় করিয়া বায়ু দেবতা সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

অগ্নিষ্টেপাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রা ভিসায়ং বভূবু-স্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ। তমগ্নিরভ্যুবাদ-সত্যকাম ইতি ভগব ইতি প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ সোম্য। তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগ-বানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবীকলান্তরিক্ষং কলা, দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ [illegible] বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যু-পাস্তেঽনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতোহ-লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে॥ ১—৪॥

পদপাঠঃ। অগ্নিঃ তে পাদং। বক্তা। ইতি। স। হ। শ্বো। ভূতে। গাঃ। অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চক্রে। তাঃ। যত্র। অভি। সায়ং। বভূবুঃ। তত্র। অগ্নিং। উপসমাধায়। গাঃ উপরুধ্য। সমিধং। আধায়। পশ্চাৎ। অগ্নেঃ। প্রাক্। উপবিবেশ। তং। অগ্নিঃ। অভ্যুবাদ। সত্যকামঃ। ইতি। ভগব। ইতি। প্রতি শুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ। সোম্য। তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগবানিতি। তস্মৈ। হ। উবাচ। পৃথিবী। কলা। অন্তরীক্ষং। কলা। দ্যৌঃ। কলা। সমুদ্রঃ। কলা। এষঃ। বৈ। সোম্য। চতুষ্কলঃ। পাদঃ। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। নাম। স। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতু-ষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। ইতি। উপাস্তে। অনন্তবান্। অস্মিন্। লোকে। ভবতি। অনন্তবতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। অনন্তবান্। ইতি। উপাস্তে।

বঙ্গার্থ। অগ্নি তোমাকে চারিপাদের আর একপাদ বলিবেন, ইহা বলিয়া ঋষভ নিরস্ত হই-লেন। সত্যকাম পরদিন প্রত্যুষে গাভী সকল আচার্য্য গৃহাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন, তৎ-পরে যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সেই স্থানে অগ্নিও সমিধসংগ্রহ করিয়া গাভীসকল বন্ধন করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপ-বেশন করিলেন। অগ্নি তাহাকে বলিলেন, হে সত্যকাম! সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবন্! তৎ-পরে অগ্নি বলিলেন হে সোম্য! আমি তোমাকে ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশের কথা বলিব। সত্যকাম বলিলেন, বলুন, তাহাতে অগ্নি জাবা-[illegible]

অবয়ব, অন্তরীক্ষ, ব্রহ্মের অবয়ব, স্বর্গ ব্রহ্মের অবয়ব, সমুদ্র ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়ব হইতে ব্রহ্মের অনন্তময় নাম হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মের এই অনন্তময় চতুরবয়বরূপ উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তময় হয়েন এবং পরে অনন্তময় লোক প্রাপ্ত হয়েন।

হংসস্তেপাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ। তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবাণীতি, ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হো বাচাগ্নিঃ কলা, সূর্য্যঃ কলা, চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎকলৈষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম॥ ৩ স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতোহলোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে॥ ৭—১২।৩॥

পদপাঠঃ। হংসঃ। তে। পাদং। বক্তা। ইতি। স। হ। শ্বোভূতে। গাঃ। অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার। তা। যত্র। অভি। সায়ং। বভূবুঃ। তত্র। অগ্নিং। উপসমাধায়। গাঃ। উপরুধ্য। সমিধং। আধায়। পশ্চাৎ। অগ্নেঃ। প্রাক্। উপোপবিশেষ। তং। হংসঃ। নিপত্য। অভ্যুবাদ। সত্যকামঃ। ইতি। ভগব। ইতি। হ। প্রতি শুশ্রাব। ব্রহ্মণঃ। সৌম্য। তে। পাদং। ব্রবাণি। ইতি। ব্রবীতু। মে। ভগবানিতি। তস্মৈ। হ। উবাচ। অগ্নিঃ। কলা। সূর্য্যকলা। চন্দ্রকলা। বিদ্যুৎ। কলা এষঃ। বৈ সোম্য। চতুষ্কলঃ পাদ। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিষ্মান্। নাম। সঃ। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিষ্মান্। ইতি। উপাস্তে। জ্যোতিষ্মান্। অস্মিন্। লোকে। ভবতি। জ্যোতিষ্মতঃ। হ। লোকান্। জয়তি। যঃ। এতং। এবং। বিদ্বান্। চতুষ্কলং। পাদং। ব্রহ্মণঃ। জ্যোতিষ্মান্। ইতি। উপাস্তে।

বঙ্গার্থ। হংস তোমাকে ব্রহ্মের অপরাংশ বলিবেন। ইহা বলিয়া অগ্নি নিরস্ত হইবেন। তৎপরদিন প্রাতঃকালে জাবাল গাভী সকল গুরু গৃহাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন। এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় স্বায়ংকালে অগ্নিসম্মুখে করিয়া বসিলেন, একটি হংস উড়িয়া আসিয়া বলিল হে সোম্য! তোমাকে ব্রহ্মের অবয়বের অংশের কথা বলিব, অগ্নি ব্রহ্মের অবয়ব, সূর্য্য ব্রহ্মের অবয়ব, চন্দ্র ব্রহ্মের অবয়ব, বিদ্যুৎ ব্রহ্মের অবয়ব এই চতুরবয়বহেতুক ব্রহ্মের নাম জ্যোতিষ্মৎ হইয়াছে, যিনি এই জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে জ্যোতির্ম্ময় হয়েন এবং পরকালে জ্যোতির্ম্ময় লোক প্রাপ্ত হয়েন। শুক্লবর্ণ হেতু হংস আদিত্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মদ্গুস্তেম পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ॥ ১॥ তং মদ্গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব। ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হো বাচ প্রাণঃ কলাঃ, চক্ষুঃ কলা, শ্রোত্রং কলা, মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য। চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম। স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে॥ ৮—১২।০।৪॥

বঙ্গার্থ। মদ্গুপক্ষী ব্রহ্মের অপরাংশ বলি-

বেন বলিয়া হংস নিবৃত্ত হইলেন। তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নি সমক্ষে করিয়া জাবাল বসিয়াছেন, এমন সময়ে মদ্গু অর্থাৎ পাণিকৌড়ি পাখী তথায় আসিয়া সত্যকামকে বলিল আমি তোমায় ব্রহ্মের অংশের কথা বলিব, সত্যকাম বলিলেন, হে ভগবন্! বলুন্। তৎপর মদ্গু কহিলেন, প্রাণ ব্রহ্মের অবয়ব, চক্ষু ব্রহ্মের অবয়ব, শ্রোত্র ব্রহ্মের অবয়ব, মন ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়বহেতু ব্রহ্মের নাম আয়তনবান্, অর্থাৎ আশ্রয়বান্ যিনি ব্রহ্মের আশ্রয়বান্ রূপের উপাসনা করেন তিনি ইহলোক আশ্রয়বান্ হয়েন্ এবং অন্তকালে আশ্রয়বান্ লোক প্রাপ্ত হয়েন। মদ্গু জলচর পক্ষী জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাপহাচার্য্যকুলং তং আচার্য্যহভ্যুবাদ সত্যকাম ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব। ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কোনু তানুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈত দেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি॥ ৯—১২।৩॥

বঙ্গার্থ। সত্যকাম আচার্য্যগৃহে উপস্থিত হইলে আচার্য্য কহিলেন, হে সত্যকাম! সত্যকাম, কহিলেন, হে ভগবন্! আচার্য্য পুনরায় কহিলেন, হে সোম্য! তুমি ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছে। কে তোমাকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, মনুষ্য ভিন্ন অন্যের দ্বারা অর্থাৎ দৈবশক্তিদ্বারা আমি শিক্ষিত হইয়াছি, এইক্ষণ আচার্য্যদেব আমাকে শিক্ষা দেন। (অর্থাৎ পূর্ব্বে কিছু শিক্ষা করিয়া থাকিলেও আমি তাহা গণনার মধ্যে আনি না, আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলে উহা ফলবান্ হয়। এইরূপ আপনার ন্যায় ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতে আচার্য্য সত্যকামকে পুনর্ব্বার সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। ষোড়শকলা ব্রহ্মবিদ্যার কোন অংশই পরিত্যাগ করা হইল না।

মহিম্নস্তব।

মহিম্নস্তব হিন্দুমাত্রেরই বড় আদরের জিনিষ। মহিম্নস্তবে জ্ঞান ও ভক্তির বড়ই সুন্দর সমাবেশ দেখা যায়। ইহার কোন কোন শ্লোক এতই গভীর ও উদারভাবপূর্ণ, যে হিন্দুশাস্ত্রের বাহিরে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া কঠিন। কিন্তু মহিম্নস্তোত্রের ভাষা সরল নহে। সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, উহা বুঝা কঠিন। এইজন্য অনেক ভদ্রলোকের অনুরোধে বঙ্গার্থসহ মহিম্নস্তোত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা মহিম্নস্তোত্র পূর্ব্বে পাঠ করেন নাই তাহারা সমুদায় স্তোত্রটি পাঠ করিয়া স্তোত্র .... শীঘ্র শীঘ্র মকোমক নির্ব্বাচন করিবেন।

মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী স্তুতিব্র্র্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ। অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতি পরিণামবধি গৃণন্ মমাপ্যেষঃ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥ ১২॥

পদপাঠঃ। মহিম্নঃ। পারং। তে। পরং। অবিদুষঃ। যদি। অসদৃশী। স্তুতি। ব্রহ্মদীনাং। অপি। তৎ। অবসন্নাঃ। ত্বয়ি। গিরঃ। অথ। অবাচঃ। সর্ব্বঃ। স্বমতি। পরিণাম। অবধি। গৃণন্। মম। অপি। এষঃ। স্তোত্রে। হর। নিরপবাদঃ। পরিকরঃ।

(১) মহিম্নঃ—মহিমার। (২) পারং—সীমা। (৩ তে—তোমার। (৪) পরং—অধিকং, পরং

পারং অর্থাৎ শেষ সীমার। (৫) অবিদুষঃ—অবিদ্বান্ ব্যক্তির। (৬) যদি—যদ্যপি। (৭) অসদৃশী—অযোগ্যা। (৮) স্তুতি—স্তব। (৯) ব্রহ্মাদীনামপি—ব্রহ্মাদিরও। (১০) তৎ—তাহা হইলে। (১১) অবসন্নাঃ—অসমানা, অযোগ্যা। (১২) ত্বয়ি—তোমাতে। (১৩) গিরঃ—স্তুতি-বাক্য। (১৪) অথ—অনন্তর। (১৫) অবাচ্য—অনিন্দিত। (১৬) সর্ব্বঃ—সকল লোক। (১৭) স্বমতি পরিণামাবধি—স্বীয় বুদ্ধির সীমা পর্য্যন্ত। (১৮) গৃণন্—স্তবকারী। (১৯) মম—আমার। (২০) অপি—ও। (২১) এষঃ—এই। (২২) স্তোত্রে—স্তবে। (২৩) হর—হে হর! (২৪) নিরপবাদ—নির্দ্দোষ। (২৫) পরিকরঃ—প্রারম্ভ।

অন্বয়ঃ। হে হর! তে মহিম্নঃ পরং পারং অবিদুষঃ স্তুতি যদি অসদৃশী (স্যাৎ) তৎব্রহ্মাদীনামপি গিরঃ ত্বয়ি অবসন্নাঃ (ভবেয়ুঃ) অথ সর্ব্বঃ স্বমতি পরিণামাবধি গৃণন্ অবাচ্য (ভবতি) হে হর! স্তোত্রে মমাপি এষঃ পরিকরঃ নিরপবাদ ইতি।

হে হর! অবিদ্বান্ ব্যক্তির স্তুতি যে তোমার মহিমার শেষ সীমার অযোগ্যা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কেননা ব্রহ্মাদির স্তুতিবাক্যও তোমার অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির সীমা অনুসারে তোমার স্তব করিয়া থাকে এবং উহাতে নিন্দাভাজন হয় না, তদনুসারে তোমার স্তোত্র বিষয়ে আমার এই প্রারম্ভ কেন নিন্দনীয় হইবে?

অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োরতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি। স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। অতীতঃ। পন্থানং। তব। চ। মহিমা। বাঙ্মনসয়োঃ। অতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা। যং। চকিতম্। অভিধত্তে। শ্রুতিঃ। অপি। সঃ। কস্য। স্তোতব্যঃ। কতিবিধগুণঃ। কস্য। বিষয়ঃ। পদে। তু। অর্ব্বাচীনে। পততি। ন। মনঃ। কস্য। ন। বচঃ।

(১) অতীতঃ—অতিক্রান্ত। (২) পন্থানং—পথ। (৩) তব—তোমার। (৪) মহিমা—মহিমা (৫) বাঙ্মনসয়োঃ—বাক্য ও মনের। (৬) অতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা—অতৎরূপ খণ্ডনদ্বারা, শ্রুতি ঈশ্বর যে কি পদার্থ তাহা নির্ণয় করিবার জন্য, এ বস্তু ঈশ্বর নয় ও বস্তু ঈশ্বর নয় ইত্যাদি তর্ক প্রয়োগ করিয়া থাকেন। (৭) যং—যাঁহাকে। (৮) চকিতম্—ভয়ে ভয়ে। (৯) অভিধত্তে—বর্ণনা করেন। (১০) শ্রুতিঃ—বেদঃ। (১১) অপি—ও। (১২) স কস্য স্তোতব্যঃ—কে তাঁহার স্তুতি করিতে পারে। (১৩) কতিবিধগুণঃ—ঈশ্বরের কতপ্রকার গুণ কে বলিতে পারে? (১৪) কস্য বিষয়ঃ—কাহার জ্ঞাতব্য (কাহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন)। (১৫) পদে অর্ব্বাচীনে—আধুনিক বস্তুতে। অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমগুণা, বলম্বী হরিহরাদিমূর্ত্তি। (১৬) অর্ব্বাচীনে—পশ্চাদ্ভব। পরমাত্মা অবিজ্ঞেয় এইজন্য ঈশ্বর ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। (১৭) পততি ন মনঃ—কাহার মন না যায়? (১৮) কস্য ন বচঃ—কাহার বাক্য নিঃসৃত না হয়।

অন্বয়ঃ। তব মহিমা চ বাঙ্মনসয়োঃ পন্থানং অতীতঃ শ্রুতিঃ অপি অতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং (পরমাত্মানং) চকিতং অভিধত্তে, সঃ কস্য স্তোতব্যঃ, (সঃ) কতিবিধগুণঃ, (সঃ) কস্য বিষয়ঃ, অর্ব্বাচীনে পদে তু কস্য মনঃ বচঃ (বা) ন পততি।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! তোমার মহিমা বাক্য ও মনের অতীত (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানদ্বারা তোমাকে গ্রহণ করা যায় না।)

শ্রুতি ও তুমি যে কি বস্তু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া তুমি ইহা নহ, তুমি উহা নহ এইরূপ তর্কদ্বারা তোমার বিষয় ভয়ে ভয়ে বলিয়া থাকেন।

কেহই সেই পরমাত্মার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। কেহই তাঁর গুণের ইয়ত্তা করিতে পারে না। কেহই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। তবে যখন তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হরিহরাদি গুণময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন তখন কাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং কেই বা তাঁহাকে স্তব না করিয়া থাকিতে পারে।

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদং। মমত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুণামী-ত্যেতস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। মধুস্ফীতাঃ। বাচঃ। পরমং। অমৃতং। নির্ম্মিতবতঃ। তবঃ। ব্রহ্মন্। কিং। বাক্। অপি। সুরগুরোঃ। বিস্ময়পদং। মম। তু। এতাং। বাণীং। গুণকথন। পুণ্যেন। ভবতঃ। পুণামি। ইতি। এতস্মিন্। পুরকথন। বুদ্ধিঃ। ব্যবসিতা।

(১) মধুস্ফীতাঃ—মাধুর্য্যগুণবিশিষ্টা। (২) বাচঃ—বাক্য। (৩) পরমং—অতিশয়। (৪) অমৃতং—অমৃতস্বরূপ। (৫) নির্ম্মিতবতঃ—রচনা-কারী। (৬) তব—তোমার। (৭) ব্রহ্মন্—হে ঈশ্বর! (৮) কিং—কি। (৯) বাগ্—বাক্য। (১০) সুরগুরোঃ—দেবগুরুর। (১১) বিস্ময়-পদং—আশ্চর্য্যের বিষয়। (১২) মম—আমার। (১৩) তু—কিন্তু। (১৪) এতাং—এই। (১৫) বাণীং—বাক্য। (১৬) গুণকথনপুণ্যেন—গুণ-বর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা। (১৭) ভবতঃ—তোমার। (১৮) পুনামি—পবিত্র করি। (১৯) এতস্মিন্—বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। (২২) ব্যবসিতা—নিয়োজিত।

অন্বয়ঃ। হে ব্রহ্মন্! মধুস্ফীতাঃ পরমমমৃতং বাচঃ নির্ম্মিতবত তব সুরগুরোরপি বাক্ কিং বিস্ময়পদং (অপিতু ন) মমতু এতাং বাণীং ভবতো গুণকথনপুণ্যেন পুনামি হে পুরমথন! এতস্মিন্ স্তোত্রে (মম) বুদ্ধির্ব্যবসিতা ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং মধুময় অমৃতস্বরূপ বাক্যের আধার সুতরাং দেবগুরু বৃহ-স্পতিও তোমার স্তব করিলে উহা তোমার নিকট আশ্চর্য্যজনক হয় না, তবে আমি তোমার স্তোত্রে যে বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে তোমার গুণবর্ণনা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিব তাহাদ্বারা আমার বাণী পবিত্র করিব অর্থাৎ ইহাদ্বারা তোমাকে যে সন্তুষ্ট করিতে পারিব তাহা নহে তবে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্যে এইরূপ স্তব করিতেছি।

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ, ত্রয়ী-বস্তুব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু। অভব্যানাম-স্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যৎ। তৎ। জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ। ত্রয়ী। বস্তু। ব্যস্তং। তিসৃষু। গুণভিন্নাসু। তনুষু। অভব্যানাং। অস্মিন্। বরদ। রমণীয়াং। অরমণীং। বিহন্তুং। ব্যাক্রোশীং। বিদধতে। ইহ। একে। জড়ধিয়।

(১) তব—তোমার। (২) ঐশ্বর্য্যং—ঐশ্বরিব ভাব। (৩) যৎ—যাহা। (৪) তৎ—তাহা (৫) জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ—বিশ্বে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী। (৬) ত্রয়ী—বেদ। (৭) বস্তু—বর্ণিত বিষয়। (৮) ব্যস্তং—নিক্ষিপ্ত। (৯) তিসৃষু—তিনেতেই (১০) গুণাভিন্নাসু—বিভিন্নগুণযুক্ত। (১১) তনুষু—দেহে। (১২) অভব্যানাং—পাপি

(১৪) বরদ—হে ভগবন্! (১৫) রমণীয়াং—মনোরম। (১৬) অরমণীং—অরমণীয়। (১৭) বিহন্তু—নষ্ট করিবার জন্য। (১৮) ব্যাক্রোশী—নিন্দা। (১৯) বিদধতে—করে। (২০) ইহ—এই সংসারে। (২১) একে—এই। (২২) জড়ধিয়ঃ—নির্ব্বোধ।

অন্বয়ঃ। হে বরদ! তিস্‌সুগুণভিন্নাসু-তনুষুব্যস্তং জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ ত্রয়ী বস্তু যৎ তব ঐশ্বর্য্যং তৎ বিহন্তুং ইহ একে জড়ধিয়ঃ অভব্যানাং রমণীয়াং অস্মিন্ (ঐশ্বর্য্যে) (পণ্ডিতানাং) অরমণীং ব্যাক্রোশীং বিদধত।

বঙ্গার্থ। হে বরদ! তোমার ঐশীশক্তিদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে এবং উহা সত্ত্বরজস্তম ত্রিবিধ গুণযুক্ত ত্রিমূর্ত্তিতে বিকাসিত হইতেছে, বেদ তোমার এই ঐশ্বরীক শক্তির বর্ণনা করিয়া থাকে। তোমার ঐশীশক্তি নাই ইহা দেখাইবার জন্য নির্ব্বোধেরা তোমার ঐশীশক্তির নিন্দা করিয়া থাকে, ঐ নিন্দাতে পাপীদিগের আনন্দ জন্মে কিন্তু উহাতে পুণ্যাত্মাদিগের ক্লেশ হয়।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ। অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ, কুতর্কো-ঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

পদপাঠঃ। কিং। ঈহঃ। কিং। কায়ঃ। সঃ। খলু। কিং। উপায়ঃ। ত্রিভুবনং। কিং। আধারঃ। ধাতা। সৃজতি। কিং। উপাদানঃ। ইতি। চ। অতর্কে। ঐশ্বর্য্যে। ত্বয়ি। অনবসরদুঃস্থঃ। হতধিয়ঃ। কুতর্কঃ। অয়ং। কাংশ্চিৎ। মুখরয়তি। মোহায়। জগতঃ।

(১) কিং—কি। (২) ঈহ—চেষ্টা। (৩) কায়ঃ—শরীর। (৪) খলু—নিশ্চয়। (৫) উপায়ঃ—উপায়। (৬) ত্রিভুবনং—ত্রিভুবন। (৭) আধারঃ—যাহাতে অবস্থান। (৮) ধাতা—বিধাতা। (৯) সৃজতি—সৃষ্টি করেন। (১০) উপাদান—কারণ। (১১) অতর্কে—তর্কাতীতে। (১২) ঐশ্বর্য্যে—মহত্ত্বে। (১৩) ত্বয়ি—তোমাতে। (১৪) অনবসরদুঃস্থঃ—তোমাতে স্থান পায় না, অতএব দুঃস্থ, অর্থাৎ এই সমুদায় কুতর্ক তোমার মহত্ত্বের অনুপযুক্ত অতএব এই তর্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল বা তুচ্ছ। (১৫) হতধিয়ঃ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগকে। (১৬) কুতর্কঃ—কুতর্ক, মুখরয়তি ইহার ক্রিয়া। (১৭) অয়ং—এই। (১৮) কাংশ্চিৎ—কোন্ কোন্। (১৯) মুখরয়তি—মুখ হইতে নিঃসৃত করে। (২০) মোহায়—মোহের নিমিত্ত। (২১) জগতঃ—জগতের।

অন্বয়ঃ। সধাতা খলু কিমীহঃ সন্ কিং কায়ঃ সন্ কিমুপায়ঃ সন্ কিং উপাদানঃ সন্ ত্রিভুবনং সৃজতি ইতি চ জগতো মোহায় অতর্কে ঐশ্বর্য্যেত্বয়ি অনবসরদুঃস্থো অয়ং কুতর্কঃ কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ মুখরয়তি।

বঙ্গার্থ। বিধাতা কিরূপে কি চেষ্টাদ্বারা কি আকার ধারণ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়া, কি আধার আশ্রয় করিয়া কি উপকরণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি কুতর্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা করিয়া থাকে, কিন্তু এই কুতর্ক তোমার তর্কাতীত মহত্ত্বের অনুপযুক্ত এবং অত্যন্ত তুচ্ছ। এই কুতর্কদ্বারা কেবল জগতের ভ্রম উপস্থিত হয়।

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতামধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর! সংশেরত ইমে ॥ ৬ ॥

অজন্মানঃ। লোকাঃ। কিং। অবয়ববন্তঃ। অপিঃ। জগতাং। অধিষ্ঠাতারং। কিং। ভববিধিঃ। অনাদৃত্য। ভবতি। অনীশঃ। বা। কুর্য্যাৎ। ভুবনজননে। কঃ। পরিকরং। যতঃ।

শ্রুতি ও তুমি যে কি বস্তু তাহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া তুমি ইহা নহ, তুমি উহা নহ এইরূপ তর্কদ্বারা তোমার বিষয় ভয়ে ভয়ে বলিয়া থাকেন।

কেহই সেই পরমাত্মার স্তব করিতে সমর্থ হয় না। কেহই তাঁর গুণের ইয়ত্তা করিতে পারে না। কেহই তাঁহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না। তবে যখন তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া হরিহরাদি গুণময় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন তখন কাহার মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হয় এবং কেই বা তাঁহাকে স্তব না করিয়া থাকিতে পারে।

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদং। মমত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ পুণামী-ত্যেতস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধির্ব্যবসিতা ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। মধুস্ফীতাঃ। বাচঃ। পরমং। অমৃতং। নির্ম্মিতবতঃ। তবঃ। ব্রহ্মন্। কিং। বাক্। অপি। সুরগুরোঃ। বিস্ময়পদং। মম। তু। এতাং। বাণীং। গুণকথন। পুণ্যেন। ভবতঃ। পুণামি। ইতি। এতস্মিন্। পুরমথন। বুদ্ধিঃ। ব্যবসিতা।

(১) মধুস্ফীতাঃ—মাধুর্য্যগুণবিশিষ্টা। (২) বাচঃ—বাক্য। (৩) পরমং—অতিশয়। (৪) অমৃতং—অমৃতস্বরূপ। (৫) নির্ম্মিতবতঃ—রচনা-কারী। (৬) তব—তোমার। (৭) ব্রহ্মন্—হে ঈশ্বর! (৮) কিং—কি। (৯) বাক্—বাক্য। (১০) সুরগুরোঃ—দেবগুরুর। (১১) বিস্ময়-পদং—আশ্চর্য্যের বিষয়। (১২) মম—আমার। (১৩) তু—কিন্তু। (১৪) এতাং—এই। (১৫) বাণীং—বাক্য। (১৬) গুণকথনপুণ্যেন—গুণ-বর্ণনরূপ পুণ্যের দ্বারা। (১৭) ভবতঃ—তোমার। (১৮) পুনামি—পবিত্র করি। (১৯) এতস্মিন্—বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি। (২২) ব্যবসিতা—নিয়োজিত।

অন্বয়ঃ। হে ব্রহ্মন্! মধুস্ফীতাঃ পরমমমৃতং বাচঃ নির্ম্মিতবত তব সুরগুরোরপি বাক্ কিং বিস্ময়পদং (অপিতু ন) মমতু এতাং বাণীং ভবতো গুণকথনপুণ্যেন পুনামি হে পুরমথন! এতস্মিন্ স্তোত্রে (মম) বুদ্ধির্ব্যবসিতা ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে পরমাত্মন্! তুমি স্বয়ং মধুময় অমৃতস্বরূপ বাক্যের আধার সুতরাং দেবগুরু বৃহ-স্পতিও তোমার স্তব করিলে উহা তোমার নিকট আশ্চর্য্যজনক হয় না, তবে আমি তোমার স্তোত্রে যে বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য এই যে তোমার গুণবর্ণনা করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিব তাহাদ্বারা আমার বাণী পবিত্র করিব অর্থাৎ ইহাদ্বারা তোমাকে যে সন্তুষ্ট করিতে পারিব তাহা নহে তবে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্যে এইরূপ স্তব করিতেছি।

তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ, ত্রয়ী-বস্তুব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু। অভব্যানাম-স্মিন্ বরদ রমণীয়ামরমণীং বিহন্তুং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যৎ। তৎ। জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ। ত্রয়ী। বস্তু। ব্যস্তং। তিসৃষু। গুণভিন্নাসু। তনুষু। অভব্যানাং। অস্মিন্। বরদ। রমণীয়াং। অরমণীং। বিহন্তুং। ব্যাক্রোশীং। বিদধতে। ইহ। একে। জড়ধিয়।

(১) তব—তোমার। (২) ঐশ্বর্য্যং—ঐশ্বরিক ভাব। (৩) যৎ—যাহা। (৪) তৎ—তাহা। (৫) জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী। (৬) ত্রয়ী—বেদ। (৭) বস্তু—বর্ণিত বিষয়। (৮) ব্যস্তং—নিক্ষিপ্ত। (৯) তিসৃষু—তিনেতেই। (১০) গুণাভিন্নাসু—বিভিন্নগুণযুক্ত। (১১) তনুষু—দেহে। (১২) অভব্যানাং—পাপি-

(১৪) বরদ—হে ভগবন্! (১৫) রমণীয়াং—মনোরম। (১৬) অরমণীং—অরমণীয়। (১৭) বিহন্তুং—নষ্ট করিবার জন্য। (১৮) ব্যাক্রোশী—নিন্দা। (১৯) বিদধতে—করে। (২০) ইহ—এই সংসারে। (২১) একে—এই। (২২) জড়ধিয়ঃ—নির্ব্বোধ।

অন্বয়ঃ। হে বরদ! তিসৃষুগুণভিন্নাসু-তনুষু ব্যস্তং জগদুদয় রক্ষা প্রলয়কৃৎ ত্রয়ী বস্তু যৎ তব ঐশ্বর্য্যং তৎ বিহন্তুং ইহ একে জড়ধিয়ঃ অভব্যানাং রমণীয়াং অস্মিন্ (ঐশ্বর্য্যে) (পণ্ডিতানাং) অরমণীং ব্যাক্রোশীং বিদধত।

বঙ্গার্থ। হে বরদ! তোমার ঐশীশক্তিদ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হইতেছে এবং উহা সত্তরজস্তম ত্রিবিধ গুণযুক্ত ত্রিমূর্ত্তিতে বিকাসিত হইতেছে, বেদ তোমার এই ঐশ্বরীক শক্তির বর্ণনা করিয়া থাকে। তোমার ঐশীশক্তি নাই ইহা দেখাইবার জন্য নির্ব্বোধেরা তোমার ঐশীশক্তির নিন্দা করিয়া থাকে, ঐ নিন্দাতে পাপীদিগের আনন্দ জন্মে কিন্তু উহাতে পুণ্যাত্মাদিগের ক্লেশ হয়।

কিমীহঃ কিং কায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতি চ। অতর্ক্যৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুস্থো হতধিয়ঃ, কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ ॥৫॥

পদপাঠঃ। কিং। ঈহঃ। কিং। কায়ঃ। সঃ। খলু। কিং। উপায়ঃ। ত্রিভুবনং। কিং। আধারঃ। ধাতা। সৃজতি। কিং। উপাদানঃ। ইতি। চ। অতর্ক্যে। ঐশ্বর্য্যে। ত্বয়ি। অনবসরদুস্থঃ। হতধিয়ঃ। কুতর্কঃ। অয়ং। কাংশ্চিৎ। মুখরয়তি। মোহায়। জগতঃ।

(১) কিং—কি। (২) ঈহ—চেষ্টা। (৩) কায়ঃ—শরীর। (৪) খলু—নিশ্চয়। (৫) উপায়ঃ—উপায়। (৬) ত্রিভুবনং—ত্রিভুবন। (৭) আধারঃ—আধার আশ্রয়। (৮) ধাতা—বিধাতা। (৯) সৃজতি—সৃষ্টি করেন। (১০) উপাদান—কারণ। (১১) অতর্কে—তর্কাতীতে। (১২) ঐশ্বর্য্যে—মহত্বে। (১৩) ত্বয়ি—তোমাতে। (১৪) অনবসরদুস্থঃ—তোমাতে স্থান পায় না, অতএব দুস্থ, অর্থাৎ এই সমুদায় কুতর্ক তোমার মহত্বের অনুপযুক্ত অতএব এই তর্ক অত্যন্ত দুর্ব্বল বা তুচ্ছ। (১৫) হতধিয়ঃ—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদিগকে। (১৬) কুতর্কঃ—কুতর্ক, মুখরয়তি ইহার ক্রিয়া। (১৭) অয়ং—এই। (১৮) কাংশ্চিৎ—কোন্ কোন্। (১৯) মুখরয়তি—মুখ হইতে নিঃসৃত করে। (২০) মোহায়—মোহের নিমিত্ত। (২১) জগতঃ—জগতের।

অন্বয়ঃ। সধাতা খলু কিমীহঃ সন্ কিং কায়ঃ সন্ কিমুপায়ঃ সন্ কিং উপাদানঃ সন্ ত্রিভুবনং সৃজতি ইতি চ জগতো মোহায় অতর্কে ঐশ্বর্য্যেত্বয়ি অনবসরদুস্থো অয়ং কুতর্কঃ কাংশ্চিৎ হতধিয়ঃ মুখরয়তি।

বঙ্গার্থ। বিধাতা কিরূপে কি চেষ্টাদ্বারা কি আকার ধারণ করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিয়া, কি আধার আশ্রয় করিয়া কি উপকরণদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি কুতর্ক বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরা করিয়া থাকে, কিন্তু এই কুতর্ক তোমার তর্কাতীত মহত্বের অনুপযুক্ত এবং অত্যন্ত তুচ্ছ। এই কুতর্কদ্বারা কেবল জগতের ভ্রম উপস্থিত হয়।

অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতামধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি। অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরং যতো মন্দাস্বাং প্রত্যমরবর! সংশেরত ইমে ॥ ৬ ॥

অজন্মানঃ। লোকাঃ। কিং। অবয়ববন্তঃ। অপিঃ। জগতাং। অধিষ্ঠাতারং। কিং। ভববিধিঃ। অনাদৃত্য। ভবতি। অনীশঃ। বা।

মন্দাঃ। ত্বাং। প্রতি। অমরবর। সংশেরতে। ইমে।

(১) অজন্মানঃ—জন্মরহিত। (২) লোকাঃ—পৃথিব্যাদি লোক। (৩) কিং—কি। (৪) অবয়ববন্তঃ—অবয়বযুক্ত। (৫) অপি—ও। (৬) জগতাং—জগতের। (৭) অধিষ্ঠাতারং—অধিষ্ঠাতা। (৮) কিং—কি। (৯) ভববিধি—সৃষ্টিবিধি। (১০) অনাদৃত্য—অপেক্ষা না করিয়া। (১১) ভবতি—হয়। (১২) অনীশ—ঈশ্বর ভিন্ন। (১৩) কুর্য্যাৎ—করে। (১৪) ভুবনজননে—জগৎ সৃষ্টি বিধানে। (১৫) কঃ—কে। (১৬) পরিকরং—চেষ্টা। (১৭) যতঃ—যেহেতু। (১৮) মন্দঃ—মন্দ বুদ্ধি বা। (১৯) ত্বাং—তোমাকে। (২০) প্রতি—তোমার প্রতি। (২১) অমরবর—হে ঈশ্বর! (২২) সংশেরতে—সন্দেহ করে। (২৩) ইমে—ইহারা।

অন্বয়ঃ। লোকাঃ অবয়ব বন্তোঽপি অজন্মানঃ ভবন্তি ভববিধি কিং জগতামধিষ্ঠাতারং অনাদৃত্য ভবতি ভুবনজননে অনীশঃ কঃ পরিকরং কুর্য্যাৎ, হে অমরবর! ইমে মন্দাস্ত্বাং প্রতি সংশেরতে।

বঙ্গার্থ। পৃথিব্যাদি লোক সকল আকার বিশিষ্ট হইয়াও কি, জন্মরহিত বা অসৃষ্ট হইতে পারে, জগতের অধিষ্ঠাতা ব্যতীত কি সৃষ্টি বিধান হইতে পারে ঈশ্বর ভিন্ন আর কে সৃষ্টি বিধান করিতে পারে, হে ঈশ্বর! এই সকল নির্ব্বোধেরা তোমার প্রতি এইরূপ নানাবিধ সন্দেহ করে। অর্থাৎ প্রোক্ত বিষয় "অজন্মানঃ লোকাঃ" চিন্তা না করিয়া তোমার বিষয়ে সন্দিহান হয়।

ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং

পদপাঠঃ। ত্রয়ী। সাঙ্খ্যং। যোগঃ। পশুপতিমতং। বৈষ্ণবং। ইতি। প্রভিন্নে। প্রস্থানে। পরং। ইদং। অদঃ। পথ্যং। ইতি। চ। রুচীনাং। বৈচিত্র্যাৎ। ঋজুকুটিল নানাপথ জুষাং। নৃণাং। একঃ। গম্যঃ। ত্বং। অসি। পয়সাং। অর্ণব। ইব।

(১) ত্রয়ী—বেদ। (২) সাঙ্খ্যং—সাঙ্খ্যদর্শন। (৩) যোগঃ—পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্র। (৪) পশুপতি মতং—শৈবমত। (৫) বৈষ্ণবং—বৈষ্ণবমত। (৬) প্রভিন্নে—বিভিন্নে। (৭) প্রস্থানে—গমনে। (৮) পরং—শ্রেষ্ঠ। (৯) ইদং—এই। (১০) অদঃ—ঐ। (১১) পথ্যং—হিতকর। (১২) রুচীনাং—রুচির। (১৩) বৈচিত্র্যাৎ—প্রভেদ হেতু। (১৪) ঋজুকুটিল নানাপথ জুষাং—সরল বক্রাদি নানাপথ অবলম্বনকারী। (১৫) নৃণাং—মনুষ্যের। (১৬) একঃ—এক। (১৭) গম্যঃ—গম্যস্থানং। (১৮) ত্বং অসি—তুমি হও। (১৯ পয়সাং—নদীদিগের। (২০) অর্ণব—সমুদ্র।

অন্বয়ঃ। হে ভগবন্! ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি অনেন প্রকারে প্রভিন্নে প্রস্থানে ইদং পরং অদঃ পথ্যং ইতি এবং প্রকারেণ রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটি নানাপথ জুষাং নৃণাং ত্বং পয়সাং অর্ণব ইব একে গম্যোঽসি।

বঙ্গার্থ। বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ, শৈবমত বৈষ্ণবমত ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্ম্মপথাল ব্যক্তিরা এই পথটী শ্রেষ্ঠ কিম্বা ঐ পথটী হি কারী ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। নদী সমুদ সরল বা কুটিল পথ অবলম্বন করিয়া অবশে যেরূপ সমুদ্রে যায়, অর্থাৎ সমুদ্রই যেরূপ তা দের গম্যস্থান হয়, তদ্রূপ রুচির প্রভেদহে সরল কুটিল নানাপথাবলম্বী উপাসকদিগে তুমি একমাত্র গম্যস্থান হইয়া থাক। অর্থ

উপাসনা করুক্ না কেন, উহা পরমাত্মারই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে।

মহোক্ষঃ খট্বাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্মফণিনঃ, কপালঞ্চেতীয়ত্তবরদ তন্ত্রোপকরণম্। সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি চ ভবদ্‌ভ্রূপ্রণিহিতাং, ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। মহোক্ষঃ। খট্বাঙ্গং। পরশুঃ। অজিনং। ভস্ম। ফণিনঃ। কপালং। চ। ইতি। ইয়ৎ। তব। বরদ। তন্ত্রোপকরণং। সুরাঃ। তাং। তাং। ঋদ্ধিং। দধতি। চ। ভবদ্‌ভ্রূপণিহিতাং। ন। হি। স্বাত্মারামং। বিষয়মৃগতৃষ্ণা। ভ্রময়তি।

মোহক্ষ—বৃষ। খট্বাঙ্গং—চিতার অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ দণ্ড অথবা খাটের পায়াব স্থায় নৃকপাল সংযুক্ত দণ্ড। পরশুঃ—কুঠার। অজিনং—ব্যাঘ্র বা গজচর্ম্ম। ভস্ম—ভস্ম। ফণিনঃ—সর্প সকল। কপালং—মাথার খুলি। ইতি ইয়ৎ—এই সমুদায়। তব—তোমাব। বরদ—অভীষ্ট-দাতা। তন্ত্রোপকরণং—তন্ত্র শব্দে ব্যবহার বুঝায়। সাংসারিক ব্যবহাবের সামগ্রী। সুরাঃ দেবতারা। তাং তাং ঋদ্ধিং—তাহাদেব যাঁর যে সম্পদ আছে। দধতি—উপভোগ করেন। ভবদ্‌ভ্রূপ্রণিহিতাং—আপনার ভ্রূভঙ্গে প্রদত্ত। আপনার আত্মাতেই যিনি নিবৃত্ত মুক্ত পুরুষ। বিষয়মৃগতৃষ্ণা-বিষয়োপভোগের অলীক বাসনা। নহি ভ্রময়তি—নিশ্চয়ই বিচলিত করে না।

হে বরদ! বৃষ, খট্বাঙ্গ, পরশু, অজিন ভস্ম, ফণিন এবং মুণ্ডই তোমার ইহ সংসারের ব্যবহারের সামগ্রী, অর্থাৎ তুমি সমুদায় সুখ হইতে বঞ্চিত। কিন্তু দেবতারা যে সুখসমৃদ্ধি উপভোগ করেন, সে তোমারই করুণা কটাক্ষ প্রদত্ত। সংসারের ভোগ্যবস্তুর প্রতি তোমার বিতৃষ্ণার কারণ এই যে বিষয়মৃগতৃষ্ণা মুক্ত

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং, পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে। সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন! তৈর্বিস্মিত ইব, স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥৯॥

পদপাঠঃ। ধ্রুবং। কশ্চিৎ। সর্ব্বং। সকলং। অপরঃ। তু। অধ্রুবং। ইদং। পরঃ। ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে। জগতি। গদতি। ব্যস্তবিষয়ে। সমস্তে। অপি। এতস্মিন্। পুরমথন। তৈঃ। বিস্মিতঃ। ইব। স্তুবন্। জিহ্রেমি। ত্বাং। ন। খলু। ননু ধৃষ্টা। মুখরতা।

ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্ব—কেহ বলেন যে এই বিশ্বজগৎ নিত্য (সাংখ্যকার কপিল মত) সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং—কেহ এই বিশ্বজগৎকে অনিত্য বলেন (বুদ্ধদেব মত)। পর ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে—অন্য একজন এই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্ম্মিত বিশ্বকে নিত্য ও অনিত্য বলিয়া স্বীকার ঘট পটাদি অনিত্য এবং আকাশাদি পঞ্চ পদার্থ নিত্য (স্থায়কার গৌতম মত)। সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন তৈর্বিস্মিতা ইব—হে পুরমথন! এই সমুদায় বিষয়ে আমি তাহাদিগের কর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়াছি স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন—তথাপি তোমাকে স্তব করিতে আবার লজ্জা হয় না। খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা কারণ আমার মুখরতা বোধ করিতে পারি না।

হে পুরমথন! সাংখ্যকার এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে নিত্য বলিয়া থাকেন, বুদ্ধ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে অনিত্য বলিয়া থাকেন। স্থায়কার গৌতম এই বিভিন্ন পদার্থ নির্ম্মিত এই বিশ্বের কোন কোন পদার্থ অর্থাৎ আকাশাদিকে নিত্য এবং অপর পদার্থ অর্থাৎ ঘট পটাদিকে অনিত্য বলিয়া থাকেন, সমুদায় তর্কের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিমোহিত হয় বটে কিন্তু তোমার

তোমার গুণকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না।

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ, পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনল মনলস্কন্ধবপুষঃ। ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ! যৎ, স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তি র্ন ফলতি ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। তব। ঐশ্বর্য্যং। যত্নাৎ। যৎ। উপরি। বিরিঞ্চিঃ। হরিঃ। অধঃ। পরিচ্ছেত্তুং। যাতৌ। অনলমনলস্কন্ধবপুষঃ। ততঃ। ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং। গিরিশ। যৎ। স্বয়ং। তস্থে। তাভ্যাং। তব। কিং। অনুবৃত্তিঃ। ন। ফলতি।

তবৈশ্বর্য্যং যত্নাৎ যদুপরিবিরিঞ্চির্হরিরধঃ—পরিচ্ছেত্তুং--তোমার ঐশ্বর্য্যের উপরিভাগ ব্রহ্মা এবং অধোভাগ বিষ্ণু জানিতে, যাতাবনলং—অনলং সাতৌ অসমর্থৌ ভূতৌ—অসমর্থ হইয়াছিলেন। অনলস্কন্ধবপুষঃ— অনল—অগ্নিস্কন্ধ সমূহ বপুষঃ—শরীর। ততঃ—তাহার পরশ্রদ্ধা ভক্তিভর গুরুগৃণদ্ভ্যাং--ভক্তি, ভজন, শ্রদ্ধা বিশ্বাস, এই দুইয়ের ভয়ের দ্বারা গুরু হইয়াছে। যাহা এরূপ স্তবকারকদিগের প্রতি। গিরিশ, হে গিরিশ! যৎ স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং—তুমি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলে। তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি—তোমার সেবা কখন নিষ্ফল হয় না।

হে গিরিশ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তোমার ঐশ্বর্য্যের উপরি ও অধোভাগ জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তুমি কিরূপ নাই,—তোমার শরীর অগ্নিসমূহদ্বারা—নির্ম্মিত কিন্তু যখন ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহারা তোমার স্তব করিয়াছিলেন, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখা দিয়াছিলে। তোমার সেবা কখন নিরর্থক হয় না। অর্থাৎ তুমি ভক্তি

অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং, দশাস্যো যদ্বাহূনভৃতরণকণ্ডুপরবশান্। শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ, স্থিরায়স্তদ্ভক্তে স্ত্রিপুরহর! বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। অযত্নাৎ। আসাদ্য। ত্রিভুবনম্। অবৈরব্যতিকরম্। দশাস্যঃ। যৎ। বাহূন্। অভৃত। রণকণ্ডুপরবশান্। শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ। স্থিরায়াঃ। ত্বদ্ভক্তেঃ। ত্রিপুরহর। বিস্ফূর্জ্জিতম্। ইদম্।

পদার্থাঃ। অযত্নাৎ—অনায়াসে। আসাদ্য—প্রাপ্ত হইয়া। ত্রিভুবনম্—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ত্রিলোক। অবৈর ব্যতিকরম্—শত্রুশূন্য। দশাস্যঃ—রাবণ। যৎ—যে। বাহূন্—বিংশতি ভুজ। অভৃত—ধারণ করিয়াছিল। রণকণ্ডু-পরবশান্—যুদ্ধের জন্য একান্ত উৎসুক। শিরঃ-পদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ—রাবণ যে ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া নিজের মস্তক রূপ পদ্ম সমূহ তোমার পদ-পূজার উপকরণ করিয়াছিল, তাহার। স্থিরায়াঃ—অচলা। ত্বদ্ভক্তেঃ—তোমাতে ভক্তির। ত্রিপুরহর—মহাদেব। বিস্ফূর্জ্জিতম্—প্রভাবমাত্র। ইদম্—ইহা।

বঙ্গার্থ। রাবণ অনায়াসে ত্রিলোকে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। তদীয় প্রভাবে ত্রিলোক মধ্যে কেহই তাহার শত্রুভাবে অভ্যুত্থান করিতে সাহসী হইত না এজন্য যুদ্ধের অভাবনিবন্ধন তাহার বাহু কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। হে ত্রিপুরারি! রাবণের এই অতুলনীয় প্রতাপ, সে যে ভক্তিসহকারে মস্তকদ্বারা তোমার চরণ বন্দন করিত, তোমাতে তাহার সেই যে অচলাভক্তি তাহারই প্রভাবমাত্র। তুমিই প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এরূপ সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিলে।

অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবলং

অলভ্যা পাতালেহপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি,
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ॥ ১২॥

পদপাঠঃ। অমুষ্য। ত্বৎসেবাসমধিগতসারং। ভুজবনং। বলাৎ। কৈলাসে। অপি। ত্বদধিবসতৌ। বিক্রময়তঃ। অলভ্যা। পাতালে। অপি। অলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি। প্রতিষ্ঠা। ত্বয়ি। আসীৎ। ধ্রুবং। উপচিতঃ। মুহ্যতি। খলঃ।

পদার্থাঃ। অমুষ্য—উহার। ত্বৎসেবাসমধিগতসারং—তোমার আরাধনাদ্বারা যাহার বললাভ হইয়াছে। ভুজবনং—বিংশতিবাহুকে। বলাৎ—বলপূর্ব্বক। কৈলাসে—কৈলাস নামক পর্ব্বতে। অপি—ও। ত্বদধিবসতৌ—তোমার বাস ভূমিতে। বিক্রময়তঃ—যে (উত্তোলনের জন্য) প্রয়োগ করিতে ছিল, তাহার অলভ্যা—অপ্রাপ্য। পাতালে—রসাতলে। অপি—ও। অলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি—(কিঞ্চিৎ ভারার্পণের জন্য) যিনি হেলাতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ আনত করিয়াছিলেন, তথাবিধ। প্রতিষ্ঠা—অবস্থিতি। ত্বয়ি—তুমি হইলে পর। আসীৎ—হইয়াছিল। ধ্রুবং—নিশ্চয়ই। উপচিতঃ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে। মুহ্যতি—মোহাভিভূত হয়। খলঃ—দুর্জ্জন।

বঙ্গার্থ। রাবণ তোমারই আধাধনা করিয়া অমিত ভুজবল লাভ করিয়াছিল পরে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মোহবশতঃ তোমার বাসভূমি কৈলাসপর্ব্বতকেও উত্তোলন করিবার জন্য বাহুপ্রয়োগ করিয়াছিল, তুমি তখন হেলাতে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা কিঞ্চিৎ ভারার্পণ করিয়াছিলে, রাবণ সেই গুরুভারে নিপীড়িত হইয়া পর্ব্বতের চাপে পাতালে যাইয়াও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়াছিল। কেননা হইবে, দুর্জ্জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এইরূপই মোহাভিভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়।

যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ। পরমোচ্চৈরপি

সতী, মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়োর্ন কস্যাপ্যুন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ॥ ১৩॥

পদপাঠঃ। যৎ। ঋদ্ধিং। সুত্রাম্ণঃ। বরদ। পরমোচ্চৈঃ। অপি। সতীম্। অধঃ। চক্রে। বাণঃ। পরিজনবিধেয় ত্রিভুবনঃ। ন। তৎ। চিত্রং। তস্মিন্। বরিবসিতরি। ত্বচ্চরণয়োঃ। ন। কস্য। অপি। উন্নত্যৈ। ভবতি। শিরসঃ। ত্বয়ি। অবনতিঃ।

পদার্থাঃ। যৎ—যে। ঋদ্ধিং—সম্পদ্‌কে। সুত্রাম্ণঃ—ইন্দ্রের। বরদ—বরদাতা। পরমোচ্চৈঃ—সুমহৎ। অপি—ও। সতীম্—বিদ্যমান। অধশ্চক্রে—অধঃকৃত করিয়াছে। বাণঃ—বাণনামক অসুর। পরিজনবিধেয় ত্রিভুবনঃ—ত্রিলোকের অধিবাসীদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মত যে অধীন করিয়া রাখিয়াছিল। ন—নয়। তৎ—তাহা। চিত্রং—আশ্চর্য্যং। তস্মিন্—সেই বাণাসুরে। বরিবসিতরি—পূজকে। ত্বচ্চরণয়োঃ—তোমার চরণ যুগলের। ন—না। কস্যাপি—কাহারই বা। উন্নত্যৈ—উন্নতি লাভের জন্য। ভবতি—হয়। শিরসঃ—মস্তকের। ত্বয়ি—তোমার নিকটে। অবনতি—নত করা।

হে বরদাতা! বাণাসুর ত্রিলোকের সমস্ত অধিবাসীদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মত অধীন ও আদেশানুবর্ত্তী করিয়া অতি সমুন্নত ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব-প্রদকেও যে অধঃকৃত করিয়াছিল, বাণাসুরের পক্ষে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা, সে তোমার চরণযুগলের অর্চ্চনা করিত। তোমার নিকটে মস্তক নত করিয়া তোমার উপাসনা করিলে কেই বা উন্নতিলাভ না করে। তোমার ভক্ত বাণাসুর ইন্দ্র অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে তাহাতে আর

অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড--ক্ষয়চকিতদেবা-সুর-কৃপা-বিধেয়স্যাসীদ্যস্ত্রিনয়ন বিষং সংহৃতবতঃ। স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো, বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিন ॥১৪॥

পদপাঠঃ। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ক্ষয়চকিত দেবাসুরকৃপাবিধেয়স্য। আসীৎ। যঃ। ত্রিনয়ন। বিষং। সংহৃতবতঃ। সঃ কল্মাষঃ। কণ্ঠে। তব। নু। কুরুতো ন। শ্রিয়ম্। অহো। বিকারঃ। অপি। শ্লাঘ্যঃ। ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ।

পদার্থাঃ। অকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয় চকিত দেবাসুর কৃপাবিধেয়স্য অসময়ে জগতের ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া ভয়ে বিস্মিত দেবতাও অসুরবৃন্দের প্রতি করুণাকটাক্ষপাত যাঁহার কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তাঁহার। আসীৎ—হইয়াছিল। যঃ—যে। ত্রিনয়ন—শিব। বিষং—কালকূট। সংহৃতবতঃ—যিনি সংহার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পান করিয়াছিলেন, তাঁহার। সঃ—সেই। কল্মাষঃ—নীলবর্ণ চিহ্ন। কণ্ঠে—গলদেশে। তব—তোমার। নু—বিতর্কে। কুরুতে—সম্পাদন করে। ন—না। শ্রিয়ম্—শোভা। অহো—বিস্ময়ে। বিকার—শুভ্র, শরীরের অননুরূপ নীলবর্ণ চিহ্ন। অপি—ও। শ্লাঘ্যঃ—গৌরবের বিষয়। ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ—জগতের ভীতিনিবারণের জন্য যিনি ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহার। সমুদ্রমন্থনসম্ভূত কালকূটদ্বারা জগতের অসাময়িক বিধ্বংসের জন্য দেবতা ও অসুরবৃন্দ ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাদৃশ অবস্থায় কৃপা করিয়া জগতের পরিত্রাণ তোমার কর্ত্তব্য হইয়াছিল, তুমি স্বয়ং সেই কালকূটপান করিয়া জগদ্বাসীদিগকে বাঁচাইয়াছিলে। হে ত্রিলোচন! বিষপানের জন্য তোমার কণ্ঠে যে নীলবর্ণ চিহ্ন হইয়াছিল, তাহাতে কি তোমার অধিকতর কমিবে, জগতের ভীতি নিবারণ কার্য্যে তুমি ব্যাপৃত হইয়াছিলে, তারই জন্য তোমার শুভ্র-কণ্ঠে যে বিকৃত নীলবর্ণ চিহ্ন, উহাও তোমার গৌরবের বিষয় ॥ ১৪ ॥

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি স দেবাসুরনরে, নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ। স পশ্যন্নীশ! ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ, স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। অসিদ্ধার্থা ন। এব। ক্বচিৎ। অপি। সদেবাসুর নরে। নিবর্ত্তন্তে। নিত্যং। জগতি। জয়িনঃ। যস্য। বিশিখাং। সঃ। পশ্যন্। ঈশ। ত্বাম্। ইতর সুরসাধারণম্। অভূৎ। স্মরঃ। স্মর্ত্তব্যাত্মা। ন। হি। বশিষু। পথ্যঃ। পরিভবঃ।

পদার্থাঃ। অসিদ্ধার্থাঃ—অকৃতকার্য্য। ন—না। এব—নিশ্চয়। ক্বচিৎ—কুত্রাপি অপি—ও। সদেবাসুরনরে—দেবদানব ও মনুষ সঙ্কুল। নিবর্ত্তন্তে—নিবৃত্ত হয়। নিত্যং—সর্ব্বদা। জগতি—সংসারে। জয়িনঃ—জয়শী যে তাহার। যস্য—যাহার। বিশিখাঃ—বা সকল। সঃ—সেই। পশ্যন্—জ্ঞান করিয়া ঈশ—শঙ্কর। ত্বাম্—তোমাকে। ইতরসু সাধারণম্—অন্যদেবতার মত। অভূৎ—হইয় ছিল। স্মরঃ—কামদেব। স্মর্ত্তব্যাত্মা—স্মরণী দেহ (অর্থাৎ তাহার শরীর ভস্ম হইয়া গিয়াছে এখন আর দেখা যায় না, স্মরণ করিতে হয় ন—না। হি—নিশ্চয়। বশিষু—জিতেন্দ্রি পুরুষদিগের প্রতি। পথ্যঃ—মঙ্গলকর। প ভবঃ—অনাদর।

নিয়ত জয়শীল যে কন্দর্পের বাণ সব ত্রিলোক-মধ্যে কি দেব, কি মানব, কি মনু যার উপরেই প্রযুক্ত হউক্ না কেন, কুত্রাপি অকৃতকার্য্য হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সেই বি

অসার জ্ঞান করিয়াছিল, শ্রাই তোমার বিষম কোপানলে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা কন্দর্পের অপরিনামদর্শিতারই ফল, কেননা, তাহার জানা উচিৎ ছিল যে, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় মুক্তপুরুষ তাঁহাদের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিলে কখনই তাহা মঙ্গলকর হয় না। ১৫।

মহী পাদাঘাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং, পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্নগ্রহগণম্। মুহূর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটাতাড়িততটা, জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বন্নটসি নম্বু বামৈব বিভুতা॥ ১৬॥

পদপাঠঃ। মহী। পদাঘাতাৎ। ব্রজতি। সহসা। সংশয়পদম্। পদম্। বিষ্ণোঃ। ভ্রাম্যন্ ভুজ পরিঘরুগ্ন গ্রহগণম্। মুহুঃ। দ্যৌঃ। দৌস্থ্যং। যাতি। অনিভৃতজটা তাড়িত তটা। জগদ্রক্ষায়ৈ। ত্বং। নটসি। নম্বু। বামা। এব। বিভুতা।

পদার্থাঃ। মহী—পৃথিবী। পাদাঘাতাৎ—পায়ের আঘাৎ। ব্রজতি—প্রাপ্ত হয়। সহসা—হঠাৎ। সংশয়পদম্—এবার রক্ষা পাইবে কি না এইরূপ সন্দেহের অবস্থা। বিষ্ণোঃ পদং—আকাশ। ভ্রম্যদ্ভুজ পরিঘরুগ্নগ্রহগণম—নৃত্যকালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল অর্গলসদৃশ বাহুর আঘাতে যেখানে (আকাশে) গ্রহনক্ষত্রাদি ক্লিষ্ট হয়, তথাবিধ। মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ। দ্যৌঃ—স্বর্গ। দৌস্থ্যং—দুঃখেতে অবস্থিতি। যাতি—প্রাপ্ত হয়। অনিভৃত জটা তাড়িততটা—অসংযমিত জটাজুটদ্বারা যাহার (স্বর্গের) প্রান্তভাগ তাড়িত হইতেছে তাদৃশ। জগদ্রক্ষায়ৈ—জগতের রক্ষার নিমিত্ত। ত্বং—তুমি। নটসি—নৃত্যকর। নম্বু—সম্বোধনে। বামা—বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত। বিভুতা—প্রভুত্ব।

জগতের হিতার্থে ধর্ম্মদ্বেষী জগতের উৎপীড়ক রাক্ষসাদির নিধনকালে তুমি মহোল্লাসে নৃত্য করিতে থাক, তখন পৃথিবী তোমার বিষমপাদ সন্তাড়নে এবার রক্ষা পায় কি না, এইরূপ ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। তোমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিশাল অর্গলসদৃশ বাহুর প্রহারে আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি ব্যথিত ও বিধ্বস্তপ্রায় হয়, স্বর্গের প্রান্তভাগেও তোমার অসংবৃত জটাসমূহের আঘাত লাগে স্বর্গভূমিও তাহাতে পুনঃ পুনঃ ক্লেশের অবস্থায় পতিত হয়। জগতের রক্ষার নিমিত্তই তুমি নৃত্য কর, কিন্তু তাহার আপাত ফল দেখিলে বোধ হয় যেন তুমি জগতের সংহার কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রভু হে! তোমার প্রভুত্ব এইরূপ বিপরীত লক্ষণাক্রান্তই বটে।

ক্রমশঃ—

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ।

পুরাকালে মহিলাগণও বিবিধবিদ্যায় বিভূষিতা হইতেন। মৈত্রেয়ী স্বামীর সহিত ব্রহ্মবিদ্যার যে সমুদায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাই ঐ সময়ের স্ত্রীলোকেরা কিরূপ শিক্ষিতা হইতেন, তাহা বুঝা যায়। আমরা মহিলাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান কর্ত্তব্য মনে করি বলিয়া কেহ যেন মন না করেন যে, আমরা আধুনিক বা পাশ্চাত্য যে প্রথাতে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার পক্ষপাতী। স্ত্রীলোকেরা স্কুলকলেজে গিয়া, মেম সাজিয়া, এলে, বিএ, পাশ করিয়া, পুরুষের ন্যায় নানাবিধ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-

নির্ব্বাহ করেন, ইহা আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যপ্রদেশেও প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা বিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা যাইতেছে। মহামতি গ্লাডষ্টোনেরও ঐ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি দেখা যায়। যে শিক্ষাতে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষলোক করিয়া তুলে সে শিক্ষার বিস্তার রোধ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বারান্তরে এবিষয়ের বিশেষ আলোচনা করা যাইবে। অদ্য মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ পাঠককে উপহার দিলাম।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জ্যেষ্ঠাপত্নী। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবেন ইচ্ছা করিয়া তাহার দুই পত্নী মৈত্রেয়ী কাত্যায়নীকে ডাকিয়া বলিলেন যে তোম দিগকে আমার তাবৎ সম্পত্তি বিভাগ করিয় দিয়া যাই। মৈত্রেয়ী তুচ্ছ ধনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া পতিসন্নিধানে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমূল্য ধন প্রার্থনা করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। পরিদৃশ্যমান তাবৎ পদার্থই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান তাবৎ পদার্থ। অজ্ঞানহেতু ভেদজ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলে ভেদজ্ঞান থাকে না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির উপদেশের মর্ম্ম।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্যাস্যন্বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যা হন্ত করবাণীতি ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। মৈত্রেয়ী। ইতি। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। উৎযাস্যন। বা। অরে। অহম্। অস্মাৎ। স্থানাৎ। অস্মি। হন্ত। তে। অনয়া। কাত্যায়ন্যা। হন্ত। করবাণি। ইতি।

(১) মৈত্রেয়ি!—হে মৈত্রেয়ি! যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর নাম। (২) যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য নামক ঋষি। (৩) উৎযাস্যন্—উৎ-ঊর্দ্ধং পারিব্রাজ্যাখ্যামাশ্রমান্তরং যাস্যন গন্তুমিচ্ছন্ পরিব্রাজকাশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক। (৪) অরে—সম্বোধনে অরে মৈত্রেয়ী। (৫) অহম্—আমি। (৬) অস্মাৎ স্থানাৎ—এই স্থান হইতে অর্থাৎ গৃহাশ্রম হইতে। (৭) অস্মি—ভবামি, অনুমতি প্রার্থনা করি। (৯) তে—তোমার। (১০) অনয়া কাত্যায়ন্যা—এই কাত্যায়নীর সহিত। (১১) অন্তং—বিচ্ছেদং, সম্বন্ধস্য বিচ্ছেদঃ সম্বন্ধ বিচ্ছেদ, বিত্ত বিভাগদ্বারা তোমদিগকে পৃথক করিয়া দিবে। (১২) করবাণি—করিব।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রী ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম মৈত্রেয়ী, কনিষ্ঠার নাম কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক আশ্রয়ে গমন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে মৈত্রেয়ি! আমি এই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকাশ্রমে যাইতেই চ্ছুক হইয়াছি। এইক্ষণ আমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা তোমার এবং

পৃথক্ করিয়া দিব, ইহাতে তুমি অনুমতি দেও।”

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। যৎ। নু। মে। ইয়ং। ভগোঃ। সর্বা। পৃথিবী। বিত্তেন। পূর্ণা। স্যাৎ। কথং। তেন। অমৃতা। স্যাম্। ইতি। ন। ইতি। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্য। যথা। এব। উপকরণবতাং। জীবিতং। তথা। এব। তে। জীবিতং। স্যাৎ। অমৃতত্বস্য। তু। ন। আশা। অস্তি। বিত্তেন। ইতি।

(১) সাহোবাচ মৈত্রেয়ী--সেই মৈত্রেয় বলিলেন। (২) যৎ—যদি। (৩) নু—বিতর্কে যন্নু যদি ই বা। (৪) মে—মম আমার। (৫) ইয়ং—এই। (৬) ভগোঃ--হে ভগবন্। (৭) সর্ব্বপৃথিবী—সমস্ত পৃথিবী। (৮) বিত্তেন—ধনের দ্বারা। (৯) পূর্ণা—পরিপূর্ণা। (১০) স্যাৎ—হয়। (১১) কথং—কিংপ্রকারে। (১২) তেন—তাহাদ্বারা। (১৩) অমৃতা--মোক্ষাধিকারিণী। (১৪) স্যাম্--হইব। (১৫) ইতি—ইহা। (১৬) নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ইহা নহে (অর্থাৎ ধনের দ্বারা মুক্তি হয় না)। (১৭) যথৈব—যে প্রকার। (১৮) উপকরণবতাম্—সাধনবতাম্, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তিদের। (১৯) জীবিতং—জীবন অর্থাৎ ধনী লোকদিগের যেরূপ সুখ হয়। (২০) তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ—সেই প্রকার তুমিও সুখী হইবে। (২১) অমৃতত্বস্য তু—অমৃতত্বের (অর্থাৎ অস্তি) আশা নাই। (২৩) বিত্তেন—বিত্তদ্বারা।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন, হে ভগবন্! আমি যদি ধন পরিপূর্ণা তাবৎ পৃথিবীর স্বামিনীই বা হই তাহা হইলে আমি কি তদ্দ্বারা মোক্ষাধিকারিণী হইব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন না, উহাদ্বারা মোক্ষ হয় না, ধনবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে ইহাদ্বারা তোমারও তদ্রূপ হইবে (অর্থাৎ সাংসারিক সুখলাভ হইবে) ধনের দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। যেন। অহং। ন। অমৃতা। স্যাং। কিং। অহং। তেন। কুর্য্যাং। যৎ। এব। ভগবান্। বেদ। তৎ। এব। মে। ব্রুহি। ইতি।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া কি করিব। যদি অমৃতত্ব প্রাপ্তির বিষয় ভগবান্ (অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি) জানেন তাহা হইলে আমায় বলুন্।

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়াবতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। সঃ। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ। প্রিয়া। বত। অরে। নঃ। সতী। প্রিয়ং। ভাষস। এহি। আস্স্ব। ব্যাখ্যাস্যামি। তে। ব্যাচক্ষাণস্য। তু। মে। নিদিধ্যাসস্ব। ইতি।

(১) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন। (২) প্রিয়বতাবে নঃ সতীপ্রিয়ং ভাষস। বত-অরে বতারে, যেখানে অনুকম্পা দেখাইয়া কিছু

ওহে, নঃ আমাদের অর্থাৎ আমার (প্রিয়াসতী) প্রিয় হও। (প্রিয়ং) ভাষস প্রিয় কথা বল। (৩) এহ্যাস্স্ব—এহি+আস্স্ব, এস ও উপবেশন কর। (৪) ব্যাখ্যাস্যামিতে—আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। (৫) ব্যাচক্ষণস্ত তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি (নিদিধ্যাসস্ব ইতি)—আমি যে ব্যাখ্যা করিব তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ী! পূর্ব্ব হইতেই আমি তোমাকে ভালবাসি, এইক্ষণেও তুমি আমার প্রীতিজনক আলাপন করিতেছ। এখানে আসিয়া উপবেশন কর, আমি অমৃতত্বের বিষয় যাহা ব্যাখ্যা করিব তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর।

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ॥ ৫ (ক) ॥

পদপাঠঃ। সঃ। হ। উবাচ। ন। বা। অরে। পত্যুঃ। কামায়। পতিঃ। প্রিয়। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। পতিঃ। প্রিয়ঃ। ভবতি।

(১) ভবত্যাত্মনস্ত = ভবতি+আত্মনঃ+তু। (২) প্রিয়=ভার্য্যায়াঃ প্রিয়ঃ ইত্যর্থঃ অর্থাৎ ভার্য্যার প্রিয়ঃ।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! পতির অভীষ্টসিদ্ধির (অর্থাৎ প্রীতির) জন্য পতি যে ভার্য্যার প্রিয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনার্থেই পতি স্ত্রীর প্রিয় হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভার্য্যার আত্মাতে পতি বিদ্যমান থাকেন বলিয়া পতি ভার্য্যার প্রিয় হইয়া থাকেন। পরমাত্মা সর্ব্বাধারেই যে বিদ্যমান এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে তাহাই বলা হইতেছে।

ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। জায়ায়ৈ। কামায়। জায়া। প্রিয়া। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। জায়া। প্রিয়া। ভবতি।

(১) প্রিয়া=পত্যুঃ প্রিয়া ইত্যর্থঃ, অর্থাৎ পতির প্রিয়।

বঙ্গার্থ। (পূর্ব্ব শ্লোকে পতিজায়ার প্রিয় হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে জায়া যে কারণে পতির প্রিয় হইয়া থাকেন তাহাই বলা হইতেছে। জায়া পতির আত্মাতে বিদ্যমান বলিয়া জায়া পতির প্রিয় হইয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! জায়ার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যে জায়া পতির প্রিয় হইয়া থাকেন তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনার্থেই জায়া পতির প্রিয় হইয়া থাকেন।

ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥ ৫ (গ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। পুত্রাণাং কামায়। পুত্রাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি। আত্মনঃ তু। কামায়। পুত্রাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। পুত্রাঃ প্রিয়াঃ=পুত্রাঃ পিতুঃ প্রিয়াঃ ইত্যর্থঃ। পুত্রগণ পিতার প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি পুত্রগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে পুত্রগণ পিতার প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে, আত্মার প্রয়োজনের জন্যই পুত্রগণ পিতার প্রিয় হইয়া থাকেন। অর্থাৎ পিতা যে পুত্রগণকে ভালবাসেন তাহা যে পুত্রের কোন উপকার করিবেন বলিয়া তাহা নহে। পিতার আত্মাতে পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, সুতরাং পিতা পুত্রকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না।

ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্ত প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় বিত্তং প্রিয়

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে বিত্তস্য। কামায়। বিত্তং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মানঃ। তু। কামায়। বিত্তং। প্রিয়ং ভবতি।

১। বিত্তং প্রিয়ম্—বিত্তং বিত্তস্বামিনঃ প্রিয়মিত্যর্থঃ। অর্থাৎ ধন ধনীর প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। ধন কেন ধনীর প্রিয় হয় তাহাই বলা হইতেছে। আত্মাতে ধন বিদ্যমান আছে বলিয়া ধন প্রিয় হইয়া থাকে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ধনের উপকারার্থে যে ধন মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে আত্মার প্রয়োজন বশতই ধন মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্মপ্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ব্রহ্মপ্রিয়ং ভবতি ॥৫ (ঙ)॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ব্রহ্মণঃ। কামায়। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মানঃ। তু। কামায়। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। ভবতি।

১। ব্রহ্ম প্রিয়ং—ব্রাহ্মণজাতি সাধারণের প্রিয়, সাত্বিকগুণবিশিষ্ট পুরুষকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তৎসমষ্টি বা জাতিকে ব্রহ্ম বলে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ব্রাহ্মণজাতির উপকারার্থে যে ব্রাহ্মণজাতি সাধারণের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা নহে· আত্মাতে ব্রাহ্মণ আছে বলিয়া আত্মার প্রয়োজনের জন্য ব্রাহ্মণজাতি প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্ত কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি ॥ ৫ (চ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ক্ষত্রস্য। কামায়। ক্ষত্রং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। ক্ষত্রং। প্রিয়ং ভবতি

১। ক্ষত্রং প্রিয়ং ক্ষত্রং প্রিয়ং প্রজানা- পুরুষকে ক্ষত্রিয় বলে, তাহার সমষ্টি বা জাতিকে ক্ষত্র বলে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ক্ষত্রিয়জাতি প্রজাবর্গের প্রিয় হইয়া থাকে, সে ক্ষত্রিয়জাতির প্রয়োজন বা আবশ্যক অর্থে নহে আত্মাতে ক্ষত্রিয় জাতি আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়জাতি প্রজার প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥ ৫ (ছ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। লোকানাং। কামায়। লোকাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি। আত্মনঃ। তু। কামায়। লোকাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। লোকাঃ প্রিয়াঃ—লোকাঃ ভূতানং প্রিয়াঃ ইত্যর্থঃ। লোক্যন্তে কর্ম্মফলানি দৃশ্যন্তে যত্র ইতি লোকাঃ। অর্থাৎ জীবগণ যেথানে কর্ম্মফল ভোগ করে তাহাকে লোক কহে।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি। পৃথিব্যাদি লোকসমূহের প্রয়োজনের জন্য পৃথিব্যাদি জীবের প্রিয় হয় না, আত্মাতে পৃথিব্যাদি লোক সকল বিদ্যমান আছে বলিয়া উহা জীবের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্ত কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি ॥ ৫ (জ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। দেবানাং। কামায়। দেবাঃ। প্রিয়াঃ। ভবন্তি। আত্মনঃ। তু। কামায়। দেবাঃ। প্রিয়া। ভবন্তি।

১। দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি—জনস্যেতি শেষঃ। দেবতাগণ লোকের প্রিয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! দেবতাদিগের প্রয়োজন বা উপকারের জন্য যে দেবতাগণ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে তাহা

তারা আত্মার প্রয়োজনবশতঃ মনুষ্যের প্রিয় হইয়া থাকেন।

ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্তি ॥ ৫ (ঝ) ॥

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। ভূতানাং। কামায়। ভূতানি। প্রিয়ানি। ভবন্তি। আত্মনঃ। তু। কামায়। ভূতানি। প্রিয়ানি। ভবন্তি।

১। ভূতানি প্রিয়ানি লোকানামিতি শেষ—ভূতগণ অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু সমূহ লোকের প্রিয় হয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! ভূতগণ অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের প্রয়োজন বা উপকারার্থ ভূতগণ যে জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছে তাহা নহে, আত্মাতে তাবৎ বস্তু বিদ্যমান আছে বলিয়াই আত্মারপ্রয়োজনার্থ তাবৎ বস্তু লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি॥৫ (ঞ)

পদপাঠঃ। ন। বা। অরে। সর্ব্বস্য। কামায়। সর্ব্বং। প্রিয়ং। ভবতি। আত্মনঃ। তু। কামায়। সর্ব্বং। প্রিয়ং। ভবন্তি।

১। সর্ব্বং। প্রিয়ং। জনানামিতি শেষঃ। অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তু জনগণের প্রিয়।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের প্রয়োজনের জন্য যে তাবৎ পদার্থ লোকের প্রিয় তাহা নহে; আত্মাতে তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে বলিয়া তাবৎ পদার্থ লোকের প্রিয় হইয়া থাকে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥ ৫ (ট) ॥

পদপাঠঃ। আত্মা। বা। অরে। দ্রষ্টব্যঃ। মৈত্রেয়ি। আত্মনঃ। বা। অরে। দর্শনেন। শ্রবণেন। মত্যা। বিজ্ঞানে। ইদং। সর্ব্বং। বিদিতং।

১। দ্রষ্টব্যঃ—দর্শনার্হঃ দর্শনবিষয়মাপদয়িতব্যঃ অর্থাৎ দর্শনের বিষয়ীভূত করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে যত্ন করা উচিৎ।

২। শ্রোতব্যঃ—পূর্ব্বমাচার্য্যত আগমতশ্চ অর্থাৎ আচার্য্য ও আগম অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ করা উচিত।

৩। মন্তব্যঃ—তর্কতঃ অর্থাৎ ন্যায়যুক্ত তর্কের দ্বারা আলোচনা করা উচিত।

৪। নিদিধ্যাসিতব্যঃ—নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ—স্থিরচিত্তে ধ্যান করিতে হইবে।

৫। মত্যা—অনুভূত্যা, বোধেন—অর্থাৎ হৃদ্বোধদ্বারা।

৬। বিজ্ঞানেন—সম্যগ্‌জ্ঞানেন।

বঙ্গার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, হে মৈত্রেয়ি! অতএব আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ, ন্যায়োপেত তর্কাদিদ্বারা আত্মার বিষয় আলোচনা এবং নিবিষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, অনুভূতি ও সম্যক্ অবগমন হইলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদিত হওয়া যায়।

(ক) ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্র বেদ, (খ) লোকাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্বেদ, (গ) দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনে দেবান্বেদ, (ঘ) ভূতানি তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ, (ঙ) সর্ব্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদেদং, (চ) ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং

পদপাঠঃ। ব্রহ্ম। তং। পরাদাদ্। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। ব্রহ্ম। বেদ। ক্ষত্রং। তং। পরাদাদ্। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। ক্ষত্রং। বেদ। লোকাঃ। তং। পরাদুঃ। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। লোকান্। বেদ। দেবা। তং। পরাদুঃ। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ দেবান্। বেদ। ভূতানি। তং। পরাদুঃ। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। ভূতানি। বেদ। সর্ব্বং। তং। পরাদাদ্। যঃ। অন্যত্র। আত্মনঃ। সর্ব্বং। বেদ। ইদং। ব্রহ্ম। ইদং। ক্ষত্র। ইমে। লোকাঃ। ইমে। দেবাঃ। ইমানি। ভূতানি। ইদং। অয়ং। আত্মা। যৎ।

(১) (ক) ব্রহ্ম—স্বাত্বিক গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তৎসমষ্টি বা জাতিকে ব্রহ্ম বলে। (২) পরাদাৎ—পরা কুর্য্যাৎ অর্থাৎ অনাত্ম জ্ঞান করে। (৩) অন্যত্রাহত্মনোঃ—আত্মনঃ অন্যত্র অর্থাৎ আত্মার বাহিরে।

বঙ্গার্থ। যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে ব্রহ্মকে দেখে, ব্রহ্ম তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

(খ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে ক্ষত্রকে দেখে ক্ষত্র তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(গ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে পৃথিব্যাদি লোকদিগকে দেখে, পৃথিব্যাদি লোক তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(ঘ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে দেবতাদিগকে দৃষ্টি করে, দেবতাগণ তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(ঙ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে, ভূত সকলকে দৃষ্টি করে, ভূত সকল তাহাকে অনাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করে।

(চ) যে ব্যক্তি আত্মার বাহিরে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে দৃষ্টি করে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ

(ছ) এই ব্রহ্ম, এই ক্ষত্র, এই সমুদয় লোক, এই সমুদয় দেবতা, এই সমুদয় ভূত, এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই আত্মা বা পরব্রহ্ম।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাৎ শব্দাৎ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীত॥ ৭॥

পদপাঠঃ। স। যথা। দুন্দুভেঃ। হন্যমানস্য। ন। বাহ্যং। শব্দাৎ। শক্নুয়াৎ। গ্রহণায়। দুন্দুভেঃ। তু। গ্রহণেন। বা শব্দো গৃহীতঃ। ৭। দুন্দুভ্যাঘাতস্য। বা। শব্দঃ। গৃহীতঃ।

১। স যথা—স ইতি দৃষ্টান্ত।

২। দুন্দুভের্হন্যমানস্য—দণ্ডাদিনা তাড্যমান ঢক্কায়াঃ, কাঠিদ্বারা বাজন হইতে এবম্বিধ ঢাক।

৩। বাহ্যাৎ শব্দাৎ— বহির্ভূতাৎ শব্দাৎ—দুন্দুভি ব্যতিরেকে অন্যান্য শব্দ হইতে।

৪। শক্নুয়াৎ—লোক ইতি শেষঃ।

৫। গ্রহণায়—গ্রহীতুম—শব্দ গ্রহণ করিতে।

বঙ্গার্থ। বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশেষ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ কর্ণে লাগিলে কোন্ শব্দ কোন বস্তু হইতে বহির্গত হইতেছে তাহা নির্দ্ধারিত করিতে গেলে সেই বস্তুর জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ কোন এক বস্তু হইতে যে একটী শব্দ উত্থিত হইতেছে ঐ বস্তু ও শব্দ উভয়কে কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধে যোগ করা আবশ্যক, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সেই সমুদয় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সেই বস্তুর কারণ পরব্রহ্মকে জানা আবশ্যক এবং তাহাকে জানিতে পারিলেই সেই বস্তুর জ্ঞান হইবে। পরব্রহ্ম অবগত হইতে পারিলেই যে সমস্ত বস্তু অবগত হওয়া

তেছে। "দুন্দুভি বাজাইতে থাকিলে যাহার দুন্দুভি শব্দের পূর্ব্বজ্ঞান নাই সে দুন্দুভি শব্দকে অন্য শব্দ হইতে পৃথক করিতে পারে না। দুন্দুভির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কেবল দুন্দুভি হইতে যে ঐ শব্দ উত্থিত হইতেছে তাহা জানা যায়।"

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাৎ শব্দাৎ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। শঙ্খস্য। ধ্মায়মানস্য। ন। বাহ্যাৎ। শব্দাৎ। শক্নুয়াৎ। গ্রহণায়। শঙ্খস্য। তু। গ্রহণেন। শঙ্খধ্মস্য। বা। শব্দঃ। গৃহীতঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে।

শঙ্খের প্রতি লক্ষ করিয়া শঙ্খের শব্দ বুঝিতে পারা যায়, শঙ্খের প্রতি লক্ষ্য না করিলে শঙ্খের শব্দ হইতে বাহিরের শব্দ পৃথক্ করা যায় না।

বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাৎ শব্দাৎ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। বীণায়ৈ। বাদ্যমানায়ৈ। ন। বাহ্যাৎ। শব্দাৎ। শক্নুয়াৎ। গ্রহণায়। বিণায়ৈ। গ্রহণেন। বীণাবাদ্যস্য। বা। শব্দ। গৃহীত।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ববৎ।

বীণা বাদিত হইলে তাহার শব্দ বাহ্য শব্দ হইতে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। বীণার বোধ হইলেই কেবল বীণাধ্বনি বোধ হইয়া থাকে।

স যথাহহর্দ্রৈধাগ্নে রভ্যাহিতাত্ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরহস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদো-ঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈব বৈ তানি নিশ্বসিতানি ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। আর্দ্রৈধাগ্নেঃ। অভি-হিতাৎ। পৃথক্। ধূমা। বিনিশ্বরন্তি। এবং। বা। অরে। অস্য। মহতঃ। ভূতস্য। নিশ্বসিতং। এতৎ। যৎ। ঋক্‌বেদঃ। যজুর্ব্বেদঃ। সামবেদঃ। অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। ইতিহাস। পুরাণং। বিদ্যা। উপনিষদঃ। শ্লোকাঃ। সূত্রাণি। অনুবিখ্যানানি। ব্যাখ্যানানি। অস্য। এব। এতানি। নিশ্বসিতানি।

(১) আর্দ্রৈধারগ্নেঃ—আর্দ্রৈরেধোভিরিদ্ধ-হগ্নিঃ ইতি আর্দ্রেধাগ্নিঃ—তস্মাৎ, আদ্রকাষ্ঠদ্বারা জ্বলিত অগ্নি হইতে। (২) অভ্যাহিতাৎ—স্থাপন করাতে। (৩) পৃথক্‌ধূমা—নানাপ্রকার ধূম অর্থাৎ ধূম বিস্ফুলিঙ্গ ইত্যাদি। (৪) অস্য—পরমাত্মনঃ—পরমাত্মার। (৫) মহতো ভূতস্য—মহৎভূতের, অনবচ্ছিন্ন পরমার্থের। (৬) নিশ্বসিত ম—অপ্রযত্নে বহির্গত, নিশ্বাস ফেলিতে যেরূপ যত্নের আবশ্যক হয় না, আপনা আপনি হইতেছে, সেইরূপ। (৭) অথর্ব্বাঙ্গি-রস—অঙ্গিরা ঋষি অথর্ব্বা ঋষির নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। এই জন্য অথর্ব্ববেদকে আঙ্গিরস অথর্ব্ব বলে। (৮) ইতিহাস—যথা উর্ব্বশী পুরুরবার সংবাদ, ইতিহ আস্তে অস্মিন ইতি, প্রাচীন কথা। (৯) পুরাণ—সর্গ, প্রতি সর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিতযুক্ত ব্যাসাদি প্রণীত বেদার্থ প্রকাশিকা শাস্ত্র। (১০) বিদ্যা—নৃত্যগীতাদিশাস্ত্র। (১১) উপনিষদঃ—উপ নিষদ্যতে প্রাপ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনয়া ইতি (উপ+নি+সদ+কিপ) যাহাদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা পাওয়া যায়। (১২) শ্লোকঃ—ব্রাহ্মণ প্রভব মন্ত্র শ্রূয়তে ইতি শ্লোক, ছন্দবিশিষ্ট বাক্য—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ

(১৩) সূত্রানি—বস্তুসংগ্রহ বাক্যানি। (১৪) অনু-ব্যাখ্যানানি—মন্ত্র বিবরণ। (১৫) ব্যাখ্যা-নানি—অর্থবাদ। (১৬) অস্যৈবৈতানি নিশ্বা-সিতানি। এই সমুদায়ই সেই পরমাত্মা হইতে নিশ্বাসের ন্যায় অর্থাৎ অপ্রযত্নে বহির্গত হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। পরমাত্মা ভিন্ন বিশ্বে আর কিছুই নাই, সকলই সেই পরমাত্মা ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে যে "আর্দ্রকাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে যেমন উহাতে বিভিন্ন প্রকার ধূম উপস্থিত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মার নিশ্বাস হইতে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব এই চারি বেদ, ইতিহাস পুরাণ, বিদ্যা উপনিষদ শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা, অনুব্যাখ্যা, অপ্রযত্নে উদ্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ ধূমাদির মূল যেমন অগ্নি, তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্রের মূল ও সেই পরমাত্মা।"

স যথা সর্ব্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং রূপানাং চক্ষুরেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্র-মেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একা-য়নমেবং সর্ব্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেব, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং, সর্ব্বেষা-মানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং, সর্ব্বেষামধ্বানাং পাদাবেকায়নমেবং, সর্ব্বেষাং বেদানাং বাগে-কায়নম্ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। স। যথা। সর্ব্বাসাং। অপাং। সমুদ্রঃ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেসাং। স্পর্শানাং। ত্বক্। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। রসানাং। জিহ্বাং। একায়নং। এবং। সর্ব্বেসাং। শব্দনাং। রূপানাং। চক্ষুঃ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। য়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। বিদ্যানাং। হৃদয়ং। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। কর্ম্মণাং। হস্তৌ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। আনন্দানাং। উপস্থঃ। একায়নং। এবং। সর্ব্বেষাং। বিস-র্গনাং। পায়ুঃ। একায়নং। এবং। অধ্বানাং। পাদৌ। একায়নং।এবং। সর্ব্বেষাং। বেদানাং। বাক্। একায়নং।

(১) অপাং—নদী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জলাশয়ের। (২) একায়নম্—একগমনম্, এক-নদী সমুদ্রে পতিত হইলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকে না। (৩) স্পর্শানং—মৃদু, কর্কশ, কঠিন পিচ্ছিলাদি বিভিন্নপ্রকার স্পর্শের। (৪) গন্ধানাং—বিবিধপ্রকার গন্ধদ্রব্যের। (৫) রসনাং—সর্ব্বপ্রকার রসের। (৬) রূপাণং—সর্ব্বপ্রকার তেজের। (৭) শব্দানাং—সর্ব্ব-প্রকার শব্দের। (৮) সংকল্পঃ—কার্য্য করি-বার ইচ্ছা। (৯) বিদ্যাং—জ্ঞান। (১০) হৃদয়ম্—বুদ্ধি। (১১) সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ইত্যাদি—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের। হস্ত, পদ, উপস্থ পায়ু, বাক্।

বঙ্গার্থ। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই সেই পর-মাত্মা ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে "যে যেরূপ সমুদ্র সমুদায় জলাশয়ের একমাত্র আধার, স্পর্শমাত্রেরই ত্বক্ যেরূপ আধার, গন্ধমাত্রেরই নাসিকা যেরূপ আধার, রসমাত্রে-রই জিহ্বা যেরূপ আধার, রূপ বা তেজমাত্রেরই চক্ষু যেরূপ আধার, শব্দমাত্রেরই শ্রোত্র যেরূপ আধার, সংকল্পমাত্রেরই মন যেরূপ আধার, জ্ঞানমাত্রেরই বুদ্ধি যেরূপ আধার, হস্তদ্বারা যেরূপ তাবৎ কার্য্য সমাধা হয়, উপস্থই যেরূপ আনন্দের মূল, পায়ু যেরূপ বিসর্গ বা ত্যাগের মূল, পাদই যেরূপ গমনকার্য্যের মূল, বাক্ যেরূপ বেদাদির আশ্রয়, সেইরূপ পরমাত্মাই

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদক মেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীৎ লবণমেবৈবং বা অরে ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞান ঘন ইব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য-সংজ্ঞাহস্তীত্যরে ব্রবীমিতি হোবাচ যাজ্ঞ-বল্ক্যঃ॥ ১২॥

পদপাঠঃ। স। যথা। সৈন্ধবখিল্য। উদকে। প্রাস্তঃ। উদকঃ। এব। অনুবিলীয়েত। ন। হ। অস্য। উদ্‌গ্রহণায়। এব। স্যাৎ। যতঃ। যতঃ। তু। আদদীৎ। লবণং। এব। এবং। বা। অরে। ইদং। মহদ্ভূতং। অনন্তরং। অপারং। বিজ্ঞানঘনঃ। ইব। এতে। সমুত্থায়। তানি। এব। অনু। বিনশ্যতি। ন। প্রেত্যসংজ্ঞা। অস্তি। ইতি। অরে। ব্রবীমি ইতি। হ। উবাচ। যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

(১) সৈন্ধবখিল্য—সিন্ধু শব্দেনোদকমভিধীয়তে, স্যন্দনাৎ সিন্ধুরুদকং তদ্বিকারস্তত্র ভবো বা সৈন্ধবঃ, সৈন্ধবশ্চাসৌ খিল্যশ্চেতি সৈন্ধব-খিল্যং খিল এব খিল্যঃ স্বার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ। সিন্ধু শব্দে জল বুঝায়, তাহার বিকার কিম্বা তাহাহইতে উৎপন্ন সৈন্ধব অর্থাৎ লবণ, সৈন্ধবই হইয়াছে খিল্য সৈন্ধবখিল্য। কাঠিন্য প্রাপ্তি। সৈন্ধবখিল্য কঠিন লবণখণ্ড। (২) প্রাস্তঃ—প্রক্ষিপ্ত। (৩) আদদীৎ—গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করা যায়। (৪) ইদম্--এই পর-মাত্মা। (৫) মহদ্ভূতম্—মহচ্চ তদ্ভূতম্, সকল অপেক্ষা মহত্তর এবং আকাশাদির কারণ বলিয়া—পরমাত্মাকে মহৎ বলা হইয়াছে। ভূতং--তিন কালেই স্বরূপের অব্যভিচারহেতু সর্ব্বদাই পরিনিষ্পন্ন--অর্থাৎ কখন তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। (৫) বিজ্ঞানঘনঃ—বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞানং চ তদ্ঘনশ্চেতি বিজ্ঞান ঘনঃ ঘন শব্দ তাহাতে অন্য পদার্থ মাত্র নাই। নান্য-জ্জাত্যন্তরমন্তরালে বিদ্যতে। (৭) প্রেত্য সংজ্ঞা। বিশেষসংজ্ঞা।

বঙ্গার্থ ও ব্যাখ্যা। (যতদিন তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন ভেদ জ্ঞান থাকে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি নষ্ট হয়। লবণ জল হইতে উৎপন্ন হয় এবং তৎপর কাঠিন্য প্রাপ্তি হইয়া শিলার ন্যায় কঠিন হয়। ইহাকেই সৈন্ধবখিল্য বলে। অবিদ্যাজনিত যে ভাব তাহাকেই সৈন্ধবখিল্য বলা হইয়াছে। সৈন্ধবখিল্য জলে পতিত হইলে উহার ভিন্ন অস্তিত্ব থাকিল না, জলের সহিত মিশিয়া গেল। সকল জলই লবণাক্ত হইল, সৈন্ধবখিল্যের স্বতন্ত্র সত্তা আর থাকিল না। ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন খিল্যভাব অর্থাৎ সতন্ত্রভাব নষ্ট হয়। জল ও লবণের যেরূপ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট হয়, ব্রহ্ম-বিদ্যা জন্মিলে সেইরূপ হয়। তখন ব্রহ্মই সকল এবং সকলই ব্রহ্ম এই জ্ঞান উপস্থিত হয়।)

সৈন্ধবখিল্য জলে পতিত হইলে জলের সহিত যেরূপ মিলিত হয় এবং উহাকে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ করা যায় না, অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় সৈন্ধবখিল্য হয় না। যে স্থান হইতে হউক না কেন, জলাস্বাদন করিলে, তাহাতে লবণস্বাদ পাওয়া যায়। হে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মা মহদ্ভূত অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনন্ত, অপার এবং বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ কেবল, বিজ্ঞানময় নির্ম্মল ও স্বচ্ছ (সকল পদার্থই যদি সেই পরমাত্মা হইল, তাহাহইলে খিল্যভাব বা স্বতন্ত্রভাব হয় কেন? কেহ বা সুখী, কেহ বা দুঃখী, কেহ বা ধনী, কেহ বা নির্দ্ধন ইত্যাদি বিভিন্নাবস্থা দৃষ্ট হয় কেন? তদুত্তরে বলা হই-তেছে যে পরমাত্মা স্বচ্ছ সলিলের ন্যায়, কিন্তু

উত্থিত হয়) তদ্রূপ এই সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন পদার্থই ভূতগণ হইতে উত্থিত হইয়া নদী সমুদ্রে প্রবেশ করার ন্যায় তাহাদের বিনাশ হয় অর্থাৎ লয় পায়, কোন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না” (অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সুতরাং অবস্থাবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ সংজ্ঞা কিছুই থাকিল না, কেবল বিজ্ঞানঘন অনন্ত অপার স্বচ্ছ পর-ব্রহ্ম তদ্ভিন্ন আর কিছুই থাকিল না।)

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥১২॥

পদপাঠঃ। সা। হ। উবাচ। মৈত্রেয়ী। অত্র। এব। মা। ভগবান্। মূমুহন্। ন। প্রেত্য। সংজ্ঞা। অস্তি। ইতি। স। হ। উবাচ। ন। বা। অরে! অহং। মোহং। ব্রবীমি। অলং। বা। অলং। বা। অরে। ইদং। বিজ্ঞানায়।

(১) মূমুহন্—মোহং কৃতবান্। (২) অলং—পর্য্যাপ্ত, যথেষ্ট। (৩) বিজ্ঞানায়—বিজ্ঞাতুম।

বঙ্গার্থ। মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্ আমার মোহ বা ভ্রান্তি জন্মাইবেন না। আপনি যে বলিলেন বিশেষ সংজ্ঞা থাকে না এ কিরূপ? শীত উষ্ণ প্রভৃতি কখন এক হয় না, আপনি পরমাত্মাকে বিজ্ঞান ঘন বলিয়া বিশেষ সংজ্ঞা দিতেছেন অথচ কিছুরই বিশেষ সংজ্ঞা নাই, সকলই এক বলিতেছেন, আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না, ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞান ঘন হইলেন তবে বিশেষ সংজ্ঞা থাকিল না, এ কিরূপ কথা)?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে মৈত্রেয়ি! আমি তোমাকে ভ্রান্তিমূলক কথা বলিতেছি না, হে মৈত্রেয়ি! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যথেষ্ট (অবিদ্যাজনিত যে গেলে, ঐ অবিদ্যা নিমিত্ত যে বিশেষ সংজ্ঞা অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞান তাহার নাশ হইয়া থাকে। যেমন জল না থাকিলে, জলের উপর চন্দ্রাদির যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা থাকে না, ইহাও সেইরূপ) (তৎপরে বিশেষ সংজ্ঞা যে কোন থাকে না, তাহা নিম্নের শ্লোকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।)

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং পশ্যেৎ কেন কং শৃণুয়াৎ কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মন্বীৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজা-নাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। হি। দ্বৈতং। ইব। ইবতি। তৎ। ইতর। ইতরং। জিঘ্রতি। তৎ। ইতরং। ইতরং। পশ্যতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। শৃণোতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। অভিবদতি। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। মনুতে। তৎ। ইতরঃ। ইতরং। বিজানাতি। যত্র। বা। অস্য। সর্ব্বং। আত্মা। এব। অভূৎ। তৎ। কেন। কং। মন্বীৎ। তৎ। কেন। কং। বিজানীয়াৎ। যেন। ইদং। সর্ব্বং। বিজানাতি। তৎ। কেন। বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারং। অরে। কেন। বিজানীয়াৎ। ইতি।

বঙ্গার্থ। যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে, সেই স্থানেই একজন অন্যের ঘ্রাণ লয়, অর্থাৎ দ্বৈত-ভাব থাকিলে ঘ্রাণের বস্তু এবং যে ব্যক্তি ঘ্রাণ লইতেছে, ইহাদের পার্থক্য থাকে বা বিশেষ সংজ্ঞা থাকে, ঐরূপ দ্বৈতভাব থাকিলে একজন অন্যকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, বলে, মনন

অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আত্মা সে স্থলে কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে শ্রবণ, কে কাহাকে বলে, কে কাহাকে মনে করে, কে কাহাকে জানে। যাহাদ্বারা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ জানা যায় তাহাকে আর কিসের দ্বারা জানা যাইবে, বিজ্ঞাতাকে আর কিসের দ্বারা জানা যাইবে?

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা।

বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন স্বপ্রণীত "ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতা" নামক পুস্তকে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জীবের একটী আমিত্ব, ভাব থাকায় ব্রহ্মের সহিত উহার পৃথক্ সত্বা অনুভূত হইয়া থাকে, ঐ আমিত্ব-বোধ কখনই লয় হয় না, তবে অহঙ্কার মূলক যে একটী আমিত্ব বোধ আছে তাহাই লয় হইতে পারে। ঐ আমিত্ব বোধ লয় হইলে জীব ব্রহ্মে মিলন হয়; কিন্তু ঐ প্রকার মিলন হইলেও জীবের বিশুদ্ধ আমিত্ব বোধ চিরকালই থাকে। এই সত্য আমাদের দেশের বৈদান্তিক মহাশয়গণও আংশিকভাবে উপলব্ধি করিয়া "সোহং শিবোহহং" এই বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা ভাবিতেন যে অহঙ্কার-মূলক আমিই প্রকৃত আমি, সুতরাং অহঙ্কার-মূলক আমিকে বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মেতে লয় হইবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। জীবের বিশুদ্ধ আমির সহিত অহঙ্কার মূলক আমির যে পার্থক্য আছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; এজন্য লয়ের সিদ্ধান্ত ঠিক্ নহে। গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটী নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ; বেদান্তোক্ত জীব, ব্রহ্মে এক হওয়ার অর্থ লয় নহে। বৈদান্তিকগণ কোথাও আত্মার লয় হইবার ব্যবস্থা দেন নাই, অর্থাৎ মুক্তির অর্থ যে আত্মার অস্তিত্ব বিলোপ ইহা তাঁহারা কোন গ্রন্থে সিদ্ধান্ত করেন নাই; বরং আত্মার যে অস্তিত্ব বিলোপ হয় না তাহা ভগবদ্গীতা, বেদান্ত, উপনিষদ্ ও অন্যান্য দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে;

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং।
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

ভগবদ্গীতা ২য় অধ্যায় (২০) শ্লোক)।

এমন কি মুক্তাত্মারও অস্তিত্ব (ব্যক্তি নিষ্ঠত্ব) যে এককালীন বিলুপ্ত হয় না তাহাও উপরোক্ত গ্রন্থাদিতে প্রকাশ আছে। গ্রন্থকার যদি উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতার বর্ণিত আত্মার লক্ষণ এবং বেদান্তের লিখিত মুক্তাত্মার বিষয় পাঠ করিতেন, তাহাহইলে অহঙ্কার মূলক ভ্রান্ত আমিত্ব ভিন্ন যে বিশুদ্ধ আমিত্ব-ভাব বৈদান্তিকগণ অবগত ছিলেন না এ কথা বলিতেন না। ঐ গীতা ও পঞ্চদশীর ও বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যে অনেক স্থানে মুক্তাত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব ও পৃথকত্ব উভয় ভাব স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে; তবে ভ্রান্ত অহঙ্কার তিরোহিত হইলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না, আত্মা ব্রহ্মেই স্থিত হয়, এই মতবাদ তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মে স্থিত অর্থে লয় নহে ব্রহ্মময়; সুতরাং অপরোক্ষ জ্ঞানীর

অহঙ্কার মূলক বৃত্তি কখনই থাকিতে পারে না। গ্রন্থকার যদি যোগারূঢ় ও স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ পাঠ করিতেন তাহাহইলে এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন। এইক্ষণে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, মানবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ তবে ভাবরাজ্যের অহঙ্কার ও অহঙ্কার-মূলক বৃত্তি-দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় তাঁহার অসীম মহৎজ্ঞান সসীম অহং জ্ঞানে পরিণত হয়। সেই অসীম জ্ঞান তিরোহিত হইলে অসীম-জ্ঞান যদি অনন্তজ্ঞানের সহিত একীভূত হয় তবে আত্মা ব্রহ্মে (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানে) বিলীন হইবে; এ অবস্থায় তাঁহার পৃথক অস্তিত্ব থাকিবে কেন? এই তর্কের উপরই বেদান্তের নির্ব্বাণ মুক্তি বাদ সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৈদান্তিকদিকের গূঢ় সূক্ষ্মভাব আছে। তদ্দ্বারা তাঁহারা আত্মা ও ব্রহ্মের মিলনসত্ত্বেও মুক্ত আত্মার পৃথকত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন; এই গূঢ়ভাব সহজে উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধানদ্বারা উহার উপলব্ধি হইলে বৈদান্তিকদিগের অভিপ্রায় ও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, তদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের উক্তদ্বারা নিম্নোক্ত আর একটী কূটতর্কের খণ্ডন হইতে পারে। গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরের অবতার কখনই সংগত হইতে পারে না, ঈশ্বর স্বয়ং যদি একটী মানবরূপে অবতীর্ণ হন্ তবে তৎকালে অনন্ত জাগতিক ক্রিয়া কাহার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়"। গ্রন্থকারের এই কথা নিতান্ত সারশূন্য তাহা একটু প্রণিধান করিয়া করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। ঈশ্বর অনন্তজ্ঞান ও শক্তিময় (অর্থাৎ অনন্তজ্ঞান ও শক্তির কেন্দ্র) তাঁহার ইচ্ছা শক্তি হইতে গ্রহ নক্ষত্র সমম্বিত অনন্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রজ্ঞা বা ধীশক্তিতে উহা স্থিত আছে; অতএব ঈশ্বর অনন্ত। মানবাত্মা তাঁহার অংশ অর্থাৎ একদেশ ব্যাপি, এই অংশ বা একদেশ দৃশ্য বস্তুর বিভাজিত অংশ বা একদেশের ন্যায় নহে, ইহা জ্ঞান ও অন্তর্জগতের বিষয়; তদ্ধেতু ঐ ভাবটী বাহিরে প্রকাশ করা যে কঠিন তাহা গ্রন্থকারের নিজেই স্বীকার করিতে হইয়োছে। ফলতঃ ঐ ভাবটী যতই কঠিন হউক্ না কেন একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। মনে করুন আপনার একটী মনন বা চিন্তা (Thought) যেমন আপনার সাধারণ জ্ঞান ও শক্তির অন্তর্গত বা অংশ বিশেষ, প্রোক্ত অংশ সেই প্রকার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মনু মানবের আদি পুরুষ এবং মনু ব্রহ্মার মানসপুত্র পুরাণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মাই সৃষ্টিকারী শক্তি, উহা আদিতে সত্ত্ব বা স্থিতিশক্তিময় বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থিত ছিলেন। তন্ত্রোক্ত ষটচক্রের নাভিচক্রই কামনা বা ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্র। অতএব অনন্ত-জ্ঞানাভ্যন্তরে ইচ্ছাশক্তির কেন্দ্রীভূত জাগতিক মহামানসই সৃষ্টিকারী শক্তি বা ব্রহ্মা, কিন্তু উহাও আদি কারণ বা প্রথম বিকাশ নহে। অনন্তজ্ঞানের প্রথম বিকাশ অনন্ত প্রজ্ঞা বা সত্ত্বময় স্থিতি শক্তি উহাই পৌরাণিক বিষ্ণু, অতএব অনন্তজ্ঞান বা প্রজ্ঞাভ্যন্তরে ইচ্ছাশক্তি অবস্থিত আছে, ঐ অনন্তজ্ঞানস্থিত ইচ্ছাশক্তি হইতে সৃষ্টির নিমিত্ত এক একটী চিন্তা বা মনন্ (Thought) বিকাশিত হয়। উহাই ব্রহ্মার মানসপুত্র, এক্ষণে এই একটী গুরুতর আপত্তি হইতে পারে যে ব্রহ্ম কোন বিশেষ মূর্ত্তি বা ব্যক্তি নহে, ব্রহ্ম অনন্ত চৈতন্য ও শক্তির কেন্দ্র উহা অনাদি অসীম ও অনন্ত। সুতরাং অনন্তের ইচ্ছা বা চিন্তা কি প্রকারে সম্ভব? ইহার উত্তর বিশদ্‌ভাবে দিতে হইলে একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, তবে এস্থলে এই

পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা চিন্তা নহে। জগতের স্থিতি শক্তিই তাঁহার প্রজ্ঞা সৃষ্টি শক্তিই তাঁহার ইচ্ছা, উহাই অনন্তের সাধারণ নিয়ম বা আইন। এ আইন বা নিয়মানুযায়ী বা নিয়ম প্রসূত (সৃষ্টির নিমিত্ত) বিশেষ বিশেষ মৌলিক ভাবের বিকাশ হয় উহাই ব্রহ্মের মানসপুত্র। ঐ মানসপুত্র হইতে সৃষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয়

মহর্ষয়ঃ সপ্তপূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥
গীতা ১০ম অধ্যায়ঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

ঐ বিশেষ বিশেষ মানসপুত্রের মধ্যেও জ্ঞান ও ইচ্ছা উভয় আছে। ইচ্ছা হইতে কামনা, কামনা হইতে ভিন্ন ভিন্নভাবের উৎপত্তি হয়, উহাই ঈশ্বরের ভাবাংশ বা প্রকৃতি এবং জ্ঞানই স্বরূপাংশ বা পুরুষ। ঐ ভাব বা প্রকৃতির কেন্দ্রানুসারিণী (জ্ঞান বা পুরুষাভিমুখিনী) ও কেন্দ্রাপসারিণী উভয়শক্তি আছে। ঐ কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি হইতেই ঐ ভাব সকল ঘনীভূত হইয়া অজ্ঞানময় জড় জগতে পরিণত হয়। পূর্ব্বোক্ত পুরুষরূপ জ্ঞান যখন ঐ ভাব সমূহে মগ্ন হইয়া তাদাত্মভাব প্রাপ্ত হন, তখন পূর্ব্বোক্ত ভাবের অধীন হওয়ায় ভ্রান্ত অহঙ্কারে পরিণত হয়েন, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহের সহিত আর পৃথক্ জ্ঞান থাকে না। নিজের অস্তিত্ব (জ্ঞানরূপ পুরুষের অস্তিত্ব) ভুলিয়া যান; আবার যখন প্রকৃতি পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রানুসারিণী শক্তিপ্রভাবে কেন্দ্রিকশক্তির নিকটবর্ত্তী হন, তখন পূর্ব্বোক্ত ভাবসকল জ্ঞানময়ী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই মানবের উচ্চ মনের সম্পত্তি, ঐশীপ্রজ্ঞার সহিত মানব মনের মিলন ব্যতীত ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। ঐ ইচ্ছাদ্বারা ভ্রান্ত অহঙ্কার তিরোহিত হয়, কিন্তু ভ্রান্ত অহঙ্কার তিরোহিত হইলেও আত্মার অস্তিত্বের বিলোপ হয় না, ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞান ও অনন্তধীইচ্ছা শক্তি হইতে সৃষ্টির নিমিত্ত এক একটী মনন (Thought) রূপ মানস পুত্রের যে বিকাশ হয়, ঐ মানসপুত্র স্বীয়ভাবে মগ্ন হইয়া ভাবজগতের সহিত একীভূত হইয়া পড়েন। পরে কেন্দ্রানুসারিণী শক্তিপ্রভাবে ভাবজগত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তজ্ঞানময় পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেও তাঁহার মধ্যে বিবেকপ্রজ্ঞা স্মৃতি ও জ্ঞানানুভূতি কখনও বিলুপ্ত হয় না। এইজন্যই গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া ছিলেন।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদসর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থপরন্তপ॥
গীতা ৪র্থ অধ্যায় ৫ শ্লোক।

যেমন তোমার সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের অনন্তজ্ঞান মধ্যে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান থাকা অযৌক্তিক বা অদার্শনিক নহে। বৃহৎ অগ্নিরাশির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের তাপের পরমার্থিক ন্যূনাতিরেক নাই, উভয়ই তাপমানযন্ত্রের পরিমাণে সমান। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশির একাংশ হইলেও একসমস্তরে অবস্থিত থাকিলেও একার্থে উভয় এক এবং অন্যার্থে পৃথক্ বলা যায়। আপনার বিশেষ জ্ঞান বা বোধ সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্গত হইলেও উহা বিশেষ পদবাচ্য। তবে গ্রন্থকার ভ্রান্ত-অহঙ্কার মুক্ত বিশুদ্ধ অস্তিত্ব যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, বেদান্তিকেরা ঐ বিশুদ্ধ আমিত্ব তদাপেক্ষা উচ্চার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে "আত্মা ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলেই প্রাপ্ত অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু পরলোকে পূর্ণ জ্ঞাত-লাভ করিতে পারেন না, তবে পরলোকে ক্রমে আত্মসাধনদ্বারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী

হইতে থাকেন, গ্রন্থকারের আত্মসাধন বেদান্ত-দর্শনোক্ত আত্মসাধন হইতে পৃথক্ এবং গ্রন্থকারের এই মতটী ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, গ্রন্থকার জন্মান্তর স্বীকার করেন না বলিয়াই আত্মার উন্নতি ও সামঞ্জস্যের জন্য ঐ মতটীর অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রমাণ করিতে হইলে বহুল সমালোচনা আবশ্যক, উহা অদ্যকার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয় নহে, এইজন্য অদ্য ক্ষান্ত হইলাম। সময়ান্তরে আলোচনা করিব। কিন্তু গ্রন্থকারের ইহা বুঝা উচিত যে, পরলোক কর্ম্মভূমি নহে, উহা সুষুপ্তির ক্ষেত্র বা ভোগভূমি মাত্র তথায় উন্নতি ও অবনতির কোন কার্য্য হইতে পারে না। ইহজগতে উন্নতি. অবনতির কার্য্য সম্পাদিত হয় ঐ কার্য্যের ফল পরলোকে ভোগ দ্বারা পরিপাক হইলে পুনরায় কার্য্যের জন্য পুনর্জন্ম হয়, ইহার লৌকিক ও আধ্যাত্মিক (বিজ্ঞানসম্মত) অর্থ আছে, বারান্তরে সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এখানে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আত্মা বা পুরুষ যদি জ্ঞানময় হন তবে পরলোকে কেবল অন্তর্জ্ঞানানুভূতিজনিত ভোগ ব্যতীত উন্নতি অবনতির কোন কার্য্য হইতে পারে না ভোগান্তে কর্ম্মানুরূপ ইচ্ছা ও কামজনিত প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়, ঐ প্রবৃত্তি অনুরূপ ক্রিয়াশক্তি উত্তেজিত হইলেই বিষম জাতীয় তাড়িৎ আকর্ষণের ন্যায় পার্থিব আকর্ষণাধীন হইয়া পড়ে। আর কামবন্ধন ছিন্ন হইলে সুষুপ্তির পরিবর্ত্তে তুরীয় অবস্থার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানের (অনন্তজ্ঞানের) বিকাশ হয়, সুতরাং পরলোকে ভোগেরও কোন প্রয়োজন হয় না, তবে অনন্তজ্ঞানের মধ্যে তাঁহার আত্মজ্ঞান স্মৃতি ভোগ-ভূমিরূপ পরলোকে থাকিয়াও অসীম শক্তিময় জ্ঞানের অঙ্গীভূত হয় ও অনন্ত প্রজ্ঞার সহিত জগৎ রক্ষণকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং আবশ্যকমত ঐ মুক্তাত্মা ভোগ-ভূমিস্থ আত্ম-জ্ঞান ও স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া ইহ-জগতের হিতার্থে স্বীয় মায়া বা ইচ্ছাশক্তি বলে ইহজগতে অবতীর্ণ হইতে পারেন, ইহারই নাম অবতার। অনন্ত ঈশ্বর ত্রিগজৎব্যাপী, তাঁহার কারণ জগতের বিশুদ্ধ স্বরূপাংশ বিশুদ্ধভাবে কার্য্য জগতে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার জগতের সৃষ্টি বা পোষণকার্য্যের ব্যাঘাত হইবে কেন? বরং কার্য্য জগতের উন্নতি হইবেক। পরলোকে মুক্তাত্মার বিশেষ জ্ঞান ও স্মৃতির (বিজ্ঞানাত্মা স্বরূপ) যে পৃথক্ সত্ত্বা থাকে তাহা বিগত বর্ষের চৈত্রমাসের অনুসন্ধান পত্রিকার জ্ঞান-যোগ ও অন্তর্জগৎ শির্ষক (Heading) প্রবন্ধে বিশদ্‌রূপে প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হইয়াছে, অতএব এই বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে তাঁহারা উক্ত পত্রিকা দৃষ্টি করিবেন।

গ্রন্থকারের শেষ তর্ক এই হইতে পারে যে "মানবাত্মা যখন ঈশ্বরের অংশ তখন অবিমিশ্র বিশুদ্ধ অংশই হউক্ বা ভাবজগৎ মিশ্রিতই হউক্ স্বরূপতঃ উভয়ই ঈশ্বাংশ ভিন্ন উহাতে বিশেষত্ব নাই" কিন্তু সাধারণ মানবাত্মা যে অর্থে ঈশ্বরাংশ অবতার সে অর্থে অংশ নহে। সাধারণ মানবাত্মার ঐশ্বরিক জ্ঞানের আভাস-মাত্র আছে, যেহেতু উক্ত জ্ঞান ভ্রান্তরেখাদ্বারা বেষ্টিত এবং অহঙ্কার-মূলক কাম, ক্রোধাদি ভাবরূপ রসে রঞ্জিত হওয়ায় অসীম এবং বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মুক্তাত্মায় ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান আছে তাহা ভ্রান্ত অহঙ্কার দ্বারা বেষ্টিত বা কামক্রোধাদি ভাবরূপ রঙ্গে রঞ্জিত না হওয়ায় তাহা সসীম বা বিকৃতভাব প্রাপ্ত নহে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে অগ্নি-রাশির সমস্তরহিত প্রত্যেক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঐ অগ্নিরাশির সমতাপবিশিষ্ট, অতএব ঈশ্বরের

স্বরূপ-জ্ঞানের সমস্তরশ্মিত প্রত্যেকাংশই স্বরূপ জ্ঞানময়। যদি স্বরূপ-জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে সেই জ্ঞানই ঈশ্বরের জ্ঞান। ঐ জ্ঞানের মধ্যে স্থান ও কালের বাধা না থাকিলে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকাল উক্ত জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্ব জ্ঞানময়, বিজ্ঞানাত্মা তাঁহার ইচ্ছাশক্তির এক-দেশ ব্যাপী অতএব ঐ বিজ্ঞানাত্মার মধ্য দিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রকাশ হইলে তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব কখন সীমাবদ্ধ হইতে পারে না ও সীমাবদ্ধ হইলে সর্ব্বজ্ঞতার অর্থ থাকে না। মনে কর অনন্তজ্ঞানের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল অসংখ্যভাব ও বস্তু সাজান আছে, কিন্তু ঐ স্থূলভাব ও বস্তুভেদ করিয়া সম্যক্‌রূপ ঐ জ্ঞান বাহিরে প্রকাশ হয় না, তাহার ঐ সকল ভাবই ঐ জ্ঞান বিকা-শের বাধা স্বরূপ। এক্ষণে যদি কোন কারণ বশতঃ কোন স্থূলভাব বস্তু বিশেষের মধ্য দিয়া ঐ জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাহইলে তাঁহারা অনন্ত জ্ঞান-মূলক শক্তি ও ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে কেন? বরং তদ্দ্বারা ভাবজগতের উপকার হইবে, ইহার গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য ক্রমে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

যজ্ঞোপবীত-তত্ত্ব।

ভগবান্ গোভিলাচার্য্য তৎপ্রণীত কৌথুম শাখীদের গৃহ্যকর্ম্মবিধিতে উপবীত-বিধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

যজ্ঞোপবীতং কুরুতে সূত্রং বস্ত্রং বাহপি বা কুশরজ্জুমেব।

অর্থাৎ সূত্র বা বস্ত্র অথবা কুশরজ্জু, যখন যাহা সুলভ হইবে, তখন তাহারই যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করিবে।

দক্ষিণং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় সব্যেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি দক্ষিণং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং যজ্ঞোপবীতী ভবতি।

অর্থাৎ উক্ত দক্ষিণবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরোবেষ্টনানুসারে বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ কক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্বমান হইবে।' এই রূপ সূত্রাদির অন্যতম ধারণকারীকে যজ্ঞোপ-বীতি বা যজ্ঞোপবীতধারী বলা যায়।

সব্যং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় দক্ষিণেঽংসে প্রতিষ্ঠাপয়তি, সব্যং কক্ষমন্ববলম্বং ভবত্যেবং প্রাচীনাবীতী ভবতি।—

অর্থাৎ বামবাহুকে উপরে রাখিয়া শিরো-বেষ্টনানুসারে দক্ষিণস্কন্ধ হইতে বামকক্ষের নিম্নসীমা পর্য্যন্ত লম্বমান হইবে। এইরূপে সূত্রাদির অন্যতম ধারণকারীকে প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ প্রাচীনাবীতধারী বলা যায়।

পিতৃযজ্ঞেম্বেব প্রাচীনাবীতী ভবতি।

পিতৃযজ্ঞে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে প্রাচীনাবীতী হইবে।

মনু বলেন:—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীন আবীতি নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥

বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণহস্তের নিম্ন দিয়া লম্বমান সূত্রধারীকে উপবীতী, ঐরূপ দক্ষিণস্কন্ধ হইতে

বামহস্তের নিম্ন দিয়া লম্ববান সূত্রধারীকে প্রাচীনাবীতী এবং কণ্ঠের সজ্জারূপে অর্থাৎ মালার ন্যায় উপবীতধারীকে নিবীতী বলা যায়।

যে সমুদায় লোক ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বাস করিতেন, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা তাহাদিগকে দস্যু বলিতেন। মনু বলেন "মুখবাহুরূপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ। ম্লেচ্ছ বা বাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বেতে দস্যবঃ স্মৃতাঃ"॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রদিগের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের বহির্ভাগে বাস করেন, তাহারা আর্য্য ভাষাযুক্তই হউক বা ম্লেচ্ছ-ভাষাযুক্তই হউক তাহাদিগের সকলকেই দস্যু বলা যায়। অনার্য্য, দস্যু, ম্লেচ্ছ, বাহ্য, রাক্ষস, প্রভৃতি আর্য্য প্রদত্ত ভারতেতর প্রদেশসমূহ বাসীদিগের নাম মাত্র। (১)

মহাভারতাদি গ্রন্থে অনেক স্থলে ম্লেচ্ছদিগকে "বাহ্য" শব্দদ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। ভীষ্মপর্ব্বে দেখা যায় "ব্যাদিদেশ সবাহ্যানাং ভক্ষ্যভোজ্যমনুত্তম্"। অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের ন্যায় যজ্ঞাদিক্রিয়া করিতেন না, এইজন্য বেদে তাহাদিগকে "অযজ্বান" বলা হইয়াছে।

যজ্ঞোপবীত যজ্ঞবিহীন বাহ্যদিগের সহিত যজ্ঞরত আর্য্যদিগের পার্থক্যজ্ঞাপক মাত্র। এক একটী সম্প্রদায় বা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এক এক প্রকার বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিতে দেখা যায়। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, য়িহুদি, মুসলমান প্রভৃতি সমুদায় সম্প্রদায়েরই এক একটী বাহ্যচিহ্ন আছে। এক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখাদিগের যথা—চৈতন্য, রামানুজ, নানক প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সম্প্রদায়ের পৃথক্ পৃথক্ বাহ্যচিহ্ন দেখা যায়।

যজ্ঞোপবীত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহ্যচিহ্ন মাত্র। কিন্তু যেরূপ শ্মশ্রু থাকিলেই যথার্থ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী না হইলে কোন ব্যক্তি মুসলমান হয় না, অথবা যদি যথার্থ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাহইলে শ্মশ্রু না থাকিলেও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হয়, তদ্রূপ যজ্ঞোপবীত থাকিলেই সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী না হইলে আর্য্য হয় না, কিম্বা যদি সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাহইলে যজ্ঞোপবীত না থাকিলেও আর্য্য হয়। চিহ্ন কেবল চিহ্নমাত্র, বস্তুর স্বরূপ নহে। কিন্তু চিহ্নেরও আবশ্যকতা আছে। বাহ্যচিহ্ন না থাকিলে বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করা যাইত না। যদি ১, ২, ৩, প্রভৃতি বাহ্য চিহ্ন না থাকিত তাহাহইলে গণিতশাস্ত্র অসম্ভব হইত। কার্য্যক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশবাসী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বন প্রভৃতি বস্তুর বাহ্যচিহ্ন অনেক সময় সুবিধাজনক ও অনেক সময় অত্যাবশ্যক বলিয়াই মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্ব্ববিষয়েই বাহ্যচিহ্ন অবলম্বন করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে বাহ্য চিহ্নদ্বারা আমাদের হস্তপদ বদ্ধ। কোন সময়েও আমরা বাহ্যচিহ্ন পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু চিহ্ন কেবল চিহ্নই। বস্তুর সহিত কখন উহার ভ্রম হওয়া কর্ত্তব্য হয় না। চিহ্ন ও বস্তুর সহিত ভ্রম হওয়াতেই হিন্দু সমাজে অশেষ অমঙ্গলের অবতারণা হইয়াছে যেখানে মূলবস্তু নাই, সেখানে চিহ্ন যে কেবল অনাবশ্যক তাহা নহে, উহা অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়। পিতৃপদে প্রণাম কেবল পিতৃভক্তির বাহ্যচিহ্ন মাত্র, কিন্তু যদি আন্তরিক পিতৃভক্তি না থাকে, তাহাহইলে পিতৃপদে প্রণাম কপটতামাত্র। যখন সমাজ অবনত হইতে আরম্ভ হয়, যখন সমাজে পাপ প্রবেশ করে, তখন মনুষ্যেরা মূল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যচিহ্নই যথাসর্ব্বস্ব করিয়া তুলে। তখন আড়ম্বরই অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগৎ অধিকার করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্যাদি প্রথা সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই অনুভূত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যজ্ঞোপবীত যজ্ঞ-সম্পাদনকারী আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাহ্য চিহ্ন-মাত্র, অন্য কোন চিহ্নদ্বারাও তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। আর্য্যেরা যদি উপবীত বাহ্যচিহ্ন অবলম্বন না করিয়া অন্য কোন প্রকার অবলম্বন করিতেন, তাহাহইলে ফল একই হইত।

প্রাচীনকালে যজ্ঞোপবীত ধারণের নিয়মে অধিক বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। বস্ত্র, সূত্র, কুশ রজ্জু যখন যাহা পাওয়া যাইত, তাহাদ্বারাই যজ্ঞোপবীত করা হইত। ইহাতে নবগুণ বা ত্রিদণ্ডী বা ২টী কি ৩টী ধারণ করিবে এবং তাহাতে গুণচ্ছেদ থাকিবে না ইত্যাদি কোন কথাই যে ছিল না, তাহা গোভিলগৃহ্য সূত্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

কালে কেবল মাত্র সূত্রদ্বারাই যজ্ঞোপবীত করা আরম্ভ হইল এবং উহাতে অনেক আধ্যাত্মিকভাব অর্পিত হইল, ব্রহ্মোপনিষদে আছে।

"সূচনাৎ সূত্রামিত্যাহু সূত্রং নাম পরং পদং।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রবেদপারগঃ॥"

অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মাকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। যিনি এই সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম জানেন তিনিই বিপ্র, তিনিই দেবজ্ঞ।

যেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণি গণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥

সূত্রগ্রথিত মণিগণের ন্যায় অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে গ্রথিত রহিয়াছে, তত্ত্বদর্শী যোগিরা সেই সূত্রই ধারণ করেন।

বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্যঃ স চেতনঃ॥

বিদ্বান্ যোগাশ্রিত হইয়া বাহ্যসূত্র পরিত্যাগ করিবে। তিনিই জ্ঞানী যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র-ধারণ করেন।

সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানোযজ্ঞোপবীতিনাম।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ॥

যে সমস্ত জ্ঞানযজ্ঞোপবীতীদের অন্তঃকরণে ঈদৃশ সূত্র নিয়ত প্রতিভাসিত, তাঁহারাই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী, তাঁহারাই প্রকৃত সূত্রবিৎ।

যজ্ঞোপবীত জ্ঞানের বাহ্যচিহ্ন ইহাই উপরোক্ত শ্লোকের আভাস।

শিখা জ্ঞানময়ী যজ্ঞোপবীতঞ্চ তন্ময়ং।
ব্রাহ্মণ্যং সকলং তস্যেতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

যাহার চৈতন্য শিখা জ্ঞানময়ী, যিনি ব্রহ্মভাবে উপবীত, তাহার সকলই ব্রহ্মণ্য, এ কথার মর্ম্ম ব্রহ্মবিদেরাই অবগত আছেন।

যজ্ঞসূত্রের নাম ত্রিবৃৎ। ছন্দোগপরিশিষ্ট বলেন :—

উদ্ধস্তু ত্রিবৃতং কার্য্যং তন্তু ত্রয় মধোবৃতং।
ত্রিবৃতঞ্চোপবীত স্যাৎ তস্যৈকো গ্রন্থিরিষ্যতে॥

তিনটী তিনটী সূত্রদ্বারা এক একটী গ্রন্থি হয়, এই গ্রন্থেই তাহার প্রথমোল্লেখ পাওয়া যায়।

মনু বলেন :—

কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকম্॥

ব্রাহ্মণের উপবীত কার্পাসনির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের শণনির্ম্মিত এবং বৈশ্যের মেষলোমনির্ম্মিত হইবে। উহার তিনটী সূত্র হইবে এবং উহার আবর্ত্তন দক্ষিণদিকে হইবে।

দেব বলেন :—

যজ্ঞোপবীতং কুর্ব্বীৎ সূত্রাণি নবতন্তবঃ।
ব্রহ্মণোৎপাদিতং সূত্রং বিষ্ণুণা ত্রিগুণীকৃতং।
শিবেন নিহিতং গ্রন্থিং সাবিত্র্যাচাভিমন্ত্রিতং।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবশ্চৈব বাসুকিঃ পবনোহনলঃ। শুক্রঃ সূর্য্যঃ সুরাচার্য্যস্তন্তুনাং নবদেবতাঃ॥

নবতন্তু সূত্রদ্বারা যজ্ঞোপবীত করিবে। ব্রহ্মা সূত্র উৎপাদন করেন, বিষ্ণু উহা ত্রিগুণ করেন, শিব গ্রন্থি বন্ধন করেন, সাবিত্রী উহা মন্ত্রপূত করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বাসুকি, পবন, অনল, শুক্র, সূর্য্য, সুরাচার্য্য ইহারা তন্তুদিগের নবদেবতা।

এক একটী সূত্রে নয়টী তন্তু থাকে, এই নয়টী তন্তু নয়টী দেবতাবাচক। তিন তিনটী সূত্রের দ্বারা এক একটী দণ্ডী হয়, ত্রিদণ্ডী হইলে যজ্ঞসূত্র হয়।

এই ত্রিদণ্ডীর অর্থ মনু করিতেছেন :—

বাগ্দণ্ডোঽথমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

কায়মনবাক্য এই তিনটী সম্যক্ দমন করিতে হইবেক এইটী যাঁহার বুদ্ধিতে সদা নিহিত আছে, তিনিই যথার্থ ত্রিদণ্ডী।

পাঠক দেখিবেন কিরূপে যজ্ঞোপবীতের সহিত আধ্যাত্মিকভাবের সংযোগ হইতেছে। নয় নয়টী তন্তুকে একটী একটী গুণ, তিন তিনটী গুণে এক একটী দণ্ডী। ত্রিগুণের সহিত সত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণের সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থিকালে দেব ঋষি প্রভৃতিদের স্মরণ করিতে হয়।

গ্রন্থিকালে স্মরেদ্বিপ্রান্ সূত্রং ভবতি মূর্ত্তিমৎ। ব্রহ্মা চ কশ্যপো বিপ্রঃ সনকশ্চ সনাতনঃ॥ সনৎ সনাতনো বিপ্রো নারদঃ কপিলস্তথা॥ মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যো গোতমঃ ক্রতুঃ॥ ভৃগুর্দ্দক্ষঃ প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠবাল্মিকী-স্তথা। দ্বৈপায়নোভরদ্বাজঃ শুক্রো জৈমিনিরেব চ॥ বিদূরথঃ শুনঃ শেফো জাতুকর্ণশ্চ রৌরবঃ। ঊর্দ্ধসম্বর্ত্তকশ্চৈব সুরাচার্য্যবৃহস্পতিঃ॥ চন্দ্রসূর্য্যৌ বুধঃ শ্রীমান যজ্ঞসূত্রস্য গ্রন্থিষু। তিষ্ঠন্তু মম বামাংসে বামস্কন্ধে অহর্নিশি। ব্রহ্মা-দেবতাঃ সর্ব্বস্ত যজ্ঞসূত্রস্য দেবতাঃ॥

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে প্রথম যজ্ঞোপবীত যজ্ঞরত আর্য্য এবং যজ্ঞবিহীন বাহ্যদিগের পার্থক্য-সূচক ছিল। কালে উহাতে আধ্যাত্মিকভাব অর্পিত হইয়াছে এবং উহাতে ইন্দ্রিয়সংযম, জ্ঞান, ধর্ম্মভাব প্রভৃতির সম্বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেরই যজ্ঞোপবীত ধারণকরা উচিত, কিন্তু পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে বস্তু না থাকিলে চিহ্ন বৃথা এবং বস্তু থাকিলে চিহ্ন না থাকিলেও চলে, তাহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক। এইজন্যই মনু বলিয়াছেন।

বাগ্দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥

যিনি মন, বাক্য এবং শরীরসংযম করিতে সর্ব্বদা যত্নবান, তিনিই ত্রিদণ্ডী।

বর্ণতত্ত্ব।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভগশঃ।
ভগবদ্গীতা।

১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিতেছেন যে গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে আমি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।

২। এইক্ষণ প্রথমতঃ আমরা গুণের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। গুণ তিনপ্রকার যথা ;—সত্ব, রজঃ ও তমঃ।

সত্বং, রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্। মনু ৮।২৪

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটীকে আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে। ভগবদ্গীতায়ও উল্লেখ আছে :—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥
গীতা ১৪।৫

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারা দেহমধ্যে অব্যয়স্বরূপ দেহীকে সুখ-দুঃখাদি কার্য্যদ্বারা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

৩। জ্ঞানার্জ্জন ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি সত্ত্বগুণের লক্ষণ, অজস্র সংসারাসক্তি রজোগুণের লক্ষণ এবং লোভপ্রমাদ অজ্ঞানাদি তমোগুণের লক্ষণ। মনু বলেন:—

বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্॥১২।৩১
যৎসর্ব্বেচ্ছেতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্।
যেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎসত্ত্বগুণলক্ষণম্॥ ১২।৩৭
আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যমসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্॥১২৩

যেনাস্মিন্ কর্ম্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্। যচ্চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥ ১২।৩৬

লোভঃ স্বপ্নোহধৃতিক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা। যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্॥ ১২।৩৩

যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ১২।৩৫
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠমেষাং যথোত্তরম্॥১২।৩৮

বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, দানাদিধর্ম্মানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক চিন্তা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যে বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহ হয়, যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লজ্জা না হয় ও যাহাতে আত্মার তৃপ্তি জন্মে উহাই সত্ত্বগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া (আরম্ভ) কার্য্যে প্রবৃত্তি, অধৈর্য্য, অসৎ কর্ম্মাচরণ ও অজস্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়োপসেবা রজোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে কর্ম্মদ্বারা ইহলোকে মহতী খ্যাতিলাভ করা যায় ও যাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে দুঃখ হয়, তাহাই রজোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। লোভ, নিদ্রা, অধৈর্য্য, ক্রূরতা, পরলোকে অবিশ্বাস, কর্ত্তব্য পরিত্যাগ, ভিক্ষাবৃত্তি ও ধর্ম্মাদিতে অনবধানতা তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। যে কার্য্য করিয়া সর্ব্বকালেই লজ্জা পাইতে হয়, বিদ্বানেরা তাহাকে তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানেন। কাম তমোগুণের লক্ষণ, অর্থ রজোগুণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম সত্ত্বগুণের লক্ষণ ইহার মধ্যে যেটী পর পর বলা হইল সেইটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কাম অপেক্ষা অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং অর্থ অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

৪। গীতায় বলা হইয়াছে:—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১৪।১১
লোভপ্রবৃত্তিরারম্ভকর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ!॥১৪।১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন!॥১৪।১৩

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৪।১৭

যখন সমুদায় ইন্দ্রিয়েতেই জ্ঞানের কার্য্য-লক্ষিত হয় অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গণ বিশুদ্ধ জ্ঞান-দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন দেহে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দেহে রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে পরদ্রব্যে ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কার্য্যকরণ, কর্ম্মের অসমতা অর্থাৎ হর্ষরাগাদি প্রবৃত্তি এবং বিষয়-তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞান, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ

আলস্য, ধর্ম্মে অনবধানতা এবং মূঢ়তা বৃদ্ধি হয়। সত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ এবং তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞানত জন্মিয়া থাকে।

৫। মনু বলেন :—

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃস্মৃতম্। এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ ১২।২৬

তত্র যৎপ্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥১২।২৭

যত্তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ। তদ্রজোঽপ্রতীপং বিদ্যাৎ সততং হারিদেহিনাম্ ॥১২
যত্তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ১২।২৯

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান, তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞান ও রজোগুণের লক্ষণ রাগ ও দ্বেষ। সর্ব্বপ্রাণীর দেহেই এই তিন গুণ আছে। যখন আত্মাতে প্রীতিসংযুক্ত, প্রশান্ত এবং নির্ম্মলদ্যুতি দেখিবে, তখন উহাকে সত্ত্ব বলিয়া জানিবে। যখন কোন বিষয় হইতে আত্মার দুঃখ বা অপ্রীতি জন্মে, তখন উহাকে বিষয়স্পৃহোৎপাদক প্রতিকূল রজোগুণ বলিয়া জানিবে। যাহা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অপ্রতর্ক্য ও অবিজ্ঞেয় তাহাকে তম বলিয়া জানিবে।

৬। বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তি আছে, সেইরূপ বিশ্বস্থ স্থাবর জঙ্গম তাবৎ পদার্থেই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাব আছে। মনু বলেন :—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ। তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ১২।৪০

ত্রিবিধা ত্রিবিধৈষা তু বিজ্ঞেয়া গৌণিকী গতিঃ। অধমা মধ্যমাগ্র্যা চ কর্ম্ম বিদ্যাবিশেষতঃ ॥ ১২।৪১

স্থাবরাঃ ক্রিমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ ॥ ১২।৪২
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহাব্যাঘ্রাবরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ ॥১২।
চারণাশ্চ সুপর্ণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকাঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমাগতিঃ ॥ ১২।৪৩

ঝল্লামল্লানটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ। দ্যূতপানপ্রশক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ ॥ ১২। ৪৫
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাজ্ঞাঞ্চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ ॥ ১২।৪৬
গন্ধর্ব্বা গুহ্যকা যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বারাজসীষূত্তমা গতিঃ ॥১২।৪৭

তাপসা যতয়ো বিপ্রা যে চ বৈমানিকা গণাঃ। নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ১২।৪৮

যজ্বান ঋষয়ো দেবা বেদা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ। পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ ॥ ১২।৪৯

ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্ম মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥১২।৫০

এষঃ সর্ব্বসমুদ্দিষ্টস্ত্রিপ্রকারস্য কর্ম্মণঃ। ত্রিবিধ ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ ॥ ১২।৫১

সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা দেবত্বপ্রাপ্ত হয়, রাজসিক ব্যক্তিরা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় ও তামসিক ব্যক্তিরা পশ্বাদিযোনি প্রাপ্ত হয়; গুণানুসারে মনুষ্যদিগের এই তিনপ্রকার গতি হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ গুণের প্রত্যেক গুণই কর্ম্ম এবং বিদ্যার প্রভেদানুসারে উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। বৃক্ষাদিস্থাবর পদার্থ, ক্রমি, কীট, সর্প, পশু,

সর্ব্বভূতস্থিত আত্মাকে পৃথক্‌রূপে ও নানাভাবে জানা যায় তাহাকে রাজসিক জ্ঞান বলে। যে জ্ঞানদ্বারা দেহের প্রতি সম্পূর্ণরূপ আসক্তি হয় সেই অযুক্তিকর পরমার্থজ্ঞানশূন্য তুচ্ছজ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলা যায়। সর্ব্বদা আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ফলপ্রাপ্তির আশা না করিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিককর্ম্ম বলা যায়। ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া অত্যন্ত অহঙ্কার ও বহুল আয়াসের সহিত যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে রাজসিক কর্ম্ম বলে। ভাবীশুভাশুভ, শক্তি বা অর্থক্ষয়, প্রাণহিংসা এবং পুরুষকার বা আত্মসমর্থ্য বিবেচনা না করিয়া কেবল অজ্ঞানবশত যে কর্ম্ম করা যায় তাহাকে তামসিককর্ম্ম বলে। আসক্তিবিরহিত, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি উৎসাহসমন্বিত এবং কার্য্যসিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার যে কর্ত্তা তাহাকে সাত্ত্বিককর্ত্তা বলা যায়। অনুরক্ত, কর্ম্মফলপ্রার্থী, লোভী, হিংসুক, অপবিত্র এবং কার্য্যসিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদযুক্ত কর্ত্তাকে রাজসকর্ত্তা বলা যায়। অসমাহিত, নির্ব্বোধ, অবিনয়ী, শঠ, পরবৃত্তিনাশকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তাকে তামসকর্ত্তা বলা যায়। হে ধনঞ্জয়! গুণভেদানুসারে ধৃতি ও বুদ্ধির তিনপ্রকার প্রভেদ আছে, তাহাও পৃথক্ ও বিশেষভাবে বলিতেছি। হে পার্থ! যে বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য, ভয় ও অভয়, সংসারবন্ধন ও মুক্তি ইত্যাদি জানা যায় তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বলে। যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য যথাবৎ জানা যায় না তাহাকে রাজসী বুদ্ধি বলে এবং যে বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞানবশত অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয় ও সমুদায় পদার্থই বিপরীতভাবে প্রতিপন্ন হয় তাহাকে তামসী বুদ্ধি বলে। হে পার্থ! যে ধৃতি চিত্তের একাগ্রতাহেতু মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ধারণ করে তাহাকে সাত্ত্বিকধৃতি বলে। হে পার্থ! যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম্মার্থকাম ধারণ করা যায় এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষা হয় তাহাকে রাজসীধৃতি বলে। যে ধৃতিদ্বারা দুর্ম্মেধা অর্থাৎ অবিবেকীপুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, অহঙ্কার পরিত্যাগ না করে তাহাকে তামসীধৃতি বলা যায়। হে ভরতর্ষভ! অভ্যাস বশতঃ মানবগণ যে সুখে আসক্ত হয় এবং যাহাদ্বারা দুঃখের অবসান হয়, সেই সুখও, তিনপ্রকার এইক্ষণ তাহা শ্রবণ কর। যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায় বোধ হয় এবং যাহাতে আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে তাহাকে সাত্ত্বিকসুখ বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়সংযোগে প্রথমে অমৃতোপম পরিণামে বিষবৎ যে সুখ তাহাকে রাজসসুখ বলে। যাহা অগ্রে এবং পরে আত্মমোহকর ও নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে সমুদ্ভূত, তাহাকে তামসসুখ বলা যায়। পৃথিবীস্থ মানবাদি হইতে স্বর্গবাসী দেবগণপর্য্যন্ত প্রকৃতিসম্ভূত গুণত্রয় হইতে কেহই মুক্ত নহে।

১০। ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রদ্ধা, তপঃ, আহার, যজ্ঞ, দান প্রভৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণানুসারে বিভক্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে দিকে নেত্রপাত করি, কি জড়জগৎ, কি অন্তর্জ্জগৎ, সেই দিকেই সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের বিকাশ দেখিতে পাই। যাহারা গীতার সপ্তদশ অধ্যায় পাঠ করেন নাই তাঁহাদের সুবিধার্থে মূলশ্লোক ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দিলাম।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ১৭২

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত!।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥১৭।৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ১৭।৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো-জনাঃ। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ১৭।৫

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥১৭

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ১৭।৭

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ১৭।৮

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ১৭।৯

যাতয়ামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥১৭।১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদ্দিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতিমনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১৭।১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসং॥ ১৭।১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৭।১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥১৭।১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৭।১৫

মনঃপ্রসাদ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপোমানসমুচ্যতে॥১৭।১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৭।১৮

মূঢ়গ্রাহেনাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥১৭।১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিনে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ১৭।২০

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥১৮।২

আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭।২২

দেহীদিগের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ত্রিবিধঃ:—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ঐ বিষয় শ্রবণ কর। যাহার যেরূপ সত্ত্ব অর্থাৎ সংস্কার তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, জীবের সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণ যে পরিমাণে থাকে তাহার শ্রদ্ধা সেইরূপ হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকলোকেরা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, রাজসিক ব্যক্তিরা রজোগুণবিশিষ্ট যক্ষ রাক্ষসের অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং তামসিক ব্যক্তিরা তমোগুণবিশিষ্ট ভূতপিশাচাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকে। যাহারা দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শরীরস্থ পঞ্চভূতকে এবং অন্তঃশরীরস্থ পরমাত্মাকে ক্লেশ দেয় তাহাদিগকে নিশ্চয় ক্রূর বলিয়া জানিবে। আহারও ত্রিবিধ হইয়া থাকে, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও তিনপ্রকার তাহাদের ভেদ শ্রবণ কর। আয়ু, উৎসাহ, বল আরোগ্য, সুখ এবং প্রীতি যাহাতে বিবর্দ্ধন করে এবং যাহা রসও স্নেহযুক্ত এবং যাহা দীর্ঘকালস্থায়ী এবং যাহা উৎকৃষ্ট সেইরূপ আহারই সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। অত্যন্ত কটু, অম্ল ও লবণাক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহী, দুঃখ

শোক ও রোগপ্রদ আহার রাজসিকদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। শীতল, রসশূন্য, পর্য্যুষিত এবং উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভোজন তামসিক-দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য এই মনে করিয়া একান্তমনে যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কিম্বা নিজের মহত্ত্বপ্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ করা যায় তাহাকে রাজসিকযজ্ঞ বলে। বিধিহীন অসৃষ্টান্ন (অর্থাৎ যে যজ্ঞ ব্রাহ্মণাদির ভোজন হয় না) মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলা যায়। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ-গণের অর্চ্চনা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসাকে শারীরিক তপঃ বলা যায়। প্রাণীদিগের অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্যকথন ও শাস্ত্রপাঠককে বাঙ্ময়তপস্যা বলে। অন্তঃকরণের প্রসাদ, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়সংযম এবং হৃদয়ের বিশুদ্ধতাকে মানসিকতপঃ বলে। এই ত্রিবিধ তপঃ যখন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত করা যায় তখন তাহাকে সাত্ত্বিক তপঃ বলা যায়। যে তপঃ সৎকার, মান এবং পূজার্থে বা নিজের মহত্ত্বস্থাপনের জন্য করা হয় তাহাকে রাজসিক তপঃ বলা যায়। অবিবেকের সহিত আত্মার পীড়া জন্মাইয়া এবং পরের উচ্ছেদসাধনার্থে যে তপঃ করা যায় তাহাকে তামসিক তপঃ বলে। দান করা কর্ত্তব্যাবোধে প্রত্যুপকারা-সমর্থ ব্যক্তিকে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে সাত্ত্বিকদান বলে। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় কিম্বা ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া মনঃকষ্টের সহিত যে দান করা যায় তাহাকে রাজসিক দান বলে। অপবিত্রস্থানে অপবিত্র সময়ে বা অপাত্রে, সৎকার না করিয়া *এবং অবজ্ঞা করিয়া যে দান করা যায় তাহাকে তামসিক দান বলা যায়।*

১১। উপরে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, যে ব্যক্তির যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে তাহার সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিতে অধিক প্রবৃত্তি জন্মে এবং এক একরূপ কার্য্য করিতে করিতে তৎকার্য্যানুরূপ গুণ জন্মে। কোন ব্যক্তির যদি সত্ত্বগুণ অধিক-পরিমাণে থাকে, তাহাহইলে সাত্ত্বিককার্য্য করিতে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে, ঐ প্রকার কোন ব্যক্তি সাত্ত্বিককার্য্য অধিক পরি-মাণে করিলে তাহাতে অধিক পরিমাণে সত্ত্বগুণ উদ্ভব হইবে। এই জগতে সাধুব্যক্তিরাও সংসর্গদোষে অসৎকার্য্য করিতে করিতে সদ্গুণভ্রষ্ট হইয়া থাকেন এবং অসাধুব্যক্তি-রাও সাধুসংসর্গে থাকিয়া সৎকার্য্য করিতে করিতে সদ্গুণসম্পন্ন হয়েন, ইহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব গুণ ও কর্ম্ম পরস্পর সাপেক্ষ, গীতা বলেন :——

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্। রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৪।১৬

সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল সাত্ত্বিক ফল হইয়া থাকে, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তাম-সিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান হইয়া থাকে।

১২। প্রত্যেক মনুষ্যেতেই জন্ম হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক গুণের আধিক্য দেখা যায়। সেই সেই গুণানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকিলে সেই সেই গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। সাত্ত্বিকগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাত্ত্বিক কার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে, জন্ম হইতে মনুষ্যের এরূপ স্বাভা-বিক প্রবৃত্তির কেন প্রভেদ হয়? যদি বল পিতা-মাতার প্রকৃতি অনুসারে সন্তানদিগের স্বাভা-

বিক প্রবৃত্তির প্রভেদ হইয়া থাকে তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে ; কারণ একই পিতামাতার বীর্য্যে বিভিন্ন গুণাবলম্বী পুত্র দৃষ্ট হয়—অধিক কি যমজসন্তানের মধ্যেও গুণের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একই পিতামাতার সন্তানদিগের মধ্যে কেহ সুশ্রী, কেহ কুশ্রী, কেহ সুবোধ, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ সৌষ্ঠবযুক্ত, কেহ বিকলাঙ্গ ইত্যাদি হইয়া থাকে। ঐ যে অন্ধপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, উহার অন্ধতার কারণ কি? যদি তুমি বল যে পিতৃমাতৃবীর্য্যদোষেই শিশু অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহা ঠিক্ নহে। কারণ অন্ধতানিবন্ধন যে কষ্ট তাহা শিশুর ভোগ করিতে হইতেছে। শিশু কোন পাপ করে নাই, এস্থলে পিতৃমাতৃদোষহেতু শিশুর অন্ধতা স্বীকার করিলে একের কর্ম্মফলের ভোগ অন্যে যাইয়া দাঁড়ায়, উহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পিতা কোন পাপ করিয়া থাকিলে তাহার ফল পিতারই ভোগ করা যৌক্তিক ও ন্যায্য। আরও বিবেচনা কর যে অনেক সময়ে সন্তানদিগকে পিতামাতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নগুণাবলম্বী দেখা যায়। শিক্ষার প্রভেদানুসারে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় তাহা বাদ দিলেও প্রত্যেক মানবেই একটী মৌলিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মৌলিক বিভিন্নতা অদৃষ্ট বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মনিবন্ধন হইয়া থাকে। কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, উহা কাহারও এড়াইবার সাধ্য নাই। তুমি যেরূপ চিন্তা কর, তুমি যেরূপ আহার বিহার কর, সংক্ষেপতঃ তুমি শরীর, মনঃ ও বাক্যের দ্বারা যাহা কিছু কর তাহা নিষ্ফল হইবার নহে। সকল কার্য্যেরই অবশ্যম্ভাবী ফল হইবেই হইবে। ঐ যে পাপী সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিয়া যাইতেছে এবং ঐ যে পুণ্যবান আজীবন কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে, তোমার আমার দৃষ্টি, অবিদ্যাহেতু সীমাবদ্ধ বলিয়া, ঐ বৈষম্যের সমাধান করিতে পারি না। কিন্তু যদি তোমার আমার দৃষ্টি ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের ইহজীবনের পূর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিত, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পারিতাম যে, সুখী পাপী পূর্ব্বজীবনে যে সৎকার্য্য করিয়াছিল তাহাই তাহার জীবনের সুখের কারণ এবং পরজীবনে যে কষ্টভোগ করিতেছে তাহা তাহার ইহজীবনের পাপের ফল ; তাহাহইলে দেখিতে পারিতাম যে দুঃখী পুণ্যাত্মা পূর্ব্বজীবনে বহুবিধ পাপাচরণ করিয়াছিলেন এবং পরজীবনে সুখভোগ করিতেছেন। সুতরাং মনুষ্যের কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল অনেকস্থলে এক জন্মে দৃষ্ট না হওয়ায় এবং জন্ম হইতেই বিভিন্নগুণাবলম্বী এবং সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি দর্শনে কার্য্যকরণের বিরোধ দূরীকরণার্থ এবং কারণাভাবে যুক্তিদ্বারা জন্মান্তর স্বীকার করিতেই হইবে। নাস্তিকেরা পাপপুণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল পিতৃমাতৃবীর্য্যই সুখ-দুঃখ ও সদ্গুণ অসদ্গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহাতে একের পাপ বা পুণ্যহেতু অপরের ফলভোগ যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়ায় অগ্রাহ্য। আত্মা অবিনশ্বর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২।২০

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২।২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২।২৩

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব

চ। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥
ভাগবদ্গীতা।

দেহত্যাগের পর মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে আত্মাকে নূতন দেহ আশ্রয় করিতে হয়।

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নং।

পথিক নূতন স্থানে আগমন করিলে সে যেমন তাহার প্রীতিকর বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া লয়, আত্মাও দেহপরিত্যাগ করিয়া স্বীয় উপযোগী জনকজননী অনুসন্ধান করিয়া লয়। নূতন স্থানে আগমন করিলে সাধু যেরূপ দেবমন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করেন, কামুক যেরূপ বারাঙ্গনাগৃহে রাত্রিযাপন করে, সকলেই যেরূপ স্বীয় স্বীয় অবস্থা ও চরিত্রানুসারে আশ্রয়স্থান অনুসন্ধান করিয়া লয়, দেহত্যাগের পর সাত্ত্বিক ব্যক্তিরা সাত্ত্বিক, রাজসিক ব্যক্তিরা রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিরা তামসিক পিতৃমাতৃবীর্য্যের আশ্রয়গ্রহণ করে। কর্ম্মবিশেষে আত্মা বীর্য্যবিশেষের আশ্রয়গ্রহণ করে। পিতৃমাতৃবীর্য্য সন্তানদিগের সুখদুঃখ বা বিভিন্ন গুণের কারণ হইতে পারে না। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মই স্বীয় স্বীয় গুণ স্বীয় স্বীয় সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থার কারণ।

১৩। পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যের ফল এবং ইহজন্মকৃতকার্য্যের ফল মনুষ্যকে বিভিন্ন গুণাবলম্বী এবং সুখদুঃখাদি বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত করায়। সত্বগুণাধিক্যে জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম হইতেই সত্বগুণের প্রবলতা হয়। ইহজন্মেও সাত্ত্বিককার্য্য করিতে থাকিলে ঐ সত্বগুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। ইহজন্মে রাজসিক বা তামসিক কার্য্য করিতে থাকিলে সত্বগুণের ক্ষয় হয় এবং রজ তমোগুণের বৃদ্ধি হয়।

রজগুণাধিক্যে জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম হইতে রজগুণের আধিক্য হয় এবং ইহজন্মে রাজসিককার্য্য করিতে থাকিলে ঐ রজগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহজন্মে সাত্বিক বা তামসিককার্য্য করিতে থাকিলে সত্ব বা তমগুণের বৃদ্ধি হয় এবং রজগুণের ক্ষয় হয়।

তমগুণাধিক্যে জন্মগ্রহণ করিলে জন্ম হইতে তমগুণের আধিক্য হয় এবং ইহজন্মে তামসিক কার্য্য করিতে থাকিলে ঐ তমগুণের বৃদ্ধি হয়। ইহজন্মে সাত্ত্বিক বা রাজসিক কার্য্য করিতে থাকিলে সত্ব বা রজগুণের বৃদ্ধি হয় এবং তমগুণের ক্ষয় হয়। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা॥

ন্যূনাধিকাংশে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যহেতু ইহজীবনের পাপপুণ্য সুখদুঃখ ও বিভিন্ন গুণের নির্দ্দেশ হয়। পূর্ব্ব ও পরজন্মের সহিত ইহজন্মের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন, কেবল নূতন নূতন দেহধারণ হয় মাত্র। উহারা কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আইসে। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ পূর্ব্ব ও পরজন্ম দেখিতে পারে না বলিয়া ইহজীবনের বহুবিধ সমস্যাপূরণ করিতে পারে না। ইহজীবনের সৎ ও অসৎকার্য্যের ফল অনেক সময়ে ইহজীবনেই দৃষ্ট হয়, অনেক সময়ে পরজন্মে দৃষ্ট হয়। দেহত্যাগ জীবনের অবচ্ছেদকমাত্র। জীবনের একাংশ অতিবাহিত হওয়ায় আর একাংশ আরম্ভ হইল উহা ইহাই জানাইয়া দেয়। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি পূর্ব্বজন্ম ছিল তাহাহইলে আমার তাহা স্মরণ নাই কেন? ঋষিরা বলেন তোমার স্মরণ নাই--কেননা—তুমি অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। আমরা পূর্ব্বজন্মের বিষয় জানি, আমরা পূর্ব্বজন্মের বিষয় অবগত আছি, আমাদিগের উপদেশ অনুসরণ কর, তোমরাও পূর্ব্বজন্মে বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন :—

বহূনি মে ব্যতীনানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!॥

"হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে, কিন্তু তুমি অজ্ঞানবশতঃ তাহা জান না, আমি সমস্তই অবগত আছি।" বস্তুতঃ আমার একটি বিষয় স্মরণ নাই বলিয়া তাহার অস্তিত্ব নাই এই যে তর্ক ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক। এইক্ষণ আমি এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, এই প্রবন্ধাতিরিক্ত সমুদায় বিষয় আমার স্মৃতিপটের বাহির রহিয়াছে; কিন্তু একটি দুইটি করিয়া সে সমুদায় স্মৃতিপটে আনিতে চেষ্টা করিলাম। অমনি গঙ্গা, যমুনা, হিমালয়, নেপাল, কাশ্মীর, লাহোর, কাশী, প্রয়াগ, আরা, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান দৃশ্য বা তৎসংক্রান্ত নিজের বা বন্ধুদিগের কার্য্য এবং ঐ সমুদায় বস্তু স্মৃতিপটে অঙ্কিত দেখা যাইতেছে। স্মৃতির একস্তর উঠাইলে আর একস্তর আসিতেছে, আবার সে স্তর উঠাইলে আর একস্তর আসিতেছে। মনুষ্যের আধ্যাত্মিকশক্তি অনুসারে স্মৃতিশক্তিরও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ বা গত কল্যকার কৃতকার্য্য অদ্য স্মরণ করিতে পারে না, কেহ বা দশবৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে পারে। সুতরাং আমার স্মরণ নাই বলিয়া পূর্ব্বজন্ম ছিল না, এতর্ক অযৌক্তিক। স্মরণ করিতে চেষ্টা কর, ঋষিদিগের উপদেশ অনুসরণ কর, পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত অবশ্যই মানসপটে উদিত হইবে।

১৪। গুণ এবং কর্ম্ম যে কয় প্রকার এবং গুণানুযায়ী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা এবং কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মানুযায়ী গুণ জন্মে অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্ম পরস্পরের কার্য্য ও কারণ; পূর্ব্ব ও পরজন্ম আছে এবং মনুষ্য জন্ম হইতেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মহেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলম্বী হয় এবং তৎপরে ইহজন্মে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ঐ গুণের পরিবর্ত্তন হয়, এই সমুদায় বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি।

১৫। গুণ এবং কর্ম্মানুসারে যে বর্ণভেদের বিধান হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছি। "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" এইক্ষণ গুণ এবং কর্ম্মানুসারে কিরূপে বর্ণভেদ হইয়াছে, তাহা দেখানের চেষ্টা করিব। বর্ণ চারিটী,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মনু বলেন—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ। চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাস্তি তু পঞ্চমঃ॥ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতি বা একজ, ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই। এতদ্দ্বারা আমরা বর্ণ যে চারটী তাহা পাইলাম, এবং গুণ এবং কর্ম্মানুসারে যে ঐ চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যখন বলা হইল যে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলাম, "তখনই বুঝিতে হইবে যে এক সময় ছিল, যখন বর্ণভেদ হয় নাই, মহাভারত বলেন,"—ন বিশেষোঽস্তিবর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ "অর্থাৎ বর্ণভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়, তাহা দ্বারা সৃষ্ট হইয়া কর্ম্মের বিভিন্নতানুসারে বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্ব ১৮৮,১৮৯ অধ্যায়, যাহাতে বর্ণভেদের আলোচনা রহিয়াছে, তাহা নিম্নে দিলাম :—

ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ।

ভৃগুরুবাচঃ।

অসৃজদ্ ব্রাহ্মণান্ এবং পূর্ব্বং ব্রহ্মা প্রজাপতীন্। আত্মতেজোভির্নির্বৃত্তান্ ভাস্করাগ্নিসম প্রভান্॥ ১॥

ততঃ সত্যঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তপো ব্রহ্মশাশ্বতম্। আচারঞ্চৈব শৌচঞ্চ স্বর্গায় বিদধে প্রভুঃ॥ ২॥

দেবদানবগন্ধর্ব্বা দৈত্যাসুর মহোরগাঃ।
যক্ষরাক্ষসনাগাশ্চ পিশাচা মনুজস্তথা ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যে চান্যে ভূতসঙ্ঘানাং বর্ণাস্তাংশ্চাপি নির্ম্মমে ॥৪

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা ॥ ৫ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

চাতুর্ব্বর্ণস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলুবর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণশঙ্করঃ ॥ ৬ ॥

কামক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ। সর্ব্বেষাঞ্চ প্রভবতি কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ॥ ৭ ॥

স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মাপিত্তং চ শোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিভজ্যতে ॥৮

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥

ভৃগুরুবাচ।

নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা.পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্ ॥১০॥

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ। ত্যক্ত স্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ ১১ ॥

গোভ্যাবৃত্তিং সমাস্থায়পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥১২

হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ। ধর্ম্মোযজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥ ১৪ ॥

ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী। বিহিতা ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং লোভাৎ ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণাব্রহ্মতন্ত্রস্থা স্তপস্তেষাং ন নশ্যতি।
ব্রহ্মধারয়তাং নিত্যং ব্রতানি নিয়মাংস্তথা ॥১৬॥

ব্রহ্মচৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ। তেষাং বহুবিধাস্ত্বন্যাস্তত্র তত্র হি জাতয়ঃ ॥ ১৭ ॥

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ। প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥ ১৮ ॥

প্রভাব্রাহ্মণসংস্কারাঃ স্বকর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ।
ঋষিভিঃ স্বেন তপসা সৃজ্যন্তে চা পরে পরৈঃ ॥ ১৯ ॥

আদিদেবসমুদ্ভূতা ব্রহ্মমূলাক্ষরা ব্যয়া।
সা সৃষ্টির্মানসী নামধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণা ॥ ২০ ॥

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদব্রুহি বদতাম্বরং ॥২১॥

ভৃগুরুবাচ।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ। বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

শৌচাচার স্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ। নিত্যব্রতো সত্য পরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

সত্যং দানমথাদ্রোহ অনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণঃ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স এব ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সঙ্গিতঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্ম করোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥২৭॥

শূদ্রেচৈতল্লক্ষ্যং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো ন চ ॥২৮॥

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হইবে যে

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি ও বিনাশ, মৃত্যুর পর গতি, বর্ণ ধর্ম্মাদি বিষয়ক যে সমুদায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে বর্ণ ধর্ম্মবিষয়ের ভীষ্ম প্রাচীন ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভৃগুমুনি কৈলাসপর্ব্বতে যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন ভরদ্বাজ বর্ণভেদ সম্বন্ধে তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে ভৃগু যাহা বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে তাহাই বলিলেন। ভৃগু বলিলেন—স্বীয় তেজের দ্বারা তেজোময় করিয়া এবং ভাস্কর এবং অগ্নির সমপ্রভা করিয়া, ব্রহ্মা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আত্মজ (ব্রহ্মার পুত্র ব্রাহ্মণ) প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

তৎপর বিভু স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য সত্য, ধর্ম্ম, তপ, শাশ্বত ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদমাত্র, সদাচার এবং পবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তিনি দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই অন্যান্য জীবের বিবিধ শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণদিগের সিতবর্ণ, ক্ষত্রিয়দিগের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ এবং শূদ্রদিগের অসিতবর্ণ, বৈশ্যদিগের পীতবর্ণ এবং শূদ্রদিগের অসিতবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

ভরদ্বাজ বলিলেন—চারিবর্ণের অর্থাৎ চারি জাতির ভেদ যদি বর্ণ অর্থাৎ শরীরের বর্ণদ্বারাই হয়, তাহাহইলে সকল বর্ণের মধ্যেই বর্ণশঙ্কর, অর্থাৎ শারীরিক বর্ণের মিশ্রন দেখা যায়। অর্থাৎ যথার্থ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় এবং যথার্থ শূদ্র ও শ্বেতবর্ণ দেখা যায় ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, শ্রম আদি সকলের উপরই সমান প্রভুত্ব করে, তবে বর্ণ বা জাতিভেদ কিরূপ হইল ॥ ৭ ॥

স্বেদ, মূত্র, পুরীষ, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত সকলেরই সমান দেখা যায়, তবে বর্ণ বা জাতিভেদ হইল কিসে? ॥ ৮ ॥

অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম আছে, তাহাদের বর্ণ বা শ্রেণী কিরূপ নির্দ্দেশ হয়? ॥ ৯ ॥

ভৃগু বলিলেন—

বর্ণ বা জাতির কোন ভেদ নাই, জগৎ ব্রহ্মময়; তাহাদ্বারা সৃষ্ট হইয়া, কর্ম্মানুসারে মনুষ্যের বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ১০ ॥

যে সমুদায় দ্বিজ রজগুণপ্রভাবে কামভোগে মত্ত, উগ্র ক্রোধ পরতন্ত্র সাহসিক কর্ম্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারা রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

যাঁহারা রজ ও তমগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পীতবর্ণ বৈশ্য হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

যাঁহারা তমগুণ প্রভাবে হিংসা পরতন্ত্র, মিথ্যাবাদী, লুব্ধ, সর্ব্বব্যবসায়াবলম্বী, শৌচ পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার কর্ম্মদ্বারা দ্বিজগণ অন্যান্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন; ধর্ম্ম ও যজ্ঞক্রিয়া যে চিরকাল ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রহিয়াছে তাহা নহে ॥ ১৪ ॥

সরস্বতী যাহাদের সকলের বাণী, সেই চারিবর্ণ ব্রহ্মাদ্বারা এইরূপ সৃষ্ট হইয়াছিল; লোভবশতঃ তাঁহারা অজ্ঞানে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণেরা বেদের অধীন, যে পর্য্যন্ত তাহারা বেদধারণ করে এবং ব্রত ও নিয়ম পালন করে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের তপ নষ্ট হয় না ॥ ১৬ ॥

বেদই সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, যাহারা বেদ না জানে তাহারা অদ্বিজ, ইহাদের বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করে॥ ১৭॥

এই সমুদায় অদ্বিজদিগকে পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত, ম্লেচ্ছ আদি বলা হইয়া থাকে তাহারা জ্ঞান বিজ্ঞান পরিভ্রষ্ট হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে॥ ১৮॥

ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সংস্কার সম্পন্ন স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিরত অন্যান্য জাতি, ঋষিগণের তপ-প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল॥ ১৯॥

আদি দেবসমুদ্ভূত, ব্রহ্মই যাহার মূল এবং যাহা অক্ষর ও অব্যয়, এইরূপ ধর্ম্মতন্ত্রপরায়ণ সৃষ্টি বলা যায়॥ ২০॥

ভরদ্বাজ বলিলেন হে বাগ্মীপ্রবর! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কিরূপে হয়, তাহা বল॥২১॥

ভৃগু বলিলেন, যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যায়নে রত হইয়া প্রতিদিন ষট্‌কার্য্য অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার করেন, যিনি শৌচাচারে থাকেন, দেবতার প্রসাদ ভোজন করেন, গুরুপ্রিয় হয়েন, নিত্য ব্রত-নিষ্ঠ ও সত্যপর হয়েন, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে॥ ২২—২৩॥

যাহাতে সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, লজ্জা, ঘৃণা, এবং তপ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়॥ ২৪॥

যিনি প্রজারক্ষারূপ কার্য্য করেন, বেদা ধ্যায়ন করেন, ধন দান ও করগ্রহণ করেন, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়॥ ২৫॥

যিনি পশুপালন ও কৃষিকার্য্য করেন, ধনা-র্জ্জনপ্রিয়, পবিত্র এবং বেদাধ্যায়ী, তাহাকে বৈশ্য বলা যায়॥ ২৬॥

যিনি অপবিত্র, যাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ব্যবসায়ের বিচার নাই, যিনি বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে শূদ্র বলা যায়॥ ২৭॥

যদি কোন ব্যক্তি দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করে, অথচ তাহাতে দ্বিজের কোন লক্ষণ দেখা না যায় এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে, অথচ তাহাতে শূদ্রের কোন লক্ষণ না দেখা যায়, তাহাহইলে ঐ দ্বিজও দ্বিজ নহে অর্থাৎ শূদ্র ঐ শূদ্রও শূদ্র নহে অর্থাৎ দ্বিজ।

১৬। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমে বর্ণভেদ ছিল না, তৎপরে গুণ এবং কর্ম্মের বিভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্ট হইয়াছে, বাহ্য বর্ণের দ্বারা বর্ণ বা জাতির নির্দ্দেশ হয় না, আভ্যন্তরিক গুণের পার্থক্যানুসারে বর্ণ বা জাতিভেদ হয়। সত্ত্বগুণের বাহ্য লক্ষণ শ্বেতবর্ণ, রজগুণের বাহ্য লক্ষণ রক্তবর্ণ এবং রজ ও তমের বাহ্য লক্ষণ পীতবর্ণ, তমগুণের বাহ্য লক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ। প্রথম যখন বর্ণভেদ আরম্ভ হয়, তখন শরীরের রং হেতুই প্রভেদ করা হয়, কিন্তু তৎপরে ঐরূপ বিভাগে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণবর্ণহেতু শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ইত্যাদি কারণে আভ্যন্তরিক গুণই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এবিষয় সবিশেষ ক্রমশঃ বর্ণন করা যাইবে। পূর্ব্বে যে শ্লোকগুলি দেওয়া হইল, তাহাদ্বারা বর্ণ বা জাতি যে বংশানুগত নহে এবং গুণকর্ম্মানুগত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। এতদ্বিষয়ক সম্বন্ধে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে যাহা কিছু আছে, তাহা ক্রমশঃ পাঠকের গোচর করাইয়া আলোচনা করিব।

১৭। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন:—

এক এব পুরাবেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্নি বর্ণ এব চ॥

পুরাকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিলেন, নারায়ণ একমাত্র দেবতা ছিলেন, এক

অগ্নি এবং এক বর্ণ বা জাতি ছিল। ঐ পুরাণ আরও বলেন :—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মতং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥৭।১১।২১
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥ ৭।১১।২২

দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণম্। আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য-লক্ষণম্॥ ৭।১১।২২

শূদ্রস্য স ন্নতি শৌচং সেবা স্বামিণ্যময়য়া। অমন্ত্র-যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গো বিপ্ররক্ষণম্॥ ৭।১১।২৪

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃত। হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ ৭।১১।৩২

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেতে তৎ তে নৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩৫

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি, সত্য ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ২১

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ, সত্য ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ।২২

দেব, গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তি, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের পোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম এবং নৈপুণ্য বৈশ্যের লক্ষণ। ২৩

বিনয়, শৌচ, অকপট প্রভুভক্তি, অমন্ত্র যজ্ঞ, অচৌর্য্য সত্য এবং গোবিপ্ররক্ষণ শূদ্রের, লক্ষণ। ২৪

স্বভাববিহিত বৃত্তিদ্বারা জীবন যাবনপূর্ব্বক জীব স্বভাবজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে নির্গুণত্ব লাভ করে। ৩২

যে পুরুষের বর্ণ জ্ঞাপক যে লক্ষণ বলিলাম, তদন্য বর্ণেও যদি সেই লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেও ঐ বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। ৩৫

পাঠক দেখিবেন ভাগবতের মতানুসারেও গুণ এবং কর্ম্মই বর্ণভেদের মূল। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় স্বভাববিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, ক্রমে উচ্চগুণের অধিকারী হইতে এবং পরে নির্গুণত্বলাভ করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহাই সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ। সাত্ত্বিক ব্যক্তির তামসিক পুত্র কখনও সাত্ত্বিক বা ব্রাহ্মণ হইবেন না। তামসিক ব্যক্তির সাত্ত্বিক পুত্রও কখন তামসিক বা শূদ্র হইবেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির বর্ণ স্বীয় গুণানুসারে নির্ব্বাচন হইবে। জাতি গুণগত উহা কিছুতেই বংশগত হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ এবং ইহাই যুক্তিসঙ্গত।

১৮। যাহারা জাতি বংশগত বলেন তাহারা বেদের "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্" ইত্যাদি শ্লোকের বলে বলিতে চান যে, উহাতে জাতি গুণগত বলিয়া কোন উল্লেখ নাই এবং চারি বর্ণের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণ সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা পাঠকের গোচর করাইব এবং উহাদ্বারা বর্ণ যে গুণ এবং কর্ম্মগত তাহা প্রতিপন্ন হইবে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া অদ্য কেবল পুরুষ-সূক্তের "ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্"ইত্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সমগ্র সূক্তের বিশেষ আলোচনা এস্থলে হিন্দু-পত্রিকার ১ম ২য় সংখ্যায় ১০ম হইতে ১৪শ পৃষ্ঠায় পুরুষ-সূক্তের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পাঠক উহা অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টি করিবেন, এস্থলে কেবল বর্ণসংক্রান্ত যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহার আলোচনা করিব।

সর্ব্বপ্রথমে পাঠক দেখিবেন যে পুরুষ-সূক্তটী রূপকপূর্ণ। বেদের ভাষ্যকারেরাও স্পষ্টাক্ষরে তাহাই বলিয়াছেন। পুরুষ সূক্তের একাদশ মন্ত্রে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।—

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥ ১১

পদপাঠঃ। যৎ। পুরুষং। বি। অদধুঃ। কতিধা। বি। অকল্পয়ন্। মুখং। কিম্। অস্য। কৌ। বাহূ। কৌ। উরূ। পাদৌ উচ্যেতে ইতি।

(১) যৎ—যদা। (২) পুরুষং—দেহাভিমানী পুরুষকে। (৩) ব্যদধুঃ—সংকল্পিতবন্তঃ মানস যজ্ঞে পুরুষকে যে পশুরূপে সংকল্প করা হইয়াছিল। (৪) কতিধা—কতিভিঃ প্রকারৈঃ। কয় প্রকার (৫) ব্যকল্পয়ন্—বিবিধং কল্পিতবন্তং। কল্পনা করিয়াছিলেন। (৬) মুখং—মুখ। (৭) কিম্—কোনটী। (৮) অস্য—ঐ পুরুষের। (৯) কৌ—কোন কোনটী। (১০) বাহূ—বাহুদ্বয়। (১১) কৌ উরূ—কোনটী উরুদ্বয়। (১২) পাদৌ উচ্যেতে—কোন অংশটী পাদরূপে কথিত হয়।

অন্বয়ঃ। যদা পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্। কিমস্য মুখং কৌ বাহূ কৌ উরূ পাদৌ উচ্যেতে আস্তামিত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী পুরুষকে যখন যজ্ঞে পশুরূপে সংকল্প করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহার দেহের বিভিন্নাংশকে কিরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। কোন অংশকে মুখ, কোন অংশকে বাহু, কোন অংশকে উরু, কোন অংশকে পাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই বিরাট পুরুষের অংশমাত্র এবং সেই বিরাট পুরুষকে দেহবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে সেই বিরাট পুরুষের মস্তক হইতে পাদপর্য্যন্ত কোন না কোন অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। নিম্নের কয়েক শ্লোক পাঠ করিলে ইহা উপলব্ধি হইবে।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥ ১২॥

পদপাঠঃ। ব্রাহ্মণঃ। অস্য। মুখং। আসীৎ। বাহূ। রাজন্যঃ। কৃতঃ। উরূ। তৎ। অস্য। যৎ। বৈশ্যঃ। পদ্ভ্যাং। শূদ্রঃ। অজায়ত।

(১) ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণ অর্থাৎ শমদমাদি গুণসম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তি। (২) অস্য—বিরাট পুরুষের। (৩) মুখং—মুখ। (৪) আসীৎ—হইয়াছিল অর্থাৎ বর্ণনা করা হইয়াছিল। (৫) বাহূ—বাহুদ্বয়। (৬) রাজন্যঃ—যুদ্ধাদি কার্য্যে নিযুক্ত রজগুণ প্রধান মানব। (৭) কৃতঃ—অর্থাৎ কল্পনা করা হইয়াছিল। (৮) উরূ—উরুদ্বয়। (৯) তৎ—তাহা, সেই। (১০) অস্য—ইহার অর্থাৎ পুরুষের। (১১) যৎ—যাহার। (১২) বৈশ্যঃ—কৃষিবাণিজ্যাদিদ্বারা অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত, তম-রজগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৩) পদ্ভ্যাং—পদ হইতে। (১৪) শূদ্রং—বেদ পরিত্যাগী তমগুণ প্রধান ব্যক্তি। (১৫) অজায়ত—উৎপন্ন হইয়াছিল।

অন্বয়ঃ। ব্রাহ্মণঃ অস্য পুরুষস্য মুখমাসীৎ। রাজন্যঃ অস্য পুরুষস্য বাহূ কৃতঃ কল্পিতঃ। যদ্বৈশ্যঃ তদস্য পুরুষস্য উরূ কল্পিতঃ। শূদ্র পদ্ভ্যাং অজায়ত। শূদ্রঃ পাদরূপেণ কল্পিত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। ব্রাহ্মণকে এই পুরুষের মুখরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়কে বাহুস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। বৈশ্যকে উরুস্বরূপ। কল্পনা করা হইয়াছিল। শূদ্রকে পাদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল।

১১ দশ ঋকে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে।
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥
১২ দশ ঋকে উহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

তৎপরে ১৪শ ঋক্ পর্য্যন্ত "কতিধা ব্যকল্পয়ন" প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

১২ শ ঋকে ইহা বলা হইতেছে না। যে

মুখ ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, কিন্তু বলা হইতেছে, যে ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও মুখের অস্তিত্বকাল লইলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্বকাল পূর্ব্বে আইসে, যদি বলা যায় যে স্বর্ণ অলঙ্কার হইয়াছিল, তাহাহইলে যেমন স্বর্ণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং অলঙ্কারে অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ মুখ লইয়াছিল বলিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব পূর্ব্বে এবং মুখের অস্তিত্ব পরে সূচিত হয়। সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্রাহ্মণো মুখমাসীৎ শব্দের অর্থ ইহা নয় যে 'ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রাহ্মণকে মুখ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।' বাহু দ্বিবচন এবং কৃত একবচন, সুতরাং কৃতের সহিত বাহুর যোজনা হইতে পারে না, রাজন্যের সহিত উহার অন্বয় হইবে। অর্থাৎ রাজন্যকে বাহুদ্বয় করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নয় যে বাহুদ্বয়কে রাজন্য করা হইয়াছিল। তৎপরে "উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ" ইহার অর্থ এই যে বৈশ্যকে উরুদ্বয় করা হইয়াছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পুরুষের মুখ, বাহু ও কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু শূদ্রসম্বন্ধে স্পষ্ট রহিয়াছে যে 'পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত' অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মুখ বাহু ও উরু হইতে হইয়াছে কল্পনা মাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে, অজায়ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের পদ হইতে উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ গ্রহণ করা ন্যায় সিদ্ধ হয় না।

এই বিষয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমী যাহা লিখিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে দিলাম। তিনি বলেন "পূর্ব্ব মন্ত্রে কোন বস্তুই বা পাদদ্বয়রূপে কথিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন থাকায় এবং এই মন্ত্রে আদিম ভাগত্রয়ের ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়ই মুখাদিরূপে কল্পনীয় স্ফুটোক্তি থাকায় এই শেষ ভাগে অর্থাৎ পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি এই অংশ টুকুরও ঐ অনুসারে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য সুতরাং শূদ্রজাতিই তাঁহার পদদ্বয়রূপে কল্পিত হয় ইহাই প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আরও বিবেচনীয় যে প্রশ্ন মন্ত্রে প্রথমই মোটামুটী প্রশ্ন আছে, যে যাহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান হইল, তিনি কি প্রকার কল্পিত হয়েন, অর্থাৎ তিনি ও বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ শরীরী বলিয়া কল্পনা করেন, সুতরাং কোন বস্তু দ্বারা কোন্ অঙ্গ কল্পিত হয় ইহাই জিজ্ঞাস্য ও এই প্রশ্নের উত্তরে 'অমুক বস্তু অমুক অঙ্গ কল্পনীয় ইহাই সুসঙ্গত উত্তর, অতএব ঈদৃশ স্থলে এইরূপ অর্থ করা কর্ত্তব্য।"

পাঠকবর্গকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি, যে তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকার দশম পৃষ্ঠা হইতে ১৪শ পৃষ্ঠা পুরুষ-সূক্তের ব্যাখ্যা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। উপরে যাহা লেখা হইল তাহাদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে বেদের পুরুষ-সূক্ত যাহা বংশগত জাতিভেদের ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহাতে জাতিভেদ কিরূপ হইল, তাহা কিছুই বলেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিটী বর্ণ যাহা পূর্ব্বে ছিল, পুরুষ সূক্ত তাহার এক একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন মাত্র। ব্রাহ্মণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব তাহার মুখ, ঐরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের, উরু, বাহু, পদ সংজ্ঞা হইল। এই সূক্ত যে ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃজন ব্যাখ্যা করে না, তাহা "ব্রাহ্মণ মুখ হইয়াছিল"—"রাজন্যকে করা হইয়াছিল" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। উহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে এই ঋক রচনার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণাদি জাতি উদ্ভব হইয়াছে।

সুতরাং জাতি গুণ এবং কর্ম্মগত নহে, বংশগত এবং বেদে এইরূপ আছে বলিয়া যদি কেহ তর্ক করেন, সে তর্ক যুক্তিসঙ্গত নহে।

বর্ণ বা জাতি যে বংশগত নহে এবং গুণ ও কর্ম্মগত তাহা বেদ হইতে পশ্চাদাগত সমুদায় শাস্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। পাঠকগণ আপাতঃ গুণগত বর্ণবিরোধী কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়া বা শুনিয়া যেন ব্যস্ত না হয়েন। বিরোধী শাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতীয়মান বচন সমুদায় উদ্ধার করিয়া তাহা যে গুণগতবর্ণের বিরোধী নহে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব। হিন্দু-পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ কেবল একটী প্রবন্ধদ্বারা পত্রিকার সমুদায় কলেবর পূর্ণ করিলে, পাঠকের পত্রিকাপাঠে তৃপ্তি না হইতে পারে আশঙ্কায় ক্রমশঃ সমুদায় বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বায়ুপুরাণ কি বলেন শ্রবণ করুন্—

পুত্রো ঘৃৎসমদস্য চ শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

ঘৃৎসমদের পুত্রের নাম শুনক, শুনকের পুত্রের নাম শৌনক। এই শৌনকের বংশে দ্বিজগণ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শৌনকের বংশধরগণ কর্ম্মের বিভিন্নতাহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইযাছিলেন। বিচিত্র শব্দে ভিন্ন ভিন্ন, যেরূপ মহিম্নস্তবে "রুচিনাং বৈচিত্র্যাৎ"। এস্থলে দেখুন্ একই শৌনকের বংশোদ্ভবগণ কর্ম্মের বিভিন্নাহেতু বিভিন্ন বর্ণ হইয়াছিল। এস্থলে মহাভারত ও ভাগবতের কথাও স্মরণ করুন্।

বিষ্ণুপুরাণ কি বলেন দেখুন :—

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্ত্বায়ুর্নামা, সবাহো-র্দুহিতরম্ উপযেমে। তস্যাং স পঞ্চপুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষক্ষত্রবৃদ্ধরম্ভরজিসংজ্ঞাঃ। তথৈবানেন পঞ্চমপুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্র পুত্রোভূৎ। কাশলেশঘৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্। ঘৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ—৪র্থ অংশ ৮ম অধ্যায়।)

প্রথম কয়েক পংক্তির অনুবাদ অনাবশ্যক। শেষ পংক্তির অর্থ এই যে ঘৃৎসমদের বংশোদ্ভব শৌনক চারিবর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা, অর্থাৎ তিনি গুণকর্ম্মানুসারে তাহার বংশাবলীদিগকে চারিবর্ণে বিভাগ করিয়াছিলেন।

হরিবংশ ২৯ অধ্যায় ২০, কি বলেন দেখুন—

পুত্রঘৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ।

অনুবাদ পূর্ব্বের ন্যায়

এই সমুদায় শাস্ত্রদ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে কোন এক সময় গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগানুসারে বর্ণধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ণ যদি বংশগত হইত তাহাহইলে মনু কখনও এরূপ লিখিতে পারিতেন না।—

মনু দশম অধ্যায়—৪০ শ্লোকে বলিতেছেন—

"প্রচ্ছন্না বা-প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ।

যাহাদের প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকাশ জন্ম তাহাদের বর্ণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে। এস্থলে হিন্দু-পত্রিকা ৩।৪র্থ সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠা সত্যকাম জাবাল সংবাদ পাঠ করিবেন। দাসী জবালার পুত্রের পিতৃনির্ণয় হইতে পারে নাই। গৌতম সত্যের প্রতি তাহার প্রগাঢ় আস্থা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়াছিলেন। গুণানুসারে পিতা যে বর্ণে আছেন, পুত্রকেও তৎগুণানুযায়ী বর্ণ বলিয়া প্রথমে গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে পুত্র পিতৃগুণের পরিচয় দিলে পিতৃবর্ণেতে থাকিয়া যান, অন্য গুণের পরিচয় দিলে

সেই গুণানুসারে নূতন বর্ণে প্রবিষ্ট হন। গুণাদির বিশদ্‌ব্যাখ্যা হিন্দু-পত্রিকার ৫।৬ সংখ্যায় করা হইয়াছে। পাঠক উহা অনুগ্রহপূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন।

মনু আর কি বলেন, দেখুন—

তপোবীজপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষং চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥ ১০-৪২॥

তপ এবং বীজ বা বীর্য্যের প্রভাবে ইহসংসারে মনুষ্যের মধ্যে জাতীয় উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ হইয়া থাকে। ঋষি বিশ্বামিত্রের ইতিহাস হিন্দুজাতির মধ্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই অবগত আছেন। সত্যকাম জাবালের বৃত্তান্ত হিন্দু-পত্রিকায় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। আর দেখুন :—

হরিবংশ—১১শ অধ্যায় ৬৫৮ শ্লোক :—
নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

বৈশ্য নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও দেখুন,—

শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ।
রাজর্ষির্দুর্লভং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসংকৃতম্॥

হে রাজন্! মহাযশা রাজর্ষি বীতহব্যরাজ যেরূপ লোকপূজিত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন্।

(ক্রমশঃ)

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ ১॥
ন মিথ্যাভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ॥ ২॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥ ৩॥
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে! তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি!।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি! পরব্রহ্ম প্রসীদতি॥ ৪॥
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরম্।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ॥৫॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিযোজয়েৎ॥ ৬॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥৭॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণম্।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥৮॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ স সম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়ানোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥ ৯॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনম্।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ১০॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥১১॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোঽসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥১২
গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩॥
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোঽধমস্তান্ পরিত্যজেৎ
এষামর্থে মহেশানি! কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মো হ্যেষ সনাতনঃ॥১৫॥
স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ॥

ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং শৌর্য্যন্নদর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্ন শ্রদ্ধয়া মৃদুভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাম্॥
যস্মিন্নরে মহেশানি! তুষ্টা ভার্য্যা পতিব্রতা।
সর্ব্বো ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতি প্রিয় এব সঃ॥
চতুর্ব্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েদ্ পিতা।
ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েৎ গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্রভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি! গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥
নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাশমেব চ।
আশক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ॥
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥
সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাম্।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥
ত্রসেদ্ দ্বেষ্টৃষপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ॥

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥
জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ॥
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥
যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তঃ স্যাদ্ দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ॥
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষ্যস্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃ সুহৃদ্গণাঃ।
গায়ন্তি যদ্ যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
বিরক্ত পরদারাসু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
ন বিভেতি রণাৎ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শান্ত আচারতৎপরঃ।
মচ্ছাশনে স্থিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥
শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রাহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্॥
অদ্ভির্ব্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকর্ষণম্।
দেহশুদ্ধির্ভবেৎ যেন বহিঃ শৌচং তদুচ্যতে॥
গঙ্গা নদ্যো হ্রদা বাপ্যস্তথা কূপাশ্চক্ষুল্লকাঃ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদীক্রমতঃ প্রিয়ে॥

ভস্মাস্তু যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা।
বাসোঽজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্ যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥
নিদ্রান্তে মৈথুনস্থান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃ শৌচং বিধীয়তে ॥
সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকীক্রমাৎ।
উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥

(১) গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ হইবে, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে (২) গৃহস্থ মিথ্যা কথা বলিবে না, অসরল ব্যবহার করিবে না এবং দেবতা ও অতিথিপূজায় নিরত হইবে। (৩) মাতা ও পিতাকে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া গৃহস্থ সদাসর্ব্বদা তাহাদিগকে অত্যন্ত যত্নে সেবা করিবেন। (৪) হে পার্ব্বতি! পিতা ও মাতা সন্তানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিলে তোমার প্রীতি হয় এবং পরমব্রহ্ম সন্তুষ্ট হন। (৫) হে আদ্যে! তুমি জগতের মাতা এবং পরব্রহ্ম জগতের পিতা, তোমরা দুই জনে যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর কি তপ হইতে পারে? (৬) উপযুক্ত সময় জানিয়া পিতামাতার ব্যবহার জন্য আসন, শয্যা, বসন, পানীয় ও ভোজনদ্রব্য নিযুক্ত করিবে। (৭) কুলপবিত্রকারী সৎপুত্র সর্ব্বদা পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে, তাহাদের প্রিয় আচরণ করিবে এবং তাহাদিগকে মৃদুবাণী শুনাইবে। (৮) যদি নিজের হিতকামনা কর, তাহাহইলে পিতামাতার সম্মুখে ঔদ্ধত্য পরিহাস, তর্জ্জন বা দুষ্টালাপ করিবে না। (৯) পিতা-মাতাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং পিতৃশাসনে থাকিয়া বিনাজ্ঞায় উপবেশন করিবে না। (১০) যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনরূপমদে মত্ত হইয়া পিতামাতাকে অব-হেলা করে সকল ধর্ম্মের বহিষ্কৃত সেই ব্যক্তি ঘোরনরকে প্রবেশ করে। (১১) প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও, মাতাপিতা পুত্র, স্ত্রী ও অতিথি ও সোদর পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করিবে না। (১২) যে ব্যক্তি গুরুজন এবং আত্মীয়ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের উদরপূর্ণ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে নিন্দনীয় হয় এবং পরকালে নরকে প্রবেশ করে। (১৩) গৃহস্থ ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে। আত্মীয়স্বজনদিগকে প্রতিপালন করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। (১৪) পিতৃবীর্য্যে উৎপন্ন ও মাতৃগর্ভে বর্দ্ধিত দেহ স্বজন কর্তৃক প্রীতিপূর্ব্বক শিক্ষিত হয়, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে অধম। (১৫) হে মহেশানি! ইহা-দিগের জন্য শত কষ্ট করিয়াও সত্যানুসারে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। ইহাই সনাতনধর্ম্ম। (১৬) যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ও সত্যপর তিনি সংসারে ধন্য, কৃতী ও পরমার্থবিৎ। (১৭) ভার্য্যা সাধ্বী পতিব্রতা হইলে ভার্য্যাকে কখন তাড়না করিবে না মাতৃবৎ পালন করিবে এবং ঘোরকষ্টেও পরিত্যাগ করিবে না বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজের স্ত্রী বর্ত্তমানে বিকৃতমনে অন্য স্ত্রী স্পর্শ করিবে না, করিলে নরকে যাইবে। প্রাজ্ঞব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে শয়ন ও বাসকরা পরি-ত্যাগ করিবে এবং স্ত্রীদিগের প্রতি অযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ করিবে না ও শৌর্য্যপ্রকাশ করিবে না। ধন ও বস্ত্রদান, প্রেম, শ্রদ্ধা এবং মৃদু-বাক্যের দ্বারা ভার্য্যাকে সতত সন্তুষ্ট করিবে, কদাচ ভার্য্যার অপ্রিয় আচরণ করিবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পুত্র বা অমাত্যের সঙ্গব্যতীত পত্নীকে উৎসবে, লোকসমারোহস্থলে, তীর্থে ও পরগৃহে প্রেরণ করিবে না। হে মহেশানি! যে মনুষ্যের প্রতি পতিব্রতাভার্য্যা সন্তুষ্টা থাকে, তৎকর্তৃক সকল ধর্ম্মই করা হইয়াছে এবং সে তোমারও প্রিয় হয়। পিতা পুত্রকে চতুর্থ

বর্ষাবধি লালনপালন করিবে, অনন্তর ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত গুণ ও বিদ্যাশিক্ষা দিবে এবং তৎ-পরে পুত্র বিংশতিবর্ষের অধিক বয়স্ক হইলে তাহাকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে, তখন হইতে তাহার প্রতি তুল্যভাব দেখাইয়া তৎপ্রতি স্নেহ-প্রদর্শন করিবে। এইরূপে কন্যাকেও যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান্ বরে সম্প্রদান করিবে। গৃহী, এইরূপ নিয়মে, ভ্রাতা, ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র, জ্ঞাতি, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে পালন করিবে এবং সন্তুষ্ট করিবে। গৃহস্থব্যক্তি স্বধর্ম্মনিরত, এক-গ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনদিগকে পরি-পালন করিবে। হে দেবি! যদি গৃহস্থ সম্পত্তি-শালী হইয়া এরূপ আচরণ না করে, তাহাকে লোক গর্হিত পাপী ও পশু বলিয়া জানিবে। নিদ্রা, আলস্য, দেহের প্রতি যত্ন, আহার ও বসনাদির প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি করিবে না। পরিমিত আহার বিহার পরিমিত নিদ্রা এবং পরিমিত বাক্যপ্রয়োগ করিবে; সরল, বিনয়ী, বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্ন হইয়া সকল কার্য্য দক্ষ-তার সহিত সম্পন্ন করিবে।

শত্রুর প্রতি শৌর্য্যপ্রকাশ করিবে, বান্ধব ও গুরুর নিকটে বিনয়ী হইবে, নিন্দনীয় ব্যক্তির প্রতি সম্ভ্রম দেখাইবে না এবং মানী ব্যক্তিদিগের মানহানি করিবে না। কাহার সহিত মিত্রতা, কিরূপ ব্যবহার, কিরূপ প্রবৃত্তি, কিরূপ প্রকৃতি তাহা একত্রে বাস ও আলাপাদিতে তর্কের দ্বারা অবগত হইয়া মনুষ্যকে বিশ্বাস করিবে। বুদ্ধি-মান সময়ানুসারে ক্ষুদ্র শত্রু হইতেও ভীত থাকিবে এবং ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া আত্ম-প্রভাব প্রদর্শন করিবে। যদি কেহ কোন কথা গোপনে বলে তাহা, আত্মযশঃ ও পৌরুষ যাহা, পরোপকারের জন্য করা হইয়া থাকে তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবে না। যশস্বী ব্যক্তি নিন্দিত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যাহাতে নিশ্চিত পরাজয় হইবে তাহা লইয়া গুরু ও লঘু ব্যক্তির সহিত বাদবিতণ্ডা করিবে না। যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা, ধন, যশ এবং ধর্ম্ম উপা-র্জ্জন করিবে, অসতের সঙ্গ, দ্যূতক্রীড়াদিও মিথ্যা কলহ পরিত্যাগ করিবে।

অবস্থানুসারে চেষ্টা হওয়া উচিত্ ও সময়ানু-সারে ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, এইজন্য অবস্থা ও সময় বুঝিয়া কার্য্য করিবে। যাহা নাই তাহা পাইবার চেষ্টা করিবে এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে; দক্ষ ও ধার্ম্মিক হইবে এবং বন্ধুগণের প্রিয় ব্যবহার করিবে, সর্ব্বদা বিশেষতঃ মানীব্যক্তির সমক্ষে বাক্য ও হাস্য আয়ত্তে রাখিবে। জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নাত্মা ও দৃঢ়ব্রত হইবে এবং সদ্বিষয়ের চিন্তা করিবে অপ্রমত্ত ও দূরদর্শী হইয়া ইন্দ্রিয় ও তদ্ভোগ্য বিষয়ের অনিত্যতা চিন্তা করিবে।

ধীরব্যক্তি সত্য নম্র, প্রিয় ও হিতকরবাক্য বলিবে এবং আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিবর্জ্জন করিবে।

যৎকর্ত্তৃক জলাশয়, বৃক্ষ, বিশ্রামগৃহ, পথ ও সেতুপ্রতিষ্ঠিত হয় তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোক জিত হইয়াছে, যাহার প্রতি পিতামাতা সন্তুষ্ট, সুহৃদ্-গণ অনুরক্ত এবং মনুষ্যেরা যাহার যশোগান করে তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোক জিত হইয়াছে। সত্য যাহার ব্রত, দীনের প্রতি যাহার দয়া ও কাম-ক্রোধ যাহার বশে সে ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করি-য়াছে। পরদারে বিরক্ত, পর বস্তুতে নিস্পৃহ এবং দম্ভ ও মাৎসর্য্যবিহীন ব্যক্তি লোকত্রয় জয় করিয়া থাকেন। যে যুদ্ধে ভয় করে না ও তাহাতে পৃষ্ঠ দেখায় না এবং যে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করে তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোকজিত হইয়া থাকে অসংশয়াত্মা, শ্রদ্ধাবান্ ও এই তন্ত্রোক্ত শৈবোপাসক ও আমার আদেশ প্রতিপালনকারী

ব্যক্তি কর্ত্তৃক লোকত্রয় জিত হয়। যে জ্ঞানী ব্যক্তি লোক যাত্রানির্ব্বাহার্থে সকল দিক সমান দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন তৎকর্ত্তৃক ত্রিলোক-জিত হয়। হে দেবি! বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দুইপ্রকার, ব্রহ্মেতে আত্মার্পণ করিয়া যে পবিত্রতা জন্মে তাহাকে আন্তরিক শৌচ বলে এবং জল বা ভস্মের দ্বারা মলাপকর্ষণ করিয়া যে দেহের শুদ্ধি হয় তাহাকে বাহ্যশৌচ বলে। গঙ্গা, অন্যান্য নদী, সরোবর বাপী, কূপ ও তদপেক্ষা ক্ষুদ্র জলাশয়াদি গঙ্গা হইতে ক্রমানুসারে সকলেই পবিত্র হইয়া থাকে। হে সুব্রত! এই বাহ্যশৌচ বিধিতে যাজ্ঞিক ভস্মশ্রেষ্ঠ, নির্ম্মল মৃত্তিকাশ্রেষ্ঠ এবং বস্ত্র, অজিন ও তৃণমৃত্তিকার ন্যায় মলাপকরণ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

অথবা শৌচাশৌচসম্বন্ধে বহুবাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই, যে গৃহস্থের যাহাতে মনের পবিত্রতা জন্মে সে সেইরূপই আচরণ করিবে। নিদ্রান্তে স্ত্রীসংসর্গের অন্তে মলমূত্রত্যাগান্তে, ভোজনান্তে ও মলস্পর্শ করিয়া বাহ্যশৌচ করা বিধি। ক্রমানুসারে ত্রৈকালিকী, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কর্ত্তব্য এবং উপাসনাভেদানুযায়ী যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে।

যজুর্ব্বেদ।

২য় অধ্যায়, ৩২ কণ্ডিকা।

পিতৃগণের প্রতি নমস্কার।

নমো বঃ পিতরো রসায়, নমো বঃ পিতরঃ শোষায়, নমো বঃ পিতরো জীবায়, নমো বঃ পিতরো স্বধায়ৈ, নমো বঃ পিতরো ঘোরায়। নমো বঃ পিতরো মন্যবে, নমো বঃ পিতরঃ, পিতরো বো, গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত, সতো বঃ পিতরো দেষ্মৈতদ্বঃ পিতরো বাস আধত্ত॥

পদপাঠঃ। নমঃ। বঃ। পিতরো। রসায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। শোষায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। জীবায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। স্বধায়ৈ। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। ঘোরায়। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। মন্যবে। নমঃ। বঃ। পিতরঃ। পিতরঃ। নমঃ। বঃ। গৃহান্। নঃ। পিতরঃ। দত্ত। সতঃ। বঃ। পিতরঃ। দেষ্ম। এতৎ। বঃ। পিতরঃ। বাস। আধত্ত।

(১) রসায়—ষড়াঋতবঃ পিতর ইতি শ্রুতেঃ, রসাদি শব্দেন বসন্তাদি ষড়্তব উচ্যন্তে। রসভূতায় বসন্তায়। শ্রুতি অনুসারে ষড়ঋতু পিতৃগণের স্বরূপ। রসাদিশব্দে বসন্তাদি ষড়ঋতু বুঝাইতেছে। পিতৃরূপ বসন্তকে নমস্কার। (২) শোষায়—ওষধিগণ যে সময় শুকাইয়া যায় অর্থাৎ গ্রীষ্ম। পিতৃরূপ গ্রীষ্মকে নমস্কার। (৩) জীবায়—জীবশব্দে জল অর্থাৎ বর্ষা। পূর্ব্বের ন্যায়। (৪) স্বধায়ৈ—স্বধা শব্দে শরৎ, স্বধা শব্দে পিতৃ অন্ন বুঝায়, শরৎকালেই প্রায় সমুদায় অন্ন জন্মে এইজন্য স্বধাশব্দে শরৎ। (৫) ঘোরায়—হেমন্তকালে প্রচুর শীত হওবায় দুঃখ হয় এইজন্য হেমন্তকে ঘোর বলে। (৬) মন্যবে—শিশির ঋতুতে ওষধিবর্গ দগ্ধপ্রায় হয়। উহা যেন ক্রোধবশতই হইয়াছে। এইজন্য শিশির ঋতুকে মন্যু অর্থাৎ ক্রোধ বলা হইয়াছে। (৭) গৃহান্—স্ত্রীপুত্রাদি।

হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ বসন্তঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ গ্রীষ্মঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ!

তোমাদের স্বরূপ বর্ষাঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ শরৎঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ হেমন্তঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদের স্বরূপ শিশির ঋতুকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমাদিগকে প্রণাম করি। হে পিতৃগণ! তোমরা আমাদিগকে স্ত্রীপুত্রাদি দিয়াছ। হে পিতৃগণ! তোমাদিগকে আমরা ধনদান করি। হে পিতৃগণ! তোমরা আমাদের দত্তবস্ত্র গ্রহণ কর।

ঋগ্বেদ।

হিরণ্যগর্ভস্তোত্র।

১২১ সূক্ত, ১০ম মণ্ডল, ৮ম অষ্টক, ৭ম অধ্যায়, বর্গ ৩—৪।

(১) "ক" শব্দাভিধেয় প্রজাপতিদেবতা, হিরণ্যগর্ভঋষি, ত্রিষ্টুভছন্দ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধারপৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। হিরণ্যগর্ভ। সম্। অবর্ত্তত। অগ্রে। ভূতস্য। জাতঃ। পতিঃ। এক আসীৎ। সঃ। দাধার। পৃথিবীম্। দ্যাম্। উত। ইমাং। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। "ভূতস্য" অস্য উৎপন্নস্য স্থাবর জঙ্গলস্য জগতঃ হিরণ্যগর্ভঃ এব "অগ্রে" প্রপঞ্চোৎপত্তেঃ প্রাক্ "সমবর্ত্তত" উৎপদ্যত। সজাতঃ সন্ ভূতস্য "এক" অদ্বিতীয়ঃ পতিঃ রক্ষিতা "আসীৎ"। "স পৃথিবী" অন্তরীক্ষম্ "প্রথে," ষিবণ সম্প্রসারণং। প্রথতে পৃথিবী। "দ্যাং" দ্যুলোকম্ "ইমাং," পুরোবর্ত্তিনীমিমাঃ ভূমিং "দাধার" ধারয়তি। "কস্মৈ" কিংশব্দঃ অনির্জ্ঞাতস্বরূপত্বাৎ প্রজাপতৌ বর্ত্ততে। যদ্বা সৃষ্ট্যর্থং কাময়তে ইতি কঃ। যদ্বাকং সুখং তদ্রূপত্বাৎ ক ইতি উচ্যতে "দেবায়" দানাদিগুণযুক্তায় "হবিষা বিধেম্" হবির্দ্দানবিভক্তি ব্যত্যয়ঃ। হিরণ্যগর্ভঃ—হিরণ্যস্যান্তস্য গর্ভভূতঃ প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভঃ। তদণ্ডমভবদ্ধৈম সহস্রাংশু সমপ্রভং। তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্ব লোক পিতামহঃ। ইতি মনুস্মৃতিঃ। হিরণ্যগর্ভঃ "হিরণ্ময়" 'বিজ্ঞানময়" গর্ভঃ ইতি নিরুক্তম্।

বঙ্গানুবাদ। অগ্রে কেবল হিরণ্যগর্ভই ছিলেন। (মনুসংহিতায় লিখিত আছে স্বয়ম্ভু-ভগবান্ প্রজা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ জলসৃষ্টি করেন। তৎপরে তাহাতে শক্তিরূপ বীজ আরোপ করেন। ঐ বীজ হিরণ্ময় অণ্ড হইয়াছিল এবং ঐ অণ্ড হইতে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ। স্বয়ম্ভুব্রহ্মাই হিরণ্ময় অণ্ডে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মাকে হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বলে। অথবা হিরণ্যগর্ভ শব্দে বিজ্ঞানময় বুঝায়) তিন জাতমাত্র সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি অন্তরীক্ষ (পৃথিবী (১)

(১ মন্ত্রের বক্তব্য বিষয়কে "দেবতা" মন্ত্র প্রণেতাকে 'ঋষি", এবং মন্ত্রের ছন্দকে "ছন্দ" বলা যায়। এই মন্ত্র প্রণেতা ঋষির নাম হিরণ্যগর্ভ এবং তিনি প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভের স্তুতি করিতেছেন।

(১) এই মন্ত্রে রমেশবাবু "পৃথিবী" শব্দের অনুবাদ "পৃথিবী"ই করিয়াছেন। বস্তুত পৃথিবী শব্দে মহীধরের মতে অন্তরীক্ষ, সায়নের মতে "পৃথিবীং দ্যা" অর্থে "বিস্তীর্ণ আকাশ" বা অন্তরীক্ষ ও আকাশ। নিরুক্তের

শব্দে অন্তরীক্ষ), দ্যুলোক এবং এই ভূমি (ইমাং) ধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এবম্ভূত "ক" নামধারী প্রজাপতিদেবকে হবিপ্রদান করি বা অর্চ্চনা করি বা পূজা করি। (কশব্দে, যিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করেন বা কশব্দে সুখ বুঝায় ও সুখরূপহেতু প্রজাপতিকে বুঝায়, কিম্বা যাহার স্বরূপ জানা যায় না, এইজন্য কিং অর্থাৎ "কি" শব্দের দ্বারা সেই অবিজ্ঞাতস্বরূপ প্রজাপতিকে বুঝায়)।

এই শ্লোক ও যজুর্ব্বেদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের দশম ও একবিংশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক এক।

মোক্ষমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ 'কোন্ দেবতাকে পূজা করিব" এইরূপ প্রশ্নাত্মক অর্থ করিয়াছেন, রমেশবাবু তাঁহার ঋগ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদে ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিং শব্দের অর্থ কোন্ অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বদাই প্রশ্নের বিষয় অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কেহই জানিতে পারে না, এজন্য "ক" শব্দে পরমাত্মা বুঝায়। নিরুক্ত এবং সায়ন ও মহীধরের ভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে, আমি তাহাদিগকে অনুঅনুসরণ করিলাম। তবে কস্মৈ শব্দের পূর্ব্বে

"ত্বদন্য স্মাৎ" শব্দ উহ্য স্বীকার করিলেও "এবংবিধ দেবতা ছাড়া আর কাহাকে হবিঃ দিব" এইরূপ অর্থ হইতে পারে। মহীধরও বলেন "তং বিহায় কস্মৈ" তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাহাকে হবি দিব।

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ২॥

পদপাঠঃ। আত্মদাঃ। বলদাঃ। যস্য। বিশ্বে। উপাসতে। প্রশিষং। যস্য। দেবাঃ। যস্য। ছায়া। অমৃতং। যস্য। মৃত্যুঃ। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যঃ যে হিরণ্যগর্ভ। আত্মদাঃ—আত্মানং দদাতি আত্মদাঃ উপাসকানাং সাযুজ্যপ্রদঃ অর্থাৎ যিনি আত্মাকে প্রদান করেন বা উপাসকদিগকে সাযুজ্যপ্রদান করেন, মুক্তিপ্রদ। বলদাঃ—সামর্থ্যপ্রদ। বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যাঃ সকল মনুষ্য। যস্য—যাহার। প্রশিষং—শাসন, আজ্ঞা। উপাসতে—অনুবর্ত্তী হয়। দেবাঃ—(যস্য প্রশিষমুপাসতে) দেবতারাও যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়েন। যস্য—যাহার। ছায়া-আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা। অমৃতং মুক্তিহেতু। যস্য—যস্য অজ্ঞানমিতিশেষঃ, যাহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা। মৃত্যুঃ—সংসারহেতু। কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে হবিঃপ্রদান করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ২৫।১৩।

এই শ্লোকের মর্ম্ম আগাগোড়াই রমেশবাবু ভুল বুঝিয়াছেন। ভট্টমোক্ষমূলারও তাহাই। এ ভ্রম দেখাইবার স্থান এ পত্রিকায় হয় না, কারণ এমন ভ্রম অনেক আছে।

বঙ্গানুবাদ। যিনি মুক্তিপ্রদ, বলপ্রদ, মনুষ্য ও দেবতারা যাহার শাসনানুবর্ত্তী, যাঁহাকে জ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলে মুক্তি হয় এবং যাঁহাকে না জানিতে পারিলে পুনঃ পুনঃ ইহ-

---

তেও পৃথিবী শব্দে অন্তরীক্ষ। এই চারিপ্রকার কোন তেই "পৃথিবী' অর্থে "পৃথিবী নহে, কেবল ভট্ট মাক্ষমূলার মহোদয় "পৃথিবী"কে "Arth" বলিয়া বুঝিয়াছেন। এই মন্ত্রে "ইমাং" শব্দে ভূমি বুঝায়, ভট্ট মাক্ষমূলার এই "ইমাং" টি "দ্যাং" এর বিশেষণ করিয়াছেন। রমেশবাবু উহাকে পৃথিবীর বিশেষণ করিয়াছেন।

পাঠকগণ হিন্দু পত্রিকার বেদের অনুবাদ ও রমেশবাবুর বেদের অনুবাদ তুলনা করিয়া দেখিবেন, রমেশবাবুর বেদের অনুবাদে ভাষ্য ও নিরুক্তের সহিত অনেকস্থলে অনৈক্য দেখা যায় এবং অনেকস্থলে তাহার অনুবাদ বিশদ বলিয়া বোধ হয় না।

সংসারে আসিতে হয়, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি কিম্বা ইহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ?

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৩॥

পদপাঠঃ। যঃ। প্রাণতঃ। নিমিষতঃ মহিত্বা। একঃ। ইৎ। রাজা। জগতঃ। বভূব যঃ। ঈশে। অস্য। দ্বিপদঃ। চতুষ্পদঃ। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা।—যঃ—যে হিরণ্যগর্ভ। প্রাণতঃ—নিশ্বাস প্রশ্বাসকারীদিগের। নিমিষতঃ—নিমেষকারীদিগের অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কার্য্যকারীদিগের, জগতঃ—জঙ্গমস্য, প্রাণিজাতস্য, প্রাণিবর্গের। মহিত্বা—মাহাত্মেন অর্থাৎ মহিমাদ্বারা। এক ইৎ—অদ্বিতীয় এব সন্, অদ্বিতীয় হইয়া। রাজা বভূব—ঈশ্বরো ভবতি, রাজা হয়েন। যঃ—যে প্রজাপতি। অস্য—এই পরিদৃশ্যমান জগতের। দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ—দ্বিপদ এবং চতুষ্পদদিগকে। ইশে—ইষ্টে, আধিপত্য করেন। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গানুবাদ। যিনি মহিমাদ্বারা নিশ্বাসপ্রশ্বাসকারী ও নিমেষকারী প্রাণিবর্গের অদ্বিতীয় ঈশ্বর এবং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর উপর আধিপত্য করিতেছেন, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি। অথবা তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব। এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ২৩। ৩ ও ২৫। ১১। রমেশবাবু এ শ্লোকে "প্রাণতঃ" একবারেই বাদ দিয়াছেন।

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৪॥

পদপাঠঃ। যস্য। ইমে। হিমবন্তঃ। মহিত্বা। যস্য। সমুদ্রং। রসয়া। সহ। আহুঃ। যস্য। ইমাঃ। প্রদিশঃ। যস্য। বাহূ। কস্মৈ। দেবায় হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যস্য—যাহার। ইমে—এই সকল হিমবন্তঃ—তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত সমুদায় অর্থাৎ হিমালয়াদিপর্ব্বত সমুদায়। মহিত্বা—মহত্ত্বম্ রসয়াসহ—নদীর সহিত। সমুদ্রং—সমুদ্র যস্য—যাহার মহিমা। আহুঃ—প্রকাশ করে যস্যেমাপ্রদিশো যস্য বাহূ—এই দিক্ সমুদা যাহার বাহু। কস্মৈদেবায় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গানুবাদ। হিমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রভৃি এবং নদীসহ সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্ত্তন কর এই সমুদায় দিক্ যাহার বাহুস্বরূপ এবম্বি প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি। কিম্বা তাহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব ?

এই শ্লোকটীযজুর্ব্বেদের ২৫। ১২।

এস্থলেও রমেশবাবুর ভ্রম লক্ষিত হয় "সমুদ্রং রসয়া সহ" হইতে তিন বুঝিয়াছে সসাগরা "ধরা" আর "আহু"শব্দে কি "উল্লিখি হইয়াছে" বুঝায় ? মোক্ষমূলার বটে "They say" বলিয়াছেন।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্ব স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরীক্ষে রজসে বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৫॥

পদপাঠঃ। যেন। দ্যৌঃ। উগ্রা। পৃথিবী চ। দৃঢ়া। যেন। স্বঃ। স্তম্ভিতং। যেন। নাকঃ যঃ। অন্তরীক্ষে। রজসঃ। বিমানঃ। কস্মৈ দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

ব্যাখ্যা। যেন—যে প্রজাপতিদ্বারা। দ্যৌঃ—অন্তরীক্ষ। উগ্রা—উদ্‌গূর্ণা, বৃষ্টিদাকৃতা, যি অন্তরীক্ষকে বারিদ করিয়াছেন। পৃথিবীদৃঢ়া—পৃথিবীদৃঢ়া করিয়াছেন। যেন স্বঃ স্তম্ভিতং—যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল স্তম্ভিত হইয়াছে। যে

নাকঃ—যাহাদ্বারা স্বর্গ স্তম্ভিত হইয়াছে। যঃ অন্তরীক্ষে—যিনি অন্তরীক্ষে। রজসঃ বিমানঃ—জলের নির্ম্মাতা। কস্মৈদেবায় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গানুবাদ। যাহাদ্বারা অন্তরীক্ষ বারিপ্রদ ও পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা নাক (স্বর্গ অর্থাৎ দুঃখশূন্য সুখ) নিয়মিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষে জলের নির্ম্মাতা, এমন প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ২৩।৬।

এ শ্লোকেও রমেশবাবুর ভুলিয়াছেন। এই দশটি শ্লোকে রমেশবাবু ভ্রম আগামীসংখ্যায় স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে বিশেষরূপ দেখাইয়া দিব।

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভৈ্যক্ষেতাং মনসা রেজমানে। যত্রাধিসূরউদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৬॥

পদপাঠঃ। যং। ক্রন্দসী। অবসা। তস্তভানে। অভি। ঐ ক্ষেতান্। মনসা। রেজমানে। যত্র। অধি। সূরঃ। উদিতঃ। বিভাতি। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

যং—যাহাকে। ক্রন্দসী—আকাশ ও পৃথিবী। অবসা—রক্ষণেন হেতুনা, অন্নেন, বৃষ্টিজনকেন। রক্ষণদ্বারা,—পৃথিবী অন্নের দ্বারা এবং আকাশ বৃষ্টিদ্বারা। তস্তভানে—প্রাণিজাতং স্তম্ভয়ন্তৌ, প্রাণিবর্গকে স্তম্ভন অর্থাৎ দৃঢ় করিয়া, তাহাদিগকে পোষণ করিয়া। অভৈ্যক্ষেতাং আবর্গোমহত্ত্বমনেন ইতি অপশ্যতাম, আমাদিগের মহত্ত্ব ইঁহা হইতে এইরূপ জ্ঞান করা। মনসা—মনের দ্বারা। রেজমানে।—রাজমানে, শোভমানে, শোভমান। যত্রাধি—যাহা আশ্রয় করিয়া। সূর—সূর্য্য। উদিতঃ—উদিত হইয়া। বিভাতি—শোভা পায়। তৎপরে পূর্ব্ববৎ।

অন্বয়। অবসা তস্তভানে, রেজমানে ক্রন্দসী যং মনসা অভৈক্ষতাং যথাধিসূরঃ উদিতঃ সন্ বিভাতি—(তৎপর—পূর্ব্ববৎ)।

বঙ্গার্থ। শোভমান, অন্ন ও বৃষ্টিদ্বারা প্রাণিবর্গের রক্ষক দ্যাবা পৃথিবী যাহাঁকে তাহাদিগের মহত্ত্বের কারণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং যাহাঁকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত হইয়া শোভা পায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কাহাকে অর্চ্চনা করিব অথবা এবম্বিধ "ক" বা প্রজাপতিদেবতাকে অর্চ্চনা করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের ৩২। ৭ শ্লোক।

আপো হ যদ্ বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তী রগ্নিম্। ততোদেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৭॥

পদপাঠঃ। আপঃ। হ। যৎ। বৃহতীঃ। বিশ্বম্। আয়ন্। গর্ভম্। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। অগ্নিম্। ততঃ। দেবানাম্। সম্। অবর্ত্তত। অসুঃ। একঃ। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্।

আপঃ—জল। যদা—যদা। বৃহতীঃ—অপরিমেয়। বিশ্বম্—বিশ্বম্। আয়ন্—প্রাপ্ত হইয়াছিল। গর্ভং দধানাঃ—হিরণ্যগর্ভ লক্ষণ ধারণ করিয়াছিলেন। জনয়ন্তীঃ অগ্নিম্—অগ্নিম্ উপলক্ষণম্ অগ্নিরূপ ভূতজাতম্। অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিল। অগ্নিশব্দে উপলক্ষণমাত্র। তাবৎ ভূতজাত বুঝাইতেছে। ততঃ—তৎপর। দেবানাম্ অসুঃ—দেবতাদের প্রাণ অর্থাৎ প্রাণরূপ আত্মা, লিঙ্গশরীররূপ হিরণ্যগর্ভঃ। সমবর্ত্তত উৎপন্ন হইয়াছিল। তৎপর পূর্ব্ববৎ।

অন্বয়। গর্ভং দধানাঃ অগ্নিম্ জনয়ন্তী বৃহতীঃ আপঃ যৎ বিশ্বম্ আয়ন্ ততঃ দেবানাং একঃ অসুঃ সমবর্ত্তত। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্।

বঙ্গার্থ। অপরিমেয় জলরাশি গর্ভধারণ

করিয়া অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া যখন বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল তখন দেবতা-দিগের প্রাণরূপ আত্মা অর্থাৎ লিঙ্গ শরীররূপ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব? কিম্বা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

এই শ্লোক যজুর্ব্বেদের—৩২। ৭ ও ২৭। ২৫

যশ্চিদাপো মহিনাপর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তি যজ্ঞম্। যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৮॥

পদপাঠঃ। যঃ। চিৎ। আপঃ। মহিনা। পরি অপশ্যৎ। দক্ষম্। দধানাঃ। জনয়ন্তীঃ। যজ্ঞম্। যঃ। দেবেষু। অধি। দেবঃ। একঃ। আসীৎ কস্মৈ। দেবায়। হবিষা বিধেম্॥

ব্যাখ্যা। যঃ—যিনি। চিৎ—আর। আপঃ—বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ অপঃ, জল। মহিনা—মহিম্না—ছান্দসোমলোপঃ স্বীয় মহিমাদ্বারা—পর্য্যপশ্যৎ—সর্ব্বদিকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। দক্ষং—প্রপঞ্চাত্মকং বর্দ্ধিষ্ণুং প্রজাপতিং—প্রপঞ্চাত্মকবর্দ্ধিষ্ণু প্রজাপতি। দক্ষ শব্দে—ক্ষমতা, কুশল বুঝায়, কিন্তু এস্থলে সৃষ্টিবীজ প্রজাপতি যিনি সৃষ্টি-বিষয়ে দক্ষ তাঁহাকে বুঝাইতেছে। দধানা—ধারণ করিয়া। জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্—যজ্ঞ উপলক্ষণ-মাত্র—ইহাদ্বারা তাবৎ সৃষ্টবস্তু বুঝাইতেছে। যজ্ঞ উৎপাদন করিয়া। যো দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ—যিনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান দেবতা।

অন্বয়। যঃ চিৎ মহিমা দক্ষং দধানাং যজ্ঞম-জনয়ন্তীঃ আপঃ পর্য্য পশ্যৎ যঃ দেবেষু অধিদেবঃ একঃ আসীৎ ইত্যাদি।

যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টিবীজ ধারণ কারী এবং বিশ্বোপাদনকারী জলরাশির সর্ব্ব-ভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকে পূজা করিব? অথবা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবতাকে পূজা করি।

যজুর্ব্বেদ ২৭।২৬ ও ৩২।৭

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান। যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতী-র্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্॥ ৯॥

মা। নঃ। হিংসীৎ। জনিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ। যঃ। বা। দিবম্। সত্যধর্ম্মা। জজান। যঃ। চ। অপঃ। চন্দ্রাঃ। বৃহতীঃ। জজান। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম্। ৯

মানঃ হিংসীৎ আমাদিগকে যেন হিংসা না করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। জনিতা যঃ পৃথিব্যাং—যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, জনিতা—জনয়িতা, মন্ত্র ইতি নিচোলোপঃ। যঃ বা দিবম্ জজান-যো দ্যুলোকম্ সৃজৎ, যিনি দ্যুলোকের স্রষ্টা। সত্যধর্ম্মা—সত্যস্য ধারয়িতা—সত্যের ধারণকারী। যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতী জজান—যিনি—আনন্দদায়িনী (চন্দ্র) ও অপরিমেয় জলরাশির স্রষ্টা—তৎপর পূর্ব্ববৎ।

অন্বয়। যঃ পৃথিব্যাঃ জনিতা, যঃ দিবং জজান, যঃ চন্দ্রাঃ বৃহতীঃ অপঃ জজান, যঃ সত্যধর্ম্মা, স মা নঃ হিংসীৎ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্।

বঙ্গার্থ। যিনি পৃথিবী, দ্যুলোক ও আনন্দ-দায়িনী ও অপরিমেয় জলরাশির স্রষ্টা, যিনি সত্যের ধারয়িতা, তিনি যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন, তাহাকে ব্যতীত আমরা আর কাহার পূজা করিব কিম্বা আমরা এবম্বিধ প্রজাপতি দেবতার পূজা করিব।

যজুর্ব্বেদ ১২।১০২।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্ত বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্॥ ১০॥

পদপাঠঃ। প্রজাপতে। ন। ত্বৎ। এতানি

অন্যঃ। বিশ্বা। জাতানি। পরিতা। বভূব। যৎ। কামাঃ। তে। জুহুমঃ। তৎ। নঃ। অস্তু। বয়ং। স্যাম। পতয়ঃ। রয়ীনাম্।

প্রজাপতে—হে প্রজাপতি! ন—না। ত্বং অন্যঃ—তুমি ব্যতীত। এতানি বিশ্বজাতানি—এই সমুদায় সৃষ্টপদার্থ। পরিতা বভূব—নানাজাতীয়ানি বর্ত্তমান ভূত. ভবিষ্যৎ কালবিষয়ানি ন পরিভবিতুঃ সমর্থঃ, এতানি ভূতানি স্রষ্টুং সংহর্ত্তুঞ্চাপ্যশক্তঃ, তুমি ভিন্ন এই সমুদায় ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকালের নানাবিধ পদার্থ সৃষ্টিপালন ও সংহার করিতে কেহ পারে না। যৎকামাস্তে জুহুম—তোমার নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা করি। তন্নো অস্তু—তাহা আমাদের হউক্। বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্। আমরা যেন ধনের পতি হই।

অন্বয়। হে প্রজাপতে! ত্বদন্যঃ এতানি বিশ্বাজাতানি ন পরিতা বভূব। যৎকামাঃ তে জুহুমঃ তৎনো অস্তু বয়ং রয়ীনাম্ পতয়ঃ স্যাম্।

হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেহই সৃষ্টিপালন এবং সংহার করিতে পারে না, তোমার নিকট আমরা যাহা প্রার্থনা করি, তাহা যেন প্রাপ্ত হই, আমরা যেন ধনপতি হই।

যজুর্ব্বেদ ১০।২০,২৩।৬৫।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডল ১২১ সূক্ত সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদ ৪।১৬।

(১) বরুণ-স্তোত্র।

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতান্তিকাদিব পশ্যতি। যঃ স্তায়ন্ মন্যতে চরন্ সর্ব্বং দেবা ইদং বিদুঃ॥১॥

পদপাঠঃ। বৃহন্। এষাম্। অধিষ্ঠাতা। অন্তিকাৎ। ইব। পশ্যতি। যঃ। স্তায়ন্। মন্যতে। চরণ। সর্ব্বং। দেবাঃ। ইদং। বিদুঃ।

ইনি অপরিমেয় এবং এই পৃথিব্যাদিলোকের (এষাম্) অধিষ্ঠাতা। ইনি যেন নিকটে থাকিয়াই সকল বস্তু দেখিয়া থাকেন। যদি কেহ মনে করে যে, সে গোপানে (স্তায়ন্) কোন কার্য্য করিতেছে (চরন্), দেবতারা (এস্থলে বরুণদেব বুঝাইতেছে) তাহা সকলেই জানিতে পান।

যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্। দ্বৌ সন্নিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ॥ ২॥

পদপাঠঃ। যঃ। তিষ্ঠতি। চরতি। যঃ। চ। বঞ্চতি। যঃ। নিলায়ং। চরতি। যঃ। প্রতঙ্কম। দ্বৌ। সং। নিষদ্য। যৎ। মন্ত্রয়েতে। রাজা। তৎ। বেদ। বরুণঃ। তৃতীয়ঃ।

যদি কেহ দণ্ডায়মান থাকে, কিম্বা গমনাগমন করে, কিম্বা গোপনে ধীরে ধীরে গমন করে (বঞ্চতি), কিম্বা গুপ্তস্থানে (নিলায়ং) সভয়ে (প্রতঙ্কম্) গমন করে, বরুণ তাহা জানিতে পারেন কিম্বা যদি দুই জনে একত্রে বসিয়া মন্ত্রণা করেন, বরুণ রাজা সে স্থলে যেন তৃতীয় ব্যক্তি হইয়া সমুদায়ই শুনেন।

---

(১) বরুণ।—বৃণোতি সর্ব্বং, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম। (বৃ×উনন্) এই স্তোত্র সম্বন্ধে প্রোফেসার রথ বলিয়াছেন যে সমগ্র বৈদিকসাহিত্য ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে এমন জোরের লেখা এরূপ আর দেখা যায় না। আমরা বলি যে বেদে এরূপ স্তোত্র অনেক আছে।

উতেয়ং ভূমির্ব্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌ-র্বৃহতী দূরে অন্তা। উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্পে উদকে নিলীনঃ॥ ৩॥

পদপাঠঃ। উত। ইয়ং। ভূমিঃ। বরুণস্য। রাজ্ঞঃ। উত। অসৌ। দ্যৌঃ। বৃহতী। দূরে। অন্তা। উত। উ। সমুদ্রৌ। বরুণস্য। কুক্ষী। উত। অস্মিন্। অল্পে। উদকে। নিলীনঃ।

এই ভূমি ও বরুণরাজার, ঐ বিস্তীর্ণ আকাশ যাহার সীমাদ্বয় পরস্পর হইতে বহুদূরে রহিয়াছে (দূরে অন্তা) তাহাও বরুণরাজার, ঐ সমুদ্রদ্বয়ও অর্থাৎ জলসমুদ্র ও বায়ুসমুদ্র তাহার কুক্ষি অর্থাৎ উদরের দুই পার্শ্বস্বরূপ, অথচ তিনি এই সামান্য জলাশয়েতেও আছেন।

উতো যো দ্যামতিসর্পৎপরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ। দিবঃ স্পশঃ প্রচরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্॥ ৪॥

পদপাঠঃ। উত। উ। যঃ। দ্যাম্। অতিসর্পৎ। পরস্তাৎ। ন। স। মুচ্যাতৈ। বরুণস্য। রাজ্ঞঃ। দিবঃ। স্পশঃ। প্রচরন্তি। ইদম্। অস্য। সহস্রাক্ষাঃ। অতি। পশ্যন্তি। ভূমিম্।

যদি কেহ আকাশের বহির্ভাগেও পলায়ন করে, তাহাহইলেও সে বরুণের নিকট মুক্তি পায় না। বরুণের দূতগণ (স্পশঃ) আকাশে বিচরণ করে এবং সহস্র চক্ষু হইয়া এই পৃথিবী দর্শন করে।

সর্ব্বং তদ্রাজা বরুণো বিচষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎপরস্তাৎ। সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানাম-ক্ষানিব শ্বঘ্নী নিমিনতি তানি॥ ৫॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বং। তৎ রাজা। বরুণঃ। বিচষ্টে। যৎ। অন্তরা। রোদসী। যৎ। পরস্তাৎ। সংখ্যাতাঃ। অস্য। নিমিষঃ। জনানাম্। অক্ষান্। ইব। শ্বঘ্নী। নিমিনোতি। তানি।

পৃথিবী এবং আকাশের (রোদসী) এই অর্থে ক্রন্দসী ও ব্যবহার হয়, হিরণ্যগর্ভ স্তোত্রে দ্রষ্টব্য। অন্তরে এবং বহির্ভাগে যাহা কিছু আছে, বরুণরাজা সকলই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা কর্ত্তৃক মনুষ্যদিগের চক্ষুর নিমেষ পর্য্যন্ত গণিত হইয়া থাকে। নিপুন অক্ষক্রীড়ক (শ্বঘ্নী) যে ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া করে (শ্ব শব্দে কুকুর বুঝায়, কুকুর ঘাতক, কোনমতে "শ্বঘ্নী" এবং উহার অর্থ আত্মঘ্ন বা ধনঘ্ন) যেরূপ অক্ষ চালনা করে তিনি সেইরূপ এই সমুদায় বস্তু পরিচালনা (নিমিনোতি) করিয়া থাকেন।

যে তে পাশাবরুণ সপ্ত সপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতারুশন্তঃ। সিনন্তু সর্ব্বে অনৃতম্ বদন্তম্ যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু॥ ৭॥

পদপাঠঃ। যে। তে। পাশাঃ। বরুণ। সপ্ত। সপ্ত। ত্রেধা। তিষ্ঠন্তি। বিষিতাঃ। রুশন্তঃ। সিনন্তু। সর্ব্বে। অনৃতম্। বদন্তম্। যঃ। সত্যবাদ্যতি। তং সৃজন্তু।

যে—যে সমুদায়, তে—তোমার, পাশাঃ—পাশ, রর্জ্জু। বরুণ—হে বরুণ। সপ্ত সপ্ত ত্রেধাঃ-সাত এবং তিনি ভাজে। তিষ্ঠন্তি—আছে। বিষিতাঃ—বিস্তৃতা। রুশন্তঃ—ক্রোধযুক্ত। সিনন্তু বন্ধন করুক। সর্ব্বে—সকল। অনৃতমবদন্তম্—মিথ্যাবাদীদিগকে। যঃ সত্যবদতি—যে সত্য বলে। তং সৃজন্তু—তাহাকে পরিত্যাগ করুক (সৃজ—বৈদিকভাষায় পরিত্যাগ করাও বুঝায়)

হে বরুণ! তোমার ক্রোধযুক্ত বিনাশকারী। পাশ যাহা সপ্ত সপ্ত এবং তিন তিনভাজে বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা মিথ্যাবাদীদিগকে বন্ধন করুক কিন্তু সত্যবাদীদিগকে যেন পরিত্যাগ করে।

সামবেদান্তর্গত বিবাহমন্ত্র ব্যাখ্যা।

বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া বড়ই গোলযোগ বাধিয়া উঠিয়াছে। একালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রায় কেহই বেদাভিজ্ঞ নহেন। সুতরাং বেদার্থের অজ্ঞতাবশতঃ পুস্তকে ভুলই হউক বা ঠিকই হউক যাহা লিখিত থাকে তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন।

আমি ইতিমধ্যে কোন বিবাহে গিয়া দেখিলাম পুরোহিতদ্বয় অর্হণা পুত্রবাসয়া এবং অর্হণা পুত্রবায়সা এই লইয়া প্রবল বিরোধ বাধাইয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ ওটী পুত্র বাসয়া বা পুত্রবায়সা এ দুইয়ের কিছুই নহে। ওটী পুত্রবাসসা।

আমি সেই দিবস স্থির করিলাম যে বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্র সমুদায়ের ব্যাখ্যা করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত করিব, আজ সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে বসিলাম। ভরসা করি সহৃদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ আমার এই প্রবন্ধগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার পাঠ করিবেন।

ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুভবদ্‌যমে সানঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরা মুত্তরাং সমাং।

অন্বয়ঃ। মে অর্হণা পুত্রবাসসা য ধেনুঃ অভবৎ সা পয়স্বতী উত্তরামুত্তরাং সমাং নঃ দুহাং মনোরথান্ ইতি শেষঃ।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মে মম অর্হণা পূজনীয়া পুত্রবাসসা দুগ্ধাধি দানেন পুত্রপালনকারিণী যা পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষনেন বিশেষিতা ইত্যর্থঃ ধেনুঃ গৌঃ অভবৎ প্রজাপালনার্থং পূর্ব্বমুৎপন্না ইত্যর্থঃ সা পূর্ব্বোক্ত যচ্ছব্দপ্রতিপাদ্যা পয়স্বতী বহুদুগ্ধসম্পন্না উত্তরা মুত্তরাং সমাং উত্তরোত্তরবৎসরান্ ব্যাপ্য ন- অস্মাকং মনোরথান্ দুহাং তুপুরয়।

বঙ্গানুবাদ। আমার পূজনীয়া এবং দুগ্ধাদিদানদ্বারা পুত্রপালনকারিণী যে গাভী প্রজাপালনার্থ পূর্ব্বে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, বহুদুগ্ধ প্রসবিত্রী সেই গাভী উত্তরোত্তর বৎসর সমুদায়ে আমাদের মনোরথ সফল করুন।

১। অর্হণা অর্হ পূজাযাং কর্ম্মাণি অনঃ। ১। পুত্রবাসসা পুত্রবাসং সীদতি গচ্ছতি ইতি-গত্যর্থত্বাৎ সদ্‌ধাতোঃ ড প্রত্যয়ঃ। ততঃ টিলোপঃ। ৩। য—যচ্ছব্দস্য প্রথমান্ত প্রয়োগোঽয়ং স্ত্রীলিঙ্গবিহিতঃ। ছান্দসত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৪। মে—মম কর্ত্তরি ষষ্ঠী। ৫। পয়স্বতী—ভূমার্থে বৎপ্রত্যয়ঃ। ৬। দুহাং—দুহতাং ছান্দসত্বাৎ তলোপঃ। ৭। উত্তরা উত্তরাং—সমামিত্যস্য বিশেষণ বিশেষণ পদদ্বয়ং, বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ।

ওঁ ইদ মহ মিমাং পদ্যাং বিরাজমন্না-দ্যায়াধিতিষ্ঠামি॥ ২॥

অন্বয়ঃ। অহং ইদং বিরাজং ইমাং পদ্যাং অন্নাদ্যায় অধিতিষ্ঠানি॥ ২॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ইদং বিরাজং আসনং ইমাঞ্চ পদ্যাং পাদপদবীঃ অন্নাদ্যায় অন্নভোজনায় পশ্চাদুক্ত মধুপর্কাদি ভোজনায় ইত্যর্থঃ অধিতিষ্ঠামি আক্রমামি। ২।

বঙ্গানুবাদ। আমি মধুপর্কাদি ভোজনের নিমিত্ত এই আসনে এবং এই চিত্রিত পাদচিহ্ন সকলের উপর অধিষ্ঠিত হইলাম। ২।

১। বিরাজং—বিশেষেণ রাজতেঽস্মিন্ ইতি অধিকরণে অপ্রত্যয়। ২। পদ্যাং—পদভ্যাং হিতাং ইতি য প্রত্যয়ঃ। ৩। অন্নাদ্যায়—অদ্ ভোজনে ইতি ধাতোর্ভাবে য প্রত্যয়েন অদ্যং। অন্নস্য অদ্যং ভোজনং তস্মৈ তাদর্থে ৪র্থী।

ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্ব্বহ্বীঃ শত্র বিচক্ষণাস্তা মহ্য মস্মিন্নাসনোঽচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত। ৩।

অন্বয়ঃ। সোমরাজ্ঞীঃ বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ যাঃ ওষধী তাঃ অস্মিন্ আসনে অচ্ছিদ্রাঃ (সত্যঃ) মহ্যং শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ৩॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সোমরাজ্ঞীঃ চন্দ্রদেবতাকাঃ ওষধীশো নিশাপতি রিত্যমরঃ। বহ্বীঃ নানাপ্রকারাঃ শতবিচক্ষণাঃ শতমুখ্যঃ শতস্থানেন দীপ্তিস্ফুরণাৎ অস্যাঃ শতমুখত্বং ব্যজ্যতে। যা ওষধীঃ তাঃ অস্মিন্ মম আধাররূপে আসনে অচ্ছিদ্রাঃ নিরন্তরাঃ সত্যঃ সর্ব্বদা বর্ত্তমানা ইত্যর্থঃ মহ্যং শর্ম্ম সুখং যচ্ছত দদত।

বঙ্গানুবাদ। চন্দ্রদৈবত নানাপ্রকারে শতমুখী ওষধিবর্গ এই আসনে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে সুখ প্রদান করুন। ৩।

১। সোমরাজ্ঞীঃ—সোমশ্চন্দ্রো রাজা যাসাং তাং। ২। শতবিচক্ষণাঃ—বিশেষণ আখ্যায়তেঽনেন ইতি বিচক্ষণং মুখ শতং বিচক্ষণং যাসাং তাঃ।

ওঁ যাঃ ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীর্বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবী মনু তা মহ্য মস্মিন্ পাদয়োরচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ। যাঃ সোমরাজ্ঞীঃ পৃথিবী মনু বিষ্ঠিতাঃ তাঃ অস্মিন্ পাদয়োঃ অচ্ছিদ্রা শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ৪ ॥

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। সোমরাজ্ঞীশ্চন্দ্রদৈবতাকাঃ পৃথিবী মনু পৃথিব্যাঃ বিষ্ঠিতাঃ বিশেষেণ স্থিতাঃ যা ওষধীঃ তাঃ অস্মিন্ আসনে পাদয়োঃ চরণয়োঃ অধস্তাৎ ইতিশেষ অচ্ছিদ্রাঃ নিরন্তরাঃ সত্যঃ শর্ম্ম সুখং যচ্ছত দদত মহ্যমিতি শেষ।৪।

বঙ্গানুবাদ। যে ওষধি সকল চন্দ্রদেবতাত্মক এবং সর্ব্বদা পৃথিবীর উপরিভাগে বর্ত্তমান সেই ওষধি সকল আসনোপরি পাদদ্বয়ের নিম্নদেশে অবস্থানপূর্ব্বক আমাকে সুখপ্রদান করুন। ৪।

১। পৃথিবীং—অনুশব্দ যোগে দ্বিতীয়া।

ওঁ যতো দেবাঃ প্রতি পশ্যাম্যাপস্ততো মাঋদ্ধিরাগচ্ছতু। ৫।

অন্বয়ঃ। হে আপঃ! যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যামি ততঃ ঋদ্ধিঃ মা আগচ্ছতু। ৫।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে আপঃ! ভোঃ জলানি যতঃ যস্মাৎ কারণাৎ দেবীঃ যুষ্মান্ প্রতিপশ্যামি ভক্তিভাবেন সমীক্ষে ততঃ তস্মাৎ কারণাৎ ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ মা মাং আগচ্ছতু প্রাপ্নোতু। তপসা মনসা বাগ্‌ভিং পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ। সন্তুষ্টাশ্চ অভীপ্সিত ফলানি যচ্ছন্তি ইতি প্রসিদ্ধিঃ। ৫।

বঙ্গানুবাদ। হে জল সকল! যেহেতু আমি তোমাদিগকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছি সেই হেতু আমাকে সমৃদ্ধি প্রদান কর।৫।

১। মা—মাং ইত্যস্যস্থানে মা আদেশঃ।

ওঁ সব্যং পাদমবনে নিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে। ৬।

অন্বয়ঃ। (অহং) সব্যং পাদং অবনে নিজে অস্মিন্ রাষ্টে শ্রিয়ং দধে। ৬।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং সব্যং পাদং বামং চরণং অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি অস্মিন্ রাষ্ট্রে রাজ্যে শ্রিয়ং লক্ষ্মীং দধে নিবেশয়ামি। ৬।

বঙ্গানুবাদ। আমি বামপাদ প্রক্ষালন করতঃ এই রাজ্যে লক্ষ্মীর নিবেশ করিলাম।৬।

১। অবনে নিজে—অবপূর্ব্বাৎ নিজধাতোঃ যঙ্‌লুগন্তাৎ লটঃ উত্তম পুরুষৈক বচনম্।

ওঁ দক্ষিণং পাদমবনে নিজেঽস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি। ৭।

অন্বয়ঃ। (অহং) দক্ষিণং পাদং অবনেনিজে অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং আবেশয়ামি। ৭।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং দক্ষিণং পাদং চরণং

অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি তথা। অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং লক্ষ্মীং আবেশয়ামি আদধামি। ৭।

বাঙ্গানুবাদ। আমি দক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করতঃ এই রাজ্যে লক্ষ্মীর নিবেশ করিলাম। ৭।

ওঁ পূর্ব্বমন্যমপরমন্য মুভৌপাদারবনেনিজে রাষ্ট্রস্যার্দ্ধ অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ। ৮।

অন্বয়ঃ। রাষ্ট্রস্য ঋদ্ধ্যৈ (তথা) অভয়স্য অবরুদ্ধ্যৈ পূর্ব্বং অন্যং অপরং অন্যং (এতৌ) উভৌ পাদৌ অবনে নিজে। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং রাষ্ট্রস্য রাজ্যস্য ঋদ্ধ্যৈ সমৃদ্ধ্যর্থং তথা অভয়স্য ভীত্যভাবস্য অবরুদ্ধ্যৈ ময়ি অবরোধায় লাভায় ইতি যাবৎ পূর্ব্বং প্রথমং অন্যং বামং অপরং অন্যং দক্ষিণং এতৌ উভৌ পাদৌ অবনে নিজে প্রক্ষালয়ামি। ৮।

বঙ্গানুবাদ। আমি রাজ্যের মঙ্গলনিমিত্ত এবং নিজের অভয়লাভার্থ প্রথমে বাম এবং তদন্তর দক্ষিণ এই উভয়পাদ প্রক্ষালন করিলাম। ৮।

ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রীরসি রাষ্ট্রীস্তে ভূয়াসম্। ৯।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) অন্নস্য রাষ্ট্রিঃ অসি তে (প্রসাদাৎ অহমপি) রাষ্ট্রিঃ ভূয়াসং। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা) ত্বং অন্নস্য রাষ্ট্রিঃ দীপ্তিকারণং অসি ভবসি। তে তব প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ অহমপি রাষ্ট্রিঃ দীপ্তিসম্পন্ন ভূয়াসং ভবামি। ৯।

বঙ্গানুবাদ। তুমি অন্নের দীপ্তিকারণ আমিও তোমার অনুগ্রহে দীপ্তিসম্পন্ন হইব। ৯।

ওঁ যশোঽসি যশোময়ি ধেহি। ১০।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) যশঃ অসি (অতঃ) ময়ি যশঃ ধেহি। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ত্বং যশঃ কীর্ত্তিস্বরূপঃ অসি ভবসি। অতঃ কারণাৎ ময়ি যশো ধেহি অর্পয়। ১০।

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু তুমি যশঃ স্বরূপ সেই হেতু আমাতে যশ অর্পণ কর। ১০।

ওঁ যশসো যশোঽসি। ১১।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) যশসঃ যশঃ অসি। ১১।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ত্বং যশসঃ কীর্ত্তিসংযুক্তেষু যশঃ কীর্ত্তিস্বরূপঃ অসি ভবসি। ১১।

বঙ্গানুবাদ। তুমি কীর্ত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কীর্ত্তিস্বরূপ। ১১।

১। যশসঃ—যশঃ শব্দাৎ অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ প্রত্যয়ঃ ততঃ সুপাং সুপ্ ইত্যনেন ষষ্ঠ্যন্তস্য প্রথমান্তথা।

ওঁ যশসো ভক্ষ্যোঽসি মহসো ভক্ষ্যোঽসি শ্রীর্ভক্ষ্যোঽসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি। ১২।

অন্বয়ঃ। (ত্বং) যশসঃ ভক্ষ্যঃ অসি মহসঃ ভক্ষ্যঃ অসি শ্রীঃ ভক্ষ্যঃ অসি ময়ি শ্রিয়ং ধেহি। ১২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। ত্বং যশসঃ যশঃ কারণায় মমভক্ষ্যঃ অসি ভবসি তথা মহসঃ তেজোলাভার্থং মম ভক্ষ্যং অসি শ্রীঃ স পত্তি প্রাপ্তৈ ভক্ষ্যঃ অসি ময়ি শ্রিয়ং লক্ষ্মীং ধেহি অর্পয়। ১২।

বঙ্গানুবাদ। হে মধুপর্ক! আমি তোমাকে কীর্ত্তিলাভের জন্য এবং প্রভূত তেজোলাভের নিমিত্ত এবং বিশিষ্ট সম্পত্তিলাভার্থ ভক্ষণ করিতেছি আমাতে লক্ষ্মী অর্পণ কর। ১২।

১। যশসঃ—সুপাং সুপ ইত্যনেন চতুর্থস্য ষষ্ঠ্যন্ততা। ২। মহসঃ—সুপাং সুপ্ ইত্যনেন চতুর্থ্যন্তস্য ষষ্ঠ্যন্ততা। ৩। শ্রীং—চতুর্থন্তস্য প্রথমান্ততা।

ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্বিষন্তং মেহভিধেহি তং জহ মুষ্য চোভয়োরুৎসৃজে গা মত্তু তৃণানি পিবতূদকং। ১৩।

অন্বয়ঃ। বরুণপাশাৎ গাং মুঞ্চ (তথা) অভিধেহি ত্বং মে অমুষ্য চ উভয়োঃ দ্বিষন্তং জহি (ততঃ) গাং উৎসৃজ তৃণানি অত্তু উদকং পিবতু। ১৩।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে নাপিত! ত্বং বরুণ-

পাশাৎ বরুণদৈবতাৎ পাশাৎ গাং মুঞ্চ ত্যজ। তথা তাং অভিধেহি কথয় কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ হে গৌঃ। ত্বং মে মম চ তথা অমুষ্য কন্যা সম্প্রদাতুঃ এতয়োঃ উভয়োঃ দ্বিষন্তং শত্রুং জহি বিনাশয়। ততঃ গাং উৎসৃজ যথেচ্ছং পর্য্যটিতুং বিসৃজ সা তৃণানি গ্রাসান্ অত্তু ভক্ষয়তু তথা উদকং জলং পিবতু। ১৩।

বঙ্গানুবাদ। হে নাপিত! তুমি বরুণদৈবত রজ্জু হইতে গরুকে মুক্ত কর। এবং তাহাকে বলিয়া দাও যে আমার এবং এই কন্যা সম্প্রদাতার শত্রুবর্গ বিনষ্ঠ করুন। পরে তাহাকে ইচ্ছানুসারে পর্য্যটন করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। সে তৃণ ভক্ষণ এবং জলপান করুক।

১। জহি—হন্ ধাতোঃ লোট মধ্যম পুরুষৈক বচনম্।

ওঁ মাতারুদ্রাণাং দুহিতাবসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গা মনাগা মদিতিং বধিষ্ট। ১৪।

অন্বয়ঃ। (অহং) প্রণুবোচং (যা ইয়ং) রুদ্রাণাং মাতা বসূনাং দুহিতা আদিত্যানাং স্বসা অমৃতস্য নাভিঃ (তাং ইমাং) অদিতিং অনাগাং গাং চিকিতুষে জনায় (মহ্যং) মা বধিষ্ট। ১৪।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। অহং প্রণুবোচং প্রোক্তবানস্মি যৎ যা ইয়ং রুদ্রাণাং তদাখ্য দেবতা বিশেষণাং মাতা জননী বসূনাং দুহিতা কন্যা আদিত্যানাং স্বসা ভগিনী তথা অমৃতস্য ঘৃতস্য নাভিঃ উৎপত্তিকারণং ঘৃতস্য অমৃতত্বং শৃগাল কুকুর দংশিতস্য ভক্ষণাৎ প্রসিদ্ধং। তাং ইমাং ঈদৃশোপকার সাধিকাং পূজনীয়াং অদিতিং অখণ্ডিতাং অনাগাং অপরাধশূন্যাং গাং চিকিতুষে জ্ঞানসম্পন্নায় জনায় মহ্যং মদর্থ মিত্যর্থঃ মা বধিষ্ট ন হিংসীঃ। মধুপর্কদানার্থং গোবধ কলৌ নিষিদ্ধঃ। তথাচ মধুপর্কে পশোর্বধঃ। শূদ্রেষু দাস গোপালকুল মিত্রার্দ্ধসীরিণাং ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ ইত্যাদীন্যভিধায় এতানিলোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবদভবেদিতি সারদীয় পুরাণং। ১৪।

বঙ্গানুবাদ। আমি বলিতেছি যে যিনি রুদ্রদিগের মাতা বসুদিগের কন্যা আদিত্যবর্গের ভগিনী অমৃতের * উৎপত্তিকারণ তাঁহাকে তাদৃশ মহোপকারসাধিকা পূজনীয়া এবং অপরাধশূন্যা গরুকে জ্ঞান সম্পন্ন আমার জন্য বধ করিও না। ১৪।

১। অনাগাং—ছান্দসত্বাৎ সলোপঃ।

ইতি সামবেদিনাং সম্প্রদানবিধেঃ
বৈদিক মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

---

* শৃগাল কুকুরে দংশন করিলে তাহাকে যদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে ঘৃত খাওয়ানা যায় তাহাইলে তাহার বিষ বিনষ্ট হয়। এই ব্যবহার দ্বারা ঘৃতের যে অমৃতত্ব আছে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে।

আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

সকলেই জানে, ঈশ্বর জগতের কারণ; কিন্তু কিরূপ কারণ, তাহা অতি অল্প লোকে জানে। কুম্ভকার কলসের একরূপ কারণ, মৃত্তিকা কলসের অন্যরূপ কারণ; ইহার মধ্যে ঈশ্বর জগতের কোনরূপ কারণ? অথবা লূতা (মাকড়সা) যেমন স্বশরীরের দ্বারা স্ববিস্তৃত জালের সমবায়ী কারণ এবং স্বতঃ নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ ঈশ্বর কি সমবায়ী কারণ এবং নিমিত্ত কারণ?—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ কি ছিল? কিরূপেই বা জগতের সৃষ্টি হইল? ইত্যাদি প্রশ্নের সুন্দর উত্তর ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ-প্রপাঠকে "আরুণি শ্বেতকেতুসংবাদে" যুক্তি-যোগে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

"শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস। তং হ পিতো-বাচ। শ্বেতকেতো! বস ব্রহ্মচর্য্যম্। ন বৈ সোম্যাস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভব-তীতি"।"

পদপাঠঃ। শ্বেতকেতুঃ। হ। আরুণেয়ঃ। আস। তং। হ। পিতা। উবাচ। শ্বেতকেতো। বস। ব্রহ্মচর্য্যং। ন। বৈ। সোম্য। অস্মৎ কুলীনঃ। অননূচ্য। ব্রহ্মবন্ধুঃ। ইব। ভবতি। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। শ্বেতকেতু—জনৈক বিদ্যা-র্থীর নাম। হ ঐতিহ্য পারম্পর্য্যোপদেশ—প্রসিদ্ধি আরুণেয়—আরুণির পুত্র। ব্রহ্মচর্য্যং অধ্যয়নের জন্য সোম্য সোমবৎ (চন্দ্রবৎ) প্রিয়দর্শন। স্নেহসূচক সম্বোধন। অস্মৎকুলীনঃ—আমাদের বংশজাত। জ্ঞাতি। অননূচ্য—নঞ্পূর্ব্বক—অনু-পূর্ব্বক-বচ্ ধাতোঃ সঙ্কোচ স্থানীয় যপ্। শিক্ষাদি ষড়ঙ্গসহিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া। ব্রহ্মবন্ধুঃ—ব্রহ্মা (ব্রাহ্মণ) বন্ধুঃ (পিতা) যস্য সঃ। যাহার পিতা ব্রাহ্মণ; কিন্তু সে কখন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে ব্রহ্মবন্ধু বলে। দ্বিতীয় হ ও বৈ বাক্যালঙ্কারে। অনেক স্থলে হ বলিতে আনন্তর্য্য হইবে।

অনুবাদ। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে—(পূর্ব্ব-কালে) আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন। (একদা) তাঁহার পিতা আরুণি তাঁহাকে বলিলেন, শ্বেতকেতো! অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে বাস কর। হে সোম্য! আমাদের বংশে কেহ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন না করিয়া ব্রাহ্মণবন্ধু হন না, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব বিহীন হইয়া কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না।

সহ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্ব্বিংশতিবর্ষঃ সর্ব্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানীস্তব্ধ এয়ায়। তং হি পিতোবাচ শ্বেতকেতো! যন্নু! সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশম-প্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতম-বিজ্ঞাতবিজ্ঞাতমিতি।

পদপাঠঃ। সঃ। হ। দ্বাদশবর্ষঃ। উপেত্য। চতুর্বিংশতিবর্ষঃ। সর্ব্বান্। বেদান্। অধীত্য। মহামনাঃ। অনূচানমানী। স্তব্ধঃ। এয়ায়। তং। হি। পিতা। উবাচ। শ্বেতকেতো। যৎ। নু। সোম্য। ইদং। মহামনাঃ। অনূচানমানী। স্তব্ধঃ। অসি। উত। তং আদেশং। অপ্রাক্ষ্যঃ। যেন। অশ্রুতং। শ্রুতং। ভবতি। অমতং। মতং। অবি-জ্ঞাতং। বিজ্ঞাতং ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। মহামনাঃ—মহৎ (গম্ভীরং দুরবগাহমিতি যাবৎ) মনো যস্য সঃ। সহসা যাহার মনের ভাব বুঝা যায় না। অনূচান-

মানী—আত্মানমনূচানং পণ্ডিতং মন্যত ইত্যেবং শীলং যস্য সঃ। যে আপনাকে সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত মনে করে। স্তব্ধঃ—উদ্ধত। এয়ায়—আ—ই— লিটোরূপং। আসিয়াছিলেন। নু—সম্বোধনে, হে। আদেশঃ—আদিশ্যতে (উপদিশ্যতে) অসৌ। উপদেশের বিষয়, উপদেষ্টব্য। অপ্রাক্ষ্যঃ—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। মতং—তর্কিত, মানা।

অনুবাদ। দ্বাদশবর্ষের শিশু শ্বেতকেতুগুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক সমগ্র বেদধ্যয়ন করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সে গম্ভীর, পণ্ডিতম্মন্য ও উদ্ধত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর পিতা পুত্রকে বলিলেন, হে সোম্য! শ্বেতকেতো! তুমি (লেখাপড়া শিখিয়াও) গম্ভীর, পণ্ডিতাভিমানীও উদ্ধত হইয়াছে; তুমি কি গুরুর নিকট সে উপদেশের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যে উপদেশ শ্রুত হইলে অন্য অশ্রুত শ্রুত হয়, যে উপদেশ তর্কিত হইলে অন্য অতর্কিত তর্কিত হয় এবং যে উপদেশ জ্ঞাত হইলে যাবতীয় অজ্ঞাত জ্ঞাত হওয়া যায়!—অর্থাৎ যাহা শুনিলে আর কিছু শুনিবার আবশ্যক হয় না। যাহা অনুমান বলে মানিলে আর কিছু মানিতে হয় না এবং যাহা জানিলে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না?

আভাষ। শ্বেতকেতু পিতার এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ কখন হইতে পারে না, যে এক বিষয় জানিলে অন্য বিষয় আর জানিতে হয় না। তাই আকুলহৃদয়ে বলিলেন।

"কথং নু ভগবঃ। স আদেশো ভবতীতি"?

হে ভগবন্! সে আদেশ কি রকম? আরুণি বলিলেন।

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। বাচারম্ভণ বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্। এতং সোম্য! স আদেশো ভবতীতি॥

পদপাঠঃ। যথা। সোম্য। একেন। মৃৎপিণ্ডেন। সর্ব্বং। মৃণ্ময়ং। বিজ্ঞাতং। স্যাৎ। বাচা। আরম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ং। মৃত্তিকা। ইতি। এব। সত্যম্। যথা। সোম্য। একেন। লোহমণিনা। সর্ব্বং। লোহময়ং। বিজ্ঞাতং। স্যাৎ। বাচা। আরম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ং। লোহং। ইতি। এব। সত্যম্। যথা। সোম্য। একেন। নখ-নিকৃন্তনেন। সর্ব্বং। কার্ষ্ণায়সং। বিজ্ঞাতং। স্যাৎ। বাচারম্ভণম্। বিকারঃ। নামধেয়ম্। কৃষ্ণায়সং। ইতি। এব। সত্যম্। এতং। সোম্য। সঃ। আদেশঃ। ভবতি। ইতি।

ব্যাখ্যা। একেন—কেবল। মৃৎপিণ্ডেন—মৃত্তিকাসমূহদ্বারা। মৃণ্ময়ং—মৃত্তিকার বস্তু। বাচা—"বাচেতি তৃতীয়া ষষ্ঠ্যার্থ দ্রষ্টব্যা" ইতি আনন্দগিরি। বাক্যের। আরম্ভণম্—অবলম্বন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বাগালম্বনম্"। কিন্তু শারীরকভাষ্যে লিখিয়াছেন, "বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকার" ইতি। ইহার ব্যাখ্যা স্থলে গোবিন্দানন্দ টীকায় লিখিয়াছেন, "বাগারভ্যং নাম মাত্রং বিকার" ইতি। এই মতে বাচরম্ভণং—এই বাক্যের অর্থ বাক্যের দ্বারা উৎপাদিত। বিকারঃ—প্রকৃতির অন্য আকারে পরিণতি। যেমন ঘট মৃত্তিকার বিকার; কেমন মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয়। নামধেয়ম্—নাম। সত্যম্—"সত্যত্বঞ্চ ত্রিকালাবাধ্যত্বং" ইতি

বেদান্তিনঃ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালে যাহা অন্যথা হয় না। তাহার নাম সত্য। লোহমণিনা—স্বুবর্ণদ্বারা। নখবিকৃন্তনেন—"নখ-নিকৃন্তনেনোপলক্ষিতেন কৃষ্ণায়সপিণ্ডেন ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ নখনিকৃন্তন শব্দের অর্থ নখচ্ছেদক অস্ত্র-বিশেষ (নরুণ) হইলেও এখানে লক্ষণা বলে লৌহ বুঝিতে হইবে। কর্ষায়সং—কৃষ্ণায়সের বিকার, লৌহের বস্তু।

অনুবাদ। হে সোম্য! যেমন কেবল মৃত্তিকা অবগত থাকিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু অবগত হওয়া যায়। মৃদ্বিকারের (ঘটাদি) নাম বাক্যের অব-লম্বন মাত্র। মৃদ্বিকারও মৃত্তিকা—এই টুকুই কেবল সত্য। হে সোম্য! যেমন কেবল স্বুবর্ণ চিনা থাকিলে সমস্ত (কটক কুণ্ডলাদি) স্বুবর্ণ-ময় বলিয়া চিনা যায়। স্বুবর্ণবিকারের (কটক) (কুণ্ডলাদি) নাম (লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির উপায় ভূত) বাক্যাবলম্বন মাত্র। উহার স্বুবর্ণ-নামই কেবল সত্য। হে সোম্য! যেমন এক লৌহ জানা থাকিলে সমস্ত (ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি) লৌহময় বলিয়া জানা যায়। লৌহ-বিকারের (ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি) নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। লৌহই কেবল সত্য। হে সোম্য! এইরূপ সে আদেশ অর্থাৎ এই প্রকার একমাত্র সত্য ভূতবস্তুর উপদেশ জানা থাকিলে মিথ্যা ভূত সমস্ত বিকৃত বস্তু জানা হয়।

তাৎপর্য্য—মৃত্তিকা সত্য, ঘট, পট মিথ্যা। ইহা বুঝিতে হইলে সত্য ও মিথ্যা শব্দের অর্থ বেশ করিয়া বোঝা উচিত! বিষমপদব্যাখ্যা স্থলে বলিয়াছি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালে যাহার বাধ হয় না, তাহাই সত্য। আর এই কালত্রয়ে যাহার বাধ হয়, তাহা মিথ্যা। সত্য শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিশেষণেও ঐ অর্থ বোঝা যায়। অস্ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া সৎ হায়। অস্ বিদ্ বৃৎ একপর্য্যায় ধাতু। বস্তুগত্যা সৎ, বিদ্যমান ও বর্ত্তমান এক পর্য্যায়। সদেব সত্যং স্বার্থিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন। অতএব সতের অর্থও যা, সত্যের অর্থও তাই। অর্থাৎ সত্য বলিতেও বিদ্যমান বা বর্ত্তমান। এ বিদ্যমান কোন কালে?—অতীতে বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে? অবয়বশক্তির দ্বারা কোন কালে বিশেষের উপলব্ধি না হওয়ায় সকল কালেই যাহা বিদ্যমান, তাহাই সত্য বলিতে হইবে। সত্তা-বিশিষ্টই সৎ এবং সত্য ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত

সাধারণেও জানে যাহা কদাচ অন্যথা হয় না, তাহাই সত্য, আর যাহা ঠিক্ থাকে না, তাহাই মিথ্যা। এখন দেখ—অতীত কালে (ঘটসৃষ্টির পূর্ব্বে ঘট থাকে না, ভবিষ্যৎ ধ্বংস-কালেও ঘট থাকে না,—থাকে কেবল বর্ত্তমান কালে। কালদ্বয়ে উহার অস্তিত্ব বাধিত হও-য়ায় ঘট অসত্য ভূতবস্তু। ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঘট মাটী, ঘট ধ্বংসের পরেও ঘট মাটী, এবং ঘটের সমকালেও, ঘট মাটী। মৃত্তিকায় অস্তিত্বের বাধ কোনকালে নাই, তাই ঘটের মৃত্তিকা সত্য, ঘটের ঘট মিথ্যা।

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়—যাহা কাল, দেশ কিম্বা বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন (বিভক্ত) তাহাই মিথ্যা। ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না, ধ্বংসকালেও অস্তিত্ব থাকে না, থাকে কেবল দুই চারি দিন মধ্যকালে; এইরূপে কালের পরিচ্ছেদ থাকায় ঘটকে কাল পরিচ্ছিন্ন বলা যায়। মৃদ্বস্তু মাত্রই কোন না কোন দেশে থাকে, সকলদেশ তাহার অধিকরণ হয় না। ঘট যে দেশে থাকে সেই দেশই তাহার অধিকরণ। অতএব ঘটকে দেশ পরিচ্ছিন্নও বলা যাইতে পারে। স্বগত, সজাতীয় ও বিজা-তীয়—এই ত্রিবিধভেদের নাম বস্তু পরিচ্ছেদ। উক্ত ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্টই বস্তু পরিচ্ছিন্ন। স্থূল কথা—আপনাতে যে আপনার ভেদ তাহাই

স্বগতভেদ। যেমন বৃক্ষের পত্র-পুষ্প-ফল-গত ভেদ সমান জাতির মধ্যে যে পরস্পরের ভেদ তাহার নাম স্বগতভেদ। যেমন আম্র বৃক্ষ ও বৃক্ষ, পনস বৃক্ষ ও বৃক্ষ উভয়ে স্বজাতি। অথচ পরস্পরে পরস্পরের ভেদ আছে, সেই ভেদকে সজাতীয়ভেদ বলা যাইতে পারে। বিরুদ্ধ জাতি বস্তুদ্বয়ের যে পরস্পরে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ। যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের ভেদ। কপাল ও কপালিকা—ঘটের অবয়ব বিশেষ। কপাল কপালিকা প্রভৃতির সংযোগ বিশেষের নাম ঘট, ইহাদের পরস্পরের ভেদ থাকায় ঘট স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট। স্বজাতির মধ্যে এঘটে ও ঘটের ভেদ থাকায় প্রত্যেক ঘট সজাতীয়ভেদ-বিশিষ্ট। ঘট, পট পরস্পর বিজাতি। ঘটে পটের ভেদ থাকায় ঘট বিজাতীয়-ভেদ বিশিষ্ট। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ঘট স্বগত সজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ বিশিষ্ট হওয়ায় ঘটকে বস্তু পরিচ্ছিন্ন বলা যাইতে পারে। অতএব কাল দেশ ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ঘট মিথ্যা।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছংকরাচার্য্য গীতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, ঘট প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উহার উপলব্ধি হয় না; অতএব ঘট ও মৃত্তিকা একই পদার্থ এবং উহার মৃত্তিকাত্বই সত্য। মৃত্তিকার নানাবিধ বিকার, নানাবিধ নাম—কেবল লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধির জন্য। আর একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি কর, আরুণি ঘটাপেক্ষা যে মৃত্তিকাকে সত্য বলিয়াছেন, উহাও উহার কারণাপেক্ষা মিথ্যা। মৃত্তিকাও আর কিছু নয়—পরমাণু সমষ্টি মাত্র। পরমাণু সমষ্টি হইতে মৃত্তিকার পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি না হওয়ায় মৃত্তিকা মিথ্যা। মৃত্তিকাপেক্ষা পরমাণু সমষ্টিই সত্য। এই প্রকার যত সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিয়া, দেখিতে পাইবা—কারণের অস্তিত্ব কালত্রয়ে অবাধিত কার্য্যের অস্তিত্ব বাধিত অতএব কার্য্যমাত্রই মিথ্যা। কারণমাত্রই সত্য। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী, মন, ইন্দ্রিয়, চন্দ্রসূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির যাহা কারণ তাহাই সত্য, কেননা সেই অনির্ব্বচনীয় জগতের কারণই কালত্রয়ে অবাধিত এবং তিনি সকল কালে, সকল দেশ এবং সকল বস্তুর সকল অবয়বে আছেন বিধায় তিনিই একমাত্র কাল, দেশ ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ক্ষিত্যাদি জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ নয়। ক্ষিত্যাদির ক্ষিত্যাদি নাম মিথ্যা; অতএব তাদৃশ জগতের কারণের কথা শুনিলে মানিলে ও জানিলে সমস্ত পদার্থ শুনা, মানা ও জানা হয়। ইহাই আরুণির মনের ভাব।

এক্ষণে দুইটী আপত্তি উঠিতে পারে। প্রথম আপত্তি—রূপভেদে পদার্থভেদ।—ঘট স্থালী, গ্রাসের যখন রূপ পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছি, তখন পদার্থও পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ বলিব। পৃথক্ পদার্থ হইলে পৃথক্ সত্যতা অনিবার্য্য। একটু অভিনিবিষ্ট হইলে এ ব্যাপ্তির ভ্রান্তির উপলব্ধি হইব। একখানি বস্ত্র সঙ্কুচিত (গোট) কর, একবিধ রূপ হইবে, প্রসারিত কর, অন্যবিধ রূপ হইবে। কিন্তু পদার্থ একবিধ থাকিবে। মনুষ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, পরস্পরের পৃথক্ রূপ হইলেও পরস্পর পৃথক্ পদার্থ নয়। অতএব রূপভেদে পদার্থের ভেদ স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুতঃ মৃত্তিকায় তাদৃশ ঘটাদির রূপ বিলীনভাবে না থাকিলে বীজে বৃক্ষের আকৃতি অদৃশ্য ভাবে না থাকিলে এবং পিতামাতায় পুত্রের আকৃতি ও প্রকৃতির নিদান না থাকিলে ঘট, বৃক্ষ ও ছত্র তাদৃশ রূপগুণ কোথা হইতে লাভ করিবে? "কারণ গুণাঃ

কার্য্যগুণমারভন্তে”—কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি—যাবৎ বিকার বস্তুর নাম-ভেদে পদার্থের ভেদ স্বীকার করা। এক মৃত্তিকার ঘট, স্থালী ইত্যাদি অনন্ত নাম সত্বেও ঘট, স্থালী ইত্যাদিকে পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত নয়। বিকারের নাম ভেদে পদার্থের ভেদ হয় না। একবস্ত্রের রিপণপেড়ে, পাবনাপেড়ে, তসর, গরদ ইত্যাদি বহু উপাধি আছে। তবে এক মৃত্তিকার পৃথক্ পৃথক্ নাম হইল কেন? মনে কর, আমাদের ঘটের দরকার, কিন্তু যদি আমরা কাহাকেও নিরুপাধি মৃত্তিকা আনিতে বলি, তাহা হইলে সে সকলও আনিতে পারে, স্থালীও আনিতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। তাই প্রয়োজনবশতঃ আকৃতিভেদে নামভেদের ব্যবহার আছে। অতএব এক উক্ত হইয়াছে, “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং”।

তখন শ্বেতকেতু বিনীতভাবে বলিলেন।

“ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবোদিযুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মেতদ্ব্রবীত্বিতি।”

পদবিভাগ। ন। বৈ। নূনং। ভগবন্ত। তে। এতৎ। অবোদিযুঃ। যৎ। হ এতৎ। অবেদিষ্যন্। কথং। মে। ন। অবক্ষ্যন্। ইতি। ভগবান্। তু। এব। মে। তৎ। ব্রবীতু। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। বৈ—অনুনয়ে। নূনং—নিশ্চিত। ভগবন্তঃ—মাহাত্ম্যশালী। তে—অধ্যাপকগণ। প্রথম ইতি শব্দের অর্থ অতএব দ্বিতীয় ইতির অর্থ এই। ভগবান্—যত্নবান্—তথাচ “ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য বীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষিত্যমরঃ। যৎ—যদি। হ—যস্মাৎ, কেন না।

অনুবাদ। মাহাত্ম্যশালী তাঁহারা এইরূপ উপদেশের কথা নিশ্চিত জানে না; কেন না যদি তাঁহারা ইহা জানিতেন, আমাকে না বলায় কোন কারণ নাই। অতএব আপনিই যত্নবান্ হইয়া আমার নিকট তাহা বলুন।

“তথা সোম্যেতি হোবাচ। স দেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।”

পদবিভাগ। তথা সোম্য। ইতি। হ। উবাচ। সৎ। এব। সোম্য। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং। এব। অদ্বিতীয়ং।

বিষমপদব্যাখ্যা। সৎ—দেশ, কাল, বস্তু-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ত্রিকালে অবাধিত সত্যস্বরূপ জগতের প্রকৃতিভূত পরমাত্মা। পূর্ব্বের তাৎ-পর্য্যব্যাখ্যা দেখুন। এব—কেবল। এব শব্দের দ্বারা রূপ নাম বিশেষিত জগতের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইদং—দৃশ্যমানং জগৎ। অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে। একং—স্বকার্য্য পতিত মন্যান্নাস্তীত্যেক-মেবেত্যুচ্যতে। কার্য্যাধিকরণে সমবায়িকারণা-ন্তর—রহিত। অদ্বিতীয়ং—মৃদ্ব্যতিরেকেন মৃদো যথান্যদ্ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃকুলালাদি নিমিত্ত কারণং দৃষ্টং তথা সদ্ব্যতিরেকেন সতঃ সহকারি-কারণং দ্বিতীয়ং বস্তন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে। নাস্য দ্বিতীয়ং বস্তন্তরং বিদ্যত ইত্যদ্বিতীয়ম্। যেমন মৃত্তিকাব্যতীত মৃত্তিকাখণ্ডের ঘটাদি-রূপ-কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার সদ্বস্তু ব্যতীত সতের সহকারিগণ অন্য বস্তু সম্ভাবিত হইতে পারিত, তাহাই অদ্বিতীয় পদের উপাদানে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। যাহার দ্বিতীয় নাই, সেই অদ্বিতীয়। .করোৎ।

অনুবাদ। অনন্তর আরুণি .কাং। অক-সোম্য! তাই হইবে। তে। ইমাঃ। তিস্রঃ। পূর্ব্বে জগৎ কেবল এ। একৈকা। ভবতি। পরমাত্মা ছিল। .। ইতি।

তাৎপর্য্য। .গা। সা—প্রস্তুতা। ইয়ং।

ইহা ঠিক। জগৎ দুই প্রকার সৌরও পার্থিব। গ্রহাদি সৌর জগৎ। ক্ষিত্যাদি পার্থিব জগৎ। স্থূল কথা—জগৎ বলিতে নাম ও রূপের সত্তা-বিশিষ্ট। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপ থাকে না। মনে কর, পূর্ব্ব দিন কুম্ভকার গৃহে রাশীকৃত মৃত্তিকা ছিল। পরদিন ঘটাদি প্রস্তুত দেখিয়া বলা যাইতে পারে, অগ্রে ইহা কেবল মৃত্তিকা ছিল, এখন সেই মৃত্তিকার বিবিধ প্রকার রূপ ও নাম হইয়াছে। নাম রূপ-সত্তা-বিশিষ্ট জগতের নাম ও রূপ বাদ দিলে কি থাকে? সত্তা-বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎ থাকে। সত্তা-বিশিষ্ট ও সৎ একার্থক। ফল কথা, কার্য্যমাত্র কার্য্যের পূর্ব্বে কারণরূপে থাকে। জগৎও তাহাই ছিল।

"এক" অর্থাৎ স্বগতভেদরহিত, "এব" অর্থাৎ সজাতীয়ভেদবিহীন, অদ্বিতীয় অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদ শূন্য। স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদরহিত পদার্থ সৎ—তিনিই কেবল সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন।

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ। কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি? সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"

পদবিভাগ। তৎ। হ। একে। আহুঃ। অসৎ। এব। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং। এব। অদ্বিতীয়ং। তস্মাৎ। অসতঃ। সৎ। জায়ত। কুতঃ। তু। খলু। সোম্য। এবং স্যাৎ। ইতি। হ। উবাচ। কথং। অসতঃ। সৎ। জায়েত। ইতি। সৎ। তু। এব। সোম্য। ইদং। অগ্রে। আসীৎ। একং। এবং। অদ্বিতীয়ং।

বিষমপদব্যাখ্যা। একে—কেহ। অসৎ—অভাব। জায়ত—অজায়ত জন্মিয়াছে। জন্মিয়াছে অড়ভাবশ্ছান্দসঃ।

অনুবাদ। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না। পরে সেই অভাব হইতে এই ভাবময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আরুণি বলেন, হে সোম্য! ইহা সম্ভব পর নয়।—কখনই অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে না। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কেবল এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত। তত্তেজো ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্যত্র ক চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস স এব তদধ্যাপো জায়ন্তে। তা আপ ঐক্ষন্তঃ। বহ্বঃ স্যাম, প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত। তস্মাদ্যত্র ক চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি"।

পদবিভাগ। তৎ। ঐক্ষত। বহু। স্যাং। প্রজায়েয়। ইতি। তৎ। তেজঃ। অসৃজত। তৎ। তেজঃ। ঐক্ষত। বহু। স্যাং। প্রজায়েয়। ইতি। তৎ। অপঃ। অসৃজত। তস্মাৎ। যত্র। ক। চ। শোতি। স্বেদতে। বা। পুরুষঃ। তেজসঃ। এব। তৎ। অধি। আপঃ। জায়ন্তে। তাঃ। আপঃ। ঐক্ষত। বহ্বঃ। স্যাম। প্রজায়েমহি। ইতি। তাঃ। অন্নং। অসৃজন্ত। তস্মাৎ। যত্র। ক। চ। বর্ষতি। তৎ। এব। ভূয়িষ্ঠং। অন্নং। ভবতি। অদ্ভ্যঃ। এব। তৎ। অধি। অন্নাদ্যং। জায়তে। তেষাং। খলু। এষাং। ভূতানাং। ত্রীণি। এব। বীজানি। ভবন্তি। আণ্ডজং। জীবজং। উদ্ভিজ্জং। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। তৎ—মায়োপাধিকং সৎ। ঐক্ষত—ঈক্ষা করিলেন। ঈক্ষা—সিসৃক্ষাবুদ্ধি, জগৎ—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবিষয়ক সংকল্প, বহু স্যাং—বহু হই, প্রজায়েয়—প্রকর্ষেণ উৎপদ্যেয়। ভালরূপে জন্মায়। ইতি হেতৌ। তৎ মায়াময় ঈক্ষাশালী সৎ, তত্তেজঃ—বিশেষ্য বিশেষণ

ভাবাপন্নং পদদ্বয়ং। তোজোময় সৎ। শোচতি সন্তপ্ত হয়, স্বেদতে ঘর্ম্মাক্ত হয়। অধিজায়ন্তে—জন্মায়। অন্ন—পৃথিবী লক্ষণ। অন্ন বলাতেই পৃথিবীর কথা বলা হইল। অন্নাদ্যং—অন্নং চ আদ্যঞ্চ (ভোজ্যঞ্চ) অন্নাদ্যং ব্রীহিযবাদি তেষাং জীবাধিষ্ঠানাং। জীবিত। খলু—প্রসিদ্ধি। এষাং—পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি। বীজানি—কারণানি। আণ্ডজং—অণ্ডাজ্জাতঃ অণ্ডজঃ। স এবাণ্ডজঃ—পক্ষী প্রভৃতি। জীবজং জরায়ুজং মনুষ্য, পশু প্রভৃতি। উদ্ভিজ্জং—উদ্ভিৎ স্থাবরং। ততো জাতং—স্থাবর বীজ বৃক্ষাদি।

অনুবাদ। (মায়াময়) পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন আমি (এক ছিলাম) বহু হই, দেহাদি কারণ তেজরূপে উৎপন্ন হই; এই হেতু সেই সৎ-স্বরূপ পরমাত্মা তেজ সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তেজোময় পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হই, দেহাদিকারণ জলরূপে জন্ম-গ্রহণ করি; এই বিবেচনায় তেজ হইতে জলের সৃষ্টি করিলেন। তেজ হইতে জল জন্মিয়াছে বলিয়া লোকে সন্তপ্ত হইলে স্বিন্ন কলেবর হয়; অতএব তেজ হইতে জল জন্মায়। অবশেষে সেই জলময় পরমাত্মা সঙ্কল্প করিলেন, আমি বহু হই, দেহাদি কারণ অন্নময় পৃথিবীরূপে জন্ম পরিগ্রহ করি; এই কারণে অন্নময় পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। অতএব যেখানে সুবৃষ্টি হয়, তথায় পৃথিবী অন্নময় হয় সুতরাং জল হইতে অন্নময় পৃথিবী জন্মায়। এই অন্নাদিময়-দেহধারী পক্ষি প্রভৃতি জীবের তিনটী মাত্র কারণ—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

তাৎপর্য্য। "বহুস্যাং" ও "প্রজায়েয়"—উভয়ের অর্থ এক। আমি তাৎপর্য্যের প্রতি-লক্ষ্য করিয়া অর্থ করিলাম। পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ এ দুটী মত প্রসিদ্ধ আছে। "বহুস্যাং" আমি বহুরূপে পরিণত হই, এইটী পরিণাম বাদ। "প্রজায়েয়" অর্থাৎ ভ্রান্ত ব্যক্তির যেমন রজ্জুতে সর্প উৎপন্ন হয়, সেই-রূপ ক্ষিতি জল তেজোময় দেহ আমি উৎপন্ন হই। মহামায়ার মায়ার ঘোরে দেহে, প্রাণে ও ইন্দ্রিয়ে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। এইটী বিবর্ত্ত বাদ। মতদ্বয় লক্ষ্য করিয়া দ্বিবিধ উক্তি করিয়াছেন।

সৃষ্টিক্রম বলা এ শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। যা কিছু সমস্ত সতের কার্য্য বলাই উদ্দেশ্য; তাই আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টির কথা বলিলেন না। মৃত্তিকাদি-সৌসাদৃশ্যের সুখবোধের জন্য ক্ষিতি-অপ-তেজ এই তিনটী ভূতের উল্লেখ করিলেন।

"সেয়ং দেবতৈক্ষত। হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপ ব্যাকর-বাণীতি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি,—সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনে-নৈব জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ। যথানু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতা ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি।"

পদবিভাগ। সা। ইয়ং। দেবতা। ঐক্ষত। হন্ত। অহং। ইমাং। তিস্রঃ। দেবতাঃ। অনেন। জীবেন। অনুপ্রবিশ্য। নামরূপে। ব্যাকর-বাণি। ইতি। তাসাং। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। একৈকাংশ করবাণি। ইতি। সা। ইয়ং। দেবতা ইমাঃ। তিস্রঃ। দেবতাঃ। অনেন। এব। জীবেন। অনুপ্রবিশ্য। নামরূপে। ব্যাকরোৎ। তাসাং। ত্রিবৃতং। ত্রিবৃতং। একৈকাং। অক-রোৎ। যথা। নু। খলু। সোম্য। ইমাঃ। তিস্রঃ। দেবতাঃ। ত্রিবৃৎ। ত্রিবৃৎ। একৈকা। ভবতি। তৎ। মে। বিজানীহি। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। সা—প্রস্তুতা। ইয়ং।

তেজঃ অপং অন্নের যোনি সৎ। দেবতা—দীব্যন্তীতি দেবঃ। ততঃ স্বার্থে তল্। যে পৃথক্‌ভাবে ক্রিড়া (অবস্থান) করে। তৎকালে সৎ ও তেজ, জল, ক্ষিতি পৃথক্‌ভাবে। অবস্থিত ছিল বলিয়া ঐ চারিটীই দেবতা পদের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। ইমাঃ—তেজ, জল ও ক্ষিতি। ব্যাকরবাণি—ব্যক্ত করি। ত্রিবৃৎ—একত্রিত তেজ, জল ও ক্ষিতি। মিশ্রিত দুভাগ তেজ, একভাগ জল ও একভাগ ক্ষিতি ত্রিবৎ কৃত তেজ হয়, দুইভাগ জল একভাগ ক্ষিতি ও একভাগ তেজ ত্রিবৃৎ-কৃত জল হয়। দুভাগ ক্ষিতি, একভাগ তেজ ও একভাগ জলে ত্রিবৃৎ কৃত ক্ষিতি হয়।

অনুবাদ: প্রক্রান্ত সৎস্বরূপ পরমাত্মা (বহুভাবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য) পুনর্ব্বার সঙ্কল্প করিলেন—এক্ষণে আমি তেজ, জল ও পৃথিবীতে জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি এবং তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ (মিশ্রিত) করি। এই সঙ্কল্পানন্তর সেই পরমাত্মা তেজ, জল ও পৃথিবীতে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম আর রূপ ব্যক্ত করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৎ করিলেন। হে সোম্য! যে প্রকারে তেজ, জল ও ক্ষিতি—প্রত্যেক ত্রিবৃৎ-কৃত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও।

তাৎপর্য্য। কেহ যেন বিবেচনা না করেন, অসংসারী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দৈহিক সুখ দুঃখ ভোগ করেন। পরমেশ্বরের প্রতিবিম্ব দেহে প্রবেশ করে। প্রতিবিম্বে দোষে বিম্ব দুষ্ট হয় না। জলে প্রতিবিম্ব সূর্য্য তরঙ্গ সঙ্কলনে সঞ্চলিত হয়; কিন্তু বিম্বভূত আকাশগত সূর্য্য সঞ্চলিত হয় না।

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং। যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকরো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং, তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদিত্যাদিত্যস্যাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেযং ত্রীণিরূপানীত্যেব সত্যং। যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদ্ বিদ্যুতো বিদ্যুত্বং। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং।

পদবিভাগ। যৎ। অগ্নে। রোহিতং রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্লং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নস্য। অপাগাৎ। অগ্নেঃ। অগ্নিত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্। যৎ। আদিত্যস্য। রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্লং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নস্য। অপাগাৎ। ইতি। আদিত্যস্য। আদিত্যত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যং। যৎ। চন্দ্রমসঃ। রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। যৎ। শুক্লং। তৎ। অপাং। যৎ। কৃষ্ণং। তৎ। অন্নস্য। অপাগাৎ। চন্দ্রাৎ! চন্দ্রত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্। যৎ। বিদ্যুতঃ। রোহিতং। রূপং। তেজসঃ। তৎ। রূপং। অন্নস্য। অপাগাৎ। বিদ্যুতঃ। বিদ্যুত্বং। বাচা। আরম্ভণং। বিকারঃ। নামধেয়ং। ত্রীণি। রূপাণি। ইতি। এব। সত্যম্।

অনুবাদ। ত্রিবৃৎ কৃৎ অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ সেই

অগ্নির যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃৎ জলের রূপ। আর সেই অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর রূপ! এইরূপে রূপ-বিশ্লেষণে অগ্নিব অগ্নিত্ব অপগত হইল। থাকিল কি? অগ্নির অগ্নি নাম; কিন্তু বিকারভূত নাম বাক্যেব অবলম্বন মাত্র—মিথ্যা বস্তু। সমবেত লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ এই তিনটী রূপ কেবল সত্য। ত্রিবৃৎ-কৃত সূর্য্যের যে লোহিত রূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজের রূপ। সেই সূর্য্যের যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের রূপ। সেই সূর্য্যের যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর রূপ। এই প্রকারে দেখ, সূর্য্যের সূর্য্যত্ব দূরীকৃত হইল। সূর্য্যের সূর্য্য নাম মিথ্যা। বিকাবভূত নাম বাক্যের অবলম্বন-মাত্র। ঐ তিনটী রূপ কেবল সত্য। ত্রিবৃৎ-কৃত চন্দ্রের যে লোহিতরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত তেজেব রূপ তাহাব যে শুক্লরূপ তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের বর্ণ তাহার যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ কৃত পৃথিবীব বর্ণ। অতএব চন্দ্রের চন্দ্রত্ব অপাস্ত হইল, চন্দ্রের চন্দ্র নাম মিথ্যা। বিকারগত নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। কেবলমাত্র রূপত্রয় সত্য। ত্রিবৃৎকৃত-বিদ্যুতের যে লোহিতরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ কৃত তেজের রূপ, যে শুক্লরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত জলের। যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অত্রিবৃৎ-কৃত পৃথিবীর। অতএব বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব বিদায় প্রাপ্ত হইল। থাকিল বাক্যের অবলম্বনভূত বিদ্যুৎ নাম, কিন্তু নাম কিছুই নয়—মিথ্যা উহা রূপ তিনটী কেবল সত্য।

মন্তব্য। তোজোময় পদার্থত্রয়ের রূপত্রয় অসম্ভব নয় একটু অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

এতদ্ধস্মবৈতদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়ানেনোহদ্য কশ্চনাশ্রুত-মম তম-বিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ। যদু রোহিতমিবা ভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপ-মিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। যদ্ব বিজ্ঞাতমেবা-ভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ।

পদবিভাগ। এতৎ। হ। স্ম। বৈ। তৎ। বিদ্বাংসঃ। আহুঃ। পূর্ব্বে। মহাশালাঃ। মহা-শ্রোত্রিয়াঃ। ন। নো। অদ্য। কশ্চন। অশ্রুতং। অমতং। অবিজ্ঞাতং। উদাহরিষ্যতি। ইতি হি। এভ্যঃ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ। উ। রোহিতং। ইব। অভূৎ। ইতি। তেজসঃ। তৎ। রূপং। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ উ। শুক্লং। ইব। অভূৎ। ইতি। অপাং। রূপং। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ। উ। কৃষ্ণং। ইব। অভূৎ। ইতি। অন্নস্য। রূপং। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ। যৎ। উ। অবিজ্ঞাতং। এব। অভূৎ। ইতি। এতাসাং। এব। দেবতানাং। সমাসঃ। ইতি। তৎ। বিদাঞ্চক্রুঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। স্ম—অতীত কালবোধক অব্যয়। তদেতৎ। ত্রিবৃৎ করণং। মহাশালাঃ—বৃহদ্‌গৃহস্থ, বহুগোষ্ঠী। মহাশ্রোত্রিয়াঃ—একাং শাখাং সকল্লাং বা ষড়্‌ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌-কর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিদি-ত্যুক্তাঃ। সাঙ্গোপাঙ্গবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। এভ্যঃ—বিজ্ঞাতেভ্যা স্ত্রিবৃৎকৃতেভ্য স্ত্রিভ্যো রোহিতাদি-রূপেভ্যঃ। যদ—উ—যদপীত্যর্থ। সমাসঃ—সমবায়ামিশ্রণ।

অনুবাদ। এই ত্রিবৃদভিজ্ঞ বহুগোষ্ঠী প্রাচীন মহাপণ্ডিতগণ বলিতেন, আমাদেব বংশে এরূপ মূর্খ কেহ নাই, যে বলিবে—আমরা কখন আচার্য্যের নিকট অমুক বিষয় শুনি নাই--শাস্ত্রসঙ্গত তর্কের আশ্রয় করিয়া

অমুক বিষয় আলোচনা করি নাই এবং প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করি নাই। তাঁহারা দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত ত্রিবৃৎকৃত লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণের অভিজ্ঞানে অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞাতালাভ করিয়াছেন। যথা—যাহাতে লোহিতের মত বোধ হইত, তাহা তেজের বর্ণ বিবেচনা করিতেন। যাহা শুক্লের মত বোধ হইত তাহা জলের বর্ণ বিবেচনা করিতেন। এবং যাহা নীল বর্ণের মত হইত, তাহা পৃথিবীর রূপ বিবেচনা করিতেন। কিন্তু যাহা কোন বর্ণবিশেষ বলিয়া চিনিতে পারিতেন না, তাহা তেজ, জল ও পৃথিবীর বর্ণের সমবায় বিবেচনা করিতেন।

তাৎপর্য্য। এই সকল যুক্তি, তর্ক ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে কার্য্যকে বিশ্লেষ করিলে কারণ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। কার্য্যময় পঞ্চীকৃত জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিলে বেশ বুঝা যায় যে ইহা ইহার কারণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ জানা থাকিলে কার্য্য জানিতে পৃথক্ প্রয়াস করিতে হয় না; কিন্তু কার্য্যের রূপ, গুণ জানিলে কারণ জানা দূরের কথা, তৎসজাতি কার্য্যান্তরও জানা যায় না। প্রত্যেক কার্য্য জানিবার জন্য পৃথক্ ইচ্ছা, পৃথক্ কৃতি, পৃথক্ চেষ্টা ও পৃথক্ ক্রিয়া করিতে হয়। মনে কর, কোন ব্যক্তি গয়ার পেড়া মিষ্টান্ন, আমিষান্ন বা আমান্ন কিছুই জানে না তথাপি সে ইহার আস্বাদন করিয়া বুঝিতে পারে, ইহা আর কিছু নয়, ছানা, চিনি ইত্যাদি। কিন্তু যে কখন ছানা চিনি প্রভৃতি খায় নাই, সে ভাবে পেড়া একটী পদার্থ বিশেষ। সেইরূপ যে প্রকৃতিভূত পরমাত্মা চেনে, নামরূপে বিকৃত জগত তাহার পরিচিত; কিন্তু যে কেবল জগৎ চেনে, সে তাঁহাকে চিনিতে পারে না, প্রত্যুত তাহাই বহু দূরে অবস্থিত থাকে।

ষোড়শকলঃ সোম্য! পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ। কামমপঃ পিব। আপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি। স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথহৈনমুপসসাদ। কিং ব্রবীমি ভো ইতি। ঋচঃ সোম্য। যজুংষি, সামানীতি। সহোবাচ। ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি। তং হোবাচ। যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোত মাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহুদহেদেবং সোম্য! তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান? অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি সহাশাথ হৈনমুপসসাদ। তং হ যৎকিঞ্চ পপ্রচ্ছ। সর্ব্বং হ প্রতিপেদে তং হোবাচ। যথা সোম্য! মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রজ্বালয়েৎ। তেন ততোঽপি বহুদহেদেবং সোম্য! ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সান্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালীত্তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য! মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥

পদবিভাগ। ষোড়শকলঃ। সোম্য। পুরুষঃ। পঞ্চদশ। অহানি। মা। অশীঃ। কামং। অপঃ। পিব। আপোময়ঃ। প্রাণঃ। ন। পিবতঃ। বিচ্ছেৎস্যতে। ইতি। স। হ। পঞ্চদশ। অহানি। ন। আশ। অথ। হ। এনং। উপসসাদ। কিং। ব্রবীমি। ভোঃ। ইতি। ঋচঃ। সোম্য। যজুংষি। সামানি। ইতি। সঃ। হ। উবাচ। ন। বৈ। মা। প্রতিভান্তি। ভোঃ। ইতি। তং। হ। উবাচ। যথা। সোম্য। মহতঃ। অভ্যাহিতস্য। একঃ। অঙ্গারঃ। খদ্যোতমাত্রঃ। পরিশিষ্টঃ। স্যাৎ। তেন। ততঃ। অপি। ন। বহু। দহেৎ। এবং। সোম্য। তে। ষোড়শানাং। কলানাং। একা। কলা। অতিশিষ্টা। স্যাৎ। তয়া। এতর্হি। বেদান্। ন। অনুভবসি। অশান। অথ। মে। বিজ্ঞাস্যসি।

-তি। সঃ। হ। আশ। অথ। হ। এনং। উপসসাদ। তং। হ। যৎ। কিঞ্চ। পপ্রচ্ছ। সর্ব্বং। হ। প্রতিপেদে। তং। হ। উবাচ। যথা। সোম্য। মহতঃ। অভ্যাহিতস্য। একং। অঙ্গারং। খদ্যোতমাত্রং। পরিশিষ্টং। তং। তৃণৈঃ। উপসমাধায়। প্রজ্বালয়েৎ। তেন। ততঃ। অপি। বহু। দহেৎ। এবং। সোম্য। ষোড়শানাং। কলানাং। একা। কলা। অতিশিষ্টা। সা। অন্নেন। উপসমাহিতা। প্রাজ্বালীৎ। তয়া। এতর্হি। বেদান্। অনুভবসি। অন্নময়ং। হি। সোম্য। মনঃ। আপোময়ঃ। প্রাণঃ। তেজোময়ী। বাক্। ইতি। তৎ। হ। অস্য। বিজজ্ঞৌ। ইতি। বিজজ্ঞৌ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। ষোড়শকলঃ—ষোড়শটী মনের শক্তিরূপাকলা (অংশ) যার তিনি ষোড়শকল। ষোড়শদিনাপেক্ষায় অন্নের দ্বারা উপচিত মনের শক্তির অংশকে ষোড়শকলা বলা হইয়াছে।

২। কামং—যথেষ্টং। ৩। অভ্যাহিতস্য—প্রজ্বলিতস্য। ৪। অঙ্গার—প্রজ্বলিত কয়লা। ৫। বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি—দ্বিরভ্যাসস্ত্রিবৃৎকৃত প্রকরণ পরিসমাপ্ত্যর্থঃ।

অনুবাদ। আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সোম্য! অন্নের দ্বারা পরিরক্ষিত পুরুষের মানসিকশক্তি ষোড়শভাগে বিভক্ত। (যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও) তবে পঞ্চদশদিন অভুক্ত থাক। কেবল যথেষ্ট জলপান কর; কেন না জলময় প্রাণ। যে জলপান করে, তাহার প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় না।

অনন্তর শ্বেতকেতু পঞ্চদশদিন ভোজন না করিয়া ষোড়শদিনে পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, পিতঃ! আপনার নিকট কি বলি—

পিতা বলিলেন, কেন ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের ব্যাখ্যা কর, অথবা আবৃত্তি কর।

পুত্র বলিলেন, পিতঃ! আমার কিছুই মনে পড়ে না। পিতা বলিলেন, (মনে না পড়ার কারণ বলি, শুন) প্রথমে কাষ্ঠাদিদ্বারা প্রজ্বলিত, অনন্তর নির্ব্বাণোন্মুখ সেই অগ্নির অঙ্গার খদ্যোতপ্রায় থাকিলে, তাহার দ্বারা তাবৎ পরিমিত দাহ্যবস্তু দগ্ধ হইতে পারে। তাহার অধিক দগ্ধ হইতে পারে না। হে সোম্য! অন্নোপচিত মানসিক শক্তিরূপা ষোড়শকলার মধ্যে পঞ্চদশদিনের অভোজনে পঞ্চদশটী কলা ক্ষীণ হইয়াছে, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহার দ্বারা তাবৎ পরিমিত পদার্থ মনে পড়িতে পারে; ততোধিক বেদাদি মনে পড়িতে পারে না। এক্ষণে তুমি ভোজন কর, পরে আমার নিকট সমস্ত জানিতে পারিবে।

শ্বেতকেতু ভোজন করিয়া পিতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন পিতা তাঁহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, শ্বেতকেতু তাহারই উত্তর দেন।

পিতা বলিলেন, হে বৎস্য! সমিদ্ধ অগ্নি ইন্ধনাভাবে খদ্যোতপ্রায় অঙ্গারমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তৃণ-কাষ্ঠসহযোগে প্রজ্বলিত করিলে তাহা কর্তৃক পূর্ব্বাপেক্ষা বহুদাহ্য বস্তু দগ্ধ হয়। হে সোম্য! এই প্রকার ষোড়শকলার একটীমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল, ষোড়শদিনজাত ভোজনে সেই ক্ষীয়মাণ কলা পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হওয়ায় বেদার্থের ধারণা করিতে পারিতেছ। (এই অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা মনের অন্নময়ত্ব সিদ্ধ হইল।) অতএব অন্নময় মন, জলময় প্রাণ এবং তেজোময় বাক্য। শ্বেতকেতু পিতৃবাক্যের তাৎপর্য্য বেশ বুঝিয়াছিলেন।

আভাস। পরমাত্মা জীবাত্মারূপে মনে প্রবিষ্ট হন। মনস্থ হইয়া মননাদি করিয়া থাকেন। মনশ্চ্যুত হইলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হয়, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন।

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ।

স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি। যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি। স্বমপীতো ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি॥

পদবিভাগ। উদ্দালকঃ। হ। আরুণিঃ। শ্বেতকেতুং। পুত্রং। উবাচ। স্বপ্নান্তং। মে। সোম্য॥ বিজানীহি। ইতি। যত্র। এতৎ। পুরুষঃ। স্বপিতি। নাম। সতা। সোম্য। তদা। সম্পন্নঃ। ভবতি। স্বং। অপীতঃ। ভবতি। তস্মাৎ। এনং। স্বপিতি। ইতি। আচক্ষতে। স্বং। হি। অপীতঃ। ভবতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উদ্দালক—শ্বেতকেতুর পিতার ডাক নাম। আরুণি তাঁহার পৈতৃক উপাধি।

২। স্বপ্নান্ত—সুষুপ্তি, গাঢ়নিদ্রা। ৩। স্বপিতি—সুষুপ্ত হয়। ৪। সতা—পরমাত্মনা, পরমাত্মার সহিত। ৫। সম্পন্নো ভবতি,—একীভূতো ভবতি। ৬। অপীতঃ—লীনঃ।

অনুবাদ। উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিয়াছিলেন, হে সোম্য! সুষুপ্তির কথা বলি, অবধান কর। যে সময়ে পুরুষ সুষুপ্ত হয়, সেই সময় জীবাত্মা সৎস্বরূপ পরমাত্মার সহিত এক হয়, অর্থাৎ জীবাত্মা সতে (পরমাত্মায়) লীন হয়। যেহেতু স্বতে অপীত (লীন) হয় সেইহেতু লোকে ইহাকে স্বপিতি (সুষুপ্ত) বলে।

আভাস। মনের সাথী জীব বিষয়ে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইলে সুষুপ্ত হয়। স্বরূপে অবস্থান ব্যতীত শ্রমের অপনোদন হয় না, তাই তৎকালে জীব স্বরূপ (নিজের রূপ) পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। এই কথা দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেছেন।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বা অন্যত্রায়তনমলব্ধা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য! তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বান্যত্রায়তনমলব্ধা প্রাণমেবোপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনং হি সোম্য! মন ইতি।

পদবিভাগ। সঃ। যথা। শকুনিঃ। সূত্রেণ। প্রবদ্ধঃ। দিশং। পতিত্বা। অন্যত্র। আয়তনং। অলব্ধা। বন্ধনং। এব। উপশ্রয়তে। এবং। এব। খলু। সোম্য। তৎ। মনঃ। দিশং। দিশং। পতিত্বা। অন্যত্র। আয়তনং। অলব্ধা। প্রাণং। এব। উপশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনং। হি। সোম্য। মনঃ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। শকুনিঃ—পক্ষী। ২। মনঃ—জীবাত্মা। ৩। প্রাণঃ—পরমাত্মা।

অনুবাদ। যেমন পক্ষী (পক্ষী-ঘাতকের হস্তগত) সূত্রের দ্বারা বদ্ধ হইলে (বন্ধনমোক্ষার্থী হইয়া) ইতস্তত উড়িয়া বেড়ায়। পরিশেষে বন্ধন ব্যতীত বিশ্রামের স্থান দেখিতে না পাইয়া বন্ধন স্থান আশ্রয় করে। হে সোম্য! সেইরূপ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয়ের চারিদিকে সুখে দুঃখের তরে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে। অন্যত্র শ্রান্তিদূর করিতে না পারিয়া অবশেষে পরমাত্মাকে আশ্রয় করে। জীবের বন্ধন পরমাত্মা।

আভাস। অনাদি কার্য্যকারণ পরম্পরায়ও সৎ (পরমাত্মা) জগতের মূল, তাহা প্রমাণ করিতেছেন।

অশনা পিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি তত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্‌যথা গীনায়োঽশ্বনায়োঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য! বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। তস্য ক মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলনন্বিচ্ছ

লাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ ৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

পদবিভাগ। অশনা পিপাসে। মে। সোম্য। জানীহি। ইতি। যত্র। এতৎ। পুরুষঃ। অশি-ষতি। নাম। অপঃ। এব। তৎ। অশিতং। নন্তে। তৎ। যথা। গোনায়ঃ। অশ্বনায়ঃ। পুরুষ-য়ঃ। ইতি। এবং। তৎ। অপঃ। আচক্ষতে। শনায়। ইতি। তত্র। এতৎ। শুঙ্গং। উৎ-তিতং। সোম্য। বিজানীহি। ন। ইদং। মূলং। ভবিষ্যতি। ইতি। তস্য। ক। মূলং। ৎ। অন্যত্র। অন্নাৎ। এবং। এব। খলু। াম্য। অন্নেন। শুঙ্গেন। আপঃ। মূলং। অন্বিচ্ছ। দ্ভিঃ। সোম্য। শুঙ্গেন। তেজঃ। মূলং। ন্বিচ্ছ। তেজসি। সোম্য। শুঙ্গেন। সৎ। ং। অন্বিচ্ছ। সন্মূলাঃ। সোম্য। ইমাঃ। র্ব্বাঃ। প্রজাঃ। সদায়তনাঃ। সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অশনা—অশনমিচ্ছ-তি অশনাদিস্বার্থে ক্যচ্। ততঃ ক্বিপ্। তস্য র্বাভাবঃ। অকার যকারয়োর্লোপশ্চ। ভোজ-ই অশনা, অশনায় ও অশনায়া—এই তিনটী ক পর্য্যায় শব্দ। অশন ও অশনায় শব্দদ্বয়ের কার্থ বিধায় অভেদ স্বীকার করিয়া অশনায়েতি রবর্ত্তী সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন।

২। অশনায়েতি—অশনায়াঃ ইতি বিসর্গ াপশ্ছান্দসঃ। অশং (ভুক্তদ্রব্যং) নয়ন্তীতি পইত্যস্য বিশেষণতয়া স্ত্রীত্বাদাপ। বহুবচনঞ্চ।

৩। শুঙ্গ—বিনাশোৎপত্তিমত্ত্বাৎ শুঙ্গং অর্থাৎ য্য বস্তু। অথবা শুঙ্গশব্দের অর্থ বটবৃক্ষ। বট-ক যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ বে, সেইরূপ কারণ হইতে যাহার রূপান্তর হয় তাই শুঙ্গ নামে লক্ষিত। ৪। প্রজাঃ—প্রজা-ন্ত ইতি। জন্য পদার্থ বস্তু। ৫। সদায়-নাঃ—সদ্ আয়তনং আশ্রয়োবাসাং তাঃ। ৬। ৎপ্রতিষ্ঠাঃ—সৎপ্রতিষ্ঠালয়স্থানং যাসাং তথা।

অনুবাদ। (সংপ্রতি) অশনাও পিপাসার তত্ত্ব আমার নিকট অবগত হও। যে সময়ে পুরুষের বুভুক্ষা হয় তৎকালে পীতজল ভুক্ত-দ্রব্য দ্রবীকৃত করিয়া রসাদিরূপে পরিপাক করে। সেই হেতু যেমন গোপাল গোনয়ন (চারণ) করে বলিয়া গোনায়, অশ্বপাল অশ্ব-চারণ করে, বলিয়া অশ্বনায়, সেনাপতি সৈন্য পুরুষ চালনা করেন বলিয়া পুরুষনায় নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ জল অশিত অন্ন নয়ন অর্থাৎ পরিপাক করে বলিয়া অশনায়। (অত-এব অশনায় শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ জল, গৌণার্থ ভোজনেচ্ছা। জলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয়। পরিপাকাবস্থায় বুভুক্ষা উপস্থিত হয় এই গুণ যোগে যোগার্থসহকৃত অশনায় শব্দের ভোজ-নেচ্ছারূপ নিরূঢ় অর্থ ব্যবহৃত আছে।)

হে সোম্য! সেই অন্নে এই বিপুল দেহশুঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে জানিও। এ দেহশুঙ্গ মূল-রহিত নয়। যদি বল, ইহার মূল কি? অন্নই ইহার মূল। (কেননা ভুক্ত অন্ন জলের দ্বারা দ্রবীকৃত হইয়া জঠরাগ্নি কর্ত্তৃক পচ্যমান রসরূপে পরিণত হয়। সেই রস হইতে শোণিত হইতে মাংস। মাংস হইতে মেদ। মেদ হইতে অস্থি। অস্থি হইতে মজ্জা। মজ্জা হইতে শুক্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে মজ্জা হইতে আর্ত্তব শোণিত উৎপন্ন হয়। জরায়ুকোষে মিলিত সেই শুক্রশোণিত দেহের বীজ। পরে ভুক্তবস্তুর দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বটবৃক্ষের ন্যায় এই বিপুল দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেহ অন্নমূল) হে সোম্য! আবার জলকে অন্নশুঙ্গের মূল বলিয়া জান। হে সোম্য! তেজকে জলশুঙ্গের মূল বলিয়া জান। হে সোম্য! সৎ (পরমাত্মা) তেজশুঙ্গের মূল বলিয়া জান। সৎ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রজার মূল। সতের সহিত কেবল অতীতকালের

সম্বন্ধ নয়, বর্ত্তমানেও সৎই সকলের আশ্রয়। ভবিষ্যতেও সৎ লয়ের স্থান।

আভাস। এক্ষণে জলশুঙ্গের দ্বারা সৎই মূল ইহা প্রমাণ করিতেছেন।

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম। তেজ এব তৎপীতং নয়তে। যদ্‌যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি। তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। তস্য ক মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ। সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ। তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে। মনঃ প্রাণে। প্রাণস্তেজসি। তেজঃ পরমাত্মদেবতায়াং। স য এষোঽণিমা। ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং। তৎসত্যং। স আত্মা। তত্ত্বমসি। শ্বেতকেতো।

বিষম পদব্যাখ্যা। প্রয়তঃ—ম্রিয়মাণস্য, মুমূর্ষুর।

অনুবাদ। অনন্তর যখন পুরুষের পিপাসা হয়। তখন তেজ সেই পীতজ লোহিত ও প্রাণরূপে পরিণমিত করে। যেমন গোনেতা গোনায়, অশ্বনেতা অশ্বনায় পুরুষনেতা পুরুষনায় সেইরূপ উদকনেতা (পরিপাচয়িতা) তেজ উদন্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (পীতজল তেজের সহায়তায় রক্তাদিরূপে পরিণত হওয়ায় জলের আবশ্যক হয় বলিয়া এবং প্রকৃতি প্রত্যয় তাদৃশ অর্থ বোঝায় বলিয়া পিপাসার নামও উদন্যা হইয়াছে) হে সোম্য! এই প্রকারে এই দেহ উৎপন্ন। এদেহ মূলরহিত নয়। যদি বল মূল কি? জলই তাহার মূল। জল ও শুঙ্গ, তাহার মূল তেজ জানিও। তেজ ও শুঙ্গ তাহার মূল সৎ জানিও। হে সোম্য! এই সমস্ত জন্য বস্তু সন্মূলক, বর্ত্তমানকালেও সৎ অবলম্বন করিয়া আছে। ভবিষ্যৎ সৎ বস্তুতে বিলীন হইবে।

তেজ, জল ও ক্ষিতি প্রত্যেকে ত্রিবৃৎকৃত (মিলিত) যেরূপে দেহের সম্পাদন হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ব্যুৎক্রমে স্বকারণে কার্য্যের লয় প্রদর্শন করাইয়া দেহ সন্মূল ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন। হে সোম্য! ম্রিয়মাণ পুরুষের বাক্য মনে বিলীন হয়। (তাই মৃত্যুকালে মনের অগ্রে বাগ্‌রোধ হয়) অনন্তর সুষুপ্তিকালের ন্যায় মন প্রাণে বিলীন হয়। (তাই শ্বাসরোধের পূর্ব্বে জ্ঞান নষ্ট হয়) প্রাণ ঊর্দ্ধোচ্ছ্বাসী হইয়া ইন্দ্রিয় সমষ্টির সহিত তেজে বিলীন হয়। (তাই প্রাণ নির্গমের পূর্ব্বে হস্ত পদাদি আকর্ষণ করে। সকলেই দেখিয়াছেন, মরিবার সময় হস্তপদাদি আক্ষেপের পরই শরীর নিস্পন্দ হয়। কিন্তু তখনও তেজ থাকায় গাত্রে উত্তাপ বোধ হয়) চরমে তেজ পরম দেবতায় লীন হয়। যিনি পরম দেবতা তিনিই সৎ—সূক্ষ্মরূপে জগতের কারণ। এই সমস্ত বস্তু সেই আত্মায় আত্মময়। অর্থাৎ তিনি ভিন্ন জগতে সংসারী নাই, তিনি ভিন্ন জগতে আর দ্রষ্টা নাই; তিনি ভিন্ন জগতে আর শ্রোতা নাই তিনি একমাত্র পরমার্থ সত্য। তিনি জীবাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তাই (সৎ) তুমি।

ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

যথা সোম্য! মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা যত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বা প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো

বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো
শকো বা যদ্যদ্ ভবন্তি, তদা ভবন্তি।
এষোঽনিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং
াত্মা। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়
বা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি
াচ।

অনুবাদ শ্বেতকেতু বলিলেন, হে ভগবন্!
র নিকট এ বিষয় পুনর্ব্বার উপদেশ
তে আজ্ঞা হউক্। পিতা আরুণি বলি-
সোম্য! তাহাই হইবে।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। মধুকৃতঃ—ভ্রমরাঃ।
নিস্তিষ্ঠন্তি—সম্পাদয়ন্তি। ৩। সমবহারং—
ত্য। ৪। সম্পদ্য—লীনো ভূত্বা।

অনুবাদ। হে সোম্য! যেমন ভ্রমর নানা-
র নানাবৃক্ষের রসসংগ্রহ করিয়া মধুর
রে পরিণত করে, কিন্তু মধুরূপে পরি-
সেই রস সকল বিবেচনা করিতে পারে
য আমি অমুক বৃক্ষের রস। হে সোম্য!
প্রকার এই সকল প্রজা সুষুপ্তি প্রলয় ও
ালে সৎবস্তুতে (পরমাত্মায়) লীন হইয়া
ত পারে না যে, আমরা সতে লীন হই-
। সেই সকল প্রজাবৃন্দ সৎ সম্পন্ন হইলেও
কর্ম্মজ্ঞানজনিত বাসনার প্রণোদনে তত্তৎ
নিত ফলভোগের উপযুক্ত শরীর ধারণ
তাই তাহারা সুষুপ্তির অনন্তর প্রবুদ্ধা-
প্রলয়ের পর সৃষ্টিদশায় ও মরণের পর
রে ব্যাঘ্র অথবা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা
অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ,
মশক—যা' যা' হইতে পারে, সৎ হইতে
হইয়া তা'ই হয়। যুগসহস্র অতীত
ও সংসারীর পূর্ব্বসঞ্চিত বাসনা অন্তর্হিত
) বাসনা, বলেই পুনঃ শরীর সম্বন্ধ হয়।
ৎ সূক্ষ্মরূপে জগতের কারণ, এই সমস্ত
সেই আত্মায় আত্মময়। তিনি একমাত্র
পরমার্থ সত্য—তিনি আত্মা হে শ্বেতকেতো!
তিনিই তুমি। (সুষুপ্তি অনন্তর লোকে "সৎ
হইতে আসিলাম—" এই বুঝিতে পারে না
কেন? এই সন্দেহে সন্দিগ্ধ হইয়া) শ্বেত-
কেতু বলিলেন, হে ভগবন্! আমার নিকট
এ বিষয় পুনর্ব্বার উপদেশ করুন্। আরুণি
বলিলেন, হে সোম্য! বলিতেছি শ্রবণ কর।

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে
পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যান্তি
সমুদ্র এব ভবন্তি। তা যথা তত্র ন বিদুরিয়-
মহমাস্মীয়মহমস্মীতি। এবমেব খলু সোম্যেমাঃ
সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগত্য ন বিদুঃ সত
আগচ্ছামহ ইতি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো
বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা
দংশো বা মশকো বা সম্পদ্য ভবন্তি, তদা
ভবন্তি। স এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ
সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! ইতি
ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি। তথা
সম্যোতি হোবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। প্রাচ্যঃ—প্রাগঞ্চনাঃ
পূর্ব্ববাহিন্যঃ। ২। প্রতীচ্যঃ—প্রতীচীমঞ্চতীতি
প্রতীচ্যঃ। পশ্চিমবাহিন্যঃ।

অনুবাদ। হে সোম্য! সমুদ্র হইতে নদী
উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের জল মেঘের আকর্ষণে
মেঘ ভাবাপন্ন হয়। অনন্তর পর্ব্বতে তাহার
বর্ষণে নদী হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এই
সকল পূর্ব্ববাহিনী গঙ্গাদি নদী পূর্ব্বদিক্ দিয়া
সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্রের সহিত অভেদা-
বস্থায় অবস্থান করে। আর পশ্চিমবাহিনী সিন্ধু
প্রভৃতি নদী পশ্চিমদিক্ দিয়া গঙ্গাদির সহিত
মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া সমুদ্র হয়।
তথায় যেমন এই আমি গঙ্গা, এই আমি যমুনা
বলিয়া বুঝিতে পারে না। হে সোম্য! এই
প্রকার এই সমস্ত প্রজামণ্ডলী সৎ হইতে

আগত হইয়া বুঝিতে পাবে না যে সৎ হইতে আসিলাম। সতে বিলয়াবস্থাও বুঝিতে পারে না যে আমি অমুক ছিলাম। (যেমন সমুদ্রে বিলীন নদীর জল আবার নদী হয়। সেইরূপ) তাহারা যেমন ছিল, তদ্রূপ ব্যাঘ্র, অথবা সিংহ, অথবা বৃক, অথবা বরাহ, অথবা কীট, অথবা পতঙ্গ, অথবা দংশ, অথবা মশক হয়। সেই সৎ সূক্ষ্মরূপে জগৎ কারণ, এই সমস্ত বস্তু সেই আত্মার আত্মময় তিনিই একমাত্র পরমার্থ সত্য। তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, আমার নিকট পুনর্ব্বার উপদেশ করুন্। আরুণি তাই হবে" বলিয়া বলিতে লাগিলেন।

অস্য সোম্য! মহতো বৃক্ষস্যযো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ, যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ, যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ, স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি। তস্য তদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি, দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি, তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি। সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যত্যেবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ। জীবাপেতং বাচকিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি। স এষোঽনিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি। ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি, তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। অস্য। সোম্য। মহতঃ। বৃক্ষস্য। যঃ। মূলে। অভ্যাহন্যাৎ। জীবন্। স্রবেৎ। যঃ। মধ্যে। অভ্যাহন্যাৎ। জীবন্। স্রবেৎ। যঃ। অগ্রে। অভ্যাহন্যাৎ জীবন্। স্রবেৎ। সঃ। এষঃ। জীবেন। আত্মনা। অনুপ্রভূতঃ। পেপীয়মানঃ। মোদমানঃ। তিষ্ঠন্তি। তস্য। যৎ। একাং। শাখাং। জীবঃ। জহাতি। অথ সা। শুষ্যতি। দ্বিতীয়াং। জহাতি। অথ। সা। শুষ্যতি। তৃতীয়াং জহাতি। অথ। সা। শুষ্যতি। সর্ব্বং। জহাতি সর্ব্বং। শুষ্যতি। এবং। এব। খলু। সোম্য বিদ্ধি। ইতি। হ। উবাচ। জীবাপেতং। বাচ কিল। ইদং। ম্রিয়তে। ন। জীবঃ। ম্রিয়তে ইতি। সঃ। যঃ। এষঃ। অনিমা। এতদাত্ম্যং ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। আত্মা। তৎ ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ভূয়ঃ। এব সা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। তথা সোম্য। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অনুপ্রভূতঃ—ব্যা[illegible] ২। পেপীয়মানঃ—পুনঃ পুনরতিশয়েন পিবতি রসান্ আকর্ষতীতি। ৩। মোদমানঃ[illegible]

অনুবাদ। হে সোম্য! যদি কোন ব্য[illegible] অনেক শাখাদিসংযুক্ত বৃক্ষে পরশুর আ[illegible] করে, সেই সকৃদাঘাতে বৃক্ষ জীবিত থাকি[illegible] রসস্রাব করে। প্রকাণ্ড আঘাত করিলে[illegible] বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব করে, শাখাে[illegible] করিলেও বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া রসস্রাব ক[illegible] (বৃক্ষের জীবন তাদৃশ আঘাতে নষ্ট হয় ন[illegible] কেননা সেই বৃক্ষ জীবাত্মায় অনুব্যাপ্ত। [illegible] স্তরের দ্বারা পার্থিব রস আকর্ষণ ক[illegible] শারীর অভাব দূর করে তাই বৃক্ষ হৃষ্ট পুষ্ট[illegible] অবস্থান করে। এই বৃক্ষ জীব যদি একটী শ[illegible] ত্যাগ করে তবে সেটী শুষ্ক হয়। (কে[illegible] সে শাখা জীব হইতে পৃথগ্‌ভূত) যদি দ্বি[illegible] শাখা ত্যাগ করে তবে তা'ও শুষ্ক হয়। [illegible] তৃতীয় শাখা ত্যাগ করে, তবে তাহাও শুষ্ক [illegible] যদি সকল শাখা ত্যাগ করে তবে সে সকল [illegible] হয়। হে সোম্য! এই প্রকার জীবমাত্রই। শ[illegible] জীববিমুক্ত হইলে মৃত হয়, জীবের মৃত্যু না[illegible] সেই জীব সূক্ষ্মরূপে জগৎ কারণ এই স[illegible] বস্তু সেই আত্মায় আত্মবান্। তিনিই এক[illegible] পরমার্থ সত্য। তিনি আত্মা। হে শ্বেতকে[illegible]

তনিই তুমি। শ্বেতকেতু বলিলেন, পুনর্ব্বার াদেশ করুন্। আরুণি তাই হ'বে বলিয়া লিতে লাগিলেন।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি। ন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসী-ণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি। কিমত্র পশ্যসীতি। ঞ্চন ন ভগব ইতি। তং হোবাচ। যং বৈ ামৈ্যতমনিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ ামৈ্যষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি। ৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্মামিদং ং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা ম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। ন্যগ্রোধফলং। অতঃ। আহর। । ইদং। ভগবঃ। ইতি। ভিন্ধি। ইতি। ঃ। ভগবঃ। ইতি। কিং। অত্র। পশ্যসি। । অণ্ব্যঃ। ইবঃ। ইমাঃ। ধানাঃ। ভগবঃ। । আসাং। অঙ্গ। একাং। ভিন্ধি। ইতি। নাঃ। ভগবঃ। ইতি। কিং। অত্র। পশ্যসি। । কিঞ্চন। ন। ভগব। ইতি। তং। হ। চ। যং। বৈ। সোম্য। এতং। অনিমানং। নিভালয়সে। এতস্য। ইব। সোম্য। এবঃ। ম্নঃ। এবং। মহান্যগ্রোধঃ। তিষ্ঠতি। শ্রদ্ধৎ সোম্য। ইতি। সঃ। যঃ। এষঃ। অণিমা। দাত্মং। ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। া। তৎ। ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ঃ। এব। মা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। । সোম্যে। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ। বঃ—ভগবন্। ২। ধানাঃ—বীজানি। অণিমা—অত্যন্ত অণু, অতি সূক্ষ্ম। তিষ্ঠতি—উত্তিষ্ঠতি, উৎপন্নঃ সন্ আস্তে র্থঃ।

অনুবাদ। আরুণি বলিলেন,—একটী বটের ফল আনয়ন কর।

শ্বেতকেতু—হে ভগবন্! এই আনিলাম।

আরুণি—ফলটী ভঙ্গ কর।

শ্বেতকেতু—ভগবন্! ভঙ্গ করিলাম।

আরুণি—ইহাতে কি দেখিতে পাইতেছ?

শ্বেতকেতু—ভগবন্! সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজের মত।

আরুণি—ইহার মধ্যে একটী ভঙ্গ কর।

শ্বেতকেতু—ভগবন্! ভঙ্গ করিলাম।

আরুণি—এই ভগ্নবীজে কি দেখিতেছ?

শ্বেতকেতু—ভগবন্! কিছুই নয়।

আরুণি। হে সোম্য! তুমি বটবীজের যে অণিমা দেখিতে পাইতেছ না; এই (নামরূপ-বর্জ্জিত অদৃশ্যমান বীজভূত) অণিমা হইতে (শাখাস্কন্ধ ফলপলাশ-সম্পন্ন) বিশাল বটবৃক্ষ সমুৎপন্ন হয়। হে সোম্য! আমার কথা সত্য বলিয়া শ্রদ্ধা কর। সেইরূপ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম বস্তু (পরমাত্মা) তাহাহইতে এই নাম রূপবান্ বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তাই সেই আত্মায় জগৎ আত্মময়। তিনি পরমার্থ সত্য বস্তু। তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু—হে ভগবন্! পুনর্ব্বার আমার নিকট এই বিষয় উপদেশ করিতে আজ্ঞা হইবে।

আরুণি—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাঙ্গ। অস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি অন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণ-মিত্যভিপ্রাশ্যৈনদথমোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার। তচ্ছশ্বৎ সম্বর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব-কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। লবণং। এতৎ। উদকে। অবাধায়। অথ। মা। প্রাতঃ। উপসীদথাঃ। ইতি। সঃ। হ। তথা। চকার। তং। হ। উবাচ। যৎ। দোষা। লবণং। উদকে। অবাধাঃ। অঙ্গ। তৎ। ইতি। তৎ। হ। অবমৃশ্য। ন। বিবেদ। যথা। বিলীনং। এব। অঙ্গ। অস্য। অন্তাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। মধ্যাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। অন্তাৎ। আচাম। ইতি। কথং। ইতি। লবণং। ইতি। অভিপ্রাস্য। এনৎ। অথঃ। মা। উপসীদথাঃ। ইতি। তৎ। হ। তথা। চকার। তৎ। শশ্বৎ। সংবর্ত্ততে। তং। হ। উবাচ। বাব। কিল। ইতি। সঃ। যঃ। এষং। অণিমা। ঐত্যদাত্মং। ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সং। আত্মা। তৎ। ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। ভূয়। এব। মা। ভগবান্। বিজ্ঞাপয়তু। ইতি। তথা সোম্য। ইতি। হ। উবাচ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অবধায় স্থাপয়িত্বা। মা—মাং। ২। দোষা—রাত্রৌ। ৩। অভিপ্রাস্য—পরিত্যজ্য। ৪। অঙ্গ—সম্বোধনসূচক অব্যয়। ৫। বাবকিল—আচার্য্যোপদেশ স্মরণ-সূচক অব্যয়।

অনুবাদ। আরুণি—জলে একখণ্ড লবণ রাখিয়া প্রভাতে আমার নিকট আসিও।

শ্বেতকেতু পিতার আজ্ঞাপালন করিতে উপস্থিত হইলেন।

আরুণি—রাত্রিতে যে লবণ জলে রাখিয়াছ, তাহা লইয়া এস। শ্বেতকেতু জল দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন না যে ইহাতে লবণ আছে।

আরুণি—লবণ জলে বিলীন হইয়াছে, উপর হইতে একটু জল লইয়া আচমন করিয়া দেখ কিরূপ তার ?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ (লোনতা)।

আরুণি—মধ্য হইতে জল লইয়া আচমন করিয়া দেখ, কিরূপ তার ?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ।

আরুণি—তলা হইতে জল লইয়া আচমন করিয়া দেখ, কিরূপ তার ?

শ্বেতকেতু—(আচমনান্তে) লবণ।

আরুণি—উহা পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট এস। শ্বেতকেতু পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলেন।

আরুণি—হে সোম্য! যেমন তুমি জলে লবণ দেখিতে পাইতেছ না, অথচ এই জলে সেই লবণ আছে। প্রকারান্তরে উপলব্ধি করিতে হইতেছে। সেইরূপ সৎ দেখিতে পাইতেছ না, তিনি নিরন্তরই এখানে আছেন তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই জীবাত্মা। হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু—পুনর্ব্বার আমার নিকট উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

আরুণি—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্‌বোদঙ্‌বাধরাঙ্‌বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ। তস্য যথাভিবন্ধনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্‌গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতোমেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা

ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ন্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। যথা। সোম্য। পুরুষং। গন্ধারেভ্যঃ। অভিনদ্ধাক্ষং। আনীয়। তং। ততঃ। অতিজনে। বিসৃজেৎ। সঃ। যথা। তত্র। প্রাঙ্। বা। উদঙ্। বা। অধরাঙ্। বা। প্রধ্মায়ীত। অভিনদ্ধাক্ষঃ। আনীতঃ। অভিনদ্ধাক্ষঃ। বিসৃষ্টঃ। তস্য। যথাভিবন্ধনং। প্রমুচ্য। প্রব্রূয়াৎ। এতাং। দিশং। গন্ধারাঃ। এতাং। দিশং। ব্রজ। ইতি। সঃ। গ্রামাৎ। গ্রামং। পৃচ্ছন্। পণ্ডিতঃ। মেধাবী। গন্ধরান্। এব। উপসম্পদ্যেত। এবং। এব। ইহ। আচার্য্যবান্। পুরুষঃ। বেদ। তস্য। তাবৎ। এব। চিরং। যাবৎ। ন। বিমোক্ষ্যে। অথ সম্পৎস্যতে। ইতি। শেষং প্রাগ্বৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। গন্ধারেভ্যঃ জনপদবিশেষেভ্যঃ। ২। অভিনদ্ধাক্ষং—বদ্ধচক্ষুষং। ৩। অতিজনে—বিজনে। ৪। সঃ—দিগ্‌ভ্রান্তো জনঃ। ৫। প্রাক্—প্রাঙ্মুখঃ। ৬। উদঙ্—উত্তর মুখঃ। ৭। অধরাঙ্—পশ্চিমমুখঃ। ৮। পণ্ডিতঃ—উপদেশবান্। ৯। মেধাবী—গুরূপদেশস্মরণ সমর্থঃ।

অনুবাদ। হে সোম্য! যদি কোন তস্কর গন্ধার নামক জনপদ হইতে কোন গন্ধারবাসীকে চক্ষুর্দ্বয়বন্ধন করত আনয়ন করিয়া (সর্ব্বস্বাপহরণপূর্ব্বক) বিজনবনে পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহাহইলে দিগ্‌ভ্রান্ত সেই বদ্ধচক্ষু কখন বা পূর্ব্বমুখ হইয়া কখন বা উত্তর মুখ হইয়া, কখন বা পশ্চিমমুখ হইয়া (হে বনবাসিগণ! তস্করেরা চক্ষুবন্ধনপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বিজনবনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আপনারা দয়াপূর্ব্বক বন্ধনমোচন করিয়া পথ দেখাইয়া দেন বলিয়া) চীৎকার করে। (সেই চীৎকার শুনিয়া) কোন কারুণিক ব্যক্তি বন্ধনমোচন করিয়া "এই দিকে গান্ধার দেশ, এই দিকে (অমুক অমুক) পথ দিয়া) যাও, এই কথা বলেন। যদি গান্ধারবাসী তাঁহার উপদেশ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে সে মুক্তচক্ষু হইয়া এ গ্রাম হইতে ও গ্রামে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গন্তব্যস্থানে গমন করিতে পারে। সেইরূপ মেধাবী মুমুক্ষু আচার্য্যের উপদেশে পণ্ডিত হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়া নির্বৃত হয়। (অর্থাৎ যদি সে মূঢ়মতি ও দেশান্তর দর্শন পিপাসু না হয়, তবে সেই বদ্ধচক্ষু তস্করানীত ব্যক্তি ভ্রান্তভাবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্যাঘ্র তস্কর প্রভৃতি অনর্থ পরম্পরায় ভয়ঙ্কর অরণ্যে দুঃখিতান্তঃকরণে করুণ রবে কে আছ, আমাকে রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করে। যদি সেই দুঃখে দয়ার্দ্র হইয়া কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার (গান্ধারবাসীর) বন্ধনমোচনপূর্ব্বক গন্তব্যপথ এবং পথিসুলভ বিপদের উপায় উপদেশ করিয়া বিদায় দেন। তাহাহইলে উপদিষ্ট ব্যক্তি যদি উপদেশানুরূপ কার্য্য করে, তবে সে যেমন স্বদেশপ্রাপ্ত হইয়া নির্বৃতি লাভ করে সেইরূপ পুণ্যাপুণ্য তস্করগণ স্বদেশভূত পরমাত্মার সমীপ হইতে আননয়নপূর্ব্বক মোহপট বদ্ধচক্ষু করিয়া পাঞ্চভৌতিক বাত-পিত্ত-কফ রুধির-মেদমাংসাস্থি-মজ্জা-শুক্র-কৃমি-মূত্র পুরীষময় শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বদুঃখের আধার এই দেহারণ্যে প্রবেশ করায়। অনন্তর প্রাণিগণ বিষয়তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এইরূপ আক্রোশ করে,—হায়! আমি এত বড় লোকের পুত্র, ইহারা আমার সম্পদে বান্ধব ছিল, একদিন আমি সুখী ছিলাম, এক্ষণে ঘোর নারকী, আমি অতি মূঢ় অপণ্ডিত অধার্ম্মিক, বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, তথাপি চৈতন্যের উদয় হইল না, পরিণামের কিছুই করিলাম না, হা হতোস্মি, এক্ষণে আমি কি করি

আমার নিস্তারের উপায় কি? ইত্যাদি। যদি তাহার পুণ্যবলে ব্রহ্মবিৎ গুরু তাহার কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং "হে বৎস! তুমি এই প্রকারে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান্ কর। ইত্যাদি গুরুগম্য উপদেশ দিয়া তাহার মোহপট অপনোদন করেন তবে সেই সাধক গন্ধারদেশবাসীর ন্যায় স্বধাম ব্রহ্মধামে গিয়া শান্তিলাভ করে। অতএব গুরু সহায় না হইলে পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ না করিলে পরমাত্মা লাভ হয় না।) পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনি একমাত্র সত্যস্বরূপ। তিনিই জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন, পুনর্ব্বার আমার নিকট উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

আরুণি—হে সোম্য! তাই হবে।

মন্তব্য। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ—ইহার তাৎপর্য্য পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ভোগের জন্য দেহ হইয়া থাকে। সে ভোগ এ দেহেও হয় এবং পারলৌকিক বা জন্মান্তরীণ ভোগ দেহেও হয়। ভোগ সমাপ্ত হইলে মুক্তি। আমরা এমনি মূঢ়,—এক কর্ম্মের ফলভোগ করিতে না করিতে অন্য ফলভোগের বীজ পুণ্যাপুণ্য সঞ্চিত করি। তা'ই জন্মজন্মান্তরেও আমাদের ফলভোগ সমাপ্ত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মক্ষীণ হয়, বস্তু গত্যা ভোগও করিতে হয় না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন" ইতি। কিন্তু যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, জ্ঞানাগ্নি তাহা দগ্ধ করিতে পারে না, জ্ঞানারব্ধ ফল কর্ম্মই ভোগের পূর্ব্বে দগ্ধ হইয়া থাকে। যতক্ষণ ধন্বীর তীর ধনুকে থাকে, ততক্ষণ লক্ষ্যবেধে ও অবেধে তাহার কামচার; কিন্তু লক্ষ্যবেধের কার্য্য আরব্ধ হইলে অর্থাৎ বাণ ধনু হইতে চ্যুত হইলে অনভিপ্রেত লক্ষ্যবেধও সম্পন্ন হয়। সেইরূপ আরব্ধ ফল জ্ঞানী ও অনভিপ্রেত হইলেও, সে ফল অনিবার্য্য। অনারব্ধ ফলে তাঁহার কামচার আছে, যখন শরীর হইয়াছে, তখন শরীরজনক কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে ভোগে সে শরীর ক্ষয় ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তাই শ্রুতি বলেন, "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্য।"

পুরুষং সোমোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপা-সতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি অথ যদাস্য বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণ-স্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি। স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ।

পদবিভাগ। পুরুষং। সোম্য। উপতাপিনং। জ্ঞাতয়ঃ। পর্য্যুপাসতে। জানাসি। মাং। জানাসি। মাং। ইতি। তস্য। যাবৎ। ন। বাক্। মনসি। মনঃ। প্রাণে। প্রাণঃ। তেজসি। তেজঃ। পরস্যাং। দেবতায়াং। তাবৎ। জানাতি। অথ। যদা। অস্য। বাক্। মনসি। মনঃ। প্রাণে। প্রাণঃ। তেজসি। তেজঃ। পরস্যাং। দেবতায়াং। অথ। ন। জানাতি। শেষং প্রাগ্বৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উপতাপিনং—জ্বর-যুক্তং। ২। পরস্যাং দেবতায়াং পরমাত্মনি।

অনুবাদ। হে সোম্য! জ্ঞাতিবর্গ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেষ্টন করিয়া বলিয়া থাকে—আমাকে চিনিতে পার, আমাকে চিনিতে পার? যাবৎ তাহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে ও

তেজ পরমাত্মায় লীন না হয়, তাবৎ মুমূর্ষু চিনিতে পারে, কিন্তু যখন ইহার বাক্য মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরমাত্মায় বিলীন হয়, তখন আর কিছুই বুঝিতে পারে না। (বিলয়ের স্থান) সেই পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। তাঁহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি।

শ্বেতকেতু বলিলেন—আমাকে পুনর্ব্বার উপদেশ করিতে আজ্ঞা হউক্।

আরুণি বলিলেন—হে সোম্য! তা'ই হ'বে।

আভাস। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মরণক্রম সমান; বিশেষ এই—জ্ঞানী সংসারী পুনরাবর্ত্তন করেন না, অজ্ঞানী করেন। ইহার কারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মান-মন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে। অথ যদি তস্যাকর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানন্তর্দ্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতি গৃহ্ণাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে। স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি।

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎসু ষষ্ঠঃ প্রপাঠকঃ॥

পদবিভাগ। পুরুষং। সোম্য। উত। হস্তগৃহীতং। আনয়ন্তি। অপহার্ষীৎ। স্তেয়ং। অকার্ষীৎ। পরশুং। অস্মৈ। তপত। ইতি। সঃ। যদি। তস্য। কর্ত্তা। ভবতি। তত। এব। অনৃতং। আত্মানাং। কুরুতে। সঃ অনৃতাভিসন্ধঃ। অনৃতেন। আত্মানং। অন্তর্দ্ধায়। পরশুং। তপ্তঃ। প্রতিগৃহ্ণাতি। সঃ। দহ্যতে। অথ। হন্যতে। অথ। যদি। তস্য। অকর্ত্তা। ভবতি। তত। এব। সত্যং। আত্মানং। কুরুতে। সঃ। সত্যাভিসন্ধঃ। সত্যেন। আত্মানং। অন্তর্দ্ধায়। পরশুং। তপ্তং। প্রতিগৃহ্ণাতি। সঃ। ন। দহ্যতে। অথ। মুচ্যতে। সঃ। যথা। তত্র। ন। অদাহ্যেত। ঐতদাত্ম্য। ইদং। সর্ব্বং। তৎ। সত্যং। সঃ। আত্মা। তৎ। ত্বং। অসি। শ্বেতকেতো। ইতি। তৎ। হ। অস্য। বিজজ্ঞৌ। ইতি। বিজজ্ঞৌ। ইতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—অনৃতাভিসন্ধঃ—মিথ্যায় অভিসন্ধা (অভিসন্ধিঃ) যাহার।

অনুবাদ। রাজপুরুষেরা (চৌর্য্যাপবাদে অভিযুক্ত) পুরুষকে হাতে হাতকোড়ি দিয়া (বিচারার্থ রাজদরবারে) আনয়ন করে এবং বলে, এ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, অর্থাৎ চুরি করিয়াছে। যদি চোর চুরি অস্বীকার করে এবং বিশিষ্ট প্রমাণ যদি না পাওয়া যায়, তখন অগত্যা বিচারক বলেন তপ্ত পরশু ইহার হস্তে দাও, (যদি চুরি করিয়া থাকে) তবে দগ্ধ হইবে) সেই ব্যক্তি যদি প্রকৃত চোর হয়, অথচ চুরি অপলাপ করে, তবে সেই মিথ্যা ব্যবহারকারী মোহবশতঃ মিথ্যাদ্বারা আত্মাকে (আপনাকে) আবৃত করিয়া তপ্তপরশু প্রতিগ্রহ করে, দগ্ধ হয়, অবশেষে পঞ্চত্ব লাভ করে। আর যদি বস্তুতঃ চোর না হয়, আপনাকে সত্যপথে রাখে, সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি সত্যে আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া যদি পরশু গ্রহণ করে, তবে সে দগ্ধ হয় না, প্রত্যুত চৌর্য্যাপবাদ হইতে মুক্ত হয়। সে (সত্যাভিসন্ধ) যেমন তাহাতে সত্যব্যবস্থিত হস্তহেতু দগ্ধ হয় না। (সেইরূপ ব্রহ্মসত্যাভিসন্ধ ও বিকার সত্যাভিসন্ধের মরণকালে পরমাত্মলাভ সমান হইলেও ব্রহ্মসত্যাভিসন্ধ জন্মান্তরাভাববশতঃ সংসারক্লেশে দগ্ধ হয় না, বিকারসত্যাভি-

সন্ধ, প্রতিজন্মে সংসার স্থলভক্লেশে দগ্ধ হয়। আত্মাভিসন্ধি-কৃত মুক্তি, আত্মানভিসন্ধিকৃত বন্ধন। সেই পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম। তাহার দ্বারা জগৎ আত্মময়। তিনিই একমাত্র সত্য। তিনি জীবাত্মা, হে শ্বেতকেতো! তিনিই তুমি। শ্বেতকেতু পিতৃবাক্যের তাৎপর্য্য বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মন্তব্য। সত্যযুগে রাজগণ ঠিক্ বিচার করিতেন। সাক্ষীরাও প্রায় মিথ্যা বলিত না। যদি বিচারক বাহ্যপ্রমাণে সন্দিহান হইতেন, অগত্যা অগ্নি পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যোগশক্তির ক্ষয়ের আশঙ্কায় সহসা অগ্নি পরীক্ষা করিতে চাহিতেন না। সীতাদেবী অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালের রাজাগণ ধার্ম্মিক ন্যায়পর ও বাক্‌সিদ্ধ যোগী ছিলেন; তাঁহাদের বাক্যবলে সত্যের নিকট অগ্নির এহেন দাহিকাশক্তি অন্তর্হিত হইত। তাই তাঁহাদের কথামত চোরের হাত দগ্ধ হইত, সাধুর হস্ত অক্ষত থাকিত। এখনও অনেকে যোগী আছেন, তাঁহাদের বাক্যে অঘটন ঘটে। ফলতঃ অগ্নি পরীক্ষা পরম যোগী রাজর্ষিগণের যোগবিভূতি।

ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

ঋগ্বেদ—

বরুণস্তোত্র ৫ম মণ্ডল ৮৫ সূক্ত।

অত্রিঃ। ত্রিষ্টুপ। বরুণ।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চ্চাগভীরং ব্রহ্মপ্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়। বিয়োজঘান শমিতেব চর্ম্মোপস্তিরে পৃথিবীং সূর্য্যায় ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। প্র। সম্রাজে। বৃহৎ। অর্চ। গভীরম্। ব্রহ্ম। প্রিয়ং। বরুণায়। শ্রুতায়। বি। যঃ। জঘান। শমিতা। ইব। চর্ম্ম। উপ স্তিরে। পৃথিবীম্। সূর্য্যায়।

ব্যাখ্যা। অত্রি ঋষি অপনাকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে অত্রে। ত্বং সম্রাজে—সম্যগ্রাজমানায়। ঈশ্বরায়—সম্যক্ দীপ্তিশালী ঈশ্বর। শ্রুতায়—সর্ব্বত্র শ্রূয়মানায়—প্রসিদ্ধ। বরুণায়—বৃণোতি সর্ব্বং যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থকে আবৃত করিয়া আছেন তাঁহাকে। গভীরং—গভীর। প্রিয়ং—প্রিয়। বৃহৎ—বৃহৎ। ব্রহ্ম—স্তোত্রং। প্র-অর্চ্চ—প্রোচ্চারয়। উচ্চারণ কর। যো বরুণঃ—যে বরুণ। শমিতেব—পশুহন্তার ন্যায়। চর্ম্মঃ—চর্ম্ম। পৃথিবীং বিস্তীর্ণমন্তরিক্ষং—বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ। সূর্য্যায়—সূর্য্যস্য উপস্থিরে—আস্তরণায় বিজঘান বিস্তারয়ামাস—আস্তরণের জন্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। হে অত্রি! তুমি, সুপ্রসিদ্ধ ও সম্যক্ দীপ্তিশালী বরুণ অর্থাৎ—পরমেশ্বরের প্রিয়, বৃহৎ ও গভীর স্তোত্র উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ নিহত পশুর চর্ম্ম বিস্তৃত করে, তিনি সূর্য্যের আস্তরণার্থ সেইরূপ অন্তরিক্ষকে বিস্তৃত করিয়াছেন।

বনেষু ব্যন্তরিক্ষং ততান বাজমর্ব্বৎসু পয়ঃ উস্রিয়াসু। হৃৎসু ক্রতুং বরুণো অপ্স্বগ্নিং দিবিসূর্য্যমদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। বনেষু। বি। অন্তরিক্ষং। ততান। বাজম্। অর্ব্বৎসু। পয়ঃ। উস্রিয়াসু।

ৎসু। ক্রতুম্। বরুণঃ। অপ্সু। অগ্নিম্। দিবি। সূর্য্যম্। অদধাৎ। সোমম্। অদ্রৌ।

ব্যাখ্যা। অয়ং বরুণঃ—এই বরুণ। বনেষু—বৃক্ষাদির উপরিভাগে। অন্তরিক্ষং ততান—অন্তরিক্ষ বিস্তারিত করিয়াছেন। বাজম্—বল। অর্ব্বৎসু—অশ্বদিগকে। পয়ঃ—দুগ্ধ। উস্রিয়াসু—গোষু। হৃৎসু—হৃদয়ে। ক্রতুং—কর্ম্মসঙ্কল্পং—সঙ্কল্প। অপ্সু—জলে। অগ্নিং—বৈদ্যুতং—বাড়বানল। দিবি—অন্তরিক্ষে। সূর্য্যম্—সূর্য্য। অদধাৎ—স্থাপন করিয়াছেন। সোমম্—সোমলতা। অদ্রৌ—পর্ব্বতে।

বঙ্গার্থ। এই বরুণ বৃক্ষের উপরিভাগে অন্তরিক্ষে বিস্তারিত করিয়াছেন, অশ্বকে বল, গাভিকে দুগ্ধ, হৃদয়ে সঙ্কল্প, জলে বাড়বানল দিয়াছেন। তিনি আকাশে সূর্য্য ও পর্ব্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ্জ রোদসী অন্তরিক্ষং। তেন বিশ্বভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যুনত্তি ভূম॥ ৩॥

পদপাঠঃ। নীচীনবারং। বরুণঃ। কবন্ধং। সসর্জ্জ। রোদসী। অন্তরিক্ষং। তেন। বিশ্বস্য। ভুবনস্য। রাজা। যবং। ন। বৃষ্টিঃ। বি। উনত্তি। ভূম।

ব্যাখ্যা। নীচীনবারং—অধোমুখছিদ্র। বরুণঃ—বরুণ। কবন্ধং—মেঘ। প্রসসর্জ্জ—করিয়াছেন। রোদসী—স্বর্গ ও পৃথিবী। অন্তরিক্ষং—অন্তরিক্ষ। অর্থাৎ লোকত্রয়ের হিতের জন্য। তেন জলের দ্বারা বিশ্বস্য—ভুবনস্য রাজা। বিশ্বভুবনের রাজা। যবং ন—যবমিব যবের ন্যায়। ব্যুনত্তিসিক্ত করেন। ভূম—ভূমিং, ভূমি।

বঙ্গার্থ। অখিল ভুবনের অধিপতি বরুণ স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষের হিতার্থে মেঘে নিম্নভাগে ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন। বৃষ্টি যেরূপ যবসিক্ত করে, তিনি তদ্রূপ সমগ্র ভূমিকে সিক্ত করেন।

উনত্তিভূমিং পৃথিবীমুত দ্যাং যদা দুগ্ধং বরুণো বষ্ট্যাদিৎ। সমভ্রেণ বসত পর্ব্বতাসস্তবিষীয়ন্তঃ শ্রথয়ন্তঃ বীরাঃ॥ ৪॥

পদপাঠঃ। উনত্তি। ভূমিং। পৃথিবীম্। উৎ। দ্যাং। যদা। দুগ্ধম্। বরুণঃ। বষ্টি। আৎ। ইৎ। সম্। অভ্রেণ। বসত। পর্ব্বতাসঃ। তবিষীয়ন্তং। শ্রথয়ন্তঃ। বীরাঃ।

ব্যাখ্যা। বরুণঃ—বরুণ। ভূমিং—পৃথিবী। পৃথিবীং—অন্তরিক্ষ। দ্যাং—দ্যুলোক। উনত্তি—আর্দ্র করেন। যদা—যখন। দুগ্ধং—উদকম্, জল। বষ্টি—কামনা করে। আদিৎ—অনন্তর। পর্ব্বতাসঃ—পর্ব্বতসমূহ। অভ্রেণ—মেঘের দ্বারা। সংবসন্ত—আবৃত করে। বিষীযন্তঃ—বলমিচ্ছন্তঃ, বল ইচ্ছা করিয়া। বীরা বিশেষেণ বৃষ্টিঃ প্রেরয়িতারো—বিশেষরূপ বৃষ্টি প্রেরণকারী মরুতঃ—মরুৎগণ। শ্রথয়ন্ত—মেঘ শিথিল করে।

বঙ্গানুবাদ। বরুণ যখন বৃষ্টি কামনা করেন, অর্থাৎ ওষধিবর্গ বৃদ্ধি হউক, এই ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং স্বর্গলোক আর্দ্র করেন। অনন্তর পর্ব্বত সকল মেঘের দ্বারা আবৃত হয় এবং বৃষ্টিপ্রদানকারী মরুৎগণ মেঘবৃন্দকে শিথিল করিয়া দেয়।

ইমামূষ্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্রবোচম। মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে বিয়োমমে পৃথিবীং সূর্য্যেণ॥ ৫॥

পদপাঠ। ইমাং। উ। সু। আসুরস্য। শ্রুতস্য। মহীম্। মায়াম্। বরুণস্য। প্র। বোচম্। মানেন। ইব। তস্থিবান্। অন্তরিক্ষে। বি। যঃ। মমে। পৃথিবীম্। সূর্য্যেণ।

ব্যাখ্যা। অসুরস্য—অসুর সম্বন্ধিনঃ—শরীরে বসতি ইত্যেসুঃ প্রাণঃ—প্রাণবানের। শ্রুতস্য—প্রসিদ্ধের। মহীম—মহতী। ইমাং মায়াম—এই প্রজ্ঞা। প্রবোচম্—ঘোষণা করিতেছি। যো বরুণ অন্তরিক্ষে তস্থিবান—যে বরুণ অন্তরিক্ষে

থাকিয়া মানেনেব—মানদণ্ডের ন্যায়। সূর্য্যেন সূর্য্যের দ্বারা। পৃথিবীং—অন্তরিক্ষ। বিমমে—পরিমাণ করিয়াছেন।

বঙ্গার্থ। আমি প্রসিদ্ধ প্রাণবান বরুণের এই মহতী প্রজ্ঞা ঘোষণা করিতেছি যে তিনি অন্তরিক্ষে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের দ্বারা মানদণ্ডের ন্যায় অন্তরিক্ষের পরিমাণ করিয়াছেন।

ইমামূনুকবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ। একং যদুদ্না ন পৃণন্ত্যেণীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রং॥ ৬॥

পদপাঠঃ। ইমাম্। উ। নু। কবিতম্। অস্য। মায়াং। মহীং। দেবস্য। নকিঃ। আ। দধর্ষ। একম্। যৎ। উদ্না। ন। পৃণন্তি। এনীঃ। আসিঞ্চন্তীঃ। অবনয়ঃ। সমুদ্রম্।

ব্যাখ্যা। কবিতমস্য—প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞস্য—প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্নের। দেবস্য—দ্যোতমানস্য জ্যোতির্ম্ময় মহতীং মায়াং মহতী প্রজ্ঞা। নকি কেহই না। আদধর্ষ—খণ্ডন করা। উনু—পাদপুরণে। যৎ—যেহেতু। একং সমুদ্রম—এক সমুদ্র। এনীঃ—এন্যঃ শুভ্রাঃ—শুভ্র। আসিঞ্চন্তীঃ—বারীমোক্ষণকারী। অবনয়ঃ—নদী। উদ্না—জলের দ্বারা। ন পৃণন্তি—ন পূরয়ন্তি—পূরণ করিতে পারে না।

বঙ্গার্থ। প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় বরুণদেবের সুমহতী প্রজ্ঞা কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। বরুণের সেই প্রজ্ঞাবশতঃ বারি মোক্ষণকারী নদীসমুহ একমাত্র সমুদ্রকেও পূরণ করিতে পারে না।

অর্য্যম্যং বরুণমিত্রং বা সখায়ং বা সদমিদ্ ভ্রাতরং বা। বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎ সীমাগশ্চ কৃমা শিশ্রথস্তৎ॥ ৭॥

পদপাঠঃ। অর্য্যম্যং। বরুণ। মিত্রং। বা। সখায়ং। বা। সদম্। ইত্। ভ্রাতরম্। বা। বেশম্। বা। নিত্যম্। বরুণ। অরণম্। বা। যৎ। সীম। আগঃ। চকৃম। শিশ্রথঃ। তৎ।

ব্যাখ্যা। অর্য্যম্যং—দাতা বা গুরু। অর্য্যম স্বার্থে যৎ প্রত্যয। বরুণ—হে বরুণ! মিত্র্যং—মিত্র। সখায়ং—সখা। সদম্ ইত্—সর্ব্বদাই। ভ্রাতরং—ভ্রাতা। বেশং—প্রতিবেশী। নিত্যং—নিরন্তর। অরণং—অশব্দ, মূক। আগঃ—অপরাধ। চকৃম—করিয়া থাকি শিশ্রথঃ তৎ—তাহা নষ্ট কর।

বঙ্গার্থ। হে বরুণ! আমরা গুরু, মিত্র সখা, ভ্রাতা, প্রাতিবেশী বা মূকের নিকট যা অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহ নষ্ট কর।

কিতবাসো যদ্রিরিপুর্ন দীবি যদ্বা ঘ সত্য মুতযং ন বিদ্ম। সর্ব্বতাবিষ্য শিথিরেব দেবাথ তে স্যামবরুণপ্রিয়াসঃ॥ ৮॥

পদপাঠঃ। কিতবাসঃ। যৎ। রি। রিপুঃ। ন দীবি। যৎ। বা। ঘ। সত্যম্। উৎ। যৎ। ন বিদ্ম। সর্ব্বা। তা। বি। স্য। শিথিরা। ইব দেব। অথ। তে। স্যাম। বরুণ। প্রিয়াসঃ।

ব্যাখ্যা। কিতবাসঃ—কিতবাদ্যুত কৃত কিন্তবাস্তি সর্ব্বং ময়া জিতমিতি বদতী কিতবঃ—তোমার আর কি আছে আমি সকল জয় করিয়াছি এইরূপ বলে যে—পাশক্রীড়ক শিথিরা—শিথিল। বিষ্য—মোচন কর।

বঙ্গানুবাদ। হে বরুণ! দ্যুতক্রীড়ার পাশ ক্রীড়কের ন্যায় যদি আমরা স্বজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কিছু করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদায় হইতে শিথিল বন্ধনের ন্যায় মুক্ত কর, তাহাহইলে আমরা তোমার প্রিয় হইবে।

আমিত্বের প্রসার।

সংসারের গণ্ডগোল কি লইয়া? চীন, জাপানে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, উহার প্রকৃত কারণ কি? চীন মনে করে, জাপান আমা হইতে স্বতন্ত্র, জাপান মনে করে চীন আমা হইতে স্বতন্ত্র। জাপান যদি চীনকে জাপান জ্ঞান করিতে পারিত, চীন যদি জাপানকে চীন জ্ঞান করিতে পারিত, তাহাহইলে কি এত নর-রক্তপাত হইত? কখনই না। যদি আমি "তোমাকে" "আমি" জ্ঞান করিতে পারিতাম, তাহাহইলে আমি কি তোমাকে ঘৃণা করিতে পারিতাম? কখনই না। "তোমাকে" "আমা" হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি বলিয়াই আমি তোমাকে ভালবাসি না। আমিত্বের সঙ্কোচই অশান্তির কারণ, উহার প্রসারই সুখশান্তির মূল। প্রতিবেশী ধনবান হইলেন, আমি দরিদ্র রহিয়া গেলাম; মনে দ্বেষ জন্মিল, কেননা, প্রতিবেশীর সম্পদ আমি আত্ম সম্পদ জ্ঞান করি না। প্রতিবেশীকে আমি আমা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি বলিয়াই, তাহার সুখ, দুঃখ, আমার সুখ, দুঃখ হয় না। ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষে অনেক লোক দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিল, কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদিল না। কোথাকার ফরিদপুরের লোক? আমার সহিত সম্বন্ধ কি? আমি স্বতন্ত্র, আমার হৃদয়ে তাহাদের কষ্ট প্রতিভাত হইল না। আমি আমাকে ভাল বাসি, জগতে আমি ছাড়া আর কিছুই আমাকে প্রীতি দিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, আমিত্বের ধ্বংস কর, তবেই শান্তি। কথাটা ফিরাইয়া বলিলে বলা যায়, আমিত্বের প্রসার কর, তবেই শান্তি। আমিত্বের ধ্বংস হইলে, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ থাকিল না, আমিত্বের প্রসার হইলেও, তাহাই হইল। আমিত্বের ধ্বংস এবং আমিত্বের প্রসার একই কথা। শাস্ত্র বলেন, সর্ব্বভূতে যিনি আত্মা দৃষ্টি করেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূতে দৃষ্টি করেন, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ আমাতে, তোমাতে এবং অন্যেতে কোন প্রভেদ নাই, অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ ভেদ দর্শন করিয়া থাকি। উচ্চ দার্শনিক মীমাংসা, যাহার বিবরণ ক্রমশঃ দেওয়া যাইবে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া যদি স্থূল দৃষ্টিতেও দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে দেখিবে যে তোমার এবং আমার জীবন এত সংসৃষ্ট যে যে পর্য্যন্ত তুমি আমাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার সুখের আসা দুরাশা। তুমি বড় মানুষ, তোমার কলেরা হইল, ডাক্তার আনিলে ব্যারাম আরোগ্য হইল। আমি গরিব, ব্যারাম হইল, ডাক্তার আসিল না, কলেরা রোগে মরিলাম, কেহই খবর লইল না। আমার মৃত-দেহে কলেরা বিষ চারিদিক ব্যাপ্ত করিল, তুমি আমাকে এড়াইলে বটে, কিন্তু দূষিত বায়ু এড়াইতে পারিলে না, কলেরা তোমাকে এবং গ্রামস্থ তাবৎ লোককে আক্রমণ করিল, গ্রাম ছারখার গেল। আমাকে আত্মীয় জ্ঞান করিয়া চিকিৎসা করিলে, ইহা হইত না। তুমি নিজে সুস্থ থাকিবার উপায় করিলে সুস্থ থাকিতে পারিবে না, আমাকেও সুস্থ রাখা চাই। তোমার আমিত্বের বিস্তার কর, তাহা হইলেই সুখে থাকিতে পারিবা। যাহা প্রতিবেশীদিগের মধ্যে হইয়া থাকে, তাহা গ্রাম দেশ, মহাদেশের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। ইয়ুরোপ বা আমেরিকা বা আসিয়া খণ্ডে অদ্য একটী নূতন ব্যারাম

আবির্ভাব হইলে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, দেখিবা উহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং শান্তিকাম ব্যক্তির সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি চাই। কেবল নিজের দিকে চাইলে হইবে না, পরের দিকে দৃষ্টিপাত করা চাই। ইহাকে আমিত্বের বিস্তার বলে, ইহাকে পাশ্চাত্য বৈদান্তিকেরা "altruism" বলিয়া থাকেন। নিজে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিলে, কিন্তু দরিদ্র জগৎ সে ধনে বঞ্চিত। শত শত প্রতিবেশী অন্নবস্ত্রে ক্লিষ্ট, তোমার দৃকপাত নাই। শতশত প্রতিবেশী অজ্ঞানবশতঃ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তুমি তোমার ধনেই মত্ত। কিন্তু দুই দিনও না যেতে, দস্যু তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল; তোমার ধন কোথায় গেল? দোষ কাহার? তোমার। তুমি বলিবা দস্যুর; কখনই না। তুমি দেশে দস্যু হতে দেও কেন? যাহারা দস্যু হইয়াছে, তুমি তোমার ধনের সদ্ব্যবহার করিলে, তাহারা যে আদৌ দস্যু হইত না। তুমি শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া জ্ঞানামৃত পান করিয়া, দেবতা হইয়া ঘরে বসিয়া দেবকার্য্যে নিরত থাকিলে; জ্ঞানামৃত আর কাহাকেও দান করিলে না; আর সকলে রাক্ষস হইয়া তোমার দেবকার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। তুমি তখন তাহাদের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলে। কেন এত গণ্ডোগোলের দরকার কি? তাহাদিগকেও জ্ঞানামৃত দিয়া রাক্ষস না হইতে দিলেই হইত। দেখ, দেশে যে এত রাক্ষস সে তোমারই দোষ। নিজের ছেলেটি বেশ লেখাপড়া শিখেছে,—শান্ত, ধার্ম্মিক, কিন্তু প্রতিবেশীগণের পুত্রগুলি সকলই ষণ্ডামার্ক, তোমার ছেলেটিও, তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া ষণ্ডামার্ক হইয়া গেল। সুতরাং কেবল নিজের ছেলেকে লেখা পড়া শিখালে চলিবে না, পরের ছেলেকেও লেখা পড়া শিখান চাই। জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং কেহ কাহারও ছাড়া নহে, ক্ষুদ্র পিপীলিকাটীর সহিতও তোমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধে রহিয়াছে। জ্ঞান বিকাশের সহিত, "আমিতে" যে ভালবাসা যখন উহার ক্রমশঃ বিস্তার হইতে থাকে তখন সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, তখন সকল গণ্ডগোল ঘুচিয়া যায়। ঐ যে তোমার পুত্রটী তোমার ক্রোড়ে মূত্র ত্যাগ করিল, কই তুমি ত শিহরিয়া উঠিলে না, কই তুমি নাসিকা কুঞ্চিত করিলে না; কিন্তু ঐ তোমার ভৃত্যের পুত্র তোমার বিছানায় আসিয়া মূত্র ত্যাগ করিল, তুমি চিৎকার করিলে, নে-নে, ভৃত্য অপ্রস্তত, বালককে দুইটী চপটাঘাত করিয়া স্থানান্তরিত করিল। এইরূপ বিভিন্ন ব্যবহারের মূল কোথায়? আমি, তুমি। তুমি ভৃত্যের বালককে স্বীয় বালক হইতে স্বতন্ত্র বিবেচনা কর, তাই এত গণ্ডগোল। বালকের মূত্র ত্যাগ এ গণ্ডগোলের কারণ না। তোমার পুত্র পীড়িত, উত্থানশক্তি রহিত, মলমূত্রত্যাগ করিতেছে, তুমি বিনা ক্লেশে তাহা পরিষ্কার করিতেছ, বরং আনন্দ অনুভব করিতেছ। কিন্তু আমার পুত্রের জন্য ওরূপ করিতে পার না কেন? আমার পুত্রের মল মুত্র, তাহার কারণ নহে। দুর্গন্ধ উভয়েতেই সমান। কারণ, আমার পুত্রকে স্বীয় পুত্র সদৃশ জ্ঞান কর না বলিয়া। তোমার আমিত্ব নেহায়েত সঙ্কুচিত বলিয়া পার না। আমিত্ব বিস্তার করিতে পারিলে, আমার পুত্রের মল মূত্র পরিষ্কার করাতেও তোমার আনন্দ হইত। মেথরকে স্পর্শ কর না কেন? ভেবে দেখ, মেথর মূর্খ সেই জন্য কি? তবে দেখ, অমুক সে মেথরের ন্যায় মূর্খ, কিন্তু তাহাকে তুমি স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হও না। মেথর কৃষ্ণবর্ণ, মেথর অধার্ম্মিক ইত্যাদি যে সমুদায় কারণ তুমি মেথরকে স্পর্শ না করিবার কারণ দেখাইবে তাহা সমুদায়ই অমুকের থাকা সত্বেও তুমি

তাহাকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হও না। তবে মেথর তোমার মল স্পর্শ করে, এই জন্য তুমি তাহাকে ঘৃণা কর। অঙ্গ ধৌত করিয়া আসিলে কি তাহাকে স্পর্শ কর? না, তাহাও কর না। তুমিও কিন্তু প্রত্যহ মল স্পর্শ কর, হস্ত পদ ধৌত করিলে, তুমি শুচি হইলে; মেথর কিন্তু হইল না! মেথরের আত্মা কি মল স্পর্শ করিতে পারে? শরীর মলসংযুক্ত হইলে, উহা ধৌত করিলে, তাহার অঙ্গ তোমার ন্যায় পরিশুদ্ধ কেন হইবে না? এখন দেখ মল তুমিও স্পর্শ কর, সুতরাং মল স্পর্শ করা বলিয়া মেথর তোমার নিকট হেয় নহে। মেথরকে তুমি স্বতন্ত্র বিবেচনা কর, বলিয়াই হেয় বিবেচনা কর। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইল, তোমার অসহ্য উদ্বেগ হইল। কিন্তু তোমার নিজের গাত্রে কুষ্ঠ হইলে, কি কর? সুতরাং কুষ্ঠরোগের জন্যই যে তুমি কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা কর, তাহা নহে। তুমি তাহাকে স্বতন্ত্র মনে কর বলিয়াই এইরূপ ঘৃণা কর। নিজের অঙ্গে একটি ক্ষত হইলে, তখন তাহার চিকিৎসাই কর, যাহাতে উহা আরোগ্য হয় তাহার চেষ্টা কর। পরকে যদি আপন জ্ঞান করিতে পারিতে, তাহাহইলে পরের অঙ্গে ক্ষত হইলেও উহা আপনার অঙ্গের ক্ষতের ন্যায় আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিতে। তুমি সুস্থ, তুমি বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, ধনী। অন্যান্যকেও তোমার ন্যায় ধার্ম্মিক বিদ্বান কর। পাপী, রোগী, মূর্খ, দরিদ্রকে ঘৃণা করিও না, তাহাদিগকে তোমার উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করানের চেষ্টা কর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহা না করিলে, তোমার নিজের যাহা কিছু আছে, তাহাও বৃথা। তুমি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, বিলাসশূন্য, বেদজ্ঞ ইত্যাদি, কিন্তু তুমি যদি একা ব্রাহ্মণ মাত্র থাকিলে, আর দেশের অধিকাংশ লোক যদি শূদ্র, অর্থাৎ অনক্ষর, অধার্ম্মিক ইত্যাদি রহিয়া গেল, তাহা হইলে শূদ্র সংস্রবে, তোমার ব্রাহ্মণত্ব থাকিতে পারে না। আমিত্বের বিস্তার ভিন্ন কিছুতেই রক্ষা নাই। শাস্ত্রে আদেশ আছে শূদ্রকে বেদ পড়াইবে না। আদেশ যুক্তিসঙ্গত কিন্তু অনাবশ্যক শূদ্র অনক্ষর সে বেদ পড়িবে কেমন করে? যে 'ক' 'খ' না জানে সে ঋষি হৃদয় প্রসূত উচ্চভাব কিরূপে অধিকার করিবে? কিন্তু শূদ্রকেও ত উন্নত করিতে হইবে। সংসারে যাহারা চোর, ডাকাইত, মিথ্যাবাদী, মূর্খ আছে, তাহাদিগকে চিরকাল সেই সেই অবস্থায় রাখিয়া দিতে হইবে, না তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে? শূদ্র লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিল, শূদ্র আহার বিহার ইত্যাদিতে সাত্বিকভাব অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার শূদ্রত্ব থাকিল না; তখন তাহাকে বেদ কেন পড়াইবে না? অতি নীচ এবং অতি মহৎ ব্যক্তির জীবনের পরিণাম আদর্শ একই ব্রহ্ম দর্শন বা মোক্ষপ্রাপ্তি, তাহা হইতে কেহই বঞ্চিত হইবে না। উচ্চাধিকারীদিগের নিম্ন অধিকারীদিগকে পথ প্রদর্শন করাইয়া গন্তব্য স্থানে লইতে হইবে, না তাহাদিগকে চিরকালই অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিতে দিয়া ব্রহ্ম হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে? তুমি সমাজে যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বল, বেশ করে চক্ষু মেলিয়া দেখ, তাহার মধ্যে অনেক শূদ্র দেখিতে পারিবা, আর যাহাদিগকে শূদ্র বল তাহাদিগের মধ্যেও অনেক ব্রাহ্মণ দেখিতে পারিবে। তুমি ব্রাহ্মণ নামধারী শূদ্রদিগকে বেদ পড়াইতে চাও, কিন্তু শূদ্র নামধারী ব্রাহ্মণদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাও। এটী ঘোর অবিদ্যাজনিত কার্য্য। ব্রাহ্মণ শূদ্র, দুইটী পারিভাষিক শব্দমাত্র, নতুবা ঐ দুইটী কথার মধ্যে আর কিছুই নাই। এই

এই গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয়, এই এই গুণ থাকিলে তাহাকে শূদ্র বলা যায়। ইহা ভিন্ন উহার মধ্যে আর কিছুই নাই। তোমরা কেবল কথা লইয়া মারামারি কর, বস্তুর মূলে যাও না। শব্দ বস্তুর পরিচারক। এক খণ্ড লৌহকে তুমি যত উচ্চৈস্বরেই স্বর্ণ বলিয়া পরিচয় দেওনা কেন, সে কি কখন সুবর্ণ হইতে পারে? আর যথার্থ সুবর্ণকে যদি তুমি রাজাজ্ঞা প্রচারেও লৌহ করিয়া তুলিতে চাও, তাহার সুবর্ণত্ব কিছুতেই যাইবে না। যথার্থ ব্রাহ্মণকে তুমি শূদ্রই বল আর যাই বল, সে ব্রাহ্মণই রহিবে, আর যথার্থ শূদ্রকে তুমি যতই কেন ব্রাহ্মণ বলিতে থাক না, তাহার শূদ্রত্ব জাজ্জ্বল্যমান রহিবেই রহিবে। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ কখন যথার্থ শূদ্রকে ঘৃণা করিবে না। সে তাহাকে আস্তে আস্তে উচ্চপ্রদেশে লইয়া যাইবে। তাহার অধিকার অনুসারে শিক্ষাদান করিবে। শিক্ষা প্রদানে ক্রমশঃ অধিকারে বৃদ্ধি হইতে হইতে সেও তোমার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। শূদ্রকে বেদ পাঠ করাইবে না, এই আদেশটী সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শূদ্র আদৌ বেদ পাঠ করিতে চাহিবে না। সে বেদের বুঝিবে কি? তুমি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিবে না। যদি বল যে এক বৎসরের শিশুকে যুদ্ধে যাইতে দিও না, উহা ঠিক্ "শূদ্রকে বেদ পাঠ করিতে দিও না," এই আদেশের তুল্য আদেশ হয়। কিন্তু শিশু কি আর বাড়িবে না? সে যখন যুদ্ধের উপযোগী হইবে, তখন তাহাকে যুদ্ধে যাইতে কেন দিবা না? তাহাকে তুমি চিরকাল আর শিশু করিয়া রাখিবে না? যখন সে যুদ্ধের উপযোগী হইল, তখন আর শিশু রহিল না, সুতরাং শিশুকে যুদ্ধে পাঠাইবা না, এ আদেশ অনাবশ্যক। সংসারে যাহা উৎকৃষ্ট তাহারই বৃদ্ধি করা আবশ্যক, যাহা অপকৃষ্ট তাহার হ্রাস করা আবশ্যক। ব্রাহ্মণত্ব যদি উৎকৃষ্ট হও, তবে উহার বৃদ্ধিই আবশ্যক; শূদ্রত্ব যদি অপকৃষ্ট হয়, তাহাহইলে উহার হ্রাসই আবশ্যক। প্রত্যেকের নিজের "আমি" পরব্রহ্মের "আমির" দিক্ লওয়া চাই, আর নিম্নের "আমি" গুলি উপরের "আমির" দিকে আনা চাই। ক্রমশঃ নিম্ন উপাধিগ্রস্থ "আমি" উচ্চ উপাধিগ্রস্থ "আমি" করিতে হইবে। উচ্চ উপাধিগ্রস্থ "আমি" দিগকে নিরুপাধি পরমব্রহ্মের "আমি" করিতে হইবে। এই "আমি" ত্বের প্রসার এবং সঙ্কোচই জগতের মঙ্গল এবং অমঙ্গলের কারণ।

সংসারে যে কিছু গণ্ডগোল দেখিবে, উহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, উহার মূলে আমিত্বের সঙ্কোচ রহিয়াছে। কি পারিবারিক, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সম্বন্ধবিষয়ক অশান্তিই আমিত্বে সঙ্কোচজনিত। রাম শ্যাম দুই সহোদর ভ্রাতা, কিন্তু রাম শ্যামের মুখদর্শন করেন না, শ্যাম রামের মুখদর্শন করেন না। ব্যবহার দেখিলে একই পিতা মাতার সন্তান বলিয়া কিছুতেই বোধ হয় না। ঠিক্ যেন, একজন সর্প আর একজন নকুল। পরস্পরের আপদ বিপদে রক্ষা করা দূরে থাকুক, দেবাসুরের ন্যায় পরস্পরের সংহার চেষ্টা দিবারাত্রি অন্তঃকরণে জাগরূক। একজনের সুখে আর একজন মহা দুঃখিত, একজনের দুঃখে আর একজন মহাসুখী। রাম জ্যেষ্ঠ। পৈতৃকসম্পত্তির কতকাংশ হইতে শ্যামকে বঞ্চিত করাই বিবাদের মূল। রাম, শ্যামকে আমির বাহিরে ফেলিয়া দিয়া, আমিত্বটুকু নিজেতেই সঙ্কোচ করিয়া ফেলিলেন, সর্ব্বস্ব নিজেই উদরস্থ করিলেন। শ্যামও নিজের আমি ছাড়া আর কোন আমি জানেন না, রামের আমির সকল ধন হইল, তাহার আমি

:ক্ষিত হইল, সুতরাং তাহার সঙ্কীর্ণ আমি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইল। রাম শ্যাম সকল অবস্থার লোকের মধ্যেই দেখিতে পারিবে। যাহারা সমাজে মান্য, গণ্য, ধনী, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেন, যাহারা বড়লোক বলিয়া দেশে পরিচিত, জীবনী লেখকেরা যাহাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ সমাজের অনুন্নত ব্যক্তিদিগের আদর্শস্বরূপ করিতে চাহেন, তাহাদের মধ্যেও রাম শ্যাম দেখিতে পারিবে, অপরদিকে অনক্ষর অজ্ঞানী, নির্দ্ধন, নগণ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যেও রাম শ্যাম দেখিতে পারিবে। জমিদার রাম শ্যাম হয়ত জমিদারি লইয়া প্রতিপক্ষের বিনাশে সমুদ্যত, আর কৃষক রাম শ্যাম হয়ত পৈতৃক ভূমিখণ্ডের একহস্ত প্রমাণ সীমা লইয়া বিবাদে পরস্পরের মস্তকে লগুড় আঘাত করিতেছে। সমাজের কৃত্রিম উচ্চ আদর্শ পরিত্যাগ করিলে, জমিদার রাম শ্যাম কৃষক রাম শ্যাম হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন। বৃক্ষোপরে ঐ যে দুইটি চিল একটুক্রা মাংস লইয়া বিবাদ করিতেছে, রাম শ্যাম উহাদিগের অপেক্ষা কোন্ অংশে ভাল? মানুষ রাম শ্যাম কেবল মানুষের আকার ধারণ করিয়াছেন, চিল রাম শ্যাম পক্ষীর আকার ধারণ করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে এই আকারগত ভেদমাত্র, প্রকৃতিগত ভেদ কোথায়? সুন্দরবনে ব্যাঘ্র আছে,—বলবান, নৃশংস, স্বীয় উদর পূর্ণ করিবার জন্য কতশত দুর্ব্বল প্রাণীসংহার করিতেছে, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমার সমাজেও কতশত ব্যাঘ্র দেখিতে পারিবে? সুন্দর বনের ব্যাঘ্র অনেক সময়ে প্রথম উদ্যমেই শিকারের প্রাণসংহার করে, কিন্তু তোমার ভ্রাতা ব্যাঘ্রেরা হয়ত আস্তে আস্তে স্বীয় শিকারের বিনাশ সাধন করিয়া অধিকতর নৃশংসতার পরিচয় প্রদান করে। ভেদ যাহা তাহা আকৃতিগত, প্রকৃতিগত কোন ভেদই নাই। তোমার যদি দূর দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে দেখিতে পারিবে, যে আকৃতিগত ভেদও নাই, দেখিতে পারিবে যে ব্যাঘ্র প্রকৃতি মনুষ্য যথার্থই ব্যাঘ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। শৃগাল, কুক্কুর, বিড়াল, সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কাক, শকুনি প্রভৃতির ন্যায় আমরা সকলেই আমিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। স্বীয় স্বীয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হইলেই যথেষ্ট। বলি, যদি ইতর প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটুক্রা মাংসই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া ফেলিল, তাহাহইলে মানুষ আর মানুষ থাকিল কোথায়? বস্তুতঃ দিব্যনেত্র দিয়া দেখিলে, সমাজে যাহাদিগকে মানুষ মনে কর, তাহাদিগের মধ্যে মানুষ বড় দেখিতে পারিবে না, প্রায়ই শৃগাল, কুক্কুর, বানর আদি রাজসিংহাসন, বিচারাসন, ধর্ম্ম-মন্দির আদি পবিত্র স্থান অধিকার করিয়া আছে দেখিতে পাইবে। আর যাহাদিগকে তুমি শৃগাল কুক্কুর জ্ঞান করিয়া সদা সর্ব্বদা দূর দূর করিতেছে, ছায়ামাত্র স্পর্শ করিলে, স্নানদ্বারা দেহ শুচি করিতেছ, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকৃত মানুষ দেখিতে পারিবে। প্রকৃত মানুষকে পদতলে দলিত করিতেছ, আর প্রকৃত শৃগাল ও কুকুরের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়া নির্ভয়ে রহিয়াছে, আর রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করিয়া ভয়ে ভীত হইতেছ। অবিদ্যা-জনিত অধ্যাস তোমার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়াছে। জ্ঞানশূন্য হইয়া তুমি বস্তুকে অবস্তু ও অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিতেছ। আমিত্বের চরিতার্থই জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করিতেছ এবং যাহাদের আমিত্বের সঙ্কোচ অধিক তাহাদিগকেই তুমি প্রধান মনে করিতেছ। এই আমিত্বের সঙ্কোচই সংসারের তাবৎ অশান্তির মূল। এই আমিত্বের সঙ্কোচ

হেতুই মানুষ পশুরূপে পরিণত হয়। আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ কর, নিজে দেবতা হও সকলকে দেবতা করিতে চেষ্টা কর, তাহাহইলে সর্ব্বত্রই শান্তি দেখিতে পারিবে।

সমাজবিশেষে ব্যক্তিবিশেষ অপর ব্যক্তিকে যেরূপ স্বতন্ত্র বিবেচনা না করিলে, সেই সমাজ দেবসমাজে পরিণত হইত, সেইরূপ দেশ-বিশেষ অপর দেশকে স্বতন্ত্র বিবেচনা না করিলে, সমগ্র পৃথিবী স্বর্গ রাজ্য হইত। ইংলণ্ড যে ভারতের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমিত্বের সঙ্কোচই তাহার কারণ। গবর্ণমেণ্ট যে ম্যানচেষ্টারের অনুরোধে দেশীয় বস্ত্রের উপরও শুল্ক বসাইলেন, উহাও ঐ আমিত্বের সঙ্কোচহেতু। উপযুক্ত ভারত-বাসীরা যে স্বীয় দেশেও উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েন না, সেও ইংলণ্ডের আমিত্বের সঙ্কোচহেতু। মান্দ্রাজ ন্যাসানাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টওয়েব-সাহেব বলিয়াছেন যে সমগ্র পৃথিবী তাহার স্বদেশ, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতি তাহার স্বদেশ-বাসী। যদি ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকের এইরূপ আমিত্বের প্রসার থাকিত, তাহাহইলে ভারতের এত দুর্দ্দশা হইত না! কিন্তু ইংল-ণ্ডেরও আমিত্বের সঙ্কোচহেতু পরিণামে বিষময় ফলভোগ করিতে হইবেই হইবে। বিধাতার রাজ্যে আমিত্বের সঙ্কোচ লইয়া কেহই কুশল-ভাগী হইতে পারে না, এটি অকাট্য সত্য। আমিত্বের সঙ্কোচহেতুই যে এই সংসারের সকল অশান্তি তাহার সহস্র উদাহরণ বুদ্ধিমান পাঠক নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন, এইজন্য উহার সবিশেষ আলোচনায় প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ এই আমিত্বের প্রসার বৃদ্ধি করার জন্য বহুবিধ উৎকৃষ্ট উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুর একটি সংস্কার লও— বিবাহ। বিবাহের উদ্দেশ্য আমিত্বের প্রসার। ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিও না, বেশ নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ, বিবাহ বিধান কি জন্য হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কিন্তু বিবাহ হিন্দুর পক্ষে একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রাচীন ঋষিদিগের জীবনী পাঠ কর, দেখিতে পারিবে যে ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য আদি মহাপুরুষগণ সকলেই দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বেদপাঠ কর, দেখিতে পারিবে যে ঋষিদিগের পুত্র, পৌত্রাদি-রাও পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক ক্ষমতা-প্রভাবে ঋষিপদ অধিকার করিয়াছেন। হিন্দু-মাত্রে বিবাহ একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান। অন্যান্য জাতি-দিগের মধ্যে যেরূপ bachelor অবিবাহিত থাকায় দোষ নাই, হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে; অবশ্য যাহারা চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহাদের পক্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ; উক্ত বিষয় সবিশেষ পরে বলিতেছি। এখন বিবেচনা কর বিবাহের উদ্দেশ্য কি? যদি বল, ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যাই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে বিবাহ না করিয়াও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যায় শত শত লোক প্রত্যহ ঐরূপ প্রণালীতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেছে। এই স্থানে একটা গল্প মনে পড়িল, গল্পটায় কিছু অশ্লীলতা দোষ থাকিলে বিবেচনা করিলেও পাঠক মাপ করিবেন পঞ্জাবদেশ পরিভ্রমণকালে ঐ কথাটি বিশ্বস্তসূত্রে শুনি। গল্পটি এই—পঞ্জাবের একজন বড় সিভি-লিয়ান, যিনি পরে উচ্চ রাজকীয়পদে উন্নীত হয়েন এবং পরে নানাবিধ গণ্ডোগোলে লাঞ্ছনাও ভোগ করেন, তিনি অবিবাহিত ছিলেন। নাম বলিব না, কারণ প্রয়োজন নাই। অবিবাহিত সাহেবের সহিত একজন বৃদ্ধ দেশীয় বড়লোক সাক্ষাৎ করিতে যান নানাবিধ আলাপ আপ্যায়িতের পর, বৃদ্ধ দেশী

রণে সাহেবকে বলিলেন ; "সাহেব তুমি দিব্য
শ্রী পুরুষ, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ধনবান্, এ অবস্থায়
বাহ কর না কেন।" সাহেব বলিলেন, "বিবাহ
বিব কেন ;" বৃদ্ধ বলিলেন—"পুত্রকন্যা না
াকিলে কি সংসারে সুখ হয় ?" সাহেব
ৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া অন্য একটি কুঠরি হইতে
কখানি এলবাম আনিয়া বৃদ্ধকে তিন চারিটি
লক বালিকার ফটো দেখাইলেন এবং বলি-
নন, "এইটি প্রথম, এইটি দ্বিতীয়, এইটি তৃতীয়,
ইটি চতুর্থ সন্তান, সুতরাং পুত্রোৎপাদনই যদি
বাহের উদ্দেশ্য হয়, তাহাত আমার হইয়া
াছে ; আর বিবাহের দরকার কি ?" বৃদ্ধ
বাক্। বস্তুতঃ বিবাহ না করিয়াও যেরূপ
ন্দ্রিয় চরিতার্থ করা যায়, সেইরূপ বিবাহ না
রিয়াও সন্তানোৎপাদন করা যায়। ইতর
াণীরা বিবাহ সংস্কার সম্পাদন না করিয়াও
ানোৎপাদন করিতেছে। সুতরাং কেবল
ানোৎপাদনের জন্য বিবাহের প্রয়োজন হয়
। বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইহার উদ্দেশ্য আমি-
র প্রসার। অবিদ্যাহেতু মানুষ অহংকারে
আমিত্বে পরিপূর্ণ। আমি ভিন্ন সে আর কিছুই
বে না। যাহাতে আমি দেখে, বা যাহাকে
মি জ্ঞান করে, তাহাতেই প্রীতি পায়,
মি ভিন্ন কিছুতেই প্রীতি নাই। শিক্ষা
ধিকার ভেদে হয়। নিতান্ত অজ্ঞানকে একে-
রে অত্যুচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়া যায় না, এইরূপ
ন দিলে, সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না।
খানে পূর্ব্বে ছিল, সেইখানেই থাকিয়া যায়।
তরাং তাহাকে আস্তে আস্তে উচ্চদিকে লইয়া
ইতে হয়। এখন চিন্তা করিয়া দেখ। বিবাহ
রিলে, স্ত্রী পাইলাম, ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা হইবে,
সারিক নানাবিধ সুবিধা হইবে, পুত্র পৌত্রে
নন্দে কালযাপন করিবে, ইত্যাদি কত আশা
াহের প্রাক্কালে মানবের হৃদয়ে উত্থিত

হয়। বিবাহ হইল, দুই দিন পরেই পূর্ব্বের
অযথা সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। মহা বিপদ।
একা ছিলাম, বেশ ছিলাম, আজ মাদ্রাজ,
কাল বোম্বাই, পরশ্ব লাহোর, তারপর দিন
কাশ্মীর, তারপর দিন তিব্বত ইত্যাদি যাইতে
পারিতাম। এক পেট, যেরূপ হয় চলিয়া
যাইত। চাই শ্রম করি, বা নাই করি, দিন
একরূপ কাটিয়াই যাইত। একি বিপদ। খাট,
খাট, সকাল হইতে রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত খাট,
খাট। বিশ্রাম নাই। নিজের সুখ কোথায়।
ভার্য্যা হয় ত চিররোগিণী, নিজের এই শ্রম
তাহাতে আবার তাহার শুশ্রূষা। ক্রমে পুত্র,
কন্যা, তাহাদের বিবাহ শিক্ষা ইত্যাদি ঘাড়ে
চাপিল। তাহাদের ব্যারাম, পীড়া, সুখ, দুঃখ
আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।
বিবাহের পূর্ব্বের সেই সুখের স্বপ্ন এখন
কোথায় ? সব গিয়াছে, দীন, হীন, মলিন,
চিন্তাজ্বরে অহরহ জ্বরিত, ঐ দেখ বিবাহিত
পুরুষ নিজ সুখের চিন্তামাত্র না করিয়া কিসে
পুত্র পরিবার প্রতিপালন করিবে, কিসে তাহা-
দের সুখ হইবে, কিসে তাহাদের সুশিক্ষা
হইবে, কিসে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকিবে,
কিসে কন্যাগণ উত্তম পাত্রস্থ হইবে, ইত্যাদি
চিন্তায় আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। বিবা-
হের উদ্দেশ্যও সাধিত হইয়াছে। বিবাহের
উদ্দেশ্য, সুখ নহে। বিবাহের উদ্দেশ্য আমিত্বের
প্রসার। বিবাহের উদ্দেশ্য স্বীয় সঙ্কুচিত "আমি"
কে আস্তে আস্তে পরের "আমি"কে নিজ "আমি"
জ্ঞান করান। অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষ কি একেবারে
অসংস্পৃষ্ট ব্যক্তিতে নিজের আমি বিসর্জ্জন
দিতে পারে ? কখনই না, এই জন্যই বিবা-
হের বিধান। যাই বিবাহ হইল, অমনি তোমার
আমি যাহা কেবল তোমাতে ছিল, তাহা অন্য
একজনে যাইয়া বিস্তৃত হইল। আর একজনের

সুখ দুঃখের সহিত তোমার সুখ দুঃখ মিশিয়া গেল। যাহা একে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা যাইয়া দুয়ে বিস্তৃত হইল। তুমি তোমার আমি ছাড়া অন্ততঃ আর একজনকে আমি মনে করিতে লাগিলে। কেবল নিজে ভাল কাপড় পরিলে চলিবে না, ভার্য্যাকেও দিতে হইবে। কেবল নিজে ঘড়ির চেইন ঝুলাইলে হইবে না, ভার্য্যাকেও হ্যামিলটনের বাড়ীর মণিমুক্তাখচিত বলয়, কুণ্ডলাদি অলঙ্কার দিতে হইবে। নিজের অসুখ হইলে কেবল চিকিৎসক আনিলে চলিল না, ভার্য্যার জন্যেও চিকিৎসা ও সুশ্রূষা করার দরকার হইল। তোমার অসংযত আমি সংযত হইল, তোমার অশৃঙ্খল আমি শৃঙ্খলে পড়িল, তোমার সঙ্কুচিত আমি একটু বিস্তৃত হইল। তুমি আপনার দেহাতিরিক্ত দেহীকেও আপন জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিলে। যে কাল্পনিক সুখের আশাতে তুমি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলে, দেখিলে সে কিছু নহে। তোমার চিত্ত উন্নত হইতে আরম্ভ করিল, তোমার হৃদয় প্রশস্ত হইতে আরম্ভ করিল, তুমি স্বার্থত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, তোমার আমিত্ব দিন দিন শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। যখন বিবাহ না হইয়াছিল, তখন তুমি যাহা উপার্জ্জন করিতে বিলাসের জন্য, সমুদায় ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতে না। যখন বিবাহ হইল, অমনি তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা আরম্ভ হইল, আর একটি প্রাণীর সমস্ত ভার 'তুমি গ্রহণ করিলে, তোমার দায়িত্ব বোধ হইল। বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। ক্রমে পুত্র কন্যাদি জন্মিলে তখন তোমার ঐ দায়িত্ব জ্ঞান আর বাড়িতে লাগিল। তোমার একা আমি এখন অনেক আমি হইয়া দাঁড়াইল। নিজে না খাইয়া না পরিয়া ছেলেদিগকে কালেজে পড়াইতে আরম্ভ করিলে, নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও কন্যাকে সুপাত্রস্থ করিলে। পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র আদিতে ক্রমে তুমি বৃহৎ একটি আমি হইয়া বসিলে। ভেবে দেখ, তখন তোমার নিজের আমির কোন চিন্তাই নাই, সব চিন্তাই "ঐ ছোঁড়াদের" জন্য, কেমন তাই না? তবেই বিবাহে তোমার আমিত্বের প্রসার করিয়া দিল। যখন গুরুগৃহে বাস করিতাম, তখন একদিন নিজ মঙ্গল সংবাদ না লিখিলে, পিতা মাতা কতই চিন্তিত হইয়া পত্র লিখিতেন, ভাবিতাম এ আবার কি? একদিন পত্র লিখি নাই, তাহাতে ইহাঁদের এত চিন্তা কেন? তখন আমি বড় সঙ্কুচিত ছিল। পুত্রের উপর পিতা মাতার যে কি স্নেহ, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু বিবাহ হইল, পুত্র জন্মিল। তখন পুত্রটী চক্ষুর অন্তরালে গেলেই চিন্তা। তখন পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। বটে, বটে, এই ত কারণ। এই জন্যই পিতা মাতার এত চি[illegible] হইত। নিজের পুত্র না হইলে, পুত্রের প্রতি পিতামাতার যে কি স্নেহ তাহা বোধগম্য ক[illegible] যায় না। নিজের পুত্র হইলেই, পিতামাতা[illegible] প্রতি অচলাভক্তি আসিয়া উপস্থিত হ[illegible] তখনই পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম আদি কথার যথা[illegible] তাৎপর্য্য বোধ করা যায়। অজ্ঞানীরা ঠেকি[illegible] শিখে। শুকদেবাদি পরমযোগীর ন্যায় দুই এক[illegible] মহাত্মা ব্যতীত সংসারের অধিকাংশ লোক কিঞ্চিদধিক বা ন্যূন তমসাচ্ছন্ন। নির্ম্মল বিবেক অতি অল্প মানুষের আছে। তাহাদের আমি অতি সঙ্কুচিত। এই জন্য সাধারণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সনাতন শাস্ত্রানুসারে আমিত্বের প্রসারের জন্য বিবাহ একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন তোমার নিজের ছেলেকে আদর করিতে শিখিলে, নিজের ছেলের জন্য প্রাণ দিতে শিখিলে তখনই তুমি বুঝিতে পারিলে, যে অপরের ছেলের প্রতিও অপরের ছেলের ঐরূপ ভাব

তামার সঙ্কুচিত আমি প্রথমতঃ তোমার নজের পুত্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। আত্মপুত্র ইতে উহা অন্যের পুত্রেতেও যাইয়া বিস্তার ইতে আরম্ভ হইল। "আহা ঐ ছেলেটী খায় াই, উহাকে একটু খাবার দেও না কেন," এই যে কথা তোমাকে মাঝে মাঝে বলিতে শুনি, উহার কারণ তোমার পুত্র। তোমার পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ পরের পুত্রের কষ্টও তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে পারিল। উহা না হইলে, অজ্ঞানাবচ্ছন্ন তোমার ঐরূপ হইত ক না সন্দেহ। ইংরাজেরা "bachelor" বা অবিবাহিতদিগকে "Unsocial boor" "অসমাজিক শূকর" আখ্যা সাধারণতঃ দিয়া থাকে, াহার কারণ ঐরূপ অবিবাহিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া থাকে, তাহারা নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তাহাদের আমিত্ব অত্যন্ত সঙ্কুচিত।

তবে যদি তুমি শুকদেবের বা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বিবেকী পুরুষ হও, তাহাহইলে তোমার বিবাহের প্রয়োজন নাই। কারণ যে উদ্দেশ্যে বিবাহ তোমার পূর্ব্বেই সাধিত হইয়াছে; তুমি যদি বিবাহের পূর্ব্বেই বিশ্বকে আমি বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিয়া থাক, তাহাহইলে বিবাহ সংসারে তোমাকে আবার কি শিখাইবে। যখন তুমি বিশ্বজগৎকে মিত্রভাবে দেখিতে আরম্ভ করিয়া থাক, তখন আর তোমাকে বিবাহে কি শিক্ষা দিবে, বেদজ্ঞ ব্যক্তির আর 'ক' 'খ' পড়িতে হইবে কেন? সনাতন শাস্ত্রও এইজন্য ঐরূপ ব্যক্তিদিগের জন্য বিবাহ অনাবশ্যক বলিয়া গিয়াছেন। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়ই যদি ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান অথবা আমিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ বা প্রসার হইয়া যায়, তাহা হইলে আর দারপরিগ্রহের আবশ্যক থাকে না। তখন আর সম্বন্ধ সংস্থাপনপূর্ব্বক আমিত্বের প্রসারের আবশ্যক হয় না। যদি ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় ঐ আমিত্বের ঐরূপ প্রসার না হয়, তাহাহইলে ব্রহ্মচর্য্যান্তেই দারপরিগ্রহ আবশ্যক। সনাতন শাস্ত্রেরও ঐরূপ বিধান। বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলাতে ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকেরা বিলায়তি নানামত স্মরণ করিয়া লেখককে হয় ত মূর্খ বা বাতুলজ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হইয়া চলিল বলিয়া, ঐ বিষয় ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ—

সর্ব্বমেধ প্রকরণ।

যজুর্ব্বেদ।

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমাঃ; তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥ ১॥

পদপাঠঃ। তৎ। এব। অগ্নিঃ। তৎ। আদিত্যঃ। তৎ। বায়ুঃ। তৎ। উ। চন্দ্রমাঃ। তৎ। এব। শুক্রং। তৎ। ব্রহ্ম। তাঃ। আপঃ। সঃ। প্রজাপতিঃ।

বঙ্গার্থ। তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্রমা, তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জল, তিনিই প্রজাপতি।

এই সমুদায় অর্থাৎ অগ্নি আদি শব্দের ধাত্বর্থ লইলে ব্রহ্ম বুঝায়, এবং এই সমুদায় শব্দের দ্বারা তৎ তৎ নাম প্রসিদ্ধ ভৌতিক পদার্থও বুঝায়। সকল পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিই ব্রহ্ম। বৈদিক ঋষিগণের সেই অন্তর্নিহিত শক্তির দিকেই

দৃষ্টিপাত ছিল। পরব্রহ্মে তাহাদের হৃদয় এতই পরিপূর্ণ ছিল, যে তাঁহারা সর্ব্বাধারে তাঁহাকেই দেখিতে পাইতেন। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই সেই পরব্রহ্মের বিকাশ, ইহাই তাঁহাদের ধারণা ছিল।

হিন্দু-পত্রিকা ১ম, ২য়, ৩য় ও চতুর্থ সংখ্যার অগ্নিস্তোত্র দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।
নৈনমূর্দ্ধ্বন্নতির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সর্ব্বে। নিমেষাঃ। জজ্ঞিরে। বিদ্যুতঃ। পুরুষাৎ। অধি। ন। এনম্। উর্দ্ধং। ন। তির্য্যঞ্চং। ন। মধ্যে। পরিজগ্রভৎ।

ব্যাখ্যা। নিমেষাঃ—কালবিশেষাঃ, কালবিশেষ। জজ্ঞিরে—উৎপন্ন হইয়াছিল। বিদ্যুতঃ পুরুষাৎ—জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ হইতে। পরিজগ্রভৎ—পরিগৃহ্ণাদি—গ্রহণ করে।

বঙ্গার্থ। এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ হইতে নিমেষাদি কাল উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাঁর উর্দ্ধ, তির্য্যক্ বা মধ্য কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। স এষ নেতি নেত্যাত্মাগৃহ্যো ন হি গৃহ্যত ইতি শ্রুতঃ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ ॥ ৩ (ক) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (ক) ন। তস্য। প্রতিমা। অস্তি যস্য। নাম। মহৎ। যশঃ।

ব্যাখ্যা। তস্য পুরুষস্য প্রতিমা প্রতিমানমুপমানং কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি, যস্য নাম প্রসিদ্ধং মহৎ যশঃ অস্তি।

বঙ্গার্থ। সেই পরমপুরুষের প্রতিমা নাই, তাহার কেবলমাত্র মহৎ যশ প্রসিদ্ধ আছে।

হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীদ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (খ) ॥

য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (গ) ॥

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ। যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (ঘ) ॥

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশি[ষং] যস্য দেবাঃ। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ ক[স্মৈ] দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (ঙ) ॥

৩ (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) এর ব্যাখ্যা হি[ন্দু-]পত্রিকায় ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যার হিরণ্যগর্ভ স্তো[ত্রে] দ্রষ্টব্য। এস্থলে কেবলমাত্র অনুবাদ দেও[য়া] গেল।

বঙ্গার্থ। ৩ (খ), (গ), (ঘ), (ঙ)—অ[গ্রে] কেবল হিরণ্যগর্ভাখ্য বিজ্ঞানময় পুরুষ ছিলেন তিনি জাতমাত্র সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধী[শ্বর] হইলেন। তিনি অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক এবং এ[ই] ভূমিধারণ করিয়াছিলেন। আমরা এবম্বি[ধ] প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চ[না] করিব।

যিনি মহিমাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসকারী নিমেষকারী প্রাণিবর্গের অদ্বিতীয় ঈশ্বর এ[বং] যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর উ[পর] আধিপত্য করিতেছেন, আমরা এবম্বিধ প্রজা[-]পতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

এই হিমাচ্ছন্ন হিমালয় প্রভৃতি পর্ব্বত এ[বং] নদীসহ সমুদ্র যাহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে এই সমুদায় দিক যাঁহার ভুজস্বরূপ, আম[রা] এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

যিনি মুক্তিপ্রদ, বলপ্রদ, মনুষ্য ও দেবতারা যাহার শাসনানুবর্ত্তী যাহাকে জ্ঞানের সহিত উপাসনা করিলে মুক্তি হয় এবং যাহাকে জানিতে না পারিলে, পুনঃ পুনঃ ইহসংসারে

আসিতে হয়, আমরা এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

মামা হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্ম্মব্যানট্। যশ্চাপশ্চন্দ্রাঃ প্রথমো জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ (চ) ॥

পদপাঠঃ। ৩(চ)—মা। মা। হিংসীৎ। জনিতা। যঃ। পৃথিব্যাঃ। যঃ। বা। দিবং। সত্যধর্ম্মা। ব্যানট্। যঃ। চ। আপঃ। চন্দ্রাঃ। প্রথমঃ। জজান। কস্মৈ। দেবায়। হবিষা। বিধেম।

ব্যাখ্যা। যঃ প্রজাপতি পৃথিব্যা ভূমের্জ্জনিতা—যে প্রজাপতি পৃথিবীর জনয়িতা, যশ্চ দিবং ব্যনট্ দ্যুলোকমসৃজৎ—যিনি দ্যুলোক-সৃজন করিয়াছেন, যশ্চাপশ্চন্দ্রাঃ জজান—আহ্লাদিকা জলানি উৎপাদিতবান্—যিনি আনন্দদায়ী জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যঃ প্রথম সত্যধর্ম্মা চ আদিভূতঃ সত্যস্য ধারয়িতা—যিনি সকলের আদি ও সত্যের ধারয়িতা। স প্রজাপতির্মাং মা হিংসীৎ—সেই প্রজাপতি আমাকে যেন বিনাশ না করেন। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম্—এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহার অর্চ্চনা করিব।

বঙ্গার্থ। যিনি সকলের আদি, সত্যের ধারয়িতা, যিনি এই পৃথিবী, দ্যুলোক ও আনন্দদায়িনী জল সৃজন করিয়াছেন, তিনি যেন আমাকে বিনাশ না করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন। তাঁহাকে ব্যতীত আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

(হিরণ্যগর্ভস্তোত্র, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা হিন্দু-পত্রিকা ৯ম শ্লোক দেখ—কিছু পাঠভেদ আছে।

যস্মান্নজাতঃ পরো অন্যো অস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণ-স্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৩ (ছ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (ছ) যস্মাৎ। ন। জাতঃ। পরঃ। অন্যঃ। অস্তিঃ। যঃ। আবিবেশ। ভুবনানি। বিশ্বা। প্রজাপতিঃ। প্রজয়া। সংররাণঃ। ত্রীণি। জ্যোতীংষি। সচতে। স ষোড়শী।

ব্যাখ্যা। যস্মাৎ—যস্মাৎ পুরুষাৎ—যে পুরুষ হইতে। অন্যঃ—ব্যতিরিক্ত। পরঃ—উৎকৃষ্ট ন জাতঃ অস্তি—নাই। য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। যিনি ভূতজাত তাবৎ বস্তুতেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। স প্রজাপতিঃ ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে—সেই প্রজাপতি নিজের তেজদ্বারা—অগ্নি, সূর্য্য ও বিদ্যুৎ এই তিন পদার্থকে তেজোময় করেন। স ষোড়শী—তিনি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গশরীরী পুরুষ। কিম্ভূতঃ প্রজাপতিঃ—প্রজয়া সংররাণঃ—যিনি প্রজারূপে সম্যক্‌রূপে রমণ করিতেছেন।

বঙ্গার্থ। যে পুরুষ হইতে আর উৎকৃষ্ট পুরুষ কেহ নাই, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট আছেন, যিনি কারণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য শরীর ধারণ করিয়া প্রজারূপে সম্যক্‌রূপে রমণ করিতেছেন, যিনি বিদ্যুৎ, অগ্নি ও সূর্য্যকে স্বীয় জ্যোতিঃদ্বারা জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছেন, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ষোড়শ-কলাত্মক লিঙ্গশরীরী পুরুষ।

ইন্দ্রশ্চ সম্রাড়্‌ বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষঞ্চক্রতুরগ্র এতম্। তয়োরহমনুভক্ষম্ভক্ষয়ামি বাগ্‌দেবী জুষাণা সোমস্য তৃপ্যতু স প্রাণেন স্বাহা ॥ ৩ (জ) ॥

পদপাঠঃ। ৩ (জ) ইন্দ্রঃ। চ। সম্রাট্। বরুণঃ। চ। রাজা। তৌ। তে। ভক্ষঞ্চক্রতুঃ। অগ্রে। এতম্। তয়োঃ। অহম্। অনুভক্ষং। ভক্ষয়ামি। বাগ্দেবী। জুষাণা। সোমস্য। তৃপ্যতু। সহ। প্রাণেন স্বাহা।

ব্যাখ্যা। সোমস্য—সোমেন তৃপ্যর্থানাং করণে ষষ্ঠি। জুষাণা—ভক্ষেণ সেবমানা। বাগ্দেবী—রসনা।

বঙ্গার্থ। সম্রাট্ ইন্দ্র এবং বরুণ রাজা অগ্রে তোমার সোমরস পান করিয়াছিলেন, তাহাদের পানানন্তর আমি ঐ সোমরস পান করি। সোমরসদ্বারা সেব্য ইইবা রসনা প্রাণের সহিত তৃপ্তিলাভ করুক্। আমার যজ্ঞ উত্তমরূপে হুত হউক্। ইন্দ্র বরুণের ব্যাখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখ, তাবৎ বস্তুই ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বোহজাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখ ॥৪॥

পদপাঠঃ। এষঃ। হ। দেবঃ। প্রদিশঃ। অনুসর্ব্বাঃ। পূর্ব্বঃ। হ। জাতঃ। সঃ। উ। গর্ভে। অন্তঃ। সঃ। এব। জাতঃ। সঃ। জনিষ্যমানঃ। প্রত্যঙ। জনাঃ। তিষ্ঠতি। সর্ব্বতোমুখঃ।

বঙ্গার্থ। ইনি সকল দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। হে মনুষ্যসকল! (জনাঃ) ইনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন (পূর্ব্বোহজাতঃ), ইনিই গর্ভে থাকেন, ইনিই জন্মিয়া থাকেন, যাহা ভবিষ্যতে জন্মিবে তাহাও ইনি ইনিই প্রতি পদার্থে আছেন, (প্রত্যঙ-প্রতি পদার্থমঞ্চতি) ইনি অনন্তমুখ।

যস্মান্নজাতঃ পুরা কিঞ্চনৈব য আবভূব ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংররাণস্ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ও অনুবাদ। ৩ (ছ) দেখ। কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, (যাহার পূর্ব্বে আর কিছু ছিল না। যিনিই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ হইয়াছিলেন)।

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্তম্ভিত যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥

(হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ, সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

বঙ্গার্থ। যাহাদ্বারা অন্তরীক্ষ বারিপ্রদ ও পৃথিবী দৃঢ়া হইয়াছে, যাহাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল স্তম্ভিত রহিয়াছে, যাহাদ্বারা নাক (স্বর্গ অর্থাৎ দুঃখশূন্য সুখ) নিয়মিত হইয়াছে, যিনি অন্তরীক্ষের জলের নির্ম্মাতা, এমন প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমারা আর কাহার অর্চ্চনা করিব।

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাম্ মনসা রেজমানে। যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (ক)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম,৬ষ্ঠ সংখ্যার ৫৬,৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শোভমান, অন্ন ও বৃষ্টির দ্বারা প্রাণবর্গের রক্ষক, দ্যাবা পৃথিবী যাঁহাকে তাহাদের মহত্ত্বের কারণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত হইয়া শোভা পায়, সেই প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

আপোহ যদ্বৃহতী বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্। ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (খ)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থ। অপারমেয় জলরাশি গর্ভধারণ করিয়া অগ্নিরূপ হিরণ্যগর্ভকে উৎপন্ন করিয়া যখন বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন দেবতাদিগের প্রাণরূপ আত্মা উৎপন্ন হইয়াছিল। এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে উপাসনা করিব।

যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তী যজ্ঞম্। যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ (গ)

হিন্দুপত্রিকা ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গার্থ। যিনি স্বীয় মহিমার প্রভাবে সৃষ্টিবীজধারণকারী এবং বিশ্ব উৎপাদনকারী জলরাশির সর্ব্বভাগেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সকল দেবতার মধ্যে এক অদ্বিতীয় দেবতা, এবম্বিধ প্রজাপতিদেবকে ভিন্ন আমরা আর কাহাকে অর্চ্চনা করিব।

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদাত্র বিশ্বম্ভব-ত্যেকনীড়ম্। তস্মিন্নিদং সঞ্চবিচৈতি সর্ব্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। বেনঃ। তৎ। পশ্যৎ। নিহিতং। গুহা। সৎ। যত্র। বিশ্বম্। ভবতি। একনীড়ম্। তস্মিন্। ইদং। সঞ্চবিচৈতি। সর্ব্বং। সঃ। ওতঃ। প্রোতঃ। বিভুঃ। প্রজাসু।

ব্যাখ্যা। বেনঃ, পণ্ডিত। তৎ সেই ব্রহ্মকে। পশ্যৎ পশ্যতি দেখিয়া থাকেন। কীদৃশ ব্রহ্ম গুহা গুহায়াং গুহাতে। নিহিতং স্থাপিত। গুহা শব্দে বুদ্ধি বা হৃদয়। সৎ নিত্য। যত্র যে ব্রহ্মে। বিশ্বং বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, একনীড়ম্ একাশ্রয়। তস্মিন্ সেই ব্রহ্মে। ইদং এই সমস্ত বিশ্ব। সঞ্চবিচৈতি সং+বি+চ+এতি—সমেতি ব্যতিচ। সংগচ্ছতে সংহারকালে ব্যতি নির্গচ্ছতি সৃষ্টিকালে—সংহারকালে তাহাতে গমন করে এবং সৃষ্টি সময় তাহা হইতে নির্গত হয়। সঃ সেই পরমাত্মা প্রজাসু সৃষ্টিপদার্থে। ওতঃ প্রোতঃ শরীর ও শরীরী ঊর্দ্ধতন্তু শরীরভাবে ওতঃ, এবং তির্য্যক্ তন্তু শরীরীভাবে প্রোতঃ ভাবে আছেন। বিভুঃ কার্য্যকারণ রূপেণ বিবিধং ভবতি ইতি বিভুঃ কার্য্যকারণরূপে যিনি বহুবিধ রূপ ধারণ করেন।

বঙ্গার্থ। পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেই পরমাত্মাকে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন, তিনি নিত্য, এই বিশ্বভুবন তাঁহাকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, সংহারকালে তাহাতেই সমুদায় গমন করিতেছে এবং সৃষ্টিকালে তাহা হইতেই সমস্ত বহির্গত হইতেছে, তিনি বস্ত্রের ঊর্দ্ধ ও তির্য্যকতন্তুর ন্যায় বিশ্বস্থ তাবৎ সৃষ্টি-পদার্থে শরীর ও শরীরীরূপে অবস্থান করিতে-ছেন, তিনি কার্য্যকারণরূপে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

প্রতদ্বোচেদমৃতন্নু বিদ্বান্ গন্ধর্ব্বো ধামবিভৃ-তঙ্গুহাসৎ। ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুঃ পিতাসৎ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। প্র। তৎ। বোচেৎ। অমৃতং। নু বিদ্বান্। গন্ধর্ব্বাঃ। ধাম। বিভৃতং। গুহাসৎ। ত্রীণি। পদানি। নিহিতা। গুহা। অস্য। যঃ। তানি। বেদ। স। পিতুঃ। পিতা। অসৎ।

ব্যাখ্যা। প্রবোচেৎ—বলেন। তৎ—সেই ব্রহ্মাকে। অমৃতম্—মৃত্যুরহিত। বিদ্বান্—পণ্ডিত। গন্ধর্ব্বঃ—গাং বেদবাচং ধারয়তি বিচারয়তি—বেদান্তবেত্তা। গুহাসৎ—হৃদয়ে বিদ্যমানম্। ধাম-স্বরূপং—স্বরূপ। বিভৃতং—বিভক্তং, স্বর্গ, স্থিতি প্রলয়রূপে বা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তরূপে। ত্রীণি পদানি—ব্রহ্মের উপরোক্ত তিনপ্রকার স্বরূপ। যঃ তানি—পদানি বেদ—যিনি সেই তিন স্বরূপ জ্ঞাত আছেন। স পিতুঃ পিতা অসৎ—তিনি পিতার পিতা পিতামহ অর্থাৎ পরব্রহ্ম হয়েন।

বঙ্গার্থ। বেদবিৎ পণ্ডিত তাহাকে অমৃত বলিয়া বর্ণনা করেন। একমাত্র হৃদয়ে অবস্থিত সেই ব্রহ্মের স্বরূপ বিভক্ত হইয়াছে। সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় বা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তাদি তিন অবস্থা কেবল হৃদয়েই নিহিত আছে। যিনি ইহা অবগত আছেন, তিনিও স্বয়ং ব্রহ্ম।

স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। সঃ। নঃ। বন্ধুঃ। জনিতা। সঃ। বিধাতা। ধামানি। বেদ। ভুবনানি। বিশ্বা। যত্র। দেবাঃ অমৃতম্। আনশানঃ। তৃতীয়ে। ধামন্। অধ্যৈরয়ন্ত।

ব্যাখ্যা। সঃ—সেই পরমাত্মা। নঃ বন্ধুঃ জনিতা, বিধাতা—তিনি আমাদিগের বন্ধু, জন-য়িতা এবং ধারয়িতা। স ধামানি বেদ বিশ্ব-ভুবনানি—তিনি সকল ভূতজাত এবং সকল

স্থান অবগত আছেন। দেবাঃ—দ্যুতিমান পদার্থ সমুদায়। তৃতীয়ে ধামন্ (ধামনি)--তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৃষ্টিরূপে অবস্থিত থাকিয়া। অধ্যৈরয়স্ত—স্বেচ্ছয়াবর্ত্তন্তে। কীদৃশাদেবাঃ—অমৃতং—মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ জ্ঞান, যত্র—যে ব্রহ্মে আনশানাঃ—ব্যাপ্নুবানাঃ অশ্নুবতে—বহুলং ছান্দসীতি—যে ব্রহ্ম হইতে অমৃতত্ব গ্রহণ করিয়া।

বঙ্গার্থ। তিনি আমাদের বন্ধু জনয়িতা এবং ধারয়িতা। তিনি ভূতজাতমাত্রে এবং ধামমাত্র অবগত আছেন। দ্যুতিমান্ পদার্থ (পদার্থ মাত্রেই দ্যুতিমান্) সমুদায় সেই পরমাত্মা হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহার তৃতীয় স্থানে অর্থাৎ সৃষ্টিরূপে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। (যেমন সূর্য্য কিরণ দিতেছে, মেঘ বৃষ্টি দিতেছে ইত্যাদি)।

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ উপস্থায় প্রথমজামৃতস্যাত্মনাত্মানমভিসংবিবেশ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। পরীত্য। ভূতানি। পরীত্য। লোকান্। পরীত্য। সর্ব্বাঃ। প্রদিশঃ। দিশ। চ। উপস্থায়। প্রথমজাং। ঋতস্য। আত্মনা। আত্মানঃ। অভিসংবিবেশ।

ব্যাখ্যা। পরীত্য—ব্রহ্মরূপ জানিয়া। উপস্থায়—সেবা করিয়া প্রথমজাং—জ্ঞান বা বেদরূপ বাক্য, যাহার সর্ব্ব প্রথম সৃষ্টি এবং যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম পাওয়া যায়। ঋতস্য—সত্যের।

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান সর্ব্বমেধ যাজী ব্যক্তি সর্ব্বভূতকে, সর্ব্বলোককে, সমুদায় দিক্ বিদিককে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া, অনন্তজ্ঞানস্বরূপ বেদের সেবা করিয়া (আত্মনা) স্বীয় জীবাত্মার দ্বারা সত্যস্বরূপের আত্মায় প্রবেশ করেন।

পরিদ্যাবা পৃথিবী সদ্য ইত্বা পরিলোকান্ পরিদিশঃ পরিস্বঃ। ঋতস্য তন্তুং বিততং বিচৃত্য তদপশ্যৎ তদভবৎ তদাসীৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। পরি। দ্যাবা। পৃথিবী। সদ্যঃ। ইত্যা। পরি। লোকান্। পরি। দিশ। পরি। স্বঃ। ঋতস্য। তন্তুং। বিততং। বিচৃত্য। তৎ। অপশ্যৎ। তৎ। অভবৎ। তৎ। আসীৎ।

ব্যাখ্যা। দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পরিত্য—দ্যাবা পৃথিবীকে সদ্য ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। লোকান্ দিশঃ স্বঃ পরিত্য—লোক সকল, দিক্ সকল এবং আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া। ঋতস্য বিততং তন্তুং বিচৃত্য—যজ্ঞের বিস্তৃত তন্ত্র অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া। তদপশ্যৎ—তাহাকে দেখেন, তদভবৎ--তাহাকে লাভ করেন, তদাসীৎ—তাহাই হয়েন।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানবান সর্ব্বমেধ যাজী ব্যক্তি দ্যাবা পৃথিবী, দিক এবং আকাশকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া—যজ্ঞের বিস্তৃত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপনান্তে ব্রহ্মকে দেখিতে পান, ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন্ এবং নিজেও ব্রহ্ম হন্।

সদসস্পতিমদ্ভুতম্প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যম্। সনিং মেধাময়াসিষং স্বাহা ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। সদসঃ। পতিং। অদ্ভুতং। প্রিয়ম্। ইন্দ্রস্য। কাম্যম্। সনিং। মেধাং। অযাসিষং। স্বাহা।

ব্যাখ্যা। সদসঃ—যজ্ঞ গৃহের। পতিং-পালক। অদ্ভুতং—অদ্ভুত। ইন্দ্রস্য প্রিয়ম্ কাম্যম্--ইন্দ্রের প্রিয় ও কাম্য। সনিং—দ্রব্যদান। মেধাং—বুদ্ধিং। অযাসিষং—প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। যজ্ঞগৃহের পালক, অদ্ভুত ইন্দ্রের প্রিয় ও কাম্য অগ্নির নিকট বল ও মেধা প্রার্থনা করি। আমার যজ্ঞ সুহুত হউক্।

যাম্মেধান্দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়া মামদ্য মেধয়া মেধাবিনঙ্কুরু স্বাহা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। যাং। মেধাং। দেবগণাঃ। পিতরঃ। চ। উপাসতে। তয়া। মাং। অদ্য। মেধয়া। মেধাবিনং। কুরু। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। যে মেধা দেবগণ ও পিতৃগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, মোক্ষদায়িনী সেই মেধাদ্বারা আমাকে অদ্য মেধাবী কর। আমার যজ্ঞ সুহুত হউক্।

মেধাম্মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ প্রজাপতিঃ। মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধান্ধাতা দদাতু মে স্বাহা॥ ১৫॥

পদপাঠঃ। মেধাং। মে। বরুণঃ। দদাতু। মেধাং। অগ্নিঃ। প্রজাপতিঃ। মেধাং। ইন্দ্রঃ। চ। বায়ুঃ। চ। মেধাং। ধাতা। দদাতু। মে। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। বরুণ আমাকে মেধা দান করুন, অগ্নি, প্রজাপতি, ইন্দ্র, বায়ু আমাকে মেধা দান করুন; ধাতা আমাকে মেধা দান করুন। আমার যজ্ঞ সুহুত হউক্।

ইদম্মে ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চোমে শ্রিয়মশ্নুতাম্।
ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমান্তস্মৈ তে স্বাহা॥১৬॥

পদপাঠঃ। ইদং। মে। ব্রহ্ম। ক্ষত্রং। চ। উভে। শ্রিয়ম্। অশ্নুতাম্। ময়ি। দেবাঃ। দধতু। শ্রিয়ম্। উত্তমাং। তস্মৈ। তে। স্বাহা।

বঙ্গার্থ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয় শ্রী, অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক ও সাংসারিক বিষয়ক উভয়বিধ শ্রী আমি যেন প্রাপ্ত হই। দেবগণ আমাকে উত্তম শ্রী প্রদান করুন। আমার এই যজ্ঞ সুহুত হউক্।

ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণ।

যজুর্ব্বেদ।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি। দূরঙ্গমঞ্জ্যোতিষাঞ্জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥ ১॥

পদপাঠঃ। যৎ। জাগ্রতঃ। দূরম্। উদৈতি। দৈবং। তৎ। উ। সুপ্তস্য। তথা। এব। এতি। দূরঙ্গমম্। জ্যোতিষাম্। জ্যোতিঃ। একম্। তৎ। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যৎ দৈবং—দীব্যতি প্রকাশতে দেবো বিজ্ঞানাত্মা তত্র ভবং দৈবম্ আত্মগ্রাহকমিত্যর্থঃ—বিজ্ঞানাত্মক, যাহাদ্বারা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি হয়। মনঃ—মন। জাগ্রতঃ—জাগ্রত ব্যক্তির। দূরম উদৈতি—দূর উদয় হয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বহু দূরে গমন করিতে পারে না, মন তাহা পারে। তৎ উ সুপ্তস্য তথা এব এতি—সুপ্তব্যক্তির পক্ষেও ঐরূপ দূরে গমন করে এবং পুনর্ব্বার আগমন করে। যৎ স্থলে তৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। দূরঙ্গমম্—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। জ্যোতিষাং একং জ্যোতিঃ—জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ানামেকমেব জ্যোতিঃ প্রকাশকং প্রবর্ত্তকং—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দিগের একমাত্র প্রকাশক বা চালক। তৎ মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু—শিবঃ কল্যাণকারী ধর্ম্মবিষয়ঃ—সেই আমার মনের কল্যাণকারী ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কল্প হউক, পাপবিষয়ে যেন হয় না।

বঙ্গার্থ। আত্মজ্ঞানের সহায় যে মন জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে দূরে উদয় হয়, এবং সুপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও তদ্রূপ দূরে গমন করে এবং আগমন করে, যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে, যে মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গের চালক, এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণী যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ। যদপূর্ব্বং যজ্ঞমন্তঃ প্রজানান্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ২ ॥

পাদপাঠঃ। যেন। কর্ম্মাণি। অপসঃ। মনীষিণঃ। যজ্ঞে। কৃণ্বন্তি। বিদথেষু। ধীরাঃ। যৎ। অপূর্ব্বং। যজ্ঞম্। অন্তঃ। প্রজানাম্। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যেন—যে মনের দ্বারা। অপসঃ—অপ (কর্ম্ম) অপো বিদ্যতে যেষাং তে কর্ম্মবন্তঃ। ধীরাঃ—ধীর। মনীষিণঃ—মনীষী ব্যক্তি। যজ্ঞে—তাবৎ কর্ত্তব্য কার্য্যে কর্ম্মকাণ্ডে বিদথেষু—বিজ্ঞানবিষয়ে কর্ম্মাণি কৃণ্বন্তি—কার্য্য করেন। যৎ—যাহা। অপূর্ব্বং—যাহা শরীরের পূর্ব্বে সৃষ্ট কিম্বা যাহার বাহ্যরূপ নাই। যজ্ঞম্—যজ্ঞং যষ্টুং শক্তং যজ্ঞম্—যজ্ঞ করিতে সমর্থ। প্রজানাম্ অন্তঃ—যাহা প্রাণিমাত্রের অন্তরে অর্থাৎ শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। ধীর এবং কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্নকারী মনীষী ব্যক্তিরা যে মনের দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যে মনের দ্বারা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা যায়, এবং যেমন প্রাণিমাত্রের শরীরে অবস্থিতি করে, এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক।

যৎ প্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যোজ্যোতিরন্তরমৃতম্প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। যৎ। প্রজ্ঞানম্। উৎ। চেতঃ। ধৃতিঃ। চ। যৎ। জ্যোতিঃ। অন্তরঃ। অমৃতম্। প্রজাসু। যস্মাৎ। ন। ঋতে। কিঞ্চন কর্ম্ম। ক্রিয়তে। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

ব্যাখ্যা। যৎ—যাহা। প্রজ্ঞানম্—বিশেষেণ জ্ঞান জনকম্, যাহা হইতে বিশেষরূপ জ্ঞান জন্মে। উত—এবং। চেতঃ—চেতয়তি, সম্যক্ ...[illegible] ... সম্যক্জ্ঞান জন্মে। ধৃতিঃ—ধৈর্য্য। প্রজাসু অন্তঃ—প্রাণিমাত্রের শরীর মধ্যে থাকে। অমৃতম্—মৃত্যুরহিত, অর্থাৎ শরীরের সহিত যাহার ধ্বংস হয় না। মন মূলে নশ্বর পদার্থ হইলেও শরীরাদির সহিত ধ্বংস হয় না। জ্যোতিঃ—ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক বা চালক। যস্মাৎ ঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ন ক্রিয়তে—যে মন ব্যতীত কেহই কোন কার্য্য করিতে পারে না। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে মন জ্ঞানজনক, যে মনই চিত্ত ও ধৃতি, যাহা প্রজামাত্রের শরীর মধ্যে থাকিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের নেতাস্বরূপ হইয়াছে, যাহা শরীরের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। যাহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যেনেদম্ভূতম্ভুবনম্ভবিষ্যৎপরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্। যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। যেন। ইদম্। ভূতম্। ভুবনম্। ভবিষ্যৎ। পরিগৃহীতম্। অমৃতেন। সর্ব্বম্। যেন। যজ্ঞঃ। তায়তে। সপ্তহোতা। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যেন—যে মনের দ্বারা। অমৃতেন—অবিনশ্বর। ইদম্ ভূতম্ ভুবনম্ ভবিষ্যৎ সর্ব্বম্—এই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদায় পদার্থ। পরিগৃহীতম্—জ্ঞাত। যেন সপ্তহোতা যজ্ঞস্তায়তে—যাহাদ্বারা সপ্তহোতাবিশিষ্ট যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে অবিনশ্বর মনের দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানাদি সমস্ত পদার্থ পরিগৃহীত হয়, যে মনের দ্বারা সপ্তহোতাবিশিষ্ট যজ্ঞ পরিবর্দ্ধিত হয়। তদ্রূপ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

যস্মিন্নৃচঃ সামযজুংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ। যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানান্তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। ঋচঃ। সাম। যজুংষি। যস্মিন্। প্রতিষ্ঠিতা। রথনাভৌ। ইব। অরাঃ। যস্মিন্। চিত্তং। সর্ব্বম্। ওতম্। প্রজানাং। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। যস্মিন্—যে মনে। ঋচঃ সাম যজুংষি—ঋক্, সাম ও যজু সমুদায়—রথে নাভৌ ইব অরাঃ—রথ নাভিতে অরার অর্থাৎ চক্রমধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ড গুলির ন্যায়। প্রতিষ্ঠিতা—প্রতিষ্ঠিত। যস্মিন্—যে মনে প্রজানাং—প্রাণীসমূহের। সর্ব্বং চিত্তং—সর্ব্বপদার্থ বিষয়ক জ্ঞান। ওতং—নিক্ষিপ্তম্। তন্মে মনঃ—পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। রথচক্রের মধ্যস্থ ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠখণ্ডগুলি যেরূপ রথচক্রের কেন্দ্রস্থ নাভিস্থলে সংবদ্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাকে, তদ্রূপ ঋক্, সাম, যজু যে মনে প্রতিষ্ঠিত আছে যে মনে প্রজাবর্গের সর্ব্বপদার্থ বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্ব্বাজিন ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরঞ্জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। সু। সারথিঃ। অশ্বান্। ইব। যৎ। মনুষ্যান্। নেনীয়তে। অভিশুভিঃ। বাজিনঃ। ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং। যৎ। অজিরং। জবিষ্ঠম্। তৎ। মে। মনঃ। শিবসঙ্কল্পম্। অস্তু।

ব্যাখ্যা। সুষারথিঃ—নিপুণ সারথি। অশ্বান্ ইব। নেনীয়তে—অশ্বদিগকে যেরূপ পরিচালন করে। অভিশুভিঃ বাজিনঃ ইব—বল্‌গাদ্বারা যেরূপ অশ্বদিগকে পরিচালন করে। দুইবার উপমার উদ্দেশ্য এই প্রথমতঃ সাধারণভাবে অশকে লয়, দ্বিতীয়তঃ উহাকে বিশেষরূপে নিয়মিত করা হয়। যন্মনুষ্যান্ নেনীয়তে—যেমন মনুষ্যদিগকে কার্য্যে পরিচালন করে এবং সংযত করে হৃৎপ্রতিষ্ঠিতং—যে মন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। যৎ অজিরং জবিষ্ঠং—যাহা জরারহিত এবং অত্যন্ত বেগবান। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। নিপুণ সারথি যেরূপ অশ্বকে চালনা করে এবং বল্‌গাদ্বারা সংযত করে। যে মনও মনুষ্যদিগকে তদ্রূপ পরিচালনা করে, যে মন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ হৃদয়দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, যে মন জরাশূন্য এবং অত্যন্ত বেগবান এতাদৃশ মদীয় মনে শিবসঙ্কল্প হউক্।

দেবতা ও অসুরদিগের ব্রহ্মজ্ঞান।

একদা দেবগণ ও অসুরগণ শুনিলেন যে প্রজাপতি বলিতেছেন;—

“য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্যস্তমাত্মানমনুবিদ্যবিজানাতীতি ॥

অর্থাৎ যিনি পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আদি শূন্য, যিনি সত্যসঙ্কল্প এবং সত্যকাম, তাঁহাকে শাস্ত্র ও আচার্য্য উপদেশের সাহায্যে অন্বেষণ করা এবং বিশেষরূপে জ্ঞান কর্ত্তব্য, যেহেতু যে ব্যক্তি আত্মাকে জানেন, তিনি সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হন।

দেবগণ ও অসুরগণ উহা শ্রবণ করিয়া আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য স্বীয় স্বীয় রাজা ইন্দ্র ও বিরোচনকে প্রজাপতির নিকট প্রেরণ করি-

লেন। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রচলিত রীত্যনুসারে সমিৎপাণি হইয়া আত্মতত্ত্ব শিক্ষার্থ প্রজাপতি সমীপে গমন করিলেন। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ না করিলে, শিক্ষা দিবার বিধান না থাকায়, তাহারা উভয়ে প্রজাপতি সন্নিধানে বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যে অবহিত থাকার পর, প্রজাপতি তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহারা প্রজাপতি যাহা বলিয়াছিলেন এবং দেবাসুরেরা তাহা শুনিয়া তাহার কথিত সেই আত্মার তত্ত্ব তাহার নিকট জানিতে পাঠাইয়াছেন ইত্যাদি বলিলেন।

তখন প্রজাপতি বলিলেন,—

য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি ॥

অর্থাৎ যে পুরুষকে চক্ষুর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই আত্মা। ইনি মৃত্যু ও ভয়রহিত ইনিই ব্রহ্ম।

যে পুরুষকে চক্ষুর মধ্যে দেখা যায়, তিনিই আত্মা, ইহাদ্বারা প্রজাপতি বুঝাইলেন যে পুরুষকে যোগীগণ চক্ষু মুদিত করিয়া সমাধি-নিমগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দেখেন। তিনিই আত্মা, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা; চক্ষু কেবল দৃষ্টির উপকরণমাত্র। শিষ্যদ্বয় ইন্দ্র ও বিরোচন কিন্তু তাহার উপদেশের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া ভাবিলেন, যে চক্ষুর মধ্যে যে প্রতিবিম্ব পড়ে সেই বুঝি আত্মা, তাই তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, জলে যাহাকে দেখা যায়, দর্পণে যাহাকে দেখা যায়, তিনি কে? প্রজাপতি দেখিলেন যে শিষ্যেরা তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই, তাহারা দর্পণে, জলে, চক্ষুতে যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাকেই আত্মা সাব্যস্ত করিয়া লইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, হা তিনিই বটে, তিনি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হন অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই ব্রহ্মময়। কিন্তু পাছে শরীরের প্রতিবিম্বকে শিষ্যগণ আত্মজ্ঞান করে, তাই তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"জলপাত্রে মুখ দর্শন কর এবং তদনন্তর আত্মার বিষয় যাহা কিছু না বুঝ, আমাকে বলিও।" তদনুসারে তাহারা জলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রজাপতি তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি, কেশ নখপর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। প্রজাপতি বলিলেন, তোমরা লোম নখ ইত্যাদি ফেলিয়া দেও, শরীর অলঙ্কারে ভূষিত কর, সুন্দর বসন পরিধান কর এবং তাহার পর জলের দিক্ দৃষ্টিপাত করিয়া বল কি দেখিতেছ। তাঁহারা বলিলেন, আমরা আমাদিগের উভয়কে সালঙ্কৃত, পরিস্কৃত এবং সুবসনাবৃত দেখিতে পাইতেছি।

তখন প্রজাপতি বলিলেন, উনিই আত্মা, উনিই, মৃত্যু ও ভয়রহিত, উনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতির উদ্দেশ্য এই যে প্রথম সলোম নখ শরীরের প্রতিবিম্ব, তৎপরে লোম নখবির্জ্জিত অলঙ্কৃত ও বসনাবৃত শরীরের প্রতিবিম্ব জলে দেখিলে, ইহাদের শরীরের আগমাপায়িত্ব অর্থাৎ অনিত্যতার উপলব্ধি হইবে এবং যখন তিনি পূর্ব্বে পাপ, জরা, মৃত্যুরহিত আদি আত্মার যে লক্ষণ বলিয়াছেন এবং তৎপরে নেত্রমধ্যে যাহাকে দৃষ্ট হয় এবং যিনি মৃত্যুরহিত ভয়রহিত ইত্যাদি বলিয়াছেন তখন ইহাদ্বারা শিষ্যদিগের আত্মার বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিরোচন ভাবিলেন যে গুরু প্রজাপতি যখন জলে শরীরে প্রতিবিম্ব দেখাইলেন, তখন শরীরই আত্মা। ইন্দ্র ভাবিলেন শরীরের ছায়াই আত্মা।

উভয়ে এবম্বিধ সংস্কার লইয়া প্রজাপতির নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। প্রজাপতি কিন্তু তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন না।

কারণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বীয় যত্নে যত হয়, পরকীয় শিক্ষায় তত হয় না। তিনি ভাবিলেন যখন ইহারা আত্মার যে লক্ষণ প্রথমে বলা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিবে এবং তৎপরে শরীরের পরিবর্ত্তনের সহিত জলে তাহার প্রতিবিম্বের পরিবর্ত্তন চিন্তা করিবে, তখন ইহাদের আত্মজ্ঞান আপনা হইতেই হইবে।

বিরোচন সন্তুষ্টচিত্তে অসুরদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন এবং শরীরই আত্মা এবং শরীরেরই সেবা করিতে হইবে এবং এই শরীরের সেবা করিলেই সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন। অসুরগণ তদবধি শরীরকে যথাসর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া, মৃত্যুর পরেও শরীরকে বস্ত্রালঙ্কার পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করে। তদবধি যাহারা শরীরকে যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া ধর্ম্মকার্য্যাদি হইতে বিরত হয়, লোকে তাহাদিগকে অসুর আখ্যা দেয়।

ইন্দ্র ও দেবগণের নিকট প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা তাহার মনে সন্দেহ হইল। তাহার সংস্কার ছিল শরীরের প্রতিবিম্বই আত্মা। আত্মা শরীরের প্রতিবিম্ব হইলে, শরীর অলঙ্কৃত হইলে আত্মা অলঙ্কৃত হইল, শরীর পরিস্কৃত হইলে আত্মা তাহাই হইল, অন্ধ হইলে আত্মা অন্ধ হইল, শরীর হস্তপদ বিরহিত হইলে, আত্মা বিরহিত হস্তপদ হইল। সুতরাং আত্মা শরীরের ন্যায় নশ্বর হইয়া উঠিল, অথচ প্রজাপতি বলিয়াছেন, আত্মা অজর, অমর ইত্যাদি। সুতরাং তিনি বলিয়া উঠিলেন "নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।" আমি আত্মার কথা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে কোন ফল দেখিতেছি না। তখন তিনি পুনর্ব্বার সমিৎ হস্তপূর্ব্বক প্রজাপতি সমীপে উপনীত হইলেন। প্রজাপতি বলিলেন, "কি ইন্দ্র! তুমি বিরোচনের সহিত শান্তহৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে, পুনর্ব্বার কি জন্য আসিয়াছ" তখন ইন্দ্র প্রজাপতিকে স্বীয় সংশয়ের বিষয় জানাইলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন যে তুমি আর বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক আমার নিকট অবস্থান কর, আমি তোমাকে আত্মার বিষয়ে পুনর্ব্বার উপদেশ দিব।

বত্রিশ বৎসর পরে প্রজাপতি বলিলেন ;—

"য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি ॥

অর্থাৎ যিনি স্বপ্নে মহীয়মান অর্থাৎ পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনি মৃত্যুরহিত, ভয়রহিত ইনি ব্রহ্ম।

বিশ্ব ব্রহ্মময়, উপাধিভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দৃষ্ট হন। তাহার জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত আদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। প্রজাপতি যাহা উচ্চভাবে বলিতেছেন, ইন্দ্র তাহা নিম্নভাবে লইতেছেন। ইন্দ্র কিছু দূর গিয়া ভাবিলেন যে এটি যদি ঠিক হয়, যে শরীর অন্ধ হইলেও আত্মা অন্ধ হয় না এবং শরীরের কোন দোষে আত্মা দূষিত হয় না এবং শরীরের সুখ দুঃখ যখন আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাহাহইলে স্বপ্নাবস্থায়ও যখন সুখদুঃখাদি প্রাপ্তি হয় তখন স্বপ্ন-পুরুষকে কিরূপে আত্মা বলি। তখন ইন্দ্র পুনর্ব্বার প্রজাপতি সন্নিধানে আগমন করিয়া স্বীয় সংশয় জানাইলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন যে পুনর্ব্বার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর, ঐ সময়ের পর আমি তোমাকে আত্মার তত্ত্ব অবগত করাইব।

বত্রিশ বৎসরান্তে প্রজাপতি বলিলেন :—

"তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং না বিজানাত্যেষ আত্মেতি এতদমৃততম ভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি।

যখন মনুষ্য নিদ্রিত অবস্থায় থাকে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে, এবং স্বপ্ন দৃষ্টি না করে, তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে, তিনি মৃত্যু ও ভয়রহিত, তিনিই ব্রহ্ম।

প্রজাপতি প্রথম বলিয়াছেন যে যোগিগণ সমাধি মগ্ন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা যাহাকে দর্শন করে, যিনি স্বপ্নে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা এবং এক্ষণে এ কথা পরিস্ফুট করার জন্য বলিতেছেন, যিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নাদিদর্শন করেন না তিনিই আত্মা ও ব্রহ্ম। প্রজাপতির উদ্দেশ্য যে পরিবর্ত্তনশীল উপাধির মধ্যে অপরিবর্ত্তনশীল যে উত্তম পুরুষ তিনিই আত্মা। ইন্দ্র কিন্তু একদেশ মাত্র দৃষ্টি করিতেছেন। যখন যে উপদেশটি হইতেছে, তাহার সহিত অন্য উপদেশের যোজনা না

করিয়া ভ্রমে পতিত হইতেছেন। ইন্দ্র কিছু দূর গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট আগমন করিলেন, এবং বলিলেন, গুরো, যদি সুষুপ্ত পুরুষই আত্মা হয়, তাহা হইলে ত সে আপনাকেও আপনি জানে না, অপরকেও জানে না, তাহা হইলে সে ত বিনাশ ভাবপ্রাপ্ত হইল, অথচ আত্মা বিনাশরহিত, কারণ আপনিই বলিয়াছেন আত্মা অমৃত।

প্রজাপতি দেখিলেন যে ইন্দ্র ক্রমে উচ্চদিকে গমন করিতেছে, তিনি অন্বয় ব্যতিরেকাখ্য ন্যায় দ্বারা আত্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ পাপক্ষয় না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, এইজন্য পূর্ব্বে ইন্দ্রকে ছিয়ানব্বই বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইয়াছেন। কিন্তু যথন দেখিলেন ইন্দ্রের উন্নত অবস্থা হইয়া আসিয়াছে, তথন আর পাঁচ বৎসরমাত্র ব্রহ্মচর্য্যই যথেষ্ট হইবে, এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি বলিলেন ইন্দ্র তুমি আর পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া আমার নিকট অবস্থান কর। ঐ পাঁচবৎরান্তে আমি তোমাকে আত্মার বিষয়ে আর উপদেশ দিব। পাঁচ বৎসর শেষে প্রজাপতি পুনর্ব্বার ইন্দ্রকে আত্মতত্ত্ব বলিলেন। ইন্দ্র মোট একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বেন প্রজাপতির সন্নিধানে বাস করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরান্তে প্রজাপতি বলিলেন :—

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মানোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়যোরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥

হে মঘবন্! এই শরীর মরণ ধর্ম্মশীল, ইহা মৃত্যুর অধীন। ইহা অমৃত ও অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান মাত্র। যথন অবিবেকহেতু আমি এই শরীর কিম্বা এই শরীর আমি ইত্যাদি ভ্রম জ্ঞান থাকে, তথন আত্মা সশরীর অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া—প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অধীন হয়। যতক্ষণপর্য্যন্ত ঐরূপ ভ্রমজ্ঞান থাকে, ততক্ষণপর্য্যন্ত আত্মাকে সশরীর অর্থাৎ শরীরবিশিষ্ট বলা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হয় না। বিবেক উদ্রেক হইলে, অর্থাৎ শরীর আত্মা নয় এবং আত্মা শরীর নয়, অর্থাৎ যথন আত্মাকে শরীর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান হয়, তথন আত্মা অশরীর হন্ এবং সেই অশরীর আত্মাকে সুখদুংখাদি স্পর্শ করিতে পারে না।

প্রজাপতি পুর্ব্বে বলিয়াছেন যে একই আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত অবস্থায় বিচরণ করেন। ইন্দ্র তাহাতে দোষ দৃষ্টি করিলেন। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার জ্ঞান থাকে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তবে প্রজাপতি বলিয়াছেন আত্মা সর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়, আত্মা সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। তাহা কিরূপ হইল। ইন্দ্র দ্বৈতভাবে চলিতেছেন, প্রজাপতি অদ্বৈতভাবে চলিতেছেন, সুতরাং ইন্দ্র প্রজাপতির কথা বুঝিতে পারিতেছেন না। ইন্দ্র ভাবিতেছেন সর্ব্বভূত, সর্ব্বলোক, সর্ব্বকাম, স্বতন্ত্র, আমি স্বতন্ত্র সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থায় যথন আমার জ্ঞান না থাকিল, তথন আত্মা সর্ব্বকাম কিরূপে ভোগ করিল। প্রজাপতির উদ্দেশ্য যে আত্মত্ব প্রাপ্তি অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলেই সকল প্রাপ্তি হইল। আমিই আত্মা, বিশ্বই আত্মা, সুতরাং আত্মার বাহিরে কিছুই থাকিল না। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন :—"কং কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি। ইন্দ্রের ঐরূপ সন্দেহ নিবারণের জন্য প্রজাপতি বলিতেছেন আত্মা সচ্চিদানন্দমাত্র। উপাধিবিশিষ্ট হইলেই সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানে উপাধি নাশ হইলে সচ্চিদানন্দ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

প্রজাপতি পুনর্ব্বার বলিতেছেন :—

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঃ শরীরাণি তদ্‌যথৈতান্যমুষ্যাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষণ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিন শরীরে প্রাণো যুক্তঃ॥

অর্থাৎ বায়ু, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনি ইত্যাদি অশরীর হইয়াও যেরূপ আকাশ হইতে উত্থিত হইয়া গ্রীষ্মকালের প্রথর সূর্য্যসংযোগে আকাশ

রণ করে, তদ্রূপ এই নির্ম্মল পুরুষ এই শরীর তে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতি অর্থাৎ আত্মন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয়রূপ ধারণ করেন, াকেই উত্তম পুরুষ বলা যায়। ইনিই কারণ বস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থায় পরিণত লে যে শরীরেই থাকুন না কেন, আহার, ড়া, রমণীগণের সহিত বিহার, যানাদি রোহণ বা জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ রয়া থাকেন। অশ্ব যেরূপ শকটে আবদ্ধ , সেইরূপ এই প্রাণ অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা এই ীরে সংযুক্ত হন।

প্রজাপতি আরও বলিলেন,—

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ স্বদর্শনায় চক্ষুরথ যে বেদেদং জিঘ্রাণেতি আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাভিব্যাহরায় বাগথ যো বেদেদং ানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রং অথ যো েদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং ঃ স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনতান্ পশ্যন্ কামান্ রমতে॥

অর্থাৎ চক্ষু দর্শনের উপকরণমাত্র, আত্মাই দর্শন করেন, ঐরূপ নাসিকা, জিহ্বা ও কর্ণ ঘ্রাণ, কথন এবং শ্রবণের উপকরণমাত্র, আত্মাই ঘ্রাণ লয়েন, কথা বলেন এবং শ্রবণ করেন।

মনও এই আত্মার দৈবচক্ষু, তিনি মনের দ্বারা এই সমুদায় আনন্দভোগ করিয়া আনন্দিত হন।

এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতং তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বে চ কামাঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতীতিহ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাতিরুবাচ॥

প্রজাপতি ইন্দ্রকে আত্মার বিষয় যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রহ্মলোকে দেবগণ সেইরূপ তাহার চিন্তা করেন সেইহেতু তাহাদের সর্ব্বলোক এবং সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয়। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হন ইহাই প্রজাপতির উপদেশ, ইহাই প্রজাপতির উপদেশ।

বিষ্ণুভক্ত কাহাকে বলা যায়?

বিষ্ণুপুরাণ।

ন চ চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ সমমতিরাত্মদ্ বিপক্ষপক্ষে। ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিচ্চঃ সিতমনসং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ১॥

যে বিষয়ে স্বীয় অধিকার নাই, এরূপ কার্য্য রিত্যাগ করিয়া যিনি স্বীয় স্বভাবানুযায়ী ানুসারে কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকেন, যিনি পরদ্রব্য হরণ করেন না কিম্বা কোন জীবহিংসা রেন না, যাহার মন অত্যন্ত নির্ম্মল, তাহাকে ষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ১॥

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা বিমলমতের্মলীকৃতোঽস্তমোহে। মনসি কৃতজনার্দ্দনং ষ্যং সততমবেহি হরেরতীবভক্তম্॥ ২॥

এইরূপ বিমলমতি ভক্তের আত্মা কলিকলুষ মলিন করিতে পারে না। যাহার বিগতাহ মনে জনার্দ্দন সদাই বিরাজ করেন, হাকে হরির অত্যন্ত ভক্ত বলিয়া জানিবে॥২॥

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্। ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ পুরুষবরং তমবেহি বিষ্ণুভক্তম্॥ ৩॥

যিনি নির্জ্জনে পরস্ব স্বর্ণ দেখিয়া তাহাকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন, তিনি ভগবানে অনন্যচেতা হইয়া থাকেন, সেই পুরুষবরকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণুর্ম্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ। নহি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ॥ ৪॥

স্ফটিকগিরি শিলার ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণুই বা কি, আর মনুষ্যের মনে মৎসরাদি দোষই বা কি? অর্থাৎ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব বলিয়া একত্র থাকিতে পারে না। সে কিরূপ? না— সিতাংশু চন্দ্রের রশ্মি-পুঞ্জে কখন হুতাশনদীপ্তিজনিত তেজ থাকিতে পারে না॥ ৪॥

বিমলমতির্বিমৎসরঃ প্রশান্তঃ শুচিচরিতোহখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ। প্রিয়হিতবচনোহস্তমানমায়ো বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহার বিমলমতি, বিমৎসর, প্রশান্ত, শুদ্ধচরিত্র, অখিল-জগতের মিত্রস্বরূপ, প্রিয় ও হিতবচনবাদী এবং নিরস্ত গর্ব্ব ও মায়াশূন্য তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ৫ ॥

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্ ভবতি পুমান্ জগতোহস্য সৌম্যরূপঃ। ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোহন্তঃ কথয়তি চারুতরেব শালপোতঃ ॥ ৬ ॥

ভগবান হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সৌম্যরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সৌম্যাকৃতি মনুষ্য দেখিলে তাহার হৃদয়ে ভগবান বাস করিতেছে বুঝিবে। সে কিরূপ? না—চির বালতরুশালবৃক্ষের শ্রেষ্ঠতা যেমন তাহার অন্তরে পৃথ্বীর রস আছে ইহা বলিয়া দেয়। (অর্থাৎ শালবৃক্ষ যেমন কখনও শুষ্ক হয় না এবং উহা কাটিলেই সকল সময়ই সরস দেখা যায়, ঐ সরসত্বের কারণ যেরূপ ক্ষিতিরস, সেইরূপ মনুষ্যের সৌম্যাকৃতির কারণ তাহার হৃদয়ে ভগবানের বাস) ॥ ৬ ॥

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণাম্ অনুদিনমচ্যুতাসক্তমানসানাম্। অপগতমদমানমৎসরাণাং ব্রজ ভট! দূরতরেণ মানবানাম্ ॥ ৭ ॥

হে ধর্ম্মবীর! যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য) ও নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান) দ্বারা যাহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, সদা সর্ব্বদা ভগবানে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, যাহারা মদ, মান ও মৎসর শূন্য (মদ—ঐশ্বর্য্যজনিত উল্লাস, মান—নিজেই শ্রেষ্ঠ এই বুদ্ধি, মৎসর—পরশ্রীকাতরতা) এরূপ সমুদায় মহাত্মা তাহারা দূরে অবস্থিত হইলেও তাহাদিগের নিকট গমন কর বা তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ কর, অর্থাৎ তাহাদের আদর্শ উচ্চ হইলেও তুমি বীরের ন্যায় তাহা স্বীয় আয়ত্ত করিবার চেষ্টা কর ॥ ৭ ॥

হৃদি যদি ভগবানাদিরাস্তে হরিরসিশঙ্খগদাধরোহব্যয়াত্মা। তদঘমঘবিঘাতকর্তৃভিন্নং ভবতি কথং সতি চান্ধকারমর্কে ॥ ৮ ॥

যদি তোমার হৃদয়ে শঙ্খ-গদাধর ভগবান্ হরি থাকেন, তাহাহইলে তুমি নিশ্চয়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইবে, পাপবিনাশক কর্তৃক পাপ নষ্ট হইলে, পাপ কিরূপে থাকিতে পারে? সূর্য্য থাকিতে কি অন্ধকার থাকিতে পারে ॥ ৮ ॥

হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্ বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ। অশুভজনিতদুর্ম্মদস্য পুংসঃ কলুষমতে হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি পরধন অপহরণ করে, জীবহিংসা করে, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা বাক্য বলে, অশুভকার্য্য হেতু যাহার হৃদয় মদান্বিত হইয়াছে, সেই কলুষিত ব্যক্তির হৃদয়ে কখন ভগবান্ বাস করেন না ॥ ৯ ॥

ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ। ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোহধমস্য ॥ ১০ ॥

যে কলুষমতি অসাধু ব্যক্তি পরশ্রীকাতর, সাধুদিগের নিন্দা করে, ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদন করে না এবং সাধু ব্যক্তিদিগকে দান করে না, সেই অধমের মনে কখন ভগবান্ থাকেন না ॥ ১০ ॥

পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে সুততনয়া পিতৃমাতৃ-ভৃত্যবর্গে। শঠমতি রূপযাতি যোহর্থতৃষ্ণাং তমধমচেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্ ॥ ১১ ॥

যে ব্যক্তি শঠমতি লইয়া সুহৃদ্, বান্ধব, কলত্র, পুত্র, কন্যা, পিতা মাতা ও ভৃত্যবর্গ পরিপালনের জন্য অন্যায় উপায়ে ধন উপার্জ্জন করে, তাহাকে অধম চেষ্টা বলিয়া জানিবে, সে কখন বিষ্ণুভক্ত নহে ॥ ১১ ॥

অশুভমতিরসৎ প্রবৃত্তিসক্তঃ সততমনার্য্যবিশালসঙ্গমত্তঃ। অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্নঃ পুরুষপশুর্ন হি বাসুদেবভক্তঃ ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি অশুভমতি, যে অসৎ প্রবৃত্তিতে আসক্ত, যে সতত অনার্য্য অর্থাৎ নীচ ব্যক্তিদিগের সহিত দীর্ঘকাল সঙ্গের জন্য মত্ত, যে সদা সর্ব্বদা পাপরূপ বন্ধনে আগ্রহাতিশয় দেখায়, সেই পুরুষ পশু কখন বিষ্ণুভক্ত নয় ॥ ১২ ॥

ক্রমশঃ—

১৩০১ সালের হিন্দু-পত্রিকার সূচীপত্র।

১৩০১ সালের সূচীপত্র সমাপ্ত।

হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা।	১৩০২ সাল ১৮১৬ শকাব্দা।	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

সূচনা।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বিঘ্নবিনাশন গণপতির কৃপায় ও আর্য্যঋষিগণের আশীর্ব্বাদে বৎসরাবধি নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হিন্দু-পত্রিকা নূতন বর্ষে নূতন উৎসাহের সহিত পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত হইতেছেন। সহৃদয় পাঠকগণ হিন্দু-পত্রিকাকে আশীর্ব্বাদ করুন যে হিন্দু-পত্রিকা দীর্ঘজীবিনী হইয়া সমগ্র হিন্দু-সমাজের মঙ্গলসাধনার্থ সমর্থা হয়। আর্য্যঋষিগণের পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হিন্দু-পত্রিকায় হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্যই হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ ভাল করিয়া বুঝিতে না পারায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে সে অশ্রদ্ধাটুকু থাকে না। আমি বেশ জানি যে, আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তবে এই অপার জলধির পারে যাইবার জন্য আর্য্যঋষিগণের পদপল্লবই আমার একমাত্র অবলম্বন। আজকাল বাজে বিষয়ের পত্রিকার অভাব নাই, কিন্তু যে সমুদায় বিষয়ের আন্দোলনের উপর সমাজের যথার্থ মঙ্গল নির্ভর করে, সে সমুদায় বিষয়ে নব্যসমাজ অবিমৃষ্য-কারিতা এবং প্রাচীন সমাজ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। নব্যসমাজ, ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় ইংলণ্ড করিতে চান, প্রাচীন সমাজ অচল অটল। হিন্দু-সমাজ পাশ্চাত্য প্রণালীতেও গঠিত হইতে পারে না, অথচ শাস্ত্রের নি[illegible] সিদ্ধান্তানুযায়ী দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ বর্ত্তমান অনেক সামাজিক প্রথা কিয়দংশ পরিবর্ত্তন না করিলেও হিন্দু-সমাজের স্থায়িত্বের সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মসমাজ ও হিন্দু-পত্রিকা যত্ন করিতেছেন। হিন্দু-পত্রিকা শাস্ত্রীয় যুক্তি অনুসারে দেশকাল-পাত্রোপযোগী সামাজিক রীতিনীতির [illegible] উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে [illegible] ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের মূল শ্লোক সমুদয় উদ্ধৃত হই-তেছে এবং তাহার যথার্থ মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হই-তেছে। বিবাহাদি দশবিধ সংস্কার

চতুর্ব্বিধ আশ্রম, সাকার ও নিরাকার উপাসনা এবং সংক্ষেপতঃ প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম জীবনের যাহা যাহা অত্যাবশ্যক, শাস্ত্র এবং যুক্তিসহকারে সাধ্যানুসারে তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা নাটক নভেলের ন্যায় আপাততঃ মনোরঞ্জন না করিলেও যাহাতে ভিষকের তিক্ত ঔষধের ন্যায় পরিণামে অমৃতময় ফলপ্রদ হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করা যাইবে না। এই পত্রিকা সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর পাঠোপযোগী নহে, কিন্তু আশা করি, তাঁহারা যেন পত্রিকা দৃষ্টি করিয়া আমাকে মধ্যে মধ্যে আমার ভুল দেখাইয়া দেন, তাহাহইলে হিন্দু-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে। সাধারণের সুবিধার্থে পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এই টাকার উপর হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে; যাহারা মূল্য পাঠান নাই, পত্রিকা পাইবামাত্র যেন স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করেন। পুনঃ পুনঃ তাগাদা করা ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য। প্রত্যেক গ্রাহক যেন হিন্দু-পত্রিকাকে নিজের পত্রিকা বিবেচনা করিয়া হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। গড়ে যদি প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ পাঁচজন করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় বর্ষে হিন্দু-পত্রিকার দশসহস্র গ্রাহক হইতে পারে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকবর্গকে অন্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুসঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহবাহাদুর হিন্দু-পত্রিকার অধিনেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়া হিন্দু-পত্রিকাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ভাওয়ালের রাজা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর ও তাহার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় জয়দেবপুর সাহিত্য সমালোচনী সভার পক্ষ হইতে পঞ্চাশ খণ্ড করিয়া হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করাতে হিন্দু-পত্রিকা যথেষ্ট উপকৃতা হইয়াছেন। ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র রায়চৌধুরী, পাবনার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র, রাজসাহীর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ঘোষ, জলপাইগুড়ির শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু, পূর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দোপাধ্যায়, দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত নিত্যদাচরণ সেন, বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, রংপুরের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার, হুগলীর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ঝিনাইদহের শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ, নড়াইলের শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য, খুলনিয়ার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন, আলিপুরের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, বনগ্রামের শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বরিশালের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, চন্দ্রনাথের শ্রীযুক্ত কিশোরলাল পরিব্রাজক, উলার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শিরোরত্ন এবং রাঁচির শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দেব, সিলংএর শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন দাস ইত্যাদি অন্যান্য অনেক মহোদয় হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকাদি সংগ্রহ করিয়া যে উপকার করিয়াছেন তজ্জন্য হিন্দু-পত্রিকা তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত ঋণী। মহেশপুরের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ, সাতক্ষীরার উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ হিন্দু-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইহার বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিশেষে সহোদরোপম কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন হিন্দু-পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ প্রভৃতি কার্য্যের তত্বাবধান ও কলিকাতা হইতে যশোহর পত্রিকা প্রেরণ প্রভৃতি নানাবিধ যে সমুদায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা না করিলে হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইত। ইণ্ডিয়ানমিরার, অমৃতবাজার-পত্রিকা,

হিন্দুপেট্রিয়ট, বঙ্গনিবাসী, ঢাকাগেজেট, এডুকেশনগেজেট, হিন্দুবজ্রিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বাদপত্র এবং যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দু-পত্রিকাকে উৎসাহ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, হিন্দু পত্রিকা তাহাদেব নিকটও বিশেষ ঋণী এবং হিন্দু-পত্রিকা এতদ্দ্বারা উপরোক্ত সকলের নিকটই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই হিন্দু-পত্রিকাকে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়া এবং গ্রাহকবর্গের মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে মূল্য প্রদান করিয়া হিন্দু-পত্রিকার নিকট চিরস্মরণীয় হইযাছেন।

নিশীথ স্বপ্ন-সংবাদ।

মধুমাসঃ, দ্বিপ্রহরা যামিনী। শান্তিময়ী প্রকৃতিঃ। চন্দ্রস্তাবকাবাজিবিরাজিতো বিকিরতি সুধাময়ং কিরণ-জালং। চন্দ্রালোকেন পুলকিতহৃদয়ঃ কোকিলো মুকুলিতাম্রতরুশাখায়ামুপবিষ্ট উচ্চারয়তি কুহুরবমস্তবাস্তরা। গোলাপ-কুসুমেন বিকাশতোদ্যানং সুশোভিতং সুরভিতঞ্চ ক্রিয়তে। ইদৃক্ শান্তিপূর্ণায়ামপি প্রকৃতৌ, জ্বলতি মে হৃদি ঘোরাশান্তিঃ। তাস্ত বোধয়িতুং শক্যতে নাপরঃ। যস্তেবম্বিধয়া দশয়া সমালিঙ্গিতস্তেনৈব সা সাধূপলব্ধা। কথমপি নায়াতি নিদ্রা। অতীতেষু ক্ষণেষু মন্যেঽস্মি নিদ্রিতঃ। তদাপশ্যম্বিম্বাধবামলকৃকান্তকপোলাং শিরসি সমুপবিষ্টাং কামপি ষোড়শীং রমণীং। বিস্ময়েন শরীরং কণ্টকিতমজায়ত। বক্তুমবসরমপ্রদয়ৈব তয়োক্তং—

মাভৈঃ। নাহং মানুষী, নেদং ভৌতিকং শরীরং পরন্ত্বাধ্যাত্মিকং।

পরিব্রাজকঃ—মাতঃ! ব্রূহি করুণয়া কাসি। কিমর্থং বা আগতাসি ঘোরনিশীথ সময়ে।

দেবী—নেত্রে উন্মীল্য বিলোকয়, অহমস্মিতে উদ্যানস্থগোলাপকুসুমাত্মিকা দেবী। দুঃখেন তে দুঃখিতাগতাস্মি তে সন্নিধিম্।

পঃ—জড়ময়ী তু ভবতীতি মে মতিঃ, ন মন্যে ভবত্যাং চৈতন্যশক্তিরস্তীতি কদাপি।

দেঃ—ইতঃ প্রভৃতি নিবোধ চৈতন্যসম্পন্নাঽহমিতি।

পঃ—অপি জানাতি ভবতী যদস্তি মে দুঃখং।

দেঃ—জানামি তাবৎ, তেনৈব আগতাস্মি। ঔষধমপি ব্রবীমি দুঃখবাবকং। উক্তমপি মন্না প্রত্যহং, নোপলভ্যতে ত্বয়াজ্ঞানেন।

পঃ—আঃ পুনর্জীবিতমাত্মানং মন্যে। শাধি মাং বিপন্নং।

দেঃ—বিকশিতো ভব।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ—বিকশিতো ভব।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ—বিকশিতো ভব।

পঃ—কিং পুনঃ।

নাতঃপরমপশ্যং কিমপি, অন্তর্হিতা তু সা দেবী, হৃদি বর্ত্ততে ঘোরমন্ধকারম্। হা কিমপশ্যম্, কিমশৃণবম্, কোঽয়ং ব্যাপারঃ। বেত্তি ভগবানন্তর্যামী প্রবুদ্ধো বা নিদ্রিতো বাপ্যহম্ নেত্রযুগলমনর্গলমশ্রুবিসসর্জ। অকস্মাদবলোকিতা আনন্দমূর্ত্তিঃ সৌরভপূর্ণা পীতবসনা 'পি

দেবকন্যা। এবাপি বিবক্ষুমপি মাং নিবার্য্যা-
ব্রবীৎ।

দেবকন্যা—নোপলভসে? মানবস্তাবদ্ বিশ্বং জড়ময়ং বিভাব্যাত্মানং বহুমন্যমানঃ শ্লাঘতে, পরিজহাতি ন তু স্বকীয়াং জড়বুদ্ধিম্।

পঃ—মা পুনর্ব্বিড়ম্বয়মাং, বদ তাবৎ কাসি মাতঃ।

দেঃ কঃ—ন জানাসি জড়মতি যদস্মিতে উদ্যানস্থাম্রমুকুলাত্মিকা দেবী।

পঃ—মহাপ্রলয়স্তাবৎ কিমদ্য, যত্তু পশ্যামি জড়ময়ং বিশ্বং চৈতন্যত্বেন পবিণতমিতি।

দেঃ কঃ—শান্তং মূর্খ! তব রোদনেন ব্যথিত-হৃদয়া যা প্রাকপ্রাদুর্ভূতা গোলাপাত্মিকাদেবী, তয়া প্রেষিতাগতাহন্তব সন্নিধিম্।

পঃ—বদ তাবদ্ যদস্তি বক্তব্যম্।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পবিণম।

পঃ—কিং পুনঃ।

দেঃ কঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম।

পঃ—কিং পুনঃ।

নাতঃ পরমপশ্যং কিমপি। অন্তর্হিতা তু সা দেবকন্যা। গতোহম্ পুনঃ পূর্ব্বদশাম্। অকস্মাদপশ্যং চন্দ্রতারকাসমন্বিতমাকাশম্ শিরোভাগে নিপতিতম্।

পঃ—অদ্য নূনং মহাপ্রলযং।

চন্দ্রঃ—মাভৈঃ ব্যথিতা রোদনেন তব সন্নিধিমাগতা বয়ম্। জহীহি জড়বুদ্ধিং, শৃণু তাবৎ যদুচ্যতে।

পঃ—অবহিতোহস্মি।

চঃ—বিকশিতো ভব, ফলত্বেন পরিণম, বিতরামৃতম্।

পঃ—কিং পুনঃ।

অকস্মাদন্তর্হিতং সচন্দ্রতারকমাকাশং শিরস্তঃ। অতঃপরমশ্রৌষত কর্ণান্তিকে কোকিলস্য কুহুরবঃ।

পঃ—কোকিল! দুর্দ্দিনে মম ত্বমপি কিমাগতোহসি বিড়ম্বিয়িতুং মাং।

কোকিলঃ—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

পঃ—কিং পুনঃ।

কোঃ—কুহু, কুহু, কুহু, কুহু।

পঃ—কিং পুনঃ।

কোঃ—কুহু বিকশিতো ভব, কুহু ফলত্বেন পবিণম, কুহু বিতরামৃতম্, কুহু কুহুরবেনোন্মাদয় জগৎ।

পঃ—কিং পুনঃ।

অকস্মাদন্তর্হিতঃ কোকিলঃ। গতোহহম্ পুনঃ পূর্ব্বদশাম্। অতঃপরমপশ্যং সৌম্যমূর্ত্তিমমিত তেজসং শিরোভাগে স্থিতমেকং ব্রহ্মচারিণম্। অহমপৃচ্ছং কো ভবানিতি। সোহব্রবীৎ সত্যকামজাবালোহহম্। রোদনেন ব্যথিতস্তব সন্নিধিমাগতঃ। মযোক্তং সত্যকথনেন ভবান্ জগতঃ শীর্ষস্থানীয়ঃ, সত্যং বদতু কেন মে দুঃখমপনীতং স্যাৎ। সঃ দক্ষিণতোহঙ্গুল্যা নির্দ্দিদেশ ঋষভমেকম্। ঋষভস্ত্বৰদৎ সত্যং যদুক্তং গোলাপাদিভিঃ। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্, সনির্দ্দিদেশাঙ্গুল্যা দক্ষিণতঃ পাবকম্। পাবকস্ত্বাবহুবাচ সত্যং যদুক্তং ঋষভেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুমেনম্, স নির্দ্দিদেশ দক্ষিণতো হংসমেকম্। হংসস্তাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং পাবকেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুং হংসং, স নির্দ্দিদেশ দক্ষিণতো মদ্গুমেকম্। মদ্গুস্তাবদুবাচ সত্যং যদুক্তং হংসেন। সমুদ্যতো যদাহং পুনঃ প্রষ্টুং মদ্গুং, অন্তর্হিতাস্তাবৎ ব্রহ্মচারিপ্রভৃতয়ঃ। তদা প্রভৃতি ব্রজাম্যহমুন্মত্তবৎ দেশাৎ দেশান্তরং। অসমর্থোহহং, বিজ্ঞ

ঠক! সমর্থশ্চেৎ, গোলাপকুসুমিব বিকাশয় ক্তিমন্তর্নিহিতাম্, আম্রমুকুলমিব ফলত্বেন পরিণম, চন্দ্রইব বিতরামৃতম্, কোকিল ইব কুহুরবেনোন্মাদয় জগৎ জগতোহিতায়।

কস্যচিদপরিব্রাজকস্য।

ঋগ্বেদ।

৮ম অষ্টক ১০ম মণ্ডল, ৮১শ সূক্ত।

বিশ্বকর্ম্মাভৌবনঃ অর্থাৎ ভুবনের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা ঋষি, বিশ্বকর্ম্মা দেবতা ত্রিষ্টুপ্।

য ইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষিৰ্হোতান্যসীদৎ পিতা নঃ। স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আবিবেশ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। যঃ। ইমা। বিশ্বা। ভুবনানি। জুহ্বৎ। ঋষিঃ। হোতা। নি। অসীদৎ। পিতা। নঃ। সঃ। আশিষা। দ্রবিণম্। ইচ্ছমানঃ। প্রথম। চ্ছৎ। অবরাণ্। আ বিবেশ।

ব্যাখ্যা। বিশ্বকর্ম্মা, পরমেশ্বর। ভুবনানি—ভূতজাতানি, তাবৎ সৃষ্ট জগৎ। জুহ্বৎ—প্রলয়কালে স্বাত্মান্যাহুতি প্রেক্ষপবৎ সংহরণ্। প্রলয়কালে স্বীয় আত্মাতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ঋষিঃ—অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, ঋষতি জ্ঞানেন পশ্যতি সংসার পারং। হোতা—সংসার রূপস্য হোমস্য কর্ত্তা, সংসাররূপ হোমের কর্ত্তা। নঃ—আমাদিগের। পিতা—জনক। ন্যসীদৎ—স্থিতবান্, ছিলেন। অর্থাৎ প্রলয়কালে পরমেশ্বর সমুদায় সংহার করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টির পূর্ব্বে একই পরমেশ্বর ছিলেন। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। সঃ—পরমেশ্বর। আশিষা, আমি বহু হইব এইরূপ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ইচ্ছাদ্বারা। দ্রবিণম্—ধন, ধন উপলক্ষণা, জগদ্ভোগের স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইচ্ছমানঃ ইচ্ছা করিয়া। প্রথমং মুখ্যং পারমার্থিকং রূপমাবৃন্বন্, স্বীয় পারমার্থিকরূপ অর্থাৎ স্বরূপ আবরণ করিয়া। অবরান্—সৃষ্টপদার্থ সমূহ। আবিবেশ—প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। সর্ব্বজ্ঞ পরমপিতা পরমেশ্বর হোতার ন্যায় বিশ্বজগতকে স্বীয় আত্মায় আহুতি প্রদানপূর্ব্বক প্রলয়কালে একাকীমাত্র ছিলেন, তৎপরে তিনি বিশ্বভোগের বাসনাহেতু পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া স্বরূপ আবৃত রাখিয়া সৃষ্টপদার্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ। যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্ণোন্মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। কিম্। স্বিৎ। আসীৎ। অধিষ্ঠানম্। আরম্ভণম্। কতমৎ। স্বিৎ। কথা। আসীৎ। যতঃ। ভূমিম্। জনয়ন্। বিশ্বকর্ম্মা। বি। দ্যাম্। ঔর্ণোৎ। মহিনা। বিশ্বচক্ষাঃ।

ব্যাখ্যা। স্বিৎ—প্রশ্নে। কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানং—সৃষ্টিকালে তিনি কোন্ স্থান আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন আশ্রয় স্থান ছিল না। কতমৎস্বিৎ আরম্ভণং—সৃষ্টির উপাদান কারণ কি ছিল—অর্থাৎ কিছুই না। কথাসীৎ—সৃষ্টি কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল। যতঃ—যে অধিষ্ঠান ও আরম্ভণ হইতে। বিশ্বচক্ষাঃ—সর্ব্বদ্রষ্টা। ভূমিং জনয়ন্—পৃথিবী নির্ম্মাণ-

পূর্ব্বক। দ্যাং—আকাশ। ঔর্ণোৎ—ব্যাবৃণোৎ বিস্তার করিয়াছিলেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহিনা—স্বীয় মহিমাদ্বারা।

বঙ্গার্থ। কুম্ভকার যেরূপ গৃহাদি আশ্রয় করিয়া, মৃৎরূপ উপাদান ও চক্রাদি উপকরণদ্বারা ঘট প্রস্তুত করিয়া থাকে, ঐরূপ সর্ব্বদ্রষ্টা পরমেশ্বর কি আশ্রয় করিয়া, কি উপাদান এবং কি উপকরণদ্বারা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর আকাশ বিস্তার করিয়াছিলেন? তিনি ইহা স্বীয় মহিমাদ্বারা করিয়াছিলেন, কুলালের ন্যায় উপাদানদির আবশ্যক হয় নাই।

বিশ্বতশ্চক্ষুরুতবিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥ ৩॥

পদপাঠঃ। বিশ্বতঃ। চক্ষুঃ। উত। বিশ্বতঃ। মুখঃ। বিশ্বতঃ। বাহুঃ। উত। বিশ্বতঃ। পাৎ। সং। বাহুভ্যাম্। ধমতি। সং। পতত্রৈঃ দ্যাবা ভূমী। জনয়ন্। দেবঃ। একঃ।

ব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ অনন্তচক্ষু। বিশ্বতোমুখঃ—অনন্ত মুখ। বিশ্বতবাহুঃ—অনন্ত বাহু। বিশ্বতস্পাৎ-অনন্তপাদ। উত-আরও। বাহুভ্যাং—বাহুদ্বারা। পতত্রৈঃ—গমনশীল পাদদ্বারা। দ্যাবাভূমী—আকাশ ও ভূমি। সংধমতি—সম্যক্। প্রেরয়তি—সম্যক্ প্রেরণ করেন। বাহুসঞ্চালনদ্বারা আকাশ সৃষ্টি ও পাদসঞ্চার দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ আকাশ তাহার বাহুস্বরূপ ও পৃথিবী তাহার পাদস্বরূপ। জনয়ন্—আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া। দেবঃ একঃ (বর্ত্ততে)—নিজে দ্যোতমান স্বয়ং প্রকাশ ও অদ্বিতীয়স্বরূপ আছেন।

বঙ্গার্থ। অনন্তচক্ষু, অনন্তমুখ, অনন্তবাহু, অনন্তপাদ পরমেশ্বর বাহু ও পদসঞ্চালনপূর্ব্বক আকাশ ও ভূমি সৃষ্টি করিয়া নিজে স্বপ্রকাশ ও অদ্বিতীয় অবস্থায় অবস্থিত আছেন।

কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদুতদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্॥ ৪॥

পদপাঠঃ। কিং। স্বিৎ। বনম্। কঃ। উ। সঃ। বৃক্ষঃ। আস। যতঃ। দ্যাবাপৃথিবী। নিষ্টতক্ষুঃ। মনীষিণঃ। মনসা। পৃচ্ছত। ইৎ। উ। তৎ। যৎ। অধি। অতিষ্ঠৎ। ভুবনানি। ধারয়ন্।

ব্যাখ্যা। কিং স্বিৎবনম্—সে কোন বন। ক উ সঃ বৃক্ষ আস—সে কোন বৃক্ষ। যতঃ দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ—যাহা হইতে তক্ষণ অর্থাৎ ছুতারের কার্য্যের দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনষিণঃ—হে মনষিগণ। মনসা পৃচ্ছত—স্বীয় স্বীয় মনে জিজ্ঞাসা কর। যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্—বিশ্বভুবন ধারণে তিনি যাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। গৃহাদিনির্ম্মাণকালে মনুষ্যেরা যেরূপ কোন বন হইতে বৃক্ষাদি আনয়ন করিয়া তাহার কাষ্ঠদ্বারা গৃহাদি প্রস্তুত করে, ঐরূপ পরমেশ্বর কোন বন হইতে, কোন বৃক্ষদ্বারা এই দ্যাবাপৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হে মনষিগণ! তিনি কি আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বভুবন ধারণ করেন, তোমরা স্বীয় স্বীয় মনে জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মই এক উপকরণ অন্য উপকরণের সাহায্য আবশ্যক হয় না।

যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মধ্যমা বিশ্বকর্ম্মন্নুতেমা। শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধা বঃ স্বয়ং যজস্ব তন্বং বৃধানঃ॥ ৫॥

পদপাঠঃ। যা। তে। ধামানি। পরমাণি। যা। অবমা। যা। মধ্যমা। বিশ্বকর্ম্মন্। উত। ইমা। শিক্ষ। সখিভ্যঃ। হবিষি। স্বধাবঃ। স্বয়ম্। যজস্ব। তন্বম্। বৃধানঃ।

ব্যাখ্যা। হে বিশ্বকর্ম্মন্—হে বিশ্বকর্ম্মা। যা তে পরমানি ধামানি—তোমার যে পরম ধাম, উত্তম শরীর, দেবাদি শরীর। অবমা-ধামানি—কৃমিকীটাদি শরীর। মধ্যমধামানি—মনুষ্যাদি শরীর। সখিভ্যঃ—সখাদিগকে অর্থাৎ আমাদিগকে। হবিষি—যজ্ঞে, যজ্ঞ সম্পাদনে শিক্ষ-শিক্ষাদেও। হে স্বধাবঃ—স্বধা গ্রহণকারী। স্বয়ং তন্বং বৃধানঃ—স্বীয় শরীর পুষ্টি করিয়া অর্থাৎ দেব, মনুষ্য ও তির্য্যক্ শরীর আদি পুষ্টি করিয়া। যজস্ব—যজ্ঞ কর।

বঙ্গার্থ। হে বিশ্বকর্ম্মন্! তোমার সখা অর্থাৎ উপাসকদিগকে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ, তোমার উত্তম, মধ্যম ও অধম শরীর কি তাহা শিক্ষা দেও। হে স্বধা গ্রহণকারী, তুমি স্বীয় শরীর বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ংই যজ্ঞ অর্থাৎ সৃষ্টিযজ্ঞ সমাপন কর।

विश्वकर्म्मन् हविषा वव्रधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्। मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकंमघवा सूरीरस्तु ॥ ६ ॥

পদপাঠঃ। বিশ্বকর্ম্মন্। হবিষা। ববৃধানঃ। স্বয়ং। যজস্ব। পৃথিবীং। উত। দ্যাম্। মুহ্যন্তু। অন্যে। অভিতঃ। জনাসঃ। ইহ। অস্মাকম্। মঘবা। সূরিঃ। অস্তু।

ব্যাখ্যা। হে বিশ্বকর্ম্মন্! হবিষা—অন্নেন, অন্নের দ্বারা। ববৃধানঃ—বর্দ্ধিত হইয়া। স্বয়ং পৃথিবীম্ উতদ্যাম্ যজস্ব—স্বয়ং পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ সঙ্গচ্ছস্ব ব্যাপ্নুহি সর্ব্বব্যাপী হও। অভিতঃ—সর্ব্বতঃ-চতুর্দ্দিকে। অন্যে ত্বদুপাসনাপরাঙ্মুখাঃ—যাহারা তোমার উপাসনা করে না মুহ্যন্তু মুগ্ধভবন্তু—মোহ প্রাপ্ত হউক। সঃ—বিশ্বকর্ম্মা। ইহ—আমাদিগের যজ্ঞে। অস্মাকম্—আমাদিগের। মঘবান্ মঘম্—"মংহতি দানকর্ম্মা" ধনম্। মঘবা—সর্ব্বধনেশানঃ সকল ধনের কর্ত্তা ও সূরিঃ—সূ প্রেরণে স্বর্গাদি ফলের প্রেরক। অস্তু—হউন।

বঙ্গার্থ। হে বিশ্বকর্ম্মন্! অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তুমি পৃথিবী ও স্বর্গ সকল স্থানকেই ব্যাপ্ত কর। যাহারা তোমার উপাসনা না করে, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হউক্। আমাদিগের এই আরব্ধ যজ্ঞে তুমি আমাদের পক্ষে ধন ও স্বর্গাদি ফলের প্রেরক হও।

वाचस्पतिं विश्वकर्म्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम। स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशंभूरवसे साधुकर्म्मा ॥ ७ ॥

পদপাঠঃ। বাচস্পতিং। বিশ্বকর্ম্মাণম্। উতয়ে। মনোজুবম্। বাজে। অদ্য। হুবেম। সঃ। নঃ। বিশ্বানি। হবনানি। জোষৎ। বিশ্বশম্ভু। অবসে। সাধুকর্ম্মা।

ব্যাখ্যা। বাচস্পতিং বাক্যের স্বামী বা বেদের অধিপতিকে। বিশ্বকর্ম্মাণম্ বিশ্বকর্ম্মাকে। মনোজুবং মনের ন্যায় দ্রুতগামীকে। বাজে যজ্ঞে। উতয়ে—রক্ষার জন্য। অদ্য হুবেম আহ্বান করিতেছি। সঃ তিনি নো আমাদিগের বিশ্বানি হবনানি তাবৎ হব্যবস্তু। জোষৎ ভোগ করুন। অবসে রক্ষার জন্য। বিশ্বশম্ভু তাবৎ মঙ্গলের আকর। সাধুকর্ম্মা বিচিত্রকর্ম্মা।

বাক্যের অধিপতি, মনসদৃশ বেগবান বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি। সেই বিশ্বমঙ্গলের আকর, বিচিত্রকর্ম্মা আমাদের প্রদত্ত তাবৎ হব্যবস্তু আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য গ্রহণ করেন। সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদ।

(১) স্কম্ভস্তোত্র।

দশম অধ্যায়।

কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধিতিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতম্। ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। কস্মিন্। অঙ্গে। তপঃ। অস্য। অধিতিষ্ঠতি। কস্মিন্। অঙ্গে। ঋতম্। অস্য। অধ্যাহিতম্। ক্ব। ব্রতং। ক্ব। শ্রদ্ধা। অস্য। তিষ্ঠতি। কস্মিন্। অঙ্গে। সত্যম্। অস্য। প্রতিষ্ঠিতম্।

বঙ্গার্থ। তাঁহার কোন্ অঙ্গে তপ অধিষ্ঠান করিতেছে, তাঁহার কোন্ অঙ্গে যজ্ঞ অধিষ্ঠান করিতেছে। তাঁহার কোন্ অঙ্গে ব্রত ও শ্রদ্ধা এবং কোন্ অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে।

কস্মাদঙ্গাদ্দীপ্যতে অগ্নিরস্য কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা। কস্মাদঙ্গাদ্বিমিমীতেঽধিচন্দ্রমা মহস্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গম্ ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। কস্মাৎ। অঙ্গাৎ। দীপ্যতে। অগ্নিঃ। অস্য। কস্মাৎ। অঙ্গাৎ। পবতে। মাতরিশ্বা। কস্মাৎ। অঙ্গাৎ। বিমিমীতে। অধি। চন্দ্রমা। মহস্কম্ভস্য। মিমানঃ। অঙ্গম্।

বঙ্গার্থ। তাঁহার কোন্ অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, কোন্ অঙ্গ হইতে মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন্ অঙ্গ হইতে চন্দ্রমা মহান্ স্কম্ভের অঙ্গ পরিমাণ করিয়া স্বীয় পথে গমন করিতেছে।

কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যন্তরিক্ষম্। কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যাহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠত্যুত্তরং দিবঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। ভূমি। অস্য। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষ। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। আহিতা। দ্যৌঃ। কস্মিন্। অঙ্গে। তিষ্ঠতি। উত্তরং। দিবঃ।

বঙ্গার্থ। তাহার কোন্ অঙ্গে ভূমি কোন্ অঙ্গে অন্তরীক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ অঙ্গে আকাশ স্থাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন্ অঙ্গে আকাশের উর্দ্ধতর (উৎ-তর-উত্তর) প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ক্ব প্রেপ্সন্দীপ্যত ঊর্দ্ধ্বো অগ্নিঃ ক্ব প্রেপ্সন্ পবতে মাতরিশ্বা। যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাবৃতস্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। ক। প্রেপ্সন্। দীপ্যতে। উর্দ্ধঃ। অগ্নিঃ। ক। প্রেপসন্ পবতে। মাতরিশ্বা। যত্র। প্রেপ্সন্তীঃ। অভিযন্তি। আবৃতঃ। স্কম্ভং। তং। ব্রুহি। কতমঃ। স্বিৎ। এব। সঃ।

বঙ্গার্থ। কাহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া উর্দ্ধমুখ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, কাহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া মাতরিশ্বা প্রবাহিত হয়, কম্পিত গতি সকল যে স্কম্ভকে পাইতে ইচ্ছা করে এবং যাহাতে গমন করে, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। (স্বিৎ প্রশ্নে)

অর্দ্ধমাসাঃ ক্ব যন্তি মাসাঃ সংবৎ

(১) স্তম্ভ ও স্কম্ভ একই কথা। পরমাত্মা বিশ্বের স্তম্ভ বা স্কম্ভস্বরূপ। তিনি বিশ্বজগতকে ধারণ করিয়া আছেন, এইজন্য তাঁহার নাম স্কম্ভ।

সরেণ সহ সংবিদানাঃ। যত্র যন্ত্যৃতবো যত্রার্তবা স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৫॥

পদপাঠঃ। ক। অর্দ্ধমাসাঃ। ক। যন্তি। মাসাঃ সংবৎসরেণ সহ। সংবিদানাঃ। যত্র। যন্তি। ঋতবঃ। যত্র। আর্ত্তবাঃ। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। অর্দ্ধমাস অর্থাৎ পক্ষ এবং মাস বৎসরের সহিত মিত্রতা করিয়া কোথায় গমন করে, যে স্কম্ভে ঋতু সকল এবং ঋতুসম্বন্ধীয় অন্যান্য কালবিভাগ গমন করে, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

ক্ব প্রেপ্সন্তী যুবতীবিরূপে অহোরাত্রে দ্রবতঃ সংবিদানে। যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্ত্যাপস্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৬॥

পদপাঠঃ। ক। প্রেপ্সন্তী। যুবতী। বিরূপে। অহোরাত্রে। দ্রবতঃ। সংবিদানে। যত্র। প্রেপ্সন্তীঃ। অভিযন্তি। আপঃ। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। বিভিন্নরূপা যুবতীদ্বয় দিবা ও রাত্রি কাহাকে পাইবার ইচ্ছায় মিত্রভাবে গমন করিতেছে। যে স্কম্ভকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া জলসমূহ গমন করিতেছে, তিনি কে তাহা আমাকে বল।

যস্মিন্ স্তব্ধ্বা প্রজাপতির্লোকান্ সর্ব্বাঁ অধারয়ৎ। স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৭॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। স্তব্ধ্বা প্রজাপতিঃ। লোকান্। সর্ব্বান্। অধারয়ৎ। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। স্কম্ভকে আশ্রয় করিয়া প্রজাপতি পৃথিব্যাদি সমুদায় লোক ধারণ করিয়াছেন, তিনি কে তাহা আমাকে বল।

যৎ পরমবমং যচ্চ মধ্যমং প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপম্। কিয়তা স্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ত্তদ্বভূব॥ ৮॥

পদপাঠঃ। যৎ। পরমং। অবমং। যৎ। চ। মধ্যমং। প্রজাপতি। সসৃজে বিশ্বরূপম্। কিয়তা। স্কম্ভঃ। প্রবিবেশ। তত্র। যৎ। ন। প্রাবিশৎ। কিয়ৎ। তৎ। বভূব।

বঙ্গার্থ। প্রজাপতি যে উচ্চ, নিম্ন ও মধ্যম অর্থাৎ দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, স্কম্ভ তাহার কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কতদূর প্রবেশ করেন নাই? অর্থাৎ সৃষ্টবস্তু সমুদায়েতেই চৈতন্যশক্তি আছে কি কোন অংশে নাই?

বিষ্ণু-ভক্ত কাহাকে বলা যায়?

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজতান্ বিহায় দূরাৎ॥ ১৩॥

ভগবান হৃদয়স্থ হইলে, আমি এবং বিশ্বস্থ সকলই এক অদ্বিতীয় পরমপুরুষ পরমেশ্বর বাসুদেব, এইরূপ মতি অচলা হইয়া থাকে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বোক্ত পুরুষ পশুদিগকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হও॥ ১৩॥

কমল-নয়ন! বাসুদেব! বিষ্ণো!
ধরণীধরাচ্যুত! শঙ্খ-চক্র পাণে!
ভবশরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট! দূরতরেণ তানপাপান॥ ১৪॥

হে কমল-নয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণু! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণি! তুমি আমার আশ্রয় হও সদাসর্ব্বদা যাহাদের মুখে এইরূপ বাণী, হে ধর্ম্মবীর! তুমি সেই উচ্চাদর্শস্বরূপ পুণ্যাত্মাদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর॥ ১৪॥

বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহত বীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ॥ ১৫॥

টীকা। দৃষ্টিপাতে—দৃষ্টিপাতমনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। অনাদরে সপ্তমী।

ভগবান, বৈকুণ্ঠলোকে অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত আছেন, তিনি সাধারণ মনুষ্যদিগের অপ্রাপ্য। এইহেতু সেই ভগবান যে মহাত্মার অন্তঃকরণে বাস করিতেছেন, তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবানের মায়া-চক্রদ্বারা প্রতিহত বল-বীর্য্য তোমার ও আমার অন্য গতি নাই। অর্থাৎ সাধারণ লোকের পক্ষে সাধুসেবাই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদের করুণা ভিন্ন ভগবানকে পাওয়া যায় না॥১৫॥

শঙ্করাচার্য্য-কৃত বিষ্ণুস্তোত্র!

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো! দময় মনঃ শময় বিষয় মৃগতৃষ্ণান্। ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার-সাগরতঃ॥ ১॥

দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমল-পরিভোগ সচ্চিদানন্দে। শ্রীপতি-পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২॥

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচনসমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩॥

উদ্ধৃতনগনগভিদনুজ! দনুজকুলামিত্র! মিত্রশশিদৃষ্টে। দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভব তিরস্করঃ॥ ৪॥

মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্। পরমেশ্বর! পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপ-ভীতোঽহম্॥ ৫॥

দামোদরগুণমন্দিরসুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ। ভবজলধিমথনমন্দরপরমং দরমপনয়ত্বং মে॥ ৬॥

নারায়ণ! করুণাময়! শরণং করবাণি তাবকৌচরণৌ। ইতি ষট্পদী মদীয়ে বদন-সরোজে সদাবসতু॥ ৭॥

হে বিষ্ণো! (আমার) অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয়-মৃগতৃষ্ণা উপশমিত কর, সকল জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির বিস্তার করিয়া দাও, সংসার-সমুদ্র হইতে (আমাকে) ত্রাণ কর॥ ১॥

আমি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের ক্লেশবিমোচনের জন্য, মন্দাকিনী যাহার মকরন্দ, (অর্থাৎ যে পাদপদ্মযুগল হইতে গঙ্গা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন) সচ্চিদানন্দস্বরূপই যাহার পূর্ণসৌরভ, (যে পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপতা অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়) লক্ষ্মীকান্তের সেই পাদপদ্মযুগলের বন্দনা করি॥ ২॥

হে প্রভো! বিশ্বরূপ তুমি, অতএব যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথাপি আমি তোমার, তুমি আমার নহ। যদিও সমুদ্র ও তরঙ্গ একই পদার্থ তথাপি তরঙ্গ সমুদ্রের, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের নহে॥ ৩॥

হে গোবর্দ্ধনধারি! দানবকুলনিসূদন চন্দ্র-সূর্য্যস্বরূপনেত্র উপেন্দ্র, সর্ব্বোপরি প্রভুত্বসম্পন্ন

তুমি দৃষ্টিগোচর হইলে ভববন্ধনমোচনের আর কি বাকি থাকে ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর! তুমি মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছ; আমি জন্মমরণাদি ক্লেশে ভীত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৫ ॥

হে গুণাধার দামোদর! হে সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ! হে সংসার-সমুদ্রমন্থনের মন্দরাচল! (অর্থাৎ এসংসারে যে কিছু সাররত্ন তাহা তোমারই প্রসাদ লভ্য) তুমি আমার প্রবল-ভবভয় দূরীভূত কর ॥ ৬ ॥

হে করুণাময় নারায়ণ! আমি তোমার চরণযুগলের আশ্রয়গ্রহণ করিতেছি। ভ্রমর যেমন পদ্মে লীন থাকে এই ষট্পদবিশিষ্ট শ্লোকার্দ্ধ (নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ) নিরন্তর আমার মুখে বিরাজমান থাকুক্ ॥ ৭ ॥

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ষট্পদীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শঙ্করকৃত চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ। কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ১ ॥

ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে। প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে। ধ্রুবপদম্। অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুর্রাত্রৌ চুবুকসমর্পিত জানুঃ। করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ। ভজগোবিন্দং ইত্যাদি ॥ ২ ॥

যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জনসক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ। পশ্চাদ্ ধাবতি জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে। ভজ—॥ ৩ ॥

জটিলী মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ। পশ্যন্নপি চ ন পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ। ভজ—॥ ৪ ॥

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা। সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চা। ভজ—॥ ৫ ॥

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্। বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা পিণ্ডম্। ভজ—॥ ৬ ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ। বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ। ভজ—॥ ৭ ॥

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্। ইহসংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াপারে পাহি মুরারে। ভজ—॥ ৮ ॥

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ। পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্। ভজ—॥ ৯ ॥

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ। নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ। ভজ—॥ ১০ ॥

নারীস্তনভরনাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহাবেশম্। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারম্। ভজ—॥ ১১ ॥

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ। ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্। ভজ—॥ ১২ ॥

গেয়ং গীতানামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্। নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্। ভজ—॥ ১৩ ॥

যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে। গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে। ভজ—॥ ১৪॥

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্তশরীরে রোগঃ। যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্। ভজ—॥ ১৫॥

রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিত পন্থঃ। নাহং নত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ। ভজ—॥ ১৬॥

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথবা দানম্! জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন। ভজ—॥ ১৭॥

দিন যায়, রাত্রি যায়, সায়ং, প্রাত, শিশির, বসন্ত এ সমস্তই চলিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে; কাল এইরূপে যেন খেলা করিতেছে কিন্তু মানুষের আয়ু এই সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে সে আর ফিরিয়া আসিবে না। মানুষ আজবাদে কাল মরিয়া যাইবে তথাপি আশার কুহক এড়াইতে পারে না। হে মূঢ়মতি মানব! সময় থাকিতে গোবিন্দকে ভজনা কর, মৃত্যু নিকটেই রহিয়াছে যখন সে আক্রমণ করিবে, তখন কোন পাণ্ডিত্যই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥১॥

শীত নিবারণের বস্ত্রটুকু পর্য্যন্ত যে ত্যাগ করিয়াছে, ভিক্ষার পাত্রটা পর্য্যন্ত যে রাখে নাই, বৃক্ষের তলায় যে বাস করে এরূপ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীও আশার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অতএব হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না॥ ২॥

মানুষ যতদিন অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় ততদিন পরিবারবর্গের মধ্যে সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখায়। পরে দেহ জরা জীর্ণ হইলে আর কেহই তাহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না॥ ৩॥

লোকে উদরান্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া ধর্ম্মের নানাপ্রকার কৃত্রিম পরিচ্ছদ ধারণ করে; কেহ জটাধারী, কেহ মুণ্ডিত মস্তক, কেহ বা রক্তবস্ত্র পরিধান করে। ইহারা ধর্ম্মপথে উঠিতে গিয়াও আসক্তির হাত এড়াতেই পারে না। হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না॥ ৪॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতা কিছু পাঠ করিয়াছে, গঙ্গাজলের কণিকামাত্র পান করিয়াছে এবং একটীবারমাত্র হরি কথার আলোচনা করিয়াছে। তাহার আর শমনের ভয় থাকে না। হে মূঢ়মতি!—পারিবে না॥ ৫॥

শরীরের চর্ম্ম ও মাংস শিথিল, কেশ পক্ক ও দন্তগুলি স্খলিত হইয়াছে, যষ্টি ভর করিয়া যাহাকে চলিতে হয়, এমন যে বৃদ্ধ সেও প্রবল আশা ছাড়িতে পারে না। হে মূঢ়—পারিবে না॥ ৬॥

বাল্যকালে খেলাতে, যৌবনে ভোগবিলাসে, বার্দ্ধক্যে নানাপ্রকার চিন্তায় মানুষ ডুবিয়া থাকে, পরমেশ্বরের চিন্তা কেহই করে না। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ৭॥

এই জন্মে মরিলেই ফুরাইল না, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, আবার জননীর জঠরে বাস করিতে হইবে। এ সংসার হইতে মুক্তিলাভ বড়ই কঠিন, হে মুরারি! কৃপা করিয়া জীবকে ত্রাণ কর। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ৮॥

রাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর কত চলিয়া গেল আবার কত নূতন আসিল, কালের কত পরিবর্ত্তন ঘটিল তথাপি মানুষ তাহার সেই দুঃখের নিদান আশাকে ছাড়িতে পারিল না। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ৯॥

যৌবন গেলে যেমন কামবিকার থাকে না, পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া গেলে তাহার যেমন আর পুষ্করিণীত্ব থাকে না, ধনশালী ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে তাহার যেমন আর পূর্ব্বের মত

নুচর থাকে না সেইরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব জ্ঞাত ইলে মায়াময় সংসার উঠিয়া যায়, সংসারের নথ্যাজ্ঞান আর থাকে না। হে মূঢ়!—পারিবে া॥ ১০॥

মানুষ মিথ্যা মায়া ও মোহের আবেশে রক্ত-াংস ও বসাপ্রভৃতির বিকারমাত্র রমণীর দেহকে লাসের সামগ্রী মনে করিয়া কি বীভৎস-্যাপারেই লিপ্ত থাকে, বারংবার এই বিষয়টীর চন্তা কর দেখি। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১১॥

তুমি কে আমিই বা কে, কোথা হইতে াসিয়াছি, কেই বা আমার মাতা, কেই বা ামার পিতা; স্বপ্নের মত অসার এই সংসারকে াড়িয়া ভাল করিয়া এই বিষয়টী ভাবিয়া দেখ দখি। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১২॥

গীতার নাম সহস্র গান করিবে, ভগবানের ূপ নিরন্তর ধ্যান করিবে, সাধুসঙ্গে বাস করিবে, রিদ্রকে ধনদান করিবে, ইহাই মনুষ্যের র্ত্তব্য। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৩॥

যতক্ষণ দেহে জীবাত্মা বাস করে, ততক্ষণ র্যান্ত লোকে তাহার তত্ত্বাবধান লয়। প্রাণ াহির হইয়া গেলে শরীরটা এমন বীভৎস ও য়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে, প্রাণাপেক্ষা প্রয়তমা যে পত্নী সেও তাহা দেখিয়া ভয় পায়। এ শরীরের এইরূপই দুঃখজনক পরিণাম। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৪॥

হায়! হায়! মানুষ আপাততঃ সুখের জন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া পরিশেষে রুগ্ন হইয়া কত ক্লেশ সহ্য করে। চিরদিন কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না, মৃত্যুই এ জীবনের পরিণাম, তথাপি মানুষ পাপাচরণ পরিত্যাগ করে না। হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৫॥

পথে প্রাপ্ত তৃণপত্রাদিরচিতকন্থদ্বারা শীত-নিবারণ কর, পাপ ও পুণ্যের অতীত মুক্তির পথে অগ্রসর হও। আমি, তুমি এবং অপর যাহা কিছু দেখিতে পাও, এ সমস্তই অনিত্য তবে আর কিসের জন্য শোক করিবে? হে মূঢ়!—পারিবে না॥ ১৬॥

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না। বিষয়া-সক্ত অজ্ঞান ব্যক্তি গঙ্গাসাগরে গমন করুক্ আর নানাপ্রকার ব্রতনিয়ম পালন করুক্, দীনদুঃখী-দিগকে প্রচুর ধনদান করুক্, এইরূপে শতজন্ম কাটিয়া যাইবে, তবুও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। হে মূঢ়মতি মানব!—পারিবে না॥ ৪॥

ইতি শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শঙ্কর-কৃত দ্বাদশপঞ্জরিকা স্তোত্র।

মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু সদ্‌বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্। যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং িত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ র্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ॥ ২॥

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ। কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ৩॥

মা-কুরু ধনজনযৌবন গর্ব্বংহরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্। মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্ম-পদং ত্বং প্রবিশ বিদিত্বা॥ ৪॥

কামং ক্রোধং মোহং লোভং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্। আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥ ৫॥

সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ। সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৬॥

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহ-সন্ধৌ। ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৭॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি সর্ব্বসহিষ্ণুঃ। সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ৮॥

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেক বিচারম্। জাপ্যসমেতসমাধিবিধানং কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্॥ ৯॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং তদ্বজ্জীবিত-মতিশয়চপলম্। বিদ্ধিব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ১০॥

কাতেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা। যস্বাং হস্তে সুদৃঢ়ং নিবদ্ধং বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্॥ ১১॥

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ ভবমুক্তঃ। সেন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেব দ্রক্ষ্যসি নিজ হৃদয়স্থং দেবম্॥ ১২॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষ শিষ্যাণাং কথিতোহ্যু-পদেশঃ। যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্॥ ১৩॥

হে মোহান্ধ জীব! অর্থোপার্জ্জনের বাসনা পরিত্যাগ কর, বুদ্ধিকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত কর, মনে নিস্পৃহভাব অবলম্বন কর। নিজের যথা-বিহিত কর্ম্মদ্বারা যে কিছু ধনলাভ কর, তাহাতেই মনকে সন্তুষ্ট রাখ॥ ১॥

অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থের মূল বলিয়া চিন্তা কর। বাস্তবিক অর্থ হইতে সুখের কণিকা-মাত্রও লাভ হয় না। অনেক স্থলে দেখা যা[য়] পুত্রেরাও লোভী হইয়া ধনশালী পিতার বিরু[দ্ধে] ষড়্‌যন্ত্র করিয়া থাকে॥ ২॥

এ সংসারের বিষয় চিন্তা করিলে আশ্চ[র্য্য] হইতে হয়। কে তুমি, কার তুমি, কো[থা] হইতে আসিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী, কে তোমা[র] পুত্র এ সকল বিষয় নিবিষ্টমনে একটু চি[ন্তা] কর দেখি॥ ৩॥

ধন, জন ও যৌবন লইয়া গর্ব্ব করিও ন[া] এ সকল এই আছে, এই নাই। এ সংসার মা[য়া]ময়, ইহাতে লিপ্ত না হইয়া ব্রহ্মের ধ্যানে নি[বিষ্ট] হও॥ ৪॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এ গুলিকে প[রি]ত্যাগ কর। আত্মা বিশুদ্ধ পদার্থ, এই সক[ল] প্রবৃত্তি গুলিতেই ইহার বিকার ঘটায়। এ[ই] সকল প্রবৃত্তি হইতে আত্মাকে পৃথক্ করি[য়া] দেখিলেই ইহার প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারি[বে]। আত্মার বিষয় যাহারা জানে না, তাহার[া] নরকভোগ করে॥ ৫॥

সংসারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কে সু[খী] না হয়। আমরা সুখের উপকরণ সংগ্রহের [জন্য] কত ক্লেশই না সহ্য করি। বিষয়বিরাগী ব্যক্তি[র] যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত দেবালয় বা বৃক্ষতলই বাসস্থা[ন], মৃত্তিকাই শয্যা, অজিন বল্কল প্রভৃতিই প[রি]ধেয়, উপভোগের বস্তু সমস্তই পরিত্যা[জ্য]। ইহাতে নিত্য শান্তি, দুঃখের লেশমা[ত্র] নাই॥ ৬॥

অচিরেই যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা [কর] তবে শত্রু, মিত্র, পুত্র প্রভৃতি কোন দিকেই [লক্ষ্য] রাখিও না। সকল জীবের প্রতি সমদর্শী হও[॥ ৭॥]

সর্ব্ব জীবে এক ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছে[ন], কেন তুমি অপরের প্রতি ক্রোধ করিবে? [সকল] জীবে আত্মাকে দর্শন কর, ভেদজ্ঞান প[রি]ত্যাগ কর॥ ৮॥

প্রাণায়াম কর, ইন্দ্রিয়সংযম কর, নিত্য-বস্তুর প্রতি আস্থা, অনিত্যের প্রতি উপেক্ষা কর। পরমেশ্বরের নাম জপ, তাঁহার ধ্যান ও সমাধিতে রত হও ॥ ৯ ॥

পদ্মপত্রের জল যেরূপ অস্থির টলমল করিতে থাকে, আমাদের জীবনটীও ঠিক্‌ সেইরূপ, এই আছে, এই নাই। জগতের সমস্ত লোকগুলিই বৃথা অভিমানরূপ রোগে আক্রান্ত, তাই নিরন্তর শোকে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইতেছে ॥ ১০ ॥

হে বাতুল! কেন তুমি নানাচিন্তায় ব্যাকুল হইতেছ, তোমার উপরে সুবিবেচক পরিচালক কি তোমার কেহ নাই? তুমি নিত্য, তোমার জন্মমৃত্যু নাই তথাপি যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত তোমার নড়িবারও শক্তি নাই, সেই পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর ॥ ১১ ॥

গুরুর পাদপদ্মে ভক্তি কর, তাঁহারই প্রসাদে সংসার হইতে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে। মন এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া একাগ্রতার সহিত ধ্যান কর, নিজের হৃদয়স্থিত পরমদেবকে দেখিতে পাইবে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশটী শ্লোকে সম্পূর্ণ এই উপদেশ বাক্য-গুলি শিষ্যদিগের নিকটে কথিত হইয়াছে, ইহাতে যাহাদের বৈরাগ্য না জন্মে তাহারা বারংবার নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশ-পঞ্জরিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

সপ্তপদী গমন।

সকলেই জানেন সপ্তপদী গমন বিবাহ ক্রিয়ার একটী অঙ্গ এবং উহার পূর্ব্বে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং বিলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্‌ভিঃ সপ্তমে পদে॥ সপ্তপদী গমন হইলে বিবাহ বন্ধন আর ভঙ্গ করা যায় না। বিধিবৎ প্রতি গৃহ্যাপি ত্যজেৎ কন্যাং বিগর্হিতাম্। ব্যাধিতাং প্রদুষ্টাং বা ছদ্মনাচোপপাদিতাম্॥ কুল্লুক-ভট্টের টীকায় ঐরূপ দোষযুক্তা কন্যাকে "সপ্ত-পদী করণাৎ প্রাক্ জ্ঞাতাং ত্যজেৎ" এইরূপ অর্থ করা আছে। অর্থাৎ সপ্তপদী গমন হইলেই বিবাহ সিদ্ধ হইল, ঐ বন্ধন কিছুতেই ভঙ্গ করা যাইবে না। কিন্তু সপ্তপদী গমন জিনিষটা কি, তাহা বরবধূ দূরে থাকুক, পুরোহিত মহাশয়-দিগের মধ্যে শতকরা একজনে উহা জানেন কি না সন্দেহ। সমাজের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সপ্তপদী গমন কি তাহা সপ্তপদী গমনের সময় বরকন্যার পরস্পরের প্রতি উক্তি পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

বর। (একম্) ইষে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। "ধনং ধান্যঞ্চ মিষ্টান্নং ব্যঞ্জনাদ্যঞ্চ যদ্‌গৃহে। মদধীনঞ্চ কর্ত্তব্যং" বধূরাদ্যে পদে বদেৎ॥

বর। (দ্বি) উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। "কুটুম্বং প্রথয়িষ্যামি তে সদা মঞ্জু-ভাষিণী। দুঃখে ধীরা সুখে হৃষ্টা" দ্বিতীয়ে সা ব্রবীদ্বরম্॥

বর। (ত্রীণি) রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। ঋতৌ কালে শুচিঃ স্নাতা ক্রীড়য়ামি ত্বয়া সহ। নাহং পরপতিং যাস্যামি তৃতীয়ে সা ব্রবীদ্বরম্॥

বর। (চত্বারি) ময়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বা নয়তু।

বধূ। লালয়ামি চ কেশান্তং গন্ধমাল্যানু-

লেপনৈঃ। কাঞ্চনৈভূষণৈস্তভ্যং তুরীয়ে সা ব্রবীদ্বরম্॥

বর। (পঞ্চ) পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয় তু।

বধূ। সখীপরিবৃতা নিত্যং গৌর্য্যারাধনতৎপরা। ত্বয়ি ভুক্তা ভবিষ্যামি পঞ্চমে সা ব্রবীদ্বরম্॥

বর। (ষট্) ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বা নয় তু।

বধূ। যজ্ঞে হোমে চ দানাদৌ ভবেয়ং তব বামতঃ। যত্রত্বং তত্র তিষ্ঠামি পদে ষষ্ঠেহব্রবীদ্বরম্॥

বর। সখে সপ্তপদা ভব সাসামনুব্রতা ভব বিষ্ণুস্ত্বা নয় তু।

বধূ। সর্ব্বেহত্র সাক্ষিণস্ত্বং হি মম ভর্ত্তৃত্বমাগত। কৃতেন ব্রহ্মণা পূর্ব্বং বিধানেন কুলোত্তমেতি॥

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপন আবশ্যক। সপ্তপদী গমন সেই মিত্রত্ব প্রাপ্তিসূচক ক্রিয়া। "মৈত্রী সপ্তপদীপ্রোক্তা সপ্তবাক্যাথবা ভবেৎ।" মিত্রত্বার্জ্জনের হেতু এই যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহকালে মিত্র না থাকিলে পাপনিবারণ এবং পুণ্যার্জ্জন বড়ই কষ্টকর, "পাপান্নিবারয়তি যোজয়তে হিতায় গুহ্যং নিগূহ্য চ গুণান্ প্রকটীকরোতি। আপদ্গতং ন বিজহাতি দদাতি বিত্তং সন্মিত্রলক্ষণমিদং প্রবদন্তি সন্তঃ॥" ইতি পরস্পর পাপনিবারণ হিতায়—যোজনাদ্যর্থং মিত্রত্বার্জ্জনং।

১ম পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি (ইষে-অন্নায়, সর্ব্বেষাস্মীয়ান্নাদীনামধিষ্ঠাত্রীকরণায়।)

তোমাকে আমার তাবৎ আহার্য্য বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী করিব বলিয়া তোমাকে প্রথমপাদ গমন করাইলাম।

বধূ। বরের এই কথা শুনিয়া বধূ তখন আহ্লাদিতান্তঃকরণে বলিতেছেন,—"ধন ধান্যমিষ্টান্নব্যঞ্জনাদি যাহাই কিছু থাকুক না কেন, সকলই আমার অধীন হইবে।"

২য় পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি তোমাকে বলাধিক্যহেতু দ্বিতীয়পাদ গমন করাইলাম (উর্জ্জে বল)।

বধূ। আমার ভর্ত্তা আমাকে পাইয়া অধিক বলান্বিত হইবেন, ইহা জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বধূ বলিতেছেন—"দুঃখে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, এবং সুখে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, আমি সর্ব্বদা মঞ্জুভাষিণী হইয়া তোমার কুটুম্বদিগকে পোষণ করিব।

৩য় পাদ।

বর। বিষ্ণুরূপ আমি ধনবৃদ্ধির জন্য আমি তোমাকে তৃতীয়পাদ গমন করাইলাম (রায়স্পোষায়—ধনপুষ্ট্যৈ। অর্থাৎ তোমাকে ধনের অধ্যক্ষতাও দিলাম।

বধূ। বধূ তখন স্বামীর ধনের অধ্যক্ষতাও পাইলেন ইহা জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতেছেন,—"আমি ঋতুকালে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া তোমারই সহিত বিহার করিব, কখন পরপুরুষ গমন করিব না"

৪র্থ পাদ।

বর। সুখের জন্য আমি তোমাকে চতুর্থপাদ গমন করাইলাম। অর্থাৎ আমার সকল সুখই তোমার অধীন হইল।

(ময়োভব-সুখ)

বধূ। বধূস্বামীর সকল সুখই তাহার অধীন শুনিয়া বলিতেছেন। আমি তোমার জন্যই গন্ধমাল্যানুলেপন ও কাঞ্চনভূষণদ্বারা কেশের শোভাবৃদ্ধি করিব।

৫ম পাদ।

বর। পশ্বাদি হইতে সুখের জন্য অর্থাৎ গো মহিষ প্রভৃতির দুগ্ধ পান আস্বাদি আরোহণ ইত্যাদি নানাবিধ সুখের জন্য

তোমাকে পঞ্চমপাদ গমন করাইলাম। আমার পশ্বাদিও তোমার অধীন হইল।

বধূ। স্বামী সকলই আমার অধীন করিলেন, আমি ঈশ্বরের অনুগত না হইলে আমা-কর্তৃক স্বামীর কোন সুখের বৃদ্ধি হইবে না, ইহা চিন্তা করিয়া বধূ বলিতেছেন, "আমি সখীপরিবৃতা হইয়া নিত্য গৌরী আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া তোমাতে অচলাভক্তি সংস্থাপন করিব।"

৬ষ্ঠ পাদ।

বর। আমি ষড়ঋতুর ষড়্‌বিধ সুখের জন্য তোমায় ষড়পদ গমন করাইলাম, অর্থাৎ তোমার অধীন করিলাম।

বধূ। স্বামী আমাকে সকল সুখই দিতে উদ্যত হইয়াছেন, পুণ্য ভিন্ন সুখ হয় না, ধর্ম্ম কার্য্যদ্বারাই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা চিন্তা করিয়া বধূ বলিতেছেনঃ—"যজ্ঞে হোম এবং দানাদিকার্য্যে আমি তোমার বামপার্শ্বে থাকিব, তুমি যেরূপ কার্য্য করিবা, আমিও তদ্রূপ কার্য্য করিব।"

৭ম পাদ।

হে সখি! (মূলে সখে আছে, উহা আর্ষ-প্রয়োগ) তুমি সপ্তপদা হও অর্থাৎ ইহা-মূত্র ভূরাদিসপ্তলোকে যে পদ অর্থাৎ সুখ আছে তাহা তোমার হউক। তাদৃশ তুমি আমার অনুবর্ত্তিনী হও, বিষ্ণুরূপ আমি তোমাকে সপ্তপাদ গমন করাইলাম।

বধূ। বধূ তখন ভর্ত্তার সম্পূর্ণ প্রসাদ লাভ করিয়াছেন জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিতে-ছেন—"সকলই সাক্ষি রহিল, শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে তুমি আমার ভর্ত্তা হইলে"—

পাঠক এইস্থলে মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে—
"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্তাস্ত্রী সংযুজ্যেৎ যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥"

যেরূপ স্বাদুজলবিশিষ্টা নদী ক্ষারজলবিশিষ্ট সমুদ্রের সহিত মিলিয়া ক্ষারজলবিশিষ্টা হয়, তদ্রূপ ভর্ত্তার যে গুণই থাকুক্ না কেন, স্ত্রী সেই গুণপ্রাপ্ত হয়।"

সপ্তপদী গমন স্বামীর "আমি" স্ত্রীর "আমি" পর্য্যন্ত বিস্তার করার সূচকমাত্র, অর্থাৎ ধন, জন, গো, অশ্ব প্রভৃতি যাহা কিছু ভর্ত্তার তাহাতে স্ত্রীর সমান অধিকার জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য।

পঞ্চদশী।

তত্ত্বনিরূপণের জন্য অতি পুরাকাল হইতে [আমা]দিগের আর্য্য-সমাজে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, [সাংখ্]য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যে সকল দর্শন ও তত্ত্ব-[শাস্ত্র]াদি প্রচলিত আছে, পঞ্চদশী গ্রন্থ তাহার সংগ্রহস্বরূপ। বিশেষতঃ উহা বেদান্তদর্শনের [এক]খানি উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় [না।] ঐ গ্রন্থে সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের আভাস আছে, [কিন্তু] বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা ও ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসাই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। বোধ হয় মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের মহামুনি ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের পর জনৈক প্রিয় শিষ্যদ্বারা উক্ত বেদান্তদর্শনকে সংক্ষেপে পঞ্চ-দশভাগে বিভক্ত করিয়া পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাহার তত্ত্বমীমাংসা ও স্থূলমর্ম্ম জনসমাজে প্রচারিত করাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে গুপ্ত ব্রহ্মবিদ্যার যতদূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, হিন্দুদিগের প্রচলিত কোন দর্শনশাস্ত্রেই ততদূর গুপ্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু

উক্ত গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকারক, অনুবাদক ও প্রচারকগণ কর্ত্তৃক টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ যতগুলি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন পুস্তকে আধ্যাত্মিক প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ সরলভাষায় আদৌ অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হয় নাই, প্রত্যুত উক্ত গ্রন্থোল্লিখিত গুপ্ততত্ত্বসকল পরিস্কৃত ও সুব্যবস্থিতভাবে মীমাংসিত হওয়া দূরে থাকুক ব্যাখ্যাকারক ও অনুবাদকগণ অনেক স্থানে ঐ সকল কূটতত্ত্ব মীমাংসায় আদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই; এইজন্য উক্ত গ্রন্থ সাধারণ জনগণের এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরও পাঠ্য বা বোধগম্য নহে। উক্ত গ্রন্থ এতাধিক কঠিন ও বিশাল যে, উহার আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ করিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন তত্ত্বসমূহ বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা অতীব কঠিন, বহুযত্ন ও সময় সাপেক্ষ। ঐরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমাদের ন্যায় বিষয়লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব, তবে ঐ গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত গ্রন্থ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, প্রত্যেক অধ্যায়ের স্থূল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ও তাহার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটনের নিমিত্ত সেই সেই অধ্যায়োল্লিখিত কতিপয় শ্লোকের গূঢ়তত্ত্ব মীমাংসা আবশ্যক, এইজন্য প্রথমতঃ উক্ত গ্রন্থের সাধারণ তাৎপর্য্য তদনন্তর পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিশেষ বিশেষ তত্ত্বমীমাংসা, তাহার গূঢ়তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার নিমিত্ত এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। যদি এই ব্যাখ্যা পাঠকগণের পাঠ্য ও বোধগম্য হয় ও তজ্জন্য তাঁহারা কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করেন তবে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমতঃ পঞ্চদশী গ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য জীবব্রহ্মে ঐক্যজ্ঞান; কিন্তু ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব বিশদভাবে মীমাংসা ব্যতীত উহার ঐক্যজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। আবার সাধারণ জাগতিক তত্ত্ব সমষ্টিভাবে এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুতত্ত্ব ব্যষ্টিভাবে মীমাংসা ব্যতীত ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। ঐ সমষ্টি ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিজীবতত্ত্ব সুমীমাংসিতরূপে বোধগম্য হইলেও উভয়ের একত্ব সাধনের নিমিত্ত জীব বিশেষের অর্থাৎ মানবের যে সকল ভাবের বিকাশ আবশ্যক এবং সেই সকল ভাব যে সকল গুপ্ততত্ত্বোদ্ভূত ও গুপ্তবিদ্যা ও জ্ঞান হইতে বিকাশিত হয়, সেই সকল ভাবের সহিত গুপ্ততত্ত্ব ও গুপ্তবিদ্যা মীমাংসা আবশ্যক। উপরোক্ত গূঢ়বিষয়গুলি মীমাংসার নিমিত্তই পঞ্চদশী গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব বা সমষ্টি জাগতিকতত্ত্ব ও ব্যষ্টি বস্তুতত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ অধ্যায়ে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে মীমাংসিত হয় নাই; একই অধ্যায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ঐ উভয় তত্ত্বই মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ মীমাংসার সার মর্ম্ম এই যে, এক অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় মূলতত্ত্ব জ্ঞাতা ও জ্ঞাত স্বরূপে বিকাশিত হইয়া সাক্ষী কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে পরিণত হইয়াছেন। ঐ জ্ঞাতাই সত্য—জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ, উহাই সাক্ষী এবং জ্ঞাতই তাঁহার শক্তি বা মায়া, উহাই জ্ঞাতার স্বভাব বা প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি তাঁহার সাক্ষী চৈতন্যের আভাসে সজীব ও স্বয়ং ত্রিগুণান্বিতা * হইয়া কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল জগৎ বিকাশ করিয়া ঐ ত্রিবিধ জগতে পরিণত হইয়া উদ্দেশ্য সাধনান্তে যাঁহার প্রকৃতি তাঁহাতেই মিলিত হন। ঐ উদ্দেশ্যও ক্রমে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণই বিকাশিনীশক্তি, রজ গুণই প্রবৃত্তি

* স্বয়ং ত্রিগুণান্বিতা হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

দ্দীপনী ও ক্রিয়োৎপাদিনীশক্তি এবং তম াণই আবরণীশক্তি। সাক্ষী অর্থে দ্রষ্টা, ঐ াক্ষী বা দ্রষ্টাই স্বরূপ এবং শক্তি বা প্রকৃতিই টাহার ভাব। জ্ঞাতাই দৃষ্টি করেন বলিয়া দ্রষ্টা, জ্ঞানই তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ, সমস্ত জ্ঞাতবস্তু পরিত্যাগ করিলে ঐ একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতা বা একমাত্র জ্ঞাতাই জ্ঞানময়। বাহ্য বা অন্তর্জগৎ, াহা অনুভবের বিষয় তৎসমুদয়ই জ্ঞাতপদার্থ-স্থূল-গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, পার্থিব বিষয়, দেহ ও ইন্দ্রিয়; সূক্ষ্ম-পদার্থশক্তি, মানস-শক্তি, ধীশক্তি সমস্তই জ্ঞাত বিষয় সুতরাং জ্ঞাতাই জ্ঞানময়। এই জ্ঞান বা জ্ঞাতাই সত্য যেহেতু সমস্ত জ্ঞাত পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু জ্ঞান এক পদার্থ। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, পুত্র-জ্ঞান, বন্ধুজ্ঞান, শত্রুজ্ঞান সমস্তই জ্ঞাতপদার্থা-শ্রিত, ঐ পদার্থের ধর্ম্মানুরূপ জ্ঞান বিভিন্ন-প্রকারে বিকাশিত হয়, কিন্তু মূলজ্ঞান চির-কালই এক। এই যে সম্মুখে বস্ত্রখানি রহি-য়াছে উহা দৃষ্টিমাত্রেই তোমার বস্ত্র জ্ঞান হইল; কিন্তু তুমি তত্ত্বদর্শী, তুমি দেখিলে যে, বস্ত্রখানি প্রকৃত বস্ত্র নহে উহা সূত্রের বিকার মাত্র, পরক্ষণেই তুমি বুঝিলে যে, সূত্রও প্রকৃত নহে উহা কার্পাসের বিকার, কার্পাসও প্রকৃত নহে উহা মৃত্তিকার বিকার, মৃত্তিকাও প্রকৃত নহে উহা জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় প্রভৃতি তত্ত্ব-সংযুক্ত গন্ধগুণাক্রান্ত কাঠিন্য বা ক্ষিতিজাতীয় ভূতের বিকার; ঐ ভূতচতুষ্টয় আকাশজাত, ঐ আকাশ শূন্য, অবশেষে ঐ শূন্যজ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট রহিল; ঐ জ্ঞানের অভাব হইলে তোমার তুমিত্ব বা জ্ঞাতৃত্বেরও অভাব হয়। অতএব জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই পদার্থ। এস্থলে তোমার বিষয় সাপেক্ষ জ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া মূলজ্ঞানের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, অদ্য কারও যে জ্ঞান, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প পূর্ব্বের বা পরেরও সেই একই জ্ঞান; উহা স্থান, কাল ও বিষয়ের আশ্রয়ে সেই সেই বিভিন্ন স্থান, কাল ও বিষয় ধর্ম্মানুযায়ী বিভিন্নভাবে বিকাশিত হয় কিন্তু বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল যে, বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞানও অবিকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না, যেহেতু স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না কিন্তু স্বপ্নকালেও মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে, আবার সুষুপ্তিকালে মন বুদ্ধির সাময়িক লয় হইলেও সুষুপ্তির অজ্ঞানতার উপলব্ধি ও ঐ অচেতনকালের সুখানুভূতি বা সুখস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না অর্থাৎ জাগ্রতমাত্র যখন ঐ জ্ঞান তোমার মন বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় তখন তোমার ঐ সুখ জ্ঞান (নিদ্রাকালের সুখ) তোমার বুদ্ধি ও মানস প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ তোমার ঐ নিদ্রাই সুখ বা তুমি সুখে নিদ্রিত ছিলে এইরূপ অনুভব হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, জ্ঞান এক এবং অদ্বিতীয় ও তাহা সর্ব্বকালে এবং সকল অবস্থায়ই সমান। উক্ত পঞ্চদশী গ্রন্থোক্ত সমষ্টি জ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্যষ্টিজ্ঞানই আত্মা; ঐ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম বা আত্মা তাহা উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভেই প্রকাশ আছে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় তত্ত্ববিবেকের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে প্রকাশ যে, জ্ঞানানন্দময় আত্মাই গুরুস্বরূপ। যে গুরু চিন্তনদ্বারা মহামোহরূপ দন্তাহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই গুরুপদ সেবাদ্বারা যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে এই তত্ত্ব-বিবেক নিরূপিত হইতেছে। গ্রন্থকার এই বাক্যদ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়া ঐ তত্ত্ববিবেকের তৃতীয় শ্লোক হইতে সপ্তম শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানই যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" (এক অদ্বিতীয়) উহা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালে এবং কারণ

সূক্ষ্ম ও স্থূল ত্রিজগতে বা ত্রিবিধ অবস্থায় অভিন্ন ইহা প্রতিপন্ন করিয়া অষ্টম ও নবম শ্লোকে ঐ জ্ঞানই আত্মা এবং উহাই পরমানন্দ এবং দশম শ্লোকে আত্মা উপরোক্ত অষ্টম ও নবম শ্লোকো-ল্লিখিত যুক্তিদ্বারা সচ্চিৎপরানন্দ সাব্যস্ত করিয়াছেন; তদনন্তর আত্মাই ব্রহ্ম সাব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্মসত্বাই সচ্চিদানন্দ সাব্যস্ত হইতেছেন। অতএব উভয়ই যে এক ইহা বেদান্তানুমোদিত।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম অধ্যায়।

তত্ত্ববিবেক।

যথা—

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুপাদাম্বুজন্মনে।

সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মনে॥ ১॥

(টীকা) শং সুখং করোতীতি শঙ্করঃ সকল জগদানন্দকরঃ পরমাত্মা, এযহ্যেবানন্দয়তীতি শ্রুতেঃ, আনন্দঃ নিরতিশয় প্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দরূপঃ প্রত্যগাত্মা শঙ্করশ্চাসাবানন্দশ্চেতি শঙ্করানন্দঃ প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মা স এব গুরু, তস্য গুরোঃ পাদাবেবাম্বুজন্মকমলং তস্মৈ নমঃ কিং বিধায় সবিলাসমহামোহ গ্রাহগ্রাসৈক কর্ম্মনে বিলাসকার্য্যবর্গঃ তেন সহ বর্ত্ততে ইতি সবিলাসঃ এবংবিধো যো মহামোহো মূলাজ্ঞানং স এব গ্রাহোমকরাদিবৎ স বশং প্রাপ্তস্যাতীব দুঃখহেতুত্বাৎ তস্য গ্রাসোগ্রসনং নিবর্ত্তনং স এব একং মোক্ষং কর্ম্মব্যাপারো যস্য তত্তথা তস্মৈ ইত্যর্থঃ। অত্র চ শঙ্করানন্দপদদ্বযসামাধিক-রণ্যেন জীবব্রহ্মণোরেকত্ব লক্ষণো বিষয়স্থচিতঃ। সবিলাসেত্যাদিনা নিঃশেষানর্থ নিবৃত্তিলক্ষণং প্রয়োজনং সুখত এবাভিহিতং।

বঙ্গার্থ। যেমন বিকট আকার ভয়ঙ্কর মকর কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণ স্বাধীন প্রাণিবর্গকে দুঃসহ ক্লেশে নিপাতিত করে, সেইরূপ মহামোহ এবং তৎকার্য্যরূপী দম্ভ অহঙ্কারাদি মনুষ্যগণকে স্ববশীভূত করিয়া নিরন্তর যন্ত্রণাজালে জড়িত করিয়া রাখে, কিন্তু শ্রীগুরুর চরণচিন্তনে ঐ যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। আমি সেই মহামো[হ] বিনাশ মানসে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবকে পর[ম]াত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সর্ব্ব মঙ্গলপ্রদ চরণকমলে প্রণাম করি॥ ১॥

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবা নির্ম্মলচেতসাম্।

সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে॥২॥

বঙ্গার্থ। সেই শ্রীগুরুর চরণকমলযুগলে দৃ[ঢ়]তর ভক্তিসহকারে সেবা ও স্তুতিবন্দনা[দি] করিয়া যাহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, আ[মি] তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদন কর[ি]বার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববিবেক নিরূপণ করিতে[ছি] অর্থাৎ এই অনিত্য জগৎ হইতে সেই নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব কি প্রকারে নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তর প্রদর্শিত হইবে॥ ২॥

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।

ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্নভিদ্যতে॥৩॥

বঙ্গার্থ। প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য জ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। যেমন পরব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সেই প্রকার জীবাত্মা ও নিত্য জ্ঞানানন্দস্বরূপ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে

প্রথমতঃ পরস্পর বিভিন্ন পদার্থে যে জ্ঞান হয়, তাহার অভিন্নরূপ সাধনদ্বারা জ্ঞানের অভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। চরাচর সমস্ত বস্তুর প্রকৃততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার উপযুক্ত সময় যে জাগ্রতাবস্থা, (যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে) অর্থাৎ চক্ষু রূপাদি দর্শন করে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা স্বাদগ্রহণ করে এবং ত্বক্ শীত উষ্ণ স্পর্শানুভব করে, সেই সময়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আধার যে অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল ও বায়ু, তাহারা গো, অশ্বাদির ন্যায় পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, পৃথক্ পৃথক্-রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও প্রকৃততত্ত্ববিষয় জ্ঞান-দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান একটী ভিন্ন অনেক বা বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না। আমি অতি আশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিলাম, ইহাও যে জ্ঞান; আমি অতি মধুর শব্দ শ্রবণ করি-লাম, ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল রূপ ও শব্দ পৃথক্। কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর অনুভব করা যায়, সেই জ্ঞান কখনই পৃথক্ নহে। সুতরাং সকল জ্ঞানই এক এবং নিত্য ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥৪॥

বঙ্গার্থ। জাগরণ কালের জ্ঞানের বস্তু প্রত্যক্ষীভূত, কিন্তু স্বপ্নকালের জ্ঞানের বস্তু সকল সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকে না, উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ থাকিলেও মূলজ্ঞান ভিন্ন নহে অর্থাৎ জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না ॥ ৪ ॥

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদাততঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। যেমন জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের ক্য প্রতিপন্ন হইল সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও জ্ঞান থাকে সেই জ্ঞান পৃথক্ ও বিভিন্ন নহে। সুষুপ্তিকালেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। যেহেতু সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি ঐ সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় সুখে নিদ্রা যাইতেছিল এই বোধই তাহার সুষুপ্তির স্মৃতি। অতএব সুষুপ্তি-কালের অজ্ঞানবোধক জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। এতাবতায় জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

সবোধোবিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সংবিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬ ॥
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগমেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষাস্বয়ম্প্রভা ॥৭॥

বঙ্গার্থ। যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অব-স্থার জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলেও জ্ঞান এক প্রতিপন্ন হইয়াছে সেইরূপ অদ্যকার জ্ঞানের সহিত দিনান্তরের জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন হইলেও মূলজ্ঞান এক। অর্থাৎ অদ্য কোন একটী বস্তু দর্শন করিলে যেরূপ জ্ঞান হয় অন্য দিবসেও সেই বস্তুটী দেখিলে সেইরূপ জ্ঞান হইবে এইরূপ মাস, বৎসর, যুগ, কল্পভেদেও জ্ঞানের একত্ব অনুভূত হয়। একমাসে, এক বৎসরে বা এক যুগে যে প্রকার জ্ঞান হয় অন্য মাসে, অন্য বৎসরে বা অন্য যুগেও সেই প্রকার জ্ঞান হয়। ফল জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন হইলেও জ্ঞান চিরকালই এক ও অভিন্ন ॥ ৬—৭ ॥

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মানভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষতে ॥৮॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্ব্বে যে স্বয়ং প্রকাশমান নিত্যজ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে সেই জ্ঞানই আত্মা; সেই আত্মাই পরমানন্দময় ও পরম-প্রেমের আধার। আত্মাতে নিরতিশয় সুখই অনুভূত হইয়া থাকে, যদি কোন ব্যক্তির উৎকট দুঃখ উপস্থিত হয় তথাচ আমি অসুখী হই- ইহা কেহই ইচ্ছা করে না এই নিমিত্ত আত্মাই স্বয়ং

সুখস্বরূপ অতএব আত্মাই পরমানন্দ ও পরমপ্রেমের আধার প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

তৎপ্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈব মন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমন্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ। লোকে যে পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবর্গের প্রতি স্নেহ ও প্রেম করিয়া থাকে সেই স্নেহ পুত্রাদির কোন উপকার সাধনার্থ নহে, কেবল আত্মার প্রীতির নিমিত্ত; অতএব আত্মাতে যে প্রীতি হয় তাহাই পরম প্রীতি, সেই কারণপ্রযুক্ত আত্মাই যে, পরমানন্দস্বরূপ ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৯ ॥

ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মাযুক্ত্যা তথা বিধম্।
পরংব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥১০॥

বঙ্গার্থ। উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা নিত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ প্রতিপন্ন হইল এবং পরংব্রহ্ম যে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় তাহা স্বতঃসিদ্ধ; যেহেতু সমুদায় বেদ আত্মা ও ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন তদ্বিষয় পরে বিবৃত হইবে ॥ ১০ ॥

ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সামবেদান্তর্গত।

বিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্রব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতোঽততন্ত তাস্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। যাঃ দেব্যঃ অকৃন্তন্ অবয়ন্ যা অতন্বত যাঃ চ অন্তান্ অভিতঃ অততন্ত তাঃ দেব্যঃ ত্বা জরসা সংব্যয়ন্তু আয়ুষ্মতি! ইদং বাসঃ পরিধৎস্ব ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। দেব্যঃ দেবনাদিগুণযুক্তাঃ যাঃ অকৃন্তন্ কর্ত্তিতবত্যঃ সূত্রাণি ইতি শেষঃ। তথা যা অবয়ন্ তন্তুসন্তানং কৃতবত্যঃ। তথা যা অতন্বত প্রসারিতবত্যঃ। তথা যাঃ অন্তান্ অভিতঃ বস্ত্রসম্বন্ধিদশানাং উভয়পার্শ্বে অততন্ত তব মম চ বস্ত্রান্তয়োঃ সম্মেলনং কৃতবত্যঃ। তা দেব্যঃ ত্বা ত্বাং জরসা বার্দ্ধক্যেন সংব্যয়ন্তু বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তং ত্বাং বস্ত্রং পরিধাপয়ন্তু। হে আয়ুষ্মতি! প্রশস্তায়ুঃ সম্পন্নে! ইদং তাভিঃ সম্পাদিতং বাসঃ বস্ত্রং পরিধৎস্ব অঙ্গাবরণং কুরু ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা প্রথমতঃ এই বস্ত্রের সূত্রচ্ছেদ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই বস্ত্র প্রসারিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা উভয় বস্ত্রে (তোমার এবং আমার কাপড়ে) গ্রন্থি নিবদ্ধ করিয়াছেন সেই বস্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতারা তোমাকে বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত বস্ত্রপরিধান করাইবেন। হে আয়ুষ্মতি! এই বস্ত্র পরিধান কর ॥ ১ ॥

১। অতন্বত—তিষ্ঠোঽপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইতি সূত্রেণ বহুবচনান্তস্য একবচনান্ততা। ২। অন্তান্ অভিতঃ—পর্য্যভিয় সর্ব্বাভিতসা ইত্যনেন অভিতো যোগাৎ অন্তানিতি ষষ্ঠন্তস্য দ্বিতীয়ান্ততা। ৩। আয়ুষ্মতি!—ভূমনিন্দাপ্রশংসাসু নিত্যযোগেঽতিশায়নো সংসর্গেঽস্তি বিবক্ষায়াং ভবন্তি মতুপাদয়ঃ ইত্যনেন প্রশস্তার্থে মতুপ্ প্রত্যয়ঃ।

ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত

দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীবশরদঃ সুবর্চ্চাঃ সুবসূনিচার্য্যে বিভূজাসি জীবন্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ। শতায়ুষীং এনাং পরিধত্ত (তথা) বাসসা ধত্ত (তথা) দীর্ঘং আয়ুঃ কৃণুতঃ। শতঞ্চ শরদঃ জীব আর্য্যে! সুবর্চ্চাঃ (সতী) জীবন্ সুবসূনি বিভূজাসি চ ॥ ২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। শতায়ুষীং শতবর্ষজীবিনীং শতায়ু র্বৈ পুরুষঃ শতায়ুষী বৈ নারী ইতি শ্রুতিঃ। এনাং পরিধত্ত বস্ত্রং পরিধাপয়ত। তথা এনাং ধত্ত উত্তরীয়বস্ত্রেণ আচ্ছাদয়ত। তথা দীর্ঘং আয়ুঃ কৃণুত কুরুত। এবং দেবতা সমীপে সংপ্রার্থ্য সংপ্রতি তামেবাহ। হে আর্য্যে! শতং শরদঃ শতবর্ষং ব্যাপ্য জীব। তথা সুবর্চ্চাঃ তেজস্বিনী সতী তথা জীবন্ জীবন্তী সুবসূনি উত্তমধনানি বিভূজাসি উপভোগং কুরু ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বস্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ! তোমরা শতায়ুষী ইহাকে বস্ত্র পরিধান করাও। এবং উত্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা ইহাকে আচ্ছাদন কর। এবং ইহাকে দীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান কর। হে আর্য্যে! তুমি শতবর্ষ যাবৎ বাঁচিয়া থাক। এবং তেজস্বিনী হইয়া উত্তমোত্তম ধন সমুদায় উপভোগ কর ॥ ২ ॥

১। পরিধত্ত—তিষ্ঠোঽপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইত্যনেন বহুবচনান্তস্য একবচনান্ততা। ২। জীবন্—লিঙ্গব্যত্যয়েন পুংস্ত্বং।

ওঁ সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদগ্নয়ে। রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চাদদদগ্নির্মহ্যমথো ইমাং ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ। সোমঃ ইমাং গন্ধর্ব্বায় অদদৎ গন্ধর্ব্বঃ অগ্নয়ে অদদৎ অথো অগ্নিঃ মহ্যং রৈং চ পুত্রান্ চ অদদৎ ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। সোমঃ চন্দ্রঃ ইমাং মৎপরিণীতাং কন্যকাং গন্ধর্ব্বায় অদদৎ। গর্ভস্থাবস্থায়ামেব দত্তবান্। চন্দ্রঃ কন্যকানাং সবিতেতি শ্রুতিঃ। গন্ধর্ব্বঃ সূতিমারুতঃ প্রসবকারকো বায়ুবিশেষঃ ইত্যর্থঃ জাতমাত্রামেব ইমাং অগ্নয়ে অদদৎ। গন্ধর্ব্বঃ সূতিমারুতঃ ইতি রত্নমালা। নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ। নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ। অথো অনন্তরং অগ্নিঃ মহ্যং ইমাং অদদৎ। চ তথা রৈং ধনং দদাতি এবং পুত্রাংশ্চ দাস্যতি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ চন্দ্র ইহাকে গর্ভস্থাবস্থাতেই সূতিমারুতের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রসবকারক বায়ু বিশেষ ইহাকে মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব করাইয়া অগ্নিকে দান করেন। অনন্তর অগ্নি ইহাকে আমাকে দান করিয়াছেন। ঐ অগ্নিদেব আমাকে ধনদান এবং পরিণামে পুত্র প্রদান করিবেন ॥ ৩ ॥

১। অথো অগ্নিঃ—ওদন্তাব্যয়স্য সন্ধ্যভাবঃ। ২। অদদৎ—একশেষেণ অতীতকাল প্রত্যয়ান্তস্য অদদদিত্যস্য বর্ত্তমানার্থত্বং ভবিষ্যদর্থতা চ।

ওঁ প্রমেপতির্যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ। মে পতিঃ নঃ পন্থাঃ প্রকল্পতাং যা শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। মে মম পতিঃ স্বামী নঃ অস্মাকং পন্থাঃ পন্থানং প্রকল্পতাং করোতু। যা যেন পথা ইত্যর্থঃ অহং শিবা সুখাবহা তথা অরিষ্টা অহিংসিতা সতী পতিলোকং ভর্ত্তৃগৃহং গমেয়ং গচ্ছামি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার স্বামী আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করুন্। যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি সুখে পতিগৃহে যাইতে পারি ॥ ৪ ॥

১। পন্থাঃ—সুপাং সুপ ইত্যনেন দ্বিতীয়ান্তস্য প্রথমান্ততা। ২। প্রকল্পতাং—ব্যবহিতোঽপি প্রশব্দঃ কল্পতামিত্যনেন যোজ্যঃ। ৩। যা—সুপাং সুপ ইত্যনেন দ্বিতীয়ান্তস্য

প্রথমান্ততা ছান্দসত্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গত্বং। ৪। গমেয়ং—প্রার্থনায়াং লিঙ্।

ওঁ প্রাস্থাঃ পতির্যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ। অস্যাঃ পতিঃ নঃ পন্থাঃ কল্পতাং যা শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ। ইয়মিতি শেষঃ॥ ৫॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। অস্যাঃ পতিঃ নববিবাহিতায়াঃ স্বামী নঃ অস্মাকং পন্থাঃ প্রকল্পতাং যা যেন পথা ইয়ং শিবা সুখাবহা তথা অরিষ্টা অহিংসিতা সতী ইয়ং পতিলোকং ভর্ত্তৃগৃহং গম্যাঃ গন্তুং শক্নোতি ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। ইহার স্বামী আমাদের জন্য পথ প্রস্তত করুন্। যে পথ অবলম্বনপূর্ব্বক ইনি সুখে পতিগৃহে যাইতে সমর্থা হয়েন॥ ৫॥

ওঁ অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতাভ্যঃ সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চা তু মৃত্যুপাশাত্তদয়ং রাজাবরুণোঽনুমন্যতাং যথেয়ং স্ত্রী-পৌত্রমঘং ন রোদাৎ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ। প্রথমঃ অগ্নিঃ দেবতাভ্যঃ এতু সঃ অস্যৈ প্রজাং মৃত্যুপাশাৎমুঞ্চাতু অয়ং রাজা বরুণঃ তৎ অনুমন্যতাং যথা ইয়ং স্ত্রীপৌত্রং অঘং (উদ্দিশ্য) ন রোদাৎ।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। প্রথমঃ দক্ষিণাখ্যঃ দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিশিখাসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ অগ্নিঃ দেবতাভ্যঃ ইন্দ্রাদীনাং সকাশাৎ এতু আগচ্ছ তু। দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যাহবনীয়াস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। ইত্যমরঃ। দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি শিখাসম্পন্নাগ্নের্দক্ষিণাখ্যত্বং নিগমাভিধানে দৃশ্যতে। তথাচ পূর্ব্বেণাহবনীয়োঽগ্নির্দক্ষিণাগ্নিস্তু দক্ষিণঃ। উত্তরে গার্হপত্যস্তু ত্রেতাগ্নিরিতি কথ্যতে। দক্ষিণদিগ্বর্ত্তিশিখাবদগ্নেঃ শুভসূচকত্বমাহ জৈমিনিঃ। অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃ কাঞ্চনসন্নিভঃ। স্থূলঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে। সঃ অগ্নিঃ অস্যৈ অস্যাঃ প্রজাং ভাবিনীং সন্ততিং মৃত্যুপাশাৎ যমপাশবন্ধনাৎ মুঞ্চাতু মোচয় তু। অয়ং রাজাবরুণঃ তৎ অনুমন্যতাং তথা করো তু যথা ইয়ং মৎপরিণীতা স্ত্রীপৌত্রং পুত্রসম্বন্ধি অঘং ব্যসনং বিপদমিত্যর্থঃ উদ্দিশ্য ন রোদাৎ রোদনং মা কুর্য্যাৎ। অংহোদুঃখব্যসনেম্বঘং ব্যসনং বিপদিভ্রংশে দোষে কামজকোপজে ইতি চ অমরঃ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। দক্ষিণাখ্য অগ্নিবিশেষ এখানে আগমন করুন্। এবং তিনি ইহার ভাবিসন্ততিবর্গকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করুন্। রাজা বরুণ তাহা করুন যাহাতে ইনি পুত্রাদির বিপদ উদ্দেশ করিয়া রোদন না করেন॥ ৬॥

১। অস্যৈ—সুপাংসুপ্ ইত্যনেন ষষ্ঠ্যন্তস্য চতুর্থ্যন্ততা।২। মুঞ্চাতু—অন্তর্হিতোঽয়ং নিজর্থঃ। ছান্দসত্বাৎ দীর্ঘঃ।

ওঁ ইমা মগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু অশূন্যো পন্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবুধ্যতামিয়ং॥ ৭॥

অন্বয়ঃ। ইমাং গার্হপত্যঃ অগ্নিঃ ত্রায়তাং অস্যৈ প্রজাং জরদষ্টিং কৃণোতু পন্থাঃ অশূন্যঃ (অস্তু) জীবতাং মাতা অস্তু ইয়ং পৌত্রং আনন্দং অভিবুধ্যতাং॥ ৭॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। গার্হপত্য তদাখ্যঃ অগ্নিবিশেষঃ ইমাং কন্যকাং ত্রায়তাং রক্ষতু। তথা অস্যৈ অস্যাঃ প্রজাং সন্ততিং জরদষ্টিং বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তং চিরায়ুষীং কৃণোতু। তথা অস্যাঃ পন্থাঃ অশূন্যঃ অস্তু ভবতু অস্যাঃ সর্ব্বএব অবলম্বনীয়বিষয়াঃ সফলীভবন্তু ইত্যর্থঃ। তথা ইয়ং জীবতাং পুত্রাণাং মাতা অস্তু ভবতু অস্যাং যানি যানি অপত্যানি সঞ্জাতানি ভবিষ্যন্তি তান্যকালে মা ম্রিয়ন্তাম্ ইত্যর্থঃ। অতএব ইয়ং পৌত্রং পুত্রসম্বন্ধিনং আনন্দং সন্তোষং অভিবুধ্যতাং অনুভবতু॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। গার্হপত্যনামক অগ্নি ইহাকে

ক্ষা করুন্ এবং ইহার সন্তান সমুদায়কে র্দ্ধিক্যপর্য্যন্ত জীবিত করিয়া রাখুন। ইনি [যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তাহা যেন সফল য় এবং ইহার পুত্রবর্গ যেন অকালে কালকব-লত না হয়। ইনিও পুত্রসম্বন্ধি আনন্দ উপ-ভোগ করিতে পারেন ॥ ৭ ॥

ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরুরূ অশ্বিনৌ চ নন্ধয়স্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরি-নাদ্বৃহস্পতির্ব্বিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ ॥৮॥

অন্বয়ঃ। দ্যৌঃ তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুঃ উরূ চ শ্বিনৌ তে স্তনন্ধয়ঃ পুত্রান্ আবাসসঃ সবিতা ভিরক্ষতু বৃহস্পতিঃ পরিধানাৎ চ বিশ্বেদেবাঃ শ্চাৎ অভিরক্ষন্তু ॥ ৮ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব পৃষ্ঠং দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ ক্ষণয়া দ্যুলোকনিবাসিদেবতাঃ রক্ষতু। বায়ুঃ ত উরূ রক্ষতু। চ তথা অশ্বিনৌ অশ্বিনী-মারৌ তে তব স্তনন্ধয়ঃ স্তন্যপায়িনঃ পুত্রান্ ক্ষতাং। আবাসসঃ উত্তরীয়বস্ত্রাদারভ্য শরীরস্য ভাগং সবিতা সূর্য্যঃ অভিরক্ষতু বৃহস্পতিঃ র গুরুঃ পরিধানাৎ পরিধানবস্ত্রপর্য্যন্তং শরীরস্য ধোভাগং ইত্যর্থঃ রক্ষতু। চ তথা বিশ্বেদেবাঃ শ্চাৎ শরীরস্য উত্তরভাগং অভিরক্ষন্তু।

বঙ্গানুবাদ। স্বর্গবাসি দেবগণ তোমার পৃষ্ঠ-শ রক্ষা করুন্। বায়ু তোমার উরুদ্বয় রক্ষা রুন্। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার স্তন্যপায়ী শুসন্তানবর্গকে, তোমার উত্তরীয়বস্ত্রের ঊর্দ্ধ-দশ সূর্য্যদেব, তোমার পরিধেয়বস্ত্র হইতে ধোভাগ বৃহস্পতি এবং তোমার শরীরের ত্তরভাগ বিশ্বদেববর্গ রক্ষা করুন্ ॥ ৮ ॥

১। উরু অশ্বিনৌ—ঈদূদেতোঃ দ্বিবচনস্য ত্যনেন সন্ধিনিষেধঃ ॥ ২ ॥ স্তনন্ধয়ঃ—স্তনং য়তি ইতি খশপ্রত্যয়ঃ। সুপাংসুপ্ ইত্যনেন দ্বিতীয়াবহুবচনান্তস্য প্রথমৈকবচনান্ততা ॥ ৩ ॥ আবাসসঃ—ইত্যসমস্তং পদং ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিঃ—বৃহতাং বাচাং পতিঃ বৃহস্পতিঃ সুরগুরৌ ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।

ওঁ মা তে গৃহেষু নিশিঘোষ উত্থাদন্যত্রত্বদ্রু-দত্যঃ সংবিশন্তু মা ত্বং রুদত্যুরং মাবধিষ্ঠা জীব-পত্নীপতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্য-মানাং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ। তে গৃহেষু নিশিঘোষঃ মা উত্থাৎ ত্বৎ অন্যত্র রুদত্যঃ সংবিশন্তু ত্বং রুদতী উরং মা বধিষ্ঠাঃ জীবপত্নী সুমনস্যমানাং প্রজাং পশ্যন্তী পতিলোকে বিরাজ ॥ ৯ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব গৃহেষু নিশিরাত্রৌ ঘোষঃ আক্রন্দরূপঃ শব্দঃ মা উত্থাৎ উত্তিষ্ঠতু। ত্বৎ ত্বত্তঃ অন্যত্র অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শত্রুবনিতাঃ ইত্যর্থঃ রুদত্যঃ ক্রন্দন্তঃ সত্যঃ সংবিশন্তু নিদ্রাং যান্তু। ত্বং রুদতী উরং বক্ষস্থলং মা বধিষ্ঠাঃ মা ত্বং উরোঘাতং রোদিষ্ঠসি ইত্যর্থঃ। তথা জীব-পত্নী জীবদ্ভর্ত্তৃকা সুমনস্যমানাং হৃষ্টচিত্তাং প্রজাং পশ্যন্তী সতী পতিলোকে ভর্তৃগৃহে বিরাজ-শোভস্ব ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। তোমার গৃহাভ্যন্তরে রাত্রিতে যেন আক্রন্দরূপ শব্দ সমুত্থিত না হয়। তোমার শত্রুবনিতা সমুদায় যেন রোদন করিতে করিতে নিদ্রা যায়। যেন তোমাকে বক্ষঃস্থল আঘাত-পূর্ব্বক কখনও যেন রোদন করিতে না হয়। এবং সধবাবস্থায় যেন হৃষ্টচিত্ত সন্তান সমুদায় দর্শন করিতে করিতে পতিগৃহে সুখে বাস কর ॥ ৯ ॥

১। উত্থাৎ—উৎপূর্ব্বাৎ স্থাধাতোঃ লিঙঃ প্রথমপুরুষৈকবচনম্। ছান্দসত্বাৎ যলোপঃ। ২। অন্যত্র—প্রথমাবহুবচনান্ত প্রয়োগোঽয়ং। ৩। ত্বৎ—অন্য শব্দযোগাৎ পঞ্চমী। ৪। উরং—সর্ব্বে সান্তাঃ অদন্তাঃ ইতি উরস্ শব্দস্য উরা-দেশঃ। ৫। জীবপত্নী—জীবঃ জীবিতঃ পতির্যস্যাঃ সা।

ওঁ অপ্রজস্তং পৌত্র মর্ত্যং পাপ্মানমুত বা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্যদ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং॥ ১০॥

অন্বয়ঃ। (তে) অপ্রজস্তং পৌত্রমর্ত্যং পাপ্মানং উত বা অঘং শীর্ষ্ণঃ স্রজং ইব উন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ পাশং প্রতিমুঞ্চামি॥ ১০॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তব অপ্রজস্তং বন্ধ্যাত্বং পৌত্রমর্ত্যং পুত্রসম্বন্ধিমরণং পাপ্মানং পাপং উত বা অথবা অঘং বিপদং উন্মুচ্যত্বত্তঃ অপকৃষ্য শীর্ষ্ণঃ মস্তকাৎ স্রজং মালাং উন্মুচ্য পাশং ইব দ্বিষদ্ভ্যঃ তব শত্রুভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি দদামিত্যর্থঃ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। বন্ধ্যাত্ব পুত্রাদি মরণ পাপ এবং বিপদ সমুদায় মস্তক হইতে মালার ন্যায় তোমা হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমার শত্রু স্ত্রীর উপর নিক্ষেপ করিলাম॥ ১০॥

ওঁ পরেতু মৃত্যুরমৃতং মেহগাদ্বৈবস্বতো নোহভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যোহনুপরেহি পন্থা যত্র নোহন্য ইতরো দেবযানাচ্চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি মানঃ প্রজাং বীরিষো মোত-বীরান্॥ ১১॥

অন্বয়ঃ। (মত্তঃ) মৃত্যুঃ পরৈতু মে অমৃতং আগাৎ বৈবস্বতঃ নঃ অভয়ং কৃণোতু হে মৃত্যো! পরং অনুপরেহি যত্র নঃ অন্যঃ পন্থাঃ দেবযানাৎ ইতরঃ চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি নঃ প্রজা মা বীরিষঃ উত বীরান্ মা॥ ১১॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। মত্তঃ সকাশাৎ মৃত্যুঃ মরণ পরৈতু পরাঙ্মুখো ভবতু। মে মম অমৃত আগাৎ আগচ্ছতু বৈবস্বতঃ যমঃ নঃ অস্মাকং অভয়ং ভয়াভাবং কৃণোতু করোতু। হে মৃত্যো! পরং অন্যং পন্থানং অনুপরেহি অনুগচ্ছ। যত্র স্থানে নঃ অস্মাকং অন্যঃ পন্থাঃ তথা যত্র স্থানে দেবযানাৎ ইতরঃ অপরঃ পন্থাঃ। চক্ষুষ্মতে দর্শন-শক্তিসম্পন্নায় শৃণ্বতে শ্রবণশক্তিবিশিষ্টায় তে তুভ্যং ব্রবীমি প্রার্থয়ে নঃ অস্মাকং প্রজাং মা বীরিষঃ হিংসীঃ উতঃ তথা বীরান্ বিক্রান্তান্ মা বীরিষঃ মা হিংসীঃ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। আমার নিকট হইতে মৃত্যু পরাঙ্মুখ হউক্। আমার সর্ব্বদা অমৃত আগমন করুক্। যম আমাকে অভয়দান করুন্। হে যম! তুমি আমাদিগের এবং আমাদের পিতৃ লোকের নিকট যাইও না। দর্শনশক্তিবিশিষ্ট এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন তোমাকে বলিতেছি। আমাদের সন্ততিবর্গ হিংসা করিও না। এবং বীরসমুদায়ের হিংসা করিও না॥ ১১॥

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ

ব্রাহ্মণ।

একদা ভরদ্বাজ মুনি ভগবান ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'কো ব্রাহ্মণঃ' (ব্রাহ্মণ কে?) ইহার উত্তরে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ' (যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ) মহাভারতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ইদমার্ষং প্রমাণঞ্চ যে যজামহ ইত্যপি।
তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদুর্যেতত্ত্বদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ মানবগণের মধ্যে যাঁহারা পুণ্যব্রতে দীক্ষিত, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং অতি পবিত্র আচরণই ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

"ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥১॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥২॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৩॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৪ ॥
যোহধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়েত বা।
দদ্যাদপি যথাশক্তিং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৫॥
ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোহপ্যধীয়াদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ।
স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৬॥
যদ্ ব্রাহ্মণানাং কুশলং তদেষাং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
সত্যং তথা ব্যাহরতাং নানৃতে রমতে মনঃ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মং তু ব্রাহ্মণস্যাহুঃ স্বাধ্যায়ং দমমার্জ্জবম্।
ইন্দ্রিয়ানাং নিগ্রহঞ্চ শাশ্বতং দ্বিজসত্তম॥ ৮॥
মহাভারতম্।

অর্থাৎ ক্রোধ মানবের পরম শত্রু, যিনি ক্রোধ মোহ ত্যাগ করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (১)। যিনি সদাই সত্য কথা বলেন, গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন এবং কেহ অপকার করিলেও প্রতি হিংসা করেন না দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (২)। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, পবিত্র শাস্ত্র পাঠে অনুরক্ত যাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি এবং যিনি কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য করিয়াছেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৩)। যিনি সমস্ত লোককে আত্মবৎ দর্শন করেন, যিনি ধর্ম্মজ্ঞ, মনস্বী ও সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৪)। যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও শক্ত্যনুসারে দান করিয়া থাকেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৫)। যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে বেদাধ্যয়ন করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৬)। ব্রাহ্মণগণ সদাই সত্য কথা বলিয়া থাকেন, কখনও তাঁহাদের মন মিথ্যার দিকে ধাবমান হয় না (৭)। পবিত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন ইন্দ্রিয়সংযম, আর্জ্জব, সত্যতা এই সকলই ঋষিগণ ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্যের উপরই শাশ্বত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত (৮)।

"যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্ব্বদা।
শূন্যং যেন জনাকীর্ণং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ১॥
অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুনপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ২॥
যেন কেনচিদচ্ছিন্নো যেন কেন চিদাশিতঃ।
যত্র কচন শায়ী চ তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৩॥
ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।
সর্ব্বভূতেস্বভয়দস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৪॥
বিমুক্তং সর্ব্বভূতেভ্যো মুনিমাকাশবৎ স্থিতম্।
অস্বমেকচরং শান্তং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৫॥
জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোঽর্থার্থমেব চ।
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৬॥
নিরাশিষমনারম্ভং নির্ণমস্কারমস্তুতিম্।
নির্ম্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্ব্বৈস্তং দেবাব্রাহ্মণং বিদুঃ॥৭॥
মহাভারতম্।

অর্থাৎ যাঁহার নিকটে শূন্যাকাশ ও পূর্ণ এবং বহুজনসমাকীর্ণস্থান ও শূন্য, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (১)। যিনি এই বহুজনসমাকীর্ণ সংসারকে সর্পবৎ, মিষ্টান্নজনিত সুখকে নিরয়বৎ, স্ত্রীসঙ্গকে শল্যবৎ জ্ঞান করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (২)। যিনি অতি সামান্য আহারেও তৃপ্তি বোধ করেন, অতি সামান্য বসনেই তৃপ্ত হন্ এবং যথা তথা শয়ন করিয়াই সুখ বোধ করেন, দেবতারা

তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৩)। যিনি সম্মানে আনন্দিত ও অপমানে ক্রুদ্ধ না হন এবং যিনি জীবগণকে অভয়দান করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৪)। যিনি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, যাঁহার আপন পর ভেদ নাই, যিনি শান্ত ও একাকী সর্ব্বত্র বিচরণক্ষম দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৫)। ধর্ম্মার্থেই যাঁহার জীবন, ঈশ্বরার্থেই যাঁহার ধর্ম্ম এবং যিনি অহোরাত্র পুণ্যার্থেই অতিক্রম করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন (৬)। যাঁহার কোনও বিষয়ে উদ্যোগ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি স্তুতি-বাক্য বা নমস্কারে সুখানুভব করেন না এবং যিনি সমুদায় বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন (৭)।

মহারাজ যুধিষ্ঠির অজগর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অজগর। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির। সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। বলা বাহুল্য যে যুধিষ্ঠিরের কথিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

যাহারা পবিত্র সত্ত্বগুণপ্রভাবে সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, শাশ্বত জ্ঞান শীল ও শৌচ পালন করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে ব্যক্তি রজোগুণ-প্রভাবে কামভোগাসক্ত, তীক্ষ্ণ, ক্রোধী ও সাহসী হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত। যাহারা রজোগুণ ও আংশিক তমোগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া বণিক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্য নামে পরিচিত। আর যে নীচাশয়েরা সম্পূর্ণ তমোগুণপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, হিংসা পরতন্ত্র, লুব্ধস্বভাব, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী মিথ্যাবাদী ও শৌচপরিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারাই শূদ্র নামে পরিচিত। যে সমস্ত ব্রহ্মসন্তান পরমার্থ ব্রহ্ম-পদার্থ অবগত হইতে না পারে, তাহারাই ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানভ্রষ্ট, স্বেচ্ছা-চারপরায়ণ, প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং চরিত্রের উৎকর্ষই ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও অপকর্ষই শূদ্রের লক্ষণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তমোগুণসম্পন্ন শূদ্রের ন্যায় ভ্রষ্টাচারী হইলেই সে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ,—

"শূদ্রে চৈব ভবেল্লক্ষং দ্বিজেতচ্চ ন বিদ্যতে।"

ইত্যাদি মহাভারতম্।

অর্থাৎ যদি কেহ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া শূদ্রের ন্যায় লক্ষণসম্পন্ন হয়, তবে তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

এখন দেখা যাউক যে ব্রাহ্মণ কি কি কদাচার সম্পন্ন হইলে সে পবিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে আছে,

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্‌চ্যতে দ্বিজঃ।
বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ জন্মকালে সকলেই শূদ্র থাকে, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে তাঁহাদিগকে দ্বিজ বলা যায়, বেদাভ্যাস করিলে তাঁহাদিগকে বিপ্র বলা যায় এবং ব্রহ্মকে জানিলে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়।

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদিলাভে যত্নবান্ হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

"অগ্নিকার্য্যাৎ পরিভ্রষ্টাঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতাঃ।
বেদঞ্চৈবানধীয়ানাঃ সর্ব্বে তে বৃষলাঃ স্মৃতাঃ॥
তস্মাদ্বৃষলভীতেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অধ্যেতব্যোঽপ্যেকদেশো যদি সর্ব্বং ন শক্যতে॥
পরাশর।

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ অগ্নিকার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা সন্ধ্যা উপাসনাদি করে না এবং যাহারা বেদপাঠে বিরত, তাঁহাদিগকে বৃষল বলা যায়। অতএব যাঁহাদের বৃষল হইবার আশঙ্কা আছে তাঁহাদের উচিত যে সমগ্রবেদ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলেও তাহার একাংশ মাত্রও অধ্যয়ন করেন।

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেন গর্ব্বিতঃ।
তে নৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"
অত্রিসংহিতা।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া ব্রহ্মসূত্রধারণ জন্য গর্ব্বিত, সেই ব্রাহ্মণ সেই পাপের নিমিত্ত বিপ্র পশু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পবিত্র ব্রাহ্মণের লক্ষণ, আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কি কি কদাচার প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মবর্জ্জিত হন, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সংক্ষেপে লিখিত হইল। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। বস্তুত এখন যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অভাবেই হিন্দুজাতিরও হিন্দু-ধর্ম্মের এতদূর অবনতি হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে শাস্ত্রমত সুব্রাহ্মণ হইতে পাবেন, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীরাজকুমার কাব্যরঞ্জন।

বিজয়ারহস্য।

শরদের স্বচ্ছসলিলে মঙ্গলময়ীর মৃণ্ময়মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিলাম; অতল-জলে অতুল-মূর্ত্তি মগ্ন হইল, যে চণ্ডীমণ্ডপ আনন্দময়ীর প্রতিমূর্ত্তির সৌন্দর্য্যচ্ছটায় পূর্ব্বক্ষণে হাসিতেছিল; এইক্ষণ তাহা অবসাদে ম্লানমুখ। বৎসরাবধি যে বাসনা ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া তিনদিন পূর্ণপ্রভায় প্রফুল্ল হইয়াছিল; আজ্ তাহা জগজ্জননীর সলিল-লীলার সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। তথাপি হাসিতেছি, গাইতেছি ও হর্ষালিঙ্গন করিতেছি কেন? আজ্ নিঃস্তব্ধভাবে বিরলে বসিয়া বিলাপ করি না কেন? আজ্ মহালক্ষ্মীর মন্দির দর্শন করিয়া শবাসনার অধিষ্ঠান ভূমিকে মনে করি না কেন? শোকের সমুদায় উপকরণই সজ্জিত; কিন্তু আমরা শোকবর্জ্জিত; প্রত্যুত আনন্দে উন্মত্ত। কারণ কি? কারণ, আজ্ বিজয়া। শক্তিসঞ্চয়ের নিমিত্ত এতদিন যে সঙ্কল্পসঞ্জাত হইয়াছিল, অদ্য আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা অবসানে তাহা পূর্ণ হইয়া বিজয়বাসনায় পর্য্যবসিত হইল। সেই চিরসঞ্চিত বাসনা বিলীন নহে; কিন্তু রূপান্তরে পরিণতমাত্র।

ভাবিয়া দেখিতেছি যে, শক্তিসঞ্চয়ের জন্য আদ্যাশক্তির আরাধনা; শক্তিসম্পন্ন হইলেই বৈরিবিজয়ে বাসনা জন্মে; সেই জন্য দুর্গোৎ-সবের অবসানে বিজয়োৎসব বা বৈরিবিজয়ার্থ

উদ্যোগ। দুর্গোৎসবের সহিত বিজয়োৎসবের অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধ; এই জন্য দুর্গোৎসবই অগ্রে আলোচ্য।

এই সংসার প্রকৃতি বা পরম শক্তিকর্ত্তৃক পরিচালিত। পুরুষ বা শিব পদ্মপলাশবৎ নির্লিপ্ত বা যোগযুক্ত উদাসীন হউন্; তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি সমুদায় বিধানের নিদান। এই কারণ সেই শক্তিকে বিশ্বজননী বা জগদম্বা বলে। যে শক্তির শত-কোটি অংশের অণুমাত্র অংশ পাইয়া বিদ্যুদ্‌বহ্নি প্রভৃতি ১টী ১টী পরিদৃশ্যমান পদার্থ—প্রকটশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; সেই সর্ব্বশক্তির আধার মহাশক্তির স্বরূপ যে কিরূপ, তাহা বাক্য বুদ্ধির অগম্য। তবে যখন জগন্ময়ী পবিত্র ভক্ত-বৃন্দের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সমষ্টিরূপে আকৃষ্টা বা আবির্ভূতা হইয়াছেন; তখন ১টী ১টী তদীয় মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। যথা—মার্কণ্ডেয়-পুরাণে।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাম্ মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

সেই আদ্যাশক্তি জগন্ময়ী; অর্থাৎ জগতের স্তরে স্তরে বিরাজমানা; তদ্ভিন্ন জগৎ শূন্যাকারে পরিণত; তিনি নিত্যা অর্থাৎ জন্মমৃত্যুবর্জ্জিতা সমভাবে অনন্তকালস্থায়িনী। তাহাহইলেও বৈরিবিজয়বাসনাবিশিষ্ট দেবগণের কার্য্যসাধনের নিমিত্ত আবির্ভূতা হইয়া উৎপন্না বলিয়া পরি-গণিতা হইয়াছেন।

যখন সুরপতি ইন্দ্র ও মহিষাসুরে পরস্পর যুদ্ধ হয়; তখন মহিষাসুর-কর্ত্তৃক দেবগণ নির্য্যা-তিত হইয়া ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া শিব ও বিষ্ণুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া মহিষের অত্যাচার নিবেদন করেন। তাহা শুনিতে শুনিতে দেব-মণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া উঠেন; তাহাতে তাঁহা-দিগের শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হয়; তাহাই মহাশক্তির মূর্ত্তিরূপে পরিণত।

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

সপ্তশতী।

অনুপম, ত্রিলোকব্যাপী, সর্ব্বদেবশরীরনিঃসৃ[illegible] সেই তেজঃ মিলিত হইয়া নারীরূপ ধারণ করেন এইক্ষণ বায়বীয় শক্তিসমূহ মিলিত হইয়া ঘ[illegible] কারে দাঁড়াইল।

প্রকৃতি পুরুষে সংসৃষ্টা হইলে স্থাবর জঙ্গম রূপী জগতের সৃষ্টি হয়। ইন্দ্রাদি প্রত্যে[illegible] দেবের স্ব স্ব শক্তি স্ব স্ব দেবে আকৃষ্টা হই[illegible] সমষ্টিভাবে একমাত্র নারীরূপে পরিণ[illegible] হইলেন।

বৈরিবিধ্বংসের জন্য নারী হইলেন বটে কিন্তু নারীজাতির ও সমর সুলভ উপকরণ চাই দেবগণ তাহা দিলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

শূলং শূলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্যৈ পিণাকধৃ[illegible]
চক্রঞ্চ দত্তবান্ কৃষ্ণঃ সমুৎপাদ্য স্বচক্রতঃ॥—
অন্যৈরপি সুরৈর্দ্দেবী ভূষণৈরায়ুধৈস্তথা।
সম্মানিতা ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ॥

শিব স্বীয় শূল হইতে শূল ও বিষ্ণু স্বকীয় চ[illegible] হইতে চক্র নির্ম্মিত করিয়া দেবীকে দিলেন এ[illegible] অন্যান্য দেবগণ বিবিধ অস্ত্রাভরণ দিয়া পূ[illegible] করিলেন। মা এখন ভুবনবিপ্লবকারী দানবধ্ব[illegible] জন্য বিবিধ অস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া সিংহনা[illegible] দ্বারা মহিষাসুরকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলে[illegible] সসৈন্য মহিষ সমরসজ্জায় উপস্থিত হইয়া [illegible] করিয়া নিহত হইল বটে; কিন্তু তদীয় [illegible] জগন্মাতার পদস্পর্শে পবিত্র হইয়া জগতের প[illegible] হইল। মা বলিলেন;—

এতাসু মূর্ত্তিষু তথা পাদলগ্নো নৃণাং সদা।
পূজ্যো ভবিষ্যাসি ত্বং বৈ দেবানামপি রক্ষসাম্॥
কালিকাপুরাণে।

মহিষ, তুমি আমার এই সকল মূর্ত্তিতে চরণ লগ্ন থাকিয়া জগতের পূজ্য হইবে। পাপাচারী পুত্রই বিবেকিনী মাতার অপ্রিয় হয়; কিন্তু পাপ প্রক্ষালিত হইলে সে মাতার স্নেহভাজন কেন না হইবে? দেবগণ জগদম্বার লোকরক্ষা ও শিক্ষার পরিচায়ক সদভিসন্ধির উল্লেখ করিয়া নানা স্তব করিলেন।

সপ্তশতী—

এভির্হতৈর্জ্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে, কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্। সংগ্রামমৃত্যু অধিগম্যদিবং প্রয়ান্তু মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥

এই সকল পাপী নিহত হইলে জগৎ নিরুপদ্রব হয়, এবং সমরে শরীর পাত করিয়া অক্ষয় স্বর্গধামে যাউক, আর কখন নরক গমনের জন্য পাপ না করুক; এইরূপ বিবেচনা করিয়া মা তুমি শত্রুগণকে বধ করিয়া থাক। মা, তোমার উদ্দেশ্য ধন্য।

এইরূপে বৈরিবিনাশ জন্য আদ্যাশক্তি আবির্ভূতা হইয়া শত্রুসংহার অন্তে দেবগণের স্তবে তুষ্টা হইলেন। সুরগণ বলিলেন, আবার আপদ্ উপস্থিত হইলে স্মরণ করিলে মা তুমি দেখা দিয়া বৈরিবিনাশ করিবে। দেবী তথাস্তু বলিয়া আকাশে লীনা হইলেন। আবার ঝঞ্ঝাবাত সামান্য সমীরণাকারে পরিণত হইল। তৎপর জগৎ শম্ভু ও নিশুম্ভ নামক অসুর-কর্ত্তৃক পুনরুপক্রত হয় ও সুরগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাহারা পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্তবাদিদ্বারা অপরাজিতা মাতাকে স্মরণ করেন। ভগবতী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিবিধ পারিবারিকশক্তি সৃষ্টি করিয়া সসৈন্য শম্ভু ও নিশুম্ভকে সমরে শ্মশানশায়ী করেন। দেবগণ পরমেশ্বরীর স্তব করিয়া পরিশেষে বর প্রার্থনা করেন।

সপ্তশতী।

প্রণতানাং প্রসীদত্বং দেবী বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্য বাসিনামপি লোকানাং বরদাভব॥

হে বিশ্ববিঘ্নবারিণি মাতঃ! তুমি এই প্রণত ভক্তগণের প্রতি প্রসন্না হও এবং ত্রিলোকবাসী জনগণকে বরদান কর। মা বলিলেন—

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥
সপ্তশতী।

হে সুরগণ! তোমরা জগতের উপকারক যে বর চাও, তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

সুরগণ বলিলেন—

সর্ব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যাখ্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্য অস্মদ্ বৈরিবিনাশনম্॥
সপ্তশতী।

হে পরমেশ্বরি! যাহাতে সমগ্র ত্রিলোকের দুঃখ দূর হয়, আমাদিগের এইরূপ বৈরি বিনাশ সাধন করিবেন, এই প্রার্থনীয়।

দেবী বলিলেন——

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবাদ্যা ভবিষ্যতি।
তদা তদা চ তীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥
সপ্তশতী।

দানবগণ যখন এই প্রকার অত্যাচার করিবে, তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া বৈরি বিনাশ করিব। ইহা বলিয়া ভগবতী অন্তর্হিতা হইলেন। এই দ্বিতীয় বৈরি বিজয়ের জন্য দুঃখহারিণী দুর্গাদেবীর আবির্ভাব।

একদা বৈরি বিপর্য্যস্ত, রাজভ্রষ্ট সুরথ রাজা এবং দুরাচার পুত্র কলত্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত সমাধিনামক বৈশ্য নির্ব্বিঘ্নচিত্তে অরণ্যে কালাতিপাত করেন, দৈবাৎ মেধস্ নামক মহামুনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। মুনি তাঁহাদিগের দুর-

বস্থা শুনিয়া তাহা অপনয়নের জন্য মহাশক্তির শরণ লইতে উপদেশ দেন।

তামুপৈহি মহারাজশরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতাসৈব নৃণাং ভোগঃ স্বর্গাপবর্গদা॥
সপ্তশতী।

হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর আশ্রয় লও। তিনি আরাধনাদ্বারা প্রসন্না হইলে ভোগ অর্থাৎ ঐহিক সুখ, স্বর্গ অর্থাৎ পারলৌকিকে সুখ এবং মুক্তি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন।

সর্ব্বশক্তিমতী মাতা কেবল বাহ্য বৈরি নির্য্যাতন করিয়া অর্থ ও কাম বিতরণ করিতে পারেন, এমন নহে; তিনি অধিকারি বিশেষে আভ্যন্তরিক রিপুনাশপূর্ব্বক স্বর্গ ও মুক্তি পর্য্যন্ত দিতে পারেন। যে যাহা চাহিবে, তাহা দিবেন।

কালিকাপুরাণে—

বলে——

কৃত্বৈবং পরমামাপুর্নির্বৃত্তিং ত্রিদিবৌকসঃ।
এবমন্যৈরপি সদা কার্য্যং দেব্যাঃ প্রপূজনম্।
বিভূতি মতুলাং লব্ধং চতুর্বর্গফলপ্রদাম্॥

দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া দেবগণ বৈরি বিনাশদ্বারা পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। অন্য লোকেও চতুর্বর্গ ফললাভের জন্য জগজ্জননীর পূজা করিবেক।

যাহা হউক্, মহামুনি মেধসের কথাক্রমে সুরথ ও সমাধি দুর্গাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥
সপ্তশতী।

সুরথ ও সমাধি নদীর চড়ায় দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া সংযমী, উপবাসী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া পুষ্প, ধূপ, হোম ও তর্পণদ্বারা পূজা ও স্বীয় শরীরের শোণিত পর্য্যন্ত বলিদান করিয়াছিলেন। দেবগণের স্তব জপাদিদ্বারা কেবল সাত্ত্বিকী পূজা হইয়াছিল। সুরথ ও সমাধির বলিদান সম্বলিত রাজসী পূজা হইয়াছিল। জগজ্জননী পূজায় পরিতুষ্টা হইয়া বর দিতে চাহিলে ভক্তদ্বয় বলিলেন :—

ততো বব্রে নৃপোরাজ্যমবিভ্রংশ্যন্য জন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততোজ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতি কারকম্॥
সপ্তশতী।

রাজা বাহ্য বৈরি বিনাশ ও রাজ্যলাভ ও ভাবি জন্মের জন্য অক্ষয় রাজপদ প্রার্থনা করেন এবং বিবেকী বৈশ্য আভ্যন্তরীন অন্তরায় অহঙ্কার ও মমতার অবসান অন্তে মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞান চাহেন।

দেবী বলিলেন—

স্বল্পৈরহোর্ভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্যতে ভবান্
হত্বারিপুনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্মদেবাদ্ বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি॥
বৈশ্য বর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তবজ্ঞানং ভবিষ্যতি।
সপ্তশতী।

মহারাজ, তুমি অল্পদিনের মধ্যে শত্রু নির্ম্মূল করিয়া নিজ রাজ্যলাভ করিবে এবং তাহার কখনও স্খলন হইবে না এবং মানবদেহ অবসানে দিবাকর দেব হইতে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণিক নামে মনু হইবে। বৈশ্যকুলশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রার্থিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। মা ইহা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

জগন্মাতার মহিমা অপার। সুরথকে তিনি প্রার্থনাতিরিক্ত দেব দুর্ল্লভ মনুত্ব পদ দিলেন। বৈশ্য ত মুক্তি পাইলই। ক্রমশঃ

[১৮৬৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা। | ১৩০২ সাল ১৮১৭ শকাব্দা। | আষাঢ় ও শ্রাবণ।

আমিত্বের প্রসার।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

পঞ্চ-যজ্ঞ।

আমিত্বের প্রসারই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমিত্বের সঙ্কোচই সকল অশান্তির মূল। কিন্তু এই আমিত্বের প্রসার তদুপযোগী কার্য্যেই সুসিদ্ধ হয়। তুমি আপনার "আমি" টুকু কে যত ক্ষুদ্র করিয়া তুলিতে ইচ্ছা কর তাহা করিতে পার, আবার উহাকে যত বৃহৎ করিতে ইচ্ছা কর তাহাও করিতে পার। তুমিই তোমার নিয়ন্তা, তোমার আত্মাই তোমার আত্মার বন্ধু ও রিপু। তুমি তোমার স্বীয় কার্য্যে তোমাকে দেবতায় বা পশুতে পরিণত করিতে পার। যদি ঊর্দ্ধদিকে গমন করিতে চাও, যদি "আমি" কে প্রসার করিতে চাও, যদি দেবতা হইতে চাও, তাহা হইলে নিয়মের অধীন হও, আত্মসংযম শিক্ষা কর; আর যদি নিম্নদিকে গমন করিতে চাও, যদি "আমি" কে সঙ্কোচ করিতে চাও, যদি পশুত্বে পরিণত হইতে চাও, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচার বৃত্তি অবলম্বন কর। নিয়মই উৎকর্ষের এবং স্বেচ্ছাচারই অপকর্ষের সোপান। নিয়মবিহীন জীবন কখনও উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এইজন্য বিবিধ নিয়মের বিধান করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বিবাহ কিরূপে আমিত্বের প্রসারোপযোগী হয়, তাহা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ এই পঞ্চযজ্ঞ।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈববলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

(মনু ৩।৭০)

অধ্যাপনকে ব্রহ্ম বা ঋষিযজ্ঞ, তর্পণকে পিতৃযজ্ঞ, হোমকে দেবযজ্ঞ, বলিকে ভূত যজ্ঞ, অতিথি সেবাকে নৃযজ্ঞ বা মনুষ্যযজ্ঞ বলে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে কর্ত্তব্যমাত্রই সনাতন শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞ নামে অভিহিত করিতেন। মানব জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্য। সাধারণতঃ অনেকে যে মনে করেন আহার বিহার প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সেটী ভ্রমপূর্ণ। আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সহিতই আমার নিজের ও অপরের হিতাহিতের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি কয়েকটী কার্য্য, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি, তাহাই যে কেবল ধর্ম্ম কার্য্য তাহা নহে। মানবের প্রত্যেক কর্ত্তব্যই ধর্ম্মকার্য্য। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম একই কথা। যাহা মানবের অনুষ্ঠেয় তাহাই যজ্ঞ। এইজন্য অধ্যাপনা, তর্পণ, হোম, বলি, অতিথিসৎকার সমুদায়ই যজ্ঞ।

ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়:—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥

সংশিতব্রত যতিগণ দানযজ্ঞ, তপযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষসে॥

এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদে বিহিত আছে, তৎসমস্তই কর্ম্মজ বলিয়া জানিবে, এই জ্ঞান লাভে তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। জীবনে আমরা যে সমুদায় কার্য্য করি, তাহার প্রত্যেকের সহিত যে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। উন্নত জীবন এমনিভাবে নিয়মিত হয় যে উহার প্রত্যেক কার্য্যকেই যজ্ঞ অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। যে কার্য্যে আত্মার হিত হয়, তাহাতেই জগতের হিত হয়, যাহাতে জগতের হিত হয়, তাহাতেই আত্মার হিত হয়, যাহা স্বার্থ তাহাই পরার্থ, যাহা পরার্থ তাহাই স্বার্থ, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই যজ্ঞ। শাস্ত্রোক্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে মানবের জড়বুদ্ধি নষ্ট হয়, আত্মার বিকাশ হয়, বিশ্বজগতের হিতের সহিত স্বীয় হিতের বিরোধ তিরোহিত হয়।

হিন্দুর জীবন চারিভাগে বিভক্ত, এক একটি বিভাগ এক একটি আশ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও ভিক্ষু আশ্রম। মানব জীবনের আয়ু শতবর্ষ ধরিয়া প্রত্যেক আশ্রমকাল পঁচিশ বৎসর লওয়া যাইতে পারে। জগতের হিত যাহার জীবনের ব্রত, আত্মহিতসাধনই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য। সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে স্বীয় শরীর বলিষ্ঠ না হইলে, চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন না হইলে, ইন্দ্রিয়াদি সংযমের ক্ষমতা না জন্মিলে, সংক্ষেপতঃ বিবিধ শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি সমূহের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত না হইলে, কোন ব্যক্তিই সংসারে প্রবেশ করিয়া জগতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে পারেন না। অসংযতচরিত্র, দুর্ব্বলকায়, দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদ্বারা কোন কালে কোন কার্য্য হয় নাই, হইবেও না। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্যের বিধান। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে ও গুরুগৃহে বাস করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইত। গুরুর আজ্ঞায় ব্রহ্মচারী কেবল অধর্ম্মাচরণ করিতে বাধ্য ছিলেন না, নতুবা সমুদায় বিষয়েই গুরুর আদেশ বিনা তর্কে তাহার শিরোধার্য্য করিতে হইত। ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতির প্রতি, গৃহস্থাশ্রম প্রবেশ করিলেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র পরিবর্দ্ধিত হইল। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় [illegible] দৃষ্টি কেবল আত্মোন্নতিতে সীমাবদ্ধ ছিল, তা[illegible] গৃহস্থাশ্রমে স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিজনে অন্য তি[illegible] আশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগেতেও অতিথি, দীন, দুঃখ[illegible] দরিদ্রাদিতে প্রসারিত হইল। যখন কে[illegible] পলিত হইল বা পুত্রের পুত্র বা পৌত্রের মুখ দ[illegible] হয়, তখন সনাতন শাস্ত্রানুসারে, গৃহস্থাশ্র[illegible] পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। তখন সস্ত্রীক বা একাকী অরণ্যে প্রবে[illegible] করিতে হইত। অরণ্য বলিলে সিংহ, ব্যা[illegible]

প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সমাকুল কানন বুঝিতে হইবে না। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি যে সমুদায় স্থানের উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, উহাতে জনাকীর্ণ নগরের বিলাস ছিল না বটে, তাহা প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু উহা এত নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যেপূর্ণ ছিল যে উহা ফলপুষ্প সুশোভিত সুশীতল নিভৃত নিকুঞ্জসদৃশ হইত। কোন স্থানে ময়ূর নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে কোকিল কুহুরবে অমৃতবর্ষণ করিতেছে, কোন স্থানে মৃগাদি আশ্রমপশু চরিতেছে, কোন স্থানে পদ্ম-সুশোভিত সরোবরে নানাবিধ জলচর পক্ষীরা ক্রীড়া করিতেছে। এই নিভৃত স্থানে আশ্রমবাসীরা সর্ব্বপ্রকার বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের সর্ব্বপ্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানের আলোচনা করিতেন এবং বিশ্বের হিতকর কার্য্যের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন। বেদের আরণ্যকাংশ যাহার সাধারণ নাম উপনিষৎ এবং যাহা পাঠে সংস্কৃতানভিজ্ঞ সোপেনহপার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং উহা জগতের মধ্যে একমাত্র উপাদেয় পদার্থ, জীবন ও মৃত্যুর একমাত্র শান্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সেই সমুদায় গ্রন্থ এই সমুদায় অরণ্যে রচিত হইত। স্ত্রীপুত্র অতিথি আদি প্রতিপালন করিয়া আত্মাকে অধিকতর উন্নত করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমী এইরূপ এই সমুদায় অরণ্যে বাস করিয়া কেবল বিশ্বের মঙ্গল চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতাগ্রণী মক্ষোমূলার সাহেব লিখিয়াছেন যে গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য সভ্যতাভিমানী ইউরোপের জনাকীর্ণ নগরাপেক্ষা ভারতের অরণ্য সমূহ অধিকতর উপযোগী ছিল। বানপ্রস্থাশ্রম শেষ হইলে ভিক্ষু নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে লীন হইতেন। ব্রহ্মচারীর উপাধিবিশিষ্ট মলিন "আমি" ক্রমে বিবিধ যজ্ঞ বা কর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধতালাভ করিয়া এইরূপ পরব্রহ্মের "আমিতে" পরিণত হইতে চলিল।

আমিত্বের প্রসারের জন্য চতুর্ব্বিধ আশ্রমেই সনাতন শাস্ত্র বিবিধ অনুষ্ঠানের বিধান করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমের পক্ষে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান ঐ বহুবিধ বিধানের মধ্যে একটি বিধান। কেবল নিজে বিদ্বান হইলে চলিবে না। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় গুরুকৃপায় যে বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহা অন্যকেও বিতরণ করা চাই। জ্ঞানের বৃদ্ধি করা চাই। ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থ সমুদায় পাঠ করিয়া তুমি তাহাদিগের নিকট যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছ, ঋষিগণ ঐ ঋণের জন্য আর কিছু চাহেন না, কেবল চাহেন যে তুমি যাহা নিজে অধিকার করিয়াছ, তাহা অপরকেও দেও। আমিত্বের প্রসারেই মঙ্গল, পরোপকারেই আত্মার মঙ্গল ইহাই ভগবানের বিধান। যে মুহূর্ত্তে তুমি পরোপকারব্রত হইতে পরাঙ্মুখ হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই কল্যাণ তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিল। যে মুহূর্ত্তে তুমি বিবিধক্লেশ ও বহুযত্ন লভ্য শাস্ত্র হইতে অপরকে বঞ্চিত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি নিজে ও তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে, আলোচনাভাবে তুমি ও জ্ঞান বিজ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে। অজ্ঞানবশতই স্বার্থে ও পরার্থে বিরোধ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানের বিকাশ হইলে উহা আর থাকে না। এই অধ্যাপনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞাদি বিবিধ নামে বুধগণ অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু যে দেশে অধ্যয়ন নাই, সে দেশে অধ্যাপন কোথা হইতে আসিবে। যে দেশ সুবর্ণোপম ব্রাহ্মণত্ব পদতলে দলিত করিয়া গিলটিরূপ অনুকরণেই সন্তুষ্ট এবং উহাই যথার্থ

সুবর্ণ বলিয়া বৃথাভিমানে মত্ত, যে দেশ বহুকাল হইতে স্বাধ্যায় বিস্মৃত হইয়া তমপূর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত আচারকেই বেদাদির স্থান অধিকার করিতে দিয়াছে, সে দেশে ব্রহ্মযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ বা স্বাধ্যায় যজ্ঞের কথা উল্লেখ যে অরণ্যে রোদন মাত্র তাহা বেশ বুঝিতে পারি, তবুও যে রোদন করি, তাহার কারণ এই যে রোদন না করিয়া থাকিতে পারি না। হৃদয়ে এক দুর্দ্দমনীয় বেগ, যে বেগ প্রকাশ করা যায় না, কেবল হৃদয়েই অনুভব করা যায়, তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই মধ্যে মধ্যে রোদন করি। উহা শ্রবণে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি কি কাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে না?

কেবল নিজে উদরপূর্ণ করিলে চলিবে না, অভুক্ত ব্যক্তিমাত্রেই গৃহে উপস্থিত হইলে নিজে অনাহারী থাকিয়াও তাহাকে আহার করাইতে হইবে। সনাতন শাস্ত্রেব এই সুন্দর আদেশ এইক্ষণ এদেশে অতি অল্পলোকেই মান্য করিয়া থাকেন। কালের যেরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় আর কিছু দিন পরে অতিথিসেবা ব্যাপারটি কি তাহা হিন্দু-সন্তানদিগকে বৈদিকভাষার ন্যায় নানাবিধ ভাষ্য টীকা দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। আজ কালকার বাবুরা ভিক্ষাপ্রদানে দেশের অলসতা বৃদ্ধি করা হয় বলিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মত উপার্জ্জনক্ষম অথচ ভিক্ষা ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের একথা কিছু অযুক্তিকর নহে, কিন্তু উহাই ব্যপদেশ করিয়া কি যথার্থ দয়ার পাত্রকেও মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য? যাহাদিগকে উক্তরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের দ্বারে দীন দুঃখীকেও মুষ্টিভিক্ষা প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় না। গৃহে আহারীয় বস্তু থাকিলে অতিথিকে তাহা দিতেই হইবে, গৃহে অন্ন না থাকিলে—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাংগেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

ধার্ম্মিকের গৃহে উপবেশন বা শয়নের আসন, বিশ্রাম স্থান, উদক এবং প্রিয় বচনের কখনও অভাব হয় না। অন্ন থাকিলে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে। এক উপার্জ্জনক্ষম গৃহস্থ অন্য গৃহস্থের গৃহে প্রতিদিন যে আহার করিবে, এরূপ বিধান সনাতন শাস্ত্রেও নাই, এবং পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী যাহারা আলস্য প্রশ্রয়ের আশঙ্কায় ভিক্ষাদি দেওয়া রহিত করিয়াছেন, তাহা তাহাদের নূতন আবিষ্কার নহে। অতিথি শব্দের অর্থেই উহা স্ফুট রহিয়াছে। "অনিত্যাবস্থানান্ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথিরস্যেতি অতিথিরুচ্যতে" অনিত্যাবস্থানহেতু যাহার পক্ষে দ্বিতীয়া তিথি নাই, তিনি অতিথি। কিন্তু অভুক্ত ব্যক্তি, চাই তিনিই ধনীই হন বা দরিদ্রই হন, তিনি আহারের সময় তোমার গৃহে উপস্থিত হইলে, তাহাকে আহার করাইতেই হইবে। প্রত্যেক মানবজীবন যে অন্য মানব জীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংবদ্ধ এবং প্রত্যেক মানব যে মানবসমাজ সমষ্টির একাংশমাত্র। অতিথিসৎকার বিধি তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। এই শরীরটি রক্ষার জন্য যেরূপ তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি চাই, সেইরূপ মানবসমাজ রক্ষার জন্যও তোমার প্রত্যেক মানবের হিতের প্রতি দৃষ্টি চাই। একাঙ্গের বিনাশ বা বিকৃত অবস্থা হইলে যেরূপ তাবৎ অঙ্গের অনিষ্ট সংঘটিত হয়, মনুষ্য সমাজেও তদ্রূপ ব্যক্তিবিশেষের অহিত হইলে, সমগ্র সমাজের অনিষ্ট হয়। প্রত্যেক জীবনই অপর জীবনের দ্বারা রক্ষিত। তোমার "আমি" যদি কেবল তোমার "আমি" লইয়া থাকে, তাহাহইলে কালে তোমার "আমি" ও অমঙ্গলে

ভূত না হইয়া পারে না। অতিথি সেবাদ্বারা পরের ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও নিজের ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা দেয়, আত্মপর ভেদ জ্ঞান দূর করিয়া দেয়, আমিত্বের প্রসার করিয়া দেয়।

এই বিশ্বজগত ব্রহ্মসূত্রে মণির ন্যায় গ্রথিত। বিশ্বস্থ কোন একটি পদার্থ স্থানচ্যুত হইলে, অন্যান্য পদার্থও স্থানচ্যুত হইবে। মানব যতই বিশ্বের গূঢ় নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাকে নিয়মিত করিতে পারে, ততই সে অভ্যুদয়ভাগী হয়। গায়ক স্বীয় স্বর নিয়মিত করিবার জন্য সপ্ত স্বর সম্বলিত কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন, এবং উহার ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতির সহিত স্বীয় কণ্ঠের ষড়জাদির বিভিন্নতা যত কম করিতে পারেন ততই তিনি উৎকৃষ্ট গায়ক হন। মানবও সেইরূপ বিশ্বজীবনের সহিত স্বীয় জীবনের বিরোধ যত কম করিতে পারেন, ততই তিনি অভ্যুদয়ভাগী হন। মানবের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত মানবসমাজ-জীবনের বিরোধ দূর করা যেরূপ প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য, মানবজীবন-সমষ্টিও সেইরূপ বিশ্বজীবনের সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে মানবজীবনের হিতের সহিত বিশ্বজীবনের হিতের বিরোধ দূর করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য মানবের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রভৃতির প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ মনুষ্য সমাজের একাঙ্গমাত্র, তদ্রূপ মনুষ্যও বিশ্বের একাংশমাত্র। এই বিশ্বের কোন এক অঙ্গের অহিত হইলে, অপরাপর অঙ্গের অহিত না হইয়া পারে না। বিষয়টি বড় দুরূহ, আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিদ্বারা ইহার বিশদ ব্যাখ্যা অসম্ভব, তবে গুরুর অনুগ্রহে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। প্রত্যেক মানবের যেরূপ অপর মানবের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, সেইরূপ বিশ্বস্থ যাবৎ পদার্থের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। মানব জীবন-রক্ষার জন্য আমাদের বহুবিধ পদার্থের আবশ্যক। আহার চাই, রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধ চাই, বাসস্থান চাই, পরিধেয় বস্ত্র চাই, নানাবিধ সুগন্ধ চাই, নানাবিধ দুর্গন্ধ দূর করা চাই, ঐরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য বিবিধ পদার্থ চাই এবং ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর বিবিধ অন্তরায় দূর করা চাই, গমনাগমনের জন্য যান চাই ইত্যাদি। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে প্রতীয়মান হইবে যে তোমার জীবন বিশ্বস্থ অন্যান্য যাবৎ জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ। যে মুহূর্ত্তে তুমি সেই সম্বন্ধের বিরোধী কোন কার্য্য করিলে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি অকল্যাণভাগী হইলে, যে মুহূর্ত্তে তুমি বিশ্বজীবনের সহিত স্বীয় জীবন মিলাইয়া না চলিলে, সেই মুহূর্ত্তে তুমি বিনাশ আহ্বান করিলে, যে মুহূর্ত্তে তুমি আদর্শ যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তান ছাড়িলে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার স্বর আর কর্ণ তৃপ্ত করিতে পারিল না। যদি বল যে বিশ্বের অনেক জন্তু বা উদ্ভিদের জীবনের সহিত মানব জীবনের বিরোধ ভিন্ন সমন্বয় হইতেই পারে না, সে তোমার ভ্রম, জ্ঞানের অভাব। যতই বিজ্ঞানের বিস্তার হইবে, যতই মানব বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হইবে, ততই বিরোধ নাই দৃষ্ট হইবে, ততই মানব দেখিতে পারিবে যে তাহার জীবন বিশ্বজীবনের একাংশমাত্র। ভূতযজ্ঞ বা বলি মানবজীবন যে বিশ্বজীবনের একাঙ্গ তাহাই বুঝাইয়া দিতেছে। যিনি সর্ব্বভূতে আত্মা দেখেন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দেখেন তিনিই সনাতন শাস্ত্রানুসারে পণ্ডিত। এই ভূতযজ্ঞ নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পাদন করিতে হইত।

অথ বলীন্ হরেৎ, বাহুতোবান্তর্ব্বা সভূমিং কৃত্বা।

গোভিলগৃহ্যসূত্র।

অর্থাৎ দেবযজ্ঞের পর, বাহ্যতঃ অগ্নিগৃহের

বাহিরে, অন্তঃ, বা অগ্নিগৃহের মধ্যে, সভূমিং কৃত্বা মার্জ্জনাদিদ্বারা ভূমি পরিস্কার করত বলীন্ হরেৎ পশুপক্ষী পিপীলিকাদির আহার দানরূপ বলি-কার্য্য সম্পন্ন করিবে। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

পঞ্চদশী।

পূর্ব্বপ্রবন্ধ ২০ পৃষ্ঠার পর।

এই স্থানে পাঠক প্রশ্ন করিতে পারেন যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞাতা সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় এক এবং অদ্বিতীয় স্বীকার করিলেও ঐ জ্ঞান বা জ্ঞাতাকে আনন্দময় বলিব কেন? ইহার উত্তর উক্ত নবম ও দশমশ্লোকে যাহা আছে তদপেক্ষা বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইলে পাঠক-গণের একটু গভীর চিন্তা করিতে হইবে। ঐ নবম ও দশমশ্লোকে যাহা আছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে; আমরা আত্মীয়, স্ত্রীপুত্র, পিতা মাতা বন্ধুবর্গের প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তিজনিত যে সুখানু-ভব করি, সে সুখ সেই আত্মীয়বর্গের সুখের নিমিত্ত নহে; উহার মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মসুখ এমন কি ঐ স্ত্রীপুত্রাদিকে সুখী দেখিলেও যে সুখানুভব করি তাহাও নিজের আত্মার সুখের জন্য। আত্মা সুখ ভিন্ন কখনই দুঃখ চাহে না; ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখই আত্মার স্বরূপ ধর্ম্ম; ভাষান্তরে বলিতে হইলে আত্মাই সুখময়। বাহ্যবিষয় সংস্পর্শেও আত্মা স্বরূপ অব-স্থায় (সুখী) থাকিতে চাহেন। বাহ্যবিষয় কত্তাত্মার আবরণ হইলেও ঐ আবরণের মধ্যে কর নহে;৺. তাহাতেই আত্মা সুখী থাকিতে যথার্থ দয়ার পাত্রেরূপদার্থজনিত সুখ চাহেন, অকর্ত্তব্য? যাহাদিগকে ঐ বিষয়জনিত জ্ঞানানু-পরিচয় প্রদান করিতে দেখন্ত বিষয়ের আবরণই দ্বারে দীন দুঃখীকেও মুষ্টিভি, পটজ্ঞান, পুত্রজ্ঞান, দেখা যায় না। গৃহে আহারী অজ্ঞানতা, ঐ অজ্ঞানতারূপ আবরণের মধ্যে আবদ্ধ হইয়াও ঐ বিষয়জনিত জ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান অনুভব করেন; সেইরূপ আত্মা সুখময় কিন্তু বিষয়েব আবরণই দুঃখ, ঐ দুঃখরূপ আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও দুঃখ সংমিশ্রিত (অর্থাৎ বিষয় সংস্পর্শজনিত) সুখানু-ভব কবিতে চাহেন দুঃখানুভব করিতে চাহেন না, তবে বাহ্যবিষয় আত্মাকে যেরূপে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ দুঃখেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তৎসত্ত্বেও আত্মা বিষয়জনিত জ্ঞান ও সুখানুভব করিতে চাহেন যেমন বিষয়াশ্রিত জ্ঞানের বিষয় ছাড়িয়া দিলে আত্মা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, সেইরূপ বিষয়াশ্রিত সুখের বিষয় ছাড়িয়া দিলেও আত্মা আনন্দস্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, জ্ঞাতবস্তুর অভাবে জ্ঞানের অভাব হয় না। যেহেতু নিদ্রাকালে অজ্ঞানাবস্থায় সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলাম এই অজ্ঞান অবস্থার সুখস্মৃতিমাত্র থাকে। নিদ্রাকালে বিষয়জনিত আবরণ না থাকায় আত্মা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এতাবতা জ্ঞাতবস্তুর অভাবে জ্ঞানই যে আনন্দে পর্য্য-বসিত হয় তাহার আর সন্দেহ নাই। মন কর তুমি একটী ঘোর বিপদে পড়িয়াছ কিম্বা কোন গুরুতর শোক দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়াছ, সেই বিপদ বা শোক দুঃখ যে বিষয়াবলম্বনে উৎপন্ন হয় তাহা দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা সুখ

সক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং উহাই শোক দুঃখ-মনের ভাব বিশেষে পরিণত হয়; ইহার ত তাৎপর্য্য চতুর্থাধ্যায়ে দ্বৈতবিবেক য্যাকালে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে। । হউক ঐ মনোভাবই জ্ঞাত বিষয়, ঐ ভাবকে জ্ঞাতা অনুভব করেন বা, ঐ মনো । জ্ঞাতাকে আচ্ছন্ন করে কিন্তু নিদ্রাকালে জ্ঞাত বিষয়ের অভাব হইলে জ্ঞাতা ঐ শোক হইতে মুক্ত হন এবং কিয়ৎকাল স্বরূপ স্থায় অবস্থান করেন, ঐ স্বরূপ অবস্থাই বা ব্রহ্মানন্দ। এইস্থলে প্রসঙ্গতঃ একটী তর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, যদি বিষয়ই জ্ঞানের আবরণ বা অজ্ঞানতার কারণ । সেই বিষয়ের অভাবে আত্মার জ্ঞানের াশ হয় কেন? অর্থাৎ আত্মা সুষুপ্তিকালে ানাবরণে আচ্ছন্ন হয়েন কেন? আবার প্তির ঐ অজ্ঞানাবরণের মধ্যে কেবল নিদ্রার পষ্ট সুখস্মৃতি ব্যতীত স্বরূপানন্দ অনুভব হয় কেন? যদি সুষুপ্তির আবরণে স্পষ্ট জ্ঞানানন্দ ভবই না হয় তবে নিদ্রাকালে উক্ত ব্রহ্মা-পেক্ষা বিষয় সুখই বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়টীর ত মীমাংসা আমাদিগের ন্যায় বিষয়-কীট বের ধারণা করা অতীব কঠিন। যে বিষয় অব-নে আমাদের বাহ্যজ্ঞানের বিকাশ হয় সে বিষয় া এবং নিদ্রাকালে যে জ্ঞানানন্দ আমরা ভব করিতে পারি না তাহাই সত্য। ইহা নতঃ আকাশ কুসুমের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু বিক উহা আকাশ কুসুম নহে। আজকাল ক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই ভগবদ্গীতার যন্ত আদর করিয়া থাকেন এবং উহা অতি গর্ভ উপদেশপূর্ণ পুস্তক বলিয়া স্বীকার রন, ঐ গীতার ২য় অধ্যায়ে, ৬৯, শ্লোকে ত আছে :—

নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানাং সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

বঙ্গার্থ। যাহা সাধারণ লোকের রাত্রি বা নিদ্রাস্বরূপ সংযমীগণ তাহাতেই জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে সাধারণ জনগণ জাগরিত থাকেন তাহাই সংযমীগণের নিশাস্বরূপ।

ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় জ্ঞানই জাগরিত ও স্বপ্নাবস্থা, ঐ বিষয় জ্ঞানের অভাবই আমাদের নিদ্রা, ঐ নিদ্রাকালে আমরা অচেতন থাকি, নিদ্রাকালে আত্মা যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন তাহা আমাদের মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির অতীত। ঐ মনবুদ্ধি তাহা অনুভব করিতে পারে না এইজন্য স্মৃতিতে তাহার ছাপ অঙ্কিত হয় না। কিন্তু সংযমী বা যোগীগণ ইচ্ছামত বাহ্যবিষয় হইতে মনবুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যখন তুরীয় বা সমাধি অবস্থার আত্ম-ব্রহ্মৈক্য জ্ঞানের সহিত ব্রহ্মানন্দ বা স্বরূপ জ্ঞানানন্দ উপভোগ করেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মনবুদ্ধিই বাহ্যবিষয় হইতে অপসৃত ও আত্মভাবাপন্ন হইয়া ঐ আত্মব্রহ্মৈক্য জ্ঞান অনু-ভব করিতে শক্ত হন ও আত্মা যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, মনবুদ্ধি তাহা অনুভব করিয়া স্থূল মস্তিষ্কজাত স্মৃতিপটে তাহা অঙ্কিত করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়জ্ঞানের সম্বন্ধে সুষুপ্তি ও সমাধি একই পদার্থ, তবে সমাধিস্থলে মন ও বুদ্ধির সহিত আত্মা বাহ্যবিষয় হইতে অপসৃত হইয়া পরম কারণে লীন হয়েন; কিন্তু নিদ্রাকালে আত্মা স্থূল সূক্ষ্মদেহাভিমান পরি-ত্যাগ করিয়া স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন, সুতরাং মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধি সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহান্তর্গত বিধায় উহারা তৎকালে আত্ম-জ্যোতি প্রাপ্ত না হওয়ায় জড়বৎ হইয়া পড়ে। এইজন্য ঐ অবস্থা স্থূল মস্তিষ্কজাত স্মৃতিতে আসিতে পারে না। যোগসিদ্ধ হইলে মনের জড়ত্ব দূরীভূত হয় তখন

মনবুদ্ধি বিরাট মনের অন্তর্ভূত অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। যোগীগণের সমাধি ভঙ্গ হইলেও উক্ত অনুভব সেই জ্যোতির্ম্ময় নির্ম্মল মনবুদ্ধির সহিত স্থূল মস্তিষ্কে আসিয়া পৌঁছে অর্থাৎ স্মৃতিতে তাহার ছাপ অঙ্কিত হয়, এইজন্য তাহা স্মৃতি বহিভূর্ত হয় না। ঐ সমাধিকালেও পূর্ব্ব-সংস্কার বশাৎ পার্থিব আমির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তবে ব্রহ্মানন্দের সহিত উহা একীভূত হয় অর্থাৎ জলবিন্দু স্বয়ং সমুদ্রত্বে পরিণত হয়, সমুদ্রে জলবিন্দুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। এই বিষয়টী পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অন্তরে হঠাৎ প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন, যেহেতু তাঁহারা মস্তিষ্কজাত মনের (Brain Mind) অতীত কোন জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বা ঐ ক্ষুদ্র মন ব্যতীত বিরাট মনের অংশস্বরূপ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি-মানস যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এই স্থানে বিরাট মন শব্দটী শুনিয়া অনেকে হাস্য করিবেন এবং প্রবন্ধ লেখককে নিতান্তই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিবেন। যদিও এই পঞ্চদশীর পরবর্ত্তী অধ্যায়ের শ্লোক ব্যাখ্যার সময়ে ঐ বিরাট মনের বিশদ ব্যাখ্যা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে তথাচ আশু তাঁহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি না হয় এইজন্য ঐ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী বিষয় বলা আবশ্যক। পাঠকগণ এই অনন্ত বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টি করিবেন সেই দিকে প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন (অর্থাৎ একটী অনন্ত নিয়মের অধীনে গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, মানব পরস্পর সামঞ্জস্য ও অবিরোধভাবে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত আছে; পরস্পর পরস্পরের নিকট আবশ্যক মত সাহায্য লইয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে এবং এই জগতের মধ্যে যে স্থানে বা যে অবস্থায় যেরূপ হওয়া আবশ্যক ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে)। উহা যে শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে ঐ শক্তি কি অন্ধশক্তি ন জ্ঞানময় মহদ্ধীশক্তি বলিয়া বোধ হয়? পাঠক গণ আপনাদিগকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করি যে প্রকৃতির উপরোক্ত কার্য্যগুলি দৃষ্টি করিয়া প্রকৃতির অন্তর-তমস্তলে বুদ্ধিবিশিষ্ট-শক্তির (Intellectual force) অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি কোন সন্দেহ হয়? যদি ইহাদ্বারাও সন্দেহ হয় এবং বিজ্ঞান ন্যায় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ ব্যতীত সন্দেহ দূরীভূত না হয় তবে কিয়ৎকাল ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, এই গ্রন্থ ব্যাখ্যার যথাস্থানে ঐ বিজ্ঞান, ন্যায় ও যুক্তিমূলক প্রমাণ পাইবেন। যাহা হউক ঐ প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিমানস সংযুক্ত আত্মাই বেদান্তোক্ত বা এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যগাত্মা বা প্রাজ্ঞ। ঐ প্রাজ্ঞ জীবাত্মাই ব্রহ্মের মানসপুত্র, ঐ মানসপুত্র মানবের সূক্ষ্মদেহে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহার আভাস দ্বারা মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির বিকাশ হয়, এই ভৌতিক দেহ সংযুক্ত মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধিই পার্থিব মানব এবং পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ জীবাত্মা বা মানসপুত্রই প্রকৃত মানব, ঐ মানসপুত্রের আভাসদ্বারা পার্থিব মানব বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ঐ স্থূল মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির সহিত ইহ জগতের অর্থাৎ স্থূলবিষয়ের সম্বন্ধ এবং প্রাজ্ঞ মানসপুত্রের সহিত পর জগতের অর্থাৎ কারণ জগতের সম্বন্ধ। যখন প্রাজ্ঞাত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া যান তখন পার্থিব মানবের (অর্থাৎ মস্তিষ্কজাত মনবুদ্ধির) সার গন্ধমাত্র লইয়া যান এবং জন্মান্তরগ্রহণের সময় তাহাই সঙ্গে লইয়া আসেন, এইজন্য পূর্ব্বজন্মের শ্যামচন্দ্র নামক পার্থিব মানবের স্মৃতি পরজন্মের রামচন্দ্র নামক পার্থিব মানবের স্মৃতি এক নহে; যেহেতু শ্যাম ও রাম ভিন্ন ভিন্ন উপাদানদ্বারা নির্ম্মিত সুতরাং

শ্যাম ও রাম পৃথক্ ব্যক্তি তবে প্রাজ্ঞ আত্মা শ্যামের যে গন্ধমাত্র লইয়া গিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার রশ্মিযোগে রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমিক প্রত্যগাত্মার বহুজন্মের পার্থিব মানবরূপ সম্পত্তির [illegible]র অভিজ্ঞতা এক একটী স্তররূপে আত্মায় [illegible]ক্ষিত হইলে * আত্মভাসদ্বারা ক্রমে ঐ স্তর পরি[illegible]তও নির্ম্মল হয়, অন্য কথায় বলিতে হইলে [পা]র্থিব মানবের অভিজ্ঞতা মানসপুত্রের সংসর্গে [আ]ত্মভাবাপন্ন হইলে ঐ পার্থিব জীবের বিষয়[জ্ঞ]ান ও আত্মার স্বরূপজ্ঞান এক হইয়া যায়, [ত]খন আত্মা পার্থিব অহঙ্কার-মূলক আমিত্ব [জ্ঞা]নরূপ স্তরকে স্বীয় ভাবাপন্ন করিয়া মহা[ন]ানন্দরূপে পরিণত হন, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে [ঐ] পার্থিব মানব ইহজগতেই ইচ্ছামত আত্মার [স]হিত একীভূত হইতে পারেন; আত্মাও বন্ধন[যু]ক্ত হইয়া যে পরমানন্দ উপভোগ করেন [প]ার্থিব মনবুদ্ধিরূপ মানব আত্মার সহিত সজ্ঞানে [ত]াহা উপভোগ করিয়া স্থূলজগতে প্রবিষ্ট হই[লে]ও তাহার ছাপ তাঁহাতে থাকে অর্থাৎ স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না। অতএব যে রাম সশরীর কারণ[ক্ষে]ত্রে স্বর্গভোগ করিতে সক্ষম তাঁহার নিকট [স্ব]র্গ, মর্ত্ত্য আর প্রভেদ থাকে না, ঐ রামের দেহ [ধ্ব]ংস হইলে প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হও[য়া]য় জন্মান্তরে আর প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু [য]খন সাধারণ পার্থিব জীবের হিতার্থে তিনি [জ]ন্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন তখন তাঁহার [পূ]র্ব্ব পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিও বিলুপ্ত হয় না; ইহাঁরাই জাতিস্মর। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় সকলই স্মরণ আছে তোমার নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মস্তিষ্কজাত মন বুদ্ধিরূপ পার্থিব মানব, জড়দেহ ও ঐ দেহজাত কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর অধীন। সুতরাং উহাই আত্মার বন্ধনস্বরূপ। এইজন্য আত্মা আনন্দময় হইলেও ষড়রিপু সংযুক্ত মস্তিষ্কজাত মনের বিষয়-স্পৃহাহেতু আত্মার আনন্দ স্পষ্ট অনুভূত হয় না, অর্থাৎ আত্মানন্দের বিকাশ হইলে বিষয়-স্পৃহা থাকিতে পারে না, আবার বিষয়-স্পৃহার বিকাশ হইলে আত্মার স্বরূপানন্দের বিকাশ হইতে পারে না এইজন্য বিরোধী পদার্থদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে গ্রন্থকার ঐ প্রথমাধ্যায়ের ১১। ১২। ১৩। ১৪ শ্লোক সন্নিবেশ করিয়া ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথাঃ—

অভানে ন পরং প্রেমভানে ন বিষয়-স্পৃহা।
অতোভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ॥১১॥
অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থ পুত্রাধ্যয়ন শব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥১২॥
প্রতিবন্ধোঽস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।
তং নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে॥১৩॥
তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈক নিবন্ধনম্॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমুদায় দ্বারা জীবাত্মা যে পরমানন্দময় তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সেই পরমানন্দরূপ সর্ব্বদা অনুভূত হয় কি না?—তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতে পারে, যদি বল জীবাত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মাতে জীবাত্মার পরম প্রীতি হইতে পারে না, কারণ কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি গুণের প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতি জন্মে না।

* এস্থলে আত্মা অর্থে এই গ্রন্থোক্ত কূটস্থ চৈতন্য বা [প]রমাত্মা নহে ইহা আনন্দময় কোষ বা কারণ দেহ [অ]ভিমানী আত্মা ইহাই জীবাত্মা বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু [জী]বাত্মা শব্দটী বড় বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়, লিঙ্গদেহাভি[ম]ানী তৈজস ও স্থূলদেহাভিমানী জীবকেও জীবাত্মা [ব]লে, কিন্তু এস্থলে কারণ দেহাভিমানী প্রাজ্ঞ বা [প্র]জ্ঞাতাই আমাদের উল্লিখিত আত্মা।

আর যদি বল, জীবাত্মার সর্ব্বদাই আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি জীবাত্মা যে পরম প্রীতির আধার এই কথা বলা যায় না। কারণ যাহাতে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে তাহার কখনও পরমানন্দের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে না, অর্থাৎ জীবাত্মাই সর্ব্বদা পরমানন্দের ভোগের অভিলাষ করিয়া থাকে, এইনিমিত্ত ইহাকে পরমানন্দের আধার বলা যায় না, সুতরাং আত্মাতে যে জীবাত্মার সর্ব্বদা স্বভাবতঃ পরমানন্দের অনুভব হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই, কারণ যে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ করে তাহার কখনও বৈষয়িক সুখভোগের অভিলাষ জন্মে না। যেহেতু জীবাত্মা সর্ব্বদাই বিষয়সম্ভোগের অভিলাষ করিতেছে, অতএব জীবাত্মা যে স্বভাবতই পরমানন্দ সম্ভোগ করে তাহা অসম্ভব হইল, এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে জীবাত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপরি উক্ত বৈষয়িক সুখাভিলাষের কারণ বা প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষ হয় না। এইজন্য জীবাত্মাতে স্বয়ং পরম প্রীতির উৎপত্তি হয় না॥ ১১॥

যেমন বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্‌রূপে শ্রুত হয় না। কেবল অব্যক্ত কোলাহলধ্বনি মাত্র শুনা যায়। সেই-শব্দের শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়ই তুল্য। কারণ তাহাতে কোন সুস্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না। সেই-রূপ স্বয়ং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ কোন প্রতি-বন্ধকসত্ত্বে তাঁহাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় কি না হয় তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না। অতএব একদা এক বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই হইতে পারে কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহার কিছুই বোধ হয় না এবং যদ্যপি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তাহা হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে॥ ১২॥

যে প্রতিবন্ধকদ্বারা জীবাত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয় সেই প্রতিবন্ধক কি? তাহাই বিবৃত হইতেছে, কোন বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলে যে কারণে তাহা অবিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় সেই কারণের নামই প্রতিবন্ধক। আত্মাতে সর্ব্বদাই পরমানন্দ বিদ্যমান আছে। কিন্তু তথাপি মনুষ্যগণ বিষয় বিষপানে অন্ধ হইয়া আত্মার সেই পরমানন্দকে অবিদ্যমান জ্ঞান করে। এই স্থলে উক্ত বিষয়ানুরাগই পরমানন্দ বোধের প্রতিবন্ধক এই প্রতিবন্ধকহেতু আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অপ্রত্যক্ষবৎ বোধ হয়। উক্ত রূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই তাহা প্রত্যক্ষবৎ হয় অর্থাৎ উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই আত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে থাকে॥ ১৩॥

যে প্রতিবন্ধক আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ নিবারণ করে সেই প্রতিবন্ধকের কারণ কি? ইহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। যেমন কোন স্থানে বহু বালক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত কোন নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্‌রূপে শ্রুত হয় না এবং একত্র পাঠ যেরূপ তাহার প্রতিবন্ধকের কারণ সেইরূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই (বিষয় বাসনা ও কামনা ইত্যাদি) আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। যতকাল আত্মাতে অবিদ্যার অধিকার থাকে, ততকাল আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না॥ ১৪॥

শ্রীশশীভূষণ বন্দোপাধ্যায়।

মহিম্নস্তোত্র।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বিয়দ্ব্যাপী-তারাগণ-গুণিত-ফেণোদ্গমরুচিঃ প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসিতে। জগদ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমিত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃতমহিমদিব্যং তব বপুঃ॥ ১৭॥

পদবিভাগ। বিয়দ্‌ব্যাপী। তারাগণগুণিত-ফেণোদ্‌গমরুচিঃ। প্রবাহঃ। বারাং। যঃ। পৃষতলঘুদৃষ্টঃ। শিরসি তে। জগৎ। দ্বীপাকারং। জলধিবলয়ং। তেন। কৃতং ইতি। অনেন। এব। উন্নেয়ং। ধৃতমহিম। দিব্যং। তব। বপুঃ।

পদের অর্থ। বিয়দ্ব্যাপী—আকাশব্যাপক। তারাগণগুণিতফেণোদ্গমরুচিঃ—নক্ষত্র-পুঞ্জসদৃশ অসংখ্য ফেণকান্তি যাহার। প্রবাহঃ—স্রোত। বারাং—গঙ্গারূপকারণ বারির। যঃ—যে। পৃষতলঘুদৃষ্টঃ—বিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত। শিরসি—মস্তক। তে (বিরাটশরীরধারী) তোমার। জগৎ—ভুবন। দ্বীপাকারং—দ্বীপের মত। জলধিবলয়ং—বলয়াকার জলধিবেষ্টিত। তেন—প্রবাহে। ইত্যনেনৈব—ইহাতেই। উন্নেয়ং নিশ্চয়। ধৃতমহিম—ধৃত হইয়াছে মহিমা যৎ কর্ত্তৃক। দিব্যং স্বর্গীয় তব—তোমার। বপুঃ—শরীর।

অনুবাদ। (হে গঙ্গাধর! কারণবারিরূপ যে গঙ্গাপ্রবাহ ভূতল হইতে আকাশতলপর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল, যাহার অসংখ্য ফেণকান্তিনক্ষত্রপুঞ্জ সদৃশ, যাহা অতিবিপুল তোমার বিরাট শরীরের শিরঃস্থানে বিন্দুর ন্যায় অতি ক্ষুদ্র দৃষ্ট হইত, সেই প্রবাহে এই জলধিবেষ্টিত জগৎদ্বীপের ন্যায় সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তোমার দিব্য মূর্ত্তির মহিমা (বিশালতা) নিশ্চয় করা যাইতে পারে।

রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শতধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণপাণিঃ শর ইতি। দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধির্ব্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ॥ ১৮॥

পদবিভাগ। রথঃ। ক্ষৌণী। যন্তা। শতধৃতিঃ। অগেন্দ্রঃ। ধনুঃ। অথো। রথাঙ্গে। চন্দ্রার্কৌ। রথচরণপাণিঃ। শরঃ। ইতি। দিধক্ষোঃ। তে। কঃ। অয়ং। ত্রিপুরতৃণং। আড়ম্বরবিধিঃ। বিধেয়ৈঃ। ক্রীড়ন্ত্যঃ। ন। খলু। পরতন্ত্রাঃ। প্রভুধিয়ঃ।

বিষমপদের অর্থ। ক্ষৌণী—পৃথিবী। যন্তা—সারথি। শতধৃতিঃ—ব্রহ্মা। অগেন্দ্রঃ—সুমেরু। অথো—অনন্তর রথাঙ্গে দুটী চক্র। রথচরণপাণি—চক্রপাণি বিষ্ণুঃ। শরঃ—বাণ। ইতি—এই এত। দিধক্ষোঃ—দগ্ধ করিতে ইচ্ছু। তে—তোমার। কঃ—কি। অয়ং—এই। আড়ম্বর বিধি—বহ্বারম্ভ। বিধেয়ৈঃ—কর্ত্তব্যে ক্রীড়ন্ত্যঃ—ক্রীড়া করে। ন—না। খলু—নিশ্চয়ে। পরতন্ত্রাঃ—অধীন। প্রভুধিয়ঃ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ প্রভুর সঙ্কল্প।

অনুবাদ। তৃণতুল্য অতি ক্ষুদ্র ত্রিপুরাসুরকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে পৃথিবী রথ, ব্রহ্মা সারথি, সুমেরু ধনু, চন্দ্রসূর্য্য দুটী রথচক্র, (স্বয়ং) বিষ্ণু শর হইয়াছিলেন (কিন্তু প্রভো!) এত আড়ম্বর কেন? নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সঙ্কল্প স্বতঃই কর্ত্তব্য কার্য্যের সাধন হইতে পারে।

হরিস্তে সাহস্রং কমলবলিমাধায় পদয়োর্যদেকোণে তস্মিন্নিজমুদহরন্নেত্রকমলং। গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর জাগর্ত্তি জগতাং॥ ১৯॥

পদবিভাগ। হরিঃ। তে। সাহস্রং। কমলবলিং। আধায়। পদয়োঃ। যৎ। একোণে। তস্মিন্। নিজং। উদহরং। নেত্রকমলং। গতঃ। ভক্ত্যু-

দ্রেকঃ। পরিণতিঃ। অসৌ। চক্রবপুষা। ত্রয়াণাং। রক্ষায়ৈ। ত্রিপুরহর। জগর্ত্তি। জগতাং।

বিষমপদের অর্থ। তে—তোমার উদ্দেশে। সাহস্রং—সহস্রপরিমিত। কমলবলিং—পদ্মরূপ উপহার দ্রব্য। আধায় মনসি আধায়—সঙ্কল্প করিয়া। যৎ—যে একোণে—সহস্রের একটী কম হইলে। তস্মিন্—সেই সহস্র নেত্রকমল। নিজং—স্বীয়। উদহরৎ—দান করিয়াছিলেন। নেত্র-কমল—পদ্মচক্ষু। গতঃ—প্রাপ্ত। ভক্ত্যুদ্রেকঃ—ভক্তির আধিক্য। পরিণতি—পরিপাক অর্থাৎ ফল। অসৌ—এই। চক্রবপুষা—সুদর্শনচক্ররূপে ত্রয়াণাং—ত্রিজগতের। রক্ষায়ৈ—রক্ষার জন্য। হে ত্রিপুরহর!—ত্রিপুরারি। জগর্ত্তি—জাগরিত আছে।

অনুবাদ। (প্রত্যহ) সহস্রপদ্ম দিয়া শিব পূজা করিব, এই সঙ্কল্প করার পর (একদিন) সহস্রপদ্মের একটী ন্যূন হওয়ায় (পদ্মলোচন) হরি নিজের পদ্মচক্ষু (উৎপাটন করিয়া) তোমার চরণযুগলে উপহার দিলেন। তাঁহার (হরির) ভক্তির আধিক্য সুদর্শনচক্ররূপ ফললাভ করিল। হে ত্রিপুরারি! ঐ সুদর্শনচক্র ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য জাগরিত আছে।

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং ক কর্ম্মপ্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে অতস্ত্বাং সম্প্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ॥ ২০॥

পদবিভাগ। ক্রতৌ। সুপ্তে। জাগ্রৎ। ত্বং। অসি। ফলযোগে। ক্রতুমতাং। ক। কর্ম্ম। প্রধ্বস্তং। ফলতি। পুরুষ। আরাধনং। ঋতে। অতঃ। ত্বাং। সংপ্রেক্ষ্য। ক্রতুষু। ফলদানপ্রতি-ভুবং। শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং। বদ্ধা। দৃঢ়পরিকরঃ। কর্ম্মসু জনঃ।

পদের অর্থ। ক্রতু—যজ্ঞ এখানে বৈধকর্ম্ম-মাত্রেরউপলক্ষণ। সুপ্তে—সমাপ্তে। জাগ্রৎ—সাব-ধান। ত্বং—তুমি অসি হও। ফলযোগে—ফল-দানসম্বন্ধে। ক্রতুমতাং—যাজ্ঞিকদিগের এখানে বৈধকর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের। ক—কোথায়। কর্ম্ম—কার্য্য। প্রধ্বস্তং—চিরধ্বস্তং যাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফলতি—ফলে। পুরুষ—শিবের সম্বো-ধন পদ। আরাধনা—উপাসনা। ঋতে—বিনা। অতঃ—এই হেতু। ত্বাং তোমাকে। সংপ্রেক্ষ্য—জানিয়া। ফলদানপ্রতিভুবং—ফলদানে—প্রতিভূ (জামিন) শ্রুতৌ—কর্ম্মকাণ্ডে বেদবাক্য। শ্রদ্ধা বদ্ধা—শ্রদ্ধাবান্ হইয়া। দৃঢ়পরিকরঃ—দৃঢ়ঃ পরিকরঃ (প্রবৃত্তি) যাহার অর্থাৎ প্রবৃত্তিমান্। কর্ম্মসু—বেদোক্তকর্ম্মে। জনঃ—মনুষ্য।

অনুবাদ। হে পুরুষ! বৈধকর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে বৈধকর্ম্মানুষ্ঠায়িগণের ফলদান সম্বন্ধে তুমি (সর্ব্বদা) জাগরিত থাক। তোমার আরাধনা ব্যতীত কর্ম্ম চিরনষ্ট হয় ও ফলদান করিতে সমর্থ হয় না। এইহেতু মনুষ্য বৈধকর্ম্মে তোমাকে ফলদান বিষয়ে প্রতিভূ (জামিন) জানিয়া বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বৈধকর্ম্মে প্রবৃত্তিমান্ হয়।

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদসদস্যাঃ সুরগণাঃ। ক্রতু-ভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধান ব্যসনিনো ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥ ২১॥

পদবিভাগ। ক্রিয়াদক্ষঃ। দক্ষঃ। ক্রতুপতিঃ। অধীশঃ। তনুভৃতাং। ঋষিণাং। আর্ত্বিজ্যং। শরণদ। সদস্যাঃ। সুরগণাঃ। ক্রতুভ্রংশঃ। ত্বত্তঃ। ক্রতুফলবিধানব্যসনিনঃ। ধ্রুবং। কর্ত্তুঃ। শ্রদ্ধা-বিধুরং। অভিচারায়। হি। মখাঃ।

পদার্থ। ক্রিয়াদক্ষঃ বৈধকর্ম্মে, নিপুণ, দক্ষঃ—প্রজাপতি। ক্রতুপতিঃ—যজ্ঞেশ্বর, অধীশ-স্তনুভৃতাং—প্রজার ঈশ্বর, ব্রহ্মা। ঋষীণাং—ভৃগুপ্রভৃতি সপ্তর্ষির। আর্ত্বিজ্যং—পৌরোহিত্য শরণদ—ফলের আশ্রয়দাতা। সদস্যাঃ—যজ্ঞ

বিধিদর্শী। সুরগণ—বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। ক্রতু-ধ্বংশঃ—যজ্ঞধ্বংস। ত্বত্তঃ—তোমা হইতে। ক্রতুফলবিধান ব্যসনিনঃ—যজ্ঞ ফলদানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত। ধ্রুবং—নিশ্চয। কর্ত্তুঃ—যজ্ঞকর্ত্তার শ্রদ্ধাবিধুরং—অশ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত। অভিচারায়—ধ্বংসের জন্য। হি—নিশ্চিত মখাঃ—যজ্ঞ।

অনুবাদ। যজ্ঞকুশল দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ং যে যজ্ঞের যজমান, ব্রহ্মা যে যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল যে যজ্ঞের পুরোহিত, বিষ্ণু প্রভৃতি যে যজ্ঞের সদস্য, যজ্ঞফলদানে অত্যন্ত ব্যাসক্ত তোমা হইতে সে যজ্ঞের ধ্বংস হইল। বস্তুতঃ অশ্রদ্ধায় প্রবৃত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকর্ত্তার ধ্বংসের জন্য (অনুষ্ঠিত) হয়।

প্রজানাথং নাথপ্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষু মৃষ্যস্যবপুষা। ধনুষ্পানের্যাতং দিবমপি স পত্রাকৃতমমুং ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ॥ ২২॥

পদবিভাগ। প্রজানাথং। নাথ। প্রসভং। অভিকং। স্বাং। দুহিতরং। গতং। রোহিদ্ভূতাং। রিরময়িষুং। ঋষ্যস্য। বপুষা। ধনুষ্পাণে। যাতং। দিবং। অপি। স পত্রাকৃতং। অমুং। ত্রসন্তং। তে। অদ্য। অপি। ত্যজতি। ন। মৃগব্যাধরভসঃ।

পদার্থ। প্রজানাথং—ব্রহ্মাকে। নাথ—হে জগদীশ! প্রসভং—বলপূর্ব্বক। অভিকং—কামুক। স্বাং—স্বকীয়। দুহিতরং—কন্যা। গতং—গমিত। রোহিদ্ভূতাং—মৃগীরূপধারিণী। রিরময়িষুং—সঙ্গমে ইচ্ছু। ঋষ্যস্য—মৃগবিশেষের। বপুষা—শরীরের দ্বারা। ধনুষ্পাণেঃ—ধনুর্দ্ধারী। যাতং—পলায়িতং। দিবং—স্বর্গে। অপি অবধারণে (ও) স পত্রাকৃতং—বাণপীড়িত। অমুং—ব্রহ্মাকে। ত্রসন্তং—ভয়যুক্ত। তে—তোমার। অদ্যাপি—আজিও। ত্যজতি—ত্যাগ করিতেছে। ন—না। মৃগব্যাধরভসঃ—রভস শব্দের অর্থ—পৌর্ব্বাপর্য্যবিচার– মৃগব্যাধচিন্তা ইত্যর্থ।

অনুবাদ। হে নাথ! কামুক ব্রহ্মা যখন মৃগরূপধারণ করিয়া মৃগীরূপধারিণী (সন্ধ্যা নাম্নী) স্বকন্যায় বলপূর্ব্বক রমণেচ্ছায় ধাবিত হন, তখন তুমি ধনুর্ব্বাণ লইয়া ব্যাধরূপধারণ করিয়া তাঁহার (ব্রহ্মার) পশ্চাৎ ধাবিত হও। ব্রহ্মা তোমার বাণ পীড়িত হইয়া ভয়ে স্বর্গে পলায়ন করিয়াছেন, তথাপি অদ্যাপি মৃগব্যাধ চিন্তা তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে না।

স্বলাবণ্যাশং সাধৃতধনুষমহ্নায়তৃণবৎ পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন! পুষ্পায়ুধমপি। যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিয়ত দেহার্দ্ধঘটনা দবৈতিত্বামদ্ধাবত বরদ! মুগ্ধা যুবতয়ঃ॥ ২৩॥

পদবিভাগ। স্বলাবণ্যাশং। সাধৃতধনুষং। অহ্নায়। তৃণবৎ। পুরঃ। প্লুষ্টং। দৃষ্ট্বা। পুরমথন। পুষ্পায়ুধং। অপি। যদি। স্ত্রৈণং। দেবী। যমনিয়তদেহার্দ্ধঘটনাৎ। অবৈতি। ত্বাং। অদ্ধা। বত। বরদ। মুগ্ধা। যুবতয়ঃ।

পদার্থ। স্বলাবণ্যাশং সাধৃতধনুষং—পার্ব্বতীর লাবণ্যের সহকারিতায় মহাদেবকে জয় করা যাইতে পারে এই প্রত্যাশায় ধনুর্দ্ধারী। অহ্নায়—তৎক্ষণাৎ। তৃণবৎ—তৃণের মত। পুরঃ—সম্মুখে। প্লুষ্টং—দগ্ধ। দৃষ্ট্বা—দেখিয়া পুরমথন—হে ত্রিপুরারি!। পুষ্পায়ুধং—কন্দর্প। অপি—ও। স্ত্রৈণ—স্ত্রী-জিত। দেবী—পার্ব্বতী। যম—নিয়ত দেহার্দ্ধঘটনাৎ—যম ও নিয়মের দ্বারা হরগৌরীরূপে এক শরীরধারণ হেতু। অবৈতি—বিবেচনা করে। ত্বাং—তোমাকে। অদ্ধা—নিশ্চয়। বত—খেদে। বরদ—হে অভীষ্টপ্রদ! মুগ্ধাঃ—মূঢ়া। যুবতয়ঃ—যুবতিগণ।

অনুবাদ। হে ত্রিপুরারি! পার্ব্বতী স্বীয় লাবণ্যের দ্বারা মহাদেব জিত হইবেন এই

প্রত্যাশায় ধনুর্দ্ধারী কন্দর্পকে আপনার সম্মুখে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইতে দেখিয়া যম ও নিয়মাদি তপস্যার দ্বারা হরগৌরীরূপে তোমার দেহার্দ্ধ-ভাগিনী হইয়া যদি তোমাকে স্ত্রী-জিত বিবেচনা করেন, তবে নিশ্চয় যুবতিগণ নিতান্ত মূঢ়।

শ্মশানে স্বা ক্রীড়া স্মরহর পিশাচাঃ সহচরাশ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃকরোটীপরিকরঃ। অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ পরমং মঙ্গলমসি ॥ ২৪ ॥

পদবিভাগ। শ্মশানে। স্বা। ক্রীড়া। স্মরহর। পিশাচাঃ। সহচরাঃ। চিতাভস্ম। আলেপঃ। স্রক্। অপি নৃকরোটীপরিকরঃ। অমঙ্গল্যং। শীলং। তব। ভবতু। নাম। এবং। অখিলং। তথাপি। স্মর্ত্তৄণাং। বরদ। পরমং। মঙ্গলং। অসি।

পদার্থ। শ্মশানে—শবদাহের স্থান। স্বা—স্বকীয়। ক্রীড়া—খেলা। স্মরহর—হে স্মরজিৎ!। পিশাচা—ভূতগণ। সহচরাঃ—সাথী। চিতাভস্ম—চিতার ছাই। আলেপঃ—অনুলেপনের দ্রব্য। স্রক্—মালা। অপি—এবং। নৃকরোটীপরিকরঃ—নরমুণ্ডাস্থিসমূহ। অমঙ্গলং—অশুভিভাবশীলং—স্বভাব। তব—তোমার। ভবতু—হউক্। নাম—শিবএই মঙ্গলবাচক নাম। এবং—এই প্রকার। অখিলং—সম্পূর্ণ। স্মর্ত্তৄণাং—স্মরণ কর্ত্তাদিগের। বরদ—হে অভীষ্টদ! পরমং—উৎকৃষ্ট। মঙ্গলং—পবিত্রতার কারণ। অসি—হও।

অনুবাদ। হে স্মরজিৎ! শ্মশান তোমার ক্রীড়াভূমি ভূতগণ সহচর, চিতাভস্ম আলেপন ও নরমুণ্ড মালা।—(এইপ্রকার) অমঙ্গলাচরণ তোমার স্বভাবিক হউক, কিন্তু হে বরপ্রদ! যাহারা শিব—এই মঙ্গলময় নাম স্মরণ করে, তাহাদের সম্বন্ধে তুমি মঙ্গলস্বরূপ হও।

মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমভিধায়াত্তমরুতঃ প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎ সঙ্গিতদৃশঃ। যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিলভবান্ ॥২৫॥

পদবিভাগ। মনঃ। প্রত্যক্‌চিত্তে। সবিধং। অবিধায়। আত্তমরুতঃ। প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ। প্রমদসলিলোৎ সঙ্গিতদৃশঃ। যৎ। আলোক্য। আহ্লাদং হ্রদে। ইব। নিমজ্জ্য। অমৃতময়ে। দধতি। অন্তঃ। তত্ত্বং। কিং। অপি। যমিনঃ। তৎ। কিল। ভবান্।

পদার্থ। মন—অন্তঃকরণ। প্রত্যক্‌চিত্তে—আত্মায়। সবিধং—যথাবিধি। অভিধায়—নিধায়। আত্তমরুতঃ—কুম্ভকে দ্বারা বা[য়ু] নিরোধকারী। প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ—আহ্লা[দে] লোমাঞ্চিত। প্রমদসলিলোৎ সঙ্গিতদৃশঃ—আন[ন্দা]শ্রু পরিব্যাপ্ত চক্ষু। যৎ—যে। আলোক্য—দেখিয়া। আহ্লাদং—হর্ষ। হ্রদে—জলাশয়ে। নিমজ্জ্য—মগ্ন হইয়া। অমৃতময়ে—অমৃতপূর্ণ দধতি—লাভ করেন। অন্তঃ—অন্তরে। তত্ত্বং—ব্রহ্ম। কিমপি—অনির্ব্বচনীয়। যমিনঃ—যোগিগণ। তৎ—সে বস্তু। কিল—প্রবাদে। ভবান্—তুমি।

অনুবাদ। (হে দেবদেব!) যোগিগ[ণ] আত্মায় মন যথাবিধি সমাহিত করিয়া কুম্ভকে[র] দ্বারা বায়ুনিরোধ করিয়া (চিত্তের স্থির[তা] সম্পাদন করেন, সেই অবস্থায়) অন্তরে [যে] ব্রহ্মবস্তু দর্শন করিয়া লোমাঞ্চিত, আনন্দা[শ্রু] পরিব্যাপ্তলোচন এবং অমৃতময় হ্রদে নিম[গ্ন] হইয়া আনন্দ লাভ করেন শাস্ত্রের প্রবা[দে] সেই অনির্ব্বচনীয় বস্তুই তুমি।

ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহস্ত্বমাপ[স্ত্বং] ব্যোমত্বম্ ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ। পরিচ্ছিন্না[ ]মেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং ন বিদ্ম[স্তৎ] তত্ত্বং বয়মিহ হি যত্ত্বং ন ভবসি ॥ ২৬ ॥

পদবিভাগ। ত্বং। অর্কঃ। ত্বং। সোম[ঃ]

ং। অসি। পবনঃ। ত্বং। হুতবহঃ। ত্বং। আপঃ। ত্বং। ব্যোম। ত্বং। উ। ধরণিঃ। আত্মা। ং। ইতি। চ। পরিচ্ছিন্নাং। এবং। ত্বয়িং। পরিণতাঃ। বিভ্রতি। গিরং। ন। বিদ্মঃ। তৎ। তত্ত্বং। বয়ং। ইহ। হি। যং। ত্বং। ন। ভবসি।

পদার্থ। ত্বং—তুমি। অর্কঃ—সূর্য্য। সোম—চন্দ্র। অসি—হও। হুতবহঃ—অগ্নি। আপঃ—জল। ব্যোম—আকাশ। উ—ভোঃ। ধরণিঃ—পৃথিবী। ইতি। পরিচ্ছিন্না—সীমাবদ্ধ। ত্বয়ি—তোমাতে। পরিণতাঃ—প্রাচীন ঋষিগণ। বিভ্রতি—ধারণ করেন—অর্থাৎ বলেন। গিরং—বাক্য। ন—না। বিদ্ম—বুঝি। তৎ—সেই। তত্ত্বং—বিষয়। বয়ং—আমরা। ইহ—সংসারে। হি—নিশ্চয়ে। যং—যে। ত্বং—তুমি। ন—না। ভবসি—হও।

অনুবাদ। ভোঃ (অষ্টমূর্ত্তিধব) তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি জল, তুমি আকাশ, তুমি ক্ষিতি, তুমি আত্মা—অর্থাৎ যজমান—এই অষ্টমূর্ত্তিরূপ সীমাবদ্ধ বাক্য প্রাচীন ঋষিগণ তোমার সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ সংসারে তাদৃশ তত্ত্ব নাই, যাহা তুমি নও।

ত্রয়ীং তিস্রোবৃত্তী স্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরানকারাদ্যৈর্বর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণবিকৃতি। তুরীয়ং তে ধামধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ! গৃণাত্যোমিতিপদং॥ ২৭॥

পদবিভাগ। ত্রয়ীং। তিস্রঃ। বৃত্তীঃ। ত্রিভুবনং। অথো। ত্রীন্। অপি। সুরান্। অকারাদ্যৈঃ। বর্ণৈঃ। ত্রিভিঃ। অভিদধৎ। তীর্ণবিকৃতি। তুরীয়ং। তে। ধাম। ধ্বনিভিঃ। অবরুন্ধানং। অণুভিঃ। সমস্তং। ব্যস্তং। ত্বাং। শরণদ। গৃণাতি। ওঁ। ইতি। পদং।

পদার্থ। ত্রয়ীং—ঋক্ যজুঃ সামরূপ বেদত্রয়। তিস্রোবৃত্তিঃ—জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিরূপ বৃত্তিত্রয়। ত্রিভুবনং—স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালরূপ ত্রিজগৎ। অথো—অনন্তর অথবা এবং। ত্রীন্—তিন। অপি—ও। সুরান্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বররূপ ত্রিদেব। অকারাদ্যৈঃ—অকার, উকার ও মকার। বর্ণৈঃ—অক্ষরের দ্বারা। ত্রিভিঃ—তিন। অভিদধৎ—প্রতিপাদক, বুঝায়। তীর্ণবিকৃতি—বিকারশূন্য। তুরীয়ং—চতুর্থ। তে—তোমার। ধাম—পদ বা স্থান অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মপদ। ধ্বনিভিঃ—নাদবিন্দুরূপ যোগিগম্য শব্দবিশেষ দ্বারা অবরুন্ধানং ব্যাপ্ত অথবা বোধক। অণুভিঃ—সূক্ষ্ম। সমস্ত—সমাস করা। ব্যস্ত—অসমাস করা। ত্বাং—তোমাকে। শরণদ—হে আশ্রয়দ!। গৃণাতি—বুঝাইতেছে। ওঁ—প্রণব। ইতি—এই। পদং—শব্দ।

অনুবাদ। অকার-উকার-মকারাত্মক অসমস্ত ওঁকার শব্দ, (অবয়বস্বরূপ) অকার, উকার, মকাররূপ তিনটী বর্ণের দ্বারা ঋক্, যজুঃ সামরূপ বেদত্রয়, জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তিরূপ বৃত্তিত্রয়, স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালরূপ ভুবনত্রয় এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বররূপ দেবত্রয়েব প্রতিপাদক। এবং বিকারশূন্য সমস্ত ওঁকার শব্দ নাদবিন্দুরূপ ধ্বনির দ্বারা (অবশিষ্ট) তোমার তৃতীয় পদের অববোধক। (অতএব) হে আশ্রয়দাতা! সমস্ত ও অসমস্ত—এ উভয়বিধ ওঁকার তোমার বাচক।

ভবঃ সর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহমহাংস্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিতানাষ্টকমিদং। অমুস্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেবশ্রুতিরপি প্রিয়ায়াস্মৈ ধম্নে প্রণিহিত নমস্তোঽস্মি ভবতে॥ ২৮॥

পদবিভাগ। ভবঃ। সর্ব্বঃ। রুদ্রঃ। পশুপতিঃ। অথ। উগ্রঃ। সহমহান্। তথা ভীমেশানৌ। ইতি। যং। অভিধানাষ্টকং। ইদং। অমুস্মিন্। প্রত্যেকং। প্রবিচরতি। দেবশ্রুতিঃ।

অপি। প্রিয়ায়। অস্মৈ। ধম্নে। প্রণিহিতনমস্য। অস্মি। ভবতে।

পদার্থ। ভব আদি ঈশান পর্য্যন্ত অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠাতা মহাদেবের অষ্ট নাম। অথ—অনন্তর। সহমহান্—মহৎ শব্দের সহিত বর্ত্তমান দেব অর্থাৎ মহাদেব। অভিধানাষ্টকং—অষ্ট নাম। ইদং—এই। অমুষ্মিন্—এই। প্রত্যেকং—প্রত্যেক অষ্ট নামে। প্রবিচরতি-আছে। দেব—হে দেব!। শ্রুতিঃ—বেদ। অপি—ও। প্রিয়ায়—মোক্ষের জন্য। অস্মৈ—এই। ধম্নে—তেজস্বরূপ। প্রণিহিতনমস্য প্রণিহিতা—প্রদত্তা, নমস্যা—প্রণাম। যৎকৃত—কৃত প্রণাম। অস্মি—হই। ভবতে—তোমার উদ্দেশে।

অনুবাদ। অনন্তর ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র, মহাদেব, ভীম, ঈশান—এই অষ্টটী (অষ্টমূর্ত্তির অধিষ্ঠাতা) তোমার নাম, হে মহাদেব! প্রত্যেক এই অষ্ট নামের প্রমাণ বেদেও আছে। আমি মুক্তির জন্য তেজস্বরূপ এই (প্রত্যক্ষ অনুভূয়মান) তোমার উদ্দেশে প্রণাম করি।

নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন যবিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমঃ ক্ষোদিষ্ঠায়স্মরহর মহিষ্ঠায় চ নমো
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমতি সর্ব্বায় চ নমঃ ॥২৯॥

পদবিভাগ। নমঃ। নেদিষ্ঠায়। প্রিয়দব। দবিষ্ঠায়। চ। নমঃ। বর্ষিষ্ঠায়। ত্রিনয়ন। যবিষ্ঠায়। চ। নমঃ। ক্ষোদিষ্ঠায়। স্মরহর। মহিষ্ঠায়। চ। নমঃ। নমঃ। সর্ব্বস্মৈ। তে। তদিদমতি সর্ব্বায়। চ। নমঃ।

পদার্থ। নমঃ—নমস্কার। নেদিষ্ঠায়—অতি নিকটস্থ। প্রিয়দব—হে তপোবন প্রিয়! দবিষ্ঠায়—দূরস্থ। চ—সমুচ্চয়ে। বর্ষিষ্ঠায়—বৃদ্ধতম। ত্রিনয়ন—ত্র্যম্বক। যবিষ্ঠায়—যুবতম। ক্ষোদিষ্ঠায়—ক্ষুদ্রতম। স্মরহর—স্মরজিৎ। মহিষ্ঠায়—মহত্তর। সর্ব্বস্মৈ—সর্ব্বময়। তে—তোমার উদ্দেশে। তদিদমতি সর্ব্বায়—এই সমস্তের অতিক্রমকারী অর্থাৎ সর্ব্বাতিরিক্ত।

অনুবাদ। হে তপোবন প্রিয়! (ভক্তের অতি নিকটস্থ (তোমাকে) নমস্কার (অভক্তের অতি দূরস্থ (তোমাকে) নমস্কার। (বিশ্বের কারণ অতএব) বৃদ্ধতম! তোমাকে নমস্কার। হে ত্র্যম্বক! (জীর্ণ না হওয়ায়) তরুণতম তোমাকে নমস্কার, (অদৃশ্যবশতঃ) ক্ষুদ্রতম তোমাকে নমস্কার। হে স্মরজিৎ! (সর্ব্বব্যাপক হেতু) মহত্তম তোমাকে নমস্কার, সর্ব্বময় তোমাকে নমস্কার। সর্ব্বাতিরিক্ত তোমাকে নমস্কার করি।

বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ
জনসুখকৃতে সত্ত্বস্থিত্যৈ মৃড়ায় নমো নমঃ
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ ॥৩০॥

পদবিভাগ। বহুলরজসে। বিশ্বোৎপত্তৌ। ভবায়। নমঃ। নমঃ। জনসুখকৃতে। সত্ত্বস্থিত্যৈ। মৃড়ায়। নমঃ। নমঃ। প্রবলতমসে। তৎসংহারে। হরায়। নমঃ। নমঃ। প্রমহসি। পদে। নিস্ত্রৈগুণ্যে। শিবায়। নমঃ। নমঃ।

পদার্থ। বহুলরজসে—রজোগুণবহুল। বিশ্বোৎপত্তৌ—জগতের উৎপত্তি বিষয়ে। ভবায়—ভবতি অস্মাৎ—সৃষ্টির কারণ ব্রহ্মরূপী মহাদেবের নামান্তর। নমো নমঃ—পুনঃ পুনঃ নমস্কার। জনসুখকৃতে—জনের সুখকর পালনের জন্য। সত্ত্বস্থিত্যৈ—সত্ত্বগুণাবলম্বী। মৃড়ায়—মৃড়য়তি সুখয়তি (পালনেন) যিনি সুখে রাখেন। বিষ্ণুরূপী মহাদেবের নামান্তর। প্রবলতমসে—তমোগুণ বহুল। তৎসংহারে—বিশ্বনাশে। হরায়—হরতি রুদ্ররূপী মহাদেবের

ম হরে। প্রেমহসি—পরমজ্যোতিঃস্বরূপ। দে—ব্রহ্মপদে। নিস্ত্রৈগুণ্যে—ত্রিগুণাতীত। বায়—মহাদেবের নামান্তর।

অনুবাদ। জগৎসৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণালম্বী ভব (ব্রহ্মা) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ মস্কার। জীবের সুখকর পালন বিষয়ে সত্বগুণাবলম্বী মৃড় (বিষ্ণু) রূপী তোমাকে পুনঃ নঃ নমস্কার। জগৎসংহার বিষয়ে তমোগুণালম্বী হর (রুদ্র) রূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ মস্কার। ত্রিগুণাতীত পরমজ্যোতির্ম্ময় (ব্রহ্ম) দে বর্ত্তমান শিবরূপী তোমাকে পুনঃ পুনঃ মস্কার।

কৃশপরিণতি চেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং কচ গুণসীমোল্লঙ্ঘনী শশ্বদৃদ্ধিঃ। ইতি চকিতমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধাদ্ বরদ চরণয়োস্তে ক্যপুষ্পোপহারম্॥ ৩১॥

পদবিভাগ। কৃশপরিণতি। চেতঃ। ক্লেশং। ক। চ। ইদং। ক। চ। তব। গুণসীমোনী। শশ্বৎ। ঋদ্ধিঃ। ইতি। চকিতং। অমন্দীত্য। মাং। ভক্তিঃ। আধাৎ। বরদ। চরণয়োঃ। । বাক্যপুষ্পোহারং।

পদার্থ। কৃশপরিণতি—অপরিপক্ক অর্থাৎ ণাশক্তি-শূন্য। চেতঃ—অন্তঃকরণ। ক্লেশং—ক্লেশের অধীন অর্থাৎ ক্লেশানুভবে পটু। —কোথায়। চ—বা। ইদং—এই। ক—থায। চ—বা। গুণোসীমোল্লঙ্ঘনী—গুণের র লঙ্ঘনকারিণী, অর্থাৎ অলোকিক গুণন্ন। শশ্বদৃদ্ধিঃ—নিত্যৈশ্বর্য্য। ইতি—এই। চকিতং—ভীতং। অমন্দীকৃত্য—প্রব করিয়া। মাং—আমাকে। ভক্তিঃ—ঐশ্বরিক তি। আধাৎ—অর্পণ করিল। বরদ—অভীষ্ট। চরণয়োঃ—পাদযুগলে। তে—তোমার। যপুষ্পোপহারং—স্তবরূপবাক্য পুষ্পের উপকন।

অনুবাদ। হে অভীষ্টপ্রদ! কেবল ক্লেশানুভবে পটু ধারণাশক্তিশূন্য অন্তঃকরণই বা কোথায়? আর অলৌকিক-গুণসম্পন্ন তোমার নিত্যৈশ্বর্য্যই বা কোথায়? (এ উভয়ের মিলন অসম্ভব) এই বিবেচনায় ভীত হইলেও ভক্তি আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়া তোমার চরণযুগলে বাক্য-পুষ্পোহার অর্পণ করিল।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥৩২॥

পদবিভাগ। অসিতগিরিসমং। স্যাৎ। কজ্জলং। সিন্ধুপাত্রং। সুরতরুবরশাখা। লেখনী। পত্রং। উর্ব্বী। লিখতি। যদি। গৃহীত্বা। সারদা। সর্ব্বকালং। তৎ। অপি। তব। গুণানাং। ঈশ। পারং। ন। যাতি।

পদার্থ। অসিতগিরিসমং—নীলগিরিতুল্যং। স্যাৎ—হয়। কজ্জলং—মসী, কালী। সিন্ধুপাত্রং—সিন্ধু—সমুদ্র, পাত্রং—মস্যাধার, দোয়াত। সুরতরুবরশাখা—কল্পদ্রুমের বৃহৎ শাখা। লেখনী—কলম। পত্রং—কাগজ। উর্ব্বী—পৃথিবী। লিখতি—লেখেন। গৃহীত্বা—গ্রহণ করিয়া। সারদা—সরস্বতী দেবী। সর্ব্বকালং—প্রলয়কাল পর্য্যন্ত। তদপি—তথাপি। তব—তোমার। গুণানাং—মাহাত্ম্যের। ঈশ—হে ঈশ্বর! পারং—সীমা। ন—না। যাতি—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ। যদি সমুদ্রমস্যাধার হয়, নীলগিরি মসী হয়, যদি কল্পবৃক্ষের বৃহৎ শাখা লেখনী হয়, যদি পৃথিবী কাগজ হয়, আর যদি স্বয়ং দেবী সরস্বতী তাদৃশমসী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও হে ঈশ্বর! তোমার গুণের সীমাপ্রাপ্ত হন না।

কুসুমদশন নামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ শিশুশশধর-

মৌলের্দেবদেবস্য দাসঃ। স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ ॥ ৩৩ ॥

পদবিভাগ। কুসুমদশন নামা। সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ। শিশুশশধরমৌলেঃ। দেবদেবস্য। দাসঃ। সঃ। খলু। নিজমহিম্নঃ। ভ্রষ্ট। এব। অস্য। রোষাৎ। স্তবনং। ইদং। অকার্ষীৎ। দিব্যদিব্যং। মহিম্নঃ।

পদার্থ। কুসুমদশন নামা—কুসুমদশন—পুষ্পদন্ত নাম যাহার। সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ—সমস্ত গন্ধর্ব্বের রাজা। শিশুশশধরমৌলেঃ—শিশুশশধর-চন্দ্রকলা মৌলিতে—মস্তকে যাহার। দেবদেবস্য—মহাদেবের। দাসঃ—ভৃত্য। স খলু—সেই। নিজ মহিম্নঃ—স্বীয় মাহাত্ম্য অর্থাৎ রাজত্বপদ হইতে। ভ্রষ্ট—চ্যুত। অস্য—মহাদেবের। রোষাৎ—ক্রোধবশতঃ। স্তবনং—স্তব। ইদং—এই। অকার্ষীৎ—করিয়াছিলেন। দিব্যদিব্যং—অতিদিব্য। মহিম্নঃ—মহিমার।

অনুবাদ। পুষ্পদন্ত নামা গন্ধর্ব্বরাজ চন্দ্রশেখর মহাদেবের ভক্ত। একদা তিনি মহাদেবের ক্রোধবশতঃ রাজত্ব হইতে স্খলিত হইয়া তাঁহার মহিমা বিষয়ক অতিদিব্য এই স্তব করিয়াছিলেন।

সুরগুরুমভিপূজ্য স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ। ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্ ॥ ৩৪ ॥

পদবিভাগ। সুরগুরুং। অভিপূজ্য। স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং। পঠতি। যদি। মনুষ্যঃ। প্রাঞ্জলিঃ। নান্যচেতাঃ। ব্রজতি। শিবসমীপং। কিন্নরৈঃ। স্তূয়মানঃ। স্তবনং। ইদং। অমোঘং। পুষ্পদন্তপ্রণীতম্।

পদার্থ। সুরগুরুং—মহাদেব। অভিপূজ্য—পূজা করিয়া। স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং—অদ্বিতীয় স্বর্গ ও মোক্ষের কারণ। পঠতি—পাঠ করে। প্রাঞ্জলিঃ—কৃতাঞ্জলি। নান্যচেতাঃ—অনন্যচিত্ত। ব্রজতি—প্রাপ্ত হয়। শিবসমীপ—শিবের সামীপ্য রূপ মুক্তি। কিন্নরৈঃ—স্বর্গগায়ক। স্তূয়মানঃ—যাহাকে স্তব করা যায়, স্তবের পাত্র। অমোঘং—(ফলদানে) অব্যর্থ। পুষ্পদন্তপ্রণীতং—পুষ্পদন্ত নামা গন্ধর্ব্বরাজের প্রস্তুত।

অনুবাদ। যদি মনুষ্য কৃতাঞ্জলি এবং অনন্যচিত্ত হইয়া স্বর্গ ও মুক্তির অদ্বিতীয়হেতু মহাদেবকে পূজা করিয়া অব্যর্থ পুষ্পদন্তপ্রণীত এই স্তব পাঠ করে তাহা হইলে কিন্নর কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া শিবসামীপ্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন স্তোত্রেণ কিল্বিষহরেণ হরপ্রিয়েণ। কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন সম্প্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্মহেশঃ।

পদবিভাগ। সুবোধ।

পদার্থ। শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজনির্গতেন—পুষ্পদন্তনামক গন্ধর্ব্বরাজের মুখপদ্ম হইতে বহির্গত। স্তোত্রেণ—স্তবের দ্বারা। কিল্বিষহরেণ—পাপনাশক। হরপ্রিয়েণ—মহাদেবের প্রীতিকর। কণ্ঠস্থিতেন—কণ্ঠগত। সম্প্রীণিতঃ—মহাসন্তোষযুক্ত। ভূতপতিঃ—পশুপতি। মহেশ—মহেশ্বর শিবের নামান্তর।

অনুবাদ। শ্রীপুষ্পদন্তগন্ধর্ব্বরাজের মুখপদ্ম বিনির্গত এই স্তব মহাদেবের প্রীতিকর অতএব পাপনাশক। ইহা (কবচরূপে) কণ্ঠে ধারণ করিলে, প্রত্যহ পাঠ করিলে অথবা (পুস্তকাকারে) গৃহে রাখিলে পশুপতি মহেশ্বর মহা সন্তুষ্ট হন।

মন্তব্য।—এই স্তোত্রে সূর্য্য ও বিষ্ণু ব্যাখ্যাও হইতে পারে। কিন্তু সে অর্থদ্বয় কৃত হইল না।

সমাপ্ত।

প্রকৃতিবিবেকঃ।

(ভগবান্ কপিলদেবকর্ত্তৃক মাতা দেবহূতির নিকট কথিত।)

অম্বোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং, ধূলীলবঃ
লতাং শৈলোমৃৎকণতাং, তৃণং কুলিশতাং
জ্রং তৃণক্ষীণতাং, বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং
হনতা-মায়াতি যস্যেচ্ছয়া, লীলাদুর্ল্লিতাদ্ভূত-
সনিনে কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
বিকাবাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ।
এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষভি সজ্জতে।
হঙ্কাববিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ১॥

ভগবান্ বলিলেন, হে মাতঃ! পরমাত্মা
রুয নির্গুণহেতু অকর্ত্তা ও অবিকাব। সূর্য্য
তিবিম্ব জলমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া বায়ু-
বগে জলকম্পনে কম্পিত হইলেও সে যেমন
ই জলধর্ম্মাক্রান্ত হয় না; সেইরূপ ঐ আত্মা
তিস্থ হইলেও প্রাকৃতিক সুখদুঃখাদিতে
প্ত হয় না। কিন্তু যখন প্রকৃতির গুণে অর্থাৎ
খদুঃখাদিতে আসক্ত হয়, তখন আত্মা অহ-
বে বিমূঢ় হইয়া আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিমান
বিয়া থাকে।

ন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
াসম্ভিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥ ২॥

তজ্জন্য অবশ্য, এবং অনির্বৃত হইয়া প্রকৃতি-
কৃত কর্ম্মদোষে দেব, তির্য্যক্ ও নরাদি
ন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হয়।

র্থেহ বিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ননিবর্ত্ততে।
ায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ৩॥

স্বপ্নে অনর্থাগমের ন্যায় এ সংসার মিথ্যা
লেও তখন কর্ত্তৃত্বাভিমানী পুরুষের বিষয়
ন্তাতে সংসার নিবৃত্তি হয় না।

অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশং॥ ৪॥

বিষয় চিন্তাই অনর্থের মূল, অতএব ইন্দ্রিয়
সকলের বিষয়মার্গে প্রসক্ত চিত্তকে দৃঢ়াভক্তি,
বলিষ্ঠ যোগ এবং তীব্র বৈরাগ্যদ্বারা অল্পে অল্পে
বশে আনয়ন করিবে।

যমাদিভির্যোগপথৈরভ্যসন্ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ময়ি ভাবেন সত্যেন মৎকথা শ্রবণেন চ॥ ৫॥
সর্ব্বভূতসমত্বেন নির্ব্বৈরেণাপ্রসঙ্গতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেন মৌনেন স্বধর্ম্মেন মহীয়সা॥ ৬॥
যদৃচ্ছয়োপস্থিতেন সন্তুষ্টো মিতভুঙ্মুনিঃ।
বিবিক্তশরণঃ শান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্॥ ৭॥
সানুবন্ধে চ দেহেঽস্মিন্ন কুর্ব্বন্ন সদাগ্রহং।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ॥ ৮॥
নিবৃত্তবুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ।
উপলভ্যাত্মনাত্মানং চক্ষুষে বার্কমাত্মদৃক্॥ ৯॥
মুক্তলিঙ্গং সদা ভাসমসতি প্রতিপদ্যতে।
সতোবন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ং॥ ১০॥

যমাদি ছয়টী যোগপথ অভ্যাসদ্বারা চিত্তের
একাগ্রতাকরতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাতে ভক্তি,
যথার্থ ব্যবহার, আমার কথা শ্রবণদ্বারা, সর্ব্ব-
ভূতে সমত্ব, শত্রুশূন্য হইয়া সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক
ব্রহ্মচর্য্য, মৌনব্রতালম্বন অথবা ঈশ্বরার্পণপূর্ব্বক
স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এবং অযত্নসম্ভূত বস্তুতে সন্তুষ্ট,
পরিমিতাহারী, মননশীল, নির্জ্জনবাসী, শান্ত,
সর্ব্বপ্রাণিসুহৃৎ, দয়াবান্, ধৃতিযুক্ত হইলে,
পুত্রাদি সহিত এই দেহে আমি আমার এইরূপ
জ্ঞান না করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব দৃষ্ট
হইয়াছে যে জ্ঞানদ্বারা তাদৃশ জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-
দর্শী জ্ঞানদ্বারা যখন বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ নিবৃত্তি

এবং বিষয়চিন্তা দূরীভূত হয়; তখন ঐ পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া যেমন নেত্রাবচ্ছিন্ন সূর্য্যদ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য দর্শন করে, সেইরূপ অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন আত্মাদ্বারা বিশুদ্ধাত্মাকে সম্যক্‌রূপে লাভ করিয়া উপাধি স্পর্শশূন্য, ঔপাধিক অহঙ্কারে সম্যক্ ভাসমান কারণের অধিষ্ঠান কার্য্যের প্রকাশক এবং কার্য্যকারণে পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।

যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবিস্থিতঃ ॥১১॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোহনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥১২॥

যে প্রকার জলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব গৃহান্তর্ব্বর্ত্তি স্বচ্ছভিত্ত্যাদিতে প্রকাশ পাইলে, সেই গৃহ কোণস্থ পুরুষ-কর্ত্তৃক ঐ স্থলস্থিত প্রতিবিম্ব অথবা জলস্থ প্রতিবিম্বদ্বারা আকাশস্থ সূর্য্য দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ এই ত্রয়াবচ্ছিন্ন আত্ম-প্রতিবিম্বদ্বারা অহঙ্কারৌপাধিক জীবাত্মা পরমাত্মার কিরণরূপ লক্ষিত হয় এবং সেই জীবাত্মাদ্বারা সত্যজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম উপলব্ধ হয়।

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয় মনো বুদ্ধ্যাদিষ্বিহনিদ্রয়া।
লীনেষ সতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহং ক্রিয়ঃ ॥১৩॥
মন্যমানস্তদাত্মান মনষ্টো নষ্টবন্মৃষা।
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ ॥ ১৪ ॥
এবং প্রত্যবমৃশ্যাসাবাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
সাহঙ্কারস্য দ্রব্যস্য যোঽবস্থানমনুগ্রহঃ ॥ ১৫ ॥

যখন সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি নিদ্রাদ্বারা অসত্তুল্য অব্যাকৃত প্রকৃতিতে লীন হয়, তখন ঐ আত্মা বিনিদ্র অহঙ্কারশূন্য হইয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত দ্রষ্টারূপ হয়। লোকে যেরূপ বিত্তনাশে আপনাকে নষ্টপ্রায় জ্ঞান করে, সেইরূপ ঔপাধিক অহঙ্কার নষ্ট হওয়াতে নিজে নষ্ট না হইলেও আপনাকে নষ্টতুল্য জ্ঞান করে। এখন এরূপ আপত্তি হইতে পারে, যে নিদ্রাবস্থায় যখন কিছুই অনুভব হয় না তখ: আত্মার দ্রষ্টারূপে থাকা কিরূপে সম্ভব হয়; কিন্তু তাহা ভ্রম, যেহেতু গাঢ় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি যখন এইরূপ বলিয়া থাকে যে আজ আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই। তখন আত্মাই দ্রষ্টারূপে থাকে স্বীকার কবিতে হইবে; নতুবা তাহার ঐরূপ স্মরণ থাকিত না। এই আত্মাই কার্য্যকারণ সংঘাতের প্রকাশক এবং তাহার অবস্থান।

শ্রীদেবহূতিরুবাচ।

পুরুষং প্রকৃতির্ব্রহ্মন্ ন বিমুঞ্চতি কর্হিচিৎ।
অন্যোন্যাপশ্রয়ত্বাচ্চ নিত্যত্বাচ্চানয়োঃ প্রভো ॥১৬
যথা গন্ধস্য ভূমেশ্চ ন ভাবো ব্যতিবেকতঃ।
অপাং রসস্য চ যথা তথা বুদ্ধেঃ পরস্য চ ॥ ১৭ ॥
অকর্ত্তু কর্ম্মবন্ধোঽয়ং পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
গুণেষু সৎস্থ প্রকৃতেঃ কৈবল্যং তেষ্বতঃ কথং ১৮
ক্বচিত্তত্ত্বাবমর্শেন নিবৃত্তং ভয়মুল্বণং।
অনিবৃত্তনিমিত্তত্বাৎ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৯ ॥

মাতা দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে প্রভো! ভক্তি এবং বৈরাগ্য হইতে বিবেক হইতে পারে, কিন্তু ভূমির সহিত গন্ধ এবং জলের সহিত রস সমবায় সম্বন্ধ থাকাতে ইহারা যেরূপ পরস্পর একের ব্যতিরেকে অন্যে থাকিতে পারে না সেইরূপ পুরুষের সহিত প্রকৃতির নিত্যাশ্রয়ে পরস্পর ত্যাগাভাবহেতু মুক্তি কিরূপে সম্ভবে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর বিয়োগ হইলে তো মুক্তি হইবে। পরন্তু পুরুষ অকর্ত্তা সত্য, কিন্তু প্রকৃতির গুণ সকলকে আশ্রয় করিয়া তাহার যে এই কর্ম্ম বন্ধ হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে মুক্তি কিরূপে হইতে পারে?

এই জন্যই কখন কখন তত্ত্ববিচার দ্বারা কোন কোন পুরুষের ঘোর সংসার-ভয় নিবৃত্ত হইলেও তাহার নিমিত্ত নিবৃত্তি না হওয়া

সংসার ভয়ের পুনরুদ্ভব দেখা যায়। অতএব এ বিষয় যথার্থরূপে আমাকে বল।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়িভক্ত্যা চ শ্রুতসংভৃতয়াচিরং॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেনাত্মসমাধিনা॥২০॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানাত্বহর্নিশং।
তিরোভবিত্রী শনৈকেবগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥ ২১॥
ভুক্তভোগপরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যা শুভং ধত্তে স্বে মহিম্নিস্থিতস্য চ॥ ২২॥

ভগবান্ কপিলদেব মাতার এতাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণান্তর তৎপ্রত্যুত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে মাতঃ! নিষ্কাম ধর্ম্ম, শুদ্ধান্তঃকরণ এবং আমার কথা শ্রবণদ্বারা আমাতে দৃঢ়াভক্তি, তত্বদর্শিজ্ঞান, বলিষ্ঠ বৈরাগ্য, শমদমাদিতপোযুক্ত যোগ ও তীব্র আত্মসমাধি এই সকল সাধনদ্বারা অহর্নিশ পুরুষের প্রকৃতি অভিভূয়মানা হইয়া অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তিরোহিতা হয় অর্থাৎ অগ্নি যেমন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ পুরুষের লিঙ্গ শরীর হইতে জ্ঞানোত্থিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করে। এইরূপে লিঙ্গ দেহরূপপ্রকৃতি তিরোহিতা হইলে, যখন পুরুষ ভুক্তভোগ সকল পরিত্যাগকরতঃ সর্ব্বদা নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি করিয়া গুরূপদিষ্ট সৎপথ প্রাপ্ত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার আর কোনরূপ অশুভ জন্মাইতে পারে না।

যথাহ্ প্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপোবহ্বনর্থভৃৎ।
স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বিমোহায় কল্পতে॥
এবং বিদিততত্বস্য প্রকৃতির্ময়িমানসং।
যুঞ্জতোনাপ কুরুত আত্মারামস্য কর্হিচিৎ॥ ২৩॥

নিদ্রিত পুরুষের স্বপ্নে নানা অনর্থ ঘটে কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সংস্কার বশে ঐ স্বপ্ন তাহার মনে থাকিলেও তাহা যেমন সেই পুরুষের মোহ জন্মাইতে পারে না। সেইরূপ পুরুষ আমাতে মনঃসংযোগ করিয়া তত্বজ্ঞ আত্মারাম হইলে প্রকৃতি কখনই তাহার অপকার করিতে পারে না।

যদৈবমধ্যাত্মরতঃ কালেন বহুজন্মনা।
সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য আব্রহ্ম ভবনান্মুনিঃ॥ ২৪॥
মদ্ভক্তঃ প্রতিবুদ্ধার্থো মৎপ্রসাদেন ভূয়সা।
নিঃশ্রেয়সং স্বসংস্থানং কৈবল্যাখ্যং মদাশ্রয়ং॥২৫॥
প্রাপ্নোতীহাঞ্জসা ধীরঃ স্বদৃশাচ্ছিন্ন সংশয়ঃ।
যদা ত্বা ন নিবর্ত্ততে যোগী লিঙ্গবিনির্গমে॥ ২৬॥

পুরুষ বহুকাল এবং বহুজন্মদ্বারা এইরূপে অধ্যাত্মরত, ব্রহ্মলোক হইতে সর্ব্বত্র জাতবৈরাগ্য এবং মননশীল ও আমার ভক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহাতিশয্যে যখন আত্ম-তত্ববিদিত হইতে পারে, তখন আত্মজ্ঞানদ্বারা শীঘ্র ছিন্ন সংশয় ধীর হওতঃ, লিঙ্গদেহ নাশে যোগী যে স্থানে গমন করিলে পুনরাবৃত্ত হয় না,—এই শরীরেই সে,—সেই মুক্তিস্থান দেহাদিব্যতিরিক্ত স্বরূপ মদাশ্রয় নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত হয়।

যদা ন যোগোপচিতাসু চেতো মায়াসু সিদ্ধস্য বিসজ্জতেঽঙ্গ। অনন্য হেতুষ্বথ মে গতিস্যা দাত্যন্তিকী যত্র ন মৃত্যুহাসঃ॥ ২৭॥

হে অঙ্গ! (মাতঃ) তখন সেই সিদ্ধপুরুষের চিত্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিদ্বারা সমৃদ্ধ এবং যোগ ভিন্ন যাহার অন্যহেতু নাই এরূপ বিবিধ ভোগ্যবস্তুতে আসক্ত হয় না। কেবল এই ইচ্ছা করে যে, যাহাতে মৃত্যু হাস্য করিতে না পারে। আমার এইরূপ আত্যন্তিকী গতি অর্থাৎ (মুক্তি) হউক্।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কাপিলেয়ে প্রকৃতিবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

—— ——

বিজয়ারহস্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

তিনি প্রসন্ন হইলে সকলই দিতে পারেন; সুরথ ও সমাধি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এই ত গেল, সাধারণ দুর্গাপূজা। তৎপর আবার শারদীয় দুর্গোৎসবের সৃষ্টি। এদিকে ভূভারহরণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু ত্রেতাযুগে রামরূপে মেদিনীমণ্ডলে অবতীর্ণ। রাবণ দুর্দ্ধর্ষ বৈরী, কারণ সে মহাশক্তির আশ্রিত ও ত্বদীয় বলে বলীয়ান্। ভগবান্ বিপন্ন, অবশেষে শক্তিসাধনের জন্য শরৎকালে ত্বদীয় পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য ভগবান্ বোধন করিলেন; শক্তি রামের পক্ষে জাগিয়া উঠিলেন; পাপাচার রাবণের শক্তি আকৃষ্ট হইয়া রামের পক্ষপাতিনী হইলেন। মা ভক্তবৎসলা বটে; কিন্তু পাপীর চিরপক্ষপাতিনী নহে। পাপীর ভক্তি ভঙ্গুর। উৎসব সহকারে শ্রীরাম কর্ত্তৃক দুর্গাপূজন সমাহিত হইল; সেই জন্য ইহা দুর্গোৎসব নামে অভিহিত।

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে প্রথমতঃ মহিষাসুরমর্দ্দন, দ্বিতীয়তঃ শম্ভুসংহার, তৃতীয়তঃ সুরথ ও সমাধির বাহ্য ও আন্তরিক রিপুনাশ এবং চতুর্থতঃ রাবণবধের জন্য দুর্গাপূজার প্রচার। সর্ব্বত্রই বৈরিবিনাশশক্তিপূজার মুখ্যলক্ষ। মন্ত্রলিঙ্গ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—দেবীপুরাণে—

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ। অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্ত্বয়িকৃতঃ পুরা॥ অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়ামি বৈ। শক্রেনাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে। তস্মাদহত ত্বাং প্রতিবোধয়ামি, বিভূতিরাজে প্রতিপত্তি হেতোঃ। যথৈব রামেণহতোদশাস্যস্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥

দেবি, রাবণের বধ ও রামের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত পূর্ব্বকালে অকালে ব্রহ্মা আপনার বোধন করেন। আমিও তদ্রূপ আশ্বিনমাসে সায়ংকালীন ষষ্ঠিতে আপনার বোধন করিতেছি, ইন্দ্রও স্বর্গে আপনার বোধন করিয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, আমিও রাজলক্ষ্মীলাভের জন্য আপনার চৈতন্য সংযোজন করিতেছি। যেরূপ রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও শত্রুসমূহ বধ করিতে বাঞ্ছা করি।

আবার আবাহনে বলেঃ—

এহ্যেহি ভগবদ্ দুর্গে শত্রুক্ষয়জয়প্রদে।

শত্রুক্ষয়কারিণী ও বিজয়দায়িনী দুর্গে তুমি আগমন কর।

ধ্যানের উপসংহারে—

অভিঃ শক্তিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।—
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্॥

এই সকল অষ্টশক্তিকর্ত্তৃক চিরপরিবেষ্টিতা, শত্রুক্ষয়করী, এবং দৈত্যদানবদর্পদলনী জগদম্বাকে চিন্তা করিবেক।

অবশেষে মহাপূজার অন্তিম মহানবমী দিনে মহিষ বলিদানে—

তথা মম রিপূন্ হিংস শুভং বহলুলাপক। শত্রুবনিতে বিলয়ং যান্তুতে সর্ব্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মৃত্যুরোগভয়ক্লেশাঃ পতন্তু শত্রুমস্তকে॥

এইরূপ করিয়া সমুদায় হৃদয়াবেগের পর্য্যবসান হইল না। পুনর্ব্বার দশমী দিনে মাকে বিসর্জ্জন দিবার সময়েও গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং দত্ত্বা মে বিজয়ং শ্রিয়ম্। এই প্রকার বারংবার বৈরিবিজয় প্রার্থনা। তবেই শত্রুসংহারের জন্য যে শক্তিপূজার প্রচার বা দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান

ইতিবৃত্ত অর্চ্চনামন্ত্র, জগদম্বার মূর্ত্তি এবং শত্রু-বলিদান প্রভৃতি তাহার প্রধান প্রমাণ। শক্তি-সম্পন্ন হইলে বৈরিবিজয়ের উপযোগী হওয়া যায়; এইজন্য শ্রীরামচন্দ্র পূজাঅন্তে শারদীয় দশমীদিনে বৈরিবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইদিনে বিজয়োৎসবের নবাবির্ভাব। অদ্যাপি রামনগর রাজধানীতে রামলীলা নামে বিজয়োৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

ইহা কেবল পৌরাণিক ইতিবৃত্তের উপর নির্ভর নহে; শাস্ত্রীয় শাসন (বিধিবাক্য) দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। শাস্ত্রে বলে—

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে, দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥

অভিযান অকরণে দোষ আছে—দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপঃ। তস্য সংবৎসরং যাবৎ ন ক্বাপি বিজয়ো ভবেৎ॥

যে রাজা শারদীয় দশমী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা বা অভিযান করেন, তাহার বৎসর মধ্যে আর বিজয় হইবে না।

কোন বাধাবশতঃ একান্ত অশক্ত হইলে অস্ত্রযাত্রা করাইয়া রাখিবেন।

কার্য্য বশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ। ছত্রায়ুধাদ্যমিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ॥

নৈমিত্তিক যুদ্ধ যখন উপস্থিত হইবে, তখনই করিবে, কিন্তু এতদ্দেশে কাম্যযুদ্ধের উপযুক্ত কাল শীতঋতু। রঘু প্রভৃতি আর্য্যরাজগণ সেই শীতের পূর্ব্বে শরৎ সময়ে যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইতেন। মহাকবি কালিদাস কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রঘুরাজের অভিযানের সময় বলিয়া শরৎঋতুকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রঘুবংশে—

সরিতঃ কুর্ব্বতীগাধাঃ পথশ্চাশ্যান্ কর্দ্দমান্।
যাত্রায়ৈনোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ॥

শরৎকালে সরিৎসমূহ উত্তরণের উপযোগী ও পথপঙ্কশূন্য হইল; তাহা দেখিয়া রঘু উৎসাহশক্তিসম্পন্ন হইয়া যুদ্ধযাত্রায় প্রস্তুত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষগণ জগন্মাতার পূজা করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া বিজয়বাসনায় যাত্রা এবং তদঙ্গনৃত্য, গীত, বাদ্য, বিজয়দায়িনী বিজয়া (সিদ্ধি) সেবন, হর্ষালিঙ্গন প্রভৃতি উৎসবাচরণ করিতেন। বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে সেই অভ্যস্ত আচার অদ্যাপি অক্ষুন্নভাবে আচরিত হইতেছে। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, আর্য্যগণের শক্তি অসিতে ও বিজয় বৈরীতে এবং আমাদিগের শক্তিমসীতে ও বিজয়বৈষয়িক ব্যাপারে প্রার্থনীয় হইয়াছে। এইক্ষণ আমাদিগের ধর্ম্মের আভ্যাসিক আচার আছে; কিন্তু উদ্দেশ্য নাই, পদে পদে আমরা দিগ্‌বিভ্রান্ত। মা দুর্গে সকলই তোমার লীলা। কিন্তু মা তুমি ত অমা-নিশার অবসানে ইন্দু দেখাইয়া থাক; তুমি ত পরিবর্ত্তন শক্তিশালিনী প্রকৃতি! তাহাতেই বলি—

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে॥

আরও বলি—এবমেবত্বয়া কার্য্য অস্মদবৈরিবিনাশনম্॥ ইতি

অথর্ব্ববেদ।

স্কম্ভস্তোত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কিয়তাস্কম্ভঃ প্রবিবেশভূতং কিয়দ্ভবিষ্যদ-ন্বাশয়েহস্য। একং যদঙ্গমকৃণোৎ সহস্রার্ধা-কিয়তাস্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। কিয়তা। স্কম্ভঃ। প্রবিবেশ। ভূতং। কিয়ৎ। ভবিষ্যৎ। অনু। আশয়ে। অস্য। একং। যৎ। অঙ্গম্। অকৃণোৎ। সহস্রধা। কিয়তা। স্কম্ভঃ। প্রবিবেশ। তত্র।

বঙ্গার্থ। স্কম্ভ অতীতকালের কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতের কত অংশ তাহার উদরে আছে, যে এক অঙ্গ তিন সহস্র ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভূত ও ভবিষ্যৎ সমুদায়ই তাহার অধীন এবং বিরাট বিশ্বসমষ্টি যখন ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইল, তাহার শক্তি সকলের অন্তরেই থাকিল।

যত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চাপো ব্রহ্মজনা বিদুঃ। অসচ্চ যত্র সচ্চান্তস্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। লোকান্। চ। কোশান্। চ। আপঃ। ব্রহ্ম। জনাঃ। বিদুঃ। অসৎ। চ। যত্র। সৎ। চ। অন্ত। স্কম্ভং। তং। ব্রূহি। স্বিৎ। এব। সঃ।

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভকেই মানবগণ বিভিন্ন লোক, বিভিন্ন কোশ, বিভিন্ন কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বলিয়া জানে, যিনিই নিত্য ও অনিত্য বস্তু, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। (লোক—পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লোক, কোশ—আনন্দ, বিজ্ঞানাদি ভিন্ন ভিন্ন কোশ, আপ—সাধারণ অর্থ জল, কিন্তু দেবতা ও কর্ম্ম বুঝায় সৎ—যাহার পরিবর্ত্তন নাই, অসৎ—সতের বিকার, সৎ অসৎ আপেক্ষিক শব্দ, যাহা এক বস্তুর সহিত তুলনায় সৎ, তাহা অপর বস্তুর সহিত তুলনায় অসৎ, ব্রহ্মের সহিত তুলনা করিলে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই অসৎ, ব্রহ্ম শব্দে জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝায়।)

যত্র তপঃ পরাক্রম্য ব্রতং ধারয়ত্যুত্তরম্। ঋতং চ যত্র শ্রদ্ধা চাপো ব্রহ্মসমাহিতা স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। যত্র। তপঃ। পরাক্রম্য। ব্রতম্। ধারয়তি। উত্তরম্। ঋতম্। চ। যত্র। শ্রদ্ধা। চ। আপঃ। ব্রহ্ম। সমাহিতা। পূর্ব্ববৎ।

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভে তপ—পরাক্রমের সহিত সর্ব্বোচ্চ ব্রতধারণ করিয়াছে, যে স্কম্ভে যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, কর্ম্ম ও জ্ঞান সমাহিত আছে, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্নধ্যাহিতা। যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতা স্কম্ভতং ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। যস্মিন্। ভূমিঃ। অন্তরিক্ষং। দ্যৌঃ। যস্মিন্। অধ্যাহিতা। যত্র। অগ্নিঃ। চন্দ্রমাঃ। বাতঃ। তিষ্ঠন্তি। আর্পিতা। স্কম্ভং।

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভে ভূমি, অন্তরীক্ষ, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু অধিষ্ঠিত আছেন, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। (অন্তরীক্ষ, অন্তরিক্ষ—দুই এক, বৈদিক ভাষায় অন্তরিক্ষই ব্যবহার, অন্তর্—ঈক্ষ অন্তরীক্ষ, অন্তরি (সপ্তমী) ক্ষ, অন্তরিক্ষ ক্ষধাতু হইতে সিদ্ধ। আর্পিতা—অর্পিতা, ছন্দানুরোধে দীর্ঘ।

যত্র ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্ব্বে
সমাহিতাঃ স্কম্ভং তং ॥ ১৩॥

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভের অঙ্গে তেত্রিশ দেবতা হিত আছেন, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে । (বৈদিকদেবতা তেত্রিশটিমাত্র—৮ বসু, আদিত্য, ১১ রুদ্র, ২ অশ্বিন্ ; অন্যান্য সমুদায় তাই, ইহাদের কোনটি না কোনটির র্গত।)

যত্র ঋষয়ঃ প্রথমজা ঋচং সামযজুর্ম্মহী।
একর্ষি যস্মিন্নার্পিতস্কম্ভং তং ॥ ১৪ ॥

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভে প্রথমজাত ঋষিগণ, দ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, মহী ও একর্ষি ং সর্ব্বপ্রধান মহর্ষি অবস্থান করিতেছেন, স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

মৃতং মৃত্যুশ্চ পুরুষেহধি সমাহিতে সমুদ্রো
নাড্যঃ পুরুষেহধি সমাহিতা স্কম্ভং তং ॥১৫॥

বঙ্গার্থ। যে স্কম্ভ পুরুষে অমৃত ও মৃত্যু উভয়ই মান আছে এবং সমুদ্র যে পুরুষের শিরস্বরূপ স্থান করিতেছে, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে ।

স্য চতস্রঃ প্রদিশো নাড্যঃ তিষ্ঠন্তি প্রথমাঃ।
জ্ঞো যত্র পরাক্রান্ত স্কম্ভং তং ব্রূহি ॥ ১৬ ॥

যে স্কম্ভে দিক্ সকল প্রধান ধমনীস্বরূপ স্থান করিতেছে এবং যাহাতে অবস্থান রিয়া যজ্ঞ স্বীয় পরাক্রম দেখায়, সেই স্কম্ভ কে হা আমাকে বল।

য পুরুষে ব্রহ্মবিদুং স্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্।
যা বেদপরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদপ্রজাপতিম্॥
জ্যাষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিদুস্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ॥১৭॥

যাহারা পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হয়েন, হারা প্রজাপতি পুত্র পরমেষ্ঠিকে অবগত হইতে পারেন, যাহারা প্রজাপতি পুত্র পরমেষ্ঠিকে অবগত হইতে পারেন, তাহারা প্রজাপতিকে অবগত হইতে পারেন, যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান অবগত আছেন, তাহারা স্কম্ভ কে জানেন।

যস্য শিরো বৈশ্বানরশ্চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্।
অঙ্গানি যস্য যাতব স্কম্ভং তং ব্রূহি ॥ ১৮ ॥

বৈশ্বানর যে স্কম্ভের শির, অঙ্গিরস যাহার চক্ষু, যাতু সকল যাহার অঙ্গ, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্য ব্রহ্মঃ মুখমাহুর্জিহ্বাং মধুকশামুত।
বিরাজমূধো যস্যাহু স্কম্ভং তং ব্রূহি ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই যাহার মুখ, (মধুকশা যজুর্ব্বেদ ৭ম অধ্যায় ১১শ শ্লোকে কশাশব্দের বাক্ অর্থ দেখা যায় এবং মধুশব্দের ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থ দেখা যায় ; নিঘণ্টু একাদশ অধ্যায়েও ঐরূপ কশা অর্থে শব্দ দেখা যায়। মুখাৎ কাশতে শব্দায়তে ; ঋগ্বেদসংহিতায়ও “যা বাং কশা মধুমতী” দৃষ্ট হয় ; এই মধুকশাই মধুকশা নাম্নী দেবী বলিয়া অথর্ব্ববেদের নবম অধ্যায়ে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন, মধুকশা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাক্য,) ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় বাক্যই যাহার জিহ্বা, বিরাট যাহার ঊধ অর্থাৎ পালানস্বরূপ, সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

যস্মাদ্ ঋচো অপাতক্ষান্ যজুর্যস্মাদপাকষন্।
সমানি যস্য লোমান্যথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখং স্কম্ভং তং॥

যাহা হইতে ঋক্ ও যজু সকল কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে, সাম যাহার লোম, অথর্ব্বাঙ্গিরস অর্থাৎ অথর্ব্ববেদ যাহার মুখ সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল। ক্রমশঃ—

পঞ্চমকার।

তন্ত্রোক্ত মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চবিধ উপাসনার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকেন, কিন্তু অল্পলোকেই উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন। এই পঞ্চবিধ উপাসনার দ্বারা শাস্ত্রে মদ্যাদিপানের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অনেকে যে মনে করেন, সেটি বিশেষ ভ্রম। আগমসারতন্ত্র পাঠ করিলেই পাঠক পঞ্চমকারের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন।

সোমধারাক্ষরেদ্ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহা যে পান করে তাহাকে মদ্যসাধক বলে।

ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হওয়া সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা পরে বর্ণনা করা যাইবে। এই স্থলে পাঠক এইমাত্র দেখিবেন যে মদ্যোপাসনা একটি যোগ ক্রিয়ামাত্র। উহার সহিত মদ্যের কোন সংস্রব নাই। ঐরূপ অন্যান্য মকারও যে যোগের অঙ্গমাত্র, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ হইতে দৃষ্ট হইবে।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবী স এব মাংসসাধকঃ।

অর্থাৎ রসনার নাম মা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ মৌনাবলম্বন করেন, তিনি মাংসসাধক। ইহার সহিত ছাগাদির মাংসের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মৎস্যসাধনও ঐরূপ।

গঙ্গা যমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধকঃ॥

গঙ্গা যমুনার মধ্যে যে মৎস্য নিরন্তর চরিতেছে, তাহাকে যে ব্যক্তি আহার করে, তাহাকে মৎস্যসাধক বলে। গঙ্গা ও যমুনা শব্দে ইড়া ও পিঙ্গলা বুঝায়, এই ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস গমনাগমন করে, উহাদিগকে মৎস্যদ্বয় বলে অর্থাৎ পূরক ও রেচক, রেচক ও পূরক নিরোধ করিয়া যিনি কুম্ভকে অবস্থিত থাকিয়া প্রাণায়ামসাধন করেন, তিনিই মৎস্যোপসাক। তৎপরে মুদ্রাসাধনও ঐরূপ।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।

শিরস্থিতসহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে পারদের ন্যায় বিশুদ্ধ আত্মার অবস্থিতি। কোটিসূর্য্যের ন্যায় তাহার প্রকাশ এবং তিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। তিনি অতীব কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীশক্তিসংযুত। যাহার এই আত্মা বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি মুদ্রাসাধক। যোগে যাহাদের কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, তাহারা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহারা যোগসম্বন্ধে কিছু জানে না, তাহাদের নিকট ইহা কতকগুলি শব্দমাত্র প্রতীয়মান হইবে। এস্থলে পঞ্চমকার যে যোগক্রিয়া তাহাই দেখান হইতেছে, যোগের গূঢ়রহস্য এবং উহার উপায় ভবিষ্যৎ কোন সংখ্যক হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। তৎপর মৈথুন উপাসনা কি তাহা দেখুন ঃ—

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাস কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতং।
মকারশ্চ বিন্দুরূপ মহাযোগৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।

অকারোহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্ল্লভং॥
আত্মনিরমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে।
অতএব রাম নাম তারকং ব্রহ্মনিশ্চিতং॥
মৃত্যুকালে মহেশানি—স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ং ভবেৎ।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং।
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদং।
ষড়ঙ্গং পূজয়েদ্দেবী সর্ব্বমন্ত্রং প্রসীদতি॥
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতং।
আবাহনং শীতকারং নৈবেদ্যমনুলেপনং॥
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃ পাতঞ্চ দক্ষিণাং।
সর্ব্বমেব ত্বয়া গোপ্যং মম প্রাণাধিকং প্রিয়ে॥

অর্থাৎ মৈথুন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণস্বরূপ পরমতত্ত্ব। মৈথুন হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। যেরূপ স্ত্রী-পুরুষ সংযোগে সাধারণ মৈথুনক্রিয়া হয়, তদ্রূপ যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ হয় তখন যোগরূপ মৈথুন হয় এবং উহা হইতে সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মে। জীবাত্মায় রমণ করেন বলিয়া পরব্রহ্মকে আত্মারাম বা রাম বলা যাইতে পারে। "রাম" অর্থাৎ র+অ+ম তিন অক্ষর বিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষের যেরূপ পুরুষের সাহায্যে মিলন হয়, তদ্রূপ হংসরূপ অকার সাহায্যে "র ও ম" এর মিলন হয়। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে রাম নাম স্মরণ করেন, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হন। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ এই মৈথুন তত্ত্ব বলিলাম ইহা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ এবং জপাদির ন্যায় ফলপ্রদ। ষড়ঙ্গদ্বারা পূজা করিলে সকলমাত্র প্রসন্ন হন। আলিঙ্গনকে ন্যাস, চুম্বনকে ধ্যান, শীতকারকে আবাহন, অঙ্গবিলেপনকে নৈবেদ্য রমণকে জপ এবং রেতঃপাতকে দক্ষিণা বলা যায়।

শ্লোকগুলি বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে অশ্লীলতা আসিয়া পড়ে বলিয়া, তাহা করা হইল না।

ফলকথা এই যোগমার্গাবলম্বীদিগের প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, বৈষ্ণবদিগের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এবং শাক্তদিগের মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন ও মুদ্রা একই জিনিষ।

ধন, স্ত্রী, মদ্য, মাংস ও মৎস্য ইত্যাদি তামসিক ব্যক্তিদিগের অত্যন্ত প্রিয় পদার্থ। তন্ত্র তাহাদিগকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবেন, কিন্তু বিষম জাতীয় উপকরণদ্বারা পদার্থবিশেষে বিশেষরূপে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে অন্যদিকে লওয়া বড় সহজ নহে। বালক মিষ্ট পদার্থ ভাল বাসে, এইজন্য উহাকে সুমিষ্ট ঔষধ দেওয়া হয়। ইহা খাও, ইহা যে তুমি ঔষধ ভাবিতেছ, তাহা নহে; ইহা তোমারই প্রিয় মিষ্ট পদার্থ। বালক ঔষধ খাইল, কেননা সে দেখিতে পাইল সে যাহা চায়, তাহা উহাতে আছে। তন্ত্র বলেন, হে তামসিক ব্যক্তি! এই যে ন্যাস তোমাকে করিতে বলিতেছি, ইহা তোমার প্রিয় যুবতী-শরীরালিঙ্গনসদৃশ, তুমি যুবতী শরীর আলিঙ্গনদ্বারা যে সুখ পাইতে, ইহাতেও তাহা পাইবে, যুবতীর অঙ্গে চন্দনাদিবিলেপন দ্বারা, যুবতী গাত্রস্পর্শ এবং যুবতী সম্ভোগাদিতে তুমি যে সুখ পাইয়া থাক, যাহাকে আমি ধ্যানাদি বলি, তাহা দ্বারাও তুমি ঐ সুখ পাইবে; ধ্যানাদি রমণাদি হইতে বিষম পদার্থ নহে, তুমি উহা করিলেই বুঝিতে পারিবে, তুমি মাংস আহার করিয়া যে সুখ পাও, তুমি মৎস্যাহার করিয়া যে সুখ পাও, মুদ্রাসংগ্রহে যে সুখ পাও, মদ্যপানে যে সুখ পাও; আমার কথিত প্রাণায়াম, প্রত্যাহারাদিতেও সেই সুখ পাইবে, এবং তাহারা একই জাতীয়। আমার

প্রিয় পদার্থের সদৃশ পদার্থের প্রতি চিত্ত অনায়াসে আকৃষ্ট হয়। তন্ত্র সাদৃশ্যতা অঙ্গীকার করিলেন, তামসিক ব্যক্তি ঐ কথায় নির্ভর করিয়া তাহার বহুবিধ কদাচারের মধ্যেও উহার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল। যখন একবার আরম্ভ করিল, তখন কার্য্যতও সে দেখিল যে ইতর মৈথুনাদি অপেক্ষা তন্ত্রোক্ত মৈথুন অধিক সুখপ্রদ। আধ্যাত্মিক নূতন রস একবার আস্বাদন করিলে, পুরাতন জড়ীয় রসে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। তন্ত্রাদি মদ্যাদিপানের প্রশ্রয় দেন না; যাহারা মদ্যাদিপানে মত্ত, তাহাদিগকে বলেন যে, তোমরা যে মদ খাও, উহা অপেক্ষা ভাল মদ আমার নিকট আছে, একবার খাইয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে। এ কেবল বালককে প্রলোভন দিয়া ঔষধ খাওয়ান মাত্র। তামসিক ব্যক্তিরা ত সংসারে নানাবিধ কদাচার করিবেই করিবে, মদ্য মৈথুনাদি তাহাদের একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হইবেই হইবে। তন্ত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগেও ঐ সমস্ত সুখ দেখাইলেন। লোভেতে ফাঁদ পাতিলে তাহা অল্পলোকেই এড়াইতে পারে। তন্ত্র ইচ্ছা করিয়া পবিত্র যোগধর্ম্মে অশ্লীলভাব সংবদ্ধ করেন নাই, তামসিক ব্যক্তিদিগের হৃদয় আকর্ষণ করাই উহার একমাত্র কারণ। সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের পক্ষে তন্ত্রের প্রলোভন অনাবশ্যক, এবং তাহাদের জন্য তন্ত্রাদিগ্রন্থ রচিতও হয় নাই।

~~উপনিষৎ~~। ধর্ম্ম।

বেদ তিনভাগে বিভক্তঃ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। ছন্দময় স্তোত্রকে সংহিতা বলে, যজ্ঞাদি কি প্রণালীতে সম্পাদন করিতে হয়, তদ্বিষয়ক গদ্যময় নিয়মাবলীকে ব্রাহ্মণ বলে, এবং গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগান্তে যাহারা অরণ্যবাসী হন, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী উপদেশ অংশকে আরণ্যক বলে। উপনিষৎ এই আরণ্যকের অন্তর্গত। প্রত্যেক বেদ অর্থাৎ ঋক্, সাম, যজু এবং অথর্ব্ববেদ ঐরূপ তিনভাগে বিভক্ত যথা,—ঋগ্বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; যজুর্ব্বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ; সামবেদ ব্রাহ্মণ সংহিতা ও উপনিষৎ; অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও উপনিষৎ। সাধারণতঃ যাহা বেদ বলিয়া পরিচিত, উহা বেদের সংহিতা অংশ। যজ্ঞাদি অপ্রচলিত হওয়ায় ব্রাহ্মণের অংশ অনেক লুপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা আছে তাহারও প্রায় অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হয় না। যাহারা বেদের ব্রাহ্মণ অংশ দেখিয়াছেন, এবং তন্ত্রশাস্ত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা দেখিতে পারিবেন তন্ত্রোক্ত অনেক ক্রিয়া ব্রাহ্মণ অংশ হইতে গৃহীত; অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি তন্ত্রে অবিকল লওয়া হইয়াছে বস্তুতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের সহিত বেদের কোন সংস্রব নাই বলিয়া আধুনিক যে সংস্কার তাহা ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বে সামবেদের সহস্র, অথর্ব্ববেদের পঞ্চাশৎ, যজুর্ব্বেদ নবাধিকশত এবং ঋগ্বেদের একবিংশতি উপনিষৎ মোট একসহস্র একশত অশীতি উপনিষৎ ছিল, এইক্ষণ উহা সমুদায় পাওয়া যায় না। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টাধিকশত উপনিষদের উল্লেখ আছে, এবং উহা এখনও পাওয়া যায়। ~~উহার মধ্যে কতকগুলি মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং কতগুলি অদ্যাপিও মুদ্রাঙ্কিত~~

হয় নাই। যেগুলি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই তাহা বোম্বাই নগরের শ্রীযুক্ত তুকারাম তাঁতিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিতেছেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, আজও মুদ্রাঙ্কণ শেষ হয় নাই। বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত চিমনাজিসদাদেব অথটে প্রতিষ্ঠিত আনন্দাশ্রম হইতে কয়েকখানি উপনিষদের উত্তম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কলিকাতায় স্বদেশ ও ধর্ম্মবৎসল পরোপকারী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় অনেকগুলি উপনিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ যোগ্য। ঐ একশত আটখানি উপনিষদের মধ্যে সামবেদান্তর্গত ষোলখানি উপনিষদের নামঃ—অব্যক্ত, আরুণি, কুণ্ডিকা, কেন, ছান্দোগ্য, জাবালদর্শন, জাবালী, মহৎ, মৈত্রায়ণী, মৈত্রেয়ী, যোগচূড়ামণি, রুদ্রাক্ষ, বজ্রসূচিক, বাসুদেব, সন্ন্যাস, সাবিত্রী।

শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত ১৯ খানি উপনিষদের নাম অতীতাধ্যাত্ম, ঈশাবাস্য, জাবাল, তারসার তুরীয়, ত্রিশিখী, নিরালম্ব, পরমহংস, পৈঙ্গল, ব্রাহ্মণমণ্ডল, ব্রাহ্মণদ্বয় তারক, ভিক্ষু, মন্ত্রিকা, মুক্তিকা, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহদারণ্যক, শাট্যায়নী, সুবাল, হংস।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত ৩২ খানি উপনিষদের নাম :—

অক্ষি, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, অবধূত, একাক্ষর, কঠরুদ্র, কঠবল্লী, কলিসন্তরণ, কালাগ্নিরুদ্র, কৈবল্য, ক্ষুরিকা, গর্ভ, তেজোবিন্দু, তৈত্তিরীয়, দক্ষিণামূর্ত্তি, ধ্যানবিন্দু, নারায়ণ, পঞ্চব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগকুণ্ডলিনী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, বরাহ, শারীরক, শুকরহস্য, শ্বেতাশ্বতর, সর্ব্বসার, স্কন্দ, সরস্বতীরহস্য, হৃদয়।

ঋগ্বেদান্তর্গত ১০ খানি উপনিষদের নাম :—অক্ষমালিকা, আত্মপ্রবোধ, ঐতেরেয়, কৌষিতকী, ত্রিপুরা, নাদবিন্দু, নির্ব্বাণ, মুদগলা, বহ্বৃচ, সৌভাগ্য।

অথর্ব্ববেদান্তর্গত ৩১ খানি উপনিষদের নাম :—

অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশির, গণপতি, গারুড়, গোপাল তাপনী, জাবাল, ত্রিপুরাতপন, দত্তাত্রেয়, দেবী, নারদপরিব্রাজক, নৃসিংহ তাপনী, পরব্রহ্ম, পরিব্রাজক, অন্নপূর্ণা, পরমহংস, পাশুপত, প্রশ্ন, ভস্ম, ভাবনা, মহানারায়ণ, মহাবাক্য, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, রামতাপনী, রামরহস্য, বৃহজ্জাবাল, শরভ, শাণ্ডিল্য, সূর্য্যাত্ম, হয়গ্রীব।

উপনিষৎ শব্দের ধাত্বর্থ এই যে উপনিষদ্যাতে প্রাপ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনয়া ইতি, অর্থাৎ যাহা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। (উপ—নি—সদ্—কিপ্) উপনিষদের আর এক নাম বেদান্ত। উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন এই উপনিষদের উপর স্থাপিত। বেদান্তশব্দের অর্থ বেদের অন্ত। ইহা দ্বারা বেদের শেষ অংশও বুঝায় বা বেদের চরম উদ্দেশ্য যাহা পাঠে সাধিত হয় তাহাও বুঝায়। বেদশব্দের ধাত্বর্থ অনন্তজ্ঞান। যোগরূঢ়ার্থে ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব এবং উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বুঝায়; কিন্তু সমস্ত জ্ঞানই যে বেদের অন্তর্গত করা হইয়াছে, তাহা অষ্টাদশবিদ্যার কথা চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হইবে। স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস আদি সমুদায়ই বেদমূলক। শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দ, নিরুক্ত, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি, সমুদায়ই বেদের অন্তর্গত। বেদ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সুতরাং বেদশব্দের যোগরূঢ় অর্থ লইলেও বিশ্বস্থ তাবৎ জ্ঞান উহার অন্তর্ভূত হয়। শঙ্করাচার্য্য উপনিষৎ শব্দের অর্থ করেন যে উপনিষচ্ছব্দেন ব্যাচিখ্যাসিতগ্রন্থপ্রতিপাদ্যবস্তু

বিষয়া বিদ্যোচ্যতে। তাদর্থাৎ গ্রন্থোঽপি উপনিষৎ। উপনিষদতি উপনি-পূর্ব্বস্য সদের্ব্বিশরণ গত্যবসাদনার্থস্য রূপমাচক্ষতে। সংসারবীজস্য বিশরণাৎ বিনাশাৎ পরব্রহ্ম গময়িতৃত্বাদ্‌গর্ভজন্ম-জরামরণাদ্যপ্রবৃত্তস্যাবসাদয়িতৃত্বাত্তূপনিষৎ সমাখ্যায়াপ্যস্ত্যক্ততাং পরং শ্রেয় ইতি ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদুচ্যতে। উহার মর্ম্ম এই, গ্রন্থে যে বিদ্যার বর্ণন করা যাইবে তাহাকে এবং ঐ গ্রন্থকেও উপনিষৎ বলা যায়। উপ—নি—সদ ধাতুর অর্থ বিশরণ, গতি ও অবসাদন। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সংসারবীজের বিশরণ বা বিনাশ করে, পরব্রহ্ম প্রাপ্তি করায়, এবং গর্ভ জন্ম মরণাদির অবসাদন করে বলিয়া ইহার নাম উপনিষৎ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সদ্ উপবেশন অর্থ হইতে উপনিষৎ পদ সিদ্ধ করেন। তাহারা বলেন যে উপনিষদের মধ্যেই গুরুর নিকট শিষ্যের উপবেশন সম্বন্ধে উপসদ উপসন্ন ইত্যাদি পদপ্রয়োগ দেখা যায়, সুতরাং যে সমুদায় বিদ্যা গুরুর নিকট শিষ্য উপবেশনকরিয়া শুনিতেন,তাহাকে উপনিষদ বলে এবং ঐ সমুদায় সাধারণতঃ অরণ্যে কথিত হইত বলিয়া, উহাকে আরণ্যকও বলে। উপনিষৎ শব্দের ধাত্বর্থ যাহাই হউক, ফল উহাদ্বারা এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাই বুঝায়। এই উপনিষদের এক নাম পরা বিদ্যা, শাস্ত্রে বেদাদির সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশ অপেক্ষা উপনিষৎকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হইয়াছে।

তত্রা পরা ঋগ্বেদো, যজুর্ব্বেদঃ, সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণং, নিরুক্তং, ছন্দো-জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ ইহারা অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্ট বিদ্যা, যদ্দ্বারা অর্থাৎ যে উপনিষদাদিদ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাকে পরা—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা যায়। (মুণ্ডকোপনিষৎ)

এস্থলে ঋগ্বেদাদির দ্বারা সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশমাত্র বুঝাইতেছে।

ভারতবর্ষে এমন এক কাল ছিল যে সময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য লোক লালায়িত ছিল; অন্য কোন জ্ঞানেই তাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। ধন, স্ত্রী, পুত্রাদি তাহাদিগকে সুখ দিতে পারিত না। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত জীবন বিফল জ্ঞান হইত।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহা বেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

কেনোপনিষৎ।

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই তাহার জীবন সফল হইল, উহাকে না জানিতে পারিলে তাহার মহান্ বিনাশ হইল, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি ক্লেশ তাহার সহ্য করিতে হইল। এইজন্য ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভারতে এমন এক সময় ছিল যে সময় পত্নী পতিকে বলিতেন,—

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং
যদেব ভগবান্ বেদ বেদ তদেব মে ব্রূহীহি॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

অর্থাৎ যাহাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব না তাহা লইয়া কি করিব, যদি অমৃতত্ব প্রাপ্তির বিষয় কিছু জানেন তাহা বলুন।

তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতিস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্ব্বাত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং

তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েন প্রাপিতোঽসীতি।

আত্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্মা দৃষ্টি করেন। পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সকল পাপকে অতিক্রম করেন। পাপ তাহাকে উত্তপ্ত করিতে পারে না, তিনি পাপকে ভস্মীভূত করেন। নিষ্পাপ নিষ্কাম ও সন্দেহ বর্জ্জিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মণ হয়েন।

উপনিষদের বক্তব্য বিষয় ব্রহ্ম, কিন্তু কালপরিবর্ত্তনের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি আর মানবের লক্ষ্য নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, অন্য কোন জ্ঞানের আর অভাব থাকে না, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূল সেই ব্রহ্মজ্ঞান এইক্ষণ অনাবশ্যক জ্ঞানের মধ্যে পরিগণিত। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য মৈত্রেয়্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্" অর্থাৎ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দর্শন, শাস্ত্র এবং আচার্য্যের নিকট হইতে আত্মার বিষয় শ্রবণ, ন্যায়োপেত তর্কাদিদ্বারা আত্মার বিষয় আলোচনা, এবং নিবিষ্টচিত্তে তদ্বিষয়ে ধ্যান করা কর্ত্তব্য, হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন,শ্রবণ, অনুভূতি ও সম্যক্ অবগমন হইলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদিত হওয়া যায়" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যে সত্যঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা আধুনিক হিন্দু বিকৃতমস্তিষ্কোদ্ভূত প্রলাপ বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন সময় ছিল যে সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানই সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ও মূলজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইত এবং উহা প্রাপ্ত হইবার জন্য হিন্দু প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। অধুনা যে বিদ্যালাভ করিলে, ধনাগমের সম্ভাবনা নাই, তাহা অবিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার সুমধুর রস একবার গ্রহণ করিয়াছেন, অনিত্যধন, যশ, মানাদি তাহাকে কিছুতেই শান্তিপ্রদান করিতে পারে না।

উপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বা জীবব্রহ্মের একত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রহ্মৈব না পরঃ" ব্রহ্মই, সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে; যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎ সুখান্নাপরং সুখং। যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ, অর্থাৎ যাহা লাভ করিলে, আর কিছু লাভের প্রয়োজন নাই, যাহা প্রাপ্তি সুখ ভিন্ন অপর কোন সুখের প্রয়োজন নাই, তদ্বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে "ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষদের বক্তব্য বিষয়।

উপনিষৎ দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই উভয়বিধ শাস্ত্রের সম্মিলন ক্ষেত্র। উপনিষৎ শ্রুতি, অনাদি অনন্ত; উহাতে যে সত্য প্রচারিত হইয়াছে, শঙ্করস্বামী শারীরক মীমাংসাদ্বারা উহা যে যুক্তিপূর্ণ তাহাও দেখাইয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তর্কশাস্ত্রের বিরোধ কেন থাকিবে? সত্যপ্রতিপাদন করাই যদি উভয়ের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ কেন থাকিবে? অন্যান্য দেশে দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত; একের সহিত অপরের সম্বন্ধ নাই, একটী সত্য বলিয়া মানিলে অপরটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর সাপেক্ষ। ভারতে যুক্তি ও আপ্তবাক্য বা ঋষিবাক্য পরস্পরের প্রতিকূলতা না করিয়া

অনুকুলতা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। যাহাদের জ্ঞান বিকাশিত হইয়াছে, তাহারা দেখিবেন যে ভারতের কোন শাস্ত্রের সহিত কোন শাস্ত্রের বিরোধ নাই। যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে অজ্ঞানবশতঃ। যাহা লোক হিতকর, তাহাই যুক্তিকর, তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই বেদ, তাহাই ঋষিবাক্য। যাহারা সনাতন শাস্ত্রের বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া উহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তাহারা দেখিতে পারিবেন যে উহার মধ্যে বিরোধ নাই; যে বিরোধ দৃষ্ট হয় সে কেবল স্বার্থপ্রণোদিত ব্যাখ্যার গুণে।

উপনিষদের মূলমন্ত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বিবৃত হইয়াছে, যথা;—

ত্রয়োঃ প্রজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্য মূর্ষু দেবা মনুষ্যা অসুরা, উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং, দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি- তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা, ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

দেব, মনুষ্য, অসুর প্রজাপতির এই তিন সন্তানপ্রজাপতিসন্নিধানে ব্রহ্মচারীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যান্তে দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তিনি তাহাদিগকে "দ" অক্ষর বলিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছ? তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি। আপনি দাম্যত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া আমাদিগকে দান্তস্বভাব হইতে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, ওঁ অর্থাৎ তাহাই, তোমরা সম্যগ্রূপে বুঝিয়াছে।

উহাদ্বারা দৃষ্ট হইবে প্রজাপতির প্রথম উপদেশ অসংযত প্রবৃত্তিকে দমন করা।

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈ তদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাশিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

মনুষ্যেরা শিক্ষা প্রার্থনা করিলে, প্রজাপতি পুনর্ব্বার "দ" এই অক্ষর বলিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝিয়াছ," তাহারা বলিলেন বুঝিয়াছি, আপনি আমাদিগকে "দ" দ্বারা "দত্ত" অর্থাৎ লোভ স্বভাব পরিত্যাগ কর, একাকী সমুদায় ধন ভোগ করিও না অন্যকেও ধনদান কর এই উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি বলিলেন, হাঁ তোমরা সম্যগ্রূপে বুঝিয়াছ।

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অসুরেরা ঐরূপ উপদেশ প্রার্থনা করিলে, প্রজাপতি "দ" এই অক্ষর বলিয়া—তাহাদিগকে "দয়ধ্বম", অর্থাৎ ক্রুরবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দয়ালু হইতে উপদেশ দিলেন।

তদেতদে বৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নু দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।

অদ্যাপিও বজ্র ঐ দৈবীবাক্য "দ দ দ" শব্দের দ্বারা উচ্চারণ করিয়া থাকে। দ, দাম্যত ইন্দ্রিয়সংযম কর, দ দত্ত, দান কর, দ দয়ধ্বম, দয়ালু হও এই তিন "দ" এই তিনটী শিক্ষা প্রদান করে। বজ্রধ্বনিতে "দ দ দ" করিয়া তিনবার শব্দ হয় বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধি আছে তাহার সহিত আধ্যাত্মিকভাব সংযোজিত করা হইয়াছে। পাঠক এই স্থলে গীতার

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

স্মরণ করিবেন।

আত্মনাশোপযোগী নরকের দ্বারা তিনটী;—

কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

ভাষান্তরে বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঐ উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। কাম পরিত্যাগ কর, জিতেন্দ্রিয় হও, দাম্যত ; ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ক্রূরস্বভাব পরিত্যাগ কর, জীবের প্রতি দয়া দেখাও, দয়ধ্বম ; লোভ পরিত্যাগ কর, নিজে সকলই আত্মসাৎ করিও না, পরকেও দেও, ত্ত," এই উপনিষদের মূলমন্ত্র। যাহারা এই লমন্ত্র পালন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহাদের পনিষদ বা বেদান্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন পণ্ডশ্রমমাত্র। পনিষদের ঐ "দ দ দ" উপদেশ অদ্যাপিও জ্রদ্বারা নিনাদিত হয়, কিন্তু জড়বুদ্ধি মানব কল বস্তুতেই জড়ভাব গ্রহণ করে, উহার ধ্যাত্মিকভাব গ্রহণ করিতে পারে না সুতরাং দ দ দ" করিয়া যে বজ্রধ্বনি হয়, তাহাতে বদিক সত্যের সত্বা অনুভব করিতে পারে না। ম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি, শ্রদ্ধাদির নুশীলন চেষ্টা ব্যতীত উপনিষৎ পাঠে কোন ল নাই। কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে পণ্ডিত ওয়া যায় না। প্রেমিক তুলসীদাস যে বলিয়াছেন, "পুস্তক পড়িয়া মানুষ কেবল তোতাপাখী হয়, পণ্ডিত হইতে পারে না, প্রেমের এক অক্ষর পড়িলেই পণ্ডিত হওয়া যায়," তাহা প্রত্যহ উপলব্ধি করা যায়। যে পর্য্যন্ত চরিত্রসংযত না হইবে, যে পর্য্যন্ত দয়ালু হইতে না শিখিবে, যে পর্য্যন্ত লোভ পরিত্যাগ করিতে না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত উপনিষৎ পড়া বিফল। উপনিষদের গূঢ়মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চরিত্র উন্নত করা চাই। উপনিষৎ বৃক্ষের ফলভোগের বাসনা থাকিলে, সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় চরিত্রসংযত কর।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারাই বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি ক্রূর, লোভী বা কামী তাহার উপনিষৎ পাঠের অধিকার নাই। যাহারা যমনিয়মাদিদ্বারা চরিত্রসংযত করিয়া সত্বগুণবিশিষ্ট হইয়াছেন, অর্থাৎ যাহাদের সাত্বিকবৃত্তি রাজসিক বা তামসিকবৃত্তি হইতে প্রবল তাহারাই উপনিষৎ পাঠের অধিকারী। সুতরাং উহাদ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হইল যে উপনিষৎ ত্রিগুণভিত্তি প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরোধী নহে। সত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির উপাধি ব্রাহ্মণ, তিনিই কেবল উপনিষৎ পাঠে অধিকারী। বর্ত্তমান সামাজিক প্রথা ছাড়িয়া দিবা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কাহাকে বলা যায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে, হিন্দু-পত্রিকার ১ম খণ্ড ৪৫-৫১, ৭২-৭৪ ৭৬-৮০, ১০৫ পৃষ্ঠা পাঠ করুন।

উপনিষৎ যদিও জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত, তথাপি কর্ম্মমার্গের বিরোধী নহে। কর্ম্মদ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহারাই উপনিষৎ পাঠে অধিকারী। ভগবদ্গীতোল্লিখিত নিষ্কামধর্ম্মই উপনিষদের ধর্ম্ম। ঋগাদিবেদের বক্তব্য বিষয় সকামধর্ম্ম, বেদের অন্ত বা উপনিষদের বক্তব্য বিষয় নিষ্কামধর্ম্ম ; এইজন্য বেদ অপরা ও উপনিষৎ পরাবিদ্যা। ভগবদ্গীতাগ্রন্থ যে উপনিষৎসমূহ হইতে সঙ্কলিত, তাহা কঠ, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি দুই চারিখানি উপনিষৎ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তৎপর গীতামাহাত্ম্যে দৃষ্ট হয় :—

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থ বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

উপনিষৎ সকল গাভীস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন বৎস এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, সুধীগণ তাহা পান করেন।

উপনিষৎ জ্ঞানীর জিনিষ, বালকের জিনিষ নহে। অধিকারভেদে শিক্ষা সনাতনশাস্ত্রে যেরূপ প্রকৃষ্টভাবে প্রচলিত আছে, তাহা আর কোন দেশে লক্ষিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান, জীবব্রহ্ম

এক, ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সকল বস্তুই সেই ব্রহ্মের বিকারমাত্র, ইত্যাদি দুরূহজ্ঞান সকলের বুদ্ধিগম্য নহে। এইজন্য সনাতনশাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমস্থ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। যে জিনিষে বালকের শরীর বর্দ্ধিত হয়, যুবা বা বৃদ্ধের তাহাতে হয় না। আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঐরূপ নিয়ম। সাকারাদি উপাসনা, যজ্ঞাদিক্রিয়ার যে সমুদায় বিভিন্ন ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ ঐ। বালক যতদিন নিজে হাঁটিতে না পারে, ততদিন তাহার হাত ধরিয়া হাঁটাইতে হয়; যখন নিজে হাঁটিতে পারে, তখন আর হাত ধরিতে হয় না। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ইত্যাদি আশ্রম বিভাগ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বর্ণবিভাগ, কেবল এই অধিকারভেদে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া হইয়াছে। সকলেরই চরম উদ্দেশ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি, কিন্তু যাহার যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে, তাহাকে সেই প্রকার জ্ঞান দিয়া ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

উপনিষৎ এই শিক্ষা দেন যে বিশ্বে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ এই:—বৃহত্বাৎ অপরিচ্ছিন্নরূপ ব্রহ্মাত্মকত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ বেদাদীনাং কারণত্বাৎ আবির্ভাবকর্ত্তৃত্বাদিতি যাবৎ। বৃহৎ অর্থাৎ দেশকাল বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং বৃংহণ অর্থাৎ বেদাদি তাবৎ বস্তুর কারণ ইহাকেই ব্রহ্ম বলে।

এই ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। ইহার সাধারণ অর্থ বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে এই করা হয় যে ঈশ্বর এক দুই নহে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্বে দ্বিতীয় পদার্থ নাই। ব্রহ্ম শব্দের যে অর্থ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এরও সেই অর্থ। ভেদ তিনপ্রকার স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয়। একজন মানুষের স্বগতভেদ এই যে তাহার হস্তপদ, মুখাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে, উহার একটি অপরটির ন্যায় নহে। উহাই তাহার স্বগতভেদ। অন্য একটি মনুষ্যের সহিত তাহার যে ভেদ, উহা তাহার স্বজাতীয়ভেদ; মনুষ্যেতর অর্থাৎ পশ্বাদি যাহা কিছু আছে, তাহার সহিত মনুষ্যের ভেদ বিজাতীয়ভেদ। এক শব্দের অর্থ যে ইনি স্বগতভেদরহিত, এব শব্দের অর্থ যে ইনি স্বজাতীয়ভেদরহিত, অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ যে ইনি বিজাতীয়ভেদরহিত। নাম রূপাত্মক বিশ্বোদ্ভবের পূর্ব্বে এই একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভিন্ন, আর কিছুই ছিল না। ঘট ও মৃত্তিকা গ্রহণ কর। ঘট মৃত্তিকার বিকারমাত্র; উভয়েই এক পদার্থ, কিন্তু ঘট অস্থায়ী, আজ আছে কাল নাই, এখানে আছে সেখানে নাই, কিন্তু মৃত্তিকা অধিকতর স্থায়ী। ঘট হইতে যেমন মৃত্তিকায় উঠিলে, সেইরূপ মৃত্তিকা হইতে মৃত্তিকার কারণে যাও, দেখিবে কারণ কার্য্যাপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী বা সত্য। ক্রমে জগতের মূলকারণে উপস্থিত হও, উহাই একমাত্র সত্য এবং উহাই একমেবাদ্বিতীয়ম্। উহাই এই বিশ্বের সমবায়ী ও নিমিত্তকারণ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন উর্ণনাভ স্বীয় শরীর হইতে তন্তু বাহির করে ও গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবীতে ওষধি জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশ লোম জন্মে, তেমনি অক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো-
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈক ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
সূর্য্য যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু-
র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্য দোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥

কঠোপনিষৎ।

এক অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছে, তদ্রূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা নানা বস্তুভেদে বিভিন্নরূপ হইয়াছেন এবং ঐ সমুদায় বস্তুর বাহিরেও আছেন।

বায়ু যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে তত্তদবস্তুরূপ হইয়াছেন এবং উঁহাদের বাহিরেও আছেন।

সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জাগতিক দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না।

বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ইত্যাদি।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

মৃদ্বিকারের অর্থাৎ ঘটের নাম বাক্যের অবলম্বনমাত্র। মৃত্তিকা কেবল সত্য। তদ্রূপ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ কেবল বাক্যের অবলম্বনমাত্র; বিশ্বের কারণ সেই পরব্রহ্মই কেবল সত্য।

উপনিষদের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইল, যখন দ্বৈতভাব তিরোহিত হইল, জীব যখন ব্রহ্ম হইল, তখন আর ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ থাকিবে? জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিছুই পার্থক্য থাকিল না। পরব্রহ্ম হওয়া যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম জানা যায় না।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত তৎকেনকং জিঘ্রেৎ, কেনকং পশ্যেৎ, কেনকং শৃণুয়াৎ, কেনকমভিবদেৎ, কেনকং মন্বীৎ, কেনকং বিজানীয়াৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতরমরে কেন বিজানীয়াৎ।

যে স্থানে দ্বৈতভাব থাকে, সেই স্থানেই একজনে অন্যের ঘ্রাণ লয়, একজন অন্যকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, জানে, যে স্থানে দ্বৈতভাব না থাকে, অর্থাৎ বিশ্বই ব্রহ্মময় জ্ঞান হয়, সে স্থলে কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে শ্রবণ বা মনন করে, কা জানে? যাহাদ্বারা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ জানা যায়, সেই পরব্রহ্মকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে, যিনিই বিজ্ঞাতা তাহাকে আর কিরূপে জানিবে।

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।)

শঙ্করস্বামী বলেন যে বিষয় আর বিষয়ী বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন, এক অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। বিষয় কখন বিষয়ী হইতে পারে না, কিম্বা বিষয়ী কখন বিষয় হইতে পারে না। একটি পদের কর্ত্তা কখন কর্ম্ম হইতে পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখন কর্ত্তা হইতে পারে না, কর্ত্তা চিরকালই কর্ত্তা, কর্ম্ম চিরকালই কর্ম্ম। এক কখন অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। এই শরীর এবং নামরূপধারী তাবৎ বিশ্ব আমার বহির্ভাগে, আমি উহা নহি। তাহারা বিষয়, আমি বিষয়ী, তাহারা কর্ম্ম, আমি কর্ত্তা,

তাহারা জ্ঞাত, আমি জ্ঞাতা, তাহারা "তুমি", আমি "আমি"; "আমি", "আমি" ভিন্ন তাবৎ নামরূপধারী বিশ্বকে জানিতে পারে, বিষয়ী, বিষয়কে জানিতে পারে, জ্ঞাতা জ্ঞাতকে জানিতে পারে, কিন্তু "আমি" "আমি"কে কিরূপ জানিবে? বিষয়ী বিষয়, আমি তুমি, জ্ঞাতা জ্ঞাত বা অস্মৎ যুস্মৎ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এই বিষয়ী চিদাত্মাতে বিষয় ধর্ম্ম আরোপকে অধ্যাস বলে। একজন পূর্ব্বে রৌপ্য দেখিয়াছে, রৌপ্যের কতকগুলি গুণ তাহার স্মৃতিপটে আছে, সে ব্যক্তি পরে শুক্তিকা দেখিয়া উহা রৌপ্য জ্ঞান করিল অর্থাৎ রৌপ্যের গুণ শুক্তিকায় আরোপ করিল, ইহাকেই অধ্যাস বলে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বা অবিদ্যা বা মায়াহেতু এইরূপ ভ্রম হয়। এই ভ্রমহেতুই বিষয়ী বা শরীরীকে বিষয় বা শরীর বলিয়া জ্ঞান হয়, সাক্ষী বা জ্ঞাতাস্বরূপ বিষয়ী বা আত্মাকে বিষয় বলিয়া জ্ঞান হয়। বস্তুতঃ "আমি" কেবল "আমি" হইতে পাবে। "আমি" কেবল "আমির" সত্বা বুঝিতে পারে, "আমি" "আমি" কে জানিতে পারে না। "আমি" কেবল "আমি" ইতর তাবৎ বস্তু জানিতে পারে, কিন্তু "আমি" কে জানিতে পারে না। "আমি" "আমি" কে জানিলেই, "আমি" "আমি" থাকিল না, উহা "তুমি" বা "যুস্মৎ" হইয়া গেল, বিষয়ী বিষয় হইয়া গেল, কর্ত্তা কর্ম্ম হইয়া গেল, সুতরাং অনুপপত্তি হইল। কিন্তু যদি চ বিষয়ী কখন বিষয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না, তথাপি ভ্রমবশতঃ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, অহমিদং মমেদং, আমি এইরূপ ইহা আমার ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞানের কথা সংসারে শুনা যায়। উহা মায়া বা অবিদ্যাহেতু হয়। ঐ অবিদ্যাহেতু যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলা হয়। এই অধ্যাস দূর করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য।

এই যে আমি তোমাকে দেখিতেছি, আমি তোমার কি দেখিতেছি? তোমার হস্ত পদ মুখ ইত্যাদি, তোমার শরীর, বিষয়মাত্র দেখিতেছি। তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখিতেছি, উহাও বিষয়। ইহার একটিও বিষয়ী নহে। তোমার প্রকৃত "আমি" কে আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু উপলব্ধি করিতেছি উহা স্বগুণ, মায়া বা উপাধিবিশিষ্ট "আমি"। তোমার প্রকৃত বা নির্গুণ "আমি" ও আমার প্রকৃত বা নির্গুণ "আমি" একই, উহাতে স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। একই সূর্য্য যেমন বারিধিপৃষ্ঠে তরঙ্গসংযোগে বিবিধ দৃষ্ট হয়, তেমনি একই "আমি" একই বিষয়ী, মায়া সংযোগে বিভিন্ন "আমি" প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। আমার "আমি," তোমার "আমি," তাহার "আমি," সকলের "আমিই" এক, ঐ তরঙ্গের ও এই তরঙ্গের এবং সকল তরঙ্গের সূর্য্যই যে এক তাহাই উপনিষৎ বা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। যে "আমি কে" দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন মনে করা হয় সেই আমি যে দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছিন্ন নয়, তাহাই উপনিষদে নানাবিধ যুক্তি ও উদাহরণদ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "আমিত্বের" প্রসারই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। তোমার স্বগুণ "আমি" ও আমার স্বগুণ "আমি" র মধ্যে স্বজাতীয় ভেদ আছে। কিন্তু তোমার নির্গুণ "আমি" ও আমার নির্গুণ আমিতে উহা নাই।

সূর্য্য যেরূপ স্বীয় কিরণদ্বারাই প্রকাশমান, তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপনের জন্য বাহ্য কিরণের আবশ্যক নাই, তদ্রূপ "আমি" ও "আমি দ্বারা" প্রকাশমান। আমরা "আমি" হইতে পারি কিন্তু জানিতে পারি না। যাহা জানি তাহা স্বগুণ "আমি"। ঐ গুণের অভ্যন্তরে

যে "আমি" তাহা হওয়া যায়, জানা যায় না, ইহাই উপনিষদের মর্ম্ম। ঐ "আমি" কে কেবল ইহা নয় ইহা নয়, "অতদ্ব্যাবৃত্তা," এইরূপ বর্ণনা করা যায়। বিষয়ান্তর্গত তাবৎ বস্তু "আমি" নহে, এইরূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে।

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্য নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি।

বৃহদারণ্যক।

তাহাকে কেবল "না" "না" বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে, তিনি অগ্রাহ্য অক্ষয়, অসক্ত, বর্ণ এবং বেদনারহিত। জ্ঞাতাকে কিরূপ জানা যাইতে পারে? যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাহার পত্নীকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। ~~ক্রমশঃ~~

~~কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য~~।

মধুবিদ্যা।

মধুবিদ্যা কি তাহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়ঃ—

আথর্ব্বনায়াশ্বিনাদধীচে শ্ব্যং শিরঃ প্রেত্যৈরয়তম্। স বাং মধুপ্রবোচদৃতায়ন্ত্বাষ্ট্রং যদ্দস্রাবপিকক্ষং বাং॥ ১।১১৭।২২।

ঐ বেদে আব দৃষ্ট হয়ঃ—

তদ্বাং নরা সনয়েদংস উগ্রমাবিষ্কৃণোসিতন্যতুর্নবৃষ্টিং। দধ্যঙ হ যন্মধ্বাথর্বণো বামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রযদীমুবাচ॥ ১।১১৬।১২।

এই দুইটি ঋক্‌দ্বারা ইহা পাওয়া যাইতেছে যে ইন্দ্র অথর্ব্বের পুত্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অন্য কাহাকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং বলিলে তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন বলিয়াছিলেন। অশ্বিদয়-দধীচি মুনির নিকট মধুবিদ্যা শিক্ষা করিতে গেলে, দধীচি আনুপূর্ব্বিক ঐ সমুদায় কথা তাহাদিগকে বলিলেন। অশ্বিদ্বয় তখন দধীচিকে একটি অশ্বমস্তক পরাইয়া দিয়া তাহার নিকট মধুবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া দধীচির মস্তক ছেদন করিলেন। উহার পর অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাহার নিজের মস্তক পরাইয়া দিলেন।

উপরোক্ত দুই ঋকের অর্থ এই:—

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্ব ঋষির পুত্র দধীচিকে অশ্বের মস্তক পরাইয়া দিয়াছিলে, তিনি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে সত্যরক্ষার জন্য তোমাদিগকে ইন্দ্রলব্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, হে দস্র! অর্থাৎ দর্শনীয় অশ্বিদ্বয়, তিনি তোমাদিগকে গুপ্ত মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

হে অশ্বিদ্বয়! মেঘ গর্জ্জন যেমন বৃষ্টিকে প্রকটিত করে, আমি ধনলাভার্থে অন্যের অসাধ্য তোমাদেব কর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি। তোমাদের সেই কর্ম্ম কি? না, দধীচিমুনিকে অশ্বমস্তক ধারণ করান, যাহা ধারণ করিয়া তিনি তোমাদিগকে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।

এই মধুবিদ্যা কি?

যজুর্ব্বেদের ৭ম অধ্যায় একাদশ কণ্ডিকায় দৃষ্ট হয়:—

"যা বাঙ্কশা মধুমত্যশ্বিনাস্নৃতাবতী তয়া যজ্ঞমিমিক্ষতম্।

মহীধর উহার অর্থ করেন (হে অশ্বিদ্বয়) তোমাদের যে মধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণোপনিষৎ সংযুক্তা এবং প্রিয় ও সত্যসংযুক্ত বাক্য (কশা,) তাহাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন কর।

আমরা নিরুক্তে মধু শব্দের অনেক অর্থ

পাই। (১) মেঘের অন্তর্ব্বর্ত্তী সলিল কিম্বা রস, রসোবৈমধ্বিতিশ্রুতিঃ। (২) মদতৃপ্তৌ, যাহা পান করিলে প্রাণীদিগের তৃপ্তি হয়। (৩) মধু, যথা, পুষ্পাদির। (৪) মন, জ্ঞানে। প্রথম অর্থটী ধম ধাতু হইতে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অর্থ টি মদ্ ধাতু, চতুর্থ অর্থ টি মন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইযাছে। এস্থলে ব্যাকরণ বক্তব্য বিষয় নহে বলিয়া, উহারা কিরূপে নিষ্পন্ন হইল তাহা দেখান হইল না।

এইক্ষণ গুরুর নিকট মধুবিদ্যার যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, তাহা বলিতেছি।

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

(যজুর্ব্বেদ ১৩-২৭।২৮।২৯)

উহার সাধারণ অর্থ এই:—

যজমানের জন্য বায়ু মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক্, নদী সকল মধুময় হইয়া প্রবাহিত হউক্, ওষধি সকলও মধুময় হউক্, রাত্রি মধুময় হউক্, দিবাও মধুময় হউক্, মাতৃরূপা পৃথিবী মধুময়ী হউন্, পিতৃরূপ দ্যুলোকও মধুময় হউন্, বনস্পতি সকল মধুময় হউক্, সূর্য্য মধুময় হইয়া উদয় হউক্, গো সকলও মধুময় হউক্।

মধুমক্ষিকা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর গমন করিয়া মধুগ্রহণ করিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ সর্ব্বাধার হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। মধু যেরূপ পুষ্পের সারাংশ, ব্রহ্মই তদ্রূপ জগতের সারাংশ। মধুপানে যেরূপ রসনার তৃপ্তি হয়, ব্রহ্মজ্ঞানে সেইরূপ আত্মা চরিতার্থ হয়। মধুপানে মধুকর যেরূপ মত্ত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরূপ মধুপানে তদ্রূপ মত্ত হন। ঐ যে পুষ্পের মধু, উহা ঐ পুষ্পের রস; মধুতে পরিণত হইয়াছে। ঐ রস না থাকিলে মধুর অভাব হইত। ঐ যে তরুবর নেত্রতৃপ্তিকর হইয়াছে, উহার কারণ পৃথিবীর রস; উহার মূল ছেদন কর, অমনি তরুবর শুষ্কতাপ্রাপ্ত হইল, নয়নের আর তৃপ্তিকর হইবে না। ব্রহ্মও এই জগতের রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস না থাকিলে বিশ্বস্থ কিছুই সজীব থাকিতে পারিত না।

ইন্দ্র ইহাই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মধুচিন্তনে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছিলেন। এইজন্য বিশ্বের সারাংশ ব্রহ্মের নাম মধু রাখিয়াছিলেন, এবং ঐ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বা বিদ্যার নাম মধুবিদ্যা হইল। তিনি উপযুক্ত অধিকারী প্রাজ্ঞ দধীচিকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু অনধিকারী বালক অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দেওয়াতে কুপিত হইয়াছিলেন। বৈদিক কিম্বদন্তীর এই মূল তাৎপর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন। অনিল, সলিল, দিবস, যামিনী, চন্দ্র, সূর্য্য, বনস্পতি, পৃথিবী, আকাশ, গো, অশ্ব, সকলই তাহার নিকট ব্রহ্মময়। লোকানন্দদায়ী বিশ্বচক্ষুরূপ সূর্য্য উদয় হইল, তিনি তাহার মূলে ব্রহ্মের কার্য্য দেখিলেন; মানবের জীবনস্বরূপ অনিল প্রবাহিত হইতেছে, তিনি তাহাতেও ব্রহ্মের কার্য্য দেখিতেছেন। তিনি জগৎ ব্রহ্মময় বা মধুময় দেখেন। মধু ভিন্ন অন্য কথা তাহার মুখে নাই, অন্য চিন্তা তাহার মনে নাই, অন্য বস্তু তাহার নয়নপথে পতিত হয় না, অন্য শব্দ তাহার কর্ণগোচর হয় না, নাসিকা অন্য ঘ্রাণ লয় না, রসনা অন্য রস পান করে না, ত্বক্ অন্য স্পর্শ অনুভব করে না। নিজেও মধু, অন্যান্য সকলেও মধু। একমেবাদ্বিতীয়ম্, স্বগত, স্বজাতীয়, বা বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। সর্ব্বত্রই মধু; মধু, মধু, মধু; মধু ভিন্ন আর কিছুই নাই।

মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

আর একটু দেখুনঃ—

ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধুযশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ১॥

ইমাঃ আপঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়ধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ২॥

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাস্যাগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৩॥

অয়ং বায়ুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৪॥

অয়মাদিত্যঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৫॥

ইমাঃ দিশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাষাং দিশাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোমায়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৬॥

অয়ং চন্দ্রঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব য যোঽয়মাত্মেদমমৃতং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৭॥

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তেজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৮॥

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায় মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ৯॥

অয়মাকাশঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বাস্যাকাশস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্॥ ১০॥

অয়ং ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্ম্মস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১১॥

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১২॥

ইদং মানুষং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১৩॥

অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ১৪॥

স বা অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ

সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্না-ত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বএত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ॥ ১৫॥

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ মধুব্রাহ্মণ।

উহার অর্থ এই ;—

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই পৃথিবী মধু, এই পৃথিবীর পক্ষেও সর্ব্বভূত ও মধু। এই পৃথিবীর অন্তর্ব্বর্ত্তী যে তেজময় অমৃতময় পুরুষ আছেন এবং এই শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী তেজময়, অমৃতময় অধ্যাত্ম পুরুষ আছেন, তিনি সকল ভূতের পক্ষে মধু এবং সকল ভূতই তাহার পক্ষে মধু। তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সকল॥ ১॥

সর্ব্বভূতের পক্ষে এই জল মধু, এই জলের পক্ষে সর্ব্বভূতও মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ২॥

সর্ব্বভূতের পক্ষ এই অগ্নি মধু, এই অগ্নির পক্ষে সর্ব্বভূতও মধু (পূর্ব্ববৎ)॥ ৩॥

বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, বজ্র, আকাশ, ধর্ম্ম, সত্য, মনুষ্য, আত্মা, সকলই অন্যান্য সকলের পক্ষে মধু এবং বিশ্বস্থ অন্যান্য সকলও তাহাদের পক্ষে মধু॥ ৪—১৪॥

এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মাই সকল ভূতের অধিপতি, সকল ভূতের রাজা। অরা যেরূপ রথের নেমী ও রথের নাভিদ্বারা আবদ্ধ, সেইরূপ সর্ব্বভূত সর্ব্বদেব এবং সর্ব্বলোক সকল ইন্দ্রিয় এবং সকল আত্মাই এই আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মায় সংবদ্ধ। ১৫।

উহাদ্বারা জগৎ ব্রহ্মময় তাহা সূচিত হইল এবং বিশ্ব জীবনের প্রত্যেক অংশের সহিত অপরাং-শের সহিত যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাও সূচিত হইল। সকলেই সকলের পক্ষে মধু, বিশ্বের কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, অন্যান্য বস্তু মধুবিহীন পুষ্পের, রসবিহীন তরুর ন্যায় হয়। "যস্মাৎ পরস্পরোপকার্য্যোপকারকভূতং জগৎ সর্ব্বং পৃথিব্যাদি" শঙ্করস্বামী। পৃথিবী আদি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই অন্যান্য বস্তুর দ্বারা উপকৃত এবং অন্যান্য বস্তুর উপকারী। এই মধুবিদ্যাকে হিন্দু-পত্রিকায় আমিত্বের প্রসার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ altruism আদি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। হিন্দু-পত্রিকায় আমিত্বের প্রসার নামক যে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, পাঠক তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

সম্পাদকের নিবেদন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ঢাকাকলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রসন্ন-চন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ মহাশয় ঢাকায় হিন্দু-পত্রিকার বহুল-প্রচারে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন।

যে সমুদায় গ্রাহকবর্গ বর্ত্তমান অর্থাৎ ১৩০২ সালের মূল্য প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য প্রেরণ করেন। এক টাকা আদায় করিবার জন্য স্বতন্ত্র পত্র লেখা বিশেষ অসুবিধাজনক। যে তিন-শত মহোদয় ১৩০১ সালের সমগ্র পত্রিকা গ্রহণ করিয়া দরিদ্র পত্রিকাকে প্রাপ্য ১৲ এক মুদ্রা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের এক মুদ্রা লইয়া সুখে অবস্থান করুন; তাঁহাদের নিকট হিন্দু-পত্রিকা আর প্রেরিত হইবে না, কিন্তু তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা যেন প্রাপ্ত পত্রিকাখণ্ড অন্ততঃ একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্যয় ও পরিশ্রমের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	১৩০২ সাল, ১৮১৭ শকাব্দা।	ভাদ্র ও আশ্বিন

মানবজীবনের উদ্দেশ্য। *

বিকাশই মানবজীবনের মূলমন্ত্র। এই জীবন-কুসুমকে যিনি বিকশিত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। অধিকাংশ জীবন কিন্তু প্রস্ফুটিত হইতে পারে না; নানাবিধ অন্তরায় উপস্থিত হইয়া প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই উহার বিনাশ সাধন করে। ঐ অন্তরায় স্বীয় স্বীয় কর্ম্মোদ্ভূত। জীবন ...শিত করিতে পারিলে, উহা কালে প্রস্ফু- পরিত চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ বিস্তার করিবেই তুমিও আপ্রকৃতি আবহমানকাল এই শিক্ষা কোটি ঐ যে উদ্যানে গোলাপপুষ্প রহি- প। জীবনের মূলমন্ত্র কি? প্রস্ফুটিত কোকিা, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ কেহই পরিণত হ সুগন্ধ হইতে বঞ্চিত নহে। গন্ধ- রবে জগউহার সুগন্ধ সকলকেই সমানভাবে প...রিতেছে। আম্রমুকুল জগতের উপ- ...র্থ ফলে পরিণত হইতেছে। কোকিল ...স্বরে মানবের কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ ...তেছে। নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্র সুধাবর্ষণ ...রয়া মানবের হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত করিতেছে। কেহই উহা হইতে বঞ্চিত নহে। প্রকৃতির আত্মপর জ্ঞান নাই, শত্রু মিত্র ভেদ নাই। তাবৎ বিশ্বই বিকাশের দিকে ধাবমান, এবং কেহই উহার ফল হইতে বঞ্চিত নহে। জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইল না, ইহা সাগরবক্ষে কাণ্ডারী বিহীন তরণীসদৃশ হইল, এই চিন্তায় চিন্তিত হইয়া পরিব্রাজক অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাই নিশীথ-স্বপ্ন সংবাদ নামক প্রবন্ধ হইয়াছে। উহা কোন গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। জাগ্রত অবস্থায় যে যে বিষয়ের চিন্তা করা যায়, স্বপ্নে তাহাই দৃষ্ট হয়। গোলাপ ষোড়শী রমণীবেশে, আম্রমুকুল বালিকাবেশে, কোকিল ও চন্দ্র ক্রমে ক্রমে পরিব্রাজককে স্বপ্নাবস্থায় জীবনের মূলমন্ত্র শিক্ষা দিলেন। কিন্তু উপদেশ স্ফুট হইল না। সত্যকাম প্রকৃতির নিকট হইতে যে দুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক চিন্তাহেতু সত্যকামও স্বপ্নে দেখা দিলেন। অগ্নি, ঋষভ, হংস, মদ্গু (হিন্দু পত্রিকা ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা, সত্যকাম জাবাল সংবাদ) ক্রমে স্মৃতিপটে উদয় হইল। তাহারা সকলেই এক বাক্যে বিকশিত হইতে উপদেশ দিল। মূল প্রবন্ধের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

---

* গত বৈশাখের হিন্দু-পত্রিকায় নিশীথস্বপ্নসংবাদ প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক গ্রাহক কোন কোন প্রশ্ন করায়, এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

মধুমাস, যামিনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে। প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তারকা-রাজি বেষ্টিত চন্দ্র সুধাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। কোকিল চন্দ্রালোকে পুলকিত হৃদয় হইয়া মুকুলিত আম্রশাখায় উপবিষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে কুহুরব করিতেছেন। গোলাপ কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়ায় উদ্যান সুরভিত ও মনোহর হইয়াছে। প্রকৃতি শান্তিময়ী, কিন্তু হৃদয়ে শান্তি নাই। এই অবস্থা অপরকে বুঝান যায় না, যিনি ঠেকিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন। কিছুকাল পরে বোধ হইল নিদ্রিত হইলাম। তখন দেখিলাম বিম্বাধরা অলক্তাভ-কপোলা এক ষোড়শী রমণী শির-প্রদেশে উপবিষ্টা আছেন। বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কথা বলার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন : –

ভয় নাই, আমি মানুষী নহে, এই শরীরও ভৌতিক নহে, উহা আধ্যাত্মিক।

পরিব্রাজক। মাতঃ, আপনি কে, কি জন্যই বা এই নিশীথকালে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

দেবী। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, আমি তোমার উদ্যানস্থ গোলাপ কুসুমাত্মিকা দেবী। তোমার দুঃখে কাতর হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি।

প। আপনি জড়ময়ী আমার এই বিশ্বাস ছিল, আপনাতে যে চৈতন্য শক্তি আছে, আমি তাহা কখন ভাবি নাই।

দে। এইক্ষণ হইতে জেনে রাখ যে আমাতেও চৈতন্য আছে।

প। আমার দুঃখ কি তাহা আপনি জানেন?

দে। জানি, ঔষধও বলিয়া দিতেছি। প্রত্যহই তোমাকে বলিয়া থাকি, কিন্তু অজ্ঞান-বশতঃ উহা তুমি বুঝিতে পার না।

প। আঃ, আমি এতদিন পরে জীবন পাইলাম। আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

দে। বিকশিত হও।

প। আর কি?

আর কিছু দেখিতে পারিলাম না। হৃদয় পুনর্ব্বার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। কি দেখিলাম, কি শুনিলাম, ব্যাপারটি কি? আমি নিদ্রিত কি জাগ্রত, তাহা ভগবানই জানেন। নেত্র-যুগল হইতে বারিবর্ষণ হইতে লাগিল। হঠাৎ আনন্দমূর্ত্তি, পীতবসনা, সৌরভপূর্ণা—একটী দেবকন্যা দেখিতে পাইলাম। কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন।

দেবকন্যা। বুঝিতে পারিতেছ না? মানব তাবৎ বিশ্বকে জড়ময় ভাবিয়া অধ্যাত্মক যে থাকে, কিন্তু নিজের জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ অনুগ্রহ-পারে না।

প। আমাকে আর বিড়ম্বনা করিবেন না। মাতঃ! আপনি কে?

দেঃ কঃ। আমাকে চিনিলে তোমার উদ্যানের আম্রমুকুলাত্মিকা

প। অদ্য কি মহাপ্রলয়, সকলই তিন-দেখিতেছি চৈতন্যে পরিণত হইল! গ্রহণ

দেঃ কঃ। মূর্খ! শান্ত হও, গোলাপ আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। দর

প। আপনার যাহা বক্তব্য আছে, বলুন।

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও।

প। আর কি?

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও।

প। আর কি ?

দেঃ কঃ। বিকশিত হও, ফলে, পরিণত হও।

প। আর কি ?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম, আমি পূর্ব্ব-দশা প্রাপ্ত হইলাম। হঠাৎ দেখি চন্দ্র শিরোভাগে অবস্থিত।

প। আজ নিশ্চয়ই মহাপ্রলয়।

চ। তোমার রোদনে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছি, জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যাহা বলি শুন।

প। বলুন, শুনিতেছি।

চ। বিকশিত হও, ফলে পরিণত হও, অমৃত বিতরণ কর।

প। আর কি ?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অকস্মাৎ কোকিল কর্ণের নিকট কুহু কুহু করিতে লাগিল।

পরিব্রাজক। হে কোকিল। দুর্দ্দিন পাইয়া তুমিও আমাকে বিড়ম্বিত করিতে আসিয়াছ।

কোকিল। কুহু, কুহু, কুহু, কুহু,।

প। কি ?

কোকিল। কুহু বিকশিত হও, কুহু ফলে পরিণত হও, কুহু অমৃত বিতরণ কর, কুহু কুহু-রবে জগৎ উন্মত্ত কর।

প। কি ?

আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরে দেখি শিরোভাগে অমিততেজ সৌম্যমূর্ত্তি একব্রহ্মচারী শিরোভাগে উপবিষ্ট আছেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি সত্যকাম জাবাল, আমার রোদনে ব্যথিত হইয়া আসিয়াছেন। আমি বলিলাম, সত্যকথনের জন্য আপনি জগতের শীর্ষস্থানীয়, আমার দুঃখ কিসে অপনীত হইবে, তাহা বলুন। তিনি অঙ্গুলিদ্বারা একটী ঋষভ দেখাইয়া ছিলেন। ঋষভ বলিলেন গোলাপাদি যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক্। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, ঋষভ অঙ্গুলিদ্বারা পাবক দেখাইয়া দিলেন। পাবক বলিলেন, ঋষভ যাহা বলিলেন তাহা ঠিক্। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, তিনি একটী হংস দেখাইয়া দিলেন। হংস বলিলেন, পাবক ঠিক্ বলিয়াছেন। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, তিনি একটী মদ্গু দেখাইলেন। মদ্গু বলিলেন, হংস যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক্ বলিয়াছে, পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিতে গেলে, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তদবধি আমি উন্মত্ত হইয়া দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছি।

হে বিজ্ঞ পাঠক! আমি পারিলাম না, তুমি যদি পার, তাহাহইলে জগতের হিতের জন্য গোলাপকুসুমের ন্যায় অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকাশ কর, আম্রমুকুলের ন্যায় ফলে পরিণত হও, চন্দ্রের ন্যায় অমৃত বিতরণ কর, কোকিলের ন্যায় কুহুরবে জগৎ উন্মত্ত কর।

সামবেদান্তর্গত বিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্র ব্যাখ্যা।

ওঁ ইম মশ্মান মারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরাভব।
দ্বিবন্তমপবাধস্বমাচত্বং দ্বিবতামধঃ॥ ১॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যে!) ত্বং ইমং অশ্মানং আরোহ (তথা) অশ্মা ইব স্থিরাভব। দ্বিষন্তং অপবাধস্ব ত্বং দ্বিষতাং অধঃ চ মা (ভব।)

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যে! ত্বং ইমং সমক্ষোপস্থিতং অশ্মানং প্রস্তরং আরোহ আক্রাম। প্রস্তরমারুহ্য তিষ্ঠেত্যর্থঃ। তথা অশ্মা ইব প্রস্তরবৎ স্থিরা নিশ্চলা ভব। ভর্ত্তৃ-পরিজনৈস্তাড়িতাপি কলহং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ।

এতৎ বিবৃতং শাকুন্তলে যথা কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নী জনে। ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণ তয়া মাস্মপ্রতীপং গমঃ। দ্বিষন্তং শত্রুং অপবাধস্ব পীড়য়। চ তথা ত্বং দ্বিষতাং শত্রূণাং অধঃ মা ভব যথা শত্রবস্ত্বাং অধো ন করোতি তথা কুরু॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি এই প্রস্তর-খণ্ডে অধিরোহণ কর। ইহার ন্যায় স্থির হও। শত্রুদিগের পীড়া জন্মাও এবং যাহাতে তাহারা তোমাকে অধস্থ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও॥ ১॥

ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতেঽগ্নৌ লাজানাবপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ। শতং বর্ষাণি জীবত্বে ধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম॥ ২॥

অন্বয়ঃ। ইয়ং নারী অগ্নৌ লাজান (এতৎ) উপব্রূতে (যৎ) মে পতিঃ দীর্ঘায়ুঃ অস্তু শতং বর্ষাণি জীবতু (তথা) মম জ্ঞাতয়ঃ এধন্তাং॥২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। ইয়ং নারী মৎ পরিণীতা স্ত্রী অগ্নৌ বহ্নিকুণ্ডে লাজান্ আবপন্তী নিক্ষিপন্তী সতী এতৎ উপব্রূতে কথয়তি যৎ মে মম পতিঃ স্বামী দীর্ঘায়ুঃ অস্তু ভবতু। পত্যুরায়ুসংখ্যাং স্পষ্টীকৃত্যাহ শতং বর্ষাণি ব্যাপ্য জীবতু। তথা মম জ্ঞাতয়ঃ স্বকুলজাতাঃ এধন্তাং বর্দ্ধন্তাং॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নিকুণ্ডে লাজসমূহ (খই) নিক্ষেপকরতঃ এই নারী বলিতেছেন যে আমার পতি শতবর্ষকাল জীবিত থাকুন। এবং আমার জ্ঞাতিবর্গের শ্রীবৃদ্ধি হউক॥ ২॥

১। শতং—বিংশত্যাদেবেকত্ব মনাবৃত্তৌ ইত্যনেনং একবচনম্। ২। বর্ষাণি—কালাধ্বনো রত্যন্তসংযোগে ইত্যনেন ব্যাপ্ত্যর্থে দ্বিতীয়া।

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়-মপদীক্ষাময়ষ্ট কন্যা উতত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ। ইয়ং কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী অপদীক্ষাং অযষ্ট। উতকন্যা বয়ং ত্বয়া ধারা উদন্যাঃ ইব দ্বিষঃ অভিগাহেমহি॥ ৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। ইয়ং কন্যলা কন্যা পিতৃভ্যঃ পিতৃলোকাৎ যতী গচ্ছন্তী অপদীক্ষাং দীক্ষাং ক্ষারলবণান্নাশনাদি সংস্কারং অপবর্জ্জয়িত্বা অযষ্ট অগ্নিং পূজিতবতী। উতকন্যা হে কন্যে! বয়ং ত্বয়া হেতুভূতয়া ধারা জলধারয়া উদন্যাঃ পিপাসা ইব দ্বিষঃ শত্রূন্ অভিগাহেমহি অতি-ক্রমেমহি যথা শৈত্যাদিগুণৈঃ জলধারয়া পিপাসা শাম্যতে তথা আর্জ্জবাদিগুণৈঃ ত্বয়াপি শত্রবো মে শাম্যন্তামিত্যর্থঃ অতঃপরং ত্রিরাত্রমক্ষার-লবণান্নাশিনৌ দম্পতী অধঃ শয্যায়াং শায়ী-যাতাং ইতি শ্রুতিঃ। তথা চ কুমারসম্ভবে অথ বিবুধগণাংস্তা নিন্দুমৌলির্বিসৃজ্য ক্ষিতিধরপতি কন্যামাদদানঃ করেণ। কনককলসযুক্তং ভক্তি-শোভাসনাথং ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকা-গারমাগাৎ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। এই কন্যা পিতৃকুল হইতে যাইবার সময় ক্ষারলবণাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্নির আরাধনা করিয়াছেন। হে কন্যকে! লোকে যেরূপ জলধারাদ্বারা পিপাসা শান্তি করিয়া থাকে আমিও তদ্রূপ তোমার দ্বারা শত্রুবর্গকে বশীভূত করিব॥ ৩॥

১। অপদীক্ষাং—ইতি পদং অসমস্তং অপ-পরিভ্যাং বর্জ্জনে ইতি দ্বিতীয়া। ২। কন্যলা—স্বার্থেলপ্রত্যয়ঃ। ৩। উতকন্যা—ইতি সম্বো-ধনং ছান্দসত্বাৎ আতো একারাভাবঃ। ৪। ধারা—ইতি তৃতীয়ান্তং পদং ছান্দসত্বাৎ অয়া-ভাবঃ। ৫। উদন্যাঃ—উদকমিচ্ছা ইতি বাক্যে ক্যচ্ প্রত্যয়ঃ। অশনায়োদন্যধনায়া বুভুক্ষা পিপাসা গর্দ্ধেষু ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।

ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবোঽর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুতঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ। কন্যা অর্য্যমনং দেবং নু অগ্নিং অযক্ষত স দেবঃ অর্য্যমা ইতঃ প্রমুঞ্চাতু মা অমুতঃ ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। কন্যা মৎপরিণীতা স্ত্রী অর্য্যমনং দেবং সূর্য্যং নু তথা অগ্নিং অযক্ষত পূজিতবতী। স দেবঃ অগ্নিঃ অর্য্যমা চ ইতঃ পিতৃকুলাৎ মুঞ্চা তু মোচয় তু। অস্মাৎ পতিকুলে গময় তু অমুতঃ পতিকুলাৎ মা মোচয় তু। যথা ইয়ং সর্ব্বদা পতিকুলে বসেৎ তথা করো তু ॥ ৪ ॥

১। প্রেতো মুঞ্চা তু—ইত্যর্থ ব্যবহিতো হপি প্রশব্দঃ মুঞ্চাত্বিত্যনেন যোজ্যঃ।

সপ্তপদীগমন মন্ত্রব্যাখ্যা সম্পাদক মহাশয় হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়ভাগের প্রথমখণ্ডে লিখিয়াছেন একারণ আমার প্রয়াস নিরর্থক বিবেচনা করিয়া ঐ মন্ত্রব্যাখ্যা বিষয়ে বিরত হইলাম।

ওং সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ। ইয়ং বধূঃ সুমঙ্গলীঃ ইমাং সমেত (তথা) পশ্যতঃ অস্যৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা যথাস্তং বিপরেতন ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে সমাগতাঃ স্ত্রিয়ঃ! ইয়ং বধূঃ মৎপরিণীতা স্ত্রী সুমঙ্গলীঃ প্রশস্ত মঙ্গলসম্পন্না ইমাং সমেত অস্যাঃ সমীপে সমাগচ্ছতঃ যূয়মিতি শেষঃ তথা অস্যৈ সৌভাগ্যং দত্ত্বা বিতীর্য্য যথাস্তং অস্তং গৃহং অনতিক্রম্য স্বগৃহমিত্যর্থঃ বিপরেতন প্রতিনিবৃত্তা ভবত ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই মৎপরিণীতা স্ত্রী প্রশস্ত মঙ্গলসম্পন্না। তোমরা ইহার নিকট সমাগত হও। এবং ইহাকে দেখিয়া স্বস্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও ॥ ৫ ॥

১। যথাস্তং অস্তং গৃহং অনতিক্রম্য অব্যয়ভাব সমাসঃ। অস্তি তিষ্ঠতি অত্র ইত্যধিকরণতঃ।

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ ॥৬॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) নৌ হৃদয়ানি বিশ্বেদেবাঃ সমাপঃ সমঞ্জন্তু। (তথা) সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা উদেষ্ট্রী নৌ সন্দধাতু ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! নৌ আবয়োঃ হৃদয়ানি হৃদয়ে বিশ্বেদেবাঃ তথা আপো জলানি সমঞ্জন্তু শোধয়ন্তু। মাতরিশ্বা বায়ুঃ ধাতা প্রজাপতিঃ উদেষ্ট্রী উপদেষ্ট্রী দেবতা চ নৌ আবাং সন্দধাতু একীকরো তু। সমাপঃ সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা ইত্যত্র সমিত্যুপসর্গত্রয়ং পাদপূরণে ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! বিশ্বদেব সমুদায় এবং জলসকল তোমার এবং আমার হৃদয় বিশোধিত করুন্। বায়ু প্রজাপতি এবং উপদেশদাত্রী দেবতা তোমাকে এবং আমাকে একত্র সংযোজিত করুন্ ॥ ৬ ॥

১। নৌ—ষষ্ঠ্যন্তস্য দ্বিতীয়ান্তস্য চ অস্মৎ শব্দস্য নৌ আদেশঃ।

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

দিনচর্য্যা।

বর্ত্তমান সময়ে নব্যদিগের চক্ষু বিলাতীভাব ধারণ করিয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে হিন্দুর স্মৃতিশাস্ত্রকে আদর করেন না। দুঃখের কথা বলিব কি মৃতমহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও চারুপাঠ তৃতীয়ভাগে লিখিয়াছেন যে, "বামপার্শ্বে যে বৃক্ষ দেখিতেছ, উহা স্বভাবতঃই

অসার ও রন্ধ্রপরিপূর্ণ, উহার নাম স্মৃতি”। স্মৃতিশাস্ত্র যে অসার নহে, তাহা ক্রমশঃ দেখাইব।

প্রাতরুত্থান।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্বস্থ্যোরক্ষার্থ মায়ুষঃ।
তত্র সর্ব্বাঘশান্ত্যর্থং স্মরেচ্চ মধুসূদনং।
আয়ুষ্য মুষসি প্রোক্তং মলাদীনাং বিসর্জ্জনং।
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদর গৌরববারণং।
(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড।)

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগ করিবে। এবং পাপশান্তির জন্য মধুসূদনের স্মরণ করিবে। প্রত্যুষে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন আয়ুষ্কর। তাহা হইলে অন্ত্রের কূজন, (পেটডাকা) আধ্মান (পেটফাঁপা) এবং উদরের গুরুত্ব থাকে না।

এ বিষয়ে বামনপুরাণে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দেখান যাইতেছে,—

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরন্ দেববরান্ ঋষীন্।
ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী
ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম
সুপ্রভাতং।

দেবগণ ও ঋষিগণকে স্মরণ করতঃ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু ইহাঁরা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের লক্ষণ অহ্নিকাচারতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে,—

রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে॥
পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে। শেষার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি মদন পারিজাতাৎ।
তত্রাপি সূর্য্যোদয়াৎ প্রাগর্দ্ধপ্রহরে দ্বৌ মুহূর্ত্তে তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ।

রাত্রির শেষ চারি দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলে। স্মৃতিনিবন্ধা রঘুনন্দন ঐ চারিদণ্ড কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এবং অপর ভাগকে রৌদ্রমুহূর্ত্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে পাওয়া গেল যে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা স্মৃতিশাস্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসম্মত।

এস্থলে আয়ুর্ব্বেদকার কেবল মধুসূদনের নাম স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু স্মৃতিকার তাহা অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রাতঃশিরসি শুক্লেব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তং নামপূর্ব্বকং।
নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসঞ্জকং।
অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন
শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্।
লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো
ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসার যাত্রা মনু-
বর্ত্তয়িষ্যে।
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং
ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি
তথা করোমি।

প্রাতঃকালে মস্তকস্থিত শুক্লাব্জাসীন দ্বিনেত্র দ্বিভুজ প্রসন্নমুখ শান্তস্বভাব গুরুকে নমোচ্চারণপূর্ব্বক স্মরণ করিবে। ইষ্টদেবস্বরূপ সেই গুরুদেবকে নমস্কার। যাঁহার বাক্যরূপ অমৃতসংসার নামক বিষ বিনষ্ট করে। আমি স্বয়ং ব্রহ্ম, আমার সুখ দুঃখ কিছুই নাই। আমি নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ। হে লোকেশ! হে চৈতন্যময়! হে অধিদেব! হে শ্রীকান্ত! হে বিষ্ণো! আমি তোমার আজ্ঞানু-

সারে তোমার প্রীতির জন্য সংসারযাত্রা সম্পাদন করিব। হে হৃষীকেশ! আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। এবং আমি অধর্ম্মও জানি, কিন্তু আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না। হে ইন্দ্রিয়াধীশ্বর! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত কর আমি তাহাই করি।

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যানলস্য চ
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥
(মহাভারত।)

কর্কোটক নাগ দময়ন্তী নল এবং ঋতুপর্ণ রাজার নাম কীর্ত্তন করিলে কলিদোষ বিনষ্ট হয় *।

দর্শনং স্পর্শনং কার্য্যং প্রবুদ্ধেন শুভাবহং।
দধ্যাজ্যাদর্শসিদ্ধার্থ বিল্বগোরচনস্রজাং।
স্বমাননং ঘৃতে পশ্যেৎ যদীচ্ছেৎ চিরজীবিতং।
(ভাবপ্রকাশ।)

দধি, ঘৃত, আদর্শ, (আয়না) শ্বেতসর্ষপ, বিল্বপত্র, গোরোচনা এবং পুষ্পমাল্য দর্শন ও স্পর্শন করিলে মঙ্গল হয়। দীর্ঘজীবন ইচ্ছা করিলে গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃতে আপনার মুখ দর্শন করিবে।

শ্রোত্রিয়ং সুভগামগ্নিং গাং চৈবাগ্নিচিতং তথা।
প্রাতরুত্থায় যঃ পশ্যেৎ আপদভ্যঃ স বিমুচ্যতে।
(ছন্দোগপরিশিষ্ট।)

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, সুভগানারী, গরু, অগ্নিচিৎ ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রাতঃকালে উঠিয়া যে দর্শন করে, সে সমুদায় আপৎ হইতে বিমুক্ত হয়।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে গুলি দর্শন ও স্পর্শন করিতে উক্ত হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রে সে গুলির একটাও উল্লিখিত হইল না। এ ক্ষেত্রে কিরূপে স্মৃতিশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্মত হইল? ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ঐ সমুদায় দ্রব্যের দর্শন স্পর্শন ও স্মরণ মাঙ্গল্য দ্রব্যমাত্রেরই উপলক্ষণ। অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যাদি দর্শন করিলে অন্তরে সত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয় তাহাই বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিণ্মূত্রোৎসর্গবিধি।

আটোপশূলৌ পারকর্ত্তিক চ সঙ্গঃ পুরীষস্য
তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষমার্গাদথবা নিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য।
(ভাবপ্রকাশ।)

পুরীষের বেগধারণ করিলে কোষ্ঠবদ্ধ শূল এবং গুহ্যদেশে পারিকর্ত্তনবৎ পীড়া জন্মে। মুহুর্মুহুঃ উদ্গার উঠিতে থাকে। অথবা বায়ু নিঃসরণ হয়।

বাতমূত্রপুরীষাণাং সঙ্গোঽধ্মানাং ক্লমোরুজা।
জঠরে বাতজাশ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্ব্বাতনিগ্রহাৎ
বস্তিমেহনয়োঃ শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং শিরোরুজা।
বিনামো বঙ্ক্ষণানাহঃ স্যাল্লিঙ্গং মূত্রনিগ্রহে।
নবেগিতোঽন্য কার্য্যঃ স্যাৎ ন বেগান্
ধারয়েৎ বলাৎ।
কামশোকভয়ক্রোধান্ মনোবেগান্ বিধারয়েৎ
গুহ্যাদিমলমার্গাণাং শৌচং কান্তিবলপ্রদং।
পবিত্রকরমায়ুস্য মলশ্রীকলিপাপহৃৎ।
প্রক্ষালনং মতং পাণ্যোঃ পাদয়োঃ শুদ্ধিকারণং
মলশ্রমহরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং রাক্ষসাপহং॥
ভাবপ্রকাশ ও চরক।

বাতনিগ্রহে বাত মূত্র পুরীষের নিরোধ উদরাধ্মান (পেটফোলা) ক্লান্তি প্রভৃতি বাতজ

---

* সাধু মহাত্মা দর্শন ও স্মরণ করিলে, অন্তরে সত্ত্বগুণাধিক্যপ্রযুক্ত পাপ-প্রবৃত্তি সকল উপশান্ত হয়। গুণত্রয় বিভাগে ইহা বিস্তারিতরূপে বুঝান যাইবে।

ও অন্যান্য রোগ জন্মে। মূত্রনিগ্রহে বস্তি ও মেঢ্রের শূল মূত্রকৃচ্ছ্র শিরঃপীড়া বিনাম (শরীরের নম্রতা) বঙ্ক্ষণের আনাহ (টেনে ধরা) প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। কাম ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি মনোবেগ ধারণ করিবে। কিন্তু মলমূত্রাদির বেগ বলপূর্ব্বক ধারণ বা অন্যথাকরণ করিবে না। গুহ্যাদিমলমার্গ শুচি থাকিলে শরীর কান্তিযুক্ত ও বলিষ্ঠ হয়। অলক্ষ্মী ও কলির পাপ দূরীভূত হয়। হস্ত ও পদপ্রক্ষালন করিলে শরীর শুদ্ধ ও নির্ম্মল হয়। শ্রান্তি বিদূরিত হইয়া থাকে। এবং শরীর সুস্থ হয়।

আয়ুর্ব্বেদকার যাহা অনেক কথায় বলিলেন স্মৃতিকার তাহা এক কথায় শেষ করিলেন।

ন চাপি ধারয়েদ্ধীমান্ বেগং মূত্রপুরীষয়োঃ
আপস্তম্বসংহিতা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মূত্র এবং পুরীষের বেগ কখনই ধারণ করিবে না।

প্রাতরুত্থায় বিন্মূত্রে দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
চরকসংহিতা।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দূরে বিন্মূত্রোৎসর্গ করিবে। এস্থলে স্মৃতিকার একটু অগ্রসর হইয়াছেন।

মধ্যমেন তু চাপেন প্রক্ষিপেত্তু শরত্রয়ং।
হস্তানান্তু শতে সার্দ্ধে লক্ষং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
মৈত্রং কুর্য্যাৎ ততো গত্বা ইষুপাতস্থলাৎ বহিঃ
দক্ষসংহিতা।

১৫০ হস্ত অন্তরিত স্থান লক্ষ্য করিয়া মধ্যম ধনুদ্বারা তিনটী বাণ নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই বাণ নিক্ষেপ স্থানের বাহিরে গিয়া পুরীষোৎসর্গ করিবে।

এখানে আর একটী কথা উঠিল। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেক প্রকার গুণ লিখিত হইয়াছে। স্মৃতিকার দূরে বিণ্মূত্রোৎসর্গ করিবার ছলে ব্যায়াম করারও অনুমতি দিয়াছেন।

ব্যায়াম সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং বিদগ্ধঘনগাত্রতা।
দোষক্ষয়োঽগ্নি বৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে।
ব্যায়ামদৃঢ়গাত্রস্য ব্যাধির্নাস্তি কদাচন।
বিদগ্ধং বা বিরুদ্ধং বা ভুক্তং শীঘ্রং বিপচ্যতে।
ভবন্তি শীঘ্রং নৈতস্য দেহে শিথিলতাদয়ঃ।
ন চৈনং সমধিক্রম্য জরা সমধিরোহতি।
ন চাস্তি সদৃশস্তেন কিঞ্চিৎ স্থৌল্যাপকর্ষণং।
স সদা গুণমাধত্তে বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাং।
বসন্তে শীতসময়ে সুতরাং স হিতো মতঃ।
অন্যদাপি চ কর্ত্তব্যো বলার্দ্ধেন যথাবলং।
হৃদয়স্থো যদা বায়ুর্বক্ত্রং শীঘ্রং প্রপদ্যতে।
মুখস্য শোষং কুরুতে তৎবলার্দ্ধস্য লক্ষণং।
কিম্বা ললাটে নাসায়াং গাত্রসন্ধিষু কক্ষয়োঃ।
যদা সঞ্জায়তে স্বেদো বলার্দ্ধন্তু তদা দিশেৎ।
ভুক্তবান্ কৃতসম্ভোগঃ কাসীশ্বাসী কৃশঃক্ষয়ী।
রক্তপিত্তী ক্ষতী-শোষীতং ন কুর্য্যাৎ কদাচন।
অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিঃ শ্রমঃ ক্লমঃ।
তৃষ্ণাক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তঞ্চ জায়তে॥
ভাবপ্রকাশ।

শরীর রক্ষার্থ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। ব্যায়াম করিলে শরীর লঘু হয়। কর্ম্মে সামর্থ্য জন্মে। দেহ দৃঢ় ও সুবিভক্ত হয়। দোষের ক্ষয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়। ব্যায়ামদ্বারা শরীর দৃঢ় হইলে কখনও কোন প্রকার ব্যাধি জন্মে না। বিদগ্ধ বা বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা শীঘ্র জীর্ণ হয়। জরাক্রান্ত হইলে শরীর দুর্ব্বল বা শিথিল হয় না। স্থূলতাপ্রযুক্ত যে যে দোষ ঘটে ব্যায়ামই তন্নিবারণের প্রধান উপায়। ব্যায়ামশীল ব্যক্তি স্নিগ্ধভোজী বলিষ্ঠ ব্যক্তির গুণ ধারণ করে। শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম

হিতকারী। অন্যান্য কালে ব্যায়াম করিতে হইলে শক্তি অনুসারে করিবে। শরীরে যত ক্ষণ বলার্দ্ধের লক্ষণ দৃষ্ট না হইবে ততক্ষণ ব্যায়াম অনুমোদনীয়। হৃদয়স্থ বায়ু মুখ দিয়া শীঘ্র শীঘ্র নির্গত হইতে থাকিলে অর্থাৎ হাঁপ ধরিলে এবং মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিলে বলার্দ্ধ বলা যায়। ললাটে নাসাতে গাত্র সন্ধিতে ও কক্ষদ্বয়ে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলে বলার্দ্ধ বলা যায়। ভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগের পর ব্যায়াম করা নিষিদ্ধ। শ্বাস কাস, রক্তপিত্তরোগাক্রান্ত ও শোষরোগগ্রস্ত এবং কৃশব্যক্তি ব্যায়াম করিবে না। অতিরিক্ত ব্যায়াম করিলে শ্বাস কাস ছর্দ্দিশ্রম ক্লান্তি তৃষ্ণা ক্ষয় প্রতমক ও রক্তপিত্তরোগ জন্মে।

প্রাতঃকালে বিন্মূত্রোৎসর্গ করিবার কারণ এই যে সে সময়ে শরীর বায়ু প্রধান ও স্নিগ্ধ থাকে। অতএব ঐ সময় শরীর হইতে যেরূপ সহজে মলাদি নির্গত হয় অপর সময়ে সেরূপ হয় না।

দন্তধাবনবিধি।

ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তং *।
কনিষ্ঠিকাগ্রবৎ স্থূলমৃজ্বগ্রন্থি তথায়তং॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন তু।
দন্তধাবনচূর্ণেন দন্তমাংসান্য বাধয়ন্॥
ক্ষৌদ্র ত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্দুভবেন বা।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্ নিত্যং বিশোধয়েৎ॥
মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ করঞ্জঃ কটুকে তথা।
নিম্বঃস্যাত্তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ কষায়ে খদিরস্তথা॥
সময়ন্ত সমালোক্য দোষঞ্চ প্রকৃতিং তথা।
যথোচিতৈরসৈর্বীর্য্যৈর্যুক্তং দ্রব্যং প্রযোজয়েৎ॥
তেনাস্য মুখবৈরস্য দন্তজিহ্বাস্যজা গদাঃ।
রুচিবৈশদ্য লঘুতা ন ভবন্তি ভবন্তি চ॥

ভাবপ্রকাশ।

দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল সরল গ্রন্থিশূন্য নরম দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে। কোমল কূর্চ্চক (দলিত অগ্র) দ্বারা এক একটী করিয়া সমস্ত দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এবং দন্তশোধন চূর্ণদ্বারা যাহাতে দন্তমাংসে বেদনা না লাগে এরূপ ভাবে দন্ত ঘর্ষণ করিবে। মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, তেজোবল্কলচূর্ণ (তেজপত্রের গুঁড়া) দ্বারা অথবা তৈল ও সৈন্ধব একত্র করিয়া তাহাদ্বারা প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে। মধুর কাষ্ঠের মধ্যে মধুক কটুর মধ্যে করঞ্জ, তিক্তের মধ্যে নিম্ব, কষায়ের মধ্যে খদিরকাষ্ঠ দন্তধাবন পক্ষে প্রশস্ত। সময় দোষ এবং প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যথোচিত রস ও বীর্য্যযুক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত। তাহাহইলে মুখের বিরসভাব জিহ্বা ও দন্তের মল দূরীভূত হয়। দন্ত শুভ্রবর্ণ ও লঘু হয়। এবং সুন্দর দেখায়।

স্মৃতিকার বৃদ্ধ শাতাতপ লিখিয়াছেন—

মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রয়তো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

মুখ পর্য্যুষিত হইলে মনুষ্য সংযমচ্যুত হয়। একারণ যত্নসহকারে প্রত্যহ দন্তধাবন করিবে।

বিষ্ণুসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

কনিষ্ঠাগ্রসমস্থৌল্যং স কূর্চ্চং দ্বাদশাঙ্গুলং।
প্রতিভূর্ত্বা ত্ব যতবাক্ ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলির সমান স্থূল দলিতাগ্র দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ দন্তকাষ্ঠদ্বারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

তিক্তঃ কষায়ং কটুকং সুগন্ধিকণ্টকান্বিতং।
ক্ষীরিণো গুল্মবৃক্ষাণাং দন্তকাষ্ঠং প্রশস্যতে॥

---

* দন্তাঃ পূয়ন্তে অনেন ইতি দন্তপবনং। করণে অনট প্রত্যয়ঃ। যাহাদ্বারা দন্ত পবিত্র অর্থাৎ পরিষ্কার করা যায় তাহাকে দন্তপবন অর্থাৎ দন্তধাবন কহে।

কিম্বা আঠাযুক্ত গুল্মবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ প্রশস্ত। উহা তিক্ত অথবা কষায় কটু সুগন্ধসম্পন্ন হইলে ভাল হয়।

মৈত্রং কৃত্বা তু পূর্ব্বাহ্নে ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং।
চরকসংহিতা।

পুরীষোৎসর্গ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দন্তধাবন করিবে।

আপস্তম্বসংহিতাতে উহা ভঙ্গ্যন্তরে লিখিত হইয়াছে।

মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনং।
পূর্ব্বাহ্নে এব কুর্ব্বীতনাপরাহ্নে কদাচন॥

পুরীষোৎসর্গ অলঙ্কার ধারণ দন্তধাবন ও কজ্জল সেবন পূর্ব্বাহ্নেই করিবে। অপরাহ্নে কদাচ করিবে না।

দিবামানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগকে পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যভাগকে মধ্যাহ্ণ শেষভাগকে অপরাহ্ণ করিবে।

এস্থলে আর একটু বক্তব্য এই যে দন্তধাবন করিতে হইলে নিষ্ঠীবনাদির সহিত অনেক প্রকার শারীরিক ক্লেদ নির্গত হয়। শারীরিক ক্লেদ নির্গত করাই মুখ প্রক্ষালনের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাতঃকালে শরীর শ্লেষ্মপ্রধান থাকে। ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে মনুষ্যের মৃত্যু প্রায়ই ১০ দণ্ডের মধ্যেই হয়। শ্লেষ্ম বৃদ্ধি না হইলে প্রায় মৃত্যুও হয় না।

প্রাতর্মধ্যাহ্ণ সায়াহ্নে কফপিত্তসমীরণাঃ
বর্দ্ধন্তে নৃশরীরেষু নিশায়াঞ্চ তথৈব হি।
বাহ্বটসংহিতা।

দিবসের প্রথমভাগে মধ্যভাগে ও শেষভাগে মনুষ্যের শরীরে শ্লেষ্ম পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হয়। রাত্রিতেও এইরূপ জানিবে।

পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে প্রাতঃকালে মুখ ধুইলে যেরূপ ক্লেদ নির্গত হয় মধ্যাহ্নে বা সায়াহ্নে মুখ ধুইলে সেরূপ ক্লেদ নির্গত হয় না। ঐ ক্লেদ শরীরে থাকিয়া যায়। তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। কালত্রয়দর্শী আর্য্য-ঋষিগণ ঐ সমুদায় বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বাহ্নে মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

তৈলমর্দ্দনবিধি।

অভ্যঙ্গং কারয়েন্নিত্যং সর্ব্বেষঙ্গেষু পুষ্টিদং।
শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ॥
সার্ষপং গন্ধতৈলঞ্চ যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অন্যদ্রব্যযুতং তৈলং ন দুষ্যতি কদাচন॥
অভ্যঙ্গোবাতকফহৃৎ শ্রমশান্তিং বলং সুখং।
নিদ্রাবর্ণ মৃদুত্বায়ুঃ কুরুতে দেহপুষ্টিকৃৎ॥
অভ্যঙ্গঃ শীলিতো মূর্দ্ধ্নি সকলেন্দ্রিয়তর্পণঃ।
দৃষ্টিপুষ্টিকরোঽন্তি শিরো ভূমিগতান্ গদান্॥
কেশানাং বহুতাং দার্ঢ্যং মৃদুতাং দীর্ঘতাং তথা।
কৃষ্ণতাং কুরুতে তদ্বৎ শিরসঃ পূর্ণতামপি॥
ভাবপ্রকাশ।

সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ মস্তক কর্ণ ও পাদে প্রত্যহ অভ্যঙ্গ (তৈলমর্দ্দন) করিলে শরীর পুষ্ট হয়। তৈলের মধ্যে সার্ষপতৈল, গন্ধতৈল, পুষ্পবাসিততৈল, (ফুলেলতৈল) অথবা অন্যান্য দ্রব্যমিশ্রিত তৈল দোষজনক নহে। (অগ্নিযোগে অগুরুচন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য হইতে নিষ্কাশিত তৈলকে গন্ধতৈল বলা যায়।) তৈলাভ্যঙ্গদ্বারা কফবাত ও শ্রমের শান্তি হয়। এবং শরীরের বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয়। শরীর দৃঢ় হয়, উহা আয়ুষ্কর সুখজনক ও পুষ্টিবর্দ্ধক। অভ্যঙ্গ মস্তকে শীলিত হইলে সকল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা জন্মে, শরীর পুষ্ট হয়। কেশ সকল দৃঢ়, মৃদু, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মস্তক পরিপূর্ণ থাকে এবং শিরোগত পীড়ার শান্তি হয়।

স্মৃতিকার দক্ষ এস্থলে বলিয়াছেন—

তুরীয়ে চ তথাভাগে কৃত্বাভ্যঙ্গং সমাহিতঃ।
নিত্যং সমাচরেৎ স্নানং মৌনব্রতপরো নরঃ॥

দিবসের চতুর্থভাগে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিয়া মৌনব্রতালম্বনপূর্ব্বক প্রত্যহ স্নান করিবে।

দিবসকে আটভাগে বিভক্ত করিলে দিবসের চতুর্থভাগ শব্দে দেড়প্রহরের পর চারিদণ্ড বুঝাইবে।

অতৈলং সার্ষপং তৈলং যতৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ॥
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

সরিষার তৈল পুষ্পবাসিততৈল পক্বতৈল প্রত্যাহিক অভ্যঙ্গ কার্য্যে দোষাবহ হয় না।

যেমন মাস এই কথা বলিলে 'মাসা চন্দ্রেণমিতঃ কালঃ' এইরূপে চান্দ্রমাসই বুঝায়, সেইরূপ 'তিলস্য ইদং' একরূপে তিলতৈলই বুঝাইয়া থাকে

অতএব রবিবারাদি নিষিদ্ধ দিনে তিলতৈলাভ্যঙ্গই নিষিদ্ধ। জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে।

তৈলস্নানাত্তনয়মরণং দৃশ্যতে সূর্য্যবারে।
ভৌমে মূর্ত্যর্ভবতি নিয়তং ভার্গবে বিত্তনাশঃ।

রবিবারে তৈলভ্যঙ্গ করিলে পুত্রমরণ মঙ্গলবারে তৈলমর্দ্দনে মরণ ও শুক্রবারে অভ্যঙ্গ করিলে ধনহানি হয়।

প্রতিক্ষণ পরিণামিনো হি সর্ব্বএব ভাবাসতে চিতিশক্তেঃ। সাংখ্যদর্শন।

চৈতন্য (অর্থাৎ আত্মা) ব্যতীত সমুদায় পদার্থেরই প্রতিক্ষণে পরিণাম অর্থাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

প্রতিপদাদি পঞ্চদশতিথিতে যদি শরীরের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়, যদি একদিনের মধ্যে শরীরে অবস্থা ভিন্ন প্রকার হইতে পারে তাহা হইলে সাতটী বারেও শারীরিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঠিক্ বলিতে পারি না, বোধহয় রবিবার, মঙ্গলবার ও শুক্রবারে শরীর যে অবস্থাপন্ন হয় তাহাতে তৈল ঘোরতর অপকারী।

বৃদ্ধ জাবাল বলিয়াছেন—

প্রাতঃস্নানে মদ্যলেপ সমং তৈলবিবর্জ্জয়েৎ।

প্রাতঃস্নান সময়ে তৈল মদ্যলেপের সমান। অতএব ঐ সময়ে উহা ব্যবহার করিবে না।

তৈল শব্দে যে তিলতৈল বুঝাইবে তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। তিলতৈল অত্যন্ত শ্লেষ্ম বৃদ্ধিকর। উন্মত্তাবস্থায় তিলতৈল প্রয়োগ ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

প্রাতঃকালে শরীর যে শ্লেষ্মপ্রধান থাকে তাহা দন্তধাবন প্রকরণে বুঝাইয়াছি। একে ত শরীর শ্লেষ্মপ্রধান তাহাতে আবার কফবৃদ্ধিকর তিলতৈল মাখিলে অপকারের সম্ভাবনা।

নদীং গত্বা ততোমূর্দ্ধি জলং কিঞ্চিৎ নিধাপয়েৎ।
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

নদীতীরে গিয়া প্রথমে মস্তকে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিবে। মস্তকে শীতল জল সেচন করিলে শ্লেষ্মারসরক্তাদি উর্দ্ধগত হইতে পারে না। চিকিৎসকেরা বিকারগ্রস্ত রোগীর মস্তকে যে জলপটী বসাইয়া থাকেন তাহার কারণ এই।

নাভেরূর্দ্ধং হরেদায়ু রধোনাভেস্তপঃ ক্ষয়ঃ।
নাভেঃ সমজলং কৃত্বা স্নানং তর্পণমাচরেৎ॥
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব গঙ্গামাহাত্ম্য।

নাভির উর্দ্ধজলে স্নান করিলে আয়ুর্হানি নাভির অধোজলে স্নান করিলে তপঃক্ষয় হয়। অতএব নাভির সমান জলে দাঁড়াইয়া স্নান এবং তর্পণ করিবে।

এইরূপ অবস্থায় স্নান সুবিধাদায়ক। তৎপরে সাধারণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য স্তুতি এবং নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভোজনাৎ পরতঃ স্নানং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ছন্দোগপরিশিষ্ট।

ভোজনের পর কদাচ স্নান করিবে না।

স্নানং জ্বরাতিসারে চ নেত্রকর্ণানিলার্ত্তিষু।
আধ্মানপীনসাজীর্ণ ভুক্তবৎসু চ গর্হিতং॥
ভাবপ্রকাশ।

জ্বর, অতীসার, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, বায়ুরোগ, উদরাধ্মান, পীনসরোগ ও অজীর্ণরোগে এবং ভোজনের পর স্নান করা উচিত নহে।

ভোজনের পরে স্নান করিলে যে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরাও স্বীকার করেন।

দেড়প্রহরের পর স্নান করিবার কারণ এই যে প্রাতঃকালে শরীর শ্লেষ্মপ্রধান থাকে, অতএব সে সময় কফবর্দ্ধক স্নান উপযুক্ত নয়।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শরীর বাতপ্রধান থাকে বলিয়া সে সময়ে তৈলাদিমর্দ্দন না করিয়া স্নান করিলে উপকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে উপযোগী নহে।

পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা বালকদিগকে প্রাতঃকালে কখনই স্নান করিতে দিতেন না, তাহারা বলিতেন যে দেড়প্রহরের মধ্যে স্নান করিলে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্বকালে এদেশীয় স্ত্রীলোকেরাও এ বিষয় ভালরূপে জানিতেন।

এদেশে স্নানের পর সন্ধ্যা আহ্নিক করা প্রচলিত আছে। স্নানের অব্যবহিত পরে একদণ্ড পর্য্যন্ত শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হয়। ঐ সময় অতিক্রম করিয়া আহারাদি করা কর্ত্তব্য।

স্নানাদুত্তরতো নাড়ী শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরী মতা।
চরকসংহিতা।

ভোজনবিধি।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চমে চ তথা ভাগে সংবিভাগো যথার্হিতঃ।
পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে।
সম্বিভাগং ততঃ কৃত্বা গৃহস্থঃ শেষভুক্ ভবেৎ॥

দিবসের পঞ্চমভাগে (অর্থাৎ দুই প্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে) অন্নাদি বিভাগ করিয়া পিতৃলোক, মনুষ্যলোক, দেবলোক এবং কীট প্রভৃতিকে দিয়া গৃহস্থ শেষভাগ ভোজন করিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দশদণ্ডের কুড়িদণ্ড পর্য্যন্ত শরীর পিত্ত প্রধান থাকে। লালা প্রভৃতি পাচকরসের পিত্তরসই পরিপাকক্রিয়া বিষয়ে প্রধান। ঐ সময়ে শরীর পিত্ত প্রধান থাকে বলিয়া উহাই ভোজনকালের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আজ কাল পূর্ব্বাহ্নভোজীর দল ক্রমশই রুগ্ন এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন, অনুপযুক্ত সময়ে ভোজন করা তাহার একটী প্রধান কারণ। অপরাপর কারণও অনেক আছে কিন্তু তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

বর্ত্তমানসময়ে আমরা এরূপ অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছি যে বেলা ১০ টার সময় ভাত না পাইলে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়ি। কিন্তু তাহাতে আমাদের অপকার কি উপকার হয় তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখি না। বিবেচনা করিবার ক্ষমতাও বোধহয় নাই।

দেবল বলিয়াছেন—

ন ভুঞ্জীতা ঘৃতং নিত্যং গৃহস্থো ভোজনদ্বয়ং।
পবিত্রমথহৃদ্যঞ্চ সর্পিরাহুরঘাবহং॥

গৃহস্থ ঘৃতশূন্য ভোজন করিবে না। দুইবার ভোজন করিবে না। ঘৃত পবিত্র সুস্বাদু ও পাপক্ষয় কারক।

ঘৃতের এক নাম অমৃত। সচরাচর দেখা যায় যে শৃগাল কুকুরে দংশন করিলে যদি তাহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত খাওয়ান যায়, তাহা হইলে ঐ বিষে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় না। ইহা দেখা গিয়াছে যে যাহাকে জন্মাবধি ঘৃত খাওয়ান যায় বড় গোখুরা

াপের বিষও তাহার মৃত্যু হয় না। তবে কছুকাল সে অচৈতন্য থাকে। সাপে কামড়া-বামাত্র ঘৃত খাওয়াইলে কোন উপকার হয় া। কারণ ঘৃত পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত া হইলে কি প্রকারে বিষ বিনষ্ট করিবে। ার্য্য ঋষিগণ এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করি-াই ঘৃতের এতদূর প্রশংসা করিয়াছেন।

এ দেশে গণ্ডুষ করিবার প্রথা সর্ব্বত্রই প্রচ-লিত। ইহার কারণ এই যে আড়াইপ্রহরের সময় একেবারে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালু হইয়া ভোজন করিতে বসিতে হয়। শুধুমুখে ব্যস্ত হইয়া একগ্রাস ভাত মুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক কোঁৎ করিয়া গিলিলে বুকে ধরিয়া বিষম কষ্ট জন্মাইতে পারে। একারণ প্রথমে মুখে একটু জল দিবার ব্যবস্থা আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে বলিয়া থাকেন, যে বেলা দুই প্রহরের সময় কোন স্থান হইতে পরিশ্রম করিয়া শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালু হইয়া আসিলাম। কিন্তু তখন পা ধুইতে হইবে। বিশ্রাম করিয়া স্নান করিতে হইবে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে হইবে তবে জল খাইতে পাইব। এ আবার কি বিপদ?

ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে কোন স্থান হইতে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ তালু হইয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল খাইলে পুনঃ পুনঃ তৃষ্ণা ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইতে পারে। বিশ্রামের পর জল খাইলে আর সেরূপ হয় না।

ছন্দোগপরিশিষ্টে উল্লিখিত হইয়াছে—

অপক্বং লবণং ভুক্ত্বা স্থূলবুদ্ধির্ভবেন্নরঃ।

অপক্ব লবণ ভোজন করিলে বুদ্ধি স্থূল হয়।

পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে ক্ষার-পদার্থে অম্ল নাশ করে। ইহার উদাহরণ এই যে অতিরিক্ত টক্ তেতুলে লবণসংযোগ করিলে তাহার টক্ কমিয়া যায়। অম্লরস পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যকারী। দৈহিক অম্লরসের অল্পতা ঘটিলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে শরীরে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি হওয়াতে রজোগুণের আধিক্যবশতঃ বুদ্ধি স্থূল হইয়া থাকে।

শঙ্খসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

মোহাৎ ভুঞ্জীত যঃ পংক্ত্যা মুচ্ছিষ্টসহভোজনং।
প্রাজাপত্যং চরেৎ বিপ্রঃ ক্ষত্রঃ সান্তপনং চরেৎ॥

যে ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া মোহপ্রযুক্তও ভোজন করে সে ব্যক্তি যদি ব্রাহ্মণ হয় তবে প্রাজাপত্যব্রত করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে সান্ত-পনব্রত করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে—

আহার নির্হার বিহারযোগাঃ
সদৈবসদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ।

ভোজন বিণ্মূত্রোৎসর্গ এবং স্ত্রীসঙ্গ সাধু-ব্যক্তিরা নির্জ্জনে করিবেন।

তিথিতত্ত্বের অমাবস্যা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে—

উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ॥

বিণ্মূত্রোৎসর্গ স্ত্রীসংসর্গ প্রস্রাব দন্তধাবন স্নানভোজনকালে মৌনাবলম্বন বিধেয়।

সচরাচর দেখা যায় যে প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয়। আর অপ্রবৃত্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে তাহা সহজে পরিপাক হয় না। পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে নানাকারণে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে। একারণ অন্নাদিতে অপ্রবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন এবং ভোজনকালে কথাবার্ত্তা বলা আর্য্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তিক্তান্নং প্রথমং ভোজ্যং মধ্যে ভোজ্যং কষায়কং
অম্লন্তু তৎপরং ভোজ্যং মধুরেণ সমাপয়েৎ॥
অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাহ্বটসংহিতা।

প্রথমে তিক্ত মধ্যে কষায় (কাল) তদনন্তর অম্লভোজন করিয়া মধুর রসদ্বারা আহার সমাপন করিবে।

শ্বশৃগালাদিভিদৃষ্টং অন্নং পর্য্যুষিতং ত্যজেৎ।
সুশ্রুত-সংহিতা।

শৃগাল কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক দৃষ্ট অন্ন এবং পর্য্যুষিত (বাসি) অন্ন পরিত্যাগ করিবে।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ
সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আয়ুঃ সত্ত্বগুণ বল আরোগ্য সুখ এবং প্রীতির বিবর্দ্ধন রসযুক্ত কোমল স্থির সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। কটু অম্ল লবণ অতিশয় উষ্ণ তীক্ষ্ণ (গুরুপাক) রুক্ষ বিদাহি (যাহা খাইলে বুকজ্বালা করে) এবং যাহাদ্বারা দুঃখ শোক এবং পীড়া জন্মায় এরূপ বস্তু সকল রাজসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়। পুরাতন রসশূন্য দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত (বাসি) উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র দ্রব্য সকল তামসিক ব্যক্তিদিগের প্রিয়।

আহার্য্য দ্রব্যসম্বন্ধে বাহুল্য খাদ্য গুণ বিচারে বিবৃত করা যাইবে। ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

গৌতমী, সর্প, কাল ও মৃত্যুসংবাদ।

মানব স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফলভোগ করে এবং সেই কর্ম্মফল এক জন্মে ভোগ না হইলে জন্মজন্মান্তরে ভোগ হয়, ইহা হিন্দুদিগের একটী মর্জ্জাগত বিশ্বাস। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই ইহ জন্মে অদৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ জাতিস্মর ভিন্ন উহা কেহ দেখিতে পান না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সঞ্চিত কর্ম্ম কিরূপে ইহজীবনের উপর আধিপত্য করে এবং ইহজন্মার্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা কিরূপে ঐ আধিপত্য নষ্ট বা বৃদ্ধি করা যায় তাহা হিন্দু-পত্রিকার ১ম খণ্ডে ৫০ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আগামী কোন এক সংখ্যায় এই বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে। অদ্য এই বিষয়ে মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে গৌতমী সর্পকাল ও মৃত্যুসংবাদ নামে যে উপাখ্যান আছে তাহা পাঠককে উপহার দিলাম। সংস্কৃতশাস্ত্রাদি পাশ্চাত্য আবরণে আসিলেই ভারতবাসীদিগের আদরের জিনিষ হয়। উপরোক্ত উপাখ্যানটীও আর্নল্ড সাহেবের অনুবাদের অনুগ্রহে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অনুবাদ যখন এত আদরণীয় হইয়াছে তখন মূল তদপেক্ষা অধিক আদরণীয় হইবে বিবেচনায় মহাভারতের শ্লোকগুলি নিম্নে দিলাম।

পুরাকালে গৌতমী নামে এক ব্রাহ্মণীর একটী মাত্র পুত্র ছিল। সর্পাঘাতে ঐ পুত্রের মৃত্যু হয়। এক ব্যাধ ঐ সর্পকে ধরিয়া আনিয়া গৌতমীর নিকটে উহাকে বধ করিবার অনু

মতি প্রার্থনা করে। সর্পকে বধ করিলে পুত্র পাওয়া যাইবে না এবং ক্রোধপ্রদর্শন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে ইত্যাদি বলিয়া গৌতমী সর্প বধ হইতে ব্যাধকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু ব্যাধ তাহাতে সম্মত না হইয়া সর্পবিনাশে কৃত-সঙ্কল্প হইল। তখন সর্পে ও ব্যাধে বালকের মৃত্যুর কারণ কি তদ্বিষয় লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। সর্প বলিল যে মৃত্যু তাহাকে প্রেরণ করাতেই সে বালককে বিনাশ করিয়াছে। এই সময়ে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া বলিল যে সে কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সর্পকে প্রেরণ করিয়াছে। সে কিম্বা সর্প কেহই শিশুর বিনাশের কারণ নহে। এই সময়ে কাল উপস্থিত হইয়া বলিল—

নহ্যহং নাপ্যয়ং মৃত্যুর্নায়ং লুব্ধকপন্নগঃ।
কিল্বিষী জন্তুমরণে ন বয়ং হি প্রযোজকাঃ॥
অকরোদ্যদয়ং কর্ম্ম তন্নোঽর্জ্জুনকচোদকং।
বিনাশহেতুর্নান্যোঽস্য বধ্যতেঽয়ং স্বকর্ম্মণা॥
যদনেন কৃতং কর্ম্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্ম্মাস্য সর্ব্বে কর্ম্ম বশাবয়ং॥
কর্ম্মদায়াদবল্লোকঃ কর্ম্ম সম্বন্ধলক্ষণঃ।
কর্ম্মাণি চোদয়ন্তীহ যথান্যোন্যং তথাবয়ং॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্মমানবঃ প্রীতিপদ্যতে॥
যথাচ্ছায়াতপৌ নিত্যং সুসম্বন্ধৌ নিরন্তরং।
তথা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ সম্বদ্ধা বাত্মকর্ম্মভিঃ॥
এবং নাহং ন বৈ মৃত্যুর্ন সর্পো ন তথা ভবান্।
ন চেয়ং ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা শিশুরে বাত্র কারণম্॥
তস্মিং তথা ব্রুবাণে তু ব্রাহ্মণী গৌতমীনৃপ।
স্বকর্ম্ম প্রত্যয়াংল্লোকান্মত্বার্জ্জুনকমব্রবীৎ॥

গৌতম্যুবাচ।

নৈব কালো ন ভুজগো ন মৃত্যুরিহকারণম্।
স্বকর্ম্মভিরয়ং বালঃ কালেন নিধনং গতঃ।
ময়া চ তৎকৃতং কর্ম্ম যেনায়ং মে মৃতঃ সুতঃ।
যাতু কালস্তথা মৃত্যুর্মুঞ্চার্জ্জুনকপন্নগম্॥

বঙ্গার্থ। নিষাদ! কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, আমরা কেহই এই বালক বিনাশ বিষয়ে অপরাধি নহি। উহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে উহার বিনাশসাধনে নিয়োগ করিয়াছে। ফলত এই বালক স্বীয় কর্ম্মবশতই অকালে কালকবলে নিপতিত হইয়াছে, অতএব কর্ম্মকেই ইহার বিনাশের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম পুত্রের ন্যায় মনুষ্যকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে এবং কর্ম্মই মনুষ্যের পাপপুণ্য প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন মনুষ্য কর্ম্ম সমুদায়ের বশীভূত; কর্ম্ম সমুদায়ও তদ্রূপ মনুষ্যের আয়ত্ত। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডদ্বারা স্বেচ্ছানুসারে ঘটশরাবাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ মনুষ্য স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম্মকর্ত্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব কি আমি, কি মৃত্যু, কি সর্প, কি তুমি, কি ব্রাহ্মণী আমাদিগের মধ্যে কাহাকেই এই শিশুর বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই শিশু স্বয়ংই ইহার বিনাশের কারণ।

কাল এই কথা বলিলে বৃদ্ধা গৌতমী লোক সমুদায়কে কর্ম্মের বশবর্ত্তী অবগত হইয়া ব্যাধকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, অর্জ্জুনক! কাল, সর্প বা মৃত্যু আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার সন্তান স্বীয় কর্ম্ম দোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্ম্মবশতঃ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কাল ও মৃত্যু যথাস্থানে গমন করুন্ এবং তুমিও ঐ সর্পকে পরিত্যাগ কর।

আমিত্বের প্রসার।

চতুর্থ প্রবন্ধ।

পঞ্চ যজ্ঞ।

অন্যান্য কতকগুলি জীবনের সহিত মনুষ্যজীবনের আপাততঃ যত বিরোধ দৃষ্ট হয়, ফলতঃ তত নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়া সকল জীবের প্রতিই করুণাপ্রকাশ শিক্ষা করা উন্নতজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মহাভারতে কোন একস্থানে আছে যে ব্যাঘ্র যেরূপ বনের দ্বারা রক্ষিত, বনও তদ্রূপ ব্যাঘ্রের দ্বারা রক্ষিত। শিংশপা শালপ্রভৃতি যে সমুদায় বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা মানবগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, উহা ব্যাঘ্রাদির সাহায্যেই প্রাপ্ত হয়েন। সুন্দর বনে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু না থাকিলে, মহিষ, মৃগাদি ঐ সমুদায় তরুর শৈশবস্থাতেই উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। ব্যাঘ্রের হিংসাবৃত্তিহেতু উহাদিগের ভক্ষক মৃগাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে না পারায়, মানব বনের মূল্যবানতরু প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে আলোচনা করিয়া থাকিলে দৃষ্ট হইবে যে ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে বিশ্বে বিরোধমাত্র নাই; যাহা দৃষ্ট হয় তাহা মানবের অজ্ঞানবশতঃ। ঋষিগণ বিশ্বের মূলতত্ত্ব অবগত হইয়াই সর্ব্বজীবে করুণা প্রকাশ করা মানবের যে কর্ত্তব্য ও স্বার্থ তাহা বোধগম্য করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই প্রত্যহ ভূতযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পিতৃযজ্ঞের নাম তর্পণ। তর্পণে কিরূপে আমিত্বের প্রসার হয়, তাহা পাঠক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মানবের আত্মা যতই প্রশস্ত হয়, ততই মানব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান একসূত্রে গ্রথিত দেখে। ব্যাস-বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র আদি মহাপুরুষগণ কবে শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমি এইক্ষণ তাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও গবেষণার ফলভোগ করিতেছি। আমার হৃদয় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ না হইলে আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া যাইতে পারি না, আমি নিতান্ত পাষণ্ড না হইলে তাহাদের পরোপকার বৃত্তি স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতি অচলা ভক্তিরসে আবিষ্ট না হইয়া পারি না, তাহাদের চরণপ্রান্তে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকিতে পারি না। আমিত্বের প্রসারের জন্য পূর্ব্বপুরুষগণের স্মৃতি হৃদয়পটে সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করা অতীব প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বপুরুষগণ স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুসারে ইহসংসারে পুনঃ পুনঃ আগমন করিতেছেন। তাহারা যে তোমার প্রদত্ত জলাঞ্জলি পান করেন না, ইহা অতি জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারে, সুতরাং ঋষিগণ যে তাহা বুঝিতেন না ইহা সিদ্ধান্ত করা স্বীয় মূর্খতার পরিচয় প্রদান করা মাত্র। নাস্তিক দার্শনিক চার্ব্বাক পিণ্ডতর্পণাদির বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা যে স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়াও ঋষিদিগের বুদ্ধির অগম্য ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত করা কতদূর সঙ্গত তাহা বুদ্ধিমান পাঠককে বলা অনাবশ্যক। কে না জানে যে তোমার স্থূলদেহ থাকাতেও কোন দূরপ্রদেশস্থিত খাদ্যদ্রব্য তুমি যখন গ্রহণ করিতে পার না, তখন স্থূলদেহবিহীন পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ তোমার প্রদত্ত জল ব পিণ্ডগ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বপুরুষগণ জলপিণ্ড

গ্রহণ না করিলেও উহা প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

এইক্ষণ দেখা যাউক তর্পণ কি? দেব, ঋষি, পিতৃদিগের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দানদ্বারা প্রীতিসম্পাদনকে তর্পণ বলে। আলোচ্য বিষয়ে কেবল পিতৃতর্পণের কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উদ্দেশ্যেই তর্পণের বিধি শাস্ত্রে আছে।

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥

পিতৃতর্পণদ্বারা পিতৃপুরুষদিগের প্রতি ভক্তি দেখানের ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশবিশেষে ভক্তিপ্রদর্শনের বিভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেক্ষপীর, বার্ণস প্রভৃতি কবিদিগের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ তাহাদের স্বদেশবাসীরা এনিভারসারি বা বৎসরান্তে সভা করিয়া তাহাদের গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশে তদনুকরণে রামমোহন রায়, হেয়ার সাহেব প্রভৃতি মহাত্মাদিগের এনিভারসারি প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতে স্বীয় স্বীয় পিতৃপুরুষ এবং দেব, ঋষি ও মহাত্মা মানবদিগের প্রতি প্রত্যহ ভক্তি দেখানের ব্যবস্থাও হইয়াছে। মহজ্জীবনের অপূর্ব্বকাহিনী সমূহ দিনের মধ্যে একবার মাত্রও হৃদয়ে উদয় হইলে, পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি দিনের মধ্যে একবার কৃতজ্ঞ হইতে পারিলেও যে হৃদয়ের মলিনতা দূর হয়, উহার ক্ষুদ্রত্ব দূরীভূত হইয়া যায়, তাহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারেন? পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদের স্বীয় স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল তোমার ভোগের জন্য কতশত তালবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। হে মানব! তুমিও স্বীয় স্বার্থে মুগ্ধ না হইয়া, কেবল অলাবু আদি আশুফলপ্রদ লতা রোপণ না করিয়া, ভবিষ্যৎ বংশাবলীর উপকারার্থে তালবৃক্ষাদিও রোপণ কর। তোমার দৃষ্টি কেবল বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ করিও না, পূর্ব্বপুরুষদিগের কার্য্যকলাপও স্মরণ কর, তাহাহইলে তোমার সঙ্কীর্ণ "আমি" প্রশস্তত৷ লাভ করিয়া তোমার পুত্রপৌত্রের জন্য তালবৃক্ষাদি রোপণ করিতে অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিবে। দেবতা ঋষিদিগের পরোপকারবৃত্তি প্রত্যহ স্মরণ কর, তুমিও তাহাদের ন্যায় আমিত্বের সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে পারিবে। তুমি যে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, উহা তাহারা পান করিবেন না সত্য, কিন্তু তাহাদের প্রতি ভক্তিমান হওয়াতে, তাহাদের বিশুদ্ধ চরিত্র চিন্তা করাতে, তাহাদের বিশ্বজনীন প্রেম আলোচনা করাতে, তুমি নিজে অভ্যুদয়ভাগী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তুমি যে তোমার প্রিয়তম বন্ধুদিগকে দূরদেশ হইতে প্রীতিসূচক উপহার প্রদান করিয়া থাক, উহা কি তোমার বন্ধুর আর্থিক সাহায্য হেতুকর, তোমার বন্ধু কোন উপকার পাইবেন তজ্জন্য কর, না তোমার বন্ধুর প্রতি আন্তরিক প্রীতিশ্রদ্ধা হেতুকর? পিতৃগণের এবং ঋষিগণের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাহাদের প্রতি যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তাহাদের কার্য্যকলাপ যদি তোমার জীবনের আদর্শস্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাহইলে তুমি ভক্তি শ্রদ্ধা না দেখাইয়া পার না, দেশভেদে আচারভেদে চাই উহা তর্পণের আকারই ধারণ করুক্, চাই উহা anniversary বা commemoration meetingই হউক। একই উদ্দেশ্য বিবিধ উপায়দ্বারা সাধিত হয়। কিন্তু প্রচলিত বিধি কোনরূপ অনিষ্টদায়ক না হইলে, উহা পরিবর্ত্তনের আবশ্যক নাই।

পৈতৃক পুষ্করিণীতে পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নূতন পুষ্করিণী খনন অনাবশ্যক। ভারতে জলাঞ্জলিদ্বারাই প্রত্যহ দেব, ঋষি, মানব ও পিতৃগণের প্রতি ভক্তি দেখানের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহার কোন দোষ দৃষ্ট হয় নাই। উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। দৈনিক ভক্তি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের সহিত বৎসরান্তে মহাপুরুষদিগের চরিত্র কীর্ত্তন ব্যবস্থাও অস্মদ্দেশে প্রচলিত আছে। জন্মাষ্টমী, রামনবমী প্রভৃতির ব্যবস্থার মূলমন্ত্র একই। মহাপুরুষদিগের উন্নত জীবন স্বীয় জীবনের সহিত সম্মিলিত করাই তর্পণের উদ্দেশ্য। ঐ দেখ মহাত্মা দ্বৈপায়নের একটি আদর্শ মহজ্জীবন, মধ্যাহ্ন তপনসম সমুজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শান্তনুতনয়কে ঋষিগণ তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তোমার তর্পণের পাত্র করিয়াছেন।

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদীজিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥

ঐ দেখ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি চিন্তা করিয়া তুমি পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বীয় জীবন উন্নত করিতে পারিবে বলিয়া ঋষিগণ ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশ্যে তোমার দৈনিক তর্পণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অনাহ্নিকস্তু যদ্ভুক্তং পাপাদ্ যচ্চ প্রতিগ্রহম্।
দুষ্কৃতং যচ্চ মে কিঞ্চিদ্বাত্মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ॥
পুনাতু মে তদিন্দ্রস্তু বরুণঃ স বৃহস্পতিঃ।
সবিতা চ ভগশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ॥

ঐ দেখ বিশ্বস্থ সমুদায় পদার্থের সহিত বিরোধ ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি প্রীতি সংস্থাপনপূর্ব্বক তোমার আমিত্বের প্রসারের জন্য ঋষিগণ সর্ব্বভূতের তর্পণ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণং তর্পয়েৎ পূর্ব্বং বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ॥
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্বুকাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ॥
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চয়ে।
তেষামপ্যানায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের সহিত তুমি মিত্রতা সংস্থাপন কর, আমিত্বের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলের মঙ্গল চিন্তা কর, সর্ব্বভূতে আত্মা দৃষ্টি কর, এই তর্পণের মূলমন্ত্র।

ওং ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাং সস্তনুভিঃ
ব্যশেমদেবহিতং যদায়ুঃ॥

এই তর্পণের মূলমন্ত্র। যাহারা তর্পণের এই মূলমন্ত্র চিন্তায় ও কার্য্যে বিস্মৃত হইয়া কেবল জলাঞ্জলি প্রদান করেন, তাহাদের জলাঞ্জলি জলাঞ্জলিমাত্রে পরিণত হয়।

রাজর্ষি জনকের সভায় বিদগ্ধ ঋষি মহর্ষি জনককে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, দেবতা কয়টি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ৩৩০৬ তিন সহস্র তিন শত ছয়টি? বিদগ্ধ দেবতা কয়টি বলিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তেত্রিশটি। ঐপ্রকার পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলে বলিলেন ছয়টি। ঐরূপ, তিন, দুই, অধ্যর্দ্ধ, এক বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য দেবতার সংখ্যা বলিলেন। কারণাত্মক পরব্রহ্ম যখন কার্য্যাত্মক বিশ্বে পরিণত হন্, তখন তাহার বহুবিধ শক্তি দৃষ্ট হয়। এই জগতে, সৃজন, পালন ও সংহার শক্তির কার্য্য আমরা প্রত্যহই উপলব্ধি করিতেছি। এই ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত অপর কতকগুলি শক্তি, তাহাদের অন্তর্গত অপর কতকগুলি শক্তি, এইরূপ বিশ্বে অনন্তশক্তির কার্য্য দেখিয়া থাকি। সমষ্টি ভাবে দেখিলে একই শক্তিদ্বারা বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হইবে,

ব্যষ্টিভাবে দেখিলে ঐ একস্থলে অনন্তশক্তি দৃষ্ট হইবে। ভক্ত অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তোমাকে কিরূপে পূজা করিব, তুমি যে সকল শক্তিদ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই সমুদায় শক্তি বা বিভূতি আমাকে বল। ভগবান্ বলিলেন যে আমার শক্তির ইয়ত্তা নাই, তবে আমি তোমাকে প্রধান প্রধান কয়েকটী বলিতেছি :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশী॥
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মিবাসবঃ।
ইন্দ্রিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মিচেতনা॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মিসাগরঃ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকাক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমাশ্বানাং বিদ্ধিমামমৃতোদ্ভবন্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামহমস্মিকামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মিকন্দর্পঃ সর্পনামস্মিবাসুকিঃ॥
অনন্তশ্চাস্মিনাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমাচাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মিদৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাপি স্রোতসামস্মিজাহ্নবী॥
সর্গানামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মিদ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক চ নারীণাং স্মৃতির্মেধাধৃতিঃ ক্ষমা॥
বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্যং সত্যবতামহম্॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥
দণ্ডোদময়তামাস্মি নীতিরস্মিজিগীষিণাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যনাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥

যে যে প্রধান শক্তিদ্বারা ভগবান চিন্তনীয় তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন ;—

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
নতদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়াভূতং চরাচরম্॥
নান্তোঽস্তি মমদিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপঃ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি ভূতসমূহের বীজ, এমন চরাচর কোন পদার্থ নাই, যাহা আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সেই বিস্তর বিভূতি আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

বিশ্ব ঐশীশক্তিদ্বারা চালিত, ঐ ঐশীশক্তি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলেই বহু দৃষ্ট হয়, আর পৃথক্ করিয়া না দেখিলে উহা একই দৃষ্ট হয়। মানবদিগের মধ্যে ঐশীশক্তির আধিক্য থাকিলে, তাহারা দেব, ঋষি বা অবতার বাচ্য হইয়া থাকেন। প্রত্যহ এই ঐশীশক্তির চিন্তনাবশ্যক, এই ঐশীশক্তি বা দৈবশক্তি বিশ্বের মঙ্গলেই নিয়োজিত রহিয়াছে। উপাসকের ক্ষুদ্রশক্তিও ঐশীশক্তিতে বিরোধ না

থাকে, স্বোপাধিক "আমি" ক্রমে নির্গুণ "আমিতে" পরিণত হইতে পারে, এইজন্য ঐশীশক্তির প্রত্যহ চিন্তনাবশ্যক।

ভক্ত কবিকালিদাস ঐ মহাশক্তির এইরূপ চিন্তন করিয়াছিলেন :—

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী। যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতি বিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্যবিশ্বম্। যামাহুঃ সর্ব্ববীজ প্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ। প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

একই ঐশীশক্তি বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া বিশ্বের হিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য পৃথিবী, আকাশ, অনল, অনিল, সলিল ইত্যাদি সকলেই ঐশীশক্তি, দেবতা; সকলেই জগতের হিতে নিয়োজিত রহিয়াছে। ঐ সমুদায় শক্তির বিশ্বোপকারকবৃত্তি চিন্তা কর, তাহাদের ন্যায় জগতের উপকার করিতে শিক্ষা কর। ঘৃতরূপ স্বীয় ক্ষুদ্র "আমি"ত্ব ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে (ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি) ভস্মসাৎ কর, তবেই তোমার প্রকৃত হোম হইবে। ঘৃত যেরূপ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ আমিত্ব ঐশীশক্তির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইলে, আত্মা বিশুদ্ধতা লাভ করে। সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ, ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

যখন "আমি"র মলিনত্ব দূর হইল, তখন—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

প্রকৃত হোম যে আত্মসংযম করা, স্বার্থকে আহুতি প্রদান করা তাহা সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। গীতায় দৃষ্ট হয় :—

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥

অর্থাৎ কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে আর কেহ কেহ শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ সকলকে জ্ঞানপ্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

হে পাঠক! বায়ু, অগ্নি, জল প্রভৃতিকে জড় বলিয়া উপেক্ষা করিও না, উহারা সকলেই কারণাত্মক পরব্রহ্মের স্বোপাধিক কার্য্যাত্মক বিভিন্ন শক্তি। ঐ সমুদায় শক্তি যেরূপ তোমার বাহিরে আছে, সেইরূপ তোমার শরীরের মধ্যেও আছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, বৃহস্পতি প্রভৃতি তোমার হস্ত, মন, ত্বক্, জিহ্বা, বুদ্ধি আদির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তোমার ক্ষুদ্র শক্তিসমূহ ঐ সমুদায় শক্তির সহিত মিলিত করিতে পারিলে তুমি কৃতার্থ হইবে। অঙ্গিরা ঋষি প্রবর্ত্তিত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের প্রতিনিধিস্বরূপ বিশুদ্ধ পাবক সমক্ষে সেই পরব্রহ্মের বিশ্বহিতকরী ভিন্ন ভিন্ন শক্তি চিন্তা করিয়া স্বার্থকে আহুতি প্রদান করিয়া ঐ সমুদায় শক্তির ন্যায় বিশ্বের হিতে নিযুক্ত হইয়া আমিত্বের প্রসার কর। ইহাকেই যথার্থ হোম বলে। নিন্দাশ্রুতি ও প্রশংসাশ্রুতি নিম্নাধিকারী মনুষ্যকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উহা তর্পণাদি সম্বন্ধেও অনেক দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

স্কম্ভস্তোত্র।

অথর্ব্ববেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমিব জনাবিদুঃ।
উতে সন্মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখামুপাসতে॥

পদপাঠঃ। অসৎ। শাখাং। প্রতিষ্ঠন্তিং। পরং। ইব। জনা। বিদুঃ। উত। উ। সৎ। মন্যন্তে। অবরে। যে। তে। শাখাং। উপাসতে।

তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নিম্নাধিকারী ব্যক্তিরা তোমার প্রকাশমান অসৎ, অনিত্য অর্থাৎ কার্য্যাত্মকশাখাকেই শ্রেষ্ঠ ও নিত্যজ্ঞান করে ও তাহারই উপাসনা করে।

(১) যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ।
ভূতং চ যত্র ভব্যং চ সর্ব্বে লোকাপ্রতিষ্ঠিতা
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ২২॥

পদপাঠঃ। যত্র। আদিত্যাঃ। চ। রুদ্রাঃ। চ। বসবঃ। চ। সমাহিতাঃ। ভূতং। চ। যত্র। ভব্যং। চ। সর্ব্বে। লোকা। প্রতিষ্ঠিতা।

যাহাতে আদিত্য, রুদ্র ও বসু সকল, ভূত ও ভবিষ্যৎ এবং লোক সমুদায় অধিষ্ঠিত আছে সেই স্কম্ভ কে তাহা আমাকে বল।

(২) যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্ব্বদা।
নিধিং তমদ্য কো বেদ যং দেবা অভিরক্ষয়॥২৩

পদপাঠঃ। যস্য। ত্রয়স্ত্রিংশৎ। দেবাঃ। নিধিং রক্ষন্তি। সর্ব্বদা। নিধিং। তং। অদ্য। কঃ। বেদ। যং। দেবা। অভিরক্ষয়।

তেত্রিশ সংখ্যক দেবতারা স্কম্ভের নিধি রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্কম্ভের শক্তির প্রকাশক। হে দেবগণ! তোমরা যে নিধি রক্ষা করিয়া থাক, তাহার গূঢ়মর্ম্ম এইক্ষণ কে জানে?

যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মজ্যেষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং স ব্রহ্মবেদিতা স্যাৎ॥ ২৪॥

পদপাঠঃ। যত্র। দেবাঃ। ব্রহ্মবিদঃ। ব্রহ্ম। জ্যেষ্ঠম্। উপাসতে। যঃ। বৈ। তান্। বিদ্যাৎ। প্রত্যক্ষং। স। ব্রহ্ম বেদিতা। স্যাৎ।

ব্রহ্মবিৎ দেবতারা স্কম্ভে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যে মানব ঐ দেবতাদিগের তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী।

বৃহন্তো নাম তে দেবা যেঽসতঃ পরিজজ্ঞিরে। একং তদঙ্গং স্কম্ভস্যাসদাহুঃ পরো জনাঃ॥ ২৫॥

পদপাঠঃ। বৃহন্তঃ। নাম। তে। দেবাঃ। যে। অসতঃ। পরিজজ্ঞিরে। একং। তৎ। অঙ্গং। স্কম্ভস্য। অসৎ। আহুঃ। পরঃ। জনাঃ।

স্কম্ভের অসৎ অংশ অর্থাৎ কার্য্যাত্মক অংশ হইতে প্রধান প্রধান দেবতারা উৎপন্ন হইয়াছেন। মনুষ্যেরা স্কম্ভের সেই অসৎ অঙ্গকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করে (কারণাত্মক ব্রহ্ম সৎ

---

(১) (২) অগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং। চাদিত্যশ্চ দৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্ব্বং হিতমিতি তস্মাদ্বসব ইতি।

দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদা স্মাচ্ছরীরা মর্ত্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্যদ্রোদয়ন্তি তস্মাদ্রুদ্রা ইতি।

দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈব আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদানা যান্তি তে যদিদং সর্ব্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।

অষ্টৌ বসবঃ একাদশরুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশ দিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশাদিতি।

বা নিত্য, কার্য্যাত্মক অসৎ বা অনিত্য, দেবাদি সকলেই এই অসৎ অংশ হইতে উৎপন্ন, অজ্ঞানবশতঃ মানব এই অসৎ অংশ ব্যতীত, সৎ অংশের বিষয় অবগত নহে।)

যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্ত্তয়ৎ।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য পুরাণমনুসং বিদুঃ॥ ২৬॥

পদপাঠঃ। যত্র। স্কম্ভঃ। প্রজনয়ন্। পুরাণং। ব্যবর্ত্তয়ৎ। একং। তৎ। অঙ্গং। স্কম্ভস্য। পুরাণন্। অনুসং বিদুঃ।

বিবর্ত্তনদ্বারা (এই স্থলে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ স্মরণ করুন্) স্কম্ভ যে পুরাণ অর্থাৎ বিরাটপুরুষকে সৃজন করিয়াছিলেন, মনুষ্যেরা তাহাকেই স্কম্ভের প্রধান অঙ্গ বলিয়া থাকে। (পূর্ব্ব শ্লোকের যে ভাব এই শ্লোকেও তাহাই।)

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে গাত্রা বিভেজিরে।
তান্ বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ২৭॥

পদপাঠঃ। যস্য। ত্রয়স্ত্রিংশৎ। দেবাঃ। অঙ্গে। গাত্রা। বিভেজিরে। তান্। বৈ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ। দেবান্। একে। ব্রহ্মবিদঃ। বিদুঃ।

সেই বিরাটপুরুষের অঙ্গই তেত্রিশ দেবতাদিগের স্বীয় স্বীয় অঙ্গ হইয়াছিল। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরাই এই তেত্রিশ দেবতার মূলতত্ত্ব অবগত আছেন।

হিরণ্যগর্ভং পরমনত্যুদ্যং জনাবিদুঃ।
স্কম্ভস্তদগ্রে প্রাসিঞ্চদ্ধিরণ্যং লোকে অন্তরা॥ ২৮॥

পদপাঠঃ। হিরণ্যগর্ভং। পরমম্। অনত্যুদ্যং। জনাঃ। বিদুঃ। স্কম্ভঃ। তৎ। অগ্রে। প্রাসিঞ্চৎ। হিরণ্যং। লোকে। অন্তরা।

মনুষ্যেরা হিরণ্যগর্ভ পুরুষকেই পরম ও অবিনশ্বর বলিয়া জানে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। স্কম্ভে যে হিরণ্য অর্থাৎ জ্ঞানাত্মক্ বীজ সিঞ্চন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ উৎপন্ন হয়েন। (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

স্কম্ভেলোকা স্কম্ভে তপস্কম্ভেঽধ্যৃতমাহিতম্।
স্কম্ভং ত্বাবেদ প্রত্যক্ষমিন্দ্রে সর্ব্বং সমাহিতম্॥ ২৯॥

পদপাঠঃ। স্কম্ভে। লোকাঃ। স্কম্ভে। তপঃ। স্কম্ভে। অধি। ঋতম্। আহিতম্। স্কম্ভং। ত্বা। বেদ। প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রে। সর্ব্ব। সমাহিতম্।

পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, তপ, যজ্ঞ সমুদায়ই স্কম্ভে রহিয়াছে। হে স্কম্ভ! আমি প্রত্যক্ষ জানি তুমি ইন্দ্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ। (ঐশী কোন শক্তির আরাধনার সময় উহাতেই সমগ্র শক্তি দৃষ্ট হয়।)

ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ ইন্দ্রেঽধ্যৃতমাহিতম্। ইন্দ্রং ত্বা বেদপ্রত্যক্ষং স্কম্ভে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৩০॥

পদপাঠঃ। ইন্দ্রে। লোকাঃ। ইন্দ্রে। তপঃ। ইন্দ্রে। অধি। ঋতম্। আহিতম্। ইন্দ্রং। ত্বা। বেদ। প্রত্যক্ষং। স্কম্ভে। সর্ব্ব। প্রতিষ্ঠিতম্।

পৃথিব্যাদি লোকসমূহ তপ যজ্ঞ সমুদায়ই ইন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে ইন্দ্র! আমি প্রত্যক্ষ জানি তুমি স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। (পাছে, কারণাত্মক ও কার্য্যাত্মক ব্রহ্মে ভ্রম হয়, তাই ইন্দ্রস্কম্ভের অংশ তাহা পুনর্ব্বার বলা হইল।)

নাম নাম্না জোহবীতি পুরা সূর্য্যাৎ পুরোষসঃ। যদজঃ প্রথমং সংবভূবসহ তৎস্বরাজ্যমিয়ায় যস্মান্নান্যৎ পরমস্তিভূতম্॥ ৩১॥

পদপাঠঃ। নাম। নাম্না। জোহবীতি। পুরাঃ। সূর্য্যাৎ। পুরা। উষসঃ। যৎ। অজঃ। প্রথমং। সংবভূব। স। হ। তৎ। স্বরাজ্যম্। ইয়ায়। যস্মাৎ। ন। অন্যৎ। পরম্। অস্তি। ভূতম্।

উপাসক সূর্য্যের সমক্ষে বা উষার সমক্ষে সেই স্কম্ভেরই স্মরণ করেন, যদিচ বাহ্যতঃ

ইন্দ্রাদির নাম ব্যবহার করেন। সেই অজ যখন কার্য্যাত্মকরূপে প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিলেন, তখন তিনি যে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে আর কোন সৃষ্টপদার্থ উপরে যাইতে পারে নাই।

যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্। দিবং যশ্চক্রে মূর্দ্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩২॥

পদপাঠঃ। যস্য। ভূমিঃ। প্রমা। অন্তরিক্ষম্। উত। উদরম্। দিবং। যঃ। চক্রে। মূর্দ্ধানং। তস্মৈ। জ্যেষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ॥

ভূমি যাহার প্রমা, অন্তরিক্ষ যাহার উদর, আকাশ যাহার মস্তক, এরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যস্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্নব। অগ্নিং যশ্চক্র আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৩॥

পদপাঠঃ। যস্য। সূর্য্যঃ। চক্ষুঃ। চন্দ্রমাঃ। চ। পুনর্নব। অগ্নিং। যঃ। চক্রে। আস্যং। তস্মৈ। জ্যেষ্ঠায়। ব্রাহ্মণে। নমঃ॥

সূর্য্য এবং পুনর্নব (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নূতন হইতেছেন) চন্দ্রমা যাহার চক্ষু, অগ্নি যাহার মুখস্বরূপ, এরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন। দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানীস্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩৪॥

পদপাঠঃ। যস্য। বাতঃ। প্রাণাপানৌ। চক্ষুঃ। অঙ্গিরসঃ। অভবন। দিশঃ। যঃ। চক্রে। প্রজ্ঞানীঃ। তস্মৈ। জ্যেষ্ঠায়। ব্রহ্মণে। নমঃ।

বায়ু যাহার প্রাণাপানবায়ু, অঙ্গিরস যাহার চক্ষু, দিক্‌সমূহ যাহার ইন্দ্রিয় এরূপ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

স্কম্ভোদাধার দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে স্কম্ভোদাধার উর্ব্ব অন্তরিক্ষম্। স্কম্ভোদাধার প্রদিশঃ ষড়ুর্ব্বী স্কম্ভ ইদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ॥ ৩৫॥

পদপাঠঃ। স্কম্ভঃ। দাধার। দ্যাবা পৃথিবী। উভে। ইমে। স্কম্ভঃ। দাধার। উর্ব্ব। অন্তরিক্ষম্। স্কম্ভঃ। দাধার। প্রদিশঃ। ষড়্। উর্ব্বী। স্কম্ভ। ইদং। বিশ্বং। ভুবনং। আবিবেশ।

স্কম্ভ এই পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ এই বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষ ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ এই বিস্তার্ণ ষড়্‌দিক্ ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ এই বিশ্বভুবন প্রবেশ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রবন্ধ ৪৬ পৃষ্ঠার পর।)

চিদানন্দময়ব্রহ্ম প্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃ সত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥১৫॥
সত্বশুদ্ধ্যাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া বিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বোবশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ॥১৬॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য স্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥১৭
তমপ্রধানপ্রকৃতে স্তদ্ভোগায়েশ্বরে জ্ঞয়া।
বিয়ৎ পবন তেজোঽম্বু ভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥১৮॥

অনুবাদ। ১৫। চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্তা এবং সত্ব রজ ও তমগুণবিশিষ্টা প্রকৃতি দ্বিবিধা। ১৬। সত্বগুণের বিশুদ্ধতা এবং অবিশুদ্ধতা অনুসারে মায়া ও অবিদ্যা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে, ঐ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মায়াকে বশীভূত করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। ১৭। আর অবিদ্যার বশীভূত প্রতিবিম্ব বৈচিত্র্যহেতু অনেক প্রকার, ঐ অবিদ্যাই কারণ শরীর এবং তত্রাভিমানী চিদ্বিম্বই প্রাজ্ঞ। ১৮। ঐ প্রাজ্ঞের ভোগের নিমিত্ত

ঈশ্বরাজ্ঞায় তম প্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানানন্দময় আত্মার প্রতিবন্ধকের হেতুই অবিদ্যা এবং উহার মূল কারণ (অর্থাৎ কারণের কারণ) অব্যক্ত মূল। প্রকৃতি ঐ অব্যক্ত মূল। প্রকৃতি সত্ত্ব রজ ও তমগুণের বীজস্বরূপ। সৃষ্টিকালে চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিতা ত্রিগুণা প্রকৃতির বিকাশ হইলে ঐ প্রকৃতি সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতাহেতু দ্বিবিধা হন। ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া ও অবিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানা প্রকৃতির নাম অবিদ্যা। ঐ মায়াস্থ চিদ্বিম্ব মায়াকে বশীভূত করিয়া মায়ায় সাহায্যে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করায় ঐ চিদ্বিম্বই সর্ব্বত্র ঈশ্বর নামে অভিহিত হন। এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অবিদ্যার বশতাপন্ন হওয়ায় দেব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি নানা উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা নামে খ্যাত হন। যথা দৈবাত্মা, মানবাত্মা, পাশবাত্মা ইত্যাদি। ঐ অবিদ্যাই জীবের কারণ শরীর। সেই কারণ শরীর অভিমানী চৈতন্য প্রাজ্ঞ-নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ প্রাজ্ঞের ভোগের নিমিত্ত ঈশ্বরের আজ্ঞায় তম প্রধান প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের বিকাশ হয়। দৃষ্টান্ত যথা—

আলোক ব্যতীত এক স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণই হউক বা বিসদৃশ বহুরূপ অস্বচ্ছ, নীল, লোহিত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণই হউক কোন বর্ণেরই বিকাশ হয় না। কিন্তু শুভ্রবর্ণের নির্ম্মল স্বচ্ছ স্ফটিকাবরিত আলোকের শুভ্র জ্যোতিঃ বা প্রতিবিম্বের যেরূপ বিকাশ হয়, অস্বচ্ছ, কৃষ্ণ, নীল ও লোহিতবর্ণের আবরিত আলোকের সেরূপ শুভ্র জ্যোতির বিকাশ হয় না। ঐ শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিক বা কাচ, আলোর আবরণ হইলেও উহার মধ্য হইতে জ্যোতিঃ বা উজ্জ্বলতার বিকাশের প্রতিবন্ধক হয় না। বরং ঐ শুভ্র নির্ম্মল স্বচ্ছ কাচপাত্রের মধ্যস্থ আলোকবিম্ব বাহিরে অধিকতর উজ্জ্বল হয়। অর্থাৎ ঐ আলো, শুভ্র নির্ম্মল স্বচ্ছ কাচ মধ্যে আবরিত না হইয়া অনাবরিত থাকিলে যেরূপ উজ্জ্বলভাবে বিকাশিত হইত, ঐ শুভ্র নির্ম্মল স্বচ্ছ স্ফটিক বা কাচাবরিত আলো সেইরূপ উজ্জ্বলভাবে বিকাশিত হয়। অতএব উক্ত শুভ্র স্বচ্ছ নির্ম্মল স্ফটিক বা কাচের আচ্ছাদন উক্ত আলোর সম্পূর্ণ অনুগত ও অধীন উহা আলোর আবরক নহে, বরং বিকাশক। ঐ শুভ্র নির্ম্মল স্ফটিক বা কাচাচ্ছাদনের মধ্য হইতে আলোর শুভ্র জ্যোতির বিকাশ হয়। পক্ষান্তরে পীত, নীল বা কৃষ্ণবর্ণের কলঙ্কযুক্ত মলিন কাচপাত্রাবরিত শুভ্র আলোকের প্রতিবিম্ব বাহিরে ঐ নীল, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত হইয়া মলিনভাবে বিকাশিত হয়। মৃৎপাত্রাবরিত (অর্থাৎ হাঁড়ির আবরণের মধ্যে) আলোকের আদৌ বিকাশ হয় না। অতএব উক্ত আলোক মলিন নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের আচ্ছাদনের সম্পূর্ণ অধীন তাহাদের বর্ণানুযায়ী আলোকের বর্ণের বিকাশ হয় এবং তাহাদের অল্প স্বচ্ছতার ও গাঢ় অস্বচ্ছতার পরিমাণানুযায়ী আলোকের মলিনভাবে বিকাশ বা অবিকাশ হয়। এস্থলে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত নির্ম্মল স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণের নির্ম্মল স্ফটিক বা কাচপাত্র ও মলিন সত্ত্বগুণের সহিত নীল, লোহিত বা কৃষ্ণবর্ণের মলিন কাচপাত্র তুলনীয়, এবং তমগুণের সহিত মৃৎপাত্র তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতির্ম্ময় স্ফটিকের বা কাচপাত্রের ন্যায় এবং রজ তমগুণ—যথাক্রমে রক্তবর্ণ দ্রববারি ও কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার ন্যায়ই ঐ দ্রবীভূত রক্তবর্ণের

সহিত কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকা বা ধূলিকণা স্ফটিক-বা কাচপাত্রের গাত্রে রঞ্জিত ও সংমিশ্রিত হইলে উহা অস্বচ্ছ ও মলিন হয় এবং ঐ রঞ্জিত মলিন পাত্রাবরিত আলোকজ্যোতি ও বিভিন্ন বর্ণে মলিন বিকাশ হয়, অতএব ঐ মলিন সত্ত্বগুণের সহিত ঐ রক্ত কৃষ্ণরঞ্জিত বা সংমিশ্রিত মলিন আলোকাধার তুলনীয়, ঐ বিভিন্ন বর্ণের প্রতিবিম্বই ভিন্ন ভিন্ন জীব, উহার অল্পাধিক স্বচ্ছতার ও অস্বচ্ছতার তারতম্য বা ন্যূনাতিরেকানুসারে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতিতে জ্ঞানের বা চৈতন্যের বিকাশ হয়, এবং মৃতপর্ব্বতাদিতে আদৌ বিকাশ হয় না। যেমন আলোক কর্ত্তৃক শুভ্র, রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি ও সূক্ষ্ম গাঢ় উজ্জ্বল ও মলিনতা প্রভৃতি সমস্তই বিকাশিত হয়, কিন্তু শুভ্র স্বচ্ছ জ্যোতিৰ্ম্ময় স্ফটিক পাত্রাচ্ছাদিত আলোক প্রতিবিম্বের যেরূপ বিকাশ হয়, মলিন পাত্রাচ্ছাদিত আলোক প্রতিবিম্বের সেরূপ বিকাশ হয় না বা আদৌ বিকাশ হয় না। সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য কর্ত্তৃক ত্রিগুণান্বিতা প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জীব জন্তু উদ্ভিদ জড়পদার্থ সকলেরই বিকাশ হয় কিন্তু ঐ জীবভেদে জীব দেহাশ্রিত জ্ঞান বা চৈতন্যের ন্যূনাতিরেক বিকাশ হইয়া থাকে, জড়পদার্থে চৈতন্যের আদৌ বিকাশ হয় না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—যেমন সমুদ্র মধ্যে এক একটী দ্বীপের উৎপত্তি হয়, আবার ঐ দ্বীপস্থ ভূমির মধ্যে ঐ ভূমিস্থিত নদী, পুষ্করিণী, কূপ ও গর্ত্তেও ন্যূনাতিরেক বারি প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহার মধ্যে নদীর সহিত সাগর বা উপ-সাগরের ও ঐ সাগরের সহিত মহাসমুদ্রের সাক্ষাৎভাবে সংস্রব আছে। পুষ্করিণী ও কূপের সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব নাই, পরোক্ষভাবে আছে, তদ্ভিন্ন উচ্চ মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও বারি গুহ্যভাবে আছে কিন্তু তাহা বিকাশ নাই। সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য মহাসমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাদ্বীপ আছে, ঐ মহাদ্বীপ সাগর বা উপ-সাগর বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে বিভক্ত, ঐ মহাসমুদ্রই ব্রহ্মচৈতন্য, মহাদ্বীপই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, শাখাসাগর বা উপসাগর গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ গ্রহ পৃথিব্যাদি, ঐ পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্যরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পশু পক্ষীরূপ পুষ্করিণী, কীটপতঙ্গরূপ কূপ, এবং কঠিন মৃত্তিকারূপ জড়পদার্থ আছে, ঐ মৃত্তিকারূপ জড়পদার্থে চৈতন্যরূপ গুহ্যবারি লুক্কায়িত আছে, কিন্তু বিকাশ নাই। ফলিতার্থ উপরোক্ত দৃষ্টান্তের সহিত দ্রাষ্টান্তিক বিষয়ে সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য নাই, তবে মহাসমুদ্রের মধ্যে যেরূপ দ্বীপ আছে ব্রহ্মচৈতন্যরূপ সমুদ্রে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান আছে অর্থাৎ দ্বীপরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আধারই মহাসমুদ্ররূপ ব্রহ্ম। আবার ঐ দ্বীপের মধ্যে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পুষ্করিণী ও কূপাদিতে জলের বিকাশ হয়, সেইরূপ জড়জগতে জীবচৈতন্যের বিকাশ হয় অর্থাৎ নদী পুষ্করিণীরূপ জীবজন্তুর আধারই মৃত্তিকারূপ জড়জগৎ। তন্মধ্যে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সহিত সাগরের কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সংস্রব আছে, সেইরূপ মানববুদ্ধির সহিত মহামানসাংশরূপ গ্রহদেবতার এক-ভাবে কথঞ্চিৎ সাক্ষাৎ সংস্রব বলা যাইতে পারে, যেহেতু মহৎ বুদ্ধির সারাংশভূত মনোময় প্রজাপতির মানস প্রতিবিম্বই মানববুদ্ধি * ঐ ক্ষুদ্র নদী জলপ্লাবিত হইয়া যেরূপ সাগরের সহিত একাকার হইতে পারে, মানবচৈতন্য সাধনদ্বারা সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত একা-

---

* উপরোক্ত বর্ণনার সহিত ফলিতজ্যোতিষের বিশেষ সংস্রব আছে, সময়ান্তরে ব্যাখ্যা হইবে।

কার হইতে পারে, যথা "ভাসে নদী জলধিতে হয় একাকার" এইজন্য কূপাদি হইতে নদীর সহিত সাগরের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে, যাহা হউক্ দৃষ্টান্ত বিষয়ের সহিত দ্রাষ্টান্তিক বিষয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য ভিন্ন সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য নাই ও হইতেও পারে না। ক্রমশঃ—

ভাষা পরিচ্ছেদ।

ভূমিকা।

আজকাল সংস্কৃতশাস্ত্রের ভূয়োনুবাদ হইতেছে। ইহা উপকারক কি অনুপকারক, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার বিষয়। আমার মতে উপকারও আছে, অপকারও আছে। উপকার—জটিল আর্য্য চিন্তা সাধারণের মনে উদিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত স্বধর্ম্মে অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। অপকারও ততোধিক—অনেকেই অনুবাদে তৃপ্ত হইয়া মূলের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে পারেন। আজকাল পদ্যে গীতার অনেক অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। অনুবাদে বেদব্যাসেব সমস্ত অভিমত সুব্যক্ত হইতে পারে না। অধিক কি, গীতা যে গুণে গুণবান্, তাহার শতাংশের একাংশও প্রস্ফুটিত হইতে পারে, আমার এরূপ ধারণা নাই।

এই অনুবাদ তরঙ্গ দর্শন করিয়া আশঙ্কা হয়, পাছে, সত্যনারায়ণেব কথার ন্যায় স্বকপোলকল্পিত অনুবাদ আপন আপন পিতৃ-শ্রাদ্ধে পঠিত হয়। সত্যনারায়ণের সংস্কৃত পুঁথি আছে, অনেকেই তাহা জানেন না। অধিকাংশ লোক নিজকৃত কথা স্বগৃহে পাঠ করেন। গীতার অদৃষ্টে তাহা না ঘটিলেই মঙ্গল।

কালমাহাত্ম্যে অনুবাদ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। লোকে আর কষ্ট করিয়া কিছু করিতে চায় না, দন্তের দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া ইক্ষুরসে রসনা তৃপ্ত করিতে চায় না, সুখচর্ব্য কাটা ইক্ষুখণ্ডে যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে। অতএব অনুবাদ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইলেও এরূপ অনুবাদ করা উচিত, যাহাতে দুর্গম সংস্কৃতশাস্ত্রে প্রবেশাধিকার হয়। হিন্দু-পত্রিকা সেই পন্থার অনুঃসরণ করিতে শনৈঃ শনৈঃ কার্য্যক্ষেপে অবতীর্ণ হইতেছেন। অদ্য ভাষাপরিচ্ছদের তাদৃশ অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। কালধর্ম্মে স্বীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম না। সংস্কৃত নৈয়ায়িক পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট সবিনয় নিবেদন তাঁহারা যেন এই উদ্যম দেখিয়া নাসিকা আকুঞ্চিত না করেন।—"জানন্তি তে তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥

ব্যাখ্যা। নূতন জলধররুচয়ে—সদ্যঃ সংভূত সলিল জলধরের ন্যায় রুচি (কান্তি) যাহার। গোপবধূটীদুকূলচৌরায়—গোপবধূটী, ছোট ছোট গোপবধূদিগের দুকূলচৌরায়—বস্ত্রাপহারী। তস্মৈ—শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ প্রসিদ্ধ। নমঃ—প্রণাম করি। কৃষ্ণায়—কৃষ্ণরূপী ভগবান্। সংসারমহীরুহস্য—সংসাররূপ বৃক্ষের। বীজায়—কারণ।

অনুবাদ। যিনি অভিনব-সম্ভূত সলিল-জলধরের সদৃশ প্রভাধারণ করেন, যিনি গোপবালার বস্ত্রহরণ করিতেন এবং যিনি সংসার বৃক্ষের বীজ তাদৃশ শ্রুতি স্মৃতিপুরাণ প্রসিদ্ধ

ভগবান্ কৃষ্ণকে (বিঘ্নপরিহার কামনায়) প্রণাম করি।

দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায়স্তথা ভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥

পদবিভাগ। দ্রব্যং। গুণাঃ। তথা। কর্ম্ম। সামান্যং। সবিশেষকং। সমবায়ঃ। তথা। অভাবঃ। পদার্থাঃ। সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।

বিষমব্যাখ্যা। সবিশেষকং—বিশেষের সহিত বর্ত্তমান হইয়া। অর্থাৎ বিশেষ।

অনুবাদ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই সাতটী পদার্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য। পদের অর্থের নাম পদার্থ। সংসারে শত শত পদ আছে, কিন্তু অর্থ এই সাতটী বই আর নাই। যাবতীয় অর্থ এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এই সপ্তপদার্থের সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়। অর্থাৎ সৃষ্টি চিকীর্ষাকালে এই সাতটী পদার্থ ঈশ্বরের সঙ্কল্পের বিষয় হইয়াছিল। জ্ঞানের বিষয় পদার্থ, এরূপ লক্ষণেও উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত নাই। দ্রব্যাদি ভিন্ন আমাদের জ্ঞানের বিষয় আর কিছু নাই। এই সপ্তপদার্থ বৈশেষিক দর্শন-সম্মত। নৈয়ায়িকগণেরও অনুমোদিত।

অনন্তর দ্রব্যাদির বিবরণ করিতেছেন—

ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম কালদিক্ দেহিনো মনঃ দ্রব্যাণ্যথ।

সন্ধিবিচ্ছেদ। ক্ষিতি—অপ্—তেজঃ—মরুৎ—ব্যোম—কাল-দিক্—দেহিনঃ—মনঃ—দ্রব্যাণি—অথ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ক্ষিতি—পৃথিবী। অপ্—জল। তেজঃ—অগ্নি। মরুৎ—বায়ু। ব্যোম—আকাশ। দেহিনঃ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। মনঃ—অন্তঃকরণ। দ্রব্যাণি—মূল বস্তু। দ্রব্য শব্দের লক্ষণ—ক্রিয়া গুণবৎ সমবায়িকারণমিতি। অর্থাৎ যাহা সমবায়সম্বন্ধে গুণেরও ক্রিয়ার আশ্রয় এবং যাহা কোন না কোন বস্তুর সমবায়ি কারণ তাহার নাম দ্রব্য, যে কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ি কারণ। যেমন সূত্র বস্ত্রের সমবায়ি কারণ। অথ—অনন্তর। এই অথ শব্দটী পরের সহিত অন্বয় হইবে। সন্ধিবিচ্ছেদের জন্য এখানে ধরা হইল।

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন—এই নয়টী দ্রব্য শব্দের বাচ্য।

তাৎপর্য্য। দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত, ইহার গুণ ও ক্রিয়া সাধারণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ অপর সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই পদার্থচতুষ্টয় অপ্রত্যক্ষ কল্পিত পদার্থ। সামান্য শব্দের অর্থ জাতি। বহু গো, বহু মহিষাদি এক করিবার জন্য গোত্ব, মহিষত্ব প্রভৃতি বহুবিধ জাতি স্বীকার করিতে হয়। এই গোত্ব জাতি ও গরুতে, মহিষাদিত্ব জাতি ও মহিষাদিতে যে সম্বন্ধে থাকে, সেই সম্বন্ধের নাম সমবায়। এইরূপ যুক্তিযোগে বিশেষাদি পদার্থ নিচয় স্বীকৃত হইয়াছে। সমবায়াদির লক্ষণ পরে ক্রমশঃ বিস্পষ্ট হইবে।

কেহ কেহ অন্ধকারকে দ্রব্য বলিয়াছেন। কেননা দ্রব্যের সমবেত রূপ ও ক্রিয়া অন্ধকারে থাকে; তবে ক্ষিতি প্রভৃতিতে যে বিশেষ গুণ আছে, অন্ধকারে তাহা নাই, অতএব অন্ধকার ক্ষিত্যাদি হইতে অতিরিক্ত দ্রব্য। একটু প্রণিধান করিলে এমতের ভ্রান্তি প্রতীত হইবে। পাঠকবর্গ হিন্দু-পত্রিকার "বৈধকাল" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিলে অন্ধকারের স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। প্রবন্ধ-

গৌরব ভয়ে পুনরুক্তি হইতে ক্ষান্ত হইলাম। অন্ধকার অভাব পদার্থ।

গুণারূপং রসো গন্ধস্ততঃ পরং।
স্পর্শসঙ্খ্যা পরিমিতিঃ পৃথকত্বঞ্চ ততঃ পরং॥
সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বঞ্চাপরত্বকং।
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকং।
দ্রব্যং স্নেহসংস্কারাবদৃষ্টং শব্দ এব চ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। অদৃষ্ট দুইটী—ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম—রূপাদির বিবরণ পরে প্রদর্শনীয়।

অনুবাদ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সঙ্খ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ—এই চতুর্ব্বিংশতিটী গুণ।

তাৎপর্য্য। যাহা দ্রব্যে অবস্থান করে, নিজে অগুণবান্ এবং সংযোগ ও বিভাগের কারণ নয়, তাহাই গুণশব্দের বাচ্য। "দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগ বিভাগেম্বকারণমনপেক্ষো গুণঃ" ইতি। রূপাদির বিবরণ পরে প্রদর্শনীয়।

ধর্ম্মের অভাবের নাম অধর্ম্ম নয়। অর্থাৎ অধর্ম্ম অভাব পদার্থ নয়। উহা গুণবিশেষ ভাবপদার্থ।

উৎক্ষেপণং তথাবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ।
ভ্রমণং রেচনং স্যন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।
তীর্য্যগ্‌গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে॥

পদবিভাগ। উৎক্ষেপণং। তথা। অবক্ষেপণং। আকুঞ্চনং। তথা। প্রসারণং। চ। গমনং। কর্ম্মাণি। এতানি। পঞ্চ। চ। ভ্রমণং। রেচনং। স্যন্দনোর্দ্ধজ্বলনং। এব। চ। তীর্য্যগ্‌গমনং। অপি। অত্র। গমনাৎ। এব। লভ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উৎক্ষেপণং—উর্দ্ধ সংযোগানুকূলক্রিয়া উর্দ্ধে সংযোগ জন্মাইতে পারে, এমন কর্ম্ম। অর্থাৎ উর্দ্ধে ক্ষেপ।

২। অবক্ষেপণং—অধঃসংযোগানুকূলক্রিয়া অর্থাৎ অধঃক্ষেপ।

৩। আকুঞ্চনং—প্রসারিতস্য সংক্ষিপ্ত সম্পাদনক্রিয়াভেদঃ অর্থাৎ সঙ্কোচন করা।

৪। প্রসারণ—বিস্তারকরণ।

৫। গমনং—উত্তরদেশ সংযোগানুকূল ব্যাপার। যে ক্রিয়া উত্তরদেশের সহিত সংযোগ জন্মায় তাহার নাম গমন। অর্থাৎ গমন করিতে হইলে পূর্ব্বদেশের সহিত সংযোগের ধ্বংস এবং উত্তরদেশের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। যে ব্যাপার তাদৃশ সংযোগ জন্মায়, সেই ব্যাপারর নাম গমন।

৬। কর্ম্মাণি—স্থূল কথায়, যাহা করা যায়, তাহার নাম কর্ম্ম। সূক্ষ্ম কথায়, যে বস্তু সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়ি কারণ এবং যাহার অসমবায়ি কারণ বেগ, তাহার নাম কর্ম্ম।

ভ্রমণং ইত্যাদি

৭। ভ্রমণং—এদিকে ওদিকে ঘোরা।

৮। রেচনং—নিঃসরণ।

৯। স্যন্দন—ক্ষরণ।

১০। উর্দ্ধজ্বলনং—উর্দ্ধে জ্বলা।

১১। তির্য্যগ্‌গমন—কুটিল গমন।

১২। গমনাদেব লভ্যতে—গমন শব্দের দ্বারা ইহাদের লাভ হয়। অর্থাৎ রেচনাদি গমনেরই প্রকারান্তর মাত্র।

অনুবাদ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন—এই পাঁচটী কর্ম্ম। ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন, এই পাঁচটী গমনের প্রকারান্তর মাত্র। ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

ন্যায় পরিভাষা।

বাঙ্গলাভাষায় অনেকগুলি শব্দ এবং তাদৃশ শব্দের উদ্বোধক চিন্তা নিতান্ত অপ্রতুল। সেই অপ্রতুলতাবশতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের অনুবাদ তত বিশদ হয় না। বিশদ হইলেও বিশদ বলিয়া বোধ হয় না। আজকাল বাঙ্গালাভাষার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দিন দিন ভাষার যেরূপ পরিপুষ্টি হইতেছে, তাহাতে সে অভাব থাকা উচিত নয়। আমি সেই অভাব পূরণবাসনায় পরিভাষাপ্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলাম। অগ্রে লক্ষণের বিষয় বলি।

ইতরভেদানুমাপকধর্ম্মের নাম লক্ষণ। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম অপর কোন বস্তু হইতে প্রভেদ করিয়া দেয়, সেই প্রভেদকর্ম্মই লক্ষণ। যেমন করচরণাদিমত্ব মনুষের লক্ষণ। কেননা করচরণাদি ধর্ম্ম মনুষ্যকে অপর জীব ও বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া দিতেছে, অতএব করচরণাদিমত্ব মনুষ্যের লক্ষণ। সেইরূপ গলকম্বলাদিমত্বই গোত্ব—অর্থাৎ গলকম্বলাদি ধর্ম্ম গরুর লক্ষণ। যাহার গলে কম্বল (কম্বলাকার লম্বমান চর্ম্ম) আছে, সেই গরু। গোমাত্রেরই গলে কম্বল আছে; গো ভিন্ন অন্য জন্তুর গলে কম্বল থাকে না। গলকম্বলাদিধর্ম্মের দ্বারা গোজাতি অশ্ব প্রভৃতি ইতর প্রাণী হইতে ভিন্ন হইয়াছে; অতএব গলকম্বলাদি গো-জাতির লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন। লক্ষণের স্থলে ভাববোধকত্ব দিয়া লক্ষণ করা ভাল—এ কথা পরে বলিব। যেমন গলকম্বলাদিমত্ব গোত্ব দুটী ত্ব বাদ দিয়া বুঝিতে হইবে, গলকম্বলাদিমান গো।

অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি, অসম্ভব ও অন্যোন্যাশ্রয় প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ দোষ আছে। লক্ষণ করিবার সময় সে দিকে দৃষ্টি আবশ্যক।

অতিব্যাপ্তি।

অতিব্যাপ্তির প্রকৃতি প্রত্যয় ব্যুৎপাদিত অর্থ অত্যন্ত ব্যাপন। সেই অর্থ লক্ষণে পরিস্ফুট হইয়াছে; যথা—অলক্ষ্যে লক্ষণগমনমতিব্যাপ্তিঃ—অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন অতিব্যাপ্তি। অর্থাৎ যে যাহার লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য ছাড়াইয়া তাহাতে যদি লক্ষণ যায়, তবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেমন চেতনাবান্ মনুষ্য—এইরূপ মনুষ্যের লক্ষণ করিলে, লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়; কেননা যেমন মনুষ্যের চেতনা আছে, সেইরূপ মনুষ্য ভিন্ন গবাদিপ্রাণীবৃন্দেও ঐ চেতনাধর্ম্ম আছে। সুতরাং চেতনাবান্ মনুষ্য—এই লক্ষণ লক্ষ্য মনুষ্য ও মনুষ্য ভিন্ন অলক্ষ্য গবাদিতে গমন করিতেছে, অতএব এ লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। এরূপ লক্ষণ করা উচিত, যাহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ না ঘটে।

অব্যাপ্তি।

অব্যাপ্তির যৌগিক অর্থ—অব্যাপন, ব্যাপ্তির অভাব, তাই লক্ষণ করিতেছেন—লক্ষ্যে লক্ষণাগমনম্ ব্যাপ্তিঃ। যদি লক্ষণ লক্ষ্যে গমন না করিয়া অলক্ষ্যে গমন করে তাহাহইলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যদি বলি—যাহা প্রীতিকর, তাহাই কর্ত্তব্য। তাহাহইলে কর্ত্তব্যের লক্ষণে অব্যাপ্তির দোষ ঘটে; কেননা, অসুস্থব্যক্তির উপবাস কর্ত্তব্য, কিন্তু অসুস্থেরও উপবাস প্রীতিকর নয়। অতএব এরূপ লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

অসম্ভব।

অসম্ভব শব্দের অবয়বশক্তিলভ্য অর্থ—সম্ভাবনার অভাব। সেই অর্থ লক্ষণে পরি-

স্ফুট করিতেছেন—লক্ষ্যালক্ষ্যয়োর্লক্ষণাগমনম সম্ভবঃ। অর্থাৎ কি লক্ষ্য, কি অলক্ষ্য উভয়েতে যদি লক্ষণ গমন করিতে না পারে, তাহাহইলে অসম্ভব দোষ ঘটে। যেমন পাপক্ষয়মাত্রজনক কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত—এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ করিলে লক্ষণ অসম্ভব দোষে দুষ্ট হয়। এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য কর্ম্ম নাই, যাহাতে কেবলমাত্র পাপক্ষয় জন্মায়। প্রায়শ্চিত্ত যেমন পাপক্ষয় জন্মায়, সেইরূপ স্বধ্বংস জন্মায়। আপনার ধ্বংসের প্রতি আপনি কারণ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, আপনি না থাকিলে আপনার ধ্বংস হয় না। "যেন বিনা যন্ন ভবতি, তত্তস্য কারণং"—যাহা ব্যতীত, যাহা না হয়, তাহাই তাহার কারণ, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তকে কেবল পাপক্ষয়মাত্র জনক বলা যায় না। পাপক্ষয়মাত্র জনকের অর্থ—কেবল পাপক্ষয়ের জনক। অন্যের জনক নয় প্রায়শ্চিত্ত যেমন স্বধ্বংসের জনক, সেইরূপ স্বপ্রত্যক্ষেরও জনক। কেননা স্ব না থাকিলে তো প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব পাপক্ষয়মাত্র জনক—এই লক্ষণ প্রায়শ্চিত্তেও যায় না অন্য কোন কর্ম্মেও যায় না, কার্য্যতঃ লক্ষণ অসম্ভব দোষে দুষ্ট হইল।

যদি বলি চতুর্হস্তবিশিষ্ট প্রাণী মনুষ্য, তাহাহইলে লক্ষণ অসম্ভব দোষ অর্শায়; কেননা জগতে কি লক্ষ্যস্থলে কি অলক্ষ্যস্থলে চতুর্হস্তশালী প্রাণী অসম্ভব। অতএব লক্ষণ করিতে হইলে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যাহাতে অসম্ভব দোষ না ঘটে।

অন্যোন্যাশ্রয়।

যে দোষ অন্যোন্যকে (পরস্পরকে) আশ্রয় করে, তাহার নাম অন্যোন্যাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয় বা পরস্পরাশ্রয়। তাহার লক্ষণ যথা—স্বগ্রহসাপেক্ষ গ্রহসাপেক্ষ গ্রহকত্বং অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম্। স্বগ্রহঃ (স্বজ্ঞানং) তস্য সাপেক্ষঃ (অপেক্ষাকারী) যো গ্রহঃ (জ্ঞানং) তস্য সাপেক্ষঃ (অপেক্ষাকারী) গ্রহো যস্য তস্য ভাবঃ। অর্থাৎ স্বজ্ঞানের প্রতি যে জ্ঞান অপেক্ষা করে, সেই জ্ঞানের প্রতি পুনর্ব্বার যদি স্বজ্ঞান অপেক্ষা করে, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। যদি বলি—মহিষ ভিন্নত্ব গোত্ব এবং গো ভিন্নত্ব মহিষত্ব, তাহাহইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ গো-জ্ঞান করিতে হইলে মহিষ জ্ঞান আবশ্যক এবং মহিষ জ্ঞান করিতে হইলে পুনর্ব্বার গো-জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছে। যদি কেহ গো, মহিষ উভয় না চেনে, তাহাহইলে এ লক্ষণ তাহার কিছুই উপলব্ধি হয় না। কেননা গো-মহিষ জ্ঞান পরস্পরকে আশ্রয় করিতেছে। সেইরূপ যদি বলি যে পিতার জন্য সেই পুত্র এবং যে পুত্রের জনক, সেই পিতা; তাহাহইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে, কেননা পিতৃজ্ঞান সাপেক্ষ পুত্রজ্ঞান হইয়াছে এবং পুত্রজ্ঞান সাপেক্ষ পিতৃজ্ঞান হইয়াছে। অতএব এরূপ স্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। অন্যোন্যাশ্রয় দোষ লক্ষণ স্থলেও তর্কিত হইতে পারে বিধায় এই থানেই তাহার উল্লেখ করিলাম। এতদ্ভিন্ন লক্ষণ প্রসঙ্গে আত্মাশ্রয়নামক তর্কেরও প্রসঙ্গ হইতে পারে অতএব তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলি।

আত্মাশ্রয়।

যাহা আপনাকে আশ্রয় করে, তাহার নাম আত্মাশ্রয় তাহার লক্ষণ যথা—স্বাপেক্ষাপাদক প্রসঙ্গত্বং আত্মাশ্রয়ত্বং। অর্থাৎ যে দোষ স্বর অপেক্ষার আপাদক (জনক) তাহার নাম আত্মাশ্রয়। যদি বলি জ্বরঘটিত উপসর্গযুক্ত রোগের নাম জ্বর। তাহাইলে এই লক্ষণ আত্মাশ্রয় দোষে দুষ্ট হয়। কারণ জ্বর না চিনিলে জ্বরের উপসর্গ চেনা হয় না, অতএব জ্বরজ্ঞান সাপেক্ষ জ্বরজ্ঞান হওয়ায় লক্ষণ দোষ আত্মা

য় অর্থাৎ আপনাকে আশ্রয় করিতেছে। ক্ষণ করিতে হইলে এইরূপ দৃষ্টি না থাকিলে ক্ষণ দুষ্ট হইয়া পড়ে। যদি পূর্ব্বোক্ত দোষ চয়ের অগ্নি শুদ্ধিতে লক্ষণ পরীক্ষিত হয়, াহা হইলে খাঁটি হয়, লক্ষণ করিবার ক্ষমতা ায়িকের ন্যায় কাহারও নাই। অতঃপর ম্বন্ধের কথা বলি।

পৃথিবীতে বহুবিধ বস্তু আছে। সকল স্তুই পরস্পর সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা কোন। কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সমবায় সংযোগ ভৃতি বহু সম্বন্ধ আছে। তাহার মধ্যে সমবায় ম্বন্ধ সমধিক অন্তরঙ্গ। তাই আদৌ তাহার রিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম।

সমবায়।

অযুতাসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি—যুতং াথকাভূতং সৎ সিদ্ধং ন ভবতীতি অযুতসিদ্ধং। অযুতসিদ্ধয়োঃ অপৃথকাসিদ্ধয়োঃ পদার্থয়োঃ ম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত হইয়া াহার উৎপত্তি বা উপলব্ধি হয় না, সেই পদার্থদ্বয়ের যে সম্বন্ধ তাহার নাম সমবায়। যেমন কপালের সহিত ঘটের সমবায় সম্বন্ধ। (কপাল শব্দের অর্থ ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বস্থিত ঘটের অবয়ব) ঘট কপাল হইতে পৃথগ্‌ভাবে উৎপন্ন বা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। তাই ঘট ও কপাল অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়। অতএব উহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়। বায়ু দ্রব্য পদার্থ। স্পর্শ গুণ পদার্থ। বায়ু ও স্পর্শ অযুতসিদ্ধ উহারা পৃথক্ হইয়া উপলব্ধ বা উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব উহাদের সম্বন্ধের নাম সমবায়। সেইরূপ আকাশের সহিত শব্দের, পৃথিবীর সহিত গন্ধের, জলের সহিত আস্বাদের, অগ্নির সহিত রূপের এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যত্বের সমবায় সম্বন্ধ। কেননা পূর্ব্বোক্ত দুটী দুটী অযুতসিদ্ধ। কিন্তু ঐ শব্দ বায়ুতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। কারণ শব্দ বায়ুর গুণ নয়, সুতরাং শব্দ ও বায়ু অযুতসিদ্ধ পদার্থ নয়, পূর্ব্বেই বলিয়া অযুতসিদ্ধ না হইলে সমবায় সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ গন্ধ পুষ্পে সমবায় এবং বায়ুতে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। ক্রিয়া ক্রিয়াবানের সমবায় সম্বন্ধ। এইরূপ সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। ভাষপরিচ্ছেদে সমবায় সম্বন্ধে পরিচয় যথা—

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণঃ।
তেষু জাতেশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ কপালাদি অবয়বে ঘটাদি অবয়বীর যে সম্বন্ধ ক্ষিতি প্রভৃতি দ্রব্যনিচয়ে গন্ধাদি গুণেরও ক্রিয়ার সে সম্বন্ধ, ঘটাদিতে জাতির (ঘটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি জাতির) যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে।

সমবায় সম্বন্ধে সমবেত গুণ দ্রব্যে অভেদাবস্থায় থাকে। সমবায় সম্বন্ধ নিত্য বিদ্যমান সমবেত গুণ বা জাতি স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করে না। শব্দ আকাশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না। মনুষ্যত্ব মনুষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া গবাদি আশ্রয় করে না।

সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে চলে না। বিনা সম্বন্ধে কাহারও সহিত সংস্রব থাকে না। গুণের সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধ না থাকিলে দ্রব্যকে গুণবান্ বলা যায় না। আমার সহিত গৃহের স্বামিত্ব সম্বন্ধ না স্বীকার না করিলে আমার গৃহ বলিতে পারি না। আমার যখন গৃহে স্বামিত্ব আছে, তখন স্বামিত্ব সম্বন্ধ স্বীকার করাই উচিত। সেইরূপ আমার গুণ যখন আমাতেই সমবেত, তখন তাহার সহিত সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার না করি কেন? শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য সমবায় সম্বন্ধের স্বীকার করেন নাই। তিনি শারীরভাষ্যে লিখিয়াছেন "ন

সমবায়েঽস্তি প্রমাণা ভাবাং। সে সব কথা লিখিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে বিধায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

কালিকসম্বন্ধ।

কালকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া উভয়ের যে সম্বন্ধ বিন্যাস করা যায়, তাহার নাম কালিকসম্বন্ধ। যেমন কালিকসম্বন্ধে আমি কাশী আছি। কারণ, কাশী যে সময়ে বিদ্যমান আছে, আমিও সেই সময়ে বিদ্যমান আছি।

পরম্পরাসম্বন্ধ।

কোন একটী পদার্থকে দ্বার করিয়া যে সম্বন্ধে কল্পনা করা যায় তাহাকে পরম্পরাসম্বন্ধ বলা যায়। যেমন কালিকসম্বন্ধে কালকে দ্বার করিতে হয়, সেইরূপ কাল ভিন্ন অপর বস্তুকে দ্বার করিলে পরম্পরা সম্বন্ধ হয়। কালিক সম্বন্ধ পরম্পরা সম্বন্ধের অপবাদক। এক কথায় পরে পরে যে, সম্বন্ধ হয়, তাহাকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলে। আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও পরম্পরাসম্বন্ধ আছে। কেননা তুমিও যে দেশে বাস কর, আমিও সেই দেশে বাস করি। অতএব এক দেশবাসীত্ব সম্বন্ধে তুমি আমার অর্থাৎ তুমি আমার এই বাক্যের অর্থ তুমি স্বদেশবাসী। সেইরূপ এক কুলোৎপন্নত্ব সম্বন্ধে রঘুবাযে আছেন। প্রবন্ধ পাঠকতাসম্বন্ধে তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। এইরূপ পরম্পরাসম্বন্ধ অন্যান্য সম্বন্ধের কথা পরে লিখিব।

ক্রমশঃ—

শ্রীবজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ

গোপালতাপনী

উপনিষৎ।

পূর্ব্বভাগ।

ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥১॥

গ্রন্থারম্ভে শ্রীকৃষ্ণনমস্কারেণ শ্রোতৃণাং বিঘ্নবিনাশায় মঙ্গলাচরণমিতি। পাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ। তথাচ কৃষ্ণ শব্দঃ সচ্চিদ্বাচকঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অক্লিষ্টকারিণে—যো ভক্তজনং অবিদ্যাস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশলক্ষণক্লেশপঞ্চক রহিতং করোতি তস্মায়। বেদান্তবেদ্যায়—উপনিষদ্‌পুরুষায়। গুরবে—সর্ব্বহিতোপদেষ্ট্রে। বুদ্ধিসাক্ষিণে—সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়াং সাক্ষিণে।

শ্রোতৃবর্গের বিঘ্নবিনাশার্থ শ্রীকৃষ্ণ নমস্কার দ্বারা মঙ্গলাচরণ করা হইতেছে। বেদান্তবেদ্য, সর্ব্বহিতোপদেষ্টা, ইন্দ্রিয়মনাদির সাক্ষিস্বরূপ, ক্লেশাপহারক, পাপবিনাশক সচ্চিদানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

ওঁ মুনয়ো হবৈব্রহ্মাণমূচুঃ, কঃ পরমোদেবঃ কুতো মৃত্যুঃ বিভেতি, কস্যবিজ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতি ইতি ॥ ২ ॥

মুনয়ঃ তত্ত্বমননশীলাঃ সনকাদয়ঃ ব্রহ্মাণং প্রতি উচুঃ। কঃ পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ দেবঃ। কুতঃ কস্মাৎ মৃত্যুঃ ত্রস্যতি। কস্যজ্ঞানেন জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতি। কেনেদং বিশ্বং সংসরতি উৎপদ্যতে।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু সনকাদিমুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেব কে? মৃত্যু কাহা হইতে ভয় পায়? কাহাকে জানিলে সমস্ত পদার্থই জানা যায়? কাহা হইতে এই সংসার উৎপন্ন হইয়াছে?

তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্ ॥ ৩॥

ব্রাহ্মণঃ ছান্দসত্বাৎ, ব্রহ্মা তান্ প্রতি উবাচ। শ্রীকৃষ্ণঃ বৈ পরমো দেবঃ। কৃশশব্দসচ্চিদ্বাচকঃ ন শব্দশ্চানন্দবাচকঃ। যদ্বা ভক্তপাপকর্ষণাৎ কৃষ্ণ হি পরমো দেবঃ।

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মা সনকাদিমুনিগণকে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরম দেব, যেহেতু তিনি ভক্তগণের পাপকর্ষণ করেন, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ (কৃষ শব্দ সৎ ও চিৎ বাচক, ন শব্দ আনন্দবাচক; পাপকর্ষণ করেন বলিয়াও তাহাকে কৃষ্ণ বলা যায়)।

কৃষ্ণ শব্দের অন্যরূপ অর্থও আছে। (১) কৃষ—উৎকৃষ্ট, নি—নিষ্পত্তি, সুতরাং যাহা হইতে উৎকৃষ্ট নিষ্পত্তি হয়, তিনিই সর্ব্বসামঞ্জস্যকারী পরমাত্মা। (২) ক—ব্রহ্মা, ঋ—অনন্ত, ষ—শিব, ন ধর্ম্ম। ক+ঋ+ষ+ন—কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, যিনি অনন্ত বা অপরিসীম, যিনি শিবরূপে সংহার করেন এবং যিনি—সর্ব্বধর্ম্মময় তাহাকেই বুঝায়। (৩) কৃৎ—কৃৎস্ন, ন—আত্মা, যিনি সমস্ত জীবের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা।

গোবিন্দান্মৃত্যুর্ব্বিভেতি ॥ ৪ ॥

গবা জ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দঃ, তস্মাৎ উপলব্ধাৎ অমৃতস্বরূপপ্রাপ্তৌ মৃত্যুঃ বিভেতি, ভয়েন তদাজ্ঞাকারী ভবতি।

গো শব্দে জ্ঞান বুঝায়, জ্ঞানের দ্বারা যাহাকে জানা যায় তিনি—গোবিন্দ, তাহার জ্ঞান হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, মৃত্যুর কোন ভয় থাকে না, মৃত্যুই তাহা হইতে ভয় পায়।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

গোপীজনবল্লভজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানং ভবতি ॥ ৫ ॥

ইদং সকলজগৎ নামরূপাভ্যাং গোপায়তি রক্ষতি অথবা পরব্রহ্মস্বরূপং গোপায়তি সংবৃণোতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা গোপী প্রকৃতির্মায়া তস্যাঃ সকাশাজ্জাতঃ প্রপঞ্চঃ গোপীজনঃ তস্য বল্লভঃ স্বামী ঈশ্বরঃ তস্য বিজ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। অথবা গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাকলা চ তাসাং বল্লভঃ স্বামীপ্রেরকঃ ঈশ্বরঃ তজজ্ঞানেন অখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা-বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। যথা—সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

নাম ও রূপের দ্বারা—যিনি জগৎ রক্ষা করেন, কিম্বা যিনি পরব্রহ্মকে গোপন করিয়া রাখেন তিনি গোপী অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়া—সেই মায়া হইতে এই প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়, তাহার স্বামী যিনি, তিনি গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পরমাত্মা, তাহাকে জানিলে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই জানা যায়। কিম্বা যাহারা রক্ষা করেন, অর্থাৎ পালনশক্তি তাহাদের জন অর্থাৎ সমূহ, তাহাদের ঈশ্বর গোপীজনবল্লভ, তাহাকে জানিলে সকলই জানা হয়। পূর্ব্ব ও পরের অর্থ একই। অবিদ্যা অর্থাৎ মায়াকলাদ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে, মায়া না থাকিলে জগৎ থাকে না।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা উপদেশ দিয়াছিলেন যে যেরূপ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে মৃত্তিকাজাত সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপ এই জগতের কারণ পরব্রহ্মকে

জানিতে পারিলে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য তাহার পত্নী মৈত্রেয়ীকেও ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও মননদ্বারা সকলই জানা যায়। হিন্দু-পত্রিকায় প্রথম খণ্ড যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী ও শ্বেতকেতু আরুণি সংবাদ দ্রষ্টব্য।

স্বাহয়েদং সংসরতীতি ॥ ৬ ॥

স্বাহা শব্দবাচ্যয়া মায়য়া ইদং বিশ্বং সংসরতি উৎপদ্যতে।

বঙ্গার্থ। স্বাহা—শব্দবাচ্য মায়াদ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

আহুতি ক্রিয়ার নাম স্বাহা—সুষ্ঠু আহুয়ন্তে দেবা অনেনেতি দেবহবির্দানমন্ত্রঃ। পাঠক পুরুষ-সূক্ত স্মরণ করুন্। যজ্ঞের দ্বারা এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। মায়োপাধিক পুরুষ আপনাকে যজ্ঞের হবিস্বরূপ করিয়া বিশ্ব উৎপন্ন করেন। প্রজাপতেঃ স্বা আত্মীয়া বাগাহেতি স্বাহাকাররূপা বাক্ প্রজাপতি সৃষ্টি ইত্যর্থঃ। নিরুক্তম্। প্রজাপতির আত্মীয়া বাক্ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই স্বাহা অর্থাৎ প্রজাপতি সৃষ্টি। তদৈক্ষতবহুস্যাং প্রজায়েয়। ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

মায়া আশ্রয় করিয়া পুরুষ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তিনি যেন মায়ারূপ অগ্নিতে আপনাকে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইতে ধুম, মেঘ, অন্ন আদি সৃষ্ট হয়। ঐ মায়াই স্বাহা। প্রজাপতি সৃষ্টিকালে একা আমি বহু হইব এই বাক্যাশ্রয় করিয়া মায়াবলম্বনে বিশ্ব সৃষ্টি করেন তাহার সেই বাক্যই মায়াস্বরূপ। এতদ্দ্বারা স্বাহা, যজ্ঞ, মায়া, বাক্ ইত্যাদির সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল।

তদুহোচুঃ কঃ কৃষ্ণো, গোবিন্দশ্চকোঽসাবিতি, গোপীজনবল্লভঃ কঃ কা স্বাহেতি ॥ ৭ ॥

সেই মুনিগণ ব্রহ্মকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ কে? গোবিন্দ কে? গোপীজনবল্লভ কে? স্বাহা কে?

তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ, পাপকর্ষণো, গো ভূমিবেদবিদিতো বেদিতা, গোপীজনা বিদ্যা কলা প্রেরকস্তন্মায়া চেতি ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্মা, তান সনকাদীন্ প্রতি উবাচ। পাপকর্ষণো কৃষ্ণঃ। গোভিরেব যতো বেদ্যো গোবিন্দঃ সমুদাহৃতঃ। গাং বেদলক্ষণাং বাণীং গো-ভূম্যাদিকং বা বেত্তেতি। ভূমৌ বেদাৎ বিদিতঃ বেদিতা বেত্তা ইতি গোবিন্দঃ। গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাকলাঃ তাসাং প্রেরক ইতি। তন্মায়া পরমাত্মনো মায়া স্বাহা ইতি।

ব্রহ্মা সনকাদিমুনিগণকে বলিলেন যে, যিনি পাপ অপহরণ করেন তিনি কৃষ্ণ, যিনি গো শব্দবাচ্য ভূমি অর্থাৎ বিশ্ব এবং বেদবেত্তা এবং যে বিশ্বদর্শন ও বেদাধ্যয়নদ্বারা তাহাকে অবগত হওয়া যায় তিনি গোবিন্দ, যিনি অবিদ্যাকলারূপ পালনশক্তির ঈশ্বর তিনি গোপীজনবল্লভ। তাহার মায়ার নাম স্বাহা। গোবিন্দ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—গাং ভূমিং বিশ্বং বেদঞ্চ বিদতি পালয়তি ইতি।

সকলং পরং ব্রহ্মৈব তৎ ॥ ৯ ॥

সকলং মায়য়া সহিতং পরব্রহ্মৈব তৎ উক্তম্।

উপরোক্ত প্রকারে মায়া ও পরব্রহ্মের কথা বলা হইল।

যো ধ্যায়তি রসয়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি সোঽমৃতো ভবতি ॥ ১০ ॥

যিনি সেইরূপ ধ্যান করেন, রসনাদ্বারা উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ জপ করেন, পূজা করেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন।

তে হোচুঃ কিং তদ্রূপং কিং রসনং কথং চাহ তদ্ভজনং তৎসর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যাহীতি ॥ ১১ ॥

মুনিগণ বলিলেন, সেইরূপ কি, সেই জপ কি, সেই ভজন কি প্রকার, এই সমুদায় আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমাদিগের নিকট উহার ব্যাখ্যা করুন্।

তদুহোবাচ হৈরণ্য গোপবেশমব্‌ভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ ॥ ১২ ॥

হৈরণ্যং হিরণ্যগর্ভস্থাপত্যং হৈরণ্যং জ্ঞানোদ্ভবং ব্রহ্মধ্যেয়ং রূপম্। গোপায়তীতি গোপস্তস্য বেশোযস্যতং গোপবেশং পালকস্বরূপম্। অপো বিভর্ত্তি ইত্যব্ভ্রঃ সমুদ্রঃ তদ্বদাভা যস্যতম্ অব্‌ভ্রাভং সমুদ্রবদ্গম্ভীরম্ অপারম্। তরুণং জরাদিদোষরাহতং। কল্পদ্রুমঃ বেদঃ আশ্রিতং প্রতিপাদ্যম্।

বঙ্গার্থ। তাহার কিরূপ, ইহার উত্তরে বলা হইতেছে;—"তিনি হৈরণ্য অর্থাৎ জ্ঞানময়মূর্ত্তি, গোপবেশ অর্থাৎ জগতের পালকস্বরূপ, তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও অপার, তরুণ অর্থাৎ জরাদিরহিত এবং কল্পদ্রুমাশ্রিত অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য।

তাদিহ শ্লোকা ভবন্তি।

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ (ক)
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ (খ)
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ং শ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতে-
রিতি ॥ (গ)

(ক) সৎ পুণ্ডরীকনয়নং—সৎ নির্ম্মলং পুণ্ডরীকং হৃৎকমলং নয়নং প্রাপকং যস্য তং। মেঘাভং—মেঘা উপতপ্ত মনসি সচ্চিদানন্দাস্বরূপা আভা যস্য তং। বৈদ্যুতাম্বরম্—বিশেষেণ দ্যোতত ইতি বিদ্যুৎ বিদ্যুদেব বৈদ্যুতম্ তাদৃশম্ অম্বরং স্বপ্রকাশচিদাকাশমিত্যর্থঃ। দ্বিভুজং—[illegible]র্ভবিরাড়াত্মানৌ ভুজৌ মৌক্তিকশিল্প হেতু ভূতৌ হস্তৌ যস্য তং দ্বিভুজং। জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং—তৎ ত্বমসি ইতি সচ্চিদানন্দৈকরসাকারাবৃত্তিঃ তত্র আঢ্যং প্রকাশমানং। বনমালিনম্—বনে বিবিক্তপ্রদেশে স্বভক্তেষু মালতে প্রকাশতে ইতি বনমালিনম্। ঈশ্বরং—ব্রহ্মাদীনামপি নিয়ন্তারম্।

তাঁহাকে নিম্নোক্তপ্রকারে ধ্যান করিতে হইবে ;—

বঙ্গার্থ। তিনি নির্ম্মল পুণ্ডরীকনয়ন মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাধারী বনমালী এবং ঈশ্বর। পুণ্ডরীক শব্দে হৃৎকমল, নয়ন শব্দে প্রাপক, স্বচ্ছ হৃদয়ের দ্বার যাহাকে লাভ করা যায়। কলুষিত হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না।

মেঘাভ—উপতপ্তহৃদয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়া যিনি শান্তিপ্রদান করেন।

বৈদ্যুতাম্বর—তাহাকে প্রকাশ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন নাই। বিদ্যুৎ যেরূপ স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিও সেইরূপ চিদস্বরূপে আপনিই প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

দ্বিভুজ—হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটপুরুষ অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম ও কার্য্য ব্রহ্ম তাহার দুই বাহুস্বরূপ অর্থাৎ তিনিই জগতের নিমিত্ত ও সমবায়ী কারণ।

জ্ঞানমুদ্রাঢ্য—যিনি জ্ঞানমুদ্রাতে আঢ্য অর্থাৎ প্রকাশমান। জ্ঞানমুদ্রা-তত্ত্বমসি অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানরূপে সচ্চিদানন্দই হইয়াছে একমাত্র রস যে চিত্তবৃত্তিতে।

বনমালী—বন শব্দে নিভৃতস্থল, এরূপ ধ্যান ধারণাদির যোগ্য স্থানে যিনি ভক্তের নিকট (মালতে) প্রকাশিত হন।

ঈশ্বর—যিনি ব্রহ্মাদিদেবগণের নিয়ন্তা।

(খ) আত্মানং গোপায়তীতি গোপঃ জীব

গোপীমায়াগাবঃ বেদাশ্চ তৈঃ আবীতং স্বামিত্বয়া আশ্রিতং। সুরক্রমঃ বেদঃ তস্য তলং স্বরূপম্ আশ্রিতং তৎপ্রতিপাদ্যম্। দিব্যালঙ্করণৈঃ বৈরাগ্যাদিষড়্বিধৈশ্বর্য্যৈঃ উপেতম্। রত্নতুল্যম্ অতিস্বচ্ছং যৎ পঙ্কজং হৃদয়কমলং তদন্তঃ স্থাকাশগতঃ তম্।

বঙ্গার্থ। গোপ অর্থাৎ জীব, গোপী অর্থাৎ মায়া এবং গো অর্থাৎ বেদ তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তিনি সুরক্রম অর্থাৎ বেদদ্বারা প্রতিপাদ্য। তিনি বৈরাগ্য মোক্ষাদি ষড়্বিধ অলঙ্কারদ্বারা বিভূষিত, তিনি রত্নপঙ্কজমধ্যগ অর্থাৎ রত্নসদৃশ স্বচ্ছ হৃদয়পদ্মের মধ্যস্থিত।

(গ) কালিন্দী নাম নির্ম্মলোপসনা তস্যাঃ জলকল্লোলাঃ নানাস্ফুরণতরঙ্গাঃ তৎ সঙ্গী মারুতঃ নিশ্চল প্রাণবায়ুশ্চ তেন সেবিতং আরাধিতম্। এবম্বিধং শ্রীকৃষ্ণং চেতসা চিন্তয়ন্ ধ্যায়ন্ নরঃ সংস্থতেঃ সংসারাৎ মুক্তো ভবতি।

বঙ্গার্থ। কালিন্দীজলকল্লোল অর্থাৎ নির্ম্মল উপাসনার যে হৃদয় উচ্ছ্বাস তদুপবিস্থিত যে মারুত অর্থাৎ প্রাণবায়ু তাহাদ্বারা সেবিত। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে এবম্বিধভাবে ধ্যান করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বাহ্যলীলার সহিত মিলাইয়া দেখিলে, পাঠক দেখিবেন শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডরীকনয়ন, মেঘের ন্যায় নীরদ শ্যামল, বিদ্যুতাম্বর অর্থাৎ পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণ চারি হস্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করার পর দেবকীর প্রার্থনায় দুই ভুজসংহরণ করিয়া দ্বিভুজ হইয়াছিলেন, তিনি জ্ঞানমুদ্রা নামক মুদ্রাযুক্ত। তিনি বনমালী, তিনি ঈশ্বর, তিনি শ্রীদামাদি গোপ, রাধিকাদি গোপী এবং কপিলা প্রভৃতি গাভীদ্বারা আবিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত, তিনি দিব্য অলঙ্কারদ্বারা অলঙ্কৃত, তিনি সিংহাসনের উপরে রত্নময়-সুবর্ণকমল মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি কালিন্দী অর্থাৎ যমুনা জল-তরঙ্গ স্পৃষ্টবায়ুদ্বারা সেবিত।

(গ) তস্য পুনঃ রসনং জলভূমীন্দুসম্পাতকামাদিকৃষ্ণায়েত্যেকং পদং গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ং গোপীজনেতি তৃতীয়াং বল্লভায়েতি তুরীয়ং স্বাহেতি পঞ্চমিতি পঞ্চপদীং জপন পঞ্চাঙ্গং দ্যাবা ভূমী সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ সাগ্নীতদ্রূপতয়া ব্রহ্মসম্পদ্যতে ব্রহ্মসম্পদ্যতে ইতি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ। তাহার রসন অর্থাৎ জপ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে। জল ককার, ভূমি লকার, ঈকার অগ্নি, ইন্দু অনুস্বার ইহাদের যোগে যে কামবীজ হইল অর্থাৎ ক্লীং ইহা আদিতে থাকিয়া কৃষ্ণ এই পদ প্রথমে অর্থাৎ ক্লীং কৃষ্ণায় এই পদ প্রথম, গোবিন্দায় এই পদ দ্বিতীয়ে, গোপীজন তৃতীয়ে, বল্লভায় এই পদ চতুর্থে স্বাহা এই পদ পঞ্চমে এই পঞ্চপদ জপ করিয়া দ্যাবা পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই পঞ্চাঙ্গ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

তদেষ শ্লোকঃ। ক্লীমিত্যে তদাদাবাদায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায়েতি চ গোপীজনবল্লভায় বৃহদ্ভানব্যাসবৃহুদ্যরেৎ যো গতিস্তস্যাস্তিমঙ্ক্ষু ন্যান্যাগতিঃ স্যাদিতি ॥ ১৪ ॥

তাহাকে জপ করিবার এই শ্লোক—

ক্লীং এই শব্দ আদিতে উচ্চারণ করিয়া পরে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা যিনি একবারও উচ্চারণ করেন তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত হন, তাহার অন্য গতি হয় না।

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুস্মিন্ মনসঃ কল্পন মে তদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥ ১৫ ॥

ইহ অমুত্র উপাধেঃ ঐহিক পারলৌকিক প্রয়োজনস্য নৈরাস্যেন নিরাসনমেব নৈরাস্যং তেন ঐহিকামুস্মিকফলকামনারাহিত্যেন এব

অমুস্মিন কৃষ্ণাখ্যে ব্রহ্মণি মনসঃ কল্পনং প্রেম্না-তন্ময়ত্বং তদেব ভজনমুক্তম্। এতৎ ভজনং নৈষ্কর্ম্ম্যং।

তাহার ভজন কি তাহার উত্তরে বলা হইতেছে।

ইহাকে ভক্তি করাকেই ভজন বলে। ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজন নিরসন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়ত্ব ভাবকে ভজন বলে। এই ভজনকেই নিষ্কামভজন বলে। ঐহিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার সুখের কামনা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে আত্মসমর্পণ তাহাই তাহার ভজন।

কৃষ্ণং তং বিপ্রা বহুধা যজন্তি গোবিন্দং সন্তং বহুধা আরাধয়ন্তি গোপীজনবল্লভভুবনানি দধ্রে ॥ ১৬ ॥

তং কৃষ্ণম্ বিপ্রাঃ সাত্ত্বিকাঃ বহুধা দানযজ্ঞাদিভিঃ যজন্তি গোবিন্দমিতি। গোভূমিবেদবিদিতং সন্তং বহুধা শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবনার্চ্চনবন্দন দাস্য সখ্যাত্মনিবেদনাদিভিঃ আরাধয়ন্তি সেবয়ন্তি। গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ তাসাং জনঃ সমূহঃ তস্যবল্লভঃ স্বামীপ্রেরকসন্ ভুবনানি—অনন্ত কোটিব্রহ্মাণ্ডানি দধ্রে অপালয়ত।

সেই কৃষ্ণকে সাত্ত্বিকব্যক্তিরা দান, যোগ ইত্যাদি বহুবিধ যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন, সেই গোবিন্দকে দাস্য সখ্য ইত্যাদি বহুবিধভাবে আরাধনা করেন, সেই গোপীজনবল্লভ অর্থাৎ পালনশক্তিসমূহের ঈশ্বর তাবৎ বিশ্ব পালন করেন।

স্বাহোশ্রিতো জগদেজয়ৎ সুরেতাঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ। তিনি সুরেতা হইয়া স্বাহা অর্থাৎ মায়া আশ্রয় করিয়া জগৎ চালাইয়াছিলেন অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতার "মম যোনি মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" এই স্থলে স্মরণ করুন। সুষ্টু শোভনং চিদ্রূপং রেতঃ যস্য সঃ সুরেতাঃ। উৎকৃষ্ট চিৎরূপ রেত যাহার তিনি সুরেতা। শিবলিঙ্গাদি পরমপুরুষের মায়া আশ্রয়ের মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্ট জন্যে জন্যে পঞ্চরূপো বভূব। কৃষ্ণস্তথৈকোঽপি জগদ্ধিতার্থং শব্দেনাসৌ পঞ্চপদো বিভাতীতি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ। বায়ু যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিশরীরে (জন্যে) প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান, সমান এই পঞ্চরূপ ধারণ করে, কৃষ্ণও সেইরূপ—জগতের হিতার্থে পঞ্চপদ (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে) হইয়া প্রকাশিত হয়েন।

তে হোচুরুপাসনমেতস্য পরমাত্মনোগোবিন্দস্যাখিলধারিণী ব্রূহীতি ॥ ১৯ ॥

সনকাদি সেই মুনিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন অখিলের আধার স্বরূপ—পরমাত্মা গোবিন্দের উপাসনা কি তাহা আমাদিগকে বলুন্।

ক্রমশঃ—

শ্রেয় ও প্রেয়।

য[illegible]নাচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছিলেন :—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভেনানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ যউ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা

মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। ১।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন। ২।

শরীর যাত্রানির্ব্বাহ করিতে হইলে কেহই প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আহার, বসন ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য্য। বিশ্বমায়া ও চৈতন্যে জড়িত। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপযোগী কার্য্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়াকেই সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে, প্রেয় যতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রানুসারে মানবের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রেয়সাধক সদসৎ উপায়ের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া স্রক্‌বণিতাদি বিষয়ভোগের জন্য ধন উপার্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক কেবল সদুপায়ে দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, জ্ঞানের উন্নতিসাধন, ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানের জন্যই ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়সাধক স্বীয় যশ মান পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য, স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-কূপে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, বিবিধ বিদ্যানুশীলন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় "আমিতে" শ্রেয় সাধকের দৃষ্টি সকল "আমিতে", প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কোচকামী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসারকামী, আমিত্বের প্রসারই শ্রেয়সাধকের মূলমন্ত্র, উহার সঙ্কোচই প্রেয়সাধকের অভীষ্টদেব। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সমুদ্যত, চৈতন্যকেও জড়ে পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও শ্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। প্রেয়সাধক সতীনারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমূল্য শ্রেয় সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া বেশ্যায় পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছে, প্রেয়সাধক কৃষকও কৃষকপত্নীপুত্রকন্যার বক্ষবিদারক আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটীর, ভগ্ন করিয়া আহ্লাদে অষ্টখণ্ড প্রতিভাত হইতেছেন। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয়সাধক স্বীয় ভার্য্যা কুষ্ঠাক্রান্তা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার নূতন যন্ত্র ক্রয় করিয়া হতভাগিনীকে স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কান্তারে, মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে, শ্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, দুরারোহগিরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধপদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া পশুতুল্য মনুষ্যদিগকে যথার্থ মনুষ্য করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। মানবজাতির মধ্যে সৌহার্দ্দসংস্থাপন, পরস্পরের

অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যপদেশ করিয়া দুর্ব্বল জাতিদিগকে সর্ব্বশান্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যুবাবৃদ্ধ, পিতাপুত্র, পতিপত্নী ইত্যাদি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থার সকল লোকের মধ্যেই শ্রেয়সাধক ও প্রেয়সাধক এই দ্বিবিধ সাধক দৃষ্ট হইবে। শ্রেয় সর্ব্বদাই পরাভিমুখী, প্রেয় আত্মাভিমুখী। সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, স্বার্থই প্রেয়ের লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোনস্থলে বলিয়াছেন (১) যে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল যেরূপ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক সুখসমষ্টিরূপ লবকে স্বীয় বাসনারূপ হর-দ্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে ততই ভাগফলরূপ সুখ বৃদ্ধি হইবে; ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পার, তাহাহইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনাবিরহিত তাহার অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বত্রই একবিধ। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ শর্ব্বশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাষায় যে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কারলাইলও ভাষান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্র-মাপঃ প্রবিশান্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশান্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম-কামী॥ বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্ পুমাং-শ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমনিরহংকারঃ স শান্তি-মধিগচ্ছতি॥ উপরোক্ত মহামতি শ্রেয়কে bleased ness. শান্তি and প্রেয়কে happiness. সুখ আখ্যা দিয়াছেন। আপাত রমণীয় বস্তু সমূহই প্রেয়, আর যাহাদ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া চিরশান্তি ভোগ করে তাহাকে শ্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তির জন্যই লালা-য়িত, কিন্তু যে স্থলে আমিত্বের প্রসার হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্ত-র্মুখী হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্বের সঙ্কোচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেরূপ বলারোগ্যদায়ক গাভী-দুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, কৃম্যাদিবিবর্দ্ধক মধুর শর্করাদিতে নিরতিশয় আশক্ত, অজ্ঞানী মানব তদ্রূপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া, আপাত মধুর প্রেয়কেই জীবনসর্ব্বস্ব করে। এই আপাতমধুর প্রেয় প্রাপ্তির জন্য ভ্রান্ত মানব যে প্রতিদিন কতই অকথ্য, অশ্রাব্য পাপ আচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আত্মবান্ ব্যক্তির বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে তস্কর পর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করি-তেছে, হৃদয় পাষাণোপম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করি-

(1) "The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominatoro. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wajes a zero, then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write: "It is only with Renunciation (entsagen) that life, properly speaking, can be said to begin."

Sartor Resartus.

তেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যাসাধন হইতেও বিমুখ হইতেছে না, সে যদি জানিত যে ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহাহইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবনের লক্ষ্য, জীবনকান্তারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই, তাই সে উহাদ্বারা মুগ্ধ হইয়া হরিণীর ন্যায় পাপরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দয়ার্দ্র পরদুঃখে দুঃখিত কোন সাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে আসনচ্যুত করিয়া তাহার আসনে শ্রেয়কে উপবিষ্ট করাইতে পারেন, তাহাহইলে সে অদ্য প্রেয় রাজার সেবায় যেরূপ রাজভক্তি, অধ্যবসায় বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোধিক বলবীর্য্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তস্কর অদ্য পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্য পরকে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদ্গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত যে তস্কর অদ্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্য সুখাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, সে শ্রেয়দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবায় পরোপকারব্রতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে সমুদায় কামুক কামুকী ব্যভিচার পঙ্কদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেছে, তাহাদের কামরূপ প্রেয় স্থানে নিষ্কামশ্রেয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচারপঙ্ক বিধৌত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গবিভূষিত করিবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়াছে। প্রেয় সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃমাতৃভ্রাতৃভগিনীপতিপত্নীপুত্রকন্যার প্রাণসংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানী মানব স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু মরুপ্রদেশে যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ মরীচিকা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সরোবর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার অন্বেষণ করে? জীব যে মিথ্যা সুখের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ যে তাহাকে কেহ যথার্থ সুখ দেখাইয়া দেয় নাই। সংসারে যাহারা প্রেয়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন মনে করিয়া গৈরিকবসন পরিধান, দেহ ভস্মে আচ্ছাদন, পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের ন্যায় প্রেয়োভিলাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে প্রেয়ে তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন প্রেয়ের সেবা করিত?

ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা	১৩০২ সাল, ১৮১৭ শকাব্দা	কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

শ্রেয় ও প্রেয়। *

কঠোপনিষৎ।

ম নাচিকেতাকে উপদেশ দিয়াছেন :—

:ন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়
স্ত উভেনানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
যোঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
বতি হীযতেহর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১ ॥
শ্রয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
য়েো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২ ॥

অর্থাৎ শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা ষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই য়ের মধ্যে শ্রেয়সাধক কুশলভাগী হইয়া কন, প্রেয়সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত য়া থাকে ॥ ১ ॥

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে কিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া ক, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দবুদ্ধি অনিত্য-সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করেন ॥ ২ ॥

শরীরযাত্রানির্ব্বাহ করিতে হইলে কেহই প্রেয় একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আহার, বসন, ভূষণ ইত্যাদি সকল বস্তুতেই আমাদের প্রয়োজন অনিবার্য্য। বিশ্ব মায়া ও চৈতন্যে জড়িত। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যোপ-যোগী কার্য্য জগতে অসম্ভব। কিন্তু মায়াকেই সকল সময়েই চৈতন্যের অধীন করিয়া রাখিতে হইবে। শ্রেয়ই জীবনের উদ্দেশ্য হইবে, প্রেয় যতটুকু না থাকিলে নয়, কেবল ততটুকু অনুসন্ধান করিতে হইবে। জীবনের মূলমন্ত্রানু-সারে মানবের কার্য্য বিভিন্ন হইয়া থাকে। প্রেয়সাধক সদসৎ উভয়ের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া প্রবঞ্চনাদি বিষয়ভোগের জন্য ধন উপার্জ্জন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক কেবল সদুপায়ে দরিদ্রের দুঃখ নিবারণ, জ্ঞানের উন্নতিসাধন, ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠানের জন্যই ধনসংগ্রহ করেন। প্রেয়সাধক স্বীয় যশ, মান পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির

* গত সংখ্যায় এই প্রবন্ধের অতি অল্প অংশ প্রকা হয়, পাঠসৌকর্য্যার্থে ঐ অংশটুকুও পুনর্ব্বার হইল।

জন্য সাধারণকে তর্কজালদ্বারা অজ্ঞান-কূপে আবদ্ধ করিবার জন্য, বিবিধ বিদ্যানুশীলন করেন, কিন্তু শ্রেয়সাধক স্বীয় জ্ঞানবাণী বিকীর্ণ করিয়া বিশ্বের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংস করিয়া সকলকেই স্বীয় উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত করাইবার জন্য বিবিধ বিদ্যাধিকার করিয়া থাকেন। প্রেয়-সাধকের দৃষ্টি কেবল স্বীয় "আমিতে" শ্রেয় সাধকের দৃষ্টি সকল "আমিতে", প্রেয়সাধক আত্মার সঙ্কোচকামী, শ্রেয়সাধক আত্মার প্রসার-কামী, আমিত্বের প্রসারই শ্রেয়সাধকের মূলমন্ত্র, উহার সঙ্কোচই প্রেয়সাধকের অভীষ্টদেবতা। প্রেয়সাধক শ্রেয়কেও প্রেয়াভিমুখী করিতে সমুদ্যত, চৈতন্যকেও জড়ে পরিণত করিতে সচেষ্ট, শ্রেয়সাধক প্রেয়কেও শ্রেয়াভিমুখী করিতে কটিবদ্ধ, জড়কেও চৈতন্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত। প্রেয়সাধক সতী-নারীকেও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শনে তাহার অমূল্য শ্রেয় সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া বেশ্যায় পরিণত করিতেছে, শ্রেয়সাধক ব্যাভিচারিণীর পাপবিধৌত করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেয়সাধক দরিদ্রের দুঃখ স্মরণ করিয়া অবিরল অশ্রুজলমোচনে স্বীয় বক্ষস্থল প্লাবিত করিতেছেন, প্রেয়সাধক কৃষক ও কৃষক পত্নীপুত্রকন্যার বক্ষবিদারক আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীতঋতুর একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহার একমাত্র কুটীর, ভগ্ন করিয়া আহ্লাদে অষ্টখণ্ড প্রতিভাত হইতেছে। শ্রেয়সাধক অজ্ঞাত কুলশীল গলিত কুষ্ঠরোগীর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, প্রেয় সাধক স্বীয় ভার্য্যাও কুষ্ঠাক্রান্তা হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া ইন্দ্রিয়চর্য্যার নূতন যন্ত্র ক্রয় করিয়া হতভাগিনীকে স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত করিতেছে। প্রেয়াভিমুখী নগরকে কান্তারে, মনুষ্যকে পশুতে পরিণত করে, শ্রেয়াভিমুখী অপারসাগরপার গমন করিয়া, দুরারোহগিরি আরোহণ করিয়া, মানবজাতির মঙ্গলসাধনোপযোগী বিবিধ পদার্থ আবিষ্কার করিয়া, নূতন নগর সংস্থাপন করিয়া, পশুতুল্য মনুষ্যদিগকে যথার্থ মনুষ্য করিয়া স্বীয় জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে। মানব জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দসংস্থাপন, পরস্পরের অভাব বিমোচন শ্রেয়বণিকের উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রেয়বণিক বাণিজ্যব্যপদেশ করিয়া দুর্ব্বল জাতিদিগকে সর্ব্বশান্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। রাজা প্রজা, ধনী, দরিদ্র, যুবাবৃদ্ধ, পিতাপুত্র, পতিপত্নী ইত্যাদি রাজনৈতিক, পারিবারিক বা সামাজিক সকল অবস্থার সকল লোকের মধ্যেই শ্রেয়সাধক ও প্রেয়সাধক এই দ্বিবিধ সাধক দৃষ্ট হইবে। শ্রেয় সর্ব্বদাই পরাভিমুখী, প্রেয় আত্মাভিমুখী। সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজন, স্বার্থই প্রেয়ের লক্ষণ, আর পরার্থই শ্রেয়ের লক্ষণ।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মহামতি কারলাইল কোনস্থলে বলিয়াছেন (১) যে, এককে শূন্য দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল যেরূপ অনন্ত হয় বলিয়া গণিতশাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে, তদ্রূপ জাগতিক সুখসমষ্টিরূপ লবকে স্বীয় বাসনারূপ হর-দ্বারা ভাগ দিবার সময়, বাসনারূপ হরকে যত অল্প করিতে পারিবে ততই ভাগফলরূপ

(1) "The Fraction of Life can be increased in value not so much by increasing your numerator as by lessening your denominator. Nay, unless my Algebra deceive me, unity itself divided by Zero will give Infinity. Make thy claim of wages a zero, then thou hast the world under thy feet. Well did the Wisest of our time write: "It is only with Renunciation (entsagen) that life, properly speaking, can be said to begin."

Sartor Resartus.

সুখ বৃদ্ধি হইবে; ঐ বাসনা যদি একেবারে শূন্যে পরিণত করিতে পার, অর্থাৎ বাসনা শূন্য হইতে পার, তাহা হইলে অনন্তসুখ তোমার পদতলে। বাসনা যতই বৃদ্ধি করা যায় ততই জীবন দুঃখময় হয়। যে ব্যক্তি বাসনাবিরহিত তাহার অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখভোগ করিতে হয় না। জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি সর্ব্বত্রই একবিধ। অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রে নানাবিধভাবে ও ভাষায় যে সত্যের ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, মহামতি কারলাইলও ভাষান্তরে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। নির্ম্মমনিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ উপরোক্ত মহামতি শ্রেয়কে blessedness. শান্তি এবং প্রেয়কে happiness. সুখ আখ্যা দিয়াছেন। আপাত রমণীয় বস্তু সমূহই প্রেয়, আর যাহাদ্বারা মানব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়া চিরশান্তিভোগ করে তাহাকে শ্রেয় বলে। ভ্রান্ত মানব শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেয় প্রাপ্তির জন্যই লালায়িত, কিন্তু যে স্থলে অস্মিত্বের প্রসার হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সকল বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া অন্তর্ম্মুখী হইয়াছে সে স্থলে শ্রেয়ই জীবনের লক্ষ্য হইয়াছে। আমিত্বের সঙ্কোচই ভোগবাসনার কারণ। বালক যেরূপ বলারোগ্যদায়ক গাভীদুগ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, ক্রিম্যাদিবিবর্দ্ধক মধুর শর্করাদিতে নিরতিশয় আশক্ত, অজ্ঞানী মানব তদ্রূপ পরিণামমঙ্গলদায়ী শ্রেয় পরিত্যাগ করিয়া, আপাত মধুর প্রেয়কেই জীবনসর্ব্বস্ব করে। এই আপাতমধুর প্রেয় প্রাপ্তির জন্য ভ্রান্ত মানব যে প্রতিদিন কতই অকথ্য, অশ্রাব্য পাপ আচরণ করিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও আত্মবান্ ব্যক্তির বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ধনলোভে ঐ যে তস্কর পর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, হৃদয় পাষাণোপম করিয়া বালক বালিকার গাত্র হইতে অলঙ্কার মোচন করিতেছে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের হত্যাসাধন হইতেও বিমুখ হইতেছে না, সে যদি জানিত যে ধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, সে যদি জানিত যে ধনের দ্বারা কেহ নিত্যসুখের অধিকারী হইতে পারে না, উহাদ্বারা কেহ কোন দিন অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে কি সে কখনও ঐ জঘন্য কার্য্যে ব্রতী হইত? প্রেয় তাহার জীবনের লক্ষ্য, জীবনকান্তারে সে প্রেয়বংশীর রব ভিন্ন কখনও শ্রেয়বংশীর রব শ্রবণ করে নাই, তাই সে উহাদ্বারা মুগ্ধ হইয়া হরিণীর ন্যায় পাপরূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। তাহার হৃদয়রাজ্যে প্রেয় যে সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, দয়ার্দ্র পরদুঃখে দুঃখিত কোন সাধু মহাজন, কোন চৈতন্য বা বুদ্ধদেব যদি প্রেয়কে আসনচ্যুত করিয়া তাহার আসনে শ্রেয়কে উপবিষ্ট করাইতে পারেন, তাহা হইলে সে অদ্য প্রেয় রাজার সেবায় যেরূপ রাজভক্তি, অধ্যবসায় বল সাহস, নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই শ্রেয় রাজার সেবায় ও ততোধিক বলবীর্য্য বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিবে। যে তস্কর অদ্য পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত নহে, তাহার জীবনের মূলমন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইলে, প্রেয় স্থলে শ্রেয় উহার লক্ষ্য হইলে, সে আগামী কল্য পরকে স্বীয় যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিবে। প্রেয় অসদ্‌গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত যে তস্কর অদ্য ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনীযোগে শত শত বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া,

রাজদণ্ডাদির কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, অনিত্য-সুখাশায় প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে, সে শ্রেয়-দ্বারা দীক্ষিত হইলে তাহার সেবায় পরোপকার-ব্রতে ঐরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। যে সমুদায় কামুক কামুকী ব্যভিচার পঙ্কদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিতেছে, তাহাদের কামরূপ প্রেয় স্থানে নিষ্কামশ্রেয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, তাহারা ব্যভিচারপঙ্ক বিধৌত করিয়া নিশ্চয়ই সংযমচন্দনদ্বারা সর্ব্বাঙ্গবিভূষিত করিবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কি জাতীয় জীবন, কি ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বত্রই প্রেয় মানবের বিবিধ অনর্থের মূলস্বরূপ হইয়াছে। প্রেয় সাধনায় কত ভ্রান্ত জীব পিতৃমাতৃভ্রাতৃভগিনী-পতিপত্নীপুত্রকন্যার প্রাণসংহার করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেছে না। ধন, মান, যশ ইত্যাদি কোন না কোন প্রেয়, জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া, অজ্ঞানী মানব স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি-তেছে। কিন্তু মরুপ্রদেশে যেরূপ তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ-মরীচিকা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়াও পুনঃ পুনঃ উহাই লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়, মানবও তদ্রূপ প্রেয়তৃষ্ণা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও উহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছে। এইরূপ স্থলে যদি মানবকে কেহ শ্রেয়রূপ প্রকৃত সরোবর দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে সে কি আর মরীচিকার অন্বেষণ করে? জীব যে মিথ্যা সুখের অন্বেষণে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়াও তাহাতেই মুগ্ধ থাকে, তাহার কারণ এই যে, তাহাকে কেহ যথার্থ সুখ দেখাইয়া দেয় নাই। সংসারে যাহারা শ্রেয়তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন মনে করিয়া গৈরিকবসন পরিধান, দেহ ভস্মে আচ্ছাদন, পরিব্রাজকাদি নাম ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইতর মানবদিগের ন্যায় প্রেয়োভি-লাষী। বস্তুতঃ জীব যদি জানিত যে প্রেয়ে তাহার অমঙ্গল, তবে সে কি কখন প্রেয়ের সেবা করিত?

অস্মদ্দেশে ইদানীন্তন শ্রেয়-তীর্থের যাত্রী অতি বিরল, আমরা সকলেই প্রেয়তীর্থাভিমুখে সবেগে গমন করিতেছি। এই তীর্থে বার-বনিতা দেবতার স্থান, সুরা গঙ্গাজলের স্থান, রত্নখচিত অলঙ্কারাদি সচন্দনপুষ্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। রুচির বৈচিত্র্য হেতু উপাস্য দেবতারও প্রভেদ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐসকল দেবতাই প্রেয়জাতীয়। কেহ কেহ হয়ত ইন্দ্রিয় চর্য্যার স্থানে ধন, মান বা পরাধিপত্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে উপবিষ্ঠ করাইয়া-ছেন। সমাজ যাহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী, যাহারা পরিচালিত তাহারাও প্রেয়াভিমুখী। আমরা সকলেই অন্ধ। রাজা অন্ধ, প্রজা অন্ধ, গুরু, শিষ্য, পিতা, পুত্র সকলেই অন্ধ। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ। ইহার পরিণাম ফল সকলেই অবগত আছেনঃ—নেতা ও নিতের এই উভয়েরই কূপে পতন।

ভারতবাসীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক প্রেয়-প্রিয় হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্বলন্ত পাবকরূপ প্রেয়ের রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষীয় নরনারীগণ উহার মধ্যে পতিত হইয়া আপনাদিগের বিনাশ-সাধন করিতেছে। ভারতবাসীগণ বর্ত্তমান সময়ে কেবল স্রক্‌বনিতাদি বৈষয়িক সম্ভোগই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থের কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইলেই, পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়নিকেতন কলিকাতা আদি নগরীতে রম্য-হর্ম্ম্য করা, কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা ও ভার্য্যাকে আপাদমস্তক হীরকাদি খচিত স্বর্ণাভরণে ভূষিত করাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের জীবনের প্রধান কার্য্যস্বরূপ হইয়াছে। হাকিম, উকীল,

ডাক্তার, জমিদার সকলেই একপথের পথিক। সকলেরই মুখেই এক রব। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে দেশের দরিদ্রেরা আর এখন অন্ন বস্ত্র পায় না, কিন্তু রাজা রায় বাহাদুর আদি ফলাকাঙ্খায় ডাফরিণ ফাণ্ডরূপ বৃক্ষের মূলে অজস্র অর্থবারি সেবন করা হইয়া থাকে, অথচ পিতা, পিতামহাদির সময় হইতে নিকটস্থ দরিদ্রদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করিবার জন্য গৃহে যে কবিরাজ মহাশয় ছিলেন, তিনি কার্য্য হইতে অপসৃত হইতেছেন। পিতৃপুরুষগণের কীর্ত্তিস্বরূপ পুরাতন পুষ্করিণী দীর্ঘিকাদি সংস্কারাভাবে ব্যবহারানোপযোগী হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না, কারণ উহাতে রায় বাহাদুর রূপ ফল ফলে না। যাহাদের পিতৃপুরুষগণ-নিঃশব্দে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতেন, তাহারা এখন এক মুদ্রা দান করিয়াই সংবাদপত্রস্তম্ভে স্বীয় দানশীলতা ঘোষণা করাইয়া থাকেন। প্রেয় গো মূত্র সর্ব্বত্রই শ্রেয় দুগ্ধকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। ঐ যে গৃহান্নভোজী বৃহৎ বৃহৎ দিক্‌পালগণ মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ড, অনরেরিবেঞ্চ,লেজিস্‌লেটিভকাউন্সিলরূপ বনাদির মহিষ তাড়না করিয়া অনুন্নত স্বদেশীয়দিগকে স্বার্থ ত্যাগের জলন্ত উদাহরণ দেখাইতেছেন, উহাদের বক্ষচর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া দেখুন, প্রভুত্ব, পরানিষ্ট, ধন, যশ, মান ইত্যাদি রাম নাম অনেকের পঞ্জরে পঞ্জরে অঙ্কিত দৃষ্ট হইবে। ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায়ান্যায়ের প্রতি দৃষ্টি গৌণমাত্র, মুখ্য দৃষ্টি আমরণ দাসত্ব পরিরক্ষণ। দেশের সর্ব্বত্রই হাহাকার শব্দ। কি ধনীর প্রাসাদে, কি দরিদ্রের কুটীরে, কেবল নাই নাই, খাই খাই শব্দ। সাত্বিক শ্রেয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজসিক প্রেয় সর্ব্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থলে কুশবলয় অতুল আনন্দ দান করিত, সে স্থলে স্বর্ণবলয় চিত্তের তুষ্টি সম্পাদান করিতে পারে না। যেস্থলে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবমন্দির, অতিথিশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হইত, সেস্থলে ততোধিক মুদ্রা বিলাসোদ্যান, বেশ্যালয় নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। নর্ত্তকীর কামোদ্দীপকসঙ্গীত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধরগণের পবিত্র বেদগানের স্থান অধিকার করিয়া সমাজে অধর্ম্মের এক মহান্ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। যে সমাজে ধন দানের জন্য, বল দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার জন্য, বিদ্যা পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই শ্রেয়াভিমুখী থাকিত, সেই সমাজে ধন বিলাসের জন্য, বল পীড়নের জন্য, বিদ্যা কুতর্ক বিস্তারের জন্য প্রেয়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যে গৃহে পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথী দেবতুল্য পরিগণিত হইতেন, সে গৃহে পিতা মাতা পরান্নভোজীস্বরূপ হইয়াছেন, আচার্য্যের অস্তিত্ব মাত্র নাই, অতিথির স্মৃতি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। যে ভার্য্যা পূর্ব্বে সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তিনি সহবিলাসিনীতে পরিণতা হইয়াছেন। পুত্র পিতৃপুরুষগণের ধর্ম্ম কীর্ত্তি আদি রক্ষার প্রতিভূস্বরূপ না হইয়া বিবাহ ও দাসত্ব লব্ধ রত্নের খনিস্বরূপ পরিণত হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, পূজাদি এইক্ষণ পিশাচগণের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে। বাসনাচন্দ্রমার আকর্ষণে স্ফীত প্রেয়লবণাম্বু শ্রেয় নির্ম্মল বারিকে অধোপাতিত করিয়া সমগ্র সমাজকে স্বীয় স্বাদযুক্ত করিয়াছে। সমাজ এক মহা লবণসমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সকলই গিয়াছে আছে কেবল কপটাচার। দান, ধ্যান, তপঃ অধ্যায়ন প্রভৃতি যজ্ঞ নাই, কিন্তু কার্পাসসূত্র দিন দিন সাপান ঘর্ষণে রূপলাবণ্যে বর্দ্ধমান হইয়া কণ্ঠের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করি-

থাকে। ব্রহ্মের মনন, শ্রবণ বা নিদিধ্যাসন নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের উপাধি ধারণ করিয়াই সকলে সগর্ব্বে বাহু আস্ফালন এবং বক্ষদেশ অর্দ্ধহস্ত স্ফীত করিয়া থাকেন। দেহ চন্দনে চর্চ্চিত, নামাবলীদ্বারা আবৃত হইয়া জনগণের নয়নরঞ্জন করে, কিন্তু দেহী পাপরূপ মলমূত্রের মধ্যে সর্ব্বদাই নিমজ্জিত রহিয়াছে। অন্তরে শূদ্র, বাহিরে ব্রাহ্মণ, অন্তরে অসুর, বাহিরে দেবতা, অন্তরে ভোগী, বাহিরে ত্যাগী, অন্তরে ভক্ষক, বাহিরে রক্ষক—সমাজে এক বৃহৎ পয়োমুখবিষকুম্ভে পরিণত হইয়াছে।

সংসারে শ্রেয় ও প্রেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। কখনও শ্রেয় কখনও প্রেয় সংসারে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতেছে। যখনই দেখিবে যে কোন ব্যক্তি বা জাতি অবিশ্বাসরূপ ভয়াবহ ব্যাধিরদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তখনই দেখিবে যে, প্রেয় আসিয়া তাহার হৃদয়ে অধিকার করিয়াছে। মৃত্যুই জীবনের শেষ, দেহাবসানের পর জীবের আর কোন অস্তিত্ব থাকেনা, প্রেয়ৈষণা এই ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস সমুদ্ভূত। মানব যদি পরকালে বিশ্বাস করে, কারণ ও কার্য্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বিশ্বাস করে, স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বিশ্বাস করে, তাহাহইলে কি সে কখন শ্রেয়পথ পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়পথ অনুসরণ করিতে পারে? কখনই না। কতকগুলি লোকে মুখে অনেক কথা বলে—কিন্তু তাহারা পরকালাদিতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিশ্বাস করে না; সুতরাং সংসারে আমরা অনেক প্রেয়পথিককে শ্রেয়পথিক বিবেচনা করিয়া থাকি। ঐ যে পরাপহারক দস্যু দেখিতেছ, উহার যদি দৃঢ়বিশ্বাস থাকিত যে, রাজদ্বারে দণ্ড পাই বা না পাই, রাজাধিরাজ বরুণদেবের বিচারে আমার কর্ম্মের ফল, ইহজীবনেই হউক বা পরজীবনেই হউক, ভোগ করিতেই হইবে, কিছুতেই তাহাহইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই, তাহাহইলে সে কি কখন পরদ্রব্য অপহরণ করিত? কখনই না। বস্তুত দেহাবসানের পরও জীবের অস্তিত্ব ও স্বীয় কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা বিষয়ক জ্ঞানাভাবই প্রেয়াশক্তির প্রধান কারণ।

এই প্রেয়াশক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য পরকালের বিশ্বাস মানবহৃদয়ে সদাসর্ব্বদা জাগরূক থাকা আবশ্যক। কঠোপনিষতে এই বিষয়ের সবিশেষ যে বর্ণনা আছে, তাহা সকলেরই পাঠ করা আবশ্যক। কঠোপনিষতের উপাখ্যানটি এই:—বাজশ্রবস এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, উহাতে তিনি রুগ্ন ও জীর্ণ গোসমূহ দান করিতেছেন দেখিয়া তাহার ধার্ম্মিক পুত্র নাচিকেতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন, এবং পিতাকে বলেন, হে পিতঃ! আপনি আমায় কাহাকে দান করিবেন! পুত্র বারম্বার এইরূপ বলিতে থাকায় বাজশ্রবস বলিলেন যে, তোমায় যমকে দিব। তখন নাচিকেতা বলিলেন, হে পিতঃ! আপনার সত্য আপনি পালন করুন ও আমাকে যমালয় প্রেরণ করুন। বাজশ্রবস তখন নাচিকেতাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। নাচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইয়া যমের সাক্ষাৎ পাইলেন না। তিন দিন পরে যম উপস্থিত হইয়া নাচিকেতাকে বলিলেন, তুমি অতিথি, সুতরাং আমার নমস্য, তুমি আমার গৃহে তিনরাত্রি অনাহারে বাস করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি তিনটি বরপ্রার্থনা কর। নাচিকেতা প্রথম বর এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাহার পিতা যেন তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং যমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি যেন নাচিকেতাকে চিনিতে পারিয়া সাদর সম্ভাষণ করেন। দ্বিতীয় বরদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তির

সাধনরূপ অগ্নির যজ্ঞীয় ব্যবহার জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। যম নাচিকেতাকে উভয় বরই প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে তোমার তৃতীয় বরপ্রার্থনা কর। তাহাতে নাচিকেতা বলিলেন :—

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
হস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষঃ বরস্তৃতীয়ঃ॥

অর্থাৎ মৃত মনুষ্যসম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে, কেহ বলিলেন আছে, কেহ বলেন নাই; আমি তোমার নিকট এই বিষয় জানিতে চাই, এই আমার তৃতীয় বর।

কঠোপনিষদের মূলপ্রস্তাব এই স্থল হইতে আরম্ভ হইল। যম কিছুতেই এই বর প্রদান করিতে সম্মত হয়েন না, তিনি বলিলেন এবিষয়টী সূক্ষ্ম, সুবিজ্ঞেয় নহে, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, তুমি পুত্র, পৌত্র, হয়, হস্তী, ধন, রাজ্য, দীর্ঘায়ু, সুন্দরী রমণী যাহা ইচ্ছা কর তাহাই প্রার্থনা কর তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি, কিন্তু মৃত্যুর পর মানবের কি অবস্থা হয়, ইহা জিজ্ঞাসা করিও না। নাচিকেতা কিন্তু তাহাতে ভুলিলেন না। তিনি বলিলেন :—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বজীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব॥
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃ স্থ প্রজানন।
অভিধ্যায়ন বর্ণরতি প্রমোদা
নাতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত॥
যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোহয়ং গূঢ়মনু প্রবিষ্টো
নান্যন্তস্মান্নাচিকেতা বৃণীতে॥

অর্থাৎ হে যম! তোমার কথিত ভোগ সকল শ্বোভাবাপন্ন অর্থাৎ অস্থায়ী, আগামী কল্য থাকিবে কি না সন্দেহ, এবং তাহারা ইন্দ্রিয়াদির তেজ ক্ষয় করে। মানবের সমগ্র জীবনও অল্পক্ষণ স্থায়ী, তোমার অশ্ব ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক।

মানব বিত্তের দ্বারা—তৃপ্ত হইতে পারে না, যখন তোমাকে দেখিয়াছি, তখন বিত্ত পাইব, এবং যত দিন তুমি ইচ্ছা কর তত দিন জীবিত থাকিব, কিন্তু বর আমি সেই পূর্ব্বোক্তটীই চাই।

জরা মরণশীল পার্থিবমানব অমরদিগের নিকট গমন করিয়া অর্থাৎ আত্মার যথার্থ প্রয়োজন জানিয়া এবং বর্ণ রতিজাত অর্থাৎ রূপ ও প্রণয়জাত সুখের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া দীর্ঘজীবনে কি আনন্দানুভব করিতে পারে?

যে পরলোক বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে, সেই পরলোকতত্ত্ব আমাকে বল। এ দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষয় যাহাতে সুবিজ্ঞেয় হয় তা কর, নাচিকেতা অন্য কোন বর প্রার্থ করেন না।

যম নাচিকেতার হাত এড়াইতে পারিলে না। তিনি মৃত্যুর পর মানব কি অবস্থা প্রা হয়, নাচিকেতাকে তাহা বলিতে আরম্ভ ক লেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? বিে কারণ কি? এই বিশ্বের সহিত বিশ্বের কারা সম্বন্ধ কি? বিশ্বের কারণ কে, কি প্রক জানা যাইতে পারে, নাচিকেতার প্রা

উত্তর দিতে গিয়া যমের ঐ সমুদায় সূক্ষ্ম প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে হইল।

যম বলিলেন সংসারে শ্রেয় ও প্রেয় এই দ্বিবিধ পদার্থ দৃষ্ট হয়, জ্ঞানী শ্রেয় এবং অজ্ঞানী প্রেয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। শ্রেয় যে প্রেয় অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, জ্ঞান বিকাশ-দ্বারাই মানব তাহা জানিতে পারে। সকল জ্ঞানেরমূলে আত্মজ্ঞান, যে ব্যক্তি আত্মা কি তাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহার আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না। এই আত্মা, অজ, অজর ও অমর। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই বিশ্বের কারণ, ইনি অসীম হইয়াও মানবের হৃদয়াকাশে বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানই মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত গুরু এবং উপযুক্ত শিষ্যের আবশ্যক। ইনি তর্ক বা বেদাধি অধ্যয়নদ্বারা লভণীয় নহেন, কেবল অধ্যাত্ম যোগদ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত ব্যক্তি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। কঠোপনিষতের প্রথম ও দ্বিতীয় বল্লীতে এই সমুদায় বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মূল শ্লোকগুলি পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয়ে অতুল আনন্দ অনুভব হইবে জানিয়া মূল শ্লোকগুলি ও তাহার অনুবাদ নিম্নে দিলাম:—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

সত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা
ন ভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাংমজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥
দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসংমন্যে
নত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ॥
অবিদ্যাযামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধে নৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ॥
ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালম্।
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম।
অয়ং লোকা নাস্তিপর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে॥
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃন্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চার্য্য বক্তা-কুশলঽস্য লব্ধা
শ্চার্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এবঃ
সুবিজ্ঞেয়ো-বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য প্রোক্তে গতিরত্রনাস্ত্য
নীয়ানহ্যতর্কমনুপ্রমাণাৎ॥
নৈষা তর্কো মতিরাপনেয়া
প্রোক্তান্যে নৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যান্তামাপঃ সত্য ধৃতির্ব্বতাসি
ত্বাদৃঙ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥
জানাম্যহং শেবধিরিত্য নিত্যং
নহ্য ধ্রুবৈঃ প্রপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মিনিত্যম্॥
কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরানন্ত্যমভয়স্য পারম্।

স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্বা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥
তন্দুর্দর্শঙ্গূঢ় মনু প্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠ পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥
এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ।
প্রবৃহ্য ধর্ম্মমনুমেতনাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা
বিবৃতং সদ্ম নাচিকেতসম্মন্যে॥ ১৩॥

যম বলিলেন ঃ—শ্রেয় প্রেয় হইতে স্বতন্ত্র। উহারা মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করায়। এই উভয়ের মধ্যে শ্রেয় সাধক কুশল-ভাগী হইয়া থাকেন, প্রেয় সাধক পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

শ্রেয় ও প্রেয় জগতে বিমিশ্রিতভাবে থাকিয়া উভয়েই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহারই সাধনা করেন, আর মন্দ বুদ্ধি অনিত্য সুখের অভিলাষে প্রেয়ের সাধনা করে।

হে নাচিকেতঃ তুমি পুত্রাদিপ্রিয় এবং অপ্সরাদি প্রিয়রূপ তাবৎ কাম্যবস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছ এবং মানবগণ যে বিত্তময় পথে মগ্ন হয়, তাহা অবলম্বন কর নাই।

অবিদ্যা ও বিদ্যা বিপরীত ও বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করিয়া থাকে, যেহেতু তুমি কাম্যবস্তুর লোভে পতিত হও নাই, তজ্জন্য আমি তোমাকে বিদ্যার্থী বলিয়া জ্ঞান করি।

যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন অথচ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বিবেচনা করে, তাহারা অন্ধ-পরিচালিত অন্ধের ন্যায় ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া কুটিলপথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

ধনবিত্ত ও মোহদ্বারা যাহাদের চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, এরূপ প্রমাদগ্রস্ত ও অবিবেকী মানবের হৃদয়ে পরলোকপ্রাপ্তির প্রয়োজন প্রকাশিত হয় না; ইহ সংসার ভিন্ন পরলোক বলিয়া আর কিছু নাই, যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে না এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার (অর্থাৎ যমের) অধীন হইয়া থাকে।

আত্মার বিষয় অনেকে শ্রবণ করিতেও পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও তাহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, এই আত্মার বক্তা বিরল, আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে, এরূপ ব্যক্তিও বিরল, নিপুণ গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞানলাভ করে, এরূপ ব্যক্তিও বিরল।

যেহেতু আত্মা অনুপরিমাণ হইতে সূক্ষ্ম এবং তর্কের দ্বারা অপ্রাপ্য, তজ্জন্য হীনাচার্য্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে, বহুপ্রকারে চিন্তনীয় এই আত্মা সুবিজ্ঞেয় হয়েন না, কিন্তু অভেদদর্শী শ্রেষ্ঠাচার্য্য-দ্বারা কথিত হইলে, আত্মার বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না।

ব্রহ্মবিষয়ে তোমার যে মতি হইয়াছে, তাহা তর্কদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, হে প্রিয়তম! অভিজ্ঞ আচার্য্যদ্বারা কথিত হইলে উহা সুবিজ্ঞেয় হয়।

হে নাচিকেতঃ! তুমি নিশ্চয়ই সত্যসঙ্কল্প ব্যক্তি, আমরা যেন তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা পাই।

পশ্বাদিধন যে অনিত্য তাহা আমি জানি, অধ্রুববস্তুর দ্বারা যে ধ্রুববস্তু পাওয়া যায় না, তাহাও জানি। দেখ আমি অনিত্য দ্রব্যদ্বারা অগ্নি চয়ন করিয়াছি বলিয়া, মুক্তিলাভ না করিয়া এই অনিত্য যমত্বলাভ করিয়াছি, যদিচ পার্থিব সম্পদের তুলনায় এই অনিত্য যমত্বও নিত্য বলিয়া জ্ঞান হয়।

যাহাতে সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়

যাহা জগতের আশ্রয়, যাহা লাভ করিলে অনন্ত-সুখ লাভ হয় এবং কোন ভয় থাকে না, যাহা সকল পদার্থ অপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং মহৎ, যাহা সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আধার এবং যাহাতে আত্মার উত্তম গতি হয়, হে নাচিকেতঃ! তুমি সেই ব্রহ্মপদ দেখিয়া অনিত্যসুখ পরিত্যাগ করিয়াছ।

সেই আত্মাকে সহজে দেখা যায় না, ইনি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাকে কেবল বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করা যায়, ইনি ইন্দ্রিয়াতীত দুর্গম্য স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি সনাতন, ইনি অধ্যাত্ম যোগদ্বারা প্রাপ্য, অর্থাৎ চিত্ত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মায় সমাধান করিলে ইহাকে জানা যায়। ধীর ব্যক্তি তাহাকে এইরূপ ভাবে জানিয়া শোক হর্ষ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।

পবিত্র মানব সূক্ষ্ম ও আনন্দময় আত্মার বিষয় শ্রবণ করিয়া, তাহাকে সম্যক্ অবধারণ করিয়া এবং শরীর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। নাচিকেতঃ স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে।

তখন নাচিকেতা বলিলেন ;—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রা ধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যাসি তদ্বদ॥

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, কারণ, ভূত, ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক্ যে বস্তু তাহার বিষয় আমাকে বল।

যম বলিলেন :—

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বানি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ মেতদালম্বনম্পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
নহন্যতে হন্যমানে শরীরে।
হন্তাচেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতেহতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতু প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥
আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥
অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বাধীরো ন শোচতি॥
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমে বৈষবৃণুতে তেন লভ্য.
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তণুং স্বাম॥
নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্ত মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥

যম বলিলেন ;—সকল বেদ যাহাকে কীর্ত্তন করে, যাহার জন্য তপ ও ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি—তিনি এই ওঁ।

এই অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিতই ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ, ইহাকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

এই ব্রহ্মাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম, এই

অবলম্বন জ্ঞাত হইয়া উপাসক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয়।

এই সর্ব্বজ্ঞের জন্ম মরণ নাই, ইনি কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়েন নাই, ইহা হইতে জগতে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ জন্মে নাই, অর্থাৎ জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলে ইনি বিনষ্ট হয়েন না।

যে আত্মাকে হন্তা বা যে আত্মাকে হত মনে করে, এই উভয়েই অজ্ঞানী; আত্মা হননও করে না, হতও হয় না।

ইনি অনু হইতে সূক্ষ্ম এবং মহৎ হইতে মহৎ অথচ জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়াদিসংযমদ্বারা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন হইলে নিস্কাম বিগতশোক ব্যক্তি আত্মার মহিমা দর্শন করিতে পারেন।

ইনি উপবিষ্ট থাকিয়া দূরে যান, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র যান, ইনি হর্ষ ও অহর্ষ; এই বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট আত্মাকে আমি ভিন্ন কে জানিতে পারে।

অনিত্য শরীরে অবস্থান করিয়াও, ইনি অশরীরী, মহৎ ও সর্ব্বব্যাপী, ধীর ব্যক্তি তাহাকে এইরূপ জানিয়া শোকে অভিভূত হয় না।

এই আত্মাকে বেদ বা মেধা বা শাস্ত্রদ্বারা লাভ করা যায় না, যিনি সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করেন, আত্মা তাহাকে বরণ করেন এবং স্বরূপ প্রকাশ করেন। যাহারা দুশ্চরিত্র, অশান্ত, অসমাহিত বা অশান্ত মানস, তাহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

জীবের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেই আত্মার অন্ন, মৃত্যু তাহার উপসেচন অর্থাৎ ঘৃত, যেহেতু মৃত্যুর সাহায্যে তিনি পরিদৃশ্যমান জগৎ সংহার করেন। এবম্বিধ পরমাত্মাকে সাধন বিহীন ব্যক্তি কিরূপে জানিবে। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

পঞ্চদশী।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মা স্বয়ং জ্ঞানানন্দময়। ঐ আত্মা ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। ব্রহ্মই সর্ব্বময় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বস্তু নাই; যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহার প্রতিবন্ধক কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বোক্ত একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে বিষয়ই জ্ঞানানন্দময় আত্মার প্রতিবন্ধক; ঐ বিষয় সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে মায়া বা অবিদ্যাপ্রসূত! যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন বস্তু না থাকে, তবে ঐ মায়া বা অবিদ্যা ও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা উহাদিগকে ব্রহ্মেরই এক একটী অবস্থা বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যদি অবিদ্যা ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ হয়, তাহা-হইলে ব্রহ্ম আপনি আপনার প্রতিবন্ধক কি প্রকারে হইতে পারেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা নিম্নোক্ত উনবিংশ শ্লোক হইতে অষ্টচত্বারিংশৎ শ্লোকোল্লিখিত (কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল এই ত্রিবিধ) দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কিন্তু ঐ দেহতত্ত্বের গূঢ়রহস্য ভেদ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যাত না হইলে উক্ত শ্লোকোল্লিখিত মীমাংসা পাঠকগণের বোধগম্য হইবে না। তদ্ধেতু সরলভাবে দেহতত্ত্বের গূঢ়রহস্যভেদ আবশ্যক। উক্ত ত্রিবিধ দেহতত্ত্ব কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিজগৎ সৃষ্টি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত। হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুইটী মত প্রধান যথা-বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ। বিবর্ত্তবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে একমাত্র ব্রহ্ম সত্য তদ্ভিন্ন ত্রিজগৎ সমস্তই মিথ্যা। জগৎ বা জাগতিক বস্তু প্রকৃত নহে। এই দৃশ্য জগৎ সমস্তই ভ্রান্তিকল্পনা মাত্র। বিবর্ত্তবাদী বলেন যে যেমন শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ ভ্রম হইয়া থাকে। কথাটী ভয়ঙ্কর গুরুতর। আমরা সম্মুখে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে সকল বস্তু সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি যথা পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, নদনদী, স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতা এমন কি স্বদেহ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক নহে, ভ্রান্ত কল্পনামাত্র। শীত গ্রীষ্ম মিষ্ট তিক্ত সুগন্ধ দুর্গন্ধ প্রভৃতি যাহা প্রতিনিয়ত অনুভব করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে ঐ শীতগ্রীষ্মাদি বলিয়া কোন বিষয়ের অস্তিত্ব নাই। আশু দৃষ্টিতে উহা উন্মত্তের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ঐ দৃশ্যতঃ প্রলাপ বাক্যের মধ্যে সত্য অন্তর্নিহিত আছে, উহা বুঝাইতে হইলে কয়েকটী সরল দৃষ্টান্ত আবশ্যক। মনে কর তুমি যে স্বপ্নকালে সমুদ্র নদনদী পর্ব্বত দেখিয়া থাক, দশ মিনিটের মধ্যে দশবৎসরের ঘটনা স্রোত তোমার চক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহার মধ্যে তুমি ঐ সকল ঘটনাজনিত সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাক; স্বপ্নকালে উহা তোমার নিকট ভ্রান্তি বলিয়া কখনই অনুভূত হয় না। সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু জাগরিত হইলে ঐ স্বপ্নকালের ঘটনা পরম্পরা সমস্ত অলীক প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেন যে ইহকালের জাগরণ অবস্থা আত্মার নিকট স্বপ্নবৎ; যদি তাহাই হয়, তবে আত্মার স্বরূপ অবস্থার নিকট ইহজগতের সকল বিষয়ই ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। কথাটা আর একটু বিশদ্‌ভাবে পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। তুমি এই যে বাহ্য জগৎ অনুভব করিতেছ ঐ বাহ্য জগৎ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া তোমার মানস সমুদ্রে ভাসমান হইতেছে। ঐ মানস সমুদ্রের মূল আধার চৈতন্য, অতএব তোমার মায়া মিশ্রিত চৈতন্যই মানসাকারে প্রকটিত হইয়া বাহ্যজগৎ কল্পনা করিতেছে এবং ঐ মানসসমুদ্রের কল্পনা বারিতে বাহ্যজগৎ ভাসমান আছে। এতাবতায় প্রমাণিত হইতেছে যে বাহ্যজগৎ মানস কল্পনার সৃষ্ট পদার্থ মাত্র। যেহেতু মন ব্যতীত জগতের কখনই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। নিদ্রাকালে মন যখন সেই পরমকারণে লীন হয়, তখন মনের অবিকাশহেতু জগতের অস্তিত্বাভাব হয়। আসল কথা মনই বাহ্যজগৎ আকারে পরিণত হয়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যখন জ্ঞানানন্দময় আত্মা মনকে বাহ্যজগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া লন, তখন মন-কল্পনারূপ সমুদ্রবারির অভাবে বাহ্যজগৎ ও তদুপরি ভাসমান হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার স্বরূপাবস্থার নিকট জগৎ ভ্রান্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বোক্তমত যেমন দেহের জাগরিত অবস্থায় স্বপ্নের মানস কল্পনা মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ আত্মার জাগরিতাবস্থায় তাঁহার স্বপ্নরূপ মানস ও ঐ স্বপ্নরূপ মানসে যে বাহ্যজগৎ ও তজ্জনিত শোক দুঃখ প্রতিভাত হয়, তাহাও মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এই মানসই যে আত্মার স্বপ্ন তাহা পরবর্ত্তী বর্ণনাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যেমন গাঢ় স্থির সুষুপ্তির বিকৃত অবস্থাই স্বপ্ন, সেইরূপ অবিদ্যার বিকৃত অবস্থাই জীবের অন্তকরণ বা মানস।* সুষুপ্তিদ্বারা যেরূপ দৈহিক চৈতন্য অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সেই-

* উপরোক্ত মানসার্থে মন ও বুদ্ধি উভয়ই গণনীয়।

রূপ অবিদ্যা কর্ত্তৃক স্বরূপ আত্ম চৈতন্য বা আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হয়। যেমন সুষুপ্তিরূপ সমুদ্রের অন্তর্বারি বিক্ষোভিত হইয়া ভ্রান্তজ্ঞানময় স্বপ্নরূপবন্যা উত্থিত হয় ও তদ্দ্বারা সমুদ্র প্লাবিত হয় এবং ভ্রান্ত স্বপ্ন-সমুদ্রে বৈচিত্র ঘটনাময় ঊর্ম্মিফেণ বুদ্‌বুদ্ সকল ভাসমান হয়, সেইরূপ সমষ্টি ব্রহ্ম পক্ষে মায়া বিক্ষোভিত হইয়া মহামানসাকারে প্রকটিত হয় এবং ঐ মহামানসসমুদ্রে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান হয় এবং ব্যষ্টি জীব পক্ষে অবিদ্যা বিক্ষোভিত হইয়া মন বা অন্তকরণে পরিণত হয়। এবং ঐ মনমধ্যে পূর্ব্বোক্ত পাঞ্চভৌতিক মায়িক জগতের বৈচিত্র ঘটনাবলী প্রতিভাত হয়। প্রকৃতপক্ষে মায়া মহামানসাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতিভাত হয়, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্য প্রপঞ্চ সকল অবিদ্যা-বিবর্ত্তিত জীবের অন্তকরণে প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ ঐ অন্তকরণ, স্থূল-দেহেন্দ্রিয়ব্যাপ্ত হইয়া ও স্থূলাকার ধারণ করিয়া মায়িক স্থূল বিষয়ের সহিত মিলিত হয়, এবং ঐ মিথ্যা দৃশ্যপ্রপঞ্চ সত্যজ্ঞানে জীবাত্মাকে উপভোগ করায়। আসল কথা এই দেহ স্থূলপদার্থ, অতএব দেহাশ্রিত চৈতন্যকর্ত্তৃক স্থূলদেহ জাগরিত হয়। ঐ স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের সহিত জগতের স্থূলপদার্থের সম্বন্ধ অর্থাৎ উভয়ই সমস্তরে অবস্থিত। এইজন্য দেহাশ্রিত চৈতন্য কর্ত্তৃক স্থূল জগৎ অনুভূত হয়। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত যে সূর্য্যের আলো কোন পদার্থে পতিত হইলে ঐ পদার্থের প্রতিবিম্ব ভাইব্রাটারিমোসেন (Vibratory motion) কর্ত্তৃক চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, উহা দর্শক স্নায়ু (Optic nerve) কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলে মনের উদ্বোধনি-শক্তি, উক্ত স্নায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উক্ত বস্ত আকারে বিকাশিত হয়। আলো এবং চক্ষু উভয়ই তৈজস পদার্থ। মধ্যবর্ত্তি কম্পন-গতিদ্বারা উভয়ের যোগ হয়। ঐ উভয় যোগাকর্ষণ হইতে যে স্নায়বীয় গতি উৎপন্ন হয়, তাহাই মানসক্ষেত্রে, পৌঁছিয়া মনকে তদ্‌ভাবাপন্ন করে। অতএব আলো, চক্ষু উভয়েই এক স্তরান্তর্গত ও একই জাতীয় পদার্থ। গতি এবং প্রতিবিম্বন ক্রিয়াও তদন্তর্গত, ঐ সমস্তের ফল স্বরূপ মনও তদন্তর্গত হয়। এই স্থূলদৃশ্য জগতের কার্য্য যে নিয়মের অধীন সূক্ষ্ম অদৃশ্য জগতের ক্রিয়াও যে সেই একই নিয়মাধীন, তাহা স্থলান্তরে প্রমাণিত হইবে। যাহা হউক্ স্থূলদেহের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কারণ দেহাশ্রিত চৈতন্যকর্ত্তৃক সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ অনুভূত হয়; যখন চৈতন্য পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দেহ হইতে মুক্ত হয় তখন ত্রিজগৎ তাহার নিকট মিথ্যা ও ভ্রান্ত কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে জগৎ মায়াময় ও জীব অবিদ্যাশ্রিত। এক্ষণে মায়া ও অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে কি পদার্থ এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নোক্ত শ্লোকে স্পষ্টরূপ আছে। কিন্তু ঐ মায়ার ও অবিদ্যার উদ্দেশ্য সরলভাবে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ব্যতীত ঐ শ্লোকোল্লিখিত ব্যাখ্যা পাঠকগণের বুঝিবার পক্ষে গোল হইতে পারে, এইজন্য মায়ার প্রকৃত তত্ত্ব কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রহ্ম সৎপদার্থ অতএব তিনি সত্য। দৃশ্য জগৎ ভ্রান্ত কল্পনামাত্র এইজন্য মিথ্যা। ব্রহ্মের এই জগৎ বিকাশিনী শক্তির নাম মায়া। তবেই হইল ব্রহ্মে যে জগৎ ভ্রান্তি হয় উহাই মায়ার কার্য্য। মায়া বাস্তবিকই স্বয়ং কোন পদার্থ নহে, উহা ব্রহ্মের ভাব বা শক্তিবিশেষ; তোমার ভাব বা শক্তি যেমন তোমা হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, মায়াও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পক্ষান্তরে

আমার বা তোমার ভাব যেমন স্বয়ং আমি বা তুমি নহি। মায়াও সেইরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম নহেন। তুমি চেতন জীব, তোমার শক্তি বা ভাব হইতে যেমন শরীরস্থ অচেতন অনেক পদার্থের বিকাশ হয়। ব্রহ্মের শক্তি বা ভাব হইতেও সেইরূপ অচেতন জগতের বিকাশ হইয়া থাকে। বৈদান্তিকগণ কহেন যে মায়া সত্যও নহে অসত্যও নহে, উহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অনির্ব্বচনীয়া অর্থাৎ বাক্যাতীত। প্রকৃতপক্ষে মায়া মানবের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত। মায়া-শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যের আভাসে ত্রিগুণান্বিতা হইয়া মহৎ বা মহামানসাকারে অনন্ত জগৎ কল্পনা করেন, অর্থাৎ ঐ কল্পনাই জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়। মনে কর কালিদাসের রঘুবংশ বা কুমারসম্ভব কাব্য লিখিবার পূর্ব্বে ঐ কাব্যোক্ত বিষয়গুলি অগ্রে তাঁহার কল্পনারূপ মানসাকারে প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থোক্ত বিষয় বা উহার প্রত্যেক শ্লোক ও অক্ষর পর্য্যন্ত অগ্রে তাহার মানসাকারে প্রকটিত না হইলে, কখনই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিত না। কথাটা আরও একটু বিশদভাবে বলা উচিত? তুমি রামচন্দ্র লিখিবে, ঐ রামচন্দ্র শব্দটী ও তাহার বর্ণের আকার অগ্রে তোমার মনে উদিত হইবে, পরে ঐ রা-ম-প্রভৃতি বর্ণগুলির আকার মন হইতে স্নায়বীয়শক্তি কর্ত্তৃক তোমার হস্তে আসিয়া ঐ হস্তদ্বারা কাগজ কালি ও কলমরূপ উপাদান সংযোগে দৃশ্যাকারে প্রকাশিত হইবে। এস্থলে ঐ কার্য্য নিষ্পন্নের দুইটী কারণ আবশ্যক যথা নিমিত্তকারণ বা কর্ত্তৃকারণ; এবং উপাদানকারণ বা কার্য্যকারণ, উভয় কারণই মানসশক্তি উদ্ভূত, মনে কর জগতে যেন কালি, কলম ও কাগজ নাই উহা তোমার প্রস্তুত করিয়া লইয়া লিখিতে হইবে; অতএব ঐগুলি প্রস্তুত করিতে তোমার চিন্তাশক্তির আবশ্যক অতএব চিন্তাদ্বারা উপাদান বা বস্তুশক্তি কল্পনা করিয়া সেই বস্তুশক্তির সাহায্যে ঐ কালি কলম কাগজ তোমার প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, অতএব তোমার মন যে শক্তিদ্বারা রামচন্দ্র শব্দ লিখিবে মনের সেই শক্তিই রামচন্দ্র শব্দের নিমিত্ত কারণ, উহাই চিৎশক্তি এবং যে শক্তি কালি কলম কাগজে পরিণত হইবে উহাই উপাদান কারণ বা জড়শক্তি। এখন মনে কর ব্রহ্ম আমাদের ন্যায় আকারবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি নহেন, ব্রহ্ম অনন্ত-জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার মায়া হইতে জগৎ বিকাশিনীশক্তির যে বিকাশ হয় ঐ শক্তিই চৈতন্যের আভাসে চেতনবৎ হইয়া স্বয়ং মহামানসাকারে বিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ মানসাকারেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হয়; ঐ মহামনের বিকাশিনীশক্তিই দৃশ্য জগতের নিমিত্ত কারণ, উহাই স্বয়ং সত্ত্বগুণস্থ চিৎশক্তি বা চিদাকাশ, কিন্তু উপাদান ব্যতীত জগৎ স্থূল দৃশ্যাকারে পরিণত হইতে পারে না। উপাদান জড়পদার্থ, অতএব জড়শক্তি ব্যতীত জড়ীয় উপাদানের বা জড়পদার্থের বিকাশ অসম্ভব। চিৎশক্তিদ্বারা রামচন্দ্র শব্দের আকার কল্পিত হয় বটে, কিন্তু কাগজরূপ আশ্রয় ব্যতীত শব্দের আকার প্রকাশ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ হইবে কিরূপে? আবার কাগজ প্রস্তুত হইলেও কলম ও কালির সাহায্য ব্যতীত ঐ রামচন্দ্র শব্দ স্থূলবর্ণ বা অক্ষরাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। অতএব রামচন্দ্রশব্দের আকার বা বর্ণ লিপির আশ্রয় কাগজ, লিপিনির্ব্বাহক যন্ত্র কলম এবং বর্ণের দেহরূপ আচ্ছাদন কালি বা রং। ঐ কাগজ, কলম ও কালি সমস্ত উপাদানই জড়শক্তি বা জড়াকাশ হইতে উদ্ভূত হয়, ঐ জড়াকাশ চিদাকাশের বা চিৎশক্তির আচ্ছাদন বা আবরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ চিদাচ্ছাদনীশক্তিই তমগুণ, তমপ্রধান গুণই

পূর্ব্বোক্ত উপাদানে বিবর্ত্তিত হইয়া নামরূপের আশ্রয়স্বরূপ স্থূল বিশ্বে পরিণত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে মায়া ত্রিগুণান্বিত, উহা ব্রহ্মের শক্তি হইলেও স্বয়ং ব্রহ্ম নহে, এবং সৎপদার্থও নহে। পূর্ব্ব উদাহরণ অনুসারে রঘুবংশ বা কুমার-সম্ভব কাব্য কালিদাসের মানসশক্তি প্রসূত বা তাঁহার মানস কল্পনা হইতে উদ্ভূত। এখন মনে কর কালিদাস যেন সৎপদার্থ। (এস্থলে সৎ-পদার্থ অর্থে কালিদাস নামক একজন জীব) কিন্তু তাঁহার কল্পনাপ্রসূত রঘুবংশ বা কুমার-সম্ভব কাব্য এবং ঐ কাব্যোল্লিখিত শ্লোক কি ঐ শ্লোকান্তর্গত কোন পদ বা বর্ণ স্বয়ং কালি-দাস নহে কিম্বা উহা সত্যপদার্থও নহে উহা সমস্তই তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, আবার তাঁহার ঐ কল্পনা বা কল্পনাশক্তি স্বয়ং কালিদাস নহে। যেহেতু ঐ কল্পনা একদেশ ব্যাপী, কিন্তু তাঁহার পক্ষে তিনি পূর্ণ। যখন কালিদাস স্বরূপাবস্থায় স্থিরভাবাপন্ন থাকেন, তখন তাঁহার কোন কল্পনা থাকে না। তাঁহার কল্পনাশক্তিও তাঁহাতে লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু তিনি অবিকাশিত হন না বা লুক্কায়িত থাকেন না। অতএ বতাঁহার কল্পনা বা কল্পনাশক্তিকে কখনই স্বয়ং কালিদাস বলা যাইতে পারে না।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা মায়া স্বয়ং ব্রহ্ম নহে সাব্যস্ত হইল। যাহা ব্রহ্ম নহে তাহা সৎ নহে। (প্রশ্ন) মায়া যদি সৎপদার্থ না হয় তবে জগৎ যেরূপ অসৎ, মিথ্যা মায়াকে সেইরূপ স্পষ্ট মিথ্যা না বলিয়া সত্য নহে মিথ্যাও নহে অনি-র্ব্বচনীয়া বলার তাৎপর্য্য কি? উহার তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। ঐ গূঢ় তাৎপর্য্য না থাকিলে বেদান্তপ্রণেতা ঋষি বা তাঁহার ভাষ্যকার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রলাপের ন্যায় উহাকে অনির্ব্বচনীয়া বলিতেন না। ঐ তাৎপর্য্য নিম্নোল্লিখিত মত অবিদ্যা এবং অবিদ্যাশ্রিত জীবের ব্যাখ্যাকালে বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। অবিদ্যা মায়ার বহির্ভূত নহে। উহা মায়ার ন্যায় ভাব বিশেষ। ঐ মায়া এবং অবিদ্যা উভয়েই ব্রহ্মের প্রকৃতি, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য এই যে ঐ মায়াশ্রিত চৈতন্য মায়ার অধীন নহে। ঐ মায়াশ্রিত চৈতন্যই স্বয়ং ঈশ্বর আর অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্যের প্রতি-বিম্ব অবিদ্যার বশতাপন্ন ও অধীন, ঐ অবিদ্যা-শ্রিত চিদ্বিম্বই জীব। উপরে কথিত হইয়াছে যে মায়া এবং অবিদ্যা উভয়কেই প্রকৃতিবলে। ঐ প্রকৃতি সত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণান্বিতা। অর্থাৎ ঐ ত্রিগুণের বীজই মূলপ্রকৃতি মহাপ্রলয়-কালে উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপে পর-ব্রহ্মে লুক্কায়িত থাকে। সৃষ্টিকালে কার্য্যভেদে দ্বিবিধ হয়, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ সত্বগুণপ্রধানা প্রকৃ-তির নাম মায়া আর অবিশুদ্ধ সত্বপ্রধানা প্রকৃ-তির নাম অবিদ্যা। এক্ষণে ঐ সত্বগুণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং উহার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধতার তাৎ-পর্য্য না বুঝিলে ঐ মায়া এবং অবিদ্যার তাৎ-পর্য্য কখনই বোধগম্য হইতে পারে না। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ বা সত্য-জ্ঞানা-নন্দ; ইহার অর্থ এই যে, অনাদি অনন্ত অশরীরি, জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ সত্বা অর্থাৎ আছেন মাত্র। তাঁহাতেই যে শক্তি কর্তৃক মিথ্যা জগৎ কল্পিত হয় তাহাই তাঁহার মায়া, অতএব মায়াই ঐ মিথ্যা জগতের বীজ; কিন্তু ঐ মায়া সেই সচ্চিদানন্দের আভাসে চেতনবৎ হইয়া ত্রিগুণান্বিতা হন, ঐ ত্রিগুণের মধ্যে সত্বগুণই নির্ম্মল সচ্ছ চিদ্‌বিকাশিনীশক্তি; ঐ শুদ্ধ চিদ্‌বিকাশিনীশক্তি স্বয়ং চৈতন্যের আবরণ হইতে পারে না, বরং চৈতন্যের বিকাশক হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে দৃষ্টান্তদ্বারা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যের আভাসে মায়ায় যে চিদ্‌বিম্বের বিকাশ হয়,

মায়ার সেই বিকাশিনীশক্তিই সত্বগুণ। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যেমন অন্ধকারে কাচ ও মৃত্তিকার বিকাশ হইতে পারে না আলোদ্বারা উভয়েরই বিকাশ হয় বটে, কিন্তু মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র আলোর আবরক ও কাচনির্ম্মিত পরকলা ঐ আলোর বিকাশক। সেইরূপ চৈতন্যকর্তৃক ত্রিগুণের বিকাশ হয় কিন্তু তমগুণ চৈতন্যের আবরক ও সত্বগুণ বিকাশক। সুতরাং সত্বগুণ চৈতন্যের সম্পূর্ণ আভাসযুক্ত। ঐ সত্বগুণস্থ চৈতন্যই মায়ার পরিচালক, মায়ার অন্য দুইটী গুণ তদধীন। মায়া উহার (চৈতন্যের) বশতাপন্ন। ঐ মায়োপাধিক চৈতন্যই মায়িক ঈশ্বর এবং সত্বগুণযুক্ত চিৎশক্তির নামই পরাশক্তি বা ঈশ্বরীশক্তি। উহাই জগতের নিমিত্ত কারণ। মনে কর ইন্দ্রজাল মিথ্যা বা ভ্রান্ত্যুৎপাদক। দর্শকগণ ইন্দ্রজালের মিথ্যা ঘটনা সকল সত্যের ন্যায় অনুভব করেন; কিন্তু ঐন্দ্রজালিক স্বয়ং কখন উহা সত্য বলিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস করেন না। কারণ তিনি ঐ ভ্রান্তজ্ঞানের অধীন নহেন। এতাবতায় বিশুদ্ধ সত্বগুণাশ্রিত চৈতন্যই সমস্ত মায়াশক্তির পরিচালক সাব্যস্ত হইল। ঐ চিদ্বিম্বিত সত্বগুণান্বিত মায়াই পূর্ব্বোক্তমত জ্যোতির্ম্ময় মহৎ বা মহামানসাকারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত করেন উহাই মহৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের মহৎ যোনী এবং চিদ্বিম্বই বীজ। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত শ্লোক ব্যাখ্যাকালে বিবৃত হইবে।

সত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে॥ ১৯॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পঞ্চভূত হইতে কিরূপে ভৌতিকপদার্থসমূহ সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণার্থ প্রথমতঃ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিবৃত হইতেছে। আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পঞ্চ সত্বগুণাংশ হইতে যথানিয়মে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আকাশের সত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়; এইরূপে বায়ুর সত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্বগুণ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা) এবং পৃথিবীর সত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে এক একটী ভূতের সত্বাংশ হইতে শ্রবণাদি এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তৎদ্বিধা।
মনোবিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিস্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥২০॥

পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্বাংশ হইতে এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ সত্বগুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ যথা—মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মকবৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে, একই অন্তঃকরণ মনঃ ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে॥ ২০॥

রজোহংশৈঃপঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্পানি-পাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥২১॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথানিয়মে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, তেজের রজোগুণ হইতে পাদ; জলের রজোগুণ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে, উক্ত বাক্পানি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়॥ ২১॥

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণোবৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ পৃথক্

পৃথক্‌রূপে বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপাদন করে, এই পঞ্চভৌতিক রজোগুণ একত্রিত হইলে প্রাণ সমুৎপন্ন হয়, উক্ত প্রাণ, কার্য্যভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায় যথা।— প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। উর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসরূপে নাসিকাপথে যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। অধো গমনশীল যে বায়ু, পায়ুদেশে অবস্থিতি করিয়া মলনির্গমাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে অপান বায়ু বলে, যে বায়ু উদরে অবস্থিতি করিয়া পাকাদিকার্য্য সম্পাদন করে তাহার নাম সমানবায়ু। উদ্গাররূপে উর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া জীবকে আহার গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে তাহাকে উদানবায়ু বলে এবং সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য সাধন করে তাহার নাম ব্যানবায়ু এই পঞ্চ বায়ুই জীবন স্বরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২ ॥

ক্রমশঃ—

সামবেদান্তর্গত বিবাহঙ্গ হোমমন্ত্রব্যাখ্যা।

৪র্থ প্রবন্ধ।

ওঁ গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধ্রির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। তে সৌভগত্বায় হস্তং গৃহ্ণামি যথা পত্যা ময়া জরদষ্টিঃ আসঃ। পুরন্ধ্রিঃ ভগঃ অর্য্যমা সবিতা চ দেবাঃ গার্হপত্যায় ত্বা মহ্যং অদুঃ ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। তে তব সৌভগত্বায় সৌভাগ্য হেতবে হস্তং পাণিং দক্ষিণং ইতি শেষঃ। গৃহ্ণামি ধারয়ামি, যথা যেন প্রকারেণ পত্যা স্বামিনা ময়া জরদষ্টিঃ জরান্তং যাবৎ বার্দ্ধক্য পর্য্যন্তং ইত্যর্থঃ আসঃ ভবসি। পুরন্ধ্রিঃ অগ্রণীঃ ভগঃ ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ ঈশ্বরঃ ইত্যর্থঃ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ। অর্য্যমা সূর্য্যঃ সবিতা জগৎপ্রসবকারী ব্রহ্মা এতে দেবাঃ গার্হপত্যায় লক্ষণয়া তদাখ্যাগ্নৌ হোমসমাধানায় * ত্বা ত্বাং মহ্যং অদুঃ দত্তবন্তঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি তোমার সৌভাগ্যের

* লক্ষণার লক্ষণ সাহিত্যদর্পণের ২য় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে।

মুখ্যার্থ বাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
——লক্ষণাশক্তিরর্পিতা।

মুখ্য অর্থাৎ প্রধান অর্থের বাধা হইলে যে শক্তিদ্বারা তদ্‌যুক্ত অপর অর্থ প্রতীয়মান হয় সেই শক্তিকে লক্ষণাশক্তি কহে।

সচরাচর সাধারণে বলিয়া থাকে যে "অমুকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে" কিন্তু সকলেই জানে যে আকাশ শূন্য পদার্থ, উহা কখনই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রধান অর্থের বাধা ঘটিল। অতএব এখানে তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ আকাশস্থিত বজ্রকে লক্ষণাদ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। তদ্রূপ এখানে গার্হপত্যের নিমিত্ত বলিলে অসঙ্গতি ঘটে, একারণ গার্হপত্যনামক অগ্নিতে হোমসমাধানের নিমিত্ত এই অর্থ লক্ষিত হইল।

নিমিত্ত তোমার দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিলাম। তুমি যাবজ্জীবন আমার সহচরী হইয়া থাক। ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বর সূর্য্য এবং ব্রহ্মা তোমাকে আমার গার্হপত্য অগ্নিতে হোম সমাধানের নিমিত্ত আমাকে দান করিয়াছেন॥ ১॥

১। ভগঃ—ষড়ৈশ্বর্য্যস্ত সমষ্টির্ভগঃ স অস্ত অস্তি ইত্যর্থে অপ্রত্যয়ঃ। ২। গার্হপত্যায়— গৃহপতের্গৃহস্থাশ্রমস্থ হিতঃ গার্হপত্যঃ তস্মৈ দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্যহবনীয়াস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ইত্যমরঃ।

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূর্জীবসূর্দেবকামা শন্নো ভব দ্বিপদেশঃ চতুষ্পদে॥ ২॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! ত্বং) অঘোরচক্ষুঃ অপতিঘ্নী (তথা) পশুভ্যঃ শিবা এধি। সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ বীরসূঃ জীবসূঃ তথা দেবকামা (ভব) নঃ (প্রতি) শং ভব দ্বিপদে (তথা) চতুষ্পদে শং ভব॥ ২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ত্বং অঘোরচক্ষুঃ ক্রূরদৃষ্টিঃ ঘোরে ক্রূরে চক্ষুষী যস্যাঃ সা ন ভবতীতি অঘোরাচক্ষুঃ অপতিঘ্নী অপতিঘাতিনী পতিং হন্তি যা সা ন ভবতীতি অপতিঘ্নী তথা পশুভ্যঃ পশূনাং গোমহিষাদীনাং শিবা সুখাবহা এধি ভব। সুমনাঃ প্রশস্ত মানসা সুবর্চ্চাঃ তেজস্বিনী বীরসূ বীরপ্রসবিনী জীবসূঃ জীবদ্ পুত্রপ্রসবিনী দেবকামা দেবেষু লক্ষণা দেবপূজনেষু কামঃ অভিলাষঃ যস্যাঃ তাদৃশী পঞ্চযজ্ঞাভিরতা ইত্যর্থঃ। পঞ্চযজ্ঞপ্রকারমাহ স্মৃতিঃ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞং। পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং। পঞ্চ এতান্ মহাযজ্ঞান্ ন হাপয়তি শক্তিতঃ। স গৃহেঽপি বসন্ নিত্যং সূনা দোষৈর্ন লিপ্যতে। সূনাদোষৈঃ পঞ্চসূনাদোষৈঃ। পঞ্চসূনাপ্রকারমাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ। কণ্ডনী চোদকুম্ভস্য বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্। তথা নঃ অস্মভ্যং শং কল্যাণকারিণী দ্বিপদে পাদদ্বয়সম্পন্নায় মনুষ্যবর্গায় শং কল্যাণকারিণী চতুষ্পদে গবাদিকায় শং মঙ্গলকারিণী ভব। ২।

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি সরলদর্শনা এবং অপতিনাশিনী (অর্থাৎ সধবা) হও, গোমহিষাদি পশুবর্গের সুখাবহা অর্থাৎ প্রতিপালনকারিণী হও, তুমি সরলান্তঃকরণা তেজস্বিনী বীরপ্রসবা জীববৎসা এবং নিত্যদেব পূজাভিরতা হইও, আমাদিগের কল্যাণকারিণী ও অপরাপর মনুষ্যবর্গের মঙ্গলদাত্রী এবং গোমহিষাদিরও কুশলসাধিকা হইও। ২।

১। শং মঙ্গলং ভব—অব্যয়লিঙ্গত্বাৎ ন স্ত্রীলিঙ্গতা।

ওঁ আনঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা স্বাদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ৩।

অন্বয়ঃ। প্রজাপতিঃ নঃ প্রজাং আজনয়তু অর্য্যমা আজরসায় সমনক্তু (তব সৌভাগ্যমিতিশেষঃ) মঙ্গলীঃ ত্বা অতুঃ (মহ্যমিতি শেষঃ) পতিলোকং আবিনা (ত্বমিতি শেষঃ) ন (তথা) দ্বিপদে (তথা) চতুষ্পদে শং ভব। ৩।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। প্রজাপতিঃ সন্ততিবিধাতা নঃ অস্মাকং প্রজাং সন্ততিং প্রজাস্যাৎ সন্ততৌ জনে ইত্যমরঃ। আ জনয়তু সমুৎপাদয়তু। আর্য্যমা সূর্য্যঃ আজরসায় জরাপর্য্যন্তং বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তমিতি যাবৎ তব সৌভাগ্যং সমনক্তু ব্যঞ্জয়তু। মঙ্গলীঃ প্রশস্তমঙ্গলসম্পন্নাঃ দেবতা ত্বা ত্বাং মহ্যং অতুঃ দত্তবত্যঃ। দেবতানা সমীপে এবং সংপ্রার্থ্য সংপ্রতি তামেবাহ হে কন্যকে! ত্বং পতিলোকং পতিকুলং আবিশ প্রবিশ। নঃ অস্মভ্যং দ্বিপদে মনুষ্যাদিকা

তথা চতুষ্পদে গবাদিকায় শং মঙ্গলং লক্ষণয়া কল্যাণকারিণী ভব ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রজাপতি আমাদিগকে সন্ততি প্রদান করুন্। ভগবান্ সূর্য্যদেব বার্দ্ধক্যপর্য্যন্ত তোমার সৌভাগ্য প্রকাশ করুন্। মঙ্গলশালিনী দেবতারা আমাকে তোমায় প্রদান করিয়াছেন। অতএব তুমি এক্ষণে পতিগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার এবং অপরাপর মনুষ্যবর্গের এবং গোমহিষাদিরও কুশলকারিণী হও ॥ ৩ ॥

১। আ জনয়তু—ব্যবহিতোঽপি আশব্দঃ জনয়ত্বিত্যনেন যোজ্যঃ ২। নঃ দ্বিপদে চতুষ্পদে—কুশলার্থবাচকস্ত শমিত্যস্ত যোগে চতুর্থী।

ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র! মিধঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু। ৪।

অন্বয়ঃ। হে ইন্দ্রঃ! ত্বং মিধঃ (সন্) ইমাং সুভগাং (তথা) সুপুত্রাং কৃধি। অস্যাং দশপুত্র ন্ আধেহি পতিং (অস্যা ইতি শেষঃ) একাদশং কুরু ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে ইন্দ্র! দেবরাজ! ত্বং মিধঃ সন্ উদক-প্রক্ষেপবিধিনাপ্যায়নকারকঃ সন্ ইমাং মৎপরিণীতাং স্ত্রিয়ং সুভগাং সৌভাগ্যশালিনীং তথা সুপুত্রাং সৎপুত্রপ্রসবিনীং কৃধি কুরু। অস্যাং মৎপরিণীতায়াং দশ দশসংখ্যকান্ পুত্রান্ আধেহি জনয়। অত্র মনুঃ-এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ। তথা পতিং স্বামিনং একাদশং একাদশানাং পূরকং কুরু বিধেহি। পিতৃপুত্রয়োরভেদাত্মত্বে শ্রুতিঃ আত্মা বৈ পুত্রনামাসি ইতি। স্মৃতিশ্চ পতির্জায়াং প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বেহ মাতরং। তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে তজ্জায়া জায়া ভবতি যদস্যাং জায়তে পুনরিতি। মনুং বংশোঽপি তস্যামাত্মানুরূপায়াং মাত্মজন্মসমুৎসুকঃ ইতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ইন্দ্র! তুমি যথাসময়ে জলপ্রক্ষেপাদিদ্বারা আমাদের মঙ্গলসাধন করিয়া থাক। তুমি এই মৎপরিণীতা স্ত্রীকে সৎপুত্রপ্রসবা ও সৌভাগ্যশালিনী কর। ইহাতে আমার দশটী পুত্র প্রদান কর। ইহার স্বামীকে (আমাকে) একাদশস্থানীয় কর ॥ ৪ ॥

১। মিঢ়ঃ—দশ্বান্ সহ্বান্ মিঢ়াংশ্চেতি সিদ্ধান্তকৌমুদীসূত্রাৎ মিহ সেচনে ইতি ধাতোঃ নিপাতিতঃ।

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্বাং ভব ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী সম্রাজ্ঞী চাধিদেবৃষু ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! ত্বং) শ্বশুরে সম্রাজ্ঞীভব শ্বশ্রাং সম্রাজ্ঞী ভব। ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী (ভব) (তথা) অধিদেবৃষু চ সম্রাজ্ঞী (ভব) ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ত্বং শ্বশুরে পত্যুঃ পিতরি সম্রাজ্ঞী গৃহকর্ত্রী ভব। শ্বশ্রাং পত্যুর্ম্মাতরি সম্রাজ্ঞী ভব। চ তথা ননান্দরি পত্যুর্ভগিন্যাং সম্রাজ্ঞী ভব। তথা অধিদেবৃষু দেবরেষু সম্রাজ্ঞী ভব। সর্ব্বেষাং প্রতিপালনকারিণী ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি শ্বশুরের সমীপে শ্বশ্রূর (শাশুড়ীর) নিকটে ননান্দাদিগের (ননদদিগের) সন্নিধানে এবং দেবরাদির নিকটে গৃহকর্ত্রী বলিয়া পরিচিত হও ॥ ৫ ॥

১। সম্রাজ্ঞী—ইতি অসমস্তং পদং। সমস্তত্বে সম্রাজ্ঞীত্যেব স্যাৎ।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তেঽস্তু মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। বৃহস্পতিঃ তে হৃদয়ং মম ব্রতে

দধাতু তে চিত্তং মম চিত্তং অনু অস্তু (স্তুঃ) একমনাঃ (সতী) মম বাচং জুষস্ব (তথা) ত্বা মহ্যং নিযুনক্তু (বৃহস্পতিরিতি শেষঃ) ॥ ৬॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। বৃহস্পতিঃ সুরগুরুঃ তে তব হৃদয়ং মনঃ চিত্তঞ্চ চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ ইত্যমরঃ। মম ব্রতে কর্ম্মণি দধাতু স্থাপয়তু। তে তব চিত্তং মম চিত্তং অনু মম চিত্তস্য অনুগামি অস্তু আবয়োর্মতভেদং মাভূদিত্যর্থঃ। মম বাচং বাক্যং একমনাঃ অবহিতা সতী জুষস্ব সেবস্ব। ময়ি কিমপি কথয়তি সতি অন্যস্যাং কথায়াং মনো মা স্থাপয়। এবং প্রকারেণ বৃহস্পতিঃ ত্বা ত্বাং মহ্যং নিযুনক্তু মদর্থং নিতরাং যোজয়তু ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বৃহস্পতি তোমার মনকে আমার কর্ম্মে নিয়োজিত করুন্। তোমার মন আমার মনের অনুকূল হউক। তুমি অনন্যমনাঃ হইয়া আমার বাক্য সকল শ্রবণ করিও। বৃহস্পতি এইরূপ প্রকারে আমার কার্য্যের সহায়তা জন্য তোমাকে নিয়োজিত করুন্ ॥ ৬॥ ক্রমশঃ—

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ (১)

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাঽঽপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪॥ যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫॥ যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬॥ যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭॥ যো দিবি তিষ্ঠন্দিবোঽন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮॥ য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাঽঽদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯॥ যো দিক্ষু তিষ্ঠন্দিগ্‌ভ্যোঽন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০॥ যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১॥ য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাঽঽকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যামামৃতঃ ॥ ১২॥ যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩॥ যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবত যথাধিভূতম্ ॥ ১৪॥ যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো

হস্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫ ॥ যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥১৬॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ন বেদ যস্য বাক্‌শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠং শ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠং ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মর্যাম্যমৃতঃ ॥১৯॥ যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোহন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০ ॥ যস্ত্বচি তিষ্ঠং স্ত্বচোহন্তরো যং ত্বঙ্ন বেদ যস্য ত্বক্‌শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানান্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোহন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মহন্তর্যাম্যমৃতোহদৃষ্টোদ্রষ্টাহশ্রুতঃ শ্রোতোহমতো মন্তাহবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোহতোহস্তি দ্রষ্টা নান্যোহতোহস্তি শ্রোতা নান্যোহতোহস্তি মন্তা নান্যোহতোহস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতোহতোহন্যদার্ত্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৭ ॥

উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে অন্তর্যামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ;—

যিনি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করে তিনিই অমৃত।

(অন্তরঃ—অভ্যন্তরঃ, যময়তি নিয়ময়তি, স্বব্যাপারে। তে তব, সর্ব্বভূতানাং উপলক্ষণার্থম্।

যিনি জলে বাস করিতেছেন যিনি জলের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জল যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জল যাহার শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৪।

যিনি অগ্নিতে বাস করিতেছেন যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অগ্নি যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অগ্নি যাহার শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৫।

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্তরীক্ষ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্তরীক্ষ যাহার শরীর যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৬।

যিনি বায়ুতে বাস করিতেছেন যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বায়ু যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বায়ু যাহার শরীর যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, অমৃত। ৭।

যিনি স্বর্গেতে বাস করিতেছেন যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, স্বর্গ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, স্বর্গ যাহার শরীর যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত। ৮।

যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য যাহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ৯।

যিনি দিক্সমূহে বাস করিতেছেন যিনি দিক্সমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, দিকসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, দিকসমূহ যাহার শরীর যিনি দিকসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিকসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১০।

যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রসমূহে বাস করিতেছেন যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ যাহার শরীর যিনি চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১১।

যিনি আকাশে বাস করিতেছেন, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আকাশ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আকাশ যাহার শরীর যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ১২।

যিনি অন্ধকারে বাস করিতেছেন, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্ধকার যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্ধকার যাহার শরীর; যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৩ ॥

যিনি তেজে বাস করিতেছেন, যিনি তেজের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তেজ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, তেজ যাহার শরীর যিনি তেজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৪ ॥

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধি দৈবিকসম্বন্ধ অর্থাৎ দেবতাদিগের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহা বলা হইল, এইক্ষণে ব্রহ্ম হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত ভূতসমূহের তাহার যে সম্বন্ধ অর্থাৎ আধিভৌতিক সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি ভূতসমূহে বাস করিতেছেন যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ভূতসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতসমূহ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতসমূহ যাহার শরীর, যিনি ভূতসমূহের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভূতসমূহকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৫ ॥

এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের আধিভৌতিকসম্বন্ধের কথা বলা হইল এইক্ষণ তাহারা আধ্যাত্মিক-সম্বন্ধের কথা বলিব।

যিনি প্রাণে বা জীবাত্মায় বাস করিতেছেন যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, প্রাণ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, প্রাণ যাহা শরীর যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৬ ॥

যিনি বাক্যে বাস করিতেছেন যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বাক্য যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বাক্য যাহার শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৭ ॥

যিনি চক্ষুতে বাস করিতেছেন যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চক্ষু যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চক্ষু যাহার শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৮ ॥

যিনি কর্ণেতে বাস করিতেছেন যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন কর্ণ যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, কর্ণ যাহার শরীর, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ণকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ১৯ ॥

যিনি মনেতে বাস করিতেছেন যিনি মনের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন মন যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, মন যাহার শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২০ ॥

যিনি ত্বকে বাস করিতেছেন যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন ত্বক যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, ত্বক যাহার শরীর, যিনি ত্বকের অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বককে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২১ ॥

যিনি জ্ঞানে বাস করিতেছেন যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন জ্ঞান যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জ্ঞান যাহার শরীর যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া জ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২২ ॥

যিনি রেতে বাস করিতেছেন যিনি রেতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন রেত যাহার বিষয় জ্ঞাত নহে, রেত যাহার শরীর যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত ॥ ২৩ ॥

ইনি অন্যের দৃষ্টির অগ্রাহ্য হইয়া দর্শন করেন, শ্রুতির অগ্রাহ্য হইয়া শ্রবণ করেন; মনের অগ্রাহ্য হইয়াও মনন করেন, জ্ঞানের অগ্রাহ্য হইয়াও জানেন। ইনি ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা বা জ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার আত্মা তিনিই অন্তর্যামী তিনিই অমৃত। ইনি ব্যতীত অন্য সকলি মরণশীল, যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর শুনিয়া উদ্দালক আরুণি অন্য প্রশ্ন করিলেন না। [illegible]

(১) উদ্দালক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রামানুজ সম্প্রদায় এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণটিকে বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মণটি তাহাদের এত আদরণীয় কেন, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে। পাঠক অবগত আছেন যে বেদান্তমতাবলম্বীদিগের মধ্যে দুইটি মত চলিয়া আসিতেছে। অদ্বৈত ও বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এই দুই মত। প্রথমমতাবলম্বীদিগের নায়ক শঙ্করস্বামী, দ্বিতীয় মতাবলম্বীদিগের নেতা রামানুজস্বামী। বেদ তিনভাগে বিভক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক বা উপনিষৎ। এবিষয় হিন্দু পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অংশে অর্থ উপলব্ধি করিবার জন্য সায়ণ, মহী-ধরাদির ভাষ্য এবং আরণ্যক অংশে [illegible] উপলব্ধি করিতে হইলে শঙ্করের [illegible]

করিতে হয়। কিন্তু এই সমুদায় ভাষ্য পাঠ করিলেও বহুস্থলে বেদার্থ সম্যক্ উপলব্ধি হয় না, অনেকস্থলে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। এই বিরোধাদির দূরীকরণার্থে মীমাংসা শাস্ত্রের আবির্ভব। মীমাংসকেরা আপাত বিরোধসমূহ খণ্ডন করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থলের পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখাইয়া বেদার্থ উপলব্ধির জন্য সহজ উপায় করিয়া গিয়াছেন।

মীমাংসাশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্তঃ—পূর্ব্ব মীমাংসা এবং উহারা জৈমিনী এবং বাদরায়ণ-প্রণীত। জৈমিনীকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় বেদের কর্ম্মকাণ্ডান্তর্গত-সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ অংশের অর্থ এবং বাদরায়ণপ্রণীত উত্তরমীমাংসায় আরণ্য অংশের অর্থ মীমাংসিত হইয়াছে। এই উভয় মীমাংসাই সূত্রাকারে রচিত এবং ভাষ্যাদি ব্যতীত উহাদিগের অর্থোপলব্ধি হয় না। উত্তরমীমাংসার অন্যতর নাম বেদান্তসূত্র এই বেদান্তসূত্রের দুই খানি প্রসিদ্ধ ভাষ্য আছে—শঙ্করপ্রণীত শারীরকভাষ্য এবং রামানুজপ্রণীত শ্রীভাষ্য। শঙ্করভাষ্যে অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীভাষ্যে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তাবৎ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই বিশিষ্ট অদ্বৈত বাদাবলম্বী। চৈতন্যদেবও এই মতাবলম্বী ছিলেন। অদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের যে পার্থক্য তাহা নিম্নে লিখিত হইল:—

অদ্বৈতবাদমতে একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ বিশ্বে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই এবং ঐ ব্রহ্মে কোন প্রকার ভেদ অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই। একটি বৃক্ষের সহিত বৃক্ষেতর তাবৎ পদার্থের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয়ভেদ বলে। একটি বৃক্ষের ও অন্য বৃক্ষের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয়-ভেদ বলে, একটি বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থাৎ পত্রকাণ্ড শাখাদির যে ভেদ তাহাকে স্বগতভেদ বলে। ব্রহ্মে এইরূপ কোন ভেদ নাই। তিনি অভিন্ন বা সমান জাতীয়, তিনি চৈতন্য। তিনি নির্গুণ, তিনি নিজেই চৈতন্য, চৈতন্য তাঁহার গুণ নহে। ভেদ পরিশূন্য ব্রহ্ম ভিন্ন যদি আর কিছু না থাকিল, তাহা হইলে পরিদৃশ্যমান্ জগতে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? মায়াই তাহার কারণ। মায়া ব্রহ্মে শক্তিরূপে অবস্থিতা, এই মায়া আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়াশ্রিত হইলে ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা যায়। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ, কিন্তু মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বিবেচনা করিলে মায়াকেও জগতের উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে। মায়া "সৎ" নহে কারণ ব্রহ্মই একমাত্র 'নিত্য' বা 'সৎ' পদার্থ, 'অসং' ও নহে কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। বিশ্বের যে ভেদ দৃষ্ট হয় সে এই মায়া হইতে। মায়া আশ্রয় করিয়াই একমেবাদ্বিতীয়ম্ কারণ ব্রহ্ম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গ্রহ নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় পরিণত হইয়াছেন। এই মায়াশ্রিত আত্মাকে জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক কল্পান্তে যখন ঈশ্বর বিশ্ব সংহার করেন, তখন পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অব্যক্ত মায়ায় পরিণত এবং জীবাত্মা উপাধিশূন্য হইয়া গাঢ় নিদ্রাভিভূত হয়। কল্পান্তে নূতন সৃষ্টির সময়ে জীবাত্মা স্বীয় পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে নূতন দেহধারণ করে এবং যে পর্য্যন্ত বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে নষ্ট করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তি না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া পুনঃ পুনঃ কল্পান্তে নিদ্রাভিভূত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নবদেহ-ধারণ করিতে থাকে। জীবাত্মা শাস্ত্রোক্ত

বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনান্তর জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয় করিয়া বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা বা মায়াকে নাশ করিতে পারেন এবং "তৎ ত্বম্ অসি" তুমিই সেই ব্রহ্ম "সোঽহং" আমিই সেই ব্রহ্মই, এইরূপ জ্ঞান ধ্রুব ও সত্যভাবে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই তিনি মায়াময় সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়েন, বা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে সম্মিলিত হয়েন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে অদ্বৈতবাদ মতে জীবাত্মা পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই; মায়াবদ্ধকে জীব এবং মায়ামুক্তকে ব্রহ্ম বলে।

বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নির্গুণ নহেন, তিনি যে চৈতন্য তাহা নহে, চৈতন্যই তাঁহার প্রধান গুণ। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই সকলই তাঁহার অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। ব্যবহারিক জগতে আমরা যে সমুদায় ভেদ, অর্থাৎ মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতে যে ভেদ দেখিতে পাই, তাহা বাস্তবিকই ভেদ এবং ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ উহা মায়াজনিত নহে। চিৎ এবং অচিৎ অর্থাৎ আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের শরীরের উপাদান, তিনি অন্তর্যামী। ভূত, ইন্দ্রিয় এবং জীবাত্মাদি যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তিনি তাহাদিগের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। এবং উহারা তাঁহার শরীর স্বরূপ হইয়াছে। প্রকৃতি এবং জীবাত্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত ও সঙ্কোচভাবে থাকে এবং তজ্জন্য তাহাদিগের নাম রূপাদি কোন ভেদ দৃষ্ট হয় না। এই অবস্থাকে ব্রহ্মের কারণ অবস্থা বলা যায়। ব্রহ্মের এই অবস্থাতে তাঁহাকে এক-মেবাদ্বিতীয়ম্ বলা যায়, কারণ তখন প্রকৃতি এবং জীবাত্মা এত সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত থাকে যে তাহাদিগকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলা যায় না। গুণময় ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। গুণময় ঈশ্বরের ইচ্ছানু-সারে সৃষ্টির সময় সূক্ষ্ম অব্যক্ত প্রকৃতি স্থূল পরিদৃশ্যমান্ আকার ধারণ করে এবং জীবাত্মা-সমূহ সঙ্কোচভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী দেহ ধারণ করে। অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সঙ্কুচিত জীবাত্মার সমষ্টিকে যেরূপ কারণ ব্রহ্মের শরীর বলা যায়, সেইরূপ ব্যক্ত বা স্থূলপ্রকৃতি এবং বিকাশিত জীবাত্মাকে কার্য্য-ব্রহ্মের শরীর বলা যায়। সুতরাং এই মতে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে নিহিত ছিল এবং পরিণাম বা পরিবর্ত্তনহেতু কারণ কার্য্য-রূপে পরিণত হইয়াছে। জীবাত্মা জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সৃষ্টি, সংহার ও পালন শক্তিপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বাংশে ব্রহ্মসদৃশ হইয়া প্রলয়াদি অন্তেও ব্রহ্মের ন্যায় ব্রহ্মানন্দভোগ করিতে থাকে। এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে রামানু-জের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র, পরিদৃশ্যমান জগতের স্বত্তাজ্ঞান মায়াজনিত নহে, জীব মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম হয় না, কিন্তু তিনটী বিষয় ব্যতীত ব্রহ্মের সদৃশ হয়। চিন্তাশীল পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে শঙ্কর ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করাও বলিতেছেন, এই মায়াশ্রিত ব্রহ্মকেই তিনি ঈশ্বর বলিতেছেন। নির্গুণ ব্রহ্ম গুণময়ী মায়াকে আশ্রয় করিলেই তিনি সগুণ ঈশ্বর হইলেন। তিনি তখন রামানুজের নানাবিধ গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর বা নারায়ণ হইলেন। উভয়-মতেই সগুণ ঈশ্বরই জগতের কারণ। শঙ্করের এই সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে রামানুজের [illegible]

এবং জীবাত্মা দুইই রহিয়াছে। কারণ পরমাত্মা মায়া বদ্ধ হইলে জীবাত্মা হয়েন, এবং মায়া নিজেই রামানুজের প্রকৃতি। রামানুজ ঈশ্বর পর্য্যন্ত যাইতেছেন, শঙ্কর আর একটু উপরে উঠিতেছেন এবং নির্গুণ ব্রহ্মপর্য্যন্ত যাইতেছেন। ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় রামানুজের নিকট নির্ব্বাণ মুক্তি ভাল নয়, চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খাওয়াই ভাল। শঙ্কর বলেন জীবাত্মা স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে না, হয় সর্ব্ব উপরে উঠিবে, নয় সুকৃতিভোগান্তে পুনর্ব্বার নিম্নে আসিতে হইবে। চিনি ভাল লাগিলেই, তিক্তাদি জ্ঞান থাকিবে অর্থাৎ আপেক্ষিক জ্ঞান থাকিবে, আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে হইবে, সুতরাং চিনি হওয়াই ভাল বিশেষতঃ জীবাত্মার উন্নতিস্রোত কতকদূর পরে কেন রুদ্ধ হইবে তাহার কারণ বুঝিতে পারি না। বিষয়টী দুরূহ, আনুসঙ্গিক-ভাবে ইহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর বা যুক্ত নহে। সময়ান্তরে ইহার বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ রামানুজ সম্প্রদায়ের কেন আদরণীয় হইল, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবী, তেজ, জল, অন্তরীক্ষ বায়ু আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, চক্ষু, শ্রোত্র মন, প্রাণ, জ্ঞান ইত্যাদি বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুই পরব্রহ্মের শরীর এবং তিনি তাহাদের অভ্যন্তরে বাস করিতেছেন। অর্থাৎ এই আধিদৈবিক, আধ্যাত্মি এবং আধিভৌতিক জগৎ তাবতই পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহারাই তাহার শরীর এবং তিনিই তাহাদের অন্তর্যামী বা নিয়ন্তা সুতরাং এতদ্দ্বারা রামানুজ ব্যব-হারিক জগতের স্বতন্ত্র স্বত্তা প্রতিপাদন করিতে পারিতেছেন এবং ব্যবহারিক জগতের প্রকৃতি এবং জীবাত্মা যে ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ তাহাও প্রতিপাদন করিতে পারিতেছেন এই জন্য এই ব্রাহ্মণটি রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।

গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ।

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তা ইমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্‌ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছগার্গীতি ॥ ১ ॥ সা হো বাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠে দেব-মেবাহং ত্বাং দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতে পৃচ্ছগার্গীতি ॥ ২ ॥ সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যদিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্য-[illegible]চক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৩ ॥ সা হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৪ ॥ সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপ-রস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥৫॥ সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্য-চ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৬ ॥ স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাকৃপৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ

এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ৭ ॥ সহোবাচৈতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিং চ ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ৮ ॥ এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যে তস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বী পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯ ॥ যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিল্লোঁকে জুহোতি যজতে তপস্তপতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০ ॥ তদ্বা এদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দষ্টৃনান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃনান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ১১ ॥ সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেদ্ধং যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেদ্ধং ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্‌ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি ততো হ বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১২ ॥ ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥

বিদেহাধিপতি জনকরাজ বহু-দক্ষিণা নামক এক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ঐ যজ্ঞে দেশ বিদেশের বেদবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষ বেদজ্ঞ কে তাহা অবগত হইবার জন্যে জনব সহস্র ধেনুর শৃঙ্গ স্বর্ণে মণ্ডিত করিয়া সভাস্থলে আনাইলেন এবং বলিলেন আপনাদের মধে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ তিনি এই সমুদায় ধেনু লইতে পারেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার এক শিষ্যকে বলিলেন ঐ সমুদায় গাভী লইয়া চল সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় পরাভব করিবার জন্য বহুবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গীও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিও যাজ্ঞবল্ক্যকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

গার্গীর প্রশ্ন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর বৃহদারণ্যকোপনিষদে ৩য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ এবং ৮ম ব্রাহ্মণে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে উক্ত ৮ম ব্রাহ্মণের মূল ও অনুবাদ দেওয়া গেল।—

পুরাকালে ভারতবর্ষীয় মহিলাগণ জ্ঞানসোপানের কতদূর উর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতেন তাহা গার্গীর প্রশ্ন হইতে সহজেই উপলব্ধি হয়।

বঙ্গার্থ। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বচক্নু কন্যা গার্গী বলিলেন যে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে আরও দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব যদি ইনি তাহার সদুত্তর দিতে পারেন তবে আপনারা কেহই তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তখন তাহারা বলিলেন আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তখন গার্গী বলিলেন ;—বীরপুত্র কাশীরাজ বা বিদেহরাজ ধনুতে জ্যা আরোপ করিয়া যেরূপ শত্রুনির্য্যাতনকারী দুইটী বাণ হস্তে করিয়া শত্রুসমক্ষে উপস্থিত হয়েন তদ্রূপ আমি দুইটী প্রশ্ন লইয়া আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি আপনি তাহার

উত্তর করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! তুমি প্রশ্ন কর। গার্গী প্রশ্ন করিলেন, স্বর্গের উপরে কি? পৃথিবীর নিম্নে কি? ইহাদিগের মধ্যে কি? এই স্বর্গ ও পৃথিবী কি? ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কি? ইহারা কিসের উপর ওত ও কিসের উপর প্রোত রহিয়াছে অর্থাৎ দীর্ঘতন্তু ও প্রস্থতন্তুভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন স্বর্গের উর্দ্ধে যাহা, পৃথিবীর নিম্নে যাহা, উভয়ের মধ্যে যাহা, এই উভয়ে যাহা, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা, সমুদায়ই আকাশে ওত প্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তখন গার্গী বলিলেন যাজ্ঞবল্ক্য তোমাকে নমস্কার করি যেহেতু তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ। এইক্ষণ ২য় প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত হও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। গার্গী বলিলেন ;—

যাহা আকাশের উর্দ্ধে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে যাহা উভয়ের মধ্যে, যাহা এই উভয়ই, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাহা কিসের উপর ওতপ্রোত রহিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে ঐ সমুদায় আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। গার্গী বলিলেন আকাশ কিসের উপর রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন আকাশ যাহার উপর ওতপ্রোত রহিয়াছে, ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে 'অক্ষর' বলেন। ইনি স্থূলও নহেন সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন, অগ্নিসদৃশ লোহিতও নহেন, জলসদৃশ স্নেহযুক্তও নহেন, ইনি ছায়াও নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও নহেন, লাক্ষাবৎ সঙ্গাত্মক নহেন, ইনি রসও নহেন, গন্ধও নহেন, চক্ষুও নহেন, কর্ণও নহেন, বাক্যও নহেন, মনও নহেন, প্রাণও নহেন, তেজও নহেন, ইহাতে প্রবেশ করিবার দ্বার নাই, ইনি মাত্রা নহেন অর্থাৎ ইহাদ্বারা কাহাকে পরিমাণ করা যায় না, ইনি অন্তরে নহেন, বাহিরেও নহেন, ইনি কাহাকে অশন করেন না ইহাকে কেহ অশন করে না। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি! আকাশ ও পৃথিবী স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই অক্ষরের প্রশাসনে হে গার্গি! নিমেষ মুহূর্ত্ত পক্ষ, মাস ঋতু, বৎসর স্বীয় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনেই হিমাচ্ছন্ন ধবল পর্ব্বতরাজি হইতে গঙ্গাদি নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং সিন্ধু আদি পশ্চিমদিকে প্রধাবিত হইতেছে এবং অন্যান্য নদীসকল তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট দিকে প্রধাবিত হইতেছে। হে গার্গি! এইঅক্ষরের প্রশাসনে মনুষ্যেরা দাতাকে প্রশংসা করে, দেবতারা যজ্ঞসম্পাদনশীল যজমানের অনুগত হয়েন এবং পিতৃপুরুষগণ দর্ব্বী অর্থাৎ হোমের অনুগত হয়েন অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ড তাহারই প্রশাসনে পরিচালিত হইতেছে। হে গার্গি যিনি এই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী পুরুষের বিষয় অবগত না হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর হোম, দেবার্চ্চনা, এবং তপস্যা করেন তাহারও কর্ম্মফল ভোগান্তে ক্ষয়প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তিনি অক্ষয় প্রাপ্তি হন না। হে গার্গি! যিনি অক্ষরের বিষয় অজ্ঞাত থাকিয়া পরলোক গমন করেন, তিনি কৃপণের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মফল সঞ্চয় করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকেন। হে গার্গি! যিনি অক্ষরের বিষয় জ্ঞাত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। হে গার্গি! এই অক্ষর অদৃষ্ট হইয়াও দর্শন করেন, অশ্রুত হইয়াও শ্রবণ, এবং অমত হইয়া মনন করেন, অজ্ঞাত হইয়া জানেন। ইনি ব্যতীত অন্য

দ্রষ্টা নাই শ্রোতা নাই, ইনি ব্যতীত অন্য মন্তা নাই, ইনি ব্যতীত অন্য বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি! এই অক্ষরের উপরই অকাশ ওত-প্রোত রহিয়াছে।

গার্গি তখন সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে বলিলেন, আপনারা আমার কথা শ্রবণ করুন এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে আপনারা সকলই নমস্কার করুন। ব্রহ্মবিদ্যায় আপনাদের মধ্যে কেহই ইহাকে জয় করিতে পারিবেন না। ইহা বলিয়া গার্গি থামিলেন না এবং অন্য প্রশ্ন করিলেন না। ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ৮ম ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

দিনচর্য্যা। ২য় প্রবন্ধ।

আচমনবিধি।

প্রায়শ্চিত্ততত্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

ভুক্ত্বাচমেৎ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েৎ মুখহস্তৌ চ মৃদদ্ভিঃ ঘর্ষণৈরপি॥

ভোজনানন্তর অবহিত হইয়া যথোক্ত বিধি অনুসারে আচমন করিবে। মৃত্তিকা জল ও ঘর্ষণদ্বারা মুখ এবং হস্তশোধন করা বিধেয়।

আয়ুর্ব্বেদকার একটু এস্থলে অগ্রসর হইয়াছেন এবং ভুক্ত্বা সমাচমেৎ রূক্ষগ্রহণ পূর্ব্বকং।
ভোজনে দন্তলগ্নানি নির্হৃত্যাচমনং চরেৎ।
দন্তান্তরগতং চান্নং শোধনেনাহরেৎ শনৈঃ।
কুর্য্যাদানহৃতং তদ্ধি মুখস্যানিষ্টগন্ধতাং।
দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেতদন্তবৎ।
তত্র ন বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্নং নির্হরণং প্রতি।

এইরূপে ভোজন সমাপনপূর্ব্বক খড়িকা-গ্রহণ করিয়া আচমন করিবে। ভোজনকালে যে অন্নাদি দন্তলগ্ন হইবে তাহা৷ তাহাদ্বার উদ্ধার করিবে। তাহা না করিলে মুখের অনিষ্ট-কারক গন্ধ সমুৎপন্ন হয়। যে লেপ সহজে নির্গত হয় না তাহাকে নিঃসৃত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে না।

শেষোক্ত শ্লোকটী স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত হইয়াছে—

দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেতদন্তবৎ।
ন তত্র বহুশঃ কুর্য্যাৎ যত্নমুদ্ধরণে পুনঃ।
ভবেদশৌচ মত্যন্তং তৃণবেধাৎ ব্রণে কৃতে।

দক্ষসংহিতা।

জীর্ণেঽন্নে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিদগ্ধে পিত্তমেধতে।
ভুক্তমাত্রে কফশ্চাপি ক্রমোঽয়ং ভোজনোপরি।
বিদগ্ধে কিঞ্চিৎ পকে কিঞ্চিদপকে চ।

ভাবপ্রকাশ।

ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হয়। বিদগ্ধ অবস্থায় পিত্তবৃদ্ধি ঘটে। ভোজনের অব্যবহিত পরেই শরীর শ্লেষ্মপ্রধান হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্নের কিঞ্চিৎ পকাবস্থা ও অপকা-বস্থাকে বিদগ্ধাবস্থা কহে।

ধূমেনাপোহ্য হৃদ্যের্ব্বা কষায়কটুতিক্তকৈঃ।
পূগকর্পূরকস্তূরীলবঙ্গসুমনঃ ফলৈঃ।
ফলৈঃ কটুকষায়ৈর্ব্বা মুখবৈশদ্যকারিভিঃ।
তাম্বূলপত্রসহিতৈঃ সুগন্ধৈর্ব্বা বিচক্ষণঃ।

ভাবপ্রকাশ।

মনোহর ধূমদ্বারা অথবা কষায় কটু তিক্ত দ্রব্যদ্বারা শ্লেষ্মাকে দূরীভূত করিয়া মুখের কান্তি-বর্দ্ধনকারী সুপারী কর্পূর মৃগনাভি লবঙ্গ প্রভৃতি কটুকষায়রসসম্পন্ন সুগন্ধ তাম্বূলদ্বারা মুখ বিশো-ধিত করিবে।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাম্বূলচর্ব্বণের উল্লেখ অল্পমাত্রায় লক্ষিত হয়।

তাম্বূলং চর্ব্বয়েৎ পশ্চাৎ মুখপাবিত্র্যকারি চ।
দক্ষসংহিতা।

আয়ুর্ব্বেদে তাম্বূলের গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

তাম্বূলমুক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং তু বরং সরং।
তিক্তং ক্ষারোষণং কামরক্তপিত্তকরং লঘু।
বশ্যং শ্লেষ্মাস্য দৌর্গন্ধ্যং মলবাতশ্রমাপহং।
মুখবৈশদ্য সৌগন্ধ্য কান্তিসৌষ্ঠবকারণং।
হনুদন্তমলধ্বংসি জিহ্বেন্দ্রিয়বিশোধনং।
মুখপ্রসেকশমনং গলাময়বিনাশনং।
অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাহ্বটসংহিতা।

তাম্বূল (পান) তীক্ষ্ণ উষ্ণ মুখরোচক প্রধান সারক তিক্তরসসম্পন্ন কামোদ্রেকবর্দ্ধক রক্ত-পিত্তকর লঘুপাক শ্লেষ্ম মুখদৌর্গন্ধ্য-মল বাত-নিবারক মুখশোধনকারী কান্তিবর্দ্ধক হনু (গণ্ডের উপরিভাগ নাসিকার পার্শ্বদেশ) ও দন্তমল নাশ-কারক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় পরিতর্পক, মুখদোষ নিবারক ও গলনালীস্থ পীড়া সমুদায়ের বিনাশ-কারী *।

ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন মুখের মধ্যে কতকগুলি লালানিঃসারক গ্রন্থি বর্ত্তমান আছে পান খাইলে তাহাহইতে লালা নিঃসারিত হয় এবং উক্ত লালাদ্বারা খাদ্যের শ্বেতসার অংশ পরিপাক হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা উঠিল। স্মৃতি-শাস্ত্রকার পানকে আমিষ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

শাকানাং রক্তশাকঞ্চ পত্রাণাং পর্ণমামিষং।

শাকের মধ্যে রক্তশাক এবং পত্রের মধ্যে পান আমিষ বলিয়া বিখ্যাত।

স্মৃতিশাস্ত্রে এরূপ বিধিকে অতিদিষ্টবিধি বলে। অর্থাৎ পান আমিষের তুল্য ইন্দ্রিয়ো-ত্তেজক। একারণ এদেশীয় সংযমী ব্রাহ্মণবর্গ ও বিধবা স্ত্রীলোকেরা তাম্বূল বর্জ্জন করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মুহূর্ত্ত কর্ত্তব্য।

উপনয়নের সময় আচার্য্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন যে "মা দিবা স্বাপ্সীঃ"। দিবাতে নিদ্রা যাইও না।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে—

ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।

ইতিহাস ও পুরাণাদি আলোচনাদ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করিবে।

দিনমানকে আটভাগ করিলে আড়াই প্রহরের পর ৪ দণ্ড ষষ্ঠ মুহূর্ত্ত এবং তিন প্রহরের পর চারিদণ্ডকাল সপ্তম মুহূর্ত্ত।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে দিবানিদ্রা স্মৃতি-শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদকার সাধারণতঃ দিবানিদ্রা নিষেধ করিয়াছেন এবং কালবিশেষে ও অধিকারি-ভেদে বিহিতও করিয়াছেন। যথা—

দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোঽসৌ স্যাৎ কফাবহঃ।
গ্রীষ্মবর্জ্জ্যেষু কালেষু দিবাস্বাপো নিষিধ্যতে।
উচিতোহি দিবাস্বপ্নো নিত্যং যেষাং শরীরিণাং।

---

* পানের এতগুলি গুণ থাকিলেও ব্যবহার দোষে উহাতে আমাদের অনেক উপকার ঘটে।

স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পর্ণমূলে ভবেৎ ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণপর্ণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিপ্রণাশিনী।

পানের মূল (বোঁটা) খাইলে রোগ জন্মে। পানের অগ্রভাগ সেবনে পাপবৃদ্ধি ও উহার শিরা বুদ্ধি নাশ করে।

আমি এক দিবস উহা পরীক্ষা করিব বলিয়া প্রায় এক পণ পানের বোঁটা খাইয়াছিলাম। পরদিন প্রাতঃ-কালে উঠিয়া দেখি যে আমার শরীরে এরূপ শ্লেষ্মবৃদ্ধি হইয়াছে যে আমি একেবারে উত্থানশক্তি বিরহিত হইয়া পড়িয়াছি।

বাতাদয়ঃ প্রকুপ্যন্তি তেষামস্বপতাং দিবা।

ভাবপ্রকাশ।

দিবানিদ্রা শ্লেষ্মবর্দ্ধক বলিয়া পরিত্যজ্য। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ নহে। দিবানিদ্রা প্রত্যহ যাহাদের অভ্যস্ত তাহারা যদি দিবানিদ্রা সেবন না করে তাহাহইলে তাহাদের বাতাদি দোষ প্রকুপিত হয়।

অষ্টমমুহূর্ত্তে ব্যায়াম করা উচিত। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভোজনের অব্যবহিত পরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। (৮৪ পৃষ্ঠা দেখ) এই সময়ে ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধাবস্থা, সুতরাং এই সময়ে যথাশক্তি ব্যায়াম করিবে।

তিথিতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে—

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ—

রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।

আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে।

এতানি পঞ্চকর্ম্মাণি সন্ধ্যায়াং বর্জ্জয়েৎ বুধঃ।
আহারং মৈথুনং নিদ্রাং সংপাঠং গতিমধ্বনি।
চিন্তয়েৎ পরমাত্মানং চরাচরপতিং বিভুং।

চরকসংহিতা।

জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এই পাঁচটী কার্য্য ত্যাগ করিবেন আহার মৈথুন নিদ্রা অধ্যয়ন অধ্বগমন। কেবল জগৎপতি পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে।

ভোজনাৎ জায়তে ব্যাধিমৈথুনাৎ গর্ভবৈকৃতিং।
নিদ্রায়া নিঃস্বতা পাঠাৎ আয়ুর্হানির্গতের্ভয়ং।

ভাবপ্রকাশ।

সন্ধ্যাকালে ভোজন করিলে রোগ হয়। স্ত্রী-সংসর্গ করিলে গর্ভের বিকৃতি জন্মে। নিদ্রা-দ্বারা নির্দ্ধনতা, পাঠে আয়ুর্হানি, গমনে ভীতি সমুৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ২০ দণ্ডের পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত শরীর বায়ু প্রধান থাকে (৮৩ পৃষ্ঠা দেখ) এই সময় নদীতীরে গমনপূর্ব্বক তরঙ্গ-শীকরবাহী সান্ধ্যসমীরণ সেবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে শরীর শীতল হইয়া থাকে এবং অন্তরে সত্বগুণের উদ্রেকবশতঃ পাপ প্রবৃত্তি উপশান্ত হয়। একারণ আর্য্যঋষি-গণ নদীতীরে গমন করিয়া এই সময় সন্ধ্যা উপা-সনার বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। যথা—

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতং ইতি শ্রুতিঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ।

সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধ দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে না। করিলে পিতৃহত্যার পাপ হয়।

সংক্রান্তি প্রভৃতি দিনে শরীরে শ্লেষ্মবৃদ্ধি হয়, ইহা প্রবন্ধান্তরে বুঝান যাইবে। সুতরাং ঐ কয়দিনে নদীতীরে গিয়া সুশীতল বায়ুসেবন করিলে শারীরিক অপকার সংঘটিত হইতে পারে, একারণ আর্য্য-ঋষিগণ এই কয়দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

রাত্রিচর্য্যা প্রবন্ধান্তরে লিখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মতজ্জলানিতি। শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥ ১॥

ব্যাখ্যা। এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম কাহাকে বলি?—যিনি নিরতিশয় মহৎ (বৃদ্ধতমাৎ ব্রহ্ম)। সেই ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, সেই ব্রহ্মদ্বারা পালিত এবং সেই ব্রহ্মেই এই বিশ্ব লীন হয়। (তজ্জলানি-তজ্জঞ্চ তল্লঞ্চ তদনঞ্চ তজ্জলান অবয়ব লোপশ্ছান্দসঃ, সেই ব্রহ্ম হইতে জাত তজ্জং, সেই ব্রহ্মে লীনং তল্লং, সেই ব্রহ্মদ্বারা রক্ষিতং তদনং তস্মাদ্ জাতং, তস্মিন্ লীয়তে, তস্মিন্নেব স্থিতিকালে অনিতি প্রাণিতি ইতি।) রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। তাহার উপাসনা কি? তাহাকে চিত্তধারণ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই তাহার উপাসনা এই জন্য মানবকে ক্রতুময় বলে। মানব যেরূপ কার্য্য করে ইহলোকে তদ্রূপ ফল পায় এবং মৃত্যুর পরেও তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্ম্মফল বিষয়ে যে ব্যক্তির জ্ঞান আছে, সে ব্যক্তি শাস্ত্রাদিষ্ট যে কর্ত্তব্য তাহাই সম্পাদন করিবে। (যথা ক্রতু-যথা অস্য পুরুষস্য ক্রতু, প্রেত্য-মরিয়া, স ক্রতুং কুর্ব্বীত-স এবং জানন্ ক্রতুং কুর্ব্বীৎ।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মাসর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ॥ ২॥

সেই ব্রহ্মের কিরূপ চিন্তা করিতে হইবে?

তিনি মনোময় অর্থাৎ মন প্রায় (যাহাদ্বারা মনন করা যায়, তাহাকে মন বলা যায়। আত্মা কিছুই করেন না, কিন্তু মন যখন কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন আত্মাকে প্রবৃত্ত দেখা যায়, সেইরূপ মন কোন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে আত্মাকে নিবৃত্ত দেখা যায়। এইজন্য আত্মাকে মন প্রায় বলা হইয়াছে, কেননা আত্মাকে মনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।) তিনি প্রজ্ঞাশরীর (যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যাবা প্রজ্ঞা স প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ) তিনি চৈতন্যস্বরূপ (ভা দীপ্তিশ্চৈতন্যলক্ষণং) তিনি সত্য সঙ্কল্প তিনি আকাশাত্মা অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মরূপাদিবিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী। তিনি সর্ব্বকর্ম্মা অর্থাৎ বিশ্বজগৎ তাহারই কার্য্য (স হি সর্ব্বস্য কর্ত্তেতি শ্রুতেঃ) তিনি সর্ব্বকাম (ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মীতি গীতা,) তিনি সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস (তিনি সকল সুখকর রস ও গন্ধের আধার, অবিদ্যাদিদোষ না থাকাতে ঈশ্বরে অসুখকর রস বা গন্ধ থাকিতে পারে না, পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাশ্চ গীতা) তাহাদ্বারা এই বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অবাকী (বাক্য এস্থলে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিরহিত, অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ) তিনি অনাদর অর্থাৎ কোন বস্তুতে তাহার আদর বা অনুরাগ নাই।

এষ ম আত্মাঽন্ত হৃদয়ে নীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামকাদ্বা শ্যামকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাজ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ॥৩॥

হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যস্থ আমার এই আত্মা

হি, যব সর্ষপ, শ্যামাক, কিম্বা শ্যামকান্তবর্ত্তী তুল অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, র্গ এবং সমুদায় লোক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোক সমূহের সমষ্টি অপেক্ষাও বৃহৎ।

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস সর্ব্বমিদভ্যাত্তোঽবাক্যানদার এষ স আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভি সম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি চ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।

"তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, তাহাদ্বারা বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, তিনি অবাকী অনাদর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি আমার হৃদয়ে মধ্যে বাস করিতেছেন, দেহাবসানের পর আমি তাহাকে প্রাপ্ত হইব," যাহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং উহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, তিনি নিশ্চয়ই তাহার ক্রতু অর্থাৎ কর্ম্মফলহেতু ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন এই শাণ্ডিল্য ঋষির উপদেশ, এই শাণ্ডিল্য ঋষির উপদেশ (দ্বিরভ্যাস আদরার্থঃ।)

ইতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা সমাপ্ত।

নারদ-সনৎকুমার সম্বাদ। (১)

নারদ ঋষি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ না হইয়া বিষণ্ণচিত্তে ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ভগবান্! আমি সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি, আত্মবিৎ হইতে পারি নাই, আমি শব্দের অভিধানমাত্র অধিকার করিয়াছি, কিন্তু বস্তুর মূলে যাইতে পারি নাই, আপনি আত্মজ্ঞানরূপ উড়ুপেরদ্বারা আমাকে এই ভয়াবহ শোকময় সংসারের অপর পারে লইয়া চলুন। (২)

সনৎকুমার বলিলেন, তুমি বেদাদি যে সমুদায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার মূলতত্ত্ব অবগত হইতে পার নাই, কেবল শব্দের অভিধান অভ্যাস করিয়াছ, উহা নামমাত্র; বস্তুজ্ঞান না থাকিলে কেবল নামজ্ঞানদ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না "বাচারাম্ভণং বিকারো নামধেয়ং।" নাম কেবল বাক্যের অবলম্বনমাত্র, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারাই বস্তুর নির্দ্দেশ হয় এবং নাম ঐ বাক্যের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া থাকে মাত্র, সুতরাং নামজ্ঞানদ্বারা আত্ম বা ব্রহ্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যাহারা কেবল নামকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা কেবল নাম বিষয়েই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। (৩)

---

(১) হিন্দু-পত্রিকার যে সমুদায় পাঠক মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সম্বাদ কিম্বা আরুণি-শ্বেতকেতুসম্বাদ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাহারা নারদ-সনৎকুমার-সম্বাদে নূতন জিনিষ অধিক পাইবেন না। নানাবিধ উপদেশের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মানই উপনিষৎ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। নারদ-সনৎকুমার সম্বাদে প্রথম অংশের মূল দেওয়া হয় নাই, উহা অবিকল অনুবাদও করা হয় নাই, কারণ অবিকল অনুবাদে অনেক সময় মূলের প্রকৃত অর্থ স্ফুট হয় না।

(২) গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই যে জ্ঞানী হওয়া যায় না, নারদের বাক্যদ্বারাই তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

(৩) জগৎ ব্রহ্মময়। জ্ঞানের পরিপাক হইলে ইহাই উপলব্ধি হয়। নাম বস্তুর পরিচায়ক মাত্র, বস্তু না জানিলে নাম জানিলে কোন ফল হয় না। আমি ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করিলাম, যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান কিছুমাত্র নাই, তাহার কোন জ্ঞানই হইল না, কেবল ব্রহ্মশব্দ

তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন, বাক্য নাম হইতে শ্রেষ্ঠ, কেননা নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। ঋক্‌বেদ, শ্যামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ, শ্রাদ্ধ কল্পশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দৈবশাস্ত্র, নিধি অর্থাৎ কালনির্ণয়াদি শাস্ত্রাদি তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নিরুক্ত, বেদাদি সম্বন্ধীয় অর্থাৎ শিক্ষাকল্প ছন্দাদিশাস্ত্র, ভূতবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এবং নৃত্যগীতবাদ্য শিল্পাদিশাস্ত্র, সর্গ, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, অপ তেজ, দেবতা মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ,, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সত্য মিথ্যা, সাধুতা, অসাধুতা, কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই বাক্যদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বাক্য নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহারা বাক্যকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা বাক্য বিষয়েই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু বাক্যের দ্বারা ও ব্রহ্ম বা আত্ম প্রাপ্তি হয় না। (৪)

কর্ণে গেল মাত্র। ব্রহ্মশব্দের আর কতকগুলি প্রতিশব্দ বলিলেও কোন ফল হইল না, আত্মা ভূমা ইত্যাদি প্রতিশব্দেও কোন লাভ হইল না। যে ব্যক্তি স্বর্ণ না দেখিয়াছে কিম্বা স্বর্ণের কোন বর্ণনা শ্রবণ করে নাই, স্বর্ণ নাম ব্যবহারে তাহার কোন জ্ঞানের উদয় হইল না। বস্তু না জানিলে নাম জানায় কোন ফল নাই কিন্তু তাই বলিয়া নামের স্বার্থকতা যে নাই, তাহা নহে। লৌকিক ব্যবহারের জন্য নামের প্রয়োজন। আমি যদি তোমাকে স্বর্ণ আনিতে বলি, তাহাহইলে স্বর্ণশব্দ যে স্বর্ণ বস্তুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহা না জানিলে, কেবল স্বর্ণবস্তু জানিলে তুমি স্বর্ণ আনিতে পার না। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং (হিন্দুপত্রিকা, ১ম বর্ষ আরুণিশ্বেতকেতুসম্বাদ) নাম বাক্যের অবলম্বন মাত্র। ঐরূপ স্বর্ণনির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থের পৃথক পৃথক নাম না থাকিলে তত্তৎ বস্তু নির্দ্দেশ করা যায় না। অস্মদ্দেশে অনেকের মুখে শুনা যায় "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" অর্থাৎ হরির নামই কলিতে মুক্তির কারণ, অন্য কোন গতি নাই। কেহ যদি উহাদ্বারা বুঝেন, যে হরি কি বস্তু তাহার কোন জ্ঞান না থাকিলেও কেবল হরি হরি শব্দ প্রয়োগ করাতে মুক্তিলাভ হইবে, তাহাহইলে তিনি ঠিক বুঝিয়াছেন কি না, ইহা যেন পুনর্ব্বার আলোচনা করেন। গুরু শিষ্য, বা উপাস্য উপাসকের সম্বন্ধ কি? একজন উচ্চপ্রদেশে অবস্থিত, আর একজন নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া উহার প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়া ঐ উচ্চপ্রদেশে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, একজন আদর্শমূর্ত্তি, আর একজন ঐ আদর্শমূর্ত্তি দেখিয়া আপনাকে গঠিত করিতেছেন। উপাসক তাহার উপাস্য দেবতা ও নিজের মধ্যে যে ভেদ তাহা ক্রমে কমাইয়া উপাস্যের ন্যায় হইবার চেষ্টা করেন, আর উহা যতই পারেন, ততই উপাসনা সফল হয়। হরির উপাসনা কালে, হরি কি তাহা না জানিলে, কেবল হরি হরি করিলে আমি কিরূপে হরির নিকটবর্ত্তী হইব; কিরূপেই বা তাহাতে আমাতে যে ভেদ তাহা কমাইব, কিন্তু হরিজ্ঞান থাকিলে হরির নাম স্মরণ করিলে, হরির বিচিত্র চরিত্র আমার মানসপটে উদয় হওয়ায় ক্রমে হরিসদৃশ হইতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে। তবে যেরূপ শালগ্রাম শিলাদিতে বিষ্ণুর পূজা করা যাইতে পারে, সেইরূপ নাম উপলক্ষ করিয়া ব্রহ্ম উপাসনা করা যাইতে পারে কিন্তু বিষ্ণুজ্ঞান ব্যতীত শালগ্রাম শিলাদিতে যেরূপ বিষ্ণুপূজা অকার্য্যকর, সেইরূপ হরিজ্ঞান না থাকিলে নামে হরির উপাসনা নিষ্ফল। যে যাহা ভজে, সে তাহাই হয়; যে ধনাদিকে দেবতাজ্ঞান করে, সে ধন বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, বা ধনী হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি নাম উপাসনা করে, সে নাম বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে অনেক বাক্যের ঝোলা দেখা যায়, তাহাদের যত কিছু চেষ্টা অধ্যবসায় নামও বাক্য লইয়া, তাহারা বস্তুর মূলে যান না সুতরাং তাহারা কেবল বাক্যের ঝোলাই থাকিয়া যান। তাহাদের বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা কেবল নাম বা বাক্যেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, উহা ভিন্ন তাহাতে সারাংশ কিছুই নাই।

(৪) বাক্যের অবলম্বন নাম, ক্রমে স্থুল হইতে সূক্ষ্ম বস্তুর উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। নামের ন্যায় বাক্যের

নারদ বলিলেন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ। মুষ্টিমধ্যস্থিত দুইটী আমলকী ফল যেরূপ মুষ্টির অন্তবর্ত্তী হইয়া থাকে সেইরূপ নাম ও বাক্য উভয়েই মনের অন্তর্বর্ত্তী; মনে বাক্য বলিবার ইচ্ছা না হইলে বাক্য উচ্চারিত হয় না। অতএব মন বাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইরূপ তাবৎ-কার্য্যের মূলে মন, কোন বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা মনে উদয় না হইলে সে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যে ব্যক্তি মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, মন বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু মন অপেক্ষা আরও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ বলিলেন, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা সঙ্কল্পদ্বারা মনুষ্য প্রথম কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে এবং তদ্‌পরে কার্য্য করিবার মনন করে। সঙ্কল্পই মনকে কার্য্যে প্রণোদিত করে, অতএব সঙ্কল্প মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি সঙ্কল্পকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সঙ্কল্প বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু সঙ্কল্প অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন চিত্ত সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা চিত্ত, ভূত ও বর্ত্তমান দৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যতে কোন বিষয়ের উপযোগীতা অনোপযোগীতা নির্দ্ধারণ করে। পূর্ব্ব জ্ঞান থাকা হেতুই সর্ব্ব বিষয়ে সঙ্কল্প হয়। যে ব্যক্তি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি চিত্ত বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন ধ্যান চিত্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা ধ্যানদ্বারা শান্তি লাভ করিয়াই চিত্ত কার্য্যোপযোগী হয়, চঞ্চলতা থাকিলে চিত্ত কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, ধ্যান বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে; কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধ্যান অর্থাৎ একাগ্রতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, জ্ঞান ধ্যানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা জ্ঞানদ্বারাই বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থের স্বরূপ জানা যায়। কোন এক বিষয় পূর্ব্বে না জানিলে, তাহার ধ্যান করিয়া চিত্ত সমাহিত করা যায় না। যে ব্যক্তি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি ধ্যান বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ধ্যান অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন বল জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, মন আদির বহির্বিকাশের জন্য বলের আবশ্যক। বিশ্ব জড় ও চৈতন্যশক্তিদ্বারা ওতঃ প্রোতঃভাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বল ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না, বলহীন ব্যক্তির জ্ঞান, ধ্যান, মন কোথায়? যে ব্যক্তি বলের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি বল বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৫)

ও প্রয়োজন আছে, কিন্তু বস্তুজ্ঞান না থাকিলে বাক্য ও নামের ন্যায় অকার্য্যকর। ঐরূপ মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ...ান জ্ঞানের কথা নিম্নে বলা হইতেছে।

(৫) বলকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইতেছে। হঠাৎ দেখিলে আশঙ্কা হয় যে জ্ঞানাপেক্ষা বলের প্রশংসা কেন করা হইল। কিন্তু একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পারা যায় প্রাকৃতিক বলের নিকট জ্ঞানও পরাভব পায়, প্রাকৃতিক বলের সহিত জ্ঞানের সামঞ্জস্য করিতে পারিলে জ্ঞান কার্য্যকর হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক বলের বিরুদ্ধে জ্ঞান কিছুই করিতে পারে না। গোয়ালন্দে পদ্মার ভাঙ্গনে কত লক্ষ লক্ষ টাকাই ব্যয় করা হইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্গন ঠেকান গেল না। যতই

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন অন্ন বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্নই বলের কারণ। অন্নদ্বারা শরীর সবল না রাখিলে কেহ কোন কার্য্যই করিতে পারে না, তাহার বিদ্যা বুদ্ধি সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া যায়। যে ব্যক্তি অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, অন্ন বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে। কিন্তু অন্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৬)

বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়া এমারতাদি প্রস্তুতকর সামান্য ভূমিকম্পেই তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে। প্রকৃতির আশ্রয় ভিন্ন চৈতন্যের বহির্বিকাশ হয় না। জগৎ চৈতন্য ও প্রকৃতি বিমিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিশ্বে দৃষ্ট হয় না। অগ্নির প্রকাশের জন্য যেরূপ কোন না কোন আধার চাই, চৈতন্যের প্রকাশের জন্য সেইরূপ কোন না আধার চাই। পুরুষ প্রকৃতি বা মায়া আশ্রয় করাতেই বিশ্বের উৎপত্তি। দেহাবসান হইলে মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আদির বিকাশ আর দেখা যায় না, তবে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করিলে উহার বিকাশ হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞানাদি বিকাশের জন্য প্রকৃতি জাত বলের প্রয়োজন। ইন্ধনাদি সংযোগ না করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিতে পারে না। কাষ্ঠাদিতে যে অগ্নি নিহিত আছে, তাহা কাষ্ঠাদির ঘর্ষণে বহির্গত হয় এবং কাষ্ঠাদির যোগেই উহা যেরূপ প্রকাশিত থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতিজাত বলেই জ্ঞান প্রকাশিত থাকে। বুদ্ধদেবের জীবন চরিতে পাওয়া যায় তিনি তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াউপবাসাদিতে শরীর অত্যন্ত শীর্ণ করিয়া কোন ফল পাইলেন না, বরং ক্রমে মানসিক বৃত্তিগুলি নষ্ট হইবার উপক্রম হইল, এই সময়ে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া সবল হইলেন এবং উপবাসাদিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের কোন সম্ভাবনা নাই স্থির করিলেন। উপবাসাদি যাহা শাস্ত্রে নিহিত আছে, তাহা শরীরের অনিষ্ট সংঘটন করিবার জন্য নয়, অজীর্ণাদি দোষ নষ্ট করিয়া শরীরকে অধিকতর পটু করিবার জন্যই উহার বিধান হইয়াছে। তাই বলিয়া কেবল শারীরিক বলই যে মানবের জীবনের উদ্দেশ্য হইবে তাহা নহে, শরীরিক বল যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু রাখিতে হইবে এবং উহা যে উপেক্ষার বস্তু নহে তাহাই দেখাইবার জন্য বলকে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে কারণ বলরূপ আধার না পাইলে জ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে না। এই বলকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াই ভারতবাসীরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। বলও নাই, জ্ঞানও নাই, কেবল আছে বাক্য, আমরা সকলেই বাক্যবিশ, আভিধানিক, মন্ত্রবিৎ, কিন্তু কেহই আত্মবিৎ বা তত্ত্ববিৎ নহি। পাঠক দেখিবেন যে গীতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন যুক্তাহারাদি নিরত ব্যক্তির যোগ দুঃখহা হয়। সনৎকুমার বলের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য বলিতেছেন;—"শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে," একজন বলবান শত জ্ঞানবানকে ভয়ে কম্পিত করিয়া থাকে।" এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড বলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, চন্দ্র, সূর্য্যাদি, গ্রহনক্ষত্র, নদী, সাগর, বন, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট সকলেই বলের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ বল না থাকিলে ইহারা কে কোথায় থাকিত? অতএব বল উপেক্ষার জিনিষ নহে। "বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনান্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতা বলেন দেব মনুষ্যা বলেন পশবশ্চবয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি।"

(৬) অন্নই বলের কারণ। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র অন্নকে ব্রহ্ম বলায় তাহার স্বীয় সম্প্রদায় ও খৃষ্টিয়ানাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপহাসাস্পদ হন। যাহা প্রত্যহ উদরস্থ হয়, সে আবার ব্রহ্ম! ব্রহ্মকারণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মায়া আশ্রয় করিয়া কার্য্যাবস্থায় পরিণত হইলে তিনিই সব, তিনিই জীব, তিনিই অন্ন হয়েন। এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, অন্ন ব্রহ্ম বলিলে হাস্যউদ্দীপনা হইতে পারে না। পুরুষসূক্তে আছে,—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি" অর্থাৎ যে পুরুষ অন্নের দ্বারা বিশ্বের শরীর পুষ্ট করিয়া কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থায় পরিণত হয়েন, তিনি এই বিশ্বজগতে যাহা কিছু হইয়াছে ও হইবে তৎ সমস্তই, তিনি মোক্ষের অধিপতি। তাপ একটি বল বা Force কিন্তু তাপ বর্দ্ধিত করিবার জন্য উপাদান অর্থাৎ কাষ্ঠাদি না দিলে, তাপ থাকে না। বলকে Force এবং অন্নকে matter বলা যাইতে পারে। জীব শরীর যেরূপ তণ্ডুলাদি অন্নদ্বারা পুষ্ট, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই কোন না কোন অন্নদ্বারা পুষ্ট, যে যাহার শরীর পুষ্টি করে, সে তাহার পক্ষে অন্ন। তাড়িত বাষ্প-প্রভৃতি যে সমুদায় বল দেখিয়া থাকেন, তাহারা সকলেই কোন না কোন অন্ন অর্থাৎ মহাদ্রাবক, তাম্র, অঙ্গার জল প্রভৃতি দ্বারা পুষ্ট। অতএব অন্নও প্রয়োজনীয়। কিন্তু অন্ন ব্রহ্ম বটে, অথচ অন্ন ব্রহ্ম নাও বটে; মানবের যদি কেবল অন্নের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে অন্ন বিষয়ে অপরিসীম অধিকার জন্মে। ব্রহ্মের ব্যষ্টিজ্ঞানে তত্তৎ বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায়, সমষ্টিজ্ঞানে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হওয়া যায়। কারণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যাবস্থা গ্রহণ করিলে, একই ব্রহ্ম বহু হয়েন, উহার যেটিতে তুমি মনসংযোগ কর, সেইটিতে অধিকারী হইতে পার, তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ে নহে, এইজন্য ভূমা যাহার বিষয় পরে বলা হইতেছে, তাহার তত্ত্ব অবগত হওয়া চাই। মৃত্তিকার বিষয় অবগত থাকিলে, মৃত্তিকানির্ম্মিত তাবৎ পদার্থত্র তোমার জ্ঞাত হয় "একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন জল অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা জল ভিন্ন অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। জলই অন্নের কারণ। যে ব্যক্তি ব্যক্তি জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, জল বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে। কিন্তু জল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৭)

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন তেজ জল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তেজই জলের কারণ। যে ব্যক্তি তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি তেজ বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তেজ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন আকাশ তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণ। যে ব্যক্তি আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি আকাশ বিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন স্মর অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! স্মরণ অন্তঃকরণের বৃত্তি, উহাই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের অস্তিত্বের কারণ। তোমার স্মৃতিশক্তি আছে বলিয়াই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ বিদ্যমান আছে। তোমার স্মৃতিশক্তি না থাকিলে, উহার অস্তিত্ব নাই। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অন্তর্জগতের উপর অপেক্ষা করে, অতএব স্মৃতিশক্তি আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি স্মরকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, স্মর বিষয়ে তাহার অসীম অধিকার জন্মে, কিন্তু স্মর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবস্তু আছে। (৮)

---

(৭) অন্নের পর জলের কথা বলা হইতেছে। বিশ্বে যাহা দেখা যায় তাহা পঞ্চভাগে বিভাগ করা যায়, পৃথিবী, (solid), জল (liquid) তেজ, (Igneous) বায়ু (gaseous), আকাশ (etherial)। সনাতন তাবৎ শাস্ত্রে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির উল্লেখ আছে। আধুনিক বিজ্ঞানেও প্রায় সাব্যস্ত হইয়াছে, যে পরিদৃশ্যমান জগৎ আকাশ বা ether হইতে উৎপন্ন। আলোক, তাপ, তড়িত, এসমুদায়ই তেজআখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, দ্রব পদার্থমাত্রই জল আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে, কঠিন পদার্থমাত্রই পৃথিবী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা কেবল ত্বকের দ্বারা অনুভব হয়, এরূপ বায়বীয় পদার্থমাত্রই বায়ু আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। জল, বায়ু প্রভৃতি তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের উপলক্ষণমাত্র। জল বলিতে কেবল জল বুঝায় না, তাবৎ দ্রবপদার্থ বুঝায়; বায়ু বলিতে কেবল বায়ু বুঝায় না, তাবৎ বায়বীয় পদার্থ বুঝায়, অগ্নি বলিতে তাবৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বুঝায়। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত হইতেছে তাপ heat, আলোক, light ইহারা আকাশ বা ether হইতে উৎপন্ন।

It is assumed that there is an imponderable elastic ether which pervades all bodies, the densest, or the most transparent solids or liquids, the most attenuated gases, as well as the stellar spaces and which is capable of transmitting a vibratory motion with great velocity. A vibratory motion of this ether produces heat just as sound is produced by a vibratory motion of the atmospheric air, and the transference of heat from one body to another is effected by the intervention of this ether. This hypothesis is now admitted by the most distinguished physicists; it affords a better explanation of the phenomena of heat than any other theory, and it reveals an intimate connection between heat and light.

ঐ প্রকারে light বা আলোকসম্বন্ধে বলা হইতেছে :—
"The luminosity of a body is due to an infinitely rapid vibratory motion of its molecules, which when communicated to the ether is propagated in all directions in the form of spherical waves (Gant.)

অর্থাৎ তাপ আকাশের কম্পনজনিত, আলোক ও আলোকময় পদার্থের অণুর কম্পন আকাশে সংস্পৃষ্ট হওয়ায় চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। যাহার এবিষয়ে বিশেষ রূপে জানিতে চাহেন তাহারা কোন এক খানি Physics পাঠ করিবেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও ক্রমে আকাশকে সকলের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে যাইতেছেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এস্থলে এই ক্রমের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়, কারণ তেজের পর বায়ুর উল্লেখ নাই, কিন্তু পাঠকের মনে রাখা উচিত যে এসমুদায়ই আনুষঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে; সৃষ্টিপ্রকরণ প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় নহে। সকল পদার্থই যে ব্রহ্ম সমুৎপন্ন এবং সকলই যে ব্রহ্ম তাহাই এস্থলে বক্তব্য।

(৮) পাঠক এই স্থানে "Descartes" এর cogito ergo sum, স্মরণ করুন, ডেকারটিস স্বীয় অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া "আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। স্মৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি, ভগবানের স্মৃতিপটে নাম রূপভাবে বিশ্ব অব্যক্তভাবে অবস্থিত ছিল, উহার অভাবে বিশ্বের অভাব হইত। জগতের অস্তিত্ব মনের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন স্মর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন আশা স্মর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তঃকরণে আশা না থাকিলে স্মৃতিশক্তি থাকিতে পারে না। আশা-দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক সমুদায় কার্য্য চলিতেছে। অপ্রাপ্ত বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে আশা বলে, উহা না থাকিলে স্মৃতিশক্তির প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি আশাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে ব্যক্তি আশাবিষয়ে অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আশা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। (৯)

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু কি? সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা প্রাণই বিশ্বের মূল, উহা-দ্বারাই বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই গুরু, প্রাণ না থাকিলে জীবের দেহমাত্র থাকে, ঐ দেহ পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী কিম্বা আমি নহে, সুতরাং প্রাণই জীবের জীবত্বের কারণ। এই প্রাণই আত্মা, যে এই প্রাণকে জানিতে পারিয়াছে, তিনি অতিবাদী হয়েন অর্থাৎ নাম আদি তাবৎবস্তু পরিত্যাগ করিয়া—আত্মাকেই বিশ্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

তখন সনৎকুমার বলিলেন :—এষতু অতি-অতিবদতি যঃ সত্যেনাতি বদতি সোঽহং।

যে ব্যক্তি সত্য জ্ঞানের সহিত বলিতে পারেন "সোঽহং" আমিই সেই ব্রহ্ম, তিনিই যথার্থ অতি-বাদী (জ্ঞানের পরিপাক হয় নাই, অথচ মুখে "সোঽহং" বলিলে তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না)

তখন নারদ বলিলেন—সত্যেনাতিবদানীতি, আমি সত্যজ্ঞানের সহিত অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করি।

সনৎকুমার বলিলেন—সত্যস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি—সত্যেরই অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

নারদ বলিলেন—সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি আমি আমি সত্যেরই অনুসন্ধান করি।

সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।

যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনিই সত্য বলেন অর্থাৎ নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন, যিনি অজ্ঞান তিনি নিত্য বস্তু উপেক্ষা করেন, অতএব জ্ঞান তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি জ্ঞান চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ মনুতেঽথ নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি। অর্থাৎ যখন কোন বিষয় জানিবার মতি হয়, তখনই জানে, জানিবার মতি না হইলে কেহ জানে না, অতএব মতি তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি মতি চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

"যদা বৈ শ্রদ্ধধাত্যথ মনুতে না শ্রদ্ধধন্ মনুতে শ্রদ্ধধদেব মনুতে শ্রদ্ধাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি॥

শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধি থাকিলে মতি জন্মে, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কোন বিষয় জানিতে মতি হয় না, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই মতিসম্পন্ন হয়, শ্রদ্ধা তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন, আমি শ্রদ্ধা চাই। সনৎকুমার বলিলেন :—

যদাবৈনিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্ধধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্ধধাতি নিষ্ঠাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।

অর্থাৎ নিষ্ঠাবান, গুরুভক্তিসম্পন্ন ভক্তিই শ্রদ্ধাবান হইয়া থাকে, নিষ্ঠাশূন্য ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হয় না। নিষ্ঠা তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি নিষ্ঠা চাই। সনৎকুমার বলিলেন :—

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারে, সেই নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। অসংযত ব্যক্তি নিষ্ঠাবান

---

(৯) আশা অর্থাৎ তৃষ্ণা, কাম। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজৎ। হিন্দু-পত্রিকা ৬৫ পৃষ্ঠা আরুণি শ্বেতকেতুর সংবাদ। আমি একা ছিলাম বহু হই, এইরূপ সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া আকাশ তেজাদি সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং প্রজাপতির প্রজাকাম হওয়াই সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

হয় না, সংযত ব্যক্তিই নিষ্ঠাবান হয়, অতএব কৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি কৃতি চাই :—

সনৎকুমার বলিলেন :—যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি, নাসুখং লব্ধা করোতি সুখমেব লব্ধা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি ॥

সনৎকুমার বলিলেন :—সুখের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম প্রয়োজনীয়, সুখপ্রাপ্ত হইলেই ইন্দ্রিয়-সংযম করে, সুখ প্রাপ্ত না হইলে ইন্দ্রিয়সংযম করে না, অতএব সুখ তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি সুখ চাই, সনৎকুমার বলিলেন :—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পেসুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি

যিনি ভূমা অর্থাৎ নিরতিশয় মহৎ, তিনিই সুখ অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, অতএব ভূমা তোমার জিজ্ঞাস্য।

নারদ বলিলেন আমি ভূমা চাই। পরে সনৎকুমার ভূমা ও অল্পের লক্ষণ কি তাহা বলিলেন :—

অথ যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ অর্থাৎ ॥ (১০)

যাহাতে অন্য কিছুদৃষ্ট হয় না, যাহাতে অন্য কিছু শ্রুত হয় না, অন্য কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অন্য পদার্থ দৃষ্ট, শ্রুত বা বিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে অল্প বলে। ভূমা অমৃত, অল্প মরণশীল।

তৎপরে নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সনৎকুমার বলিলেন, তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন, আর তাহার অন্য কোন প্রতিষ্ঠা নাই, এ কথাও বলা যায়।

সনৎকুমার আরও বলেন :—

গো অশ্বানিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তি হিরণ্যং দাসভার্য্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমীতি ব্রবীমীতি হ হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ (১১)

অর্থাৎ গো, অশ্ব, হস্তি, হিরণ্য, দাস, ভার্য্যা বিস্তীর্ণক্ষেত্র এ সমুদায়ই তাহার মহিমা, কিন্তু ইহারা তাহার প্রতিষ্ঠা নহে, আমি ইহাদের কথা বলি নাই, আমি যাহা বলি তাহা এই— অন্য অন্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে না অর্থাৎ যেখানে ভেদ ভাব আছে, সেইস্থলে এক অন্যের আধার হইতে পারে কিন্তু যেখানে ভেদভাব নাই, সেখানে কে কাহার আধার হইবে?

সনৎকুমার আরও বলিলেন :—

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বমেত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণ তোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্ব্বমিতি। অথাত আত্মাদেশ এব আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান

(১০) তৃষ্ণাই দুঃখ বীজ। মানব জগতে কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হয় না। পৃথিবীর তাবৎ ধন পাইলেও ধনকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ধন লিপ্সা যায় না। এইরূপ সর্ব্ব প্রকার কামনাই কামোপভোগের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। কারণ জগতে যাহা কিছু লভ্য, তাবৎই সীমাবদ্ধ, যখন সীমা পর্য্যন্ত যাওয়া গেল, তখন সব ফুরাইয়া যাওয়ায় আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিহেতু দুঃখের উদয় হয়, কিন্তু ভূমা প্রাপ্ত হইলে অসীম সুখপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১১) ব্রহ্মে স্বগত, স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। দ্বৈতজ্ঞান থাকিলেই তখন এক অন্যকে দেখে শুনে ইত্যাদি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ও আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ দেখুন। তোমার মুখ, হস্তাদিতে যে যে ভেদ, তাহাই স্বগত ভেদ, তোমাতে ও অপর মানবে যে ভেদ, তাহা স্বজাতীয় ভেদ, তোমাতে ও পশুপক্ষী আদিতে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে, অর্থাৎ বিশ্বে ব্রহ্মভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই। পরবর্ত্তী শ্লোকাদি যেখানে "স এব াধস্তাৎ" ইত্যাদি বলা হইয়াছে উহাদ্বারাও ইহাই সূচিত হইয়াছে।

যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি ইত্যাদি যত্র বা অস্য সর্ব্ব মাত্মৈবাভূত তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেত ইত্যাদি।

স্বে মহিম্নি-"এতাবানস্য মহিমা জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" পুরুষ-সূক্ত। এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই তাহার মহিমা ব্যঞ্জক।

এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মা নন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। (১২)

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বান স্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা-ত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মত স্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাব তিরোভাবাত্মতোহন্ন মাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মত-শ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগা-ত্মতো নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কল্যাণ্যাত্মত এবেদং সর্ব্বমিতি।

তদেষ শ্লোকো ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নীত দুঃখতাং সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্ব মাপ্নোতি সর্ব্বশ ইতি স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশচৈকঞ্চ সহস্রাণি চ বিংশতি-রাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈমৃদিত কষায়ায়তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎ-কুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যা-চক্ষতে॥ ইতি

অর্থাৎ সেই ভূমার অন্য প্রতিষ্ঠা আর কিরূপ সম্ভবে? কারণ তিনিই নিম্নে, তিনিই উপরে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এই বিশ্বস্থ সর্ব্ব, তাহার আবার আধার কি? ঐ ভূমা স্থানে অহং আদেশ হইলে অর্থাৎ ভূমা স্থানে অহং বসাইলে, আমিই নিম্নে, আমিই উপরে, আমিই পশ্চাৎ, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই বিশ্বস্থ সর্ব্ব। অহং স্থানে আত্মা বসাইলে, আত্মাই উপরে, আত্মাই নিম্নে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই পশ্চাৎ, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই বিশ্বস্থ সর্ব্ব।

যে ব্যক্তির এইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মা দৃষ্টি এবং সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান হইয়াছে, সে ব্যক্তি আত্মার সহিতই রতি সম্ভোগ করেন, আত্মার সহিতই ক্রীড়া করেন আত্মার সহিত মিথুন অর্থাৎ দ্বন্দ্ব জানিত সুখভোগ করেন, তিনি আত্মাতেই আনন্দ ভোগ করেন, তিনি বাহ্য বস্তুর কোন অভাব বোধ করেন না। তিনি জীবিত কালেও স্বরাড় অর্থাৎ স্বীয় রাজ্যে অভি-ষিক্তের ন্যায় এবং মৃত্যুর পরও স্বরাড় হইয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বলোকেই অসীম অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

যে ব্যক্তির এইরূপ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিকট (পূর্ব্ব-কথিত) প্রাণ, আশা, স্মর, আকাশ, তেজ, অপ, জন্ম, মৃত্যু, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সঙ্কল্প, মন, বাক্, নাম, মাত্র, কর্ম্ম সমুদায়ই আত্মসমুদ্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়।

এইজন্যই আত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বলা হইয়া থাকে :—

এইরূপ জ্ঞানী মৃত্যু, রোগ এবং দুঃখ কি তাহা জানেন না, তিনি সকলই দেখেন এবং সকলপ্রকারে সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক হইয়াও সৃষ্টির সময় ত্রিবিধ, পঞ্চবিধ, সপ্তবিধ, নববিধ, একাদশবিধ, শত-বিধ হয়েন, তিনি দশ ও এক, তিনি সহস্র, তিনি বিংশতি হইয়া থাকেন। আহার শুদ্ধি-হেতু তিনি সত্ত্বশুদ্ধি লাভ করেন, সত্ত্বশুদ্ধিহেতু আত্মাতে ধ্রুবাস্মৃতি প্রাপ্ত হয়েন এবং উহা হইতে সংসারের তাবৎ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। যাহার ইন্দ্রিয়সংযম হইয়াছে তাহাকে অর্থাৎ ভগবান সনৎকুমার এইরূপ পরমার্থতত্ত্ব-রূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপ অংশ তাহার নামেই অভিহিত হয়।

(১২) দ্বৈতভাব থাকিলেই আধার, অধেয় বিভিন্ন হয়, উহা না থাকিলে আর হয় না।

[১৮৪৭ সালের ২১ আইনানুসারে রেজষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৯ম—১২শ সংখ্যা। | ১৩০২ সাল, ১৮১৭ শকাব্দা। | পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

শ্রেয় ও প্রেয়।

কঠোপনিষৎ।

২য় প্রবন্ধ।

যম তৎপরে জীবাত্মাও পরমাত্মা সম্বন্ধে ...াচিকেতাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি ...লিলেন ঃ—

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাম্প্রবিষ্টৌ ...মে পরার্দ্ধে, ছায়া তপৌ ব্রহ্মাবিদো বদন্তি, ...ঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

জীবাত্মাও পরমাত্মা উভয়েই এই দেহে ...র্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ হৃদয়াকাশে থাকিয়া ...াপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। ব্রহ্মবিৎ ...বং ত্রিণাচিকেতা গৃহস্থগণ তাহাদিগকে অর্থাৎ ...ীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও আতপের ন্যায় ...লেন।

টীকা—ঋত-কর্ম্মফল। সুকৃতস্য স্বয়ং কৃতস্য ...র্ম্মণঃ, লোকে দেহে, গুহা হৃদয়াকাশ। ত্রিণাচি-...কেতাঃ—যাহারা তিনবার অগ্নিচয়ন করেন। ...ঞ্চাগ্নয়ঃ—গৃহস্থ সকল।

পরমাত্মা কোন কার্য্য করেন না বা কার্য্যের ...ল গ্রহণ করেন না, কিন্তু দেহমধ্যে জীবাত্মার ...হিত সম্বন্ধ থাকাতে তিনি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া বিবেচনা হয়। প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা নির্লিপ্ত।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোহভি-চাকশীতি ॥ ঋগ্বেদ।

দুইটি পক্ষী সখ্যভাবে একত্র হইয়া এক বৃক্ষ (দহ) আশ্রয় করিয়া আছেন, উহাদের মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর এক-জন কেবল দর্শন করেন।

যঃ সেতুরীজা নানামক্ষরম্ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥২॥

যজ্ঞসাধনকারীদিগের সেতু স্বরূপ অগ্নিকে এবং মোক্ষাভিলাষীদিগের ভয়নিবারক পর-ব্রহ্মকে, এতদুভয়কে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি।

টীকা—ইজানানাং—যজ্ঞসাধনকারীদিগের। তিতীর্ষতাম্—মুমুক্ষুদিগের। নাচিকেতং—অগ্নিকে। শকেমহি—অর্থাৎ জানিতে পারি।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

আত্মাকে রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জান।

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥৪॥

বিবেকীরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য বিষয়দিগকে গোচর অর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত যে আত্মা তাহাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৫॥

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকীর ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুন সারথির দুষ্ট অশ্বদিগের ন্যায় আয়ত্তাধীন হয় না।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ ৬॥

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ সুনিপুন সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অসচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদপ্রাপ্ত হয়েন না এবং সংসার গতিপ্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জনম মরণের অধীন হইয়া থাকেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তদপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥৮॥

যিনি বিবেকী, সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্॥৯

বিবেকবুদ্ধি যাহার সারথি, যাহার মন প্রগ্রহবান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতি (অধ্বনঃ) পারে গমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের (বিষ্ণু) পরমপদ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তুরীয় বা বাসুদেব সুষুপ্ত বা সঙ্কর্ষণ স্বপ্ন বা প্রদ্যুম্ন ও জাগ্রত বা অনিরুদ্ধ, ব্রহ্মের এই চারি অবস্থার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ বাসুদেবাখ্য তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগের বিষয় অর্থাৎ রূপ-রস-গন্ধাদি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ঐ বিষয়াদি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

মহৎ হইতে বীজস্বরূপ অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই; পুরুষই শেষ, তিনিই পরাগতি।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২॥

এই পুরুষ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন, প্রকাশ পায়েন না, সূক্ষ্মদর্শীরা একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

টীকা—অগ্র্য, আর অগ্র একই শব্দ।

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ১৩॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে উপসংহার অর্থাৎ লয় করিবে, মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে লয় করিবে, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে অর্থাৎ জীবভূত আত্মা বা জীবাত্মায় লয় করিবে, জীবাত্মা শান্ত অর্থাৎ বিকারশূন্য পরমাত্মায় লয় করিবে।

টীকা—মনসী—ছান্দসং দৈর্ঘ্যম্। নিযচ্ছেৎ উপসংহরেৎ।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ক্ষুরস্য
ারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো
দন্তি ॥ ১৪ ॥

হে মানবগণ! উত্থান কর, জাগ্রত হও,
শ্রেষ্ঠাচার্য্যগণের (বরান্) সন্নিধানে গমন করিয়া
রমাত্মার বিষয় জ্ঞাত হও, কারণ ক্ষুরের
ানিতধার (নিশিতা) পদের যেরূপ দুর্গমনীয়,
ত্বজ্ঞানের পথকে পণ্ডিতগণ তদ্রূপ দুর্গম
লিয়া থাকেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথাঽরসন্নিত্যগন্ধ-
চ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তম্মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্য
ন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

তিনি শব্দ, স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি ইন্দ্রিয়
াহ্ কিছুই নহেন, তিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি,
তনি মহৎ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, সাধক
াহাকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ
াইয়া থাকেন।

াচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
ক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
যতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদা-
ন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১৭ ॥

মেধাবী যম ও নাচিকেতা উপাখ্যান পাঠ
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়েন,
র্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি সংযত হইয়া ব্রাহ্মণ সমাজে কিম্বা
াদ্ধকালে এই গুহ্য উপাখ্যান পাঠ করেন,
তনি অনন্তফলের অধিকারী হয়েন, তিনি
নন্তফলের অধিকারী হয়েন।

এই বল্লি অর্থাৎ তৃতীয় বল্লিতে ১ম জীবাত্মাও
রমাত্মা কি তাহা নাচিকেতাকে বুঝাইলেন।
াবাত্মা, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আদি সম্পন্ন এবং
াক্তা। ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি, মহৎ,
্যক্ত, পুরুষ ইত্যাদি ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম
দেখাইয়া পরমাত্মার বিষয় নাচিকেতাকে বুঝাই-
লেন। এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বপদার্থে
প্রচ্ছন্নভাবে আছেন, প্রকাশিত হয়েন না,
তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্ত সমাহিত
করা আবশ্যক। তাহাকে জানিতে পারিলেই
অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে পরমাত্মা
সর্ব্বভূতে কেন প্রকাশিত হয়েন না, তাহার
কারণ বলিতে গিয়া বলিতেছেন।

৪র্থ বল্লী।

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ
পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান
মৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয় সকলকে
বহির্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতু
মানব ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ করে,
কিন্তু অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন্
কোন ধীর অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করিয়া
বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দিগকে বিনিবৃত্ত
করিয়া প্রত্যক্ষীভূত আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।

টীকা—পরাঞ্চি—বহির্মুখী। খানি—
ইন্দ্রিয়াদির দ্বার। ব্যতৃণৎ—বিধান করিয়াছেন।
ঐক্ষ্যৎ—অপশ্যৎ—দেখিয়া থাকেন, ছন্দসি-
কালানিয়মাৎ।

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি
বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে ॥ ২ ॥

বালকসদৃশ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়াদির
বশীভূত হইয়া কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে,
এই জন্য মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু
ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্ব অবগত হইয়া অধ্রুব
বস্তুর কামনা করেন না।

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতে নৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে ॥ ৩ ॥
এতদ্বৈতৎ।

যে আত্মার দ্বারা রূপ, রস বা গন্ধ শব্দ মৈথুন

রূপ স্পর্শ জানা যায়, সেই আত্মার আর জানিবার আর অবশিষ্ট কি আছে। তুমি যে আত্মার বিষয় জানিতে চাও, ইনি সেই আত্মা।

টীকা—চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতুই ইন্দ্রিয়েরা বাহ্যবিষয় ভোগ করিয়া থাকে॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানু পশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥৪॥

যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নান্ত ও জাগরিতান্ত উভয়কে মানব দৃষ্টি করে অর্থাৎ যে আত্মার দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রত অবস্থায় মানব বিষয় সম্ভোগ করে, সেই মহান্ বিভু অর্থাৎ বিবিধ রূপধারী আত্মাকে জানিয়া ধীরব্যক্তি শোক করেন না।

টীকা—ব্রহ্মের চারিটী অবস্থা—তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত। শেষ দুই অবস্থাতেই বিষয় সম্ভোগ হয়। সুতরাং তিনি স্বপ্নের মধ্যেও বটে, জাগরিতের মধ্যেও বটে, কামার্থী যদি বিষয় বাসনা করিয়া পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, তাহাহইলে তাহার বুঝা উচিত যে তিনি যে বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহা সেই চৈতন্যের স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার অনুগ্রহে। যাহার আংশিক ভাবগ্রহণে বিষয় উপভোগ করিতেছ, তাহার সম্পূর্ণ ভাবগ্রহণে, তোমার ভয় কি?

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥৫॥
এতদ্বৈতৎ।

যিনি এই কর্ম্মফলভোগী জীবরূপী আত্মাকে ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা ও নিকটস্থ বলিয়া জানেন তিনি ইহাকে গোপন করেন না। তুমি যে আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ ইনি সেই আত্মা।

টীকা—যে পর্য্যন্ত আস্তিক্য বুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহাকে গোপন করা হয়, কিন্তু আস্তিক্য বুদ্ধি হইলে, তাহাকে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে বিজুগুপ্সতে মংগোপায়িতুমিচ্ছতি।

যঃ পূর্ব্বন্তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যতে॥৬
এতদ্বৈতৎ।

যিনি তপ অর্থাৎ জ্ঞানাদি লক্ষণ ব্রহ্ম হইতে এবং জলাদি পঞ্চভূতের পূর্ব্বে উৎপ হইয়াছেন এবং যিনি পঞ্চভূতের সহিত হৃদয় কাশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন তিনি সেই হিরণ্যগর্ভের কারণরূপ ব্রহ্মকে দেখেন। ইনি তোমার প্রশ্নবিষয়ক সেই আত্মা

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত॥৭
এতদ্বৈতৎ।

যে সর্ব্বদেবতাত্মিকা অদিতি প্রাণ অর্থা হিরণ্যগর্ভরূপে সম্ভূত হইয়াছেন, যিনি পঞ্চভূ সহ উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি হৃদয়াকাশে প্রবি হইয়াছেন, তাহাকে যিনি দেখেন, তিনি কারণ রূপী ব্রহ্মকেই দেখেন। ইনিই সেই আত্মা।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিবে ঈড্যো জাগৃবদ্ভি র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥৮॥ এতদ্বৈতৎ॥

গর্ভিণীদ্বারা রক্ষিত গর্ভের ন্যায় সুরক্ষিত প্রতিদিন অপ্রমত্ত, যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্পন্ন মনুষ্য দ্বারা প্রতিদিন স্তবনীয় অরণিনিহিত অগ্নি তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা সুতরাং অগ্নিকেও ব্রহ্ম বলা যায়। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ব্রহ্মের কারণা বস্থা ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের কার্য্যাবস্থা।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥৯
এতদ্বৈতৎ।

যাহা হইতে সূর্য্য উদিত হন্ ও অস্ত যান

যাহাতে দেবতা সমুদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই ব্রহ্ম।

যদেবেহ তদমূত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ১০॥

যিনি এই শরীরে, তিনি তাবৎ বিশ্বে, যিনি তাবৎ বিশ্বে তিনি এই শরীরে অর্থাৎ তিনি কার্য্য কারণরূপে বিভিন্ন হইয়াও এক, যিনি এই ব্রহ্মকে এক না দেখিয়া বহু দেখেন তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন্।

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুঙ্গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥১১॥

ইহাকে মনের দ্বারাই পাওয়া যায়, ইহাতে বহু নাই, যিনি ইহাকে বহু দেখেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হন্।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥১২॥
এতদ্বৈতৎ।

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পুরুষ হৃদয়াকাশে অবস্থিতি করেন, ইনি ভূত, ভবিষ্যতের অধিপতি, ইহাকে জানিলে ইহাকে আর গোপন করিতে ইচ্ছা হয় না। অর্থাৎ আত্মার বিষয় ঘোষণা করিতে ইচ্ছা হয়। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশান ভূতভব্যস্য সএবাদ্য স উশ্বঃ॥ ১৩॥
এতদ্বৈতৎ।

সেই সূক্ষ্ম আত্মা ধূম শূন্য অর্থাৎ নির্ম্মল জ্যোতিসদৃশ প্রকাশমান, তিনি ভূত, ভবিষ্যতের অধিপতি, তিনি অদ্যও আছেন, আগামী কল্যও থাকিবেন অর্থাৎ নিত্য। ইনি তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

যথোদকন্দুর্গবৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানু বিধাবতি॥১৪॥

জল যেরূপ উচ্চ দুর্গম প্রদেশে বৃষ্টিরূপে পতিত হইলে পর্ব্বত দিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাদিকে অর্থাৎ সত্বাদি গুণসমূহকে পৃথক্ দৃষ্টি করেন, অর্থাৎ প্রতি শরীরে পৃথক দেখেন, তিনি গুণসমূহেরই অনুবর্ত্তী হয়েন, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবম্মুনের্ব্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥১৫॥

নির্ম্মল জলে যেরূপ নির্ম্মল জল বৃষ্ট হইলে নির্ম্মলই থাকে, সেইরূপ যে মুনি একত্ব অবগত আছেন, তাহার আত্মা আত্মভূতই থাকে।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ ১॥
এতদ্বৈতৎ।

একাদশ দ্বারযুক্ত পুরের অধিপতি জন্মরহিত এবং নিত্য প্রকাশক আত্মাকে ধ্যান করিয়া সাধক বিমুক্ত হইয়া শোকবিরহিত হন্ এবং সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক আত্মা।

টীকা—চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, নাভি, উপস্থ গুহ্য এবং ব্রহ্মরন্ধ্র এই একাদশদ্বারা।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ॥ ২॥

তিনিই আকাশবাসী সূর্য্য, তিনি অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, তিনিই পৃথিবীস্থ অগ্নি, তিনিই কলসবাসী সোমরস, তিনিই মনুষ্য, দেবতা ও যজ্ঞে ও আকাশে বাস করেন, তিনিই জলজ, তিনিই পৃথিবীজ, তিনিই যজ্ঞজ, তিনিই পর্ব্বতজ, তিনিই সত্য, তিনি বৃহৎ।

টীকা। হংসঃ—সূর্য্য, শুচিসৎ—আকাশবাসী, বসুঃ—বায়ু, হোতা—অগ্নি, বেদিষৎ—পৃথিবীবাসী, অতিথি—সোমরস, দুরোণসৎ—কলসবাসী, নৃসৎ—মনুষ্যবাসী, বরসৎ—দেব-

বাসী, ঋতসৎ—সত্য বা যজ্ঞবাসী, ব্যোমসৎ—আকাশবাসী, অব্জ—জলজাত শঙ্খশুক্তি-মকরাদি, গোজ—পৃথিবীজাত ব্রীহিযবাদি, অদ্রিজ—পর্ব্বতজা নদী আদি।

ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপনাং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ৩॥

সেই আত্মা প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে প্রেরণ করেন, অপান বায়ুকে অধোদিকে প্রেরণ করেন, মধ্যস্থিত বামনকে সকল দেবতারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করেন।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥ ৪॥
এতদ্বৈতৎ।

শরীর মধ্যস্থিত ভ্রংশ্যমান আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিলে, উহাতে আর কি থাকে। ইনিই তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫॥

কোন জীব কেবল প্রাণ অপান বায়ুর সাহায্যে জীবিত থাকে না, প্রাণ অপান যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাদ্বারাই জীবিত থাকে।

হন্ত ত ইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ ব্রহ্মসনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥৬॥

ইদানীং আমি তোমাকে গুহ্য সনাতন ব্রহ্ম এবং মরণের পর আত্মা যেরূপ হয়, তাহা বলিব।

যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ ৭॥

দেহীগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও জ্ঞান (শ্রুতম) অনুসারে শরীর গ্রহণের জন্য যোনি প্রবেশ করে, কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমানঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন॥ ৮॥ এতদ্বৈতৎ।

প্রাণীগণ নিদ্রিত অবস্থায় থাকার সময়েও যে পুরুষ জাগ্রত, থাকিয়া কাম্যবস্তুসমূহ নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুক্র অর্থাৎ নির্ব্বিকার, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, পৃথিব্যাদি লোক তাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনি তোমার প্রশ্ন বিষয়ক সেই আত্মা।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯॥

অগ্নি যেরূপ ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দাহ্যবস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছেন এবং তিনি সকল পদার্থের বাহিরেও আছেন।

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ১০॥

বায়ু যেরূপ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানভেদে প্রাণ অপানাদি পৃথগ্‌রূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মাও বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পান এবং সকল পদার্থের বাহিরে আছেন।

সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১॥

সর্ব্বলোক চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেরূপ চক্ষু গ্রাহ্য বাহ্যপদার্থের দোষদ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ সেই সর্ব্বভূতের অন্তরস্থিত নির্লিপ্ত (বাহ্যঃ) আত্মা জগতের দুঃখদ্বারা লিপ্ত হন না।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২॥

তিনি এক, তাহার বশে বিশ্বস্থ তাবৎ

পদার্থ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি স্বীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কারণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ কার্য্যা-বস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাকে যে ধীর ব্যক্তিরা আত্মস্থ অর্থাৎ হৃদয়াকাশে চৈতন্যাকারে অভি-ব্যক্ত দেখেন, তাহারাই নিত্য সুখভোগ করেন, অন্য কেহ তাহা ভোগ করে না।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতিকামান্। তমাত্মস্থং যেঽনু-পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতীনেতরেষাম্॥১৩॥

যিনি অনিত্য পদার্থসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনদিগেরও চেতন, অর্থাৎ চৈতন্যের কারণ, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তর বিধান করিয়াছেন, তাহাকে যে সমুদায় ধীর ব্যক্তিরা আত্মস্থ দেখেন, তাহারা চিরশান্তি ভোগ করেন, অন্যে নহে।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরং সুখম্।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াং কিমুভাতি বিভাতি বা ॥১৪॥

নিবৃত্তিমার্গী ব্রহ্মবাদীরা তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া যে অনির্দ্দেশ্য সুখ অনুভব করেন, তাহা আমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারিব, তিনি দীপ্তি পাইয়া মানব বুদ্ধির গোচরোপ-যোগী হইয়া কি প্রকাশিত হন? হে নাচিকেত! তোমার এইরূপ অনুসন্ধানশীল বুদ্ধি হওয়া উচিত।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্ত-মনুভাতি সর্ব্বং তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥১৫॥

সেখানে সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র তারকা কিরণ দেয় না, অর্থাৎ তাহারা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে এই বিদ্যুতসমূহ প্রকাশ পায় না, সেখানে অগ্নি কোথায়—অর্থাৎ ইহারাও ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই দীপ্য-মানের প্রকাশে ইহারা সমুদায়ই অনুদীপ্ত, তাহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

৬ষ্ঠী বল্লী—

যম আর বলিলেন—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁ-ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥

এই সনাতন অর্থাৎ চিরপ্রবৃত্ত সংসারবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে, ইহার শাখা নিম্নদিকে। ইহার মূলে যিনি তিনিই শুক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন, পৃথিব্যাদি লোক তাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, তাহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই তোমার সেই প্রশ্ন বিষয়ক ব্রহ্ম।

টীকা—অশ্বত্থঃ—বৃক্ষ, নশ্বোঽপি স্থাস্যতে ইত্যশ্বত্থঃ, যাহা আগামীকল্যপর্য্যন্ত থাকিবে না, সেই অশ্বত্থ, অর্থাৎ ক্ষণবিধ্বংসী। সংসার বৃক্ষ ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহা সনাতন অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

গীতা পঞ্চদশাধ্যায় দেখুন—ঊর্দ্ধমূলমধঃ-শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ইত্যাদি

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥২॥

এই বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থ সেই প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মেই কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহার নিয়মানুসারে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। ভৃত্যেরা যেরূপ উদ্যতবজ্র প্রভুকে ভয় করে, সেইরূপ বিশ্বস্থ তাবৎপদার্থ ই ইহার ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে। যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হয়েন।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥৩॥

ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছে, ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও

এই চারিজনের পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছে অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে।

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুমপ্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ স্বর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪॥

জীব শরীর পতনের পূর্ব্বে ইহাকে জানিতে না পারিলে, পৃথিব্যাদি জীবের আবাসভূমিতে পুনর্ব্বার শরীর গ্রহণ করে।

টীকা। স্বর্গেষু—সৃজ্যন্তে যেষু—যে স্থানে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি লোক।

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। তথাপ্সু পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে। ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥

আদর্শ অর্থাৎ দর্পণে যেরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দর্পণবৎ নির্ম্মল আত্মাতে ব্রহ্ম দৃষ্ট হয়, স্বপ্নে যেরূপ জাগ্রত অবস্থার বিষয় স্মরণ হয়, পিতৃলোকে অর্থাৎ পরলোকে তদ্রূপ ইহ লোকের বিষয় স্মরণ হইয়া আত্মজ্ঞানের সাহায্য করে, জলে যেরূপ আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে অর্থাৎ যে স্থান বেদ বা ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই স্থানে ব্রহ্ম দৃষ্ট হয় এবং ঐরূপ ব্রহ্মলোকে জীবাত্মাও পরমাত্মা ছায়া ও আতপের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

টীকা। পরীবদদৃশে—বপরিদদৃশে।

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপাদ্য মানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥৬॥

আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাব এবং তাহাদের উদয় ও অস্ত অর্থাৎ জাগ্রত ও নিদ্রিতাবস্থা জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭॥

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি (সত্ত্ব) শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গএব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮॥

অব্যক্ত ও সংসার ধর্ম্মবর্জ্জিত (অলিঙ্গ) পুরুষ অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাহাকে জানিয়া মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌প্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

ইহার কোন রূপ নাই, ইহাকে দেখা যায় না, ইহাকে চক্ষুদ্বারা কেহ দেখিতে পারে না। সংশয়রহিত (মনীষা) বুদ্ধির (হৃদা) দ্বারা এবং মনন রূপ সম্যকদর্শনদ্বারা যাহারা ইহাকে জানেন, তাহারা অমর হয়েন।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥১০॥

যখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিরভাবে থাকে এবং বুদ্ধি স্বীয় বিষয়ের চেষ্টা হইতে বিনিবৃত্ত হয়, সেই অবস্থাকে পরম গতি বলা হইয়া থাকে।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥১১

ঐরূপ স্থির ইন্দ্রিয়ধারণাকে যোগ বলে, কিন্তু যোগের প্রভব যেরূপ আছে উহার তদ্রূপ অপ্যয়ও আছে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয় আছে, এই জন্য ঐ যোগ রক্ষা করিবার জন্য সদা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত থাকিবে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ ১২॥

ইহাকে বাক্য মন, চক্ষুদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাহাদের আস্তিক্য বুদ্ধি আছে তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ ইহার উপলব্ধি করিতে পারে না।

অস্তীত্যেোপলব্ধব্যস্তত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেোবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩॥

উভয়সোপাধিক ও নিরুপাধিক, ব্রহ্মের এই উভয়ভাব আছে, ইহা তত্ত্বভাবের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে, যিনি এইরূপ উপলব্ধি করেন তাঁহার তত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

হৃদয়কে যে সকল কামনা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারা যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্ ॥ ১৫ ॥

যখন ইহলোকে হৃদয়গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, ইহাই বেদান্তের অনুশাসন।

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

হৃদয়ে শত ও এক নাড়ী আছে, অন্যান্য বহু নাড়ীও আছে এবং তাহাদের মধ্যে সুষুম্না নাম্নী একটি নাড়ী আছে, উহা মস্তকভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। মৃত্যুকালে ঐ নাড়ীদ্বারা জীব উর্দ্ধে গমন করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, আর নানাবিধ গতিবিশিষ্ট অন্যান্য নাড়ী সংসারগতির কারণ হয়।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম পুরুষ সর্ব্বজনের অন্তরাত্মা হইয়া হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। মুঞ্জা হইতে ইষীকা গ্রহণের ন্যায় আপন শরীর হইতে তাহাকে পৃথক্ করিয়া জানিবে, তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত বলিয়া জানিবে, তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় ও অমৃত বলিয়া জানিবে।

মৃত্যুপ্রোক্তাং নাচিকেতোঽথ লব্ধা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্। ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥

অনন্তর নাচিকেতা মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমগ্র যোগবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া বিরজ অর্থাৎ রজগুণ শূন্য ও অমর হইয়াছিলেন, অন্য যে এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবে, সেও এইরূপ হইবে।

ক্রমশঃ—

গৃহস্থ ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ।

গৃহস্থ এতাং পদবীং বিধিনা যেন চাঞ্জসা।
যায়াদ্দেব ঋষে ব্রূহি মাদৃশো গৃহমূঢ়ধী ॥১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষে! আমি গৃহস্থধর্ম্মের বিষয় কিছু জানি না, গৃহস্থ যে বিধি পালন করিয়া এই পদবীতে অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় গমন করিবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

গৃহেষবস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ। বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীৎ মহামুনীন্ ॥ ২ ॥

শৃন্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতারকথামৃতম্।
শ্রদ্ধাধানো যথা কালমুপশান্ত জনাবৃতঃ ॥৩॥

গৃহস্থ সকল কার্য্য বাসুদেবকে অর্পণ

করিয়া উহা যথারীতি নির্ব্বাহ করিয়া যথা-কালে মহামুনিদিগের উপাসনা করিবে এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবানের অমৃতস্বরূপ কথা শ্রবণ করিবে এবং শান্তজনগণের মধ্যে বাস করিবে ॥ ৩ ॥

সৎসঙ্গচ্ছবকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ ॥৪॥

নিদ্রান্তে যেরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি মমতা আপনা আপনি যায়, তদ্রূপ সাধুসঙ্গে ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি স্নেহ আপনা আপনি যায় ॥ ৪ ॥

যাবদার্থ মুপাসীনো দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তো রক্তবত্তত্রনৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ ॥৫॥

যে পর্য্যন্ত অর্থের প্রয়োজন সে পর্য্যন্ত দেহ ও গৃহের প্রতি অনাসক্ত হইয়া আসক্তের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥

জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ-পুত্রা ভ্রাতরঃ সুহৃদো হপরে। যদ্বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্মমঃ ॥ ৬ ॥

জ্ঞাতি, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং অপরাপর ব্যক্তি যাহা বলে এবং ইচ্ছা করে, তাহা (সঙ্গত হইলে) নির্ম্মম হইয়া অনু-মোদন করিবে ॥ ৬॥

দিব্যং ভৌমঞ্চান্তরীক্ষং বিত্তমচ্যুতনির্ম্মিতম্।
তৎসর্ব্বমুপযুঞ্জান এতৎ কুর্য্যাৎ স্বতো বুধঃ ॥৭॥

দিব্য (বৃষ্ট্যাদিসম্ভূত ধান্যাদি), ভৌম (বিবরাদি প্রাপ্ত) অন্তরীক্ষ (অকস্মাৎ প্রাপ্ত) অচ্যুত নির্ম্মিত (দৈবলব্ধ) আদি ধন রক্ষা করিয়া পণ্ডিত পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কার্য্য করিবে ॥ ৭ ॥

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহি-নাম্। অধিকং যোহভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ড মর্হতি ॥ ৮ ॥

যে পরিমাণে ধনের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ধনে দেহীদিগের অধিকা[র] যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আত্মসাৎ করে [সে] ব্যক্তি চোর এবং তজ্জন্য তাহার দণ্ড হও[য়া] উচিত ॥ ৮ ॥

মৃগোষ্ট্রখর মর্কাখুসরীসৃপ খগমক্ষিকাঃ আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈ রেষামন্ত[রং] কিয়ৎ ॥ ৯ ॥

মৃগ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মর্কট, ইন্দুর, সরীসৃ[প] পক্ষি, মক্ষিকাদিগকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় দেখিবে[।] তাহাদের সহিত পুত্রাদির কি প্রভেদ ? ॥ ৯ ॥

ত্রিবর্গং নাতিকৃচ্ছ্রেণ ভজেত গৃহমেধ্যপি।
যথাদেশং যথাকালং যাবদ্দৈবোপপাদিতম ॥১০॥

গৃহস্থ ব্যক্তি অতি কষ্টে ত্রিবর্গ অর্জ্জ[ন] করিয়া ভোগ করিবে না, দেশ ও কাল অ[নু]সারে যাহা দৈবক্রমে উপস্থিত হইবে তা[হা] ভোগ করিবে ॥ ১০ ॥

আশ্বাঘান্তেহবসায়িভ্যঃ কামান্ সংবিভজে[ৎ] যথা। অপ্যেকামাত্মনো- দারাং নৃণাং স্ব[ত্ব]গ্রহোযতঃ ॥ ১১ ॥

কুকুর (শ্বা) পতিত (অঘা) এবং চণ্ডা[ল] (অন্তে বসয়ী) পর্য্যন্ত সকলকে যথোপযু[ক্ত] রূপে ভোগ্যবস্তু বিভাগ করিয়া দিবে। নিজে[র] সুশ্রূষার ব্যাঘাত হইলেও একমাত্র ভার্য্যাকে অতিথি সুশ্রূষাও নিযুক্ত করিবে ॥ ১১ ॥ (ক)

জহ্যাদ যদর্থে স্বান্ প্রণান্ হন্যাদ্বা পিত[রং] গুরুম্। তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদযস্তে[ন] হ্যজিতোজিতঃ ॥ ১২ ॥

যে ভার্য্যার জন্য লোকে স্বীয় প্রাণত্যা[গ] করে, পিতা ও গুরুকে বধ করে, সেই স্ত্রী[র] প্রতি যে ব্যক্তি মমতা ত্যাগ করিতে পা[রে] সে ব্যক্তি অজিত অর্থাৎ ঈশ্বরকেও [জয়] করিতে পারে ॥ ১২ ॥

(ক) এস্থলে অন্য ভাব গ্রহণ করিতে হইবে না। "[অপি]" শব্দের দ্বারা উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

কৃমিবিড়্ ভস্মনিষ্ঠান্তং কেদং তুচ্ছং কলেবরম্। কতদীয় রতি ভার্য্যা কায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥ ১৩॥

এই তুচ্ছ দেহ যাহা কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পরিণত হইবে, উহা কোথায়, উহার স্ত্রীসম্ভোগ কোথায় আর নভোমণ্ডলাচ্ছাদী আত্মাই বা কোথায়? অর্থাৎ দেহ ও জাগতিক সুখ অনিত্য, আত্মা নিত্য॥ ১৩॥

সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্ বৃত্তিমাত্মনঃ। শেষে স্বত্বং ত্যজন্‌প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ॥ ১৪॥

গৃহস্থ পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করিয়া যে অর্থ থাকিবে, তদ্দ্বারা স্বীয় বৃত্তি সাধন করিয়া পরিশেষে বিষয়ে স্বত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপুরুষদিবের পদবী প্রাপ্ত হয়েন॥ ১৪॥

দেবানৃষীন্ নৃভূতানি পিতৄনাত্মানমন্বহম্।
স্ববৃত্ত্যা গতিবিত্তেন যজেত পুরুষং পৃথক্॥১৫॥

স্ববৃত্তি আগত ধনের দ্বারা দেবতা, ঋষি, মনুষ্য, অন্যান্য জীব এবং পিতৃগণের যজ্ঞ করিলে, পরম পুরুষের পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞ করা হয়॥১৫॥

যর্হাত্মনোঽধিকারাদ্যাঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্যজ্ঞসম্পদঃ। বৈতানিকেন বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিনা যজেৎ॥ ১৬॥

যখন স্বীয় অধিকার ও অন্যান্য যজ্ঞীয় সম্পদ হইবে তখন বৈতানিক বিধিরদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিবে॥ ১৬॥

ন হ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান সর্ব্বযজ্ঞভুক্।
ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্রমুখেহুতৈঃ॥১৭॥

সর্ব্বযজ্ঞভুক্ ভগবান্ বিপ্রমুখে দত্ত হবির দ্বারা যত তৃপ্ত হন, অগ্নিতে দত্ত হবির্দ্বারা তত তৃপ্ত হন না॥ ১৭॥

তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণ দেবেষু মর্ত্ত্যাদিষু যথার্হতঃ। তৈস্তৈঃ কামৈর্যজস্বৈনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রাহ্মণানমু॥ ১৮॥

তজ্জন্য ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যেতে তত্তৎকামনা করিয়া যথোপযুক্তরূপে ক্ষেত্রজ্ঞের যজ্ঞ করিবে, অন্যান্যের যজ্ঞ ব্রাহ্মণযজ্ঞের পরে করিবে॥ ১৮॥

কুর্য্যাদপরপক্ষীয়ং মাসি প্রৌষ্ঠ পদে দ্বিজঃ। শ্রাদ্ধং পিত্রো যথাবিত্তং তদ্বন্ধূনাঞ্চ বিত্তবান্॥ ১৯॥

বিত্তবান দ্বিজ স্বীয় বিত্তানুসারে পিতা মাতার ও তাহাদের বন্ধুদিগের অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ ভাদ্রমাসে করিবে॥ ১৯॥

অয়নে বিষুবে কুর্য্যাদ্ব্যতীপাতদিনক্ষয়ে।
চন্দ্রাদিত্যো পরাগে চ দ্বাদশ্যাং শ্রবণেষু চ।২০।
তৃতীয়ায়াং শুক্লপক্ষে নবম্যাথ কার্ত্তিকে।
চ তস্রষ্বপ্যষ্টকাযু হেমন্তে শিশিরে তথা॥ ২১॥
মাঘে চ সিতসপ্তম্যাং মঘারাকাসমাগমে।
রাকয়া চানুমত্যা চ মাসর্ক্ষাণি যুতান্যপি॥২২॥
দ্বাদশ্যামনুরাধা স্যাচ্ছ্রবণস্তিস্র উত্তরাঃ।
তিসৃষ্বেকাদশী বাসুজন্মর্ক্ষশ্রোণ যোগযুক্॥২৩॥

নিম্নলিখিত দিনে শ্রাদ্ধ করিবে যথা:—অয়ন, বিষুব, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ, দ্বাদশীতিথি, শ্রবণানক্ষত্র, অক্ষয়তৃতীয়া কার্ত্তিকের শুক্লনবমী, হেমন্ত ও শিশিরে চারি মাসের চারি অষ্টকা, মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমী, মঘানক্ষত্র ও মঘানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যে যে নক্ষত্রে মাসের নাম হয়, সেই সকল নক্ষত্র যখন সম্পূর্ণ চন্দ্রবিশিষ্ট পৌর্ণমাসী কিম্বা ন্যূন চন্দ্রযুক্ত অনুমতীর সহিত মিলিত হয় তখন, যখন দ্বাদশী তিথিতে অনু-রাধা ও শ্রাবণ এবং একাদশী তিথিতে উত্তরাফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ তখন জন্মনক্ষত্র ও শ্রবণানক্ষত্রের যুক্ত দিনে॥ ২০—২৩॥

এতে শ্রেয়সঃ কালাঃ নৃণাং শ্রেয়ো বিবর্দ্ধনাঃ। কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মনৈ তেষু শ্রেয়োঽমোঘং তদায়ুষঃ॥ ২৪॥

এই সমুদায় কাল মানবের শ্রেয়বিবর্দ্ধক এই সমুদায় কালে সর্ব্বপ্রযত্নে আয়ু সফলকারী সমুদায় পুণ্যকার্য্য করিবে ॥ ২৪ ॥

এষু স্নানং জপো হোমো ব্রতং দেবদ্বিজা-র্চ্চনম্। পিতৃদেব নৃভূতেভ্যো যদ্দত্তং তদ্ধ্যনশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥

এই সকল সময়ে স্নান, জপ, হোম, ব্রত, দেব ও দ্বিজের অর্চ্চনা এবং পিতৃদেব, মনুষ্য ও ভূতযজ্ঞ অক্ষয় হয় ॥ ২৫ ॥

সংস্কার কালে জায়ায়া অপত্যস্যাত্মনস্তথা।
প্রেতসংস্থা মৃতাহশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যুদায়নূপ ॥ ২৬ ॥

জায়া, পুত্র ও স্বীয় সংস্কার কালে, প্রেত-দাহনে, মৃতাহে অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর মৃত্যুদিনে এবং অন্যান্য অভ্যুদয়িক কর্ম্মে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

অথ দেশান্ প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মাদিশ্রেয় অবহান্।
স বৈ পুণ্যতমো দেশঃ সৎপাত্রং যত্র লভ্যতে ॥২৭
বিশ্বং ভগবতো যত্র সর্ব্বমেতচ্চরাচরম্।
যত্র হ ব্রাহ্মণকুলং তপোবিদ্যাদয়ান্বিতম্ ॥ ২৮ ॥
যত্র যত্র হরেরর্চ্চা স দেশঃ শ্রেয়সাং পদম্।
যত্র গঙ্গাদয়ো নদ্যঃ পুরাণেষু চ বিশ্রুতাঃ ॥ ২৯ ॥
সরাংসি পুস্করাদীনি ক্ষেত্রাণ্যর্হাশ্রিতান্যুত।
কুরুক্ষেত্রং গয়শিরঃ প্রয়াগঃ পুলহাশ্রমঃ ॥ ৩০ ॥
নৈমিষং ফাল্গুনং সেতুঃ প্রভাসোঽথ কুশস্থলী।
বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা ॥ ৩১ ॥
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতারামাশ্রমাদয়ঃ।
সর্ব্বে কুলাচলা রাজন্ মহেন্দ্রমলয়াদয়ঃ ॥ ৩২ ॥

যে দেশে ধর্ম্মকার্য্যাদি কুশলজনক অতঃপর তাহা বলিতেছি। যেখানে চরাচরময় ভগবানের বিশ্বস্বরূপ সৎপাত্রে আছে, যেখানে তপ, বিদ্যা, ও দয়া সমন্বিত ব্রাহ্মণকুল আছেন, সেই পুণ্যতম দেশ। যেস্থানে হরির অর্চ্চনা হয়, পুরাণপ্রসিদ্ধ গঙ্গাদি নদী পুস্করাদি সরোবর, পুণ্যজনাশ্রিত ক্ষেত্র আছে, ইহারা সকলে শ্রেয়াস্পদ। ইহা ব্যতীত কুরুক্ষেত্র, গয় প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, ফল্গুনদী সেতুবন্ধ, প্রভাসতীর্থ, কুশস্থলী, বারাণসী মধুপুরী, পম্পাসরোবর, বিন্দুসরোবর, নারায়ণাশ্রম, নন্দানদী, সীতারামের আশ্রম মহেন্দ্র মলয়াদি কুলাচল, সকলেই শ্রেয়াস্পদ ॥২৭—৩২॥

এতে পুণ্যতমা দেশা হরেরর্চ্চাশ্রিতাশ্চ যে।
এতান্ দেশান্ নিষেবেত শ্রেয়স্কামো হ্যভীক্ষ্ণশঃ
ধর্ম্মোহ্যত্রে হিতঃ পুংসাং সহস্রাধিফলোদয়ঃ ॥৩৩॥

যে ব্যক্তি শ্রেয় কামনা করেন, তাহারা এই সমুদায় পুণ্যতম দেশ এবং যে সমুদায় দেশে হরির প্রতিমা অধিষ্ঠিত আছে, তাহা সেবা করিবেন, এই সকল দেশে ধর্ম্মকার্য্য করিলে তাহার সহস্রগুণ ফল হয় ॥ ৩৩ ॥

পাত্রং তৎ নিরুক্তং কবিভিঃ পাত্রবিত্তমৈঃ।
হরিরিকৈ উর্ব্বীশ যন্ময়ং বৈ চরাচরম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রজ্ঞগণ চরাচরময় হরিকেই পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৩৪ ॥

দেবর্ষ্যর্হৎসু বৈ সৎসু তত্র ব্রহ্মাত্মজাদিষু।
রাজন্ যদগ্রপূজায়াং মতঃ পাত্রতয়াচ্যুতঃ ॥৩৫॥

হে রাজন! এই জন্যই তোমার রাজসূয় যজ্ঞে দেব, ঋষি এবং সিদ্ধ মুনিগণ এবং ব্রহ্মবাদীগণ থাকা সত্ত্বেও অচ্যুত অগ্রপূজার পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

জীবরাশিভিরাকীর্ণ অণ্ডকোষাঙ্ঘ্রিপো মহান্।
তন্মূলত্বাদচ্যুতেজ্যা সর্ব্বজীবাত্মতর্পণম্ ॥ ৩৬ ॥

অচ্যুত এই জীবরাশিসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ড মহা বৃক্ষের মূল, তাহার যজ্ঞ করিলে সর্ব্বজীব ও নিজের তৃপ্তি হয় ॥ ৩৬ ॥

পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্য্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ ॥ ৩৭

মনুষ্য পশু, ঋষি দেবতার শরীররূপ পুর সৃষ্ট করিয়া ভগবান্ জীবরূপে তাহাতে শয়ন করেন বলিয়া তাহাকে পুরুষ বলে ॥ ৩৭ ॥

তেষ্বেব ভগবান্ রাজংস্তারতম্যেন বর্ত্ততে।
তস্মাৎ পাত্রং হি পুরুষো যাবানাত্মা যথেয়তে ॥৩৮
হে রাজন্! হরি ইহাদের মধ্যে তারতম্য-ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই জন্য পুরুষই পাত্র, এবং ইহাদের মধ্যে যাহার জ্ঞান অধিক সে উৎকৃষ্ট পাত্র ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা ॥৩৯
মনুষ্যদিগের পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়া ত্রেতাযুগে পণ্ডিতেরা প্রতিমা সৃষ্টি করেন ॥ ৩৯ ॥

ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সংশ্রদ্ধয়া সপর্য্যয়া।
উপাসত উপাস্তাপিনার্থদা পুরুষদ্বিষম্ ॥ ৪০ ॥
সেই অবধি অনেকে শ্রদ্ধাসহকারে হরির প্রতিমা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পুরুষ-দ্বেষী ব্যক্তিদিগের প্রতিমা অর্চ্চনা কোন ফল-প্রদ হয় না ॥ ৪০ ॥

পুরুষেষ্বপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা ধত্তে বেদং হরেস্তনুম্ ॥৪১॥
হে রাজেন্দ্র! পুরুষদিগের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ তপস্যবিদ্যা ও সন্তোষদ্বারা হরির শরীর ধারণ করেন, তাহাকে উত্তম পাত্র বলিয়া জানিবে ॥৪১

নন্বস্য ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণস্য জগদাত্মনঃ।
পুনন্তঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥৪২॥
হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণগণ পাদধূলিদ্বারা ত্রিলোক পালন করেন, তাহারা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমদেবতা—(সপ্তমস্কন্ধ, চতুর্দ্দশা-ধ্যায়) ॥ ৪২ ॥

রুদ্রস্তব-ঋগ্বেদ।

কুৎস ঋষি। রুদ্রদেবতা। ১০ম, ১১শ ত্রিষ্টুপ্, ১—৯ জগতীছন্দ।

১ অষ্টক, ৮ অধ্যায় ১১৪ সূক্ত।

ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ। যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরং ॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। ইমাঃ। রুদ্রায়। তবসে। কপ-র্দ্দিনে। ক্ষয়ৎবীরায়। প্র। ভরামহে। মতীঃ। যথা। শম্। অসৎ। দ্বিপদে। চতুষ্পদে। বিশ্বম্। পুষ্টং। গ্রামে। অস্মিন্। অনাতুরং।

রুদ্রায়—রুদ্রকে। রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ (১) অথবা রুৎ দুঃখং দ্রাবয়তি অপগময়তি (২) অথবা রুতঃ শব্দরূপা উপনিষদঃ তাভির্দ্রূয়তে গম্যতে প্রতিপাদ্যত ইতি রুদ্রঃ (৩) যদ্বা রুত শব্দাত্মিকাবাণী তৎপ্রতি পাদ্যাত্মবিদ্যা বা তামুপাসকেভ্যো রাতি দদাতি ইতিরুদ্রঃ (৪) যদ্বারুনদ্ধি আবৃণোতীতি রুৎ অন্ধকারাদি তং দৃনাতি বিদারয়তি ইতি রুদ্রঃ অর্থাৎ যিনি অন্তিমকালে সকলকেই ক্রন্দন করান, (১) অথবা যিনি দুঃখ নাশ করেন, (২) অথবা যিনি জ্ঞানদ্বারা প্রতিপাদ্য, (৩) অথবা যিনি উপাসকদিগকে আত্মবিদ্যা বা জ্ঞান দান করেন, (৪) অথবা যিনি অন্ধকারাদি নষ্ট করেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে প্রলয়কারিণী শক্তির নাম রুদ্র। বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর মধ্যেই এই প্রলয়কারিণী শক্তি লক্ষিত হয়। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, জল ইত্যাদির যেরূপ সৌম্যমূর্ত্তি আছে, তেমনি তাহাদের রুদ্রমূর্ত্তিও আছে। বিশ্বস্থ তাবৎ বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রলয়কারিণীশক্তি রুদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মতীঃ—মননীয়। ইমাঃ—এই সকল স্তুতি প্রভরামহে—প্রকর্ষেণ নিষ্পাদয়ামঃ, প্রকৃষ্টরূপে অর্পণ করিতেছি। কীদৃশ রুদ্র ?—তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায়। তবসে—মহতে, বলবতে। কপর্দ্দিনে—জটিলায়। ক্ষয়দ্বীরায়—ক্ষয়ন্তো নশ্যন্তো বীরারিপবো যস্মাদিতি—যিনি রিপুদিগকে নষ্ট করেন। তাহাকে কেন স্তব করিব ? যথা দ্বিপদে চতুষ্পদে শং অসৎ। যাহাতে আমাদিগের পুত্রাদি ও গবাদিতে মঙ্গল হয়। অস্মিন্ গ্রামে বিশ্বং পুষ্টং অনাতুরং। যাহাতে এই গ্রামে সকলেই পুষ্ট ও অনাতুর বা রোগশূন্য হয়। বিশ্বং-সর্ব্বং প্রাণিজাতং।

বলবান, জটিলকেশ এবং রিপুনাশক রুদ্রকে এই সমুদায় মননীয় স্তুতি অর্পণ করিতেছি, যেন তাহার অনুগ্রহে আমাদিগের পুত্রাদি ও গবাদি মঙ্গলে থাকে এবং যেন আমাদের এই গ্রামে সকলেই পুষ্ট এবং নীরোগ থাকে।

মৃলা নো রুদ্রেতি নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে। যচ্ছঞ্চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্রপ্রণীতিষু ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। মৃল। নঃ। রুদ্র উত। নঃ। ময়ঃ। কৃধি। ক্ষয়ৎবীরায়। নমসা। বিধেম। তে। যৎ। শম্। চ। যোঃ। চ। মনুঃ। আয়েজে। পিতা। তৎ। অশ্যাম। রুদ্র। প্রণীতিষু।

হে রুদ্র! নো—আমাদিগের প্রতি মৃলা—মৃল, সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। প্রসন্ন হও, উত—আর নো ময়স্কৃধি—অস্মাকং ময়ং সুখং কৃধি কুরু, আমাদিগের সুখসম্পাদন কর। ক্ষয়ৎবীরায়—নশ্যন্তো বীরাঃ রিপবো যস্মাদিতি, ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সংপ্রদানত্বাচ্চতুর্থী। ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে—রিপুনাশকারী তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরিচর্য্যা করিব। পিতা মনু। আদি পুরুষ মনু। যৎ শং চ যোঃ চ রোগ এবং ভয়ের উপশম যাহা পাইয়াছিলেন। শং—রোগানাং শমনং, যোঃ—ভয়ানাং যাবনঞ্চ। আয়েজে—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎ—তাহা। রুদ্র—হে রুদ্র। তব প্রণীতিষু—তোমার দ্বারা পরিচালিত হইয়া। অশ্যাম্—অশ ব্যাপ্তৌ, ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদম্, অব্যাপ্নুয়াম প্রাপ্ত হই।

হে রুদ্র! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাদিগকে সুখী কর, আমরাও রিপুনাশকারী তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরিচর্য্যা করি। আদি পুরুষ মনু রোগ ও ভয়ের উপশমন যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরাও যেন তোমার দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহা প্রাপ্ত হই।

অশ্যাম তে সুমতিং দেবযজ্যয়া ক্ষয়দ্বীরস্য তব রুদ্রমীঢ়ঃ। সুম্নায়ন্নিদ্বিশো অস্মাকমাচরারিষ্টবীরা জুহবাম তে হবিঃ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। অশ্যাম। তে। সুমতিম্। দেবযজ্যয়া। ক্ষয়ৎবীরস্য। তব। রুদ্র। সুম্নায়ন্। ইত্। বিশঃ। অস্মাকম্। আ। চর। অরিষ্টবীরাঃ। জুহবাম্। তে। হবিঃ ॥ ৩ ॥

হে মীঢ়ঃ রুদ্র—হে সেক্তঃ কামাভিবর্ষক রুদ্র! ক্ষয়দ্বীরস্য তব-রিপুনাশকারী তোমার। সুমতিং—অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি। তে দেবযজ্যায়া-তোমার সম্বন্ধীয় যজ্ঞদ্বারা। অস্যাম-প্রাপ্ত হই অস্মাকম্ বিশঃ আচর—আমাদিগের সন্তানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আগমন কর। সুম্নায়ন্ ইত—সুম্নমিতি সুখ নাম তাসাং প্রজানাং সুখমিচ্ছন্নেব—আমাদিগের সেই সন্তানদিগের মঙ্গলকামনা করিয়া। অরিষ্টবীরাঃ—বীর্য্যাং জায়ন্ত ইতি বীরাঃ প্রজাঃ অরিষ্টা অহিংসিতা বীরা যেষাং তথা ভূতাঃ সন্তঃ, যাহাদিগের সন্তানগণ মঙ্গল আছে। তে তোমাকে। হবিঃ জুহবাম—হব্যদান করিব।

হে সর্ব্বকামদাতা রুদ্র, আমরা যেন তোমার যজ্ঞ করিয়া তোমার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি প্রাপ্ত হই, তুমি আমাদিগের সন্তানবর্গের মঙ্গলকামনা করিয়া তাহাদিগের নিকট আগমন কর, আমরাও সন্তানদিগকে নিরাপৎ দেখিয়া তোমাকে হব্যপ্রদান করি ॥ ৩॥

ত্বেষং বয়ং রুদ্রং-যজ্ঞসাধং বংকুং কবিমবসে নিহ্বয়ামহে। আরে অস্মদ্দৈব্যং হেলোঅস্য তু সুমতিমিদ্বয়মস্যা বৃণীমহে ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। ত্বেষম্। বয়ম্। রুদ্রম্। যজ্ঞসাধম্। বং কুম্। কবিম্। অবসে। নি। হ্বয়ামহে। আরে। অস্মৎ। দৈব্যম্। হেলঃ। অস্যতু। সুমতিম্। ইতি। বয়ম্। অস্য। আ। বৃণীমহে॥৪॥

অবসে—রক্ষণায়, রক্ষার জন্য। রুদ্রং নিহ্বয়ামহে--নিতরামাহ্বয়াম্। রুদ্রকে বিশেষরূপে আহ্বান করি। তিনি কিরূপ রুদ্র? ত্বেষং --দীপ্তম্ দীপ্তিমান। যজ্ঞসাধং—যজ্ঞস্য সাধয়িতারং, যজ্ঞসাধক। বং কুং—কুটিলগন্তারং, কুটিলগতি। কবিং—ক্রান্তদর্শিনম্। স চ রুদ্র অস্মদারে দৈব্যম্ হেলঃ অস্যতু—দৈব্যং ক্রোধং অস্মত্তো দূরদেশে প্রেরয়তু, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দৈবক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন্। বয়ম্ অস্য রুদ্রস্য সুমতিমিতং আবৃণীমহে, অনুগ্রহরূপাং বুদ্ধিং ভজামহে। আমরা তাহার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা দীপ্তিমান্, যজ্ঞসাধক কুটিলগতি ও ক্রান্তদর্শী রুদ্রকে বিশেষরূপে আহ্বান করি, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দৈবক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন্, আমরা তাহার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধি প্রার্থনা করি।

দিবোবরাহমরুষং কপার্দ্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নিহ্বয়ামহে। হস্তেবিভ্রদ্ভেষজা-বার্যাণি শর্ম্ম বর্ম্ম ছর্দ্দিরস্মভ্যম্ যংসৎ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। দিবঃ। বরাহম্। অরুষম্। কপর্দ্দিনম্। ত্বেষম্। রূপম্। নমসা। নি। হ্বয়ামহে। হস্তে। বিভ্রৎ। ভেষজা। বার্যাণি। শর্ম্ম। বর্ম্ম। ছর্দ্দি। অস্মভ্যম্। যংসৎ।

ব্যাখ্যা। দিবঃ আকাশ হইতে। বরাহং—বৃণোতে রাচ্ছাদনার্থাৎ—যিনি তাবৎ বিশ্ব আচ্ছাদন করিয়া আছেন অথবা বরং উৎকৃষ্টমুদকং আহরতীতি বরাহঃ কিম্বা যিনি উৎকৃষ্ট উদক আহরণ করেন। বরাহ বৎদৃঢ়াঙ্গং বা বরাহের ন্যায় দৃঢ়াঙ্গ যাহার। অরুষং—অরুণবর্ণ। কর্পর্দিন—জটাধারী, ত্বেষং—দীপ্যমান। রূপং—রূপ। নমসা—নমস্কার দ্বারা। নিহ্বয়ামহে--বিশেষরূপে আহ্বান করি। হস্তে—হস্তে। বিভ্রং—ধারণ করিয়া। ভেষজা—ঔষধ। বার্যাণি—উৎকৃষ্ট। শর্ম্ম--সুখ, আরোগ্য। বর্ম্ম—ঢাল। ছর্দ্দি—গৃহ। অস্মভ্যম্—আমাদিগকে। যংসৎ—প্রযচ্ছতু—দান করেন।

বঙ্গার্থ। আমরা নমস্কার দ্বারা জটাধারী অরুণ উজ্জলরূপী বরাহ অর্থাৎ বিশ্বাচ্ছাদনকারী রুদ্রদেবকে আকাশ হইতে বিশেষরূপে আহ্বান করি, যেন তিনি উৎকৃষ্ট ঔষধ হস্তে ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ, বর্ম্ম ও গৃহ দান করেন ॥৫॥

ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়োরুদ্রায় বর্ধনম্। রাস্বা চ ন অমৃত মর্ত্তভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। ইদম্। পিত্রে। মরুতাম্। উচ্যতে। বচঃ। স্বাদোঃ। স্বাদীয়ঃ। রুদ্রায়। বর্ধনম্। রাস্ব। চ। নঃ। অমৃত। মর্ত্তভোজনম্। ত্মনে। তোকায়। তনয়ায়। মৃল ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা—মরুতাম্—ম্রিয়ন্তেঽনেন পুরুষা ইতি মরুতঃ যাহাদ্বারা পুরুষ সকল মৃত হয়, অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তিসমূহ। পিত্রে—জনককে। উচ্যতে—উক্ত হইতেছে। বচঃ—

স্তুতি সমূহ। স্বাদোঃ স্বাদীয়ঃ—স্বাদু হইতেও স্বাদু অত্যন্ত আহ্লাদজনক। রুদ্রায়—রুদ্রকে। বর্ধনম্—উপাস্য দেবতার আনন্দবর্দ্ধক। রাস্ব—রাদানে—দান করে। নঃ আমাদিগকে। অমৃত—হে অমৃত! মর্ত্তভোজনম্—মর্ত্তানাং মনুষ্যানাং ভোজনদ্রব্যং—মনুষ্যের ভোজন-দ্রব্য। ত্মনে—আত্মনে, মাং আমাকে। তোকায়—পুত্রকে, তনয়ায়—তৎপুত্রঃ। মৃল—সুখী কর।

বঙ্গার্থ। স্বাদু হইতেও স্বাদু, উপাস্য দেবতার আনন্দদায়ক এই স্তুতি মরুৎদিগের অর্থাৎ ধ্বংসকারী শক্তি সমূহদিগের জনক রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, হে অমৃত বা বিনাশ রহিত পুরুষ, তুমি আমাদিগকে ভোজন দ্রব্য দেও এবং আমাদিগকে ও আমাদিগের পুত্র পৌত্রাদিকে সুখী কর। ৬

মা ন মহান্তমুতমানো অর্ভকং মা ন উক্ষন্ত-মুতমান উক্ষিতম্। মানো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং মানঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্ররীরিষঃ॥ ৭॥

পদপাঠঃ। মা। নঃ। মহান্তম্। উত। মা। নঃ। অর্ভকম্। মা। নঃ। উক্ষন্তম। উত। মা। নঃ। উক্ষিতম্। মা। নঃ। বধীঃ। পিতরম্। মা। উত। মাতরম্। মা। নঃ। প্রিয়াঃ। তন্বঃ। রুদ্র। রিরিষঃ॥ ৭॥

ব্যাখ্যা। মহান্ত—বৃদ্ধ। অর্ভক—বালক। উক্ষতং—যুবক। উক্ষিতম্—গর্ভস্থ সন্তান। পিতরং—পিতা। মাতরং—মাতা। মা বধীঃ—বধ করিও না। প্রিয়াঃ তন্বো—প্রিয় শরীর। মরীরিষ—হিংসা করিও না। রিষ্ হিংসায়াম্।

হে রুদ্র! আমাদিগের বৃদ্ধ, যুবক, বালক ও গর্ভস্থসন্তান, পিতা ও মাতাকে বধ করিও না আমাদিগের প্রিয় শরীরের প্রতি হিংসা করিও না॥ ৭॥

মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্ মানো রুদ্র ভামিতো বধীর্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্বা হবামহে॥ ৮॥

পদপাঠঃ। মা। নঃ। তোকে। তনয়ে মা। আয়ৌ। মা। নঃ। গোষু। মা। নঃ অশ্বেষু। রিরিষঃ। বীরান্। মা। নঃ। রুদ্র ভামিতঃ। বধীঃ। হবিষ্মন্তঃ। সদম্। ইত্। ত্বা হবামহে॥ ৮॥

ব্যাখ্যা। তোকে—পুত্রকে। তনয়ে-পৌত্রকে। আয়ৌ—আয়ুশব্দে মনুষ্য, পুত্র পৌত্রাদি ব্যতিরিক্ত অপর মনুষ্য। রিরিষ-হিংসা করা। ভামিতঃ—ক্রুদ্ধ হইয়া, ভাম-ক্রোধে। সদমিৎ—সর্ব্বদাই। হবিষ্মন্তঃ—হবি যুক্ত হইয়া। হবামহে—আহ্বান করিতেছি।

বঙ্গার্থ। হে রুদ্র! তুমি আমাদিগের পুত্র পৌত্র কিম্বা অন্য জনগণকে কিম্বা গো অশ্বে হিংসা করিও না, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগে বীরদিগকে বধ করিও না, কেননা আমর সর্ব্বদাই হবিযুক্ত হইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

উপতেস্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রাস্বা পিত র্মরুতাং সুম্নমস্মে। ভদ্রা হিতে সুমতির্মৃলয় ত্তমাথাবয়মব ইত্তে বৃণীমহে॥ ৯॥

পদপাঠঃ। উপ। তে। স্তোমান্। পশুপাঃ ইব। আ। অকরম্। রাস্ব। পিতঃ। মরুতাম্ সুম্নম্। অস্মে। ভদ্রা। হি। তে। সুমতিঃ মৃলয়ত্তমা। অথ। বয়ম্। অবঃ। ইৎ। তে বৃণীমহে।

ব্যাখ্যা। তে—তুভ্যং, তোমাকে। স্তোমান্—স্তুতিমন্ত্র। পশুপাঃ ইব পশুপালকদিগের ন্যায়। উপ+আ+করম্—সমর্পয়ামি। মরুতাং পিতঃ—হে মরুৎগণের পিতা। সুম্নম্ রাস্ব-আমাদিগকে সুখ দান কর। তে সুমতিঃ-তোমার কল্যাণীবুদ্ধি—মৃলয়ত্তমা—সুখদায়িকা ভদ্রা—ভজনীয়া অথ বয়ম্—অনন্তর আমরা-

তে—অবঃ—তোমার রক্ষণ। বৃণীমহে—প্রার্থনা করি।

বঙ্গার্থ। পশুপালক প্রাতঃকালে পশু লইয়া যায়, পরে সায়ংকালে পশু স্বামীকে পশু প্রত্যর্পণ করে, তদ্রূপ হে রুদ্র! আমরা তোমার সন্নিধানে যে বেদ মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। হে প্রলয়শক্তি সমূহের জনক! আমাদিগকে সুখ দান কর, তোমার কল্যাণী বুদ্ধি অত্যন্ত সুখদায়িকা এবং তজ্জন্য আমাদের ভজনীয়া, আমরা তোমার রক্ষণশীল শক্তির প্রার্থনা করি ॥৯॥

আরে তে গোঘ্নমুত পুরুষঘ্নং ক্ষয়দ্বীর সুম্নমস্মে তে অস্তু। মৃলা চ নো অধি চ ব্রূহি দেবাধা চ নঃ শর্ম্ম যচ্ছ দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

পদপাঠঃ। আরে। তে। গোঘ্নম্। উত। পুরুষঘ্নম্। ক্ষয়দ্বীর। সুম্নম্। অস্মে। তে। অস্তু। মৃল। চ। নঃ। অধি। চ। ব্রূহি। দেব। অধ। চ। নঃ। শর্ম্ম। যচ্ছ। দ্বিবর্হাঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা। হে ক্ষয়দ্বীর—রিপুনাশক! তে গোঘ্নং পুরুষঘ্নং আরে—তোমার গো ও পুরুষ ধ্বংসকারিণী শক্তি দূরে থাকুক্। অস্মে তে সুম্নম্ অস্তু—আমাদিগেতে ত্বদীয় সুখ হউক্। নো মৃল—আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। দেব নঃ অধিব্রূহি—হে দেব! আমাদিগের পক্ষ হও। অধশর্ম্ম যচ্ছদ্বিবর্হাঃ—আমাদিগকে দ্বিবিধ অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক, বা কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের মঙ্গল প্রদান কর।

বঙ্গার্থ। হে রিপুনাশক! গো মনুষ্য ধ্বংসকারিণী তোমার যে শক্তি তাহা যেন আমাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে, আমরা যেন তোমার প্রদত্ত সুখ পাই, হে দেব! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, তুমি আমাদিগের পক্ষ হও এবং আমাদিগকে ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল প্রদান কর।

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যবঃ শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১॥

পদপাঠঃ। অবোচাম। নমঃ। অস্মৈ। অবস্যবঃ। শৃণোতু। নঃ। হবম্। রুদ্রঃ। মরুত্বান্। তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাম্। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ। পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥১১॥

ব্যাখ্যা। অবস্যবঃ—অবঃ রক্ষণং ইচ্ছন্তো বয়ং—রুদ্রের রক্ষণশক্তি ইচ্ছুক যে আমরা। অবোচম—এই সূক্তরূপ স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি। অস্মৈনমঃ—রুদ্রদেবকে নমস্কার। শৃনতু নঃ হবম্ মরুত্বান্ মরুৎযুক্ত রুদ্র আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। তৎ নঃ মিত্রং বরুণঃ অদিতি সিন্ধুঃ পৃথিবী দ্যৌঃ—তাহার পৃথিবী আদি ষড়দেবতা। মমহন্তাম্—পূজয়ন্তু, এই প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

বঙ্গার্থ। রুদ্রের নিকট রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া আমরা যাহার স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি মৃত্যুশক্তিসম্পন্ন সেই রুদ্রদেব আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন, পৃথিবী, দ্যৌ, মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু আদি—ব্রহ্মের অপরাপর শক্তিও আমাদিগের এই প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

সমাপ্ত।

যতিপঞ্চক।

মনো নিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সাতীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ। জ্ঞানপ্রবাহাবিমলাদিগঙ্গা, সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে মনের নিবৃত্তিহেতু পরম শান্তিই তীর্থ প্রধানা মণিকর্ণিকা এবং যে কাশীতে জ্ঞান প্রবাহই নির্ম্মলা আদি গঙ্গা, আমি সেই আত্মজ্ঞানরূপা কাশী ॥ ১ ॥

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং। সচ্চিৎসুখৈকং জগদাত্মরূপং, সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে এই চরাচর বিশ্ব মনের বিলাসস্বরূপ কল্পিত ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং জগদাত্মরূপ সচ্চিদানন্দই একমাত্র সুখকর পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি সেই নিজ বোধরূপা কাশী ॥ ২ ॥

পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতি দেহগেহং। সাক্ষীশিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা সাকাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ। যে কাশীতে জীবের দেহরূপ গৃহের পঞ্চকোষে (অন্নময়াদি পঞ্চকোষ) বুদ্ধিরূপাভবানী বিরাজ করেন, যে কাশীতে সর্ব্বান্তরাত্মা সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মাই শিব, আমি সেই নিজ বোধরূপা কাশী ॥ ৩ ॥

কার্য্যং হি কাশ্যতে কাশী, কাশী সর্ব্বং প্রক শতে। সাকাশী বিদিতা যেন, তেন প্রা হি কাশিকা ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ। যে জ্ঞানকাশীদ্বারা মান কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হয় এবং যে জ্ঞান কাশীর মানবের সকল বিষয়ে সংশয় দূরীভূত সেই জ্ঞান কাশী যিনি অবগত হইয়া তিনিই যথার্থ কাশী প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪ ।

কাশীক্ষেত্র শরীরং ত্রিভুবন জননী, ব্যা জ্ঞানগঙ্গা ভক্তিশ্রদ্ধা, গয়েয়ং নিজ গুরু ধ্যানযুক্তঃ প্রয়াগ। বিশ্বেশোঽয়ং তু সকলজনমনঃ, সাক্ষীভূতান্তরাত্মা সর্ব্বং মদীয়ং যদি বসতি পুনস্তী কিমস্তি ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ। এই শরীরই কাশীক্ষেত্র, ত্রিভুবন জননী বিস্তীর্ণা গঙ্গা, ভক্তি শ্রদ্ধা নিজ গুরুচরণে ধ্যান যোগই প্রয়াগ, মনের সাক্ষীস্বরূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তুরী বিশ্বেশ্বর; যখন এই সমুদায় দেহে আছে তখন অন্য তীর্থের জন কি? ॥ ৫ ॥

(সমাপ্ত।)

পরাপূজা।

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চ আসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ ॥ ১ ॥
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ ॥ ২ ॥
নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যাভরণং কুতঃ।
নিত্য তৃপ্তস্য নৈবেদ্যং তাম্বুলঞ্চ কুতো বিভোঃ ॥৩

প্রদক্ষিণাহ্যনন্তস্য হ্যদ্বয়স্য কুতো নতিঃ
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধি
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনং
অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ ॥
এবমেব পরা পূজা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা
একবুদ্ধ্যা তু দেবেশে বিধেয়া তু ব্রহ্মা

বঙ্গার্থ। যিনি পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, তাহার আবার আবাহন ক এবং যিনি সর্ব্বাধারেই রহিয়াছেন, তাহার আবার স্বতন্ত্র আসনের প্রয়োজন কি? যিনি স্বয়ং নির্ম্মল তাহার জন্য আবার পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রয়োজন কি এবং যিনি পবিত্র তাহার আবার আচমনের প্রয়োজন কি? (উপাস্য উপাসকের ভেদ দর্শনই উদ্দেশ্য, আচমন উপাসকেরই রিতে হয়, কিন্তু উপাসক ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসদৃশ নির্ম্মল হয়েন, তখন তাহার আচমনের প্রয়োজন নাই)॥ ১॥

নির্ম্মল পুরুষের স্নানের প্রয়োজন কি? খোদরকে কিরূপ বস্ত্র পরাইবে, নিরালম্ব পুরুষকে কিরূপে উপবীত পরাইবে, গন্ধাদি বিষয় স্পৃহাশূন্য পুরুষের আবার পুষ্পের কি প্রয়োজন?॥ ২॥

নির্লিপ্ত পুরুষের গন্ধের প্রয়োজন কি? বা সুন্দর পুরুষের অলঙ্কার নিষ্প্রয়োজন, নিত্য তৃপ্তকে আবার নৈবেদ্য কি তৃপ্তি প্রদান করিবে এবং সেই বিশ্ববিভুর সম্মান তুমি সামান্য তাম্বুলদ্বারা কি সংবর্দ্ধন করিবে?॥ ৩॥

অনন্ত পুরুষকে কিরূপে প্রদক্ষিণ করিবে, বিশ্বে এক ব্রহ্ম ভিন্ন যখন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তখন কে কাহাকে প্রণাম করে, বেদবাক্যও যাহাকে বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে, তুমি কি প্রকারে তাহার স্তুতি করিবে॥ ৪॥

আলোকাদিদ্বারা স্বপ্রকাশ বিভুর আবার নীরাজনার প্রয়োজন কি? যিনি বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, ইহাকে নগরে প্রদর্শনের জন্য পূজান্তে আবার উদ্বাসনের প্রয়োজন কি? (উদ্বাসন ভাষায় ইহাকে ভাসান্ বলা হইয়া থাকে)॥ ৫॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায়েই দেবদেব পরব্রহ্মে এইরূপ অভেদাত্মিকা বুদ্ধিরূপা পূজার বিধান করিয়া থাকেন॥ ৬॥

(সমাপ্ত।)

একাদশীবিচার।

একাদশী একটী হিন্দুর অবশ্য করণীয় ব্রত। দিবস শাস্ত্রানুসারে কার্য্যাদির অনুষ্ঠান যথা হিন্দুমাত্রেরই বিষ্ণুচরণ পূজা করা উচিত। শাস্ত্রে একাদশীর ব্রতপালনের যেরূপ বিধ ব্যবস্থা আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। প্রথমতঃ কত বৎসর বয়সের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কত বৎসর পর্য্যন্ত একাদশী ব্রত করিবার নিয়ম আছে ও উক্ত ব্রত পালনে কে কে অধিকারী, তাহা লিখিত হইতেছে।

অষ্টাব্দাদ্যধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ। ভুঙ্‌ক্তে যো মানবো মোহাদেকাদশ্যাং স পাপকৃৎ॥”

অর্থাৎ আট বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতি বৎসরপর্য্যন্ত একাদশীর ব্রত করা কর্ত্তব্য।

একাদশী বিভিন্ন সম্প্রদায়িকগণ বিভিন্ন রীতিতে করিয়া থাকেন।

“গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিস্তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥”

স্কন্দপুরাণম্।

অর্থাৎ উভয়পক্ষীয় (শুক্ল ও কৃষ্ণা) একা-

দশীতেই গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও সাগ্নিক সকলেই উপবাস করিবে।

কিন্তু গৃহস্থ যদি পুত্রবান্ হন, তবে তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রে অন্য ব্যবস্থা আছে। যথা—

"আদিত্যেহনি সংক্রান্ত্যাবসিতৈকাদশীদিনে।
ব্যতীপাতে কৃতে শ্রাদ্ধে পুত্রীনোপবসেদ্‌গৃহী॥"

ব্রহ্মপুরাণম্।

অর্থাৎ রবিবারে, সংক্রান্তিদিনে ও কৃষ্ণৈকাদশীতে এবং ব্যতীপাত নিমিত্ত শ্রাদ্ধদিনে পুত্রবান্ গৃহস্থ উপবাস করিবে না।

"শয়নী বোধনী মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অর্থাৎ শয়ন ও বোধন মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহস্থ ব্যক্তিও উপবাস করিবেন।

রমণীগণের মধ্যে বিধবাগণের একাদশী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ—

"বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেৎ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥"

কাত্যায়নঃ।

অর্থাৎ বিধবা নারীর পক্ষে উভয় পক্ষীয় একাদশীই করা কর্ত্তব্য। যদি না করে, তবে তাহার সমস্ত পুণ্যরাশি নাশ ও ভ্রূণহত্যাজনিত পাপ হয়।

সধবা রমণীগণের একাদশী করার পক্ষে শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে, যথা—

"পত্যৌ জীবিতা যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
আয়ুষ্যং হ্রীয়তে পত্যুঃ কুর্ব্বীতানুভয়ো ব্রতং॥"

উদ্ভটঃ।

অর্থাৎ পুত্রবতী সধবা রমণী কোনও একাদশীই করিবে না, তাহাতে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়। কিন্তু স্বামী অনুমতি দিলে উপবাস করিতে পারে।

বিষ্ণুভক্তগণের একাদশীর ব্রত করা এক কর্ত্তব্য। কারণ শাস্ত্রে আছে যে—

"নিত্যং ভক্তিসমাযুক্তৈর্নরৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
পক্ষে পক্ষে চ কর্ত্তব্যমেকাদশ্যামুপোষণং॥"

কালমাধবীয়ে নারদ

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তগণ শুক্ল ও কৃষ্ণা উ পক্ষীয় একাদশীতেই উপবাস করিবে। তা দের পক্ষে গৃহস্থ পুত্রবান্ প্রভেদ নাই। কারণ

"স পুত্রশ্চ স ভার্য্যাশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতৈঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তের পক্ষে একাদশী নি ব্রত। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ একাদশী তাহাদের নি কর্ত্তব্য। অতএব বিষ্ণুভক্তগণ ভার্য্যা, পুত্র স্বগণ সমভিব্যাহারে উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া ব্রতপালন করিবে।

"শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে বিষ্ণুপূজন তৎপরঃ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

ব্যবস্থানির্ণয়

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥
অদৎসং কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে
তদ্দিনে সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নাশ্রিতানি চ॥"

ভবিষ্যপুরাণম্

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাদি যে সকল পাপ আ তাহারা একাদশীর দিনে অন্নকে আশ্রয় করি অবস্থিতি করে; সুতরাং উক্ত দিবস অন্নাহা করিলে সেই সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে তাই একাদশীর দিবস কিছুতেই অন্নাহা করিবে না।

একাদশীর ব্রত নিত্য, তাই অশৌচাদি অন্য কোনও প্রতিবন্ধক হইলেও ব্রতভঙ্গ হই না। একাদশীদিবস স্ত্রীলোক রজস্বলাদি কার বশতঃ অশুদ্ধা থাকিলে স্বয়ং উপবাস করি অন্যদ্বারা পূজাদি করাইবে। সাধারণতঃ এম

কোনও প্রতিবন্ধকই নাই যে তাহাতে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হইতে পারে।

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
মৃতকে সূতকে বাপি অন্যস্মান্নাপ্যশৌচকে।
সর্ব্বথা ন পরিত্যজ্যা ইচ্ছতা শ্রেয় আত্মনঃ॥"

পদ্মপুরাণম্।

একাদশীর উপবাসের দিবস একেবারে নিরম্বু থাকা বিধেয়। কিন্তু যাহারা নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রে বিধান আছে যে—

"উপবাসা সমর্থেঽপি ফলমূলাদিভোজনম্।
সকৃদ্ভুক্তে হবিষ্যান্নং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ॥
ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী সা উপবাসফলং লভেৎ।
উপবাসাসমর্থশ্চ একং বিপ্রন্তু ভোজয়েৎ।
কিঞ্চিদ্ধনানি বা দদ্যাদ্ য ভক্তা দ্বিগুণং ভবেৎ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি যদি ফল, মূল ও জল আহার করে, বা একবার হবিষ্য কম্বা বিষ্ণুর নৈবিদ্য ভোজন করে, তবে সে প্রত্যবায়ী হইবে না। আর উপবাসে অশক্ত ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, ও নিজে যাহা আহার করিবে, তাহার মূল্যের দ্বিগুণ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। কিন্তু বিষ্ণুর শয়ন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও উত্থান একাদশীতে কিছুমাত্র আহার করিবে না। কারণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফলমূলজলাহারী হৃদিশল্যং সমর্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ আমার শয়ন, আমার উত্থান ও আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে যে ব্যক্তি ফল, মূল, এমন কি জলমাত্রও আহার করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য নিক্ষেপ করে। অতএব ঐ তিন দিবসীয় একাদশীতে সকলেরই নিরম্বু উপবাস থাকা উচিত।

এখন একাদশীব্রতের সময় নিরূপণ করা যাইতেছে।

"পূর্ণাম্বেকাদশী ত্যজ্যা দ্বিতীয়ং বর্দ্ধতে যদি।
দ্বাদশ্যাং পারণালাভে পূর্ব্বৈব পরিগৃহ্যতে॥"

প্রচেতাঃ।

"সংপূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্রোত্তরাং যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্‌গৃহী॥"

স্কন্দপুরাণম্।

"একাদশী প্রবৃদ্ধা চেৎ শুক্লে কৃষ্ণে বিশেষতঃ।
উত্তরান্ত যতিঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্বামুপবসেদ্‌গৃহী॥"

কূর্ম্মপুরাণম্।

"পুনঃ প্রভাতসময়ে ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
তত্রোপবাসো বিহিতো বনস্থস্য যতেস্তথা॥"

গরুড়পুরাণম্।

"বিধবাস্ত তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ।
একাদশ্যামুপবসেৎ দ্বাদশীমথবা পুনঃ।
বিমিশ্রাস্বাপি কুর্ব্বীত ন দশম্যাযুতাং কচিৎ॥"

ব্রহ্মপুরাণম্।

পূর্ণ একাদশী অর্থাৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে। যদি দ্বিতীয় দিনে কিঞ্চিৎ একাদশী থাকে, তবে পূর্ব্বৈকাদশীকে বর্জ্জন করিয়া ঐ দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। কারণ দ্বাদশীতে পারণ করিতে হয় বলিয়া আর যদি দ্বাদশীতে পারণযোগ্য কাল না পায়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে ৬০ দণ্ড একাদশী পরদিনে একদণ্ড তৎপর দ্বাদশী ও রাত্রি শেষে দ্বাদশীর মোচন হইয়া ত্রয়োদশী হইয়াছে। এমতস্থলে ৬০ ষাইটদণ্ডাত্মিকা পূর্ব্বৈকাদশীকেই গ্রাহ্য করিবে। কারণ পারণযোগ্যকাল প্রাপ্ত হয় না বলিয়া। আর যদি পূর্ব্বদিন দশমীযুক্ত একাদশী আর পরদিন দ্বাদশীযুক্ত একাদশী অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে পনর দণ্ডের পর একাদশী হইয়াছে, আর পরদিন যদি পারণযোগ্যকাল-পর্য্যন্ত দ্বাদশী থাকে। আর যদি না থাকে

তথাপি দশমীযুক্ত একাদশীকে পরিত্যাগ করিবে।

"একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
তত্র ক্রতু শতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্॥"

একাদশীতত্ত্ব:।

যদি সূর্য্যোদয়ের পর কিছুকাল দশমী পরে একাদশী ও তৎপর তাহার ক্ষয় হইয়া দ্বাদশী হয়, তবে শুদ্ধ দ্বাদশীতেই উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। তাহাতে শত যজ্ঞের ফললাভ হয়। কিন্তু এরূপ যোগ অতি দুর্লভ। যথা—

"কুর্য্যাদলাভে সংযুক্তাং নালাভেঽপি প্রবোধিনীং

যদি একাদশী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা পরদিনে না থাকে ও দ্বাদশী হয়, তবে দ্বাদশীর একপাদ পরিত্যাগ করিয়া পারণ করিবে। কারণ দ্বাদশী প্রথমপাদ একাদশীর তুল্য। যথা—

"দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।
তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণু তৎপরঃ॥"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্

শ্রীরাজকুমার কাব্যরত্ন

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

অধ্যাত্মপ্রকরণ।

নিঃসরন্তি যথা লোহ পিণ্ডাত্তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ।
সকাশাদাত্মনস্তদ্বৎ আত্মনঃ প্রভবন্তি হি॥ ৬৭॥
তত্রাত্মাহি স্বয়ং কিঞ্চিৎ কর্ম্মকিঞ্চিৎ স্বভাবতঃ।
করোতি কিঞ্চিদভ্যাসাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়াত্মকম্॥৬৮॥
নিমিত্তমক্ষরঃ কর্ত্তা বোদ্ধাব্রহ্মগুণী বশী।
অজঃ শরীরগ্রহণাৎ সজাত ইতি কীর্ত্ত্যতে॥৬৯॥
সর্গাদৌ স যথাকাশং বায়ুং জ্যোতির্জ্জলং মহীং।
সৃজত্যেকোত্তরগুণাং স্তথাদত্তে ভবন্নপি॥৭০॥
আহুত্যাপ্যায়তে সূর্য্যঃ সূর্য্যাৎ বৃষ্টিরথৌষধিঃ।
তদন্নং রসরূপেণ শুক্রত্বমধিগচ্ছতি॥ ৭১॥
স্ত্রীপুংসয়োস্ত সংযোগে বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে।
পঞ্চধাতূন্ স্বয়ং ষষ্ঠ আদত্তে যুগপৎ প্রভুঃ॥৭২॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃপ্রাণো জ্ঞানমায়ুঃসুখংধৃতিঃ।
ধারণাপ্রেরণং দুঃখমিচ্ছাহং কারএব চ॥ ৭৩॥
প্রযত্ন আকৃতির্বর্ণঃ স্বরদ্বেষৌ ভবাভবৌ।
তস্যৈ তদাত্মজং সর্ব্বমনাদেরাদিমিচ্ছতঃ॥ ৭৪॥
প্রথমে মাসি সংক্লেদভূতোধাতুবিমূর্চ্ছিতঃ।
মাস্যর্ব্বুদং দ্বিতীয়েতু তৃতীয়েঽঙ্গেন্দ্রিয়ৈর্যুতঃ॥৭৫॥
আকাশল্লাঘবং সৌক্ষ্ম্যং শব্দং শ্রোত্রং বলাদিকং।
বায়োশ্চ স্পর্শনং চেষ্টাং ব্যূহনং রৌক্ষমেব চ॥৭৬॥
পিত্তাত্তু দর্শনং পক্তি মৌষ্ণ্যং রূপং প্রকাশিতং
রসাত্তু রসনং শৈত্যং স্নেহং ক্লেদং সমার্দ্দবম্॥৭৭
ভূমের্গন্ধং তথা ঘ্রাণং গৌরবং মূর্ত্তিমেব চ।
আত্মাগৃহ্নাত্যজঃ সর্ব্বং তৃতীয়ে স্পন্দতে ততঃ॥৭৮
দোহদস্যাপ্রদানেন গর্ভোদোষমবাপ্নুয়াৎ।
বৈরূপ্যমরণং বাপি তস্মাৎকার্য্যং প্রিয়ং স্ত্রিয়াঃ॥
স্থৈর্য্যং চতুর্থেঽঙ্গানাং পঞ্চমেশোণিতোদ্ভবঃ।
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোমাঞ্চ সম্ভবঃ॥ ৮০॥
মনশ্চৈতন্যযুক্তোঽসৌ নাড়ীস্নায়ুশিরাযুতঃ।
সপ্তমে চাষ্টমে চৈব ত্বঙ্মাংসস্মৃতিমানপি॥ ৮১॥
পুনর্গর্ভং পুনর্ধাত্রীমোজস্তস্য প্রধাবতি।
অষ্টমে মাস্যতোগর্ভো জাতঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে॥৮২
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
নিঃসার্য্যতে বাণইব যন্ত্রচ্ছিদ্রেণ সজ্বর॥ ৮৩॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বে ধ্যানযোগে আত্মস্থি আত্মা দর্শন করিবে বলা হইয়াছে কি জীব ও পরমাত্মার ভেদ নাই ইহা প্রদর্শনা কথিত হইতেছে। যেমন তপ্তলৌহপিণ্ড হই স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয় অথচ বস্তুত এ হইলেও, ইহা লৌহপিণ্ড এবং এইসকল স্ফুলিঙ্গ

এইরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যবহার হয়। সেইরূপ পরমাত্মার নিকট হইতে এই সকল জীবাত্মা নিঃসৃত হইয়াছে। ফলতঃ এক হইলেও পৃথক্ পৃথক্ ব্যবহার হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

তাহার মধ্যে প্রত্যেক জীবাত্মাই পাপ বা পুণ্যজনক কিছু কিছু কর্ম্ম (অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বক) কিছু কিছু যদৃচ্ছাক্রমে (যথা পিপীলিকা ভোজন) এবং কিছু কিছু জন্মান্তরীণ অভ্যাসবশতঃ করেন। (ইহাই ভাবিজন্মের কারণ) ॥ ৬৮ ॥

পরমাত্মা ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপ, কার্য্য নহে। কেননা তিনি নিত্য আত্মা জগতের কর্ত্তা কেননা তিনিই চেতন (অচেতন প্রধানাদি কর্ত্তা হইতে পারে না।) আত্মা সর্ব্বব্যাপক, গুণাধান অর্থাৎ সত্বাদিগুণত্রিতয়ের নিয়ন্তা এবং কাহারও অধীন নহেন। তিনি বস্তুতঃ জন্মরহিত হইলেও শরীর ধারণবশতঃ জাত বলিয়া ব্যবহৃত হন। প্রকৃতপক্ষে জীব ও পরমাত্মা একই পদার্থ, কেবল পরমাত্মার যে সকল অংশবিশেষ অনাদিবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে তাহাই জীবনামে ব্যবহৃত ॥ ৬৯ ॥

প্রলয়ের পর সৃষ্টির আদিতে সেই পরমেশ্বর আত্মা যেরূপ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবীকে উত্তরোত্তর এক অধিক গুণযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন (অর্থাৎ আকাশ শব্দ গুণযুক্ত, বায়ু শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত, জ্যোতিঃ শব্দ স্পর্শ ও রূপযুক্ত, জল শব্দ স্পর্শরূপ ও রসযুক্ত, পৃথ্বী শব্দ স্পর্শরূপ রস ও গন্ধযুক্ত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে।) সেইরূপ তিনিও স্বয়ং ও অংশাংশবিশেষে উৎপন্ন হইবার সময় ঐ সকল পদার্থকে গ্রহণ করেন ॥ ৭০ ॥

সূর্য্য আহুতিদ্বারায় পরিতৃপ্ত হন, সূর্য্য হইতে বর্ষণ হয়, অনন্তর ধান্যাদি ওষধি সমুদায়রূপ অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই অন্ন রসরূপে পরিণত হইয়া ক্রমে শোণিত ও বীর্য্যভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥

ঋতুকালে স্ত্রী পুরুষ সংসর্গসম্ভূত বিশুদ্ধ শুক্রশোণিত অবলম্বন করিয়া ষষ্ঠধাতুরূপী প্রভু চৈতন্যময় অচেতন আকাশাদি পঞ্চধাতু বা পঞ্চভূতকে শরীরারম্ভে সহকারী করিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জ্ঞান আয়ু সুখ ধৃতি ধারণা (অর্থাৎ বুদ্ধি ও মেধা) প্রেরণা (ইন্দ্রিয় পরিচালনা) দুঃখ ইচ্ছা অহঙ্কার প্রযত্ন আকৃতিবর্ণ স্বর দ্বেষ মঙ্গল অমঙ্গল, এই সকল পদার্থ শরীর গ্রহণেচ্ছু অনাদি আত্মার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের কার্য্য ॥ ৭৩—৭৪ ॥

গর্ভের প্রথমমাসে সেই ষষ্ঠধাতু অপর ধাতু সংযোগে তরল ভাবাক্রান্ত হইয়া দ্রবরূপে থাকে। দ্বিতীয়মাসে ঈষৎ কঠিন মাংস পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তৃতীয়মাসে আকাশ হইতে লাঘব সূক্ষ্মদর্শিতা ভোগ্যশব্দ শ্রবণেন্দ্রিয় এবং বলাদি, বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয় গমনাদি চেষ্টা ব্যূহন (হস্তপদাদি অবয়বের আকুঞ্চন প্রসারণ) কাঠিন্য এবং স্পর্শ;—তেজঃ হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিপাক শক্তি উষ্ণতারূপ এবং লাবণ্য; জল হইতে রসেন্দ্রিয় রস অঙ্গের স্নিগ্ধতা কোমলতা এবং ক্লেদ; পৃথিবী হইতে গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয় গুরুতা এবং দৃশ্যমান জড়দেহ সংগ্রহ করেন। অনন্তর চতুর্থমাসে স্পন্দন হইয়া থাকে ॥ ৭৫—৭৮ ॥

গর্ভাবস্থায় যে সকল বস্তুতে অভিলাষ হয়, গর্ভিণীকে তাহা প্রদান না করিলে গর্ভ বৈরূপ্য বা মরণ ইহার অন্যতর দোষ প্রাপ্ত হইবে, অতএব গর্ভিণী স্ত্রীর প্রিয় আচরণ করিবে ॥ ৭৯ ॥

চতুর্থমাসে অবয়ব সকলের স্থিরতা (দৃঢ়তা) হয়। পঞ্চমমাসে রক্তসঞ্চার হইয়া থাকে।

ষষ্ঠমাসে বল বর্ণ নখ এবং রোম সমুদায় সমুৎপন্ন হইতে থাকে॥ ৮০॥

সপ্তমমাসে ঐ গর্ভ মন চৈতন্য নাড়ী এবং স্নায়ুযুক্ত হয়। অষ্টমমাসে দৃঢ়ত্বক্ মাংস স্মৃতি শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৮১॥

অষ্টম মাসিক গর্ভে ওজঃ পদার্থ গর্ভধারিণীর এবং গর্ভের প্রতি বারম্বার প্রধাবিত হয়; তজ্জন্য অষ্টমমাসে ভূমিষ্ঠ হইলে বালকের প্রায়শই মৃত্যু হয়। (ফলতঃ ওজঃ স্থিতিই জীবনের প্রতি প্রধান কারণ, জনকজননীর দৃঢ়তায় ওজঃস্থিতি হইয়া থাকে, তাহার আরম্ভ সম সপ্তমমাস তজ্জন্য সপ্তমমাসের পূর্ব্বে জন্মি কোনমতেই জীবিত থাকিবে না॥ ৮২॥

জীব নবম কিম্বা দশমমাসে স্বজব অবস্থা প্রবল প্রসব বায়ুবেগে ধনুর্মুক্তবাণের ন্যা যন্ত্র ছিদ্রদ্বারা নিষ্কাশিত হয়॥ ৮৩॥

হৃদয়স্থিত ঈষদুষ্ণ শুদ্ধ পীতবর্ণ পদার্থ বিশে ওজঃ নামে অভিহিত। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ—

গোপাল-তাপনী।

হিন্দু পত্রিকা ১১৩ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় প্রবন্ধ।

তানুবাচ যত্তস্য পীঠং হৈরণ্যা অষ্টপলাশ-ম্বুজং। তদন্তরালিকেঽনলাস্ত্রযুগং তদন্তরাদ্যার্ণা-খিলবীজং কৃষ্ণায় নমঃ ইতি বীজাদ্যং স ব্রহ্মাণ-মাধায়ানঙ্গ গায়ত্রীং যথা বদ্ব্যালিখ্য ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বাঽঙ্গবাসুদেবাদি রুক্মিণ্যাদি স্বশক্তীন্দ্রাদি বাসুদেবাদি পার্থাদি নিধ্যাবীতং যজেৎ। সন্ধ্যাসু প্রতিপত্তিভিরুপচারৈস্তেনাস্যা-খিলং ভবত্যখিলং ভবতীতি॥ ২॥ (ক)

ব্যাখ্যা। যৎ তস্য পরমাত্মনো পীঠং তৎ তান সনকাদীন ব্রহ্ম উবাচ। হৈরণ্যাষ্টপলাশম-ম্বুজং পীঠং স্থাপয়িত্বা সৌবর্ণাষ্টদলং অম্বুজং স্থাপয়েৎ গন্ধযুতেন চন্দনেন বা বিলিখেৎ ইত্যর্থঃ। তদন্তরালিকে তস্য কমলস্য অন্তরাল-ভবপ্রদেশ। অনলাস্ত্রযুগং ত্রিকোণদ্বয়ং লি দিত্যর্থঃ। তদন্তরা—তস্য ষট্‌কোনস্য অন্ত মধ্যে। আদ্যার্ণ—অখিলবীজং—অ.দ্য.ণক্ অখিলকার্য্যস্য বীজং কামবীজং সাধ্যনাম কর্ম্ম লিখেদিতি শেষঃ। কৃষ্ণায় নম ইতি বীজা কামবীজেন ষড়স্র সান্ধনু ষড়ক্ষরং লিখে স ব্রহ্মণমাধায়—পূর্ব্বলিখিতং কর্ণিকাস্থ মনঃ বীজং স ব্রাহ্মণং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোপেতং আ ইত্যর্থঃ। মন্ত্র তদ্দ্রষ্টোরভেদাৎ মন্ত্রো ব্রহ্মা। য কোণস্য পূর্ব্ব নৈঋত্য বায়ব্যকোণেষু শ্রীমি বীজং লিখেৎ। আগ্নেয় পশ্চিমেশান কোণে হ্রীমিতি বীজং লিখেৎ। অনঙ্গ গায়ত্রীং অ দলস্য সর্ব্বজনসম্মোহন কেশরেষু অনঙ্গ কাম গায়ত্রীং যথাবৎ লিখেৎ। ক সর্ব্বজন প্রিয়ায়।

সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু ইত্যাষ্টা চত্তারিংশদক্ষরং মালামন্ত্রং প্রতিদ

(ক) পাঠক পীঠের বর্ণনা পড়াইতেই যেন অধীর হইয়া পড়েন না। অনুগ্রহ করিয়া যেন গোপাল-তাপনীর শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করেন। শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে আপাত নীরস পীঠ বর্ণনাও শেষ সরস হইবে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব প্রবন্ধটিও যেন একবার পড়িয়া লয়েন।

ষট্ অক্ষরং ক্রমেণ লিখেৎ। অষ্টাদলস্তোপরি বৃত্তং কৃত্বা মাতৃকাক্ষরৈর্বেষ্টয়েদিত্যপি বোধ্যং। ভূমণ্ডলং শূলবেষ্টিতং কৃত্বা ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রং। যদা পুনঃ পূজার্থং যন্ত্রং ক্রিয়তে তদাতু পূর্ব্বং মণ্ডূকাদি পৃথিব্যন্তং পূজয়েৎ কর্ণিকোপরি। অগ্ন্যাদি পীঠপাদেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। চতুর্ষু পীঠগাত্রেষু ধর্ম্মাদীংশ্চতুরো যজেৎ। কর্ণিকায়াং ততোঽনন্তং পদ্মান্তঞ্চ ততো যজেৎ। তারবর্ণ প্রভিন্নানি মণ্ডলানি ক্রমান্ততঃ। স্বত্তং রজস্তম ইতি যজেতাত্ম-চতুষ্টয়ং। আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মেতি ক্রমাৎ সুধীঃ। বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানক্রিয়া—যোগেতি পঞ্চমী। প্রহ্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা প্রাগাদ্যষ্টসু পত্রেষু কর্ণিকায়াং যজেন্মনে। ওঁ নম বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগ যোগপদ্মপীঠাত্মনে নমঃ ইতি পীঠমন্ত্র ময়মস্তোপরিন্যস্য ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্য দেবমাবহ্য নারদ। অর্ঘ্যাদি ধূপদীপাদি মুপচারান্ প্রকল্পয়েৎ।

অথাবরণপূজাং কুর্য্যাৎ। অঙ্গ ইতি প্রথমাবরণমাহ। ষট্‌কোণস্থাগ্নেয় নৈঋ্র্ত্যবায়ব্যেশানেষু হৃদয় শিরঃ শিখা কবচানি অগ্রভাগে নেত্রং পূর্ব্বাদি দিক্ষু চ অস্ত্রং ইত্যঙ্গানি পূজয়েৎ। বাসুদেবেতি দ্বিতীয়াবরণমাহ। পূর্ব্বপশ্চিমযাম্যোত্তরদলেষু যথাক্রমং বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধান্ পূজয়েৎ। আগ্নেয় নৈঋ্র্ত্য বায়ব্যেশানেষু যথাক্রমং শান্তি শ্রীসরস্বতী রতীঃ পূজয়েৎ।

[তৃ]তীয়াবরণমাহ। রুক্মিণ্যাদিশক্তয়ঃ কৃষ্ণ[স্য]। দলেষু রুক্মিণী সত্যভামা জাম্ববতী নাগ্নজিতী মিত্রবিন্দা কালিন্দী চ তথা লক্ষ্মণা চ সুশীলা চ পূজ্যা হেমাভিত-ইত্যর্থঃ। বসুদেবাদ্যাবরণমেব চতুর্থং পূর্ব্বভাগে বাসুদেবায় পীতবর্ণায়। আগ্নেয়কোণে দেবক্যৈ শ্যামলায়ৈ দক্ষিণভাগে নাদায় কর্পূরগৌরায় নৈঋ্র্ত্যকোণে যশোদায়ৈ কুঙ্কুমগৌর্য্যৈ। পশ্চিমে বলদেবায় শঙ্খকুন্দেন্দু-ধবলায়। বায়ব্যে কলাপশ্যামলায়ৈ সুভদ্রায়ৈ। উত্তরকোণে গোপেভ্যঃ। ঈশানকোণে গোপীভ্যঃ। পঞ্চমন্তু পাথাদ্যাবরণং। অর্জ্জুন নিশঠোদ্ধব দারুকবিশ্বক্‌সেন সাত্যকি গরুড় নারদ পর্ব্বতান্ পূজয়েৎ। ষষ্ঠং নিধ্যাবরণং পূর্ব্বদিশি ইন্দ্রনিধয়ে, আগ্নেয়দিশি নীলনিধায় চ যাম্যে কুন্দায় নমঃ। নৈঋ্র্ত্যকোণে মকরায় পশ্চিমে আনন্দায়। বায়ব্যে কচ্ছপায়। উত্তরে শঙ্খনিধায়। ঈশানকোণে পদ্মনিধায়। সপ্তমমিন্দ্রাদ্যাবরণং। ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় পূর্ব্বদলে। এবমগ্ন্যাদিষু অগ্নয়ে রক্তবর্ণায়। যমায় নীলোৎপলবর্ণায়। রক্ষোধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায়। বায়বে ধূম্রবর্ণায়। বরুণায় শুক্লবর্ণায়। কুবেরায় নীলবর্ণায়। ঈশানায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বেশানয়োর্ম্মধ্যে ব্রহ্মণে গোরচনাবর্ণায়। নৈঋ্র্ত্য পশ্চিময়োর্ম্মধ্যে শেষনাগায় শ্বেতবর্ণায়। পূর্ব্বদলে বজ্রায় পীতবর্ণায়। শক্ত্যৈ শুক্লবর্ণায়। দণ্ডায় নীলবর্ণায়। শঙ্খায় শ্বেতবর্ণায়। পাশায় বিদ্যুৎবর্ণায়। ধ্বজায়ৈ রক্তায়ৈ। গদায়ৈ নীলায়ৈ। ত্রিশূলায় শুক্লবর্ণায় ইত্যষ্টমাবরণং।

আবীতমিতি। এতৈঃ আবরণৈঃ আবীতং পরমেশ্বরং পূজয়েৎ।

সন্ধ্যাসু—ত্রিকালসন্ধ্যাসু ধ্যানৈঃ উপচারৈঃ ষোড়শোপচারাদি মহারাজোপচারৈঃ পূজয়েৎ।

তেন আরাধনেন অস্যারাধকস্য অখিলং পুরুষার্থচতুষ্টয়ং ভবতি।

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মা সনৎকুমারাদি মুনিগণকে বলিলেন—পীঠস্থাপন করিয়া তদুপরি স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্টদলপদ্ম স্থাপন করিবে অথবা (চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যদ্বারা পীঠে অষ্টদলপদ্ম লিখিবে) তদনন্তর উক্ত পদ্মের মধ্যস্থলে দুই ত্রিকোণ

লিখিত হইবে, পরে সেই ষট্‌কোণের মধ্যভাগে কামবীজ এবং কামবীজ সহিত কৃষ্ণায়ঃ নমঃ এই ছয় অক্ষর ষট্‌কোণের সন্ধিতে লিখিতে হইবে। তৎপর উক্ত কামবজী ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। তাহার পর ষট্‌কোণের পূর্ব্বনৈর্ঋত বায়ুকোণে শ্রীং বীজ, আগ্নেয় পশ্চিম ঈশানকোণে হ্রীং বীজ লিখিতে হইবে। তৎপরে সর্ব্বজন সম্মোহক অষ্টকেশরে ছয়টী ছয়টী অক্ষরে অষ্টচত্বারিংশদক্ষরী কামগায়ত্রী (কামদেবায় সর্ব্বজনপ্রিয়ায় সর্ব্বজনসম্মোহনায় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল সর্ব্বজনস্য হৃদয়ং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা) লিখিতে হইবে। পরে অষ্টদলপদ্মের উপরিভাগে বলয়াকৃতি মাতৃকাবর্ণ বেষ্টিত করিবে। তৎপরে ভূমণ্ডলকে শূলবেষ্টিত অর্থাৎ ভূগৃহঃ চতুরস্র করিয়া অষ্টবজ্রযুক্ত করিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিতে হয়। যখন পূজার লিখিত যন্ত্র করিবে তখন পূর্ব্বলিখিতানুসারে নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণিকোপরি মণ্ডূকাদি পৃথিব্যন্তকে পূজা করিকে। পরে অগ্ন্যাদি পীঠপাদে ধর্ম্মাদি চতুষ্টয়কে পূজা করিবে। তৎপরে কর্ণিকাতে অনন্ত এবং পদ্মের অন্তে প্রণব ও বর্ণসমূহকে যথাক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর সত্ত্ব রজস্তম এই তিন গুণ এবং আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চতুষ্টয়কে পূজা করিবে। তৎপরে পদ্মের অষ্টাদল ও কর্ণিকার বিমলা উৎকর্ষিণী জ্ঞানক্রিয় যোগা, প্রহ্বী সত্যা ঈশানা ও অনুগ্রহা এই শক্তির পূজা করিবে। তৎপরে (ওঁ নমো বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগ পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ) এই পীঠমন্ত্র পদ্মের উপরি বিন্যাসপূর্ব্বক পীঠকে অর্চ্চনা করিয়া দেবকে আহ্বান পুরঃসর পাদ্য অর্ঘ ধূপ দীপ নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। অনন্তর আবরণ পূজা করিবে। প্রথম অঙ্গ আবরণ। ষট্‌কোণের আগ্নে নৈঋত্য বায়ু ও ঈশানাদি কোণচতুষ্টয়ে হৃদয় শিরঃশিখা কবচ এই চতুষ্টয়কে এবং অগ্রভাগে নেত্র ও পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে অস্ত্রকে পূজা করিবে। দ্বিতীয় আবরণ যথা—পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তর দলে যথাক্রমে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে পূজা করিবে। তৎপরে অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শান্তি, শ্রীসরস্বতী রতিকে পূজা করিবে।

তৃতীয় আবরণ। পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদি ক্রমে কৃষ্ণশক্তিস্বরূপা রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিত মিত্রবিন্দা কালিন্দী লক্ষণা এবং সুশীলাকে পূজা করিবে। চতুর্থ আবরণ যথা পূর্ব্বদিকে পীতবর্ণ বসুদেব, অগ্নিকোণে শ্যামলবর্ণা দেবকী, দক্ষিণে কর্পূর গৌরবর্ণ নন্দ নৈঋত্যকোণে কুঙ্কুম গৌরাঙ্গী যশোদা, পশ্চিমে শঙ্খেন্দু কুন্দধবল বলদেব, বায়ুকোণে কলাপক শ্যামলা সুভদ্রা, উত্তরে গোপগণ এবং ঈশান কোণে গোপীগণকে যথাক্রমে পূজা করিবে। পঞ্চম আবরণ অর্জ্জুন, নিশঠ, উদ্ধব, দারুক, বিশ্বক্সেন, সাত্যকি, গরুড়, নারদ এবং পর্ব্বতকে পূজা করিবে। ষষ্ঠ আবরণ। পূর্ব্বে ইন্দ্রনিধি, অগ্নিকোণে নীলনিধি, দক্ষিণে কুন্দ, নৈঋত কোণে মকর, পশ্চিমে আনন্দ, বায়ুকোণে কচ্ছপ উত্তরে শঙ্খনিধি, ঈশানকোণে পদ্মনিধি। সপ্তম আবরণ। পূর্ব্বদলে পীতবর্ণ ইন্দ্র, অগ্নিকোণে রক্তবর্ণ অগ্নি, দক্ষিণে নীলোৎপল বর্ণ যম, নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ রক্ষোধিপতি, পশ্চিমে শুক্লবর্ণ বরুণ, বায়ুকোণে ধূম্রবর্ণ বায়ু, উত্তরে নীলবর্ণ কুবের, ঈশানকোণে শ্বেতবর্ণ ঈশান।

অষ্টম আবরণ—পূর্ব্ব ও ঈশান এই দুইয়ের মধ্যে গোরোচনা বর্ণ ব্রহ্মা, নৈর্ঋত ও পশ্চিমের মধ্যে শুক্লবর্ণ শেষ নাগ। পূর্ব্বাদিদলে পীতবর্ণ বজ্র, শুক্লবর্ণা শক্তি, নীলবর্ণ দণ্ড, শ্বেতবর্ণ শঙ্খ,

ত্যুংবর্ণ পাশ, রক্তবর্ণ ধ্বজা, নীলবর্ণ গদা এবং কৃবর্ণ ত্রিশূলকে পূজা করিবে। এই সকল াবরণদ্বারা পরিবেষ্টিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রসন্ধ্যা ধানপূর্ব্বক ষোড়শোপচারাদিদ্বারা পূজা রিবে। এইরূপ পূজাদ্বারা উপাসকের ধর্ম্ম র্থ কাম মোক্ষরূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ হয়। পীঠের চিত্র পরে দেওয়া হইল।)

তদিহ শ্লোকা ভবন্তি। একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং ীঠস্থং যেঽনুভজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নতরেষাম্॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা। একঃ—স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত-ভদরহিতঃ। বশী—বশে সর্ব্বমাস্তা স্তীতি বশী। র্ব্বগঃ—সর্ব্বত্র দেশতঃ কালতঃ বস্তুতাশ্চপরি-চ্ছিন্নঃ। ইড্যঃ—স্তুত্যঃ। বহুধা বিভাতি—জগৎ-পালনায় বিবিধং প্রকাশতে। পীঠস্থং অনু পীঠস্থং লক্ষীকৃত্য। শাশ্বতং—নিত্যানন্দাত্মকং সুখং।

বঙ্গার্থ। শ্রীকৃষ্ণ এক অর্থাৎ স্বজাতীয় ও স্বগতভেদরহিত, সকলেই ইঁহার বশীভূত, িনি সর্ব্বগ অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ইতি স্তুত্য ইনি এক হইয়াও জগৎপালনের জন্য বিবিধরূপ ধারণ করিয়া াকেন, যে ধীর ব্যক্তিরা পীঠস্থ লক্ষ্য করিয়া তাহার ভজনা করে, তাহারা নিত্যানন্দাত্মক খভোগ করে, অন্যে সে সুখভোগ করিতে রে না।

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেত নানামেকো হূনাং যো বিদধাতিকামান্। তং পীঠগং যেঽনুভজন্তি ধীরা স্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নতরেষাম্॥ ২২ ॥

যিনি নিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তুর ধ্যে চেতন, যিনি এক হইয়া অনেকের কামনা াধান করেন, তাহাকে পীঠসহ লক্ষ্য করিয়া ধীর ব্যক্তিরা ভজনা করেন, তাহারা নিত্যানন্দাত্মক সিদ্ধিলাভ করেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যযুক্তাঃ সংযজন্তি ন কামান্। তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েৎ আত্মপদং তদৈব॥ ২৩ ॥

যে সমুদায় ব্যক্তিরা সর্ব্বদা প্রযত্নসহকারে বিষ্ণুর এই পরমপদ আরাধনা করেন, এবং বিষয় বাসনার আরধনা করেন না, তাহাদের প্রযত্নহেতু কৃষ্ণ গোপবেশে তাহাদের নিকট আত্মপদ অর্থাৎ স্বরূপ প্রকাশ করেন।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বিদ্যাস্তস্মৈ গোপায়তিস্ম কৃষ্ণঃ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণং মনু ব্রজেৎ। ২৪ ॥

ব্যাখ্যা। বিদ্যাঃ—বেদান্। গোপায়তি—রক্ষতি উপদিশতি বা। দেবম্—দ্যোতনাত্মকং। আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং—স্বপ্রকাশং।

বঙ্গার্থ। যিনি সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাহার জন্য বেদ রক্ষা করেন বা তাহাকে বেদের উপদেশ দেন, সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময় শ্রীকৃষ্ণকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিবে।

ওঙ্কারেণান্তরিতং যে জপন্তি গোবিন্দস্য পঞ্চপদমনুম্। তেষামসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং তস্মাৎ মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্য শান্ত্যৈ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ। যাহারা ওঙ্কার দ্বারা অন্তরিত গোবিন্দের পঞ্চপদী মন্ত্র জপ করেন, গোবিন্দ তাহাদিগকে আপনার রূপ দর্শন করান, এই জন্য মুমুক্ষু পুরুষ নিত্য শান্তির জন্য গোবিন্দ মন্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবে। (কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

এতস্মাদন্যে পঞ্চপদাদভূবন্ গোবিন্দস্য মনবঃ মানবানাং দশার্ণাদ্যাস্তেপি সংক্রন্দনাদ্যৈরভ্যস্যন্তে ভূতিকামৈর্যথাবৎ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। দশার্ণাদ্যাঃ—দশাক্ষরাঃ। সংক্রন্দ-

ন্যাদ্যৈঃ—ইন্দ্রাদ্যৈঃ। ভূকামৈঃ—ঐশ্বর্য্যকামৈঃ।

বঙ্গার্থ। এই পঞ্চপদী মন্ত্র ভিন্ন দশাক্ষর প্রভৃতি গোপালমন্ত্র সনকাদি ঋষি হইতে স্ফূরণ হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যকাম ইন্দ্রাদি দেবতারা উহা অভ্যাস করিয়া থাকেন।

যদেতস্য স্বরূপার্থং বাচা বেদয়ন্তি তে পপ্রচ্ছুঃ তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মেধ্যায়তঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পরস্তাদাবিবভূ্ব॥ ২৭॥

ব্যাখ্যা। যৎ—যস্মাৎ। এতস্য—শ্রীকৃষ্ণস্য। স্বরূপার্থং—স্বরূপ ভূতমর্থং। বাচা বেদয়ন্তি—বাচা প্রকাশয়ন্তি। তে পপ্রচ্ছুঃ—তে মুনয়ঃ মন্ত্র স্বরূপং পপ্রচ্ছুঃ। ব্রহ্মসবনং—ব্রহ্মণঃ সময়ং প্রথমপরার্দ্ধং বর্ত্তমানস্য মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে স গোপবেশঃ অববুধ্যত যোগনিদ্রাতঃ উত্থিত। তথা মে পুরস্তাৎ আবির্ব্বভূব পুরুষঃ।

বঙ্গার্থ। যে কারণে এই মন্ত্র সকল শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ আমার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বোধ করায় সেই কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্ম কহিলেন ব্রহ্মার অর্থাৎ আমার পূর্ব্বপরার্দ্ধকাল আমা-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাত ও স্তুত হয়েন, পরে ব্রাহ্মী নিশার অবসানে সেই গোপবেশ পুরুষ আমার অগ্রে তদ্রূপরূপেই আবির্ভূত হইলেন।

ততঃ প্রণতো ময়াঽনুকূলেন হৃদা মহ্যমষ্টাদশার্ণং স্বরূপং সৃষ্টয়ে দত্ত্বা পুনঃ সিসৃক্ষতো মে প্রাদুরভূত্তেষক্ষরেষু ভবিষ্যজ্জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্ তদিহ ককারাৎ আপো লকারাৎ পৃথিবী ঈতোঽগ্নি বিন্দোরিন্দুস্তৎ সম্পাতাৎ তদর্ক ইতি ক্লীঙ্কারাদসৃজম্। কৃষ্ণায়াদাকাশং খাদ্বায়ু-রিত্যুত্তরাৎ সুরভিং বিদ্যাঃ প্রাদুরকার্ষং তদুত্তরাৎ স্ত্রী পুংসাদিভেদং সকলমিদং সকলমিতি॥ ২৮॥

অনন্তর আমি অনুকূল হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সৃষ্টির জন্য আমাকে তাহার স্বরূপ অষ্টাদশ অক্ষর প্রদান করিয়া অ[ন্ত]র্হিত হইলেন (অষ্টাদশ অক্ষর ক্লীং কৃষ্ণা[য়] গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) তৎপ[র] আমি সৃষ্টির জন্য ইচ্ছুক হইলে তিনি অষ্টাদশা[]ক্ষরে ভবিষ্যৎ জগৎ প্রকাশ করিবার নিমি[ত্ত] প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই অষ্টাদশ অক্ষ[রে] ভবিষ্যৎ জগৎ মনোগোচর করিয়া (প্রকাশয়[ন্] মনোগোচরং কুর্ব্বন্) সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হই[য়া] ককার হইতে জল, লকার হইতে পৃথিবী, ঈকা[র] হইতে অগ্নি, অনুস্বার হইতে চন্দ্র অর্থাৎ ইহাদে[র] সম্পাৎ রূপ ক্লীং বীজ হইতে জল, অগ্নি ও চন্দ্র সৃষ্টি হইল। তদনন্তর কৃষ্ণায় এই পদ হই[তে] আকাশ, আকাশ হইতে গোবিন্দায় পদদ্বা[রা] বায়ু সৃষ্টি করিলাম। তৎপর তাহার পরে গোপীজনবল্লভায় হইতে সুরভি অর্থাৎ কামধে[নু] এবং চতুর্দ্দশবিদ্যার সৃষ্টি করিলাম। তৎপ[র] তাহার পরের পদ স্বাহা হইতে স্ত্রী, পুরুষ, ক্লী[ব] এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় প্রকাশ করিলাম।

এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজোগতমোহমাত্মা[নং] বেদ ইত্যোঙ্কারান্তরালিকং মনুমাবর্ত্তয়েৎ স[ঙ্গ]রহিতোঽভ্যানয়ৎ।

ব্যাখ্যা। চন্দ্রধ্বজঃ—মহাদেবঃ। ওঙ্কারান্ত[রা]লিকং—প্রণবসংপুটিতং। মনুং—অষ্টাদশাক্ষর[ং]। অভ্যানয়ৎ—আবর্ত্তয়েৎ।

বঙ্গার্থ। এই অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র যজনদ্বা[রা] চন্দ্রধ্বজ মহাদেব গত মোহ হইয়া আত্মা[কে] অবগত হইয়াছিলেন। অতএব মানবগণ প্র[ণব সং]পুটিত করিয়া নিষ্কামচিত্তে এই অষ্টাদশ অ[ক্ষর] জপ করিবে।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয় দিবীবচক্ষুরাততং তস্মাদেনং নিত্যমভ্যসেন্নিত্যমভ্যসেদিতি॥ ৩০॥

ব্যাখ্যা। তৎপ্রসিদ্ধং বিষ্ণোঃ পদং পরমী

দ্রুরূপং দিবি ইতি। দ্যোতনাত্মকে স্বরূপে—সূরয়—জ্ঞানিনঃ সদা পশ্যন্তি। কীদৃশং পদং চক্ষু ইব—চেষ্টেতি চক্ষুঃ প্রকাশমেবেত্যর্থঃ, পুনঃ কীদৃশং আততং ব্যাপকং। তস্মাৎ এনম্ মন্ত্রং নিত্যমভ্যসেৎ।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ পদ দ্যোতনাত্মকে স্বরূপেই দৃষ্টি করিয়া থাকেন। ঐ পদ চক্ষুর ন্যায় প্রকাশক এবং আতত অর্থাৎ ব্যাপক। অতএব এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য জপ করিবে।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা হইয়া থাকে। দিবি আকাশে বিততং বিস্তৃতং চক্ষুঃ সূর্য্যমিব, অর্থাৎ জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদকে গগনে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্যসদৃশ অবলোকন করেন।

তদাহুরেকে যস্য প্রথমপদাদ্ভূমি দ্বিতীয়পদাজ্জলং তৃতীয়পদাত্তেজঃ চতুর্থপদাদ্বায়ুশ্চরমপদাদ্ব্যোম ইতি বৈষ্ণবং পঞ্চব্যাহৃতিময়ং মন্ত্রং কৃষ্ণাবভাসং কৈবল্যস্যত্যৈ সততমাবর্ত্তয়েদিতি॥ ৩১॥

বঙ্গার্থ। উক্ত মন্ত্রের প্রথমপাদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয়পাদ হইতে জল, তৃতীয়পাদ হইতে তেজ, চতুর্থ পাদ হইতে বায়ু এবং শেষ পাদ হইতে ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব মুক্তিমার্গ প্রাপ্তির জন্য (কৈবল্যস্যত্যৈ মোক্ষস্য সৃত্যৈ মার্গায়) কৃষ্ণপ্রকাশক এই বৈষ্ণব পঞ্চব্যাহৃতিময় মন্ত্র জপ করিবে।

তদত্রগাথাঃ—

পূর্ব্বপদাদ্ভূমি দ্বিতীয়াৎ সলিলোদ্ভবঃ।
তৃতীয়াত্তেজ উদ্ভূতং চতুর্থাদ্ গন্ধবাহনঃ॥ ৩২॥
পঞ্চমাদম্বরোৎপত্তিস্তমেবৈকং সমভ্যসেৎ।
চন্দ্রধ্বজোঽগমদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমব্যয়ং॥ ৩৩॥

যাহার প্রথম পাদ হইতে ভূমি, দ্বিতীয় পাদ হইতে জল, তৃতীয়পাদ হইতে তেজ, চতুর্থপাদ হইতে বায়ু, পঞ্চমপাদ হইতে অম্বর, তাহাকে জপ করিবে। চন্দ্রধ্বজ মহাদেব এই মন্ত্র জপ করিয়া বিষ্ণুর পরম অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৩২—৩৩॥

ততো বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকমশেষলোভাদিনিরস্তসঙ্গম্। যত্তৎ পদং পঞ্চপদং তদেব স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি॥ ৩৪॥

ততঃ কারণাৎ বিশুদ্ধাদিগুণপেতং তৎ প্রসিদ্ধং যৎ পদং তৎ পঞ্চপদং। তদেব বাসুদেবঃ। যতঃ বাসুদেবাৎ অন্যৎ কিঞ্চিৎ নাস্তি।

বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক এবং অশেষলোভাদি সঙ্গবিরহিত যে পদ তাহাই পঞ্চপদ। উহাই বাসুদেবের স্বরূপ, যে বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই।

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং পঞ্চপদং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনং সততং সমরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি॥ ৩৫॥

বৃন্দাবনস্থ কল্পতরুমূলে আসীন স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত (এবং) ভেদরহিত পঞ্চপদাত্মক সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে আমি মরুদ্গণের সহিত পরম স্তুতির দ্বারা স্তুতি করিয়া থাকি।

টীকা—বৃন্দাবনাদিশব্দের আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইবে।

ওঁ নমঃ বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৩৬॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৩৭
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥ ৩৮॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানস হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥৩৯॥
কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥ ৪০॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দিনে।

কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥ ৪১ ॥
বল্লবীবদনাম্ভোজে মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনা জীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তসু হারিণে ॥ ৪৩ ॥
নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রসীদপরমানন্দ প্রসীদপরমেশ্বর।
আধিব্যাধি ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধরপ্রভো ॥ ৪৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্ গুরো ॥৪৬॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দপরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥ ৪৭ ॥

তুমিই বিশ্বরূপ, তুমিই বিশ্বের স্থিতি ও অন্তের কারণ তুমিই বিশ্বেশ্বর, তুমিই বিশ্ব, তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ তুমি জ্ঞানগম্য, তোমাকে নমস্কার ॥ ৩৬ ॥

টীকা—গবাজ্ঞানেন বেদ্য উপলভ্যঃ গোবিন্দ ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায় বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, এবং কারণ অবস্থায় এক। তিনিই মায়া আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি বিশ্বও বটে, বিশ্বেশ্বরও বটে। অভেদাত্মকজ্ঞান হইলে এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

তুমি বিজ্ঞান ও আনন্দময়, তুমি কৃষ্ণ, তুমি গোপীনাথ, তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩৭ ॥

টীকা—ভক্তের পাপ ও ক্লেশকর্ষণ করেন বলিয়া, তাহাকে কৃষ্ণ বলে। পূর্ব্বের ৩য় শ্লোক দেখ, (২য় খণ্ড হিন্দু-পত্রিকা ১০৯ পৃষ্ঠা) গোপী শব্দে প্রকৃতি, মায়া, মায়া ব্রহ্মের অধীনে থাকিয়াই জগতের উপাদান কারণ হইয়াছে। (১৬৯ পৃষ্ঠা দেখ) গোবিন্দ জ্ঞানগম্য।

তুমি কমলনেত্র, তুমি কমলমালী, তুমি কমলনাভি, তুমি কমলার পতি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩৮ ॥

টীকা—কমলশব্দে পদ্ম বিশুদ্ধ সত্বগুণাত্মিকা মায়াকে পদ্ম বলে, ভগবানের চারি হস্ত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। পদ্ম স্বত্ব, গদা প্রাণতত্ব, শঙ্খ জলতত্ব, চক্র তেজতত্ব। উত্তরবিভাগ গোপাল-তাপনী যাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে মনকে চক্র বলা হইয়াছে। আদ্যামায়া গদা এবং পদ্ম বিশ্ব এবং শঙ্খ পঞ্চভূতাখ্যা। ফলকথা, এ সমুদায়ের একটু আধটু স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইলেও, ইহারা যে রূপক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য পরে করিব।

এস্থলে পদ্ম শব্দে সত্বগুণাত্মিকা এই অর্থ করিব। বিশুদ্ধ সত্বগুণাত্মিকা মায়া নির্ম্মল। স্বত্বগুণবিশিষ্ট মায়াতে ভগবানের জ্যোতি প্রতিভাত হইবার বাধা হয় না। প্রকৃতি রজ-তমগুণবিশিষ্ট হইলেই বাধা জন্মে। কমলনেত্র শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে পদ্মের ন্যায় তোমার নেত্র নির্ম্মল, উহার গূঢ় অর্থ করিলে এই হইবে যে সাধরণতঃ যেমন নেত্র ভিন্ন লোকে দর্শন করিতে পারে না, সেইরূপ মায়া আশ্রয় ভিন্ন এই জগৎ প্রপঞ্চ হয় না বা ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু সেই মায়া সত্বগুণবিশিষ্ট হওয়ায় উহা কমলবৎ নির্ম্মল।

নমঃ কমলমালিনে—মালা শব্দে আদ্যা মায়া বুঝায় (কণ্ঠস্থ নিগুর্ণং প্রোক্তং মাল্যতে আদ্যয়াহজয়া। মালা নিগদ্যতে ব্রহ্ম পুত্রৈস্তু মানসৈঃ) কণ্ঠকে নিগুর্ণ [illegible], যিনি তাঁহাকে প্রপঞ্চরূপ আভরণদ্বারা [illegible] করিয়াছেন, এজন্য তোমার মানস [illegible] আদ্যা মায়াকে মালারূপে [illegible] থাকেন। সুতরাং কমলমালী শব্দের [illegible] এই যে স্বত্বগুণবিশিষ্ট

ায়া যাহার মালাস্বরূপা হইয়াছে। মায়া না াকিলে তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম। লোকে যেরূপ ালা ধারণ করিলে দেখিতে রমণীয় হয়, তদ্রূপ ায়া আশ্রয় করাতেই, তিনি সগুণ হইয়া জন-াণের মনরঞ্জন করিয়া থাকেন। মায়া আশ্রয় া করিলে তাহাকে কেহ উপলব্ধি করিতে ারিত না।

কমলাভি—যাহার নাভিতে কমল অর্থাৎ এই মায়াত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চক। যাহারা ষট্‌চক্রাদির গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন তাহারা বুঝিবেন নাভি-াদ্মে সৃষ্টি, সংহার পালনের শক্তি আছে।

কমলাপতয়ে নমঃ—কমলা শব্দে মায়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং কমলাপতি ও গোপীনাথ একই কথা॥ ৩৯॥

ময়ুর পুচ্ছ (বর্হাপীড়) দ্বারা বিভূষিত ইয়া তুমি মনোরম হইয়াছে, তুমি অকুণ্ঠমেধা, তুমি রমারূপ মানস হংসপী গোবিন্দ, তোমাকে মস্কার করি। ভগবানের মস্তক কিরীট ময়ুর পুচ্ছ আদি সুশোভিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। াহার তাৎপর্য্য এই যে কিরীটধারী রাজাধি-াজেরা যেমন জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিও তদ্রূপ কূটস্থ শ্রেষ্ঠ। (কূটস্থং সৎস্বরূপঞ্চ কিরীটং বদন্তি মাং—গোপাল-তাপনী উত্তরভাগ ৭৩ াক)।

হংস যেরূপ মানসসরোবরে রমণ করে, নি তদ্রূপ মূলা প্রকৃতিতে (রমা) রমণ রেন॥ ৩৯॥

তুমি কংস, কেশি, চানুর প্রভৃতি অসুর-গকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি বৃষভধ্বজ মহা-বের পূজ্য, তুমি পার্থের সারথি, তোমাকে স্কার করি।

কংস আদি—আত্মতত্ত্ববিরোধী মহামোহ ধাতু হইতে কংস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। য় বাসনাই আত্মজ্ঞানের বিরোধী। কংস এবং তাহার সহচরগণ এই বিষয়বাসনার মূর্ত্তি-সমূহ মাত্র। সাধারণভাবে দেখিতে গেলেও দেখা যায়, কংস আত্মীয় স্বজনকে বঞ্চিত করিয়া রাজস্বভোগ করিয়াছিলেন (কামরতি পিত্রাদি বন্ধুবর্গান্ অভিভূয় পাপাত্মকং রাজ্যবিষয়াদি-ভোগং যঃ)। ইহার অনুচর বর্গাদির সবিশেষ অর্থ (কৃষ্ণচরিৎ,রাসলীলা, ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন ঐ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় কিম্বা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে) সুতরাং তুমি কংসাদি ধ্বংস করিয়াছিলে বলিলে বুঝায় যে তুমি আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা বিষয়বাসনাদি নাশ করিয়াছিলে।

পার্থজীবাত্মা। রথ দেহ। কৃষ্ণ পর-মাত্মা যুদ্ধাদি তাবৎ কার্য্যই পার্থই করেন, কৃষ্ণের সত্বায় কেবল রথ চলে, তিনি কিছুই করেন না। এই শরীরে জীবাত্মাই কার্য্য করে, পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ (দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং ইত্যাদি স্মরণ করুন।) সুতরাং তুমি পার্থের সারথী বলিলে বুঝায় যে তুমি এই দেহে সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছ, তুমি নিজে নিষ্ক্রিয়॥৪০॥

তুমি বেণু অর্থাৎ বংশীবাদনে তৎপর, তুমি অঘাসুর নাশকারী, গোপাল, তুমি কালিন্দী জলপানার্থই সতৃষ্ণ, তোমার কর্ণে চঞ্চল কুণ্ডল দোলায়মান। তোমাকে নমস্কার করি॥ ৪১॥

বেণুবাদন। অর্থাৎ ওঙ্কার ধ্বনি। ভগবান প্রণবরূপী। প্রণবধ্বনিদ্বারা সাধকের মন আকৃষ্ট হয় এইজন্য গোকুলেও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপীগণ আকৃষ্টা হইতেন। প্রণব-নাদ হৃদয়ঙ্গম হইলে যেরূপ সাংসারিক তাবৎ বস্তুই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং কেহই ভগবৎ সন্নিধানে যাওয়ার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না, তদ্রূপ বংশীধ্বনি শুনিলেও ব্রজের গোপীগণও কৃষ্ণসন্নিধানে না যাইয়া থাকিতে পারিতেন না এবং কেহ বাধা জন্মা-ইতে পারিত না এবং ঐ বংশীধ্বনির নিকট

পতি, পুত্র, কন্যা অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইত। বংশীবাদন অর্থে বেদ বা বেদস্বরূপ ওঙ্কার গান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "ওঁমিত্যেদক্ষর মুদ্গীতমুপাসীত অর্থাৎ ওঁকারে এবং ওঙ্কারগানে কোন পার্থক্য নাই এই ওঙ্কারগান অর্থাৎ উদ্গীতকে পরমব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

ব্রহ্মসংহিতা বলেন:—"শব্দ ব্রহ্মময়ং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে", "বেণুনিনাদস্ত ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ীগতিঃ"

অঘাসুর। যাহারা বৈদিকসন্ধ্যা অবগত আছেন তাহারা জানেন যে অঘমর্ষণ আচমন মার্জ্জনা প্রাণায়াম গায়ত্রী জপ প্রভৃতির ন্যায় সন্ধ্যার একটী অংশ। অঘ শব্দের অর্থ পাপ শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন অর্থাৎ পাপবিনাশ করিয়াছিলেন, যাহারা তন্ত্রসার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা দেখিবেন যে উহা তান্ত্রিকসন্ধ্যারও একটী অংশ।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে বলিয়া অঘমর্ষণের মন্ত্র এখানে দিলাম না। প্রবন্ধান্তরে বৈদিকসন্ধ্যা ব্যাখ্যার সময় অঘমর্ষণ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত যে পাপ তাহাকে অঘ বলে এবং অঘমর্ষণদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়। অঘাসুর বধ করিয়া ব্রহ্মচারী পাপবর্জ্জিত বিশুদ্ধত্ব লাভ করেন।

গোপাল—অর্থাৎ বেদকে রক্ষা করেন, বেদ বা প্রণবের সাহায্য ব্যতীত অঘমর্ষণ হয় না এইজন্য গোপালবেশে ভগবান অঘাসুরকে বধ করেন।

কালিন্দী। অর্থে যমুনা। ভক্তহৃদয়ের উচ্ছাসকেই যমুনার জল বলে। যমুনার আর এক অর্থ পিঙ্গলানাড়ী—পিঙ্গলা নাড়ীদ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয় ঐ প্রাণায়ামই ভগবানের উৎকৃষ্ট উপাসনা।

কুণ্ডল দোলায়মান। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুর্ণ ইহা স্থির করিতে না পারিয়া শ্রুতি দোলায়মান অর্থাৎ সন্দিগ্ধ রহিয়াছে। ঐ কুণ্ডলের আকৃতি মকরের আকৃতির ন্যায় অর্থাৎ রসনা বা জিহ্বাবিহীন জন্তুর আকারের ন্যায়—"স্ফুরণ্ মকর কুণ্ডলম্" ৭২ শ্লোক উত্তর বিভাগ গোপাল-তাপনী। এই কুণ্ডল কর্ণে বা শ্রুতিতে দোলায়মান হয়। শ্রুতি অর্থে বেদও বুঝায়। বেদ যেরূপ ব্রহ্ম সগুণ কিম্বা নিগুর্ণ প্রতিপাদন করিতে না পারিয়া দোলায়মান রহিয়াছে, কর্ণও তদ্রূপ দোলায়মান রহিয়াছে। মকরের যেরূপ জিহ্বা নাই শ্রুতি তদ্রূপ জিহ্বাবিহীন হইয়া নিজে ব্রহ্মরস আস্বাদন করিতে পারে না। গোপাল-তাপনীর উত্তর বিভাগে ৭৩ শ্লোকে ক্ষর এবং উত্তম এই দুইকে কুণ্ডলদ্বয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে "ক্ষরোত্তমম্ প্রস্ফুরন্তম্ কুণ্ডলম্ যুগলম্ স্মৃতম্" এই ক্ষর এবং উত্তমের নানারূপ ব্যাখ্যা করা হয়। কেহ কেহ ক্ষর ও উত্তম ইহাদ্বারা ব্রহ্ম ও জগৎ এই ব্যাখ্যা করেন। তাহাতেও কিন্তু সগুণ ও নিগুণ আসিয়া পড়িল। কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগকে কুণ্ডল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন শ্রীভাগবতেও আছে "বিভর্ত্তি সাংখ্যং যোগঞ্চ দেবমকর কুণ্ডলে" যাহা হউক্ এ সমুদায়ই যে রূপক তাহা বিবিধশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে॥ ৪১॥

গোপাঙ্গণাদিগের বদনরূপ কমল তোমার মালা, তুমি নৃত্য করিতে সততঃ সমুৎসুক, তুমি প্রণতভক্তবৃন্দের প্রতিপালক, তুমি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি।

বল্লবী শব্দে গোপী এবং গোপী অর্থে মায়া তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ মায়া যে ভগবানের মালা তাহাও পূর্ব্বে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

নৃত্য করিতে—মায়া আশ্রয় করিয়া ভগবান্ বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, অতএব তাহাকে নর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এ

বশ তাহার নৃত্যস্থান এবং তিনি তাহাতে ার্ত্তক, তিনি মায়ারূপ মালা গলদেশে ধারণ করিয়া নানাবিধ নৃত্যদ্বারা জীবকে মায়াবদ্ধ করিয়া থাকেন সুতরাং নৃত্যশব্দে ভগবানের ভবখেলা বুঝায় ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণশব্দ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তুমি পাপনাশন, তুমি গোবর্দ্ধনধারী তুমি পূতনানাশ করিয়াছিলে তুমি তৃণাবর্ত্ত অসুরকে সংহার করিয়াছিলে তোমাকে নমস্কার করি।

গোবর্দ্ধন ধারণ—গো শব্দে বেদ গোবর্দ্ধন শব্দে যেথানে বেদবর্দ্ধিত হয়। যে স্থানে প্রণবের পবিত্র ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে স্থান কোন প্রকার বিপদদ্বারা আক্রান্ত হয় না। এইজন্য ইন্দ্র বহু চেষ্টা করিয়াও গোবর্দ্ধনাশ্রিত গোপগোপীগণকে নষ্ট করিতে পারেন নাই।

জীব সাংসারিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রণবই তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থান। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গোপীগণকে তাহাদিগের বিপদের সময় গোবর্দ্ধনের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিয়াছিলেন।

পূতনা—বিষকুম্ভপয়োমুখ প্রেয়মূর্ত্তি। ভাগবতে পূতনার বর্ণনার স্থলে উল্লেখ আছে যে কোষনিহিত অসির ন্যায় পূতনার অন্তর তীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু তাহার বাহ্য ব্যবহার জননীর ন্যায় স্নেহময় ছিল। পূতনাশব্দের অর্থ পবিত্র কিন্তু এই পবিত্রতা বাহ্যতঃ, অন্তরে নহে, এই জন্য পূতনার আকৃতিও উৎকৃষ্ট মহিলাদিগের আকৃতির ন্যায় ছিল। বাহ্য পবিত্রতা ও আভ্যান্তরিক অপবিত্রতাই পূতনা।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোশপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥

দশমস্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ শ্লোকে।

পূতনা বকাসুরের ভগ্নি। বকশব্দে কৌটিল্য ও কপটাচার। ভ্রাতা ও ভগ্নির স্বভাব একই রকম। পূতনা কপটাচারের মূর্ত্তি। রামায়ণের শূর্পনখা এবং ভাগবতের পূতনা একই জিনিস। ধর্ম্মমার্গে যাওয়ার প্রথম উপায় কপটাচার বিনাশ এই জন্য কৃষ্ণলীলায় ও রামলীলায় শূর্পনখা ও পূতনাই সর্ব্ব প্রথম বধ হইয়াছে।

তৃণাবর্ত্ত—শব্দে চক্রবাতরূপী ঝড় অর্থাৎ ঘূর্ণিত বায়ু যাহাতে তৃণসমুদায় ঘূর্ণিত হয়। (Whirl wind) বাহ্য জগতে যেরূপ তৃণাবর্ত্ত আছে সেইরূপ অন্তর্জ্জগতেও তৃণাবর্ত্ত আছে বাহ্য জগতে যেরূপ বায়ু বিচলিত হইলে তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হয় অন্তর্জ্জগতে সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিচলিত হইলে তৃণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়সংযম না করিলে কেহ শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারিলেই চিত্তের শান্তি হয়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তৃণাবর্ত্তকে নাশ করিয়াছেন। (Whirlwind of Passions) কে তৃণাবর্ত্ত বলা যায়। যুক্তাহার বিহারনিরত ব্যক্তির যোগ দুঃখহা হয়। প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য ও অসুরদিগকে দাম্যত, দত্ত ও দয়ধ্বম যে উপদেশ দিয়াছিলেন তৃণাবর্ত্ত বধও তাহাই। কাম, ক্রোধ, লোভই নরকের দ্বার। তৃণাবর্ত্ত বধ অর্থে ষড়রিপু দমন।

তুমি নিষ্কল অর্থাৎ মমতাশূন্য, তোমা হইতে সকলের মোহ বিনাশ হয় (বিগতো মোহ যস্মাৎ) তুমি বিশুদ্ধ অর্থাৎ পাপবিরহিত, তুমি অশুদ্ধদিগের অর্থাৎ পাপীদিগের বৈরী, তুমি অদ্বিতীয়, তুমি মহৎ, তুমি শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

হে পরমানন্দ ! হে পরমেশ্বর ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি আধিব্যাধিরূপ [illegible] অর্থাৎ আভ্যন্তরিক ও বাহ্য [illegible]

দ্বারা দষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৪৫ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনহারী! হে জগৎগুরো! আমি সংসার সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

রুক্মিণী। শব্দে মূল প্রকৃতি (কৃষ্ণার্ত্তিকা জগৎকর্ত্রী মূল প্রকৃতি রুক্মিণী) গোপালতাপনী উত্তর বিভাগ ৫৭ শ্লোকে গোপী শব্দের ব্যাখা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

হে কেশব! হে ক্লেশনাশন! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণ। নারাজলং অয়নং স্থানং যস্য—অর্থাৎ যিনি প্রলয়কালে ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করেন। নারস্য জ্ঞানস্য মুক্তের্ব্বা অয়নং প্রাপ্তির্যস্মাৎ। যাহা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় তিনি, নরাণাং সমূহোনারং তত্রাঽয়ণং স্থানং যস্য—নরের সমূহকে নার বলে যিনি নরসমূহকে আশ্রয় করেন।

কেশব। কো ব্রহ্মা ইশঃ রুদ্রঃ তৌ আত্মনি স্বরূপে বয়তি প্রলয়কালে উপাধি রূপমূর্ত্তিত্রয়ং মুক্ত্বা একমাত্র পরমাত্ম স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে। যিনি ব্রহ্ম ও রুদ্রকে স্বরূপে আনয়ণ করেন, অর্থাৎ প্রলয়কালে মূর্ত্তিত্রয়কে মুক্ত করিয়া একমাত্র স্বরূপে অবস্থান করেন অথবা কে জলে শববৎ ভাতি। প্রলয়কালে ক্ষীরোদশায়ি তয়া তথাত্বম। যিনি প্রলয়কালে ক্ষীরোদসমুদ্রে শয়ন করেন।

মাধব। মালক্ষ্মীস্তস্যাঃ ধবঃ মায়াবদ্যায়া ধব ইতি বা। মা অর্থাৎ লক্ষ্মী শব্দে [illegible] বুঝায় তাহার স্বামী অর্থাৎ গোপীনাথ।

জনার্দ্দন। জননামোঽসুরান্ অর্দ্দয়তি যিনি জননামক অসুরদিগকে বধ করেন। কিম্বা জনৈর্লোকৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে পুরুষার্থানসৌ জনার্দ্দনঃ—যাহার নিকট হইতে মনুষ্যেরা পুরুষার্থ প্রার্থনা করে কিম্বা জনঃ জন্ম অর্দ্দয়তি হন্তি ভক্তস্য মুক্তিদত্ত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ তিনি জন্মবিনাশ করেন, অর্থাৎ মুক্তিদান করেন। কিম্বা জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি হররূপেণ, যিনি শিবরূপ মানবদিগকে সংহার করেন।

তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ।
সংসৃতিং তরিষ্যতি হোবাচ হৈরণ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আমি যেরূপ স্তুতিদ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকি, তোমারাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চপদী মন্ত্র জপ কর এবং পূর্ব্বোক্ত ধ্যানদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ধ্যান কর, তাহা হইলে সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৪৮ ॥

হৈরণ্য ব্রহ্মা, সংসৃতিং তরিষ্যতি সংসার সমুদ্রং তরিষ্যথ।

অমুং পঞ্চপদং মন্ত্র মাবর্ত্তয়েৎ যঃ স যাত্যনায়াসতঃ কেবলং তৎপাদং তৎ। অনেজদেকং মনসোজবীয়ো নৈতদ্দেবামপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শাদিতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাখ্যা। অমুং বাসুদেবাত্মকং পঞ্চপদমন্ত্রং য আবর্ত্তয়েৎ স অনায়াসতঃ বাসুদেবাখ্যং পদং যাতি গচ্ছতি। তৎ ন এজতি স্বাবস্থা প্রচ্যুতিং ন প্রাপ্নোতি। একং স্বজাতীবিজাতীয় স্বগতভেদরহিতং। মনসোজবীয়ঃ—মনসঃ অপি বেগবত্তর। এতং পদং দেবা দ্যোতনাত্মকাঃ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি ন আপ্নুবন্ প্রাপ্নুবন্তঃ। পূর্ব্বমর্শৎ ইন্দ্রিয়াণাং পূর্ব্বং অর্শ গচ্ছৎ।

যিনি পঞ্চপদ জপ করেন তিনি বাসুদেবাখ্য প্রসিদ্ধ পদ প্রাপ্ত হয়েন। তিনি স্বাবস্থা পরিত্যাগ করেন না এবং মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ

তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন না কেননা তিনি তাহাদিগের অগ্রে গমন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়ে। তং যজেত্তং ভজেদিতি ওঁ তৎসদিতি ॥ ৫০ ॥

তদ্ধেতু কৃষ্ণই পরম দেবতা, একারণ তাহার রসন ও তাহার যজন করিবে। তিনি ওঁ তৎসৎ এই তিন শব্দের প্রতিপাদ্য ॥ ৫০ ॥

ইতি গোপাল-তাপনী পূর্ব্ববিভাগ
সমাপ্ত।

পরাশর-সংহিতা। *

ভারতভূমিতে যে সকল মহর্ষিগণ জ্ঞান ও র্ম্মপ্রচার করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন ন্মধ্যে পরাশর একজন বিখ্যাত। তাঁহার প্রণীত শাস্ত্র কলিযুগের উপযুক্ত বলিয়া খ্যাত াছে। মহর্ষি পরাশর নিজেই বলিতেছেন।
কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
াপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥
এই সংহিতায় বিশেষ কি কি জানিবার আছে তাহা আমরা এই প্রস্তাবে আলোচনা করিব। আজ্ কাল আমরা দেশাচারের নিকট শাস্ত্র বলি দিয়া থাকি। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাচার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হই না। দেবীবর ঘটক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের মধ্যে বিবাহের

* হরেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শেষ হইলে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলিব। সম্পাদক।

যেরূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা রক্ষা করি। রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা নিজের সর্ব্বনাশ করি; প্রাণসমা কন্যা, ভগিনীদিগকে জলে ভাসাইয়া দেই; কখনও তাহাদিগকে একবারেই বিবাহ দিতে পারি না। যে নিয়ম একবার সমাজে প্রবেশ করিয়াছে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে ইহাই আমাদিগের ধারণা। লোকের অবস্থা ও সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আর্য্যশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের নিকট এই সত্য অপরিচিত ছিল না। উপরি উক্ত শ্লোকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে ঐ মর্ম্মের আর দুটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো নির্ণৈতব্যাশ্চ সর্ব্বদা।
ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥

শ্রুতি স্মৃতি সদাচার সর্ব্বদা নির্ণয় করিতে হইবে। কেহ বেদকর্ত্তা নহে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কল্পে কল্পে বেদ স্মরণ করিয়া প্রকাশ করেন। মনুও ঐরূপ প্রত্যেক কল্পে ধর্ম্ম কর্ম্মের নিয়ম পদ্ধতি স্মরণ করিয়া প্রকাশ করেন। যুগ বা সময়ের অবস্থার অনুরূপ নিয়ম ব্যবস্থা নূতন নূতন হয়। কৃতযুগের নিয়ম ত্রেতায় খাটে না। দ্বাপরের নিয়ম কলির নিয়মের অনুরূপ নহে।

কলিযুগের লোকের অবস্থা রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হইবে। মনে করিয়া পরাশর বলেন:—

ধর্ম্মোজিতো হ্যধর্ম্মেণ জিতঃ সত্যোঽনৃতেন জিতাভৃত্যৈস্তু রাজানঃ স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাজিতাঃ সীদন্তিচাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি। কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা।

"ধর্ম্ম অধর্ম্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে। সত্য মিথ্যা নিকট পরাস্ত হইবে। রাজা ভৃত্য কর্ত্তৃক পুরুষ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক পরাজিত হইবে। হোম যজ্ঞ গুরুজনের প্রতি সম্মান উঠিয়া যাইবে। স্ত্রীলোক উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে সন্তান প্রসব করিবে।" মহর্ষির এই ভবিষ্যৎ বাণী ভাবী সমাজের প্রকৃত চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ চিত্র সমাজের পরিবর্ত্তিত অবস্থা মনে করিয়াই পরাশর বলিয়াছেন।

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তত্র চ যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি তে দ্বিজাঃ॥

"প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিয়ম প্রণালী প্রচলিত। ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেক যুগের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ করেন। এইরূপ পরিবর্ত্তিত নিয়ম অনুসরণ করায় ব্রাহ্মণগণ নিন্দনীয় নহেন।"

ঠিক্ এইমত, সংহিতার একাদশ অধ্যায়েও ৪৮ শ্লোকে ("যুগে যুগে চ ইত্যাদি") প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগের সমাজ এই সত্য পালন করিয়া চলিলে কি সুন্দর হইত? "যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ"। যখন আমরা নিন্দা করিতে বসি তখন কি এই সত্য মনে রাখি? এখন আমরা কলির শেষভাগে। এখন কি আর কৃতযুগের প্রচলিত মনুর ধর্ম্ম নিয়ম সব অবস্থায় খাটাইতে পারা যায়?

পরাশর এই জন্য অনেক বিষয়ে মনুর নিয়মের বাধ্য হইয়া চলেন নাই। সময়োপযোগী অনেক ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সব ব্যাবস্থা বর্ত্তমানে সমাজে চলিতে পারে কি না এই প্রস্তাবে তাহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নয়। বর্ত্তমান সময়ের জন্য দ্বিতীয় পরাশর সৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন ছিল।

"ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরং॥"

"আহবেষু মিথোঽন্যোহন্যং জিঘাং সন্তো মহীক্ষিতঃ
যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥
৮৭, ৮৮, ৮৯ শ্লোক সপ্তম অধ্যায় মনুসংহিতা।

"ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত হইবে না। সংগ্রামে বিমুখ না হওয়া রাজার মঙ্গলের কারণ। সংগ্রামক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ না হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পরের হননেচ্ছায় যুদ্ধ করিতে করিতে মরিলে স্বর্গলাভ হয়।" যুদ্ধক্ষেত্রে মরিলে স্বর্গলাভ হয় এই ভিন্ন আর কোন আশা মনু দেন নাই।

কিন্তু পরাশর "স্ত্রীভিশ্চ পুরুষাজিতাঃ" অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ সৈন্যগণ সুধু স্বর্গলাভের আশায় জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে না মনে করিয়া বলিয়াছেন:—

যত্র যত্র হতঃ শূরং শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অমরান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং মৃতেনাপি সুরাঙ্গনাঃ।
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥
বরাঙ্গনা সহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্।
নাগকন্যাশ্চ ধাবন্তি মম ভর্ত্তা ভবেদিতি॥

ললাটদেশাদ্রুধিরং হি যস্য তপস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্চ বক্ত্রে। তং সোমপানিন হি তস্য তুল্যং সংগ্রামযজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥ ইত্যাদি।

শত্রুবেষ্টিত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার না দেখাইয়া বীর হত হইলে অমরলোক বা স্বর্গলাভ করে। জিতিলে লক্ষ্মী বা সম্পত্তি লাভ হয়। মরিলে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। ক্ষণভঙ্গশীল এই শরীরের জন্য রণে মরিতে কি ভয়? হাজার হাজার দেবকন্যা মৃতবীরের নিকটে "তুমি আমার স্বামী হইবে, তুমি আমার স্বামী হইবে" বলিয়া অগ্রসর হয়। ললাটদেশ হইতে রুধির যুদ্ধের সময় মুখে পতিত হইলে সোমরসপানের ন্যায় পুণ্য হয়। কারণ বিধিবৎ দৃষ্ট যজ্ঞ যুদ্ধের তুল্য। মুসলমানসম্প্রদায়ের অনেক বহিতে এইরূপ যুদ্ধে হত বীরগণের পক্ষে সুরাঙ্গনা ব্যবস্থা আছে।

"জিতাভূতৈত্যস্তু রাজানঃ" মনে করিয়াই হউক্ অথবা ভবিষ্যৎ রাজ্যবিপ্লব আশঙ্কা করিয়াই হউক্ পরাশর বলিয়াছেন।

"ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষণ্ শস্ত্রপাণিঃ প্রচণ্ডবৎ।
বিজিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥
ন শ্রীঃ কুলক্রমায়াতা স্বরূপাল্লিখিতাপি যা।
খড়্গোনাক্রম্য ভুঞ্জীত বীরভোগ্যা বসুন্ধরা॥

রাজা অস্ত্র শস্ত্র সৈন্য লইয়া প্রজাকে রক্ষা করিবে, অন্য রাজার সৈন্য পরাভব করিবে এবং প্রচলিত ধর্ম্ম বা বিধি ব্যবস্থানুযায়ী রাজ্যশাসন করিবে। রাজত্ব কুলক্রমে বা উত্তরাধিসূত্রে সব সময়ে পাওয়া যায় না। অথবা লিখিত কোন দলিলদ্বারা হস্তান্তরিত হইতে পারে না। খড়্গদ্বারা লাভ করিয়া রাজ্যভোগ করিতে হয়। বসুন্ধরা বীরের ভোগ্য।

রাজারা সেই সময় যেরূপ পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন সেই বিলাসপরায়ণ ক্ষত্রিয়কুল লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উৎসাহ প্রদায়ক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। "ধর্ম্মেণ পালয়েৎ" এই ভিন্ন রাজার কি কি ধর্ম্ম তাহা সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই।

সমাজের নিয়মাবলী সম্বন্ধে মনুর ও পরাশরের উভয়ের অনেক মতভেদ দেখা যায়। পরাশর বলেন:—

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজঃস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥"

এই শ্লোক পাঠকগণের সকলেরই পরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কন্যাকে বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার রীতি সমাজে দাঁড়াইয়াছে। পরাশর মতে কন্যার আত্মীয়গণ

বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ না দিলে নরকে যাইবে। যে ব্রাহ্মণ বার বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন তিনিও পতিত হইবেন। "কুমারীরা, স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইতে না হইতে সন্তান প্রসব করে ইত্যাদি কলির অবস্থায় প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরাশর এইরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এবিষয়ে মনুর মত অন্যরূপ।

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যর্তুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেতসদৃশং পতিং॥"

কন্যা পুষ্পিতা হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বরং পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাপি নির্গুণ বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবে না। অভিভাবকগণ গুণবান্ পাত্রে সম্প্রদান জন্য ঋতুমতীকে তিন বৎসর গৃহে রাখিবেন, তৎপর কন্যা স্বয়ম্বরা হইবে। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিলে মনু নরক তাহার জন্য ব্যবস্থা করেন নাই। পিতাকে শুল্ক দিবে না। ("পিত্রে ন দদ্যাচ্ছুল্কন্তু") এই মাত্র শাস্তির ব্যবস্থা। আমরা মনুর মত না মানিয়া পরাশরের মত এ বিষয়ে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ায় যে বালবিধবা অনেক হইবে তাহা পরাশর বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥"

স্বামী নষ্ট অথবা হারিয়ে গেলে, মরিলে, সন্ন্যাসী হইলে, ক্লীব বা ধ্বজভঙ্গ হইলে অথবা ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া পতিত হইলে এই পাঁচ বিপদ ভাগ্যে ঘটিলে স্ত্রীলোক দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। এই শ্লোক লইয়া বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীগণ তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন। আমাদের সমাজ পরাশরের একমত গ্রহণ করিয়াছেন অপর মত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াও পরাশর লিখিয়াছেন।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সামৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

স্বামী মরিলে যে স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে সে মরিলে স্বর্গলাভ করে ইত্যাদি। ইহাদ্বারা দেখা যাইতেছে যে পরাশরমতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মই প্রশস্ত তবে সে ইচ্ছা করিলে পুনঃবিবাহ করিতে পারে।

তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ যানি রোমানি মানবে। তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং চানুগচ্ছতি॥ ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। এবমুদ্ধৃত্যভর্ত্তারং তেনৈব সহমোদতে॥

যে স্ত্রী স্বামী মরিলে তাঁহার অনুগামিনী হয় সে সাড়ে তিনকোটী বৎসর অথবা মানুষের মস্তকে যত কেশ আছে তৎপরিমাণ কাল স্বর্গে বাস করে। যেমন সাপুড়েরা সাপ গর্ত্ত হইতে ধরিয়া উচু করিয়া ধরে সেইরূপ স্ত্রী তাহার স্বামীকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গে একত্রে বাস করে ও আমোদ করে।

এই দুই শ্লোকের দ্বারা দেখা যায় যে সহমরণ ব্যবস্থা পরাশরেরও অনুমোদিত ছিল। তবে সহমরণ স্ত্রীর একমাত্র গতি বলিয়া গণ্য ছিল না। পূর্ব্বে যে ২৯ শ্লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় স্বামীর অভাবে স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্যভাবে বাস করা পরাশরমতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম ছিল।

বিধবার বিবাহ না হইয়া জারজসন্তান

হইলে সে স্ত্রীলোক সমাজে পরিত্যজ্য। পরাশর দশম অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে বলিতেছেন।

"জারেণ জনয়েদ্ গর্ভং গর্ভে ত্যক্তে মৃতে গতৌ। তাং ত্যজেদপরে রাষ্ট্রে পতিতাং পাপকারিণীং॥ (৫)

অন্য অন্য আর্য্য ঋষিগণ যেরূপ স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রতি ভক্তি তাহাদিগের প্রধান ব্রত নির্দ্দেশ করিয়াছেন পরাশরও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যাবমন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

দরিদ্র পীড়িত বা মূর্খ বলিয়া যে তাহার স্বামীকে ভক্তি না করে সে মরিলে ইতর জন্তু হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিবে। সে জন্ম জন্মান্তর বিধবা হইবে।

ব্যভিচারী স্ত্রীলোকের পক্ষে নানাবিধ ও ব্যবস্থা আছে। ঐরূপ স্ত্রীলোক যে গৃহে যাইবে এমন কি তাহার পিতা মাতা কি তাহার প্রণয়ের পাত্রের গৃহে গেলেও সেই সেই স্থান পতিত হইবে। সেই গৃহ পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে। মৃত্তিকার পাত্র ঘর হইতে ফেলিতে হইবে। বস্ত্র ও কাষ্ঠাদিবস্তু শোধন করিতে হইবে। নিম্নের শ্লোকে ঐরূপ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

পুংসো যদি গৃহং গচ্ছেৎ তদ্ শুদ্ধং গৃহং ভবেৎ।
পিতৃমাতৃগৃহং বচ্চ জারস্যৈব তু তদ্ গৃহম্॥ ৩৭॥
উল্লিখ্য তদ্ গৃহং পশ্চাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি।
ত্যজেন্ মৃণ্ময়পাত্রাণি বস্ত্রং কাষ্ঠঞ্চ শোধয়েৎ॥৩৭॥
দশম অধ্যায়।

পতত্যর্দ্ধং শরীরস্য যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ।
দশম অধ্যায়।

যাহার স্ত্রী সুরাপান করে তাহার অর্দ্ধেক শরীর পতিত হইবে। এই শ্লোকের দ্বারায় দেখা যায় যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সুরাপান করা গর্হিত কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল।

মদ্যপশ্চ দ্বিজঃ কুর্য্যান্নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
চান্দ্রায়ণে ততশ্চীর্ণে কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণভোজনম্॥
অনড়ুৎসহিতাং গাঞ্চ দদ্যাদ্বিপ্রেষু দক্ষিণাম্॥
দ্বাদশ অধ্যায় ৬৭।৬৮ শ্লোক।

যে দ্বিজ মদ পান করিয়াছে সে যে নদী সমুদ্রে পড়িয়াছে এমন নদীর তীরে যাইবে। চন্দ্রায়ণ করিবে। চন্দ্রায়ণ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। এবং দক্ষিণাস্বরূপ গো দান করিবে।

এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে পুরুষের পক্ষেও মদ পান করা অতি গর্হিত কার্য্য।

সমুদ্রের মনোহর দৃশ্য আর্য্য ঋষিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। পরাশর স্থানে স্থানে সমুদ্রতীরে গমন অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমুদ্রের দৃশ্য আত্মা শুদ্ধ করে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। ব্রহ্মহত্যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপ। এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিতে যাইয়া পরাশর বলিয়াছেন।

"চাতুর্ব্বেদ্যোপপন্নস্তু বিধিবদ্ব্রহ্মঘাতকে।
সমুদ্রসেতুগমনে প্রায়শ্চিত্তং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫৮॥
এতেষু খ্যাপয়ন্নেনঃ পুণ্যং গত্বা তু সাগরম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্॥ ৬২॥
রামচন্দ্রসমাদিষ্টং নলসঞ্চয়সঞ্চিতম্।
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি॥৬৩॥
দ্বাদশ অধ্যায়।

চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মহত্যাকারীর পক্ষে সমুদ্রসেতু গমন প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিবেন। দশযোজনবিস্তীর্ণ শতযোজন দীর্ঘ সমুদ্র ও রামচন্দ্রের আদেশমতে নলকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সেতু দেখিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট করিবে।

শূদ্রের অন্নভোজন করিলে সকল সময়ে ব্রাহ্মণের জাতি যাইত না।

শূদ্রান্নং (সূতকস্থান্নং অভোজ্যস্থান্নমেব চ)।
শঙ্কিতং প্রতিষিদ্ধান্নং পূর্ব্বোচ্ছিষ্টং তথৈব চ ॥৪॥
যদি ভুক্তন্তু বিপ্রেণ অজ্ঞানাদাপদাপি বা।
জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চন্তু পাবনম্ ॥ ৫ ॥

অজ্ঞানে বা আপদে ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন ভোজন করিলে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মকূর্চ্চ পান করিবে। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

ইহার পরে ১৯ উনবিংশ শ্লোকে ঐ একাদশ অধ্যায়ে ইহা অপেক্ষা উদার মত প্রকাশ হইয়াছে।

"আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহি যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেতদ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥"

আপৎকালে ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে ভোজন করিলে মনস্তাপ করিলে বা বেদের দ্রুপদ শ্লোক সাতবার জপ করিলে শুদ্ধ হইবে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উদারমত দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ গুহ।

শ্রীধরস্বামীকৃত ব্রহ্মস্তব।

জয়জয়াজিতজহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীতমৃষাগুণান্। ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীত গুণার্ণবতানব ॥ ১ ॥ (১)

হে অজিত! উৎকর্ষতা আবিষ্কার কর। হে নিগমগীতগুণার্ণব, স্থাবর জঙ্গমাত্মক মিথ্যা গুণোপেত মায়া (অবিদ্যা) নাশ কর। এই সকল জীব তোমা ব্যতিরেকে মায়া নাশ করিতে সমর্থ হইবে না, এই সকল জীবকে রক্ষা কর ॥ ১ ॥

দ্রুহিণ বহ্নিরবীন্দ্রমুখামরাজগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্। বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজস্ত্বমুরুমূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা, বহ্নি, রবি, ইন্দ্রপ্রমুখ অমর সকলও এই জগৎ তোমা হইতে পৃথক্ উত্থিত হয় নাই। মন্ত্র সকল নানার্থ প্রতিপাদক হইলেও তোমাকে অজ ও উরুমূর্ত্তি কহিয়া থাকেন ॥২॥

সকলবেদগণেরিতসদ্গুণস্ত্বমিতি সর্ব্বমনীষিজনারতাঃ। ত্বয়ি সুভদ্রগুণশ্রবণাদিভিস্তবপদস্মরণে ন গতক্লমা ॥ ৩ ॥

তুমি সকল বেদগণদ্বারা উচ্চারিত সদ্গুণ পদার্থ তজ্জন্য হে সুভদ্র! শ্রবণ মননদ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া বিগত শ্রান্ত হইয়া জ্ঞানী লোক সকল তোমাতে রত হয় ॥৩॥

নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ। নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছসিতং বিফলং ততঃ ॥ ৪ ॥

হে নরহরে! মনুষ্য নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যদি শ্রবণ বর্ণন স্মরণাদি দ্বারা তোমাকে ভজনা না করে তাহাহইলে তাহারা কর্ম্মকারের ভাস্ত্রার ন্যায় শ্বাসত্যাগ করে, সুতরাং তাহাদের বিফল জন্ম ॥ ৪ ॥

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতোমুনিবর্ত্মভিঃ।(২)
হন্তিমৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে ॥ ৫ ॥

যিনি যোগীদিগের উপাসনা মার্গদ্বারা উদরাদিতে (বৈশ্বানররূপে) চিন্তিত হন ও যে দেব

---

(১) জয—উৎকর্ষ আবিষ্কার কর। জহী—নাশ কর। অগ—স্থাবর। বৃতি—আবরণ। অজ—মায়া। অমী (প্রাণিনঃ) জীব সকল। অব—রক্ষা কর।

(২) মুনিবর্ত্মভিঃ উপাসনামার্গৈঃ।

মৃত্যুভয় নাশ করেন হৃদ্গত সেই দেবকে আমরা উপাসনা করি ॥ ৫ ॥

স্বনির্ম্মিতেষু কার্য্যেষু তারতম্যবিবর্জ্জিতম্ (১)
সর্ব্বানুস্যূতসন্মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে ॥ ৬ ॥

স্বনির্ম্মিতকার্য্যে যিনি তারতম্যহীন, সকলের সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ সেই সন্মাত্র ভগবানকে আমরা ভজনা করি ॥ ৬ ॥

তদংশস্য মমেশান মায়াশ্লাকৃতবন্ধনম্।
তদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্চ পরানন্দনিবর্ত্তয ॥৭॥

হে ঈশান! হে পরমানন্দ! তোমার পাদপদ্ম সেবাকারী তোমার অংশভূত আমার মায়া নিবারণ কর, সে মায়া তোমা হইতে উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কচিৎ চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥৮॥

তোমার বাক্যরূপ অমৃতসমুদ্রে বিহারকারী মহানন্দ প্রাপ্ত মহাত্মা চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করেন ॥ ৮ ॥

ত্বয়াত্মনি জগন্নাথে মন্মনোরমতামিহ।
কদামমেদৃশং জন্মমানুষং সংভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

কখন আমার ঈদৃশ মনুষ্য জন্ম হইবে যে আত্মাস্বরূপ তোমাতে ও জগন্নাথে আমার মন রমণ করিবে ॥ ৯ ॥

চরণস্মরণং প্রেম্না তবদেব সুদুর্লভং।
যথা কথঞ্চিন্নৃহরে মম ভূয়াদহর্নিশং ॥১০॥

হে নৃহরে! যে কোনপ্রকারে প্রেমদ্বারা তোমার দেবদুর্ল্লভ শ্রীচরণ স্মরণ আমার অহোরাত্র হয় তাহাই হউক্ ॥ ১০ ॥

কাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্বচভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরেদিশ ॥১১॥

হে নৃহরে! হে ভূমন্! অহঙ্কার বুদ্ধ্যাদিদ্বারা সংবদ্ধ আমি কোথায় এবং তোমার মহিমাই কোথায়! হে দীনবন্ধো! হে দয়াসিন্ধো! আমায় ভক্তিমার্গ আদেশ করুন্ ॥ ১১ ॥

মিথ্যাতর্কসুকর্কশেরিত মহাবাদান্ধকারান্তর ভ্রাম্যন্মন্দমতেব মন্দমহিমন্ ত্বজ্জ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্। শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে গোবিন্দেতি মুদাবদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদাস্যামহম্ ॥ ১২ ॥

হে অসীমমহিমা বিতরণকারি! আমি মূঢ়মতি। আমি মিথ্যা কর্কশতর্কে প্রেরিত হইয়া মহাবাদানুবাদ অন্ধকারে ভ্রমণ করি এবং তজ্জ্ঞান (তোমার স্বরূপ জ্ঞান) প্রকাশ পাইয়া সে পথ পরিষ্কার করি। হে মধুপতে! হে মাধব! হে বামন! হে ত্রিনয়ন! হে শঙ্কর! হে শ্রীপতে! আনন্দে এইরূপ বলিতে বলিতে আমি কবে মুক্ত হইব? ॥ ১২ ॥

যৎ সত্ত্বতঃ সদা ভাতি জগদেতদসৎস্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন্ ভগবন্তং ভজামতং ॥ ১৩॥

যিনি সৎ ও যাঁহার সত্ত্বাবশতঃ এই জগৎ মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এই মিথ্যাজগতে সদাভাস সেই ভগবানকে ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্ত পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু বাগমান্। যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ১৪ ॥

মনুষ্য সূর্য্য উত্তাপে তাপিত হউক্, পর্ব্বত হইতে পড়িয়া যাউক্, তীর্থ সকল ভ্রমণ করুক্, আগম পাঠ করুক্, যজ্ঞ করুক্, বাদানুবাদদ্বারা বিবাদ করুক্, কিন্তু শান্তিনিকেতন হরি ব্যতিরেকে শান্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্ব্বকারকশক্তিধৃক্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বসেব্যং নমামিতং ॥ ১৫ ॥

যে দেবের কোন ইন্দ্রিয় নাই তথাপি যিনি সকলের কার্য্যকর্ত্তা ও সর্ব্বশক্তিমান্—যিনি

(১) অনুস্যূত সম্বন্ধ।

সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা ও যিনি সকলের সেব্য সেই দেবকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

ত্বদীক্ষণবশক্ষোভ মায়াবোধিতকর্ম্মভিঃ।
জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে পাহিনঃ পিতঃ॥১৬॥

তাঁহার কটাক্ষে মায়া বিকসিত হন ও সেই মায়াদ্বারা আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং সেই কার্য্যদ্বারা জন্মগ্রহণ করি ও ক্রমে ক্লান্ত হই। হে পিতঃ! সেই ক্লান্ত আমাদিগকে রক্ষা কর ॥১৬॥

অন্তর্যন্তা সর্ব্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবমেয়ঃ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তন্তং চেতসৈবাবলম্বে ॥ ১৭ ॥

যিনি সকল জীবের অন্তরে থাকেন, যিনি সকল লোকদ্বারা কীর্ত্তিত এবং যাঁহাকে শ্রুতি-যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় করা যায়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, যিনি নৃসিংহ, সেই মহাপুরুষকে চিত্ত-দ্বারা আমরা আশ্রয় করি ॥ ১৭ ॥

যস্মিন্নুদ্যাৎ (১) বিলয়মপি যদ্ যাতি বিশ্বং লয়াদৌ জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাব(২) বোধে। অত্যন্তাং (৩) তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে মধ্যে চিত্তং ত্রিভুবন গুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জীবের আধার বিশ্ব যাঁহা হইতে উদ্ভব হয় এবং প্রলয়ে যাহাতে বিলয়প্রাপ্ত হয়, গুরুর অনুগ্রহে যাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং যদ্রূপ সিন্ধু (নদী) মহাসাগরে প্রবিষ্ট হয় তদ্রূপ যাঁহাতে এই মনুষ্য দেহ লয়প্রাপ্ত হয়, চিত্তমধ্যে স্থিত সেই ত্রিভুবন গুরু নৃসিংহকে ভাবনা করি ॥ ১৮ ॥

সংসারচক্রক্রকচৈর্বিদীর্ণ মুদীর্ণ নানাভবতাপতপ্তং। কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরের্নৃলোকম্ ॥ ১৯ ॥

হে নৃসিংহ! সংসারচক্রকরাতে বিদীর্ণ, সংসারে উত্থিত, নানাসংসারতাপে তপ্ত, কোন-রূপে দেহপ্রাপ্ত ও তজ্জন্য পীড়িত নরলোককে উদ্ধার কর ॥ ১৯ ॥

যদা পরানন্দ গুরো ভবৎপদে পদং মনোমে ভগবন্ লভেত। তদা নিরস্তাখিলসাধনশ্রমঃ শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥ ২০ ॥

হে পরানন্দ! হে গুরো! হে ভগবন্! যখন আমার মন আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাইবে তখন সমুদায় কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানবশতঃ শ্রম হইতে নিরত হইয়া আপনার কৃপাতে অসীম সুখলাভ করিব ॥ ২০ ॥

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্‌ঘনঃ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভিঃ ॥২১॥

যে ব্যক্তি আপনার ভজনা করে, আপনি তাঁহার পরমানন্দ ও চিদ্‌ঘন, সুতরাং তাঁহা-দিগের তুচ্ছ স্ত্রী পুত্রপরিবারের প্রয়োজন কি ॥২১

মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গ সঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন্ সন্তঃ সন্তিয়তো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্। নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্বিগলিতত্বৎ পুণ্য-গাথামৃতস্রোতসংপ্লব সংপ্লুতো নরহরে নস্যামহং দেহভৃৎ ॥ ২২ ॥

হে প্রিয়! পুত্র স্ত্রী-ধনাদিতে বাসনা ত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা করিয়া যাহাতে মদমাৎসর্য্য বিগত হয়, সাধু লোক সেই সেই আশ্রমকে আশ্রয় করেন।

---

(১) উদ্যাৎ—উৎসন্নং বিশ্বমিতি শেষঃ।

(২) অববোধে—জ্ঞানে। কেবলাত্মা—পূর্ণ আত্মা পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ।

(৩) অত্যন্তাং—বিনাশং লয়ং। মধ্যেচিত্তং—চিত্তমধ্যে ইত্যর্থঃ।

(১৯) ক্রকচ—করাত ইতি ভাষা। উদীর্ণ—উত্থিত।

(২২) মুঞ্চন্—ত্যজন্। অঙ্গ—প্রিয়। অঙ্গসঙ্গং—স্ত্রী-পুত্রাদিকং। সংপ্লব—সন্তরণ। সংপ্লুতঃ—গমনং কুর্ব্বতঃ সন্নৈব—সৎ+ন+এব। পরঃ মুক্তিদাতা ইত্যর্থঃ।

(২৩) ইন্দিরামৃত—ইন্দিরয়া লক্ষ্যামৃতঃ স্বতঃ।

হে নরহরে! আমি সেই সাধুলোক মুখপদ্ম বিগলিত তোমার পবিত্র গীতামৃতস্রোতে সন্তরণ করিতে করিতে গমন করিয়া আর এ মানবদেহ ধারণ করিব না॥ ২২॥

উদ্ভূতং ভবতঃ সতোহপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কূটকনকং বেদোপি নৈবং পরঃ। অদ্বৈতং তব সৎপরং তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মামুঞ্চ মামানুতং॥ ২৩॥

আপনি সৎ আপনা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি ইহা সৎ নহে (সতের কার্য্য হইলেই কি সৎ হয়? তাহা নহে) যেরূপ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রম ও মিথ্যা, যেরূপ কপট স্বর্ণ (মেকিসোনা) দ্বারা আমাদের কার্য্য সাধন হয়, যেরূপ বেদ (আপনার বাক্য) সত্য বলিয়া আমাদিগকে ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত করে কিন্তু বাস্তবিক ইহা মুক্তিদাতা নহে (ইহা কেবল পণ্ডশ্রম ও ভ্রমমাত্র) তদ্রূপ এই জগৎ সত্য নহে। আপনি অদ্বৈত আপনি সৎ, পরমানন্দদায়ী আপনার পাদপদ্মকে বন্দনা করি। হে হরি! আপনি লক্ষ্মীদ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্তুতঃ আপনার শ্রীচরণে পতিত আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ২৩॥

মুকুটকুণ্ডল-কঙ্কণ কিঙ্কিণী পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ। মহদহঙ্কৃতি স্বপ্রমুখং তথা নরহরের্নপরং পরমার্থতঃ॥ ২৪॥

মুকুট, কুণ্ডল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি অলঙ্কার যেরূপ প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ। হে নরহরে! সেইরূপ মহৎ অহঙ্কার আদি সমুদায় যেরূপ আপনার প্রধান প্রধান কার্য্য করে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা আপনা হইতে ভিন্ন নহে॥ ২৪॥

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কালস্বভাবৈর্দিভির্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী (২) বহূন্। মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সংমর্দ্দয়ন্ত্যাতুরং মায়াতে শরণং গতোস্মি নৃহরেত্বামেব তাম্বরয়॥ ২৫॥

তোমার কটাক্ষমাত্র লাভ করিয়া তোমার মায়া নৃত্য করে এবং কালকর্ম্মানুসারে সত্ত্বরজস্তম প্রভৃতি বহু গুণময় ভাব প্রকাশ করে। সেই মায়া তাহার পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া আমার মস্তকে অতি ভর দিয়া সম্মর্দ্দনকরতঃ আমাকে পীড়ন করিতেছে। হে নৃহরে! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম তুমি সেই মায়াকে নিবারণ কর॥ ২৫॥

দম্ভন্যাসমিষেণ (৩) বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং সংমুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগক্লমৈ (৪) রাকুলম্। আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতা সম্মাননা সম্মদং দীননাথ দয়ানিধান পরমানন্দ (৫) প্রভো পাহি মাং॥ ২৬॥

আমি ন্যাস (রেচক পূরক মন্ত্র) ছদ্মে বঞ্চিত, একমাত্র ভোগবাসনা চিন্তা করি; সর্ব্বদা মোহভাব প্রাপ্ত হই, বিবিধ উদ্যোগ করিয়া থাকি সেই পরিশ্রমে ক্রমে ক্লান্ত হই, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি ও অজ্ঞলোকের সম্মাননাবশতঃ আনন্দিত হই। হে দীন অনাথ ব্যক্তিকে দয়াকারিন্! হে পরমানন্দ! হে প্রভো! আমাকে রক্ষা করুন্॥ ২৬॥

অবগমং তব মে দিনমাধব স্ফুরতি যন্ন (১) সুখাসুখসঙ্গমঃ (২)। শ্রবণবর্ণনভাবমথাপি বা (৩) ন হি ভবামি যথাবিধি কিঙ্করঃ (৪)॥ ২৭॥

(২৪) পরমার্থতঃ ন কনকমিতি শেষঃ।

(২৫) প্রকাশয়ন্তী।

(৩) মিষেণ ছদ্মনা। (৪) ক্লমৈঃ ক্লেশৈঃ।

(৫) স্বার্থঃ পরমেশ্বরঃ অন্যপক্ষে শ্রীধরস্বামিনঃ গুরুঃ।

(১) যৎ যস্মিন্ জ্ঞানে। (২) বিধিনিষেধাধিকারী।

(৩) এইরূপ রামগীতায় ৫।১৫২ শ্লোক ও তাহার টীকার ভাব।

(৪) রামগীতায় ৫৫ শ্লোক এই ভাব।

বলিতেও পারেন। ব্রজমায়ীরা ও ব্রজ-রাখালরা ত সদাই ‘রে’ বলিতেন। ‘বাৎসল্য’ ও ‘সখ্য’ রসের সাধকেরা মাধুর্য্যাধিকার-বলে মুখে সর্ব্বদা ‘রে’ বলুন আর না বলুন, তাঁদের সেই চঞ্চল প্রাণ-কৃষ্ণটির প্রতি কেবল প্রাণেরই টান,—সম্ভ্রমের ভাব কিছুই নাই। ভগবানও মুখের কথার ধার ধারেন না। সে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্ত-চোরের চিত্তটি লইয়াই কারবার। অতএব মাধুর্য্যাধিকারী ভক্তেরা মুখে যাহাই বলুন আর না বলুন, বাহিরে কিছু ভজনাঙ্গের ক্রিয়া করুন বা না করুন, ভগবান তাঁহাদের ‘হে’ ‘রে’ ‘অয়ি’—সকল সম্বোধনেরই পাত্র। ভগবৎকৃপায় মাধুর্য্য-ভক্ত ‘বৈধী’ উপাসনার সীমা অতিক্রম করিয়া “রাগানুগা” উপাসনায় পঁহুছিয়াছেন। তখন তাঁহার কথাই বিধি; তখন তাঁহার কথাই, ভগবানের কথার পার্থিব ভাষানুবাদ বলিয়া গ্রহণ করাই সাধু-গুরু-কৃপা-পিপাসু সাধকসমাজে সাদরস্বীকৃত। যাহা হউক, ভগবানের মাধুর্য্যরসে সাধনাধিকারী ঐ রাগানুগভক্তিপথানুসারী ভাগ্যবানই ভগবানকে মাধুর্য্যসম্বোধনে ‘অয়ি’ বলিবার স্বাভাবিক অধিকারী।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মাধুর্য্যভাবেই প্রাণ-প্রিয়তম সখাজ্ঞানে কৃষ্ণপ্রেমে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; তারপর যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভুবনপাবনী ভগবদ্গীতার মধু-বর্ষণ-মধ্যে অকস্মাৎ তাঁহারই সেই প্রাণ-কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস হইল, তখনই কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতত্ত্বের চমক্ আসিয়া অর্জ্জুনের চিত্তে লাগিল; অমনি কৃষ্ণবিষয়ে অর্জ্জুনের ভয়-বিস্ময়-সম্ভ্রম-সমাদরের ভাব যেন যুগপৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! তখন অর্জ্জুনের সেই স্থির ধীর নীরব নিশ্চল মাধুর্য্য-সরোবরে অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্যের প্রবল প্রখর বন্যাপ্রবাহ মহা কল কল কল্লোলগর্জ্জনে যেন দিগন্ত ভাসাইয়া আসিয়া পড়িল! অমনি কৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ হওয়ায়, অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্য-সূর্য্যাহত মনশ্চক্ষে যেন আঁধারি লাগিল! অর্জ্জুন ভীত, বিস্মিত, অবনত ও কর-যোড়যুত হইয়া, “ঈশ্বর” কৃষ্ণের উদ্দেশে পুনঃ২ প্রণাম করিয়া, তাঁহার সেই “মধুর” কৃষ্ণের প্রতি আপনার পূর্ব্বব্যবহার স্মরণে আপনাকে অপরাধী বোধে কহিয়াছিলেন,—

“সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥”

অর্থাৎ——

সখা জ্ঞানে যত বলেছি তুচ্ছিয়া,
হে কৃষ্ণ! হে সখে! হে যাদব! ইতি।
প্রমাদে অথবা প্রণয়ে ভুলিয়া,
না জানিয়া তব মহিমা প্রমৃতি॥

তবুত অর্জ্জুন ‘হে’ বলিয়াই ডাকিয়াছেন। সখা হইয়াও অর্জ্জুন ব্রজসখাদের মত ‘রে’ কখনও বলেন নাই। শুদ্ধ মাধুর্য্য কেবল ব্রজ-জনেরই হৃদয়-সৌন্দর্য্য; উহা জগৎপূজিতা গীতার “পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ” এই ভগবদ্বাক্যে অভিনন্দিত অর্জ্জুনেও দুর্লভ! সে যাহাহউক, স্থূলতঃ অর্জ্জুন সুসভ্য সুবিদ্বান ক্ষত্রিয়রাজ, আর ব্রজ-সখারা

অনক্ষর অমার্জ্জিত গ্রাম্য গোয়ালা জাতীয় রাখালসমাজে; অর্জ্জুনের মুখে 'রে' সাজে না, ব্রজ-রাখালদের মুখে 'হে' আসেনা। কিন্তু "অয়ি" সম্বোধন, সম্ভ্রমার্থিক "হে' ও তুচ্ছার্থক 'রে'—এ দুয়ের মধ্যগত, কেবল "কোমলা-মন্ত্রণে" ব্যবহৃত। ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত "অয়ি" সম্বোধনসুধা ভারতীয় পুরাণসাহিত্য-সিন্ধুমন্থনে বোধ হয় অতি অল্পই মিলে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখের এই শুভশিক্ষাষ্টক শ্লোকে মিলিয়াছে; আর একবার মহাপ্রভুরই মনুষ্যমূর্ত্তিলীলায় "পরম গুরু" অর্থাৎ গুরুর গুরু শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর গুরু হরিভক্তিরসকল্পতরু শ্রীশ্রীমৎ মাধবেন্দ্র পুরীর সেই শুদ্ধ-মাধুর্য্য-নির্ঝর-স্রোত—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ!"—

শ্লোকটিতে ভারতীয় বৈষ্ণবজগতের ভাগ্যে মিলিয়াছিল।

আর একটি কথা, মুখে আমরা কে কি না বলি? আমরা যে গান গাই, বক্তৃতা করি, রচনা লিখি, তৎসমস্তের বিষয়বিচার ও সিদ্ধান্তগুলি যদি আমাদের জীবনে ফলিত হইত, তবে ত আমরা কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। মুখে আমরা হয়ত ধ্রুব-প্রহ্লাদকেও অতিক্রম করিতে পারি, বুকে কিন্তু বাল্মীকি-জগাই-মাধাইর পাপপ্রমত্ত প্রথম জীবনকেও পরাস্ত করিয়া বসিয়া আছি। বক্তৃতার ব্যাপকতায় হয়ত আমি তাঁহাকে "অয়ি প্রাণাধিক!" বলিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হয়ত আমার অভ্যাসযোগার্চ্চিত অহিফেণ-বটিকাধিকও নহেন! সে কালাচাঁদ হইতে এ কালাচাঁদের ভাবনা বেশি ভাবি।

যাহাহউক, মহাপ্রভুর "কাঙ্গালীভোজন" স্বরূপ এই শিক্ষাষ্টককে আমরা তাঁহার শ্রীমুখের প্রসাদ পাওয়ার ন্যায়ই, "অয়ি-নন্দতনুজ" সম্বোধনে এ জনমের আসল আবেদনটি ও চরণকমলে নিবেদন করিতে পারিলেও কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার চরম ও পরম ভক্তভাব-লীলায় যে মহামাধুর্য্যময় কৃষ্ণ-প্রেমোৎসবের চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্রীমুখোক্ত শিক্ষাশ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'অয়ি' সম্বোধন কেমন সাজিয়াছে? যেমন কম্বু-কণ্ঠে অম্বুজমালা! যেমন হিরণ্ময় করপ্রকোষ্ঠে হীরার বালা!

তারপর, শ্রীকৃষ্ণকে এখানে "নন্দ-তনুজ" বলা হইয়াছে। "তনুজ" শব্দের অর্থ ঔরস বা গর্ভজাত অপত্য। তবে মহাপ্রভুর মুখ হইতে কৃষ্ণের "নন্দতনুজ" নাম নির্গলিত হওয়ার কোন হেতু-রহস্য আছে কি? কৃষ্ণকে যদি কাহারও 'তনুজ' বলিতে হয়, তবে তিনি বসুদেব-তনুজ বাসুদেব, ইহাই সাধারণতঃ পৌরাণিক-প্রচলিত সংস্কার। আর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ পরতত্ত্বের পরাৎপর "বাসুদেব" আখ্যাতেও কৃষ্ণের বসুদেব তনুজত্বই প্রকৃষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। অতএব মহাপ্রভুর মুখের "নন্দতনুজ" বাক্যে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব আছে কিনা, কেহ২ তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। কেহ২—(ফলে অনেকেই) বলেন, 'নন্দসুত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ পুরাণাদিতে ভূরি পরিদৃষ্ট হয়, তবে 'সুত' শব্দে জাত অর্থ

হওয়ায়, "নন্দতনুজ" ও "নন্দসুত" ফলিতার্থে এক পাত্রই সূচনা করিতেছে; অতএব মহাপ্রভুর উক্ত "নন্দতনুজ" সম্বোধনে কোন তত্ত্বরহস্যগত বিশেষত্ব নাই; উহা সাধারণতঃ কৃষ্ণবাচক বাক্য মাত্র।

যাঁহারা মহাপ্রভুর উক্ত বাক্যের একটু স্বতন্ত্র অর্থ অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকে তত্ত্বগত "এক কৃষ্ণ"কে লীলাগত ভাবে "দুই কৃষ্ণ" জানিয়া, উহার একরূপ সমাধানে উপনীত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীতও আবিষ্কৃত, অনাবিষ্কৃত, বিকৃত, বিলুপ্ত, পূর্ণ বা অপূর্ণপ্রকাশিত বিবিধ পুরাণ-উপপুরাণাদিতে ভগবল্লীলা বিবিধ ভাববৈচিত্র্যে চিত্রিত। তাহাদের পরস্পর যৌক্তিক সিদ্ধান্ত-সামঞ্জস্যসংস্থাপন অন্ততঃ অস্মদাদির ন্যায় অশাস্ত্রজ্ঞ অধমাধিকারীর অসাধ্য। ফলে আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আপাততঃ উক্ত বিষয়ক শাস্ত্রীয় বিতর্কবিচারের প্রতি উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, সংক্ষেপে উহার পৌরাণিক মর্ম্মটি মাত্র এস্থলে নিবেদন করিতেছি।

বৈকুণ্ঠেশ্বর চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, কংসাদি দুর্দ্দান্ত দানবের দুর্দ্দমদৌরাত্ম্য-পীড়িতা পৃথিবীর করুণক্রন্দনাকৃষ্ট দেবগণের প্রার্থনায়, দানবদলনার্থ মথুরাধামে বসুদেব-দেবকীর 'তনুজ' হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে গোলোকেশ্বর দ্বিভুজমুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়তমা গোলোকেশ্বরী রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা, তাঁহার কৃষ্ণের নিত্যসখা শ্রীদামের অভিশাপবিশেষবশে শতবর্ষব্যাপী কৃষ্ণবিরহভোগজন্য বৃষভানু-রাজনন্দিনীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজিতা হইলেন। সুতরাং রাধাহৃদয়েশ্বর রাস-রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার ভূতলে অতুল্য ব্রজলীলার অপূর্ব্ব বিলাসমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ ও বাসুদেব বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যলীলার সাহায্যার্থ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী যোগমায়া ভগবতীকে সঙ্গে লইয়া; তাঁহা-ই যমজভাবে গোকুলে যশোদাগর্ভে "নন্দতনুজ" হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। যোগমায়ার মায়াবশে নন্দ-যশোদাদি গোপগোপীবৃন্দ মোহাবিষ্ট থাকিয়া তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ওদিকে কংসভয়াভিভূত বসুদেব তাঁহার প্রাণপুত্তলীটি লইয়া, যোগমায়ার প্রসাদে যমুনা পার হইয়া নন্দালয়ে পঁহুছিলেন, এবং যশোদার সূতিকাগারে মায়ানিদ্রাভিভূতা যশোদার ক্রোড়পার্শ্বে তাঁহারই নিজ ক্রোড়ের স্থিধির ন্যায় নীলকান্তকান্তি সদ্যজাত শিশুকৃষ্ণ ও স্থির সৌদামিনীরূপা যোগমায়াকে দর্শন করিলেন। অপূর্ব্বভাবাবিষ্ট বসুদেব তারপর "দুই কৃষ্ণ" একস্থানে করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ দুয়ে মিশিয়া এক হইলেন! তখন বিহ্বল বসুদেব বিলম্বে অসমর্থ হইয়া, যশোদার কন্যারত্নটি বুকে করিয়া দ্রুত মথুরা প্রস্থিত হইলেন। অতঃপর ঐভাবে দুই কৃষ্ণ এক হইয়া বৃন্দাবনে থাকিলেন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলা সমস্ত বৈকুণ্ঠনাথ বাসুদেব কৃষ্ণের অংশে ও মাধুর্য্য-লীলাবলী "নন্দতনুজ" গোলোকেশ কৃষ্ণের অংশে অভিনীত বা প্রকটিত হইতে লাগিল। ফলে ইচ্ছাময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় এ গূঢ়তত্ত্ব বাহ্যলীলায় নিয়ত উহ্যই রহিল। তারপর কৃষ্ণের মথুরাগমনে বাসুদেবেরই প্রকৃত গমন

হইল; কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন যমুনাতীর হইতে অলক্ষিতে বৃন্দাবনেই রহিয়া গেলেন। চতুর্থ শ্লোকের আলোচনায় প্রসঙ্গতঃ যে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" বাক্যের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, উক্ত বাক্য এই পৌরাণিক বিবরণের অন্যতম শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপ ভিত্তিবিশেষ। যাহাহউক, শ্রীদামের অভিশাপ পূরণার্থ, অর্থাৎ শ্রীরাধার কৃষ্ণবিরহবিধানার্থ কৃষ্ণ একান্ত অলক্ষিতে বৃন্দাবনেই রহিলেন; সুতরাং অলক্ষিততত্ত্বগত ভাবে কৃষ্ণসত্তা বর্ত্তমানেও স্থূল লীলাগতভাবে ব্রজে কৃষ্ণবিরহ ব্যাপ্ত হইল। অবশেষে প্রভাস-মিলনে, রাধা-হৃদয়স্থ মাধুর্য্যতত্ত্বগত রাধার কৃষ্ণ রুক্মিণীর কৃষ্ণের সহিত চকিতে পুনর্ম্মিলিত হইয়া, আবার তখনই রাধাসঙ্গ-সম্মিলনে স্বীয় মর্ত্ত্যমাধুর্য্যলীলা সাঙ্গ করিয়া, নিজ নিত্য-ধাম গোলোকধামে অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে বৈকুণ্ঠবিহারী হরি অবশিষ্ট সমস্ত লীলা সমাপন পূর্ব্বক স্বীয় লীলাংশসম্ভূত সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস করিয়া, স্বয়ং ব্যাধ বাণ-বেধ-ব্যপদেশে সর্ব্বশেষে স্বস্থান বৈকুণ্ঠ ধামে প্রস্থান করিলেন।

অস্মদ্দেশীয় আধুনিক হিন্দুদৃষ্টি-অবিশিষ্ট দার্শনিক—বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের এইরূপ পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা কি চক্ষে লক্ষ্য করিবেন, বলা যায়না; তবে কি না, "হিন্দুর সব ভাল ছিল" মোটের উপর এই এক মোটা ধারণা এখন যেন ভগবদিচ্ছায় ক্রমে জ্ঞানময় হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাই ভগবান কৃষ্ণের লীলার ঐতিহাসিকতায় এখন হিন্দু অহিন্দু, প্রায় সকলেই অল্পাধিক বিশ্বাস-বান হইয়া; কৃষ্ণলীলার বিবিধ পুরাণেতিহাস, আখ্যান, প্রবাদ, প্রচলিত সংস্কার ইত্যাদির সমষ্টি-সিদ্ধান্ত-সমুৎপন্ন কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। কৃষ্ণের হঠাৎ কৃষ্ণচরিত এখন আর অস্মদ্দেশে কেবল খ্রীষ্টীয় পাদরীর প্রচার-পরিচয়ে বিচারিত হইবার নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমাবতারলীলার পরে প্রেমময় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রেমভক্তিমান বৈষ্ণব, গ্রন্থকার বঙ্গভূমির ক্রোড় বিশোভিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যগত এক কৃষ্ণের লীলাগত দ্বিকৃষ্ণত্ব সম্বন্ধে সুপ্রাচীন বাঙ্গালী গ্রন্থকার পরমভাগবত কবি শ্রীমৎ শিশুরাম দাসের শাস্ত্রপ্রমাণ-সজ্জিত সুপ্রসিদ্ধ "প্রভাস খণ্ড" গ্রন্থে যাহা অতি ললিত রচনায় লিপীকৃত হইয়াছে, কৃষ্ণলীলামৃতলোলুপ, ভক্ত পাঠকসমাজে সেইটুকু এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম।

"শুনিয়া শুকের কথা ব্যাসদেব কন।
সে বড় নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥
গোলোকের নাথ কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন।
কেবল আনন্দময় বিভু নিরঞ্জন॥
না করেন কোন কর্ম্ম এই তাঁর রীতি।
কটাক্ষে করেন কর্ম্ম তাঁহার প্রকৃতি॥
প্রধানা প্রকৃতি রাধা তাঁহার কামিনী।
সৃষ্টিকালে মহাবিষ্ণু প্রসবেন যিনি॥
নামমালা তন্ত্রে তার দেখহ প্রমাণ।
মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি রাধার আখ্যান॥
যথা-"কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি"
মহাবিষ্ণু হইলেন রাধার বালক।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর পতি ব্রহ্মাণ্ডপালক॥

...ভয়ে ভীত হয়ে যত দেবগণ।
ভূভার হরণ হেতু করিয়া চিন্তন॥
মন্ত্রণা করিয়া সবে ক্ষীরোদ যাইয়া।
মহাবিষ্ণু আরাধিলা প্রণত হইয়া॥
দেবগণ স্তুতি দেব হইয়া সদয়।
অবতার হব বলি দিলেন অভয়॥
...কীর গর্ব্ববাস করিয়া স্বীকার।
ভূভার হরিতে বিষ্ণু হন অবতার॥
...বকুণ্ঠ কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী দ্বয়।
রুক্মিণী ও সত্যভামা হয়ে জন্ম লয়॥
রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
এক্ষণেতে শুন রাধা-কৃষ্ণ-বিবরণ॥
শ্রীদাম-শাপগ্রস্তা হয়ে রাধা সে সময়
ব্রজে আসি বৃষভানুগৃহে জন্ম লয়॥
রাধা হেতু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে অবতরি।
বিষ্ণুর সাহায্য হেতু দুর্গা সঙ্গে করি॥
যমজ হইয়া জন্মে গর্ভে যশোদার।
যামলে শিবের বাক্যে প্রমাণ তাহার॥
যথা—
"নন্দপত্ন্যা যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যতে।
বাসুদেবো নিশেত্তস্মিন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥"
যশোদায় জন্ম নিলা যমজ হইয়া।
নন্দালয়ে নিদ্রা দিয়া সবারে মোহিয়া॥
যশোদার কোলে খেলা করেন যখন।
আইলেন বসুদেব লইয়া নন্দন॥
আসিয়া দেখেন তথা অপূর্ব্ব বালক।
হইয়াছে শ্রীনন্দের পুরের পুলক॥
আপন বালকসম বালকে দেখিলা।
বালিকা দেখিয়া বসু অবাক্ হইলা॥
তবে বসু বালকে লইয়া সেইক্ষণ।
একত্রে রাখিয়া দোঁহে করেন দর্শন॥
যেইমাত্র দুই শিশু একত্র হইল।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে মিশিল॥
যেইরূপে সৌদামিনী মেঘেতে মিলায়।
বসুদেবসুত নন্দসুতেতে লুকায়॥
তাহা দেখি বসুদেব অনেক ভাবিয়া।
বালকে রাখিয়া গেল বালিকা লইয়া॥
সেই সে বালিকা কংস-হাতে নিবর্ত্তিয়া
অনেক নিন্দিল কংসে উর্দ্ধেতে উঠিয়া
বিন্ধ্যাচলে অধিবাস হইল তাঁহার।
ব্রহ্মা আসি করিলেন পূজার প্রচার॥
স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ব্রজে অবতার।
আনন্দক্রীড়ন বিনা কর্ম্ম নাহি তাঁর॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্মে ফল নাহি লন।
ভক্তিগুণে ভক্তগণে ফলপ্রদ হন॥
স্বয়ংের কর্ম্ম নহে ভূভারহরণ।
অংশ-অবতারে করে এ সব করণ॥
যদি বল ভিন্নরূপ নহে কি কারণ।
কংসভয়-লীলায় গোপন প্রয়োজন॥
অথবা কৃষ্ণের কর্ম্ম কে বুঝিবে ভবে।
কি ইচ্ছায় কি লীলায় কি হয় কিভাবে
অক্রূরের সঙ্গে যবে করিলা গমন।
তখন বিভিন্ন দেহ হৈলা দুই জন।
বাসুদেব মথুরাতে করেন গমন।
নন্দসুত ব্রজধামে অলক্ষিতে রন॥
যথা—
"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক চনৈব গচ্ছতি॥"
পাঠান্তরং—"পাদমেকং ন গচ্ছতি।"
শ্রীদামের বাক্য হরি করিতে পালন।
চক্ষুর অদৃশ্য হয়ে রন বৃন্দাবন॥
ব্রজবাসীগণ-চক্ষে অলক্ষ্যে রহিয়া।
পুনশ্চ নিদ্রিত হন প্রভাসেতে গিয়া॥"

উক্ত কবিবর শিশুবাসের এই মধুমতী ও প্রসাদগুণবতী গাথায় কৃষ্ণলীলাতত্ত্বের যে রহস্যভেদ হইয়াছে, তাহাতে ইহার ঐতিহাসিকতার সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনেকের আপত্তি হইতে পারে। তদুত্তরে আমাদের নিবেদন এই যে, ঐতিহাসিকতার সমাধান সম্বন্ধে এক-কৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন পক্ষের কোন আপত্তির কারণ নাই; বরং তাহাই আবশ্যক। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কৃষ্ণতত্ত্বেরই ঐশ্বর্য্যময় বৈকুণ্ঠবিলাসী, আর মাধুর্য্যময় গোলোকবিহারী। বৈষ্ণবী উপাসনার এই সুসূক্ষ্ম অন্তর্লক্ষ্য ভাবতত্ত্ব ভেদের সহিত লৌকিক স্থূল ঐতিহাসিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিকৃষ্ণত্বের জগতে একমাত্র ঐতিহাসিক সাক্ষী বসুদেবও যোগমায়াপ্রভাবে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিকতা পক্ষে এবং এমন কি, "চতুর্ব্যূহতত্ত্ব"বিচারবিলাসিনী বৈষ্ণবী দার্শনিকতার পক্ষেও বোধ হয় এককৃষ্ণত্ব স্বীকারে কোন অনুপপত্তির অবকাশ নাই।

এক্ষণে কথা এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের অতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অর্থাৎ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলাস্বাদসর্ব্বস্ব কৃষ্ণভজনের নিগূঢ় রসরহস্যভেদ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে যেরূপ হইয়াছে, তাহা ন ভূত ন ভবিষ্যতি"—ইহাই গৌরহরিবিশ্বাসী বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতের বিশ্বাস। তাহা হইলে, গৌরাঙ্গের এই সুবিখ্যাত শ্লোকে যে "নন্দতনুজ" পদের প্রয়োগ, তাহা সেই গোলোকবিহারী, দ্বিভুজ মুরলীধারী, সেবানন্দ-ভিখারী ভক্তের শুদ্ধমাধুর্য্য প্রেমগ্রহণকারী, চিরবৃন্দাবনচারী হরির প্রতিই হইয়াছে, বলিতে হইবে। অতএব এই মতে, মূর্ত্তিমান বেদ-বেদান্ত-বিজ্ঞান স্বয়ং সরস্বতীপতিরূপে সেব্যমান শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ-বাক্যই সর্ব্ব প্রমাণাধিক প্রমাণ। অপর, শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ স্পষ্টই এই তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বিবিধশাস্ত্রবিশারদ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বীয় সন্দর্ভে সুবিশদ শাস্ত্রীয়তা সহযোগে এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা-খণ্ডের প্রারম্ভেই দৃষ্ট হয়, শ্রীবৃন্দাবনপ্রত্যাগত চৈতন্য-চরণ-মিলনাশায় শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত শ্রীরূপ গোস্বামী উড়িষ্যাদেশে পঁহুছিয়া, "সত্য-ভামাপুর" নামক গ্রামে এক রাত্রি যাপন করেন। তথায় শ্রীসত্যভামাদেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া, এরূপ আদেশ করেন যে, "তুমি যে কৃষ্ণলীলার নাটক রচনা ইচ্ছা করিয়াছ, তাহাতে আমার কৃ[illegible] লীলা স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিও।" এ [illegible] শের অর্থ শ্রীরূপ তখন যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গাশ্রয়ে আসিয়া, [illegible] শ্রীমুখে আবার যাহা শুনিলেন, তাহাতে লীলাগত দ্বিকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরূপের আর সন্দেহ রহিল না, এবং তিনিও "ললিতমাধব" ও "বিদগ্ধমাধব" নামে দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাটক—মায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র "নান্দী প্রস্তাবনা" দিয়া রচিবার সংকল্প করিলেন। এই স্থলে চরিতামৃতের সেই স্থান একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা॥

কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃত বামনবচনং।—

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ গোসাঁই মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিল পৃথক্ নাটকে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুইভাগ করি এবে করিব ঘটনা ॥
দুই নান্দী প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা।"

ইহাতেই বেশ বুঝা যায়, লীলাগত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-রহস্য শ্রীরূপগোস্বামী স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটেই প্রথম শিক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও ভাগবত, বিষ্ণু, পদ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, হরিবংশ-ভারত প্রভৃতি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণরহস্য-ভেদ বিস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং অন্যান্য প্রচ্ছন্ন পুরাণোপপুরাণ, তন্ত্রাদি, প্রাচীন প্রবাদাদি ও বিবিধ দৈব প্রমাণাদি দ্বারা এবং সর্ব্বোপরি মূর্ত্তিমান সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান মহাপ্রভুর নিজ মুখোক্তিরূপ মহা 'আপ্ত' বা 'শব্দ' প্রমাণ দ্বারা উহা শ্রীরূপের হৃদগত হইয়াছিল। সুতরাং 'লঘুভাগবতামৃতে' তিনি শ্লোক উঠাইয়াছেন, যথা—

"কেচিদ্ভাগবতাঃ প্রাহুরেকমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহে যানকদুন্দুভেঃ ॥
গোষ্ঠেতু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্ ॥
কন্যামেবপরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজৎ পুরং।
প্রাবিশদ্বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্ ॥"

অর্থাৎ—

কোনি ভক্তগণ কন পুরুষৈক পুরাতন।
বসুদেব-পিতৃগৃহে ব্যূহ হয়ে জন্ম লন ॥
বৃন্দাবনে মায়াসনে শ্রীলীলাপুরুষোত্তম ॥
বসুদেব ব্রজে করি সূতিকাগৃহে গমন,
একটি পরমা পুত্রী করি তত্র দরশন,
তাহা লয়ে সমাগত হইলেন নিজ ধামে।
বাসুদেব পশিলেন শ্রীলীলাপুরুষোত্তমে"।

বৈষ্ণবসমাজে সম্ভ্রজনীয় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীভাগবতের দশমে—

"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ

অর্থাৎ—

আত্মজের উদ্ভবে আনন্দ
লভিলেন মহামনা নন্দ।

এই শ্লোকের "আত্মজ" শব্দের অ করিয়া, নন্দ-গৃহেও কৃষ্ণের জন্ম জানাইয় দুই কৃষ্ণের একীভবন বা মিলনতত্ত্ব বুঝাইয় ছেন। মর্ত্ত্যজীবজগতে চৈতন্য চরিতামৃ বিতরণকারী আমাদের কবিরাজ গোস্বা শ্রীরূপেরই চরণাশ্রিত, সুতরাং তিনি শ্রীরূপের হৃদয়েশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমু বাক্যই সর্ব্বপ্রমাণাধিক প্রমাণ মানিয়া, অ শাস্ত্রবিচারসুনিষ্পন্ন সারসিদ্ধান্তের সমাধ করিয়া, একাধিক স্থানে উক্ত তত্ত্ব ব্যক্ত ক য়াছেন এবং চতুর্ব্যূহতত্ত্বের মূলপরাৎপরত নন্দতনুজত্বে স্থাপন করিয়াছেন। তৎপ এই নন্দতনুজই যে কলিযুগপাবন শ্রীগৌরা তাহাও যথাসম্ভব শাস্ত্রপ্রমাণ প্রয়োগ

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কৃষ্ণতত্ত্ব কৌতূহলী পাঠক শ্রীচরিতামৃতের আদিলীলাখণ্ডের আদিতেই তাহা প্রধানতঃ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা কবিরাজ গোস্বামীর সেই শাস্ত্র-প্রমাণ সহকৃত বিস্তৃত-আলোচনার রচনা হইতে অত্যল্প কিঞ্চিন্মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষ্ণু পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব॥
নন্দসুত বলে যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

* * * *

পরব্যোমেতে বৈসেন নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণেস্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে বিভেদ॥
ইঁহো ত দ্বিভুজ—তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে তিঁহো চক্রাদিক-সাথ॥

* * * *

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর॥
অবতারী নারায়ণ—কৃষ্ণ অবতার।
তিঁহো চতুর্ভুজ—ইঁহো মনুষ্যাকার॥

* * * *

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

অধিক উদ্ধৃতির স্থানাভাব ও প্রয়োজনাভাব। আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত পুরাণ-তত্ত্ববিশারদ পরমভাগবত শ্রীযুক্ত শিশুরাম দাসের "প্রহ্লাদখণ্ডের" কৃষ্ণতত্ত্বকাহিনী-কবিতাও (যতটুকু জানা যায় ও বুঝা যায়,) এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, লঘুভাগবতামৃত, বামনপুরাণ প্রভৃতি; এবং তন্ত্রশাস্ত্রীয় রুদ্র-যামল, রাধাহৃদয়তন্ত্র, গোপালতন্ত্র, বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণাদি পর্য্যালোচনার ফল বলা যায়। যাহাহউক, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আর অধিক অগ্রসর হওয়ার স্থানাভাব এবং অবস্থা সংস্থানাভাবও বটে। ভগবৎকৃপায়, সুবিধা হইলে, শুদ্ধ এই বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ফলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক আরও অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থাদিতে এই তত্ত্ব আভাষিত দেখিতে পাইবেন।

যাহাহউক, মোটকথা, আমাদের আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকটির নিগূঢ় শিক্ষাই এই যে, মাধুর্য্যভজন-ফলে কৃষ্ণসেবানন্দ লাভই জীবের চরম চরিতার্থতা; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-ভজনের ঐকান্তিক ফল মুক্তি তাহার নিম্নস্তরের সিদ্ধি। এই মোক্ষাতিক্রান্ত কৃষ্ণ-সেবানন্দ দানই" গৌরাঙ্গাবতারের অভূতপূর্ব্ব অতুল্য অবদান। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকের তাৎপর্য্য-প্রভাব এই পরম তত্ত্বরত্নেরই প্রভা মাত্র।

"বিদগ্ধমাধবের" উক্ত বিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার নিভৃতহৃদয়ামৃত "চৈতন্যচরিতামৃতে" ভগবদ্ভক্তি স্বরূপ লিখিয়াছেন,—

"সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্তে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে-বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাঞা॥

সাষ্টী সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্মঐক্য॥"

ফলে 'ব্রজভাব'রূপ 'রাধাকৃষ্ণসেবানন্দই' অহৈতুক রাগানুগ মাধুর্য্যভক্তের সর্ব্বস্ব। দীনদাস স্বীয় পদাবলীতে বলিয়াছেন।—

ঐশ্বর্য্যে ভজিলে জীব মুক্ত মাত্র ভবে।
মাধুর্য্যে ভজিলে কৃষ্ণসেবানন্দ লভে॥
ঐশ্বর্য্য-ভক্তিতে মুক্তি বৈকুণ্ঠবিহার।
গোলোকে গোবিন্দ-সেবা মাধুর্য্যাধিকার॥

আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশ্বাস-স্থাপনস্থ এই গূঢ় তত্ত্বই শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিক্ষা শ্লোকটির সারস্বরূপ। কৃষ্ণকিঙ্করত্বই ভক্তের চরমসিদ্ধি বা পরমপ্রাপ্তি। এই জন্য বলা হইয়াছে।—

"কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।"

এই ভীষণ ভবাম্বুধিতে মজ্জমান তোমার কিঙ্কর আমাকে উদ্ধার কর। সেব্যই সেবকের রক্ষাকর্ত্তা। তুমিই কৃপা করিয়া তোমাকে সেব্য বলিয়া চিনাইয়াছ এবং আমাকেও শ্রীপদসেবক পদের সুরেন্দ্রসেবা-সম্পদ দিয়া কৃতকৃতার্থ করিবার আশা তোমারই শাস্ত্রবাক্যে শুনাইয়াছ; তাই সেব্য তুমি, তোমার এ সেবকাধমকে এ বিষম বিষয়-বারিধি-বিমজ্জন-বিপদে শ্রীপদে রক্ষা কর। যে হতভাগ্য সেবক সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, সে সেই বিক্ষুব্ধ বারিধিবক্ষে স্বীয় সেব্য প্রভুকে দিব্য বিভূতিতে দণ্ডায়মান দেখিলে, কতনা আশায়—আনন্দে—উচ্ছ্বসিত অন্তরে—অথচ ব্যাকুল বিহ্বল কাতরস্বরে উদ্ধার প্রার্থনা করে! প্রভো হে! আমারও যে সেই অবস্থা! এখন উদ্ধারের ব্যবস্থা তুমি ভিন্ন আর কে করিবে? তুমিইত বিপদ-বারণ, মধুসূদন, পতিত-তরণ, সঙ্কট-শরণ; অতএব এ বিষম বিপদে, এ বিকট সঙ্কটে এ নিরুপায় কিঙ্করাধমকে পায় রাখ।

ভবোদ্ধারপ্রার্থীর এবম্বিধ প্রার্থনায় আপনাকে ভগবৎকিঙ্কর বলা হইতেছে। "কিঙ্কর" পদের অর্থ আজ্ঞাকারী—অর্থাৎ আদেশপালক ভৃত্য। বস্তুতঃ উপাসনার প্রাণ দ্বৈতবাদ। উপাস্য-উপাসক ভাবই দ্বৈত-তত্ত্বগত প্রভু-ভৃত্যভাব। অতএব ভগবানে ও জীবে এই প্রভু-ভৃত্য বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধই স্বতঃসিদ্ধ। জীব মায়াবশে এ সম্বন্ধ ভুলিয়াই ভব-বন্ধে বদ্ধ হয়।

"নিত্য কৃষ্ণদাস জীব তাহা ভুলিগেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)।

আমরা যে ভগবৎভৃত্যত্ব ভুলিয়া ভবাব্ধি-মজ্জমান; আমাদের একমাত্র সাধন ও প্রয়োজন যে পরিত্রাণ, তাহা মায়ামোহ-বশে আমরা বুঝিতে অক্ষম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে যেমন তাহার বুদ্ধিতে আর তরঙ্গ তুফানের তীব্রতা বা কূলপাওয়ার ব্যাকুলতা থাকে না আমাদের দশাও তদ্বৎ। ভগবৎকৃপা-বিধানে—কর্ম্মভোগাবসানে যার মায়ামোহের ঘোর অন্ততঃ কিঞ্চিৎ কাটিয়াছে সেই কথঞ্চিৎ আপন অবস্থা বুঝিতে পারিয়া স্বীয় পরিত্রাতা প্রভুর উদ্দেশে বলিতে পারে—প্রভো! পরিত্রাহি———

"কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ
কৃষ্ণকিঙ্করত্বই আমাদের আত্মস্বরূপতত্ত্ব

আমরা যে ভাবের উপাসক হওয়ার ভাগ্য-লাভ করি না কেন, দাস্যভাব অর্থাৎ সেবকত্ব সকল ভাবেরই অন্তর্নিহিত।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, বৈষ্ণবী সাধনার এই পঞ্চভাবের মধ্যে চতুর্বিধ ভাব ব্রজে পূর্ণমাধুর্য্যপ্রভাবে মূর্ত্তিমন্ত! তন্মধ্যে দাস্য অর্থাৎ সেবার ভাবটি সর্ব্বভাবেরই অন্তর্গত। এই পঞ্চবিধ ভাবাধিকারী সাধকেরা স্ব স্ব অধিকারভেদে পঞ্চবিধভাবে কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শান্তভাব-সাধনাটি স্থূলসেবাবিষয়িণী নহে; কিন্তু অচ্যুতের অধ্যাত্মসেবাস্বরূপিণী, সন্দেহ নাই। ফলে পত্নীরতুল্য পতিসেবা, পিতা-মাতার তুল্য সন্তানসেবা, সখার তুল্য সুহৃৎসেবা, দাসের তুল্য প্রভুসেবা এবং শান্ত-রস-রসিকের তুল্য সেই "রসো বৈ সঃ" অনন্ত পুরুষের অধ্যাত্মসেবা আর কে করিতে পারে? অতএব এই শান্তাদি পঞ্চরসভাবে সেবকের অধিকারভেদে কৃষ্ণসেবাই প্রতিষ্ঠিত। তাই ভগবানের সহিত জীবের সর্ব্বভাবেই সাধারণ সেব্য-সেবকত্ব থাকায়, নিত্য কৃষ্ণদাসত্বই জীবের স্বরূপতত্ত্ব।

তারপর আর একটি বিষয় আলোচ্য। কৃষ্ণকিঙ্কর উপাসক জীবের উপাসনা কি? শ্রুতি বলিলেন,—"তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা। প্রভুর প্রিয়কার্য্য করিতেই প্রভুর সেবা। শুধু সেবকের প্রভু-প্রীতিতে প্রভু প্রীত হন না, অথবা তাহা হওয়াও তাঁহারি নিয়মবিরুদ্ধ; কেননা প্রিয় কার্য্যেই প্রীতির পরীক্ষা ও পরিচয়। সেই পরম প্রভুর প্রিয় কার্য্য যে কি, তাহা তাঁহারি শাস্ত্রে শাস্ত্রবিহিত সৎকর্ম্ম বলিয়া সুবর্ণিত আছে। তবে কি না, "নাহং কর্ত্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি" অর্থাৎ—

আমি কর্ত্তা নই, প্রভুর প্রীত্যর্থ,
করে যাই কর্ম্ম হয়ে তাঁরি ভৃত্য।

এই ভাব সিদ্ধ হইলে, তখন সর্ব্বকর্ম্মই তাঁহার প্রিয় হয়; সর্ব্ব কর্ম্মেই তাঁহার উপাসনা হয়।

"যৎকরোমি জগন্নাথ! তদেব তব পূজনম্" যে ভাগ্যবান ভক্ত এই উক্তির যথার্থ যোগ্য, নিত্যকৃষ্ণদাসত্ব তাঁহারই ভাগ্যে ভোগ্য।

দাস হইলেই প্রভু-সেবার প্রয়োজন, এবং সেবা-সাধনই উপাসনা। উপ—সমীপে, আসনা—বসা। উপাসনাই কাছে বসা। কাছে না গেলে সাক্ষাৎ-সেবা সম্ভবে না। আর যে কাছে বসিতে পায়, সেই ভাল সেবক; অথবা ভাল সেবক হইলেই কাছে বসিতে পায়। অতএব উত্তমাধিকারী উপাসকই সুসেবাগুণে, অর্থাৎ প্রভুর প্রিয়-কর্ম্ম সাধন গুণে প্রভুর প্রিয় ভৃত্য হন। গীতার সেই—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

অর্থাৎ—

যাহা কর, যাহা খাও, হোম, দান, কর যাহা,
তপ যা কর কৌন্তেয়! আমায় অর্পহে তাহা।

এই আদেশ যিনি কৃষ্ণকৃপায় পালন করিতে পারিয়াছেন, "কৃষ্ণ কর্ম্মার্পণ" সিদ্ধ হওয়ায়, তিনিই কৃতার্থ কিঙ্কর; সেই দুর্লভ

কৃষ্ণসেবানন্দ সুধা। তাঁহারই কৃষ্ণপ্রেম-ক্ষুধার পরম পরিতর্পণ! এই স্থানে যথার্থ কৃষ্ণ কিঙ্করতা কি পদার্থ, তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই শিক্ষাশ্লোকে জীবের "হারা নিধি" এ হেন কৃষ্ণ কিঙ্করতার অবশ্য অর্জ্জনীয়তাই শিক্ষা দিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে যাঁহারা ভব-ত্রাণার্থী, তাঁহারাই এই মহাশিক্ষার শিক্ষার্থী। তাঁহারাই তাঁহাদের পূর্ব্বকর্ম্ম-দোষভ্রষ্ট কৃষ্ণ-সেবক-পদ কৃষ্ণ-পদে পুনঃপ্রার্থী।

এবার এ ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাইয়া, আর ভব-তারণের চরণ-ছাড়া না হইলেই কিঙ্কর কৃতার্থ। কিন্তু সেই অচ্যুতের চির চরণাচ্যুতি তাঁহারই চরণানুগ্রহ-সাপেক্ষ। ভব-তরঙ্গ-বেগ-বাধা অবশ জীবের নিজের সাধ্য কি? সেই কৃপাময় নিজ কৃপায় পায় না রাখিলে আর উপায় নাই। তাই শিক্ষাশ্লোকের প্রার্থনা—

"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-
সদৃশং বিচিন্তয়।"—

"তব পদ-পঙ্কজের ধূলিকণা প্রায়—
ভাবি মোরে কৃপা করি রাখ হরি! পায়।"

রেণু যেমন পদ্মে চিরলগ্ন, ভক্ত দাসও তদ্বৎ ভগবৎপাদপদ্মে চিরলগ্ন হইবার প্রার্থী। তাই পাদপদ্মের রেণুস্বপরিণতির প্রার্থনা। ভক্ত রামপ্রসাদও গেয়েছিলেন, "আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অভিলাষী।" এস্থলে "বিনা মাইনার চাকর"—কিনা নিষ্কাম ভক্ত; আর "চরণধূলার অভিলাষী"—ফলিতার্থে সেবানন্দাভিলাষী।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মের রেণুত্ব, অর্থাৎ তাঁহার চিরচরণসেবকত্ব ভক্তের প্রাণময়ী প্রার্থনায় প্রার্থিত হইলে, তাহা ভগবৎ-চরণে স্থান পায়। চরণে স্থান পাওয়ার প্রার্থনাটি চরণে স্থান পাওয়া এবং প্রার্থকের চরণে স্থান পাওয়া, ফলিতার্থে একই কথা। মূল ভগবদিচ্ছা। জীবের যে পুরুষকার, ফলিতার্থে তাহাও ভগবদিচ্ছা। গীতায় সে রহস্যভেদ করিয়া ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন,—"পৌরুষং নৃষু"—অর্থাৎ নরের যে পুরুষকার, তাহাও আমি। তবেই অহং-বুদ্ধি-পরিচালিত ইন্দ্রিয়-চালনারূপ দড়ীবাঁধা স্বাধীনতা মাত্র জীবের জন্য বিধান করা হইল। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন, "জীব দড়ীবাঁধা গরু; খুঁটো থেকে দড়ীর লম্বা মাপ যতখানি, জীবের স্বাধীনতা বা পুরুষকার ততখানি বা ততখানির মধ্যে।" সুন্দর দৃষ্টান্ত! দৃষ্টান্তটি যেন দৈব পুরুষকার সমস্যার শাস্ত্রীয় সমাধানসার! যেখানে দশটি জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়, তৎপরিচালক স্বরূপ একাদশগণিত অন্তরিন্দ্রিয়; আবার তৎপরিচালনার্থ বিবেক-বুদ্ধি এবং এই সমস্তেরই প্রভু বা মূল পরিচালক অহঙ্কার; জীবের প্রতি ভগবানেরই দান বা বিধান, সেখানে সেই সীমার মধ্যে পুরুষকার আছে; আবার সেই সীমার বাহিরে নাই। যত কিছু বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র-পুরাণ, যত কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা-দীক্ষা, সমস্তই যে ঐ সীমাবদ্ধ স্বাধীন জীবতত্ত্বের সেবায় নিয়োজিত! অবিদ্যা বা অহঙ্কার যতদিন, জীবতত্ত্ব যতদিন, দ্বৈতজ্ঞান যতদিন, উপাসনা যতদিন, এই

তথাকথিত (So-called) পুরুষকার তত-দিন। আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকে ভবকাতর ভক্তের প্রার্থনাটুকুই সেই পুরুষকার। ভক্ত বুঝেন, জীবের পুরুষকারের অহঙ্কার কেবল অবিদ্যার উদ্গার, তাই তিনি আপনার ভগবৎপদধূলিত্ব-পরিণতি কৃপাপূর্ব্বক চিন্তা করিতে ("কৃপয়া—বিচিন্তয়") ভগবানকে অনুরোধ করিলেন। এখন ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হউক। সমর্পিতাত্ম ভক্তের আর ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

অহঙ্কারে জীব কর্ত্তা, অহঙ্কারে জীব ভোক্তা; ভগবান কেবল ফলদাতা বা বিধাতা। ভক্ত কিন্তু ফল চান না, বরং ফল না চাওয়াই চান। আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকে ভক্ত ভগবৎপদধূলিত্ব চাহিয়াছেন। ফলে ভগবৎপদধূলিত্ব ও অহঙ্কারানুবন্ধী-ফলাভিসন্ধিশূন্যত্ব একই কথা। কেবল ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের আপাতভেদ-বোধক ভাষাভেদ মাত্র। কিঙ্করের প্রভু-পদাশ্রয় চাওয়া কর্ম্মফল চাওয়া নহে। কিঙ্করের কর্ম্ম নিজ জীবত্ব পক্ষে নিষ্কাম; উহা ঈশ্বরার্থক—কেবল প্রভুপ্রীতিকাম। তবে এই যে চরণরেণুত্ব প্রার্থনারূপ কর্ম্ম-বিশেষ, ইহাও ভগবৎপ্রীতিকাম; কারণ ভগবান ইহাতেই প্রীত। "ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ" একথা তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি সিদ্ধর্ষি-মুখে বলিয়াছেন। ভক্তি কি ? তাঁহার শাস্ত্রেই তিনি বলাইয়াছেন—"পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ফলে ভগবৎপদরেণুত্ব প্রার্থনা ; সেই পরানুরক্তিরই ফল। ভগবৎপদরেণুত্ব সেই পরানুরক্তিরই পরম পরিণাম।

স্বয়ং ভগবানের কথা কি, আহা ! ভক্তি-কাঙাল আমরা ভগবদ্ভক্তের পদরেণুত্ব পাইলেই কৃতার্থ হইতাম। অহো ! সুদীন ভক্তোক্তিতেই ব্যক্ত হইয়াছে,—

তদ্দাসদাসদাসানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো !

অর্থাৎ—

তব দাস, তাঁর দাস, তাঁর দাস যত আর,
কৃতার্থ করহে প্রভো ! দিয়ে দাস্য তাঁসবার।

চরণরেণুত্বই চিরদাসত্ব বা চরম দাসত্ব। আহা ! পরাৎপর পরমপ্রিয়তম প্রভুর দাস্যানন্দ-কৃতার্থ দাসের দাসত্বই সর্ব্বস্ব-অবিদ্যাপ্রতারিত, প্রভুপ্রত্যাখ্যাত পরিতাপিতচিত্ত ভব-ভীত ভৃত্যের প্রভু-পদে পুনঃপদাশ্রয়প্রার্থনাসূচক এই শিক্ষা-শ্লোকটির ভাব-সুধার কণিকা-প্রসাদ পাইয়া দীনদাস গাইয়াছেন,—

নাথ হে !
নিত্য ও চরণে, ভৃত্য জীবগণে,
মানব-দানব-দেবা।
মায়ায় মজিয়ে, রয়েছি ত্যজিয়ে,
সেহেন চরণসেবা ॥
ছিনু পদলগ্ন, হনু ভবমগ্ন,
ডুবে গেল ভগ্নতরী।
হায় কি উপায় ! কিঙ্করে কৃপায়,
রাখ পায় প্রভু হরি ॥
মায়া-মদে মরি আর যেন হরি !
শ্রীপদ ছাড়া না হই।
পদ্মে রেণু যথা, অনুদিন তথা
পদরেণু হয়ে রই ॥
অধম তারণ সে চারু চরণ
সুচির শরণ করি।
মনোপ্রাণ খুলি, প্রেমানন্দে গলি,
বলি হরেকৃষ্ণ হরি ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
(যশোহর।)

চারুচর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ঈর্ষা কলহমূলং স্যাৎ ক্ষমা মূলং হি সম্পদাম্।
ঈর্ষা দোষাদ্ বিপ্রশাপমবাপ জনমেজয়ঃ
॥১২॥

কলহের মূল ঈর্ষা ; সম্পদের মূল ক্ষমা। ঈর্ষাদোষে জনমেজয় ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।১২॥

(মনুষ্যের ঈর্ষা রাখা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

ঈর্ষাযুগাবসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবীচ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ॥
উদ্যোগ পর্ব্বণি ২৩ অধ্যায়ের ৮৯।

মনুষ্যের ক্ষমাবান্ হওয়া কর্ত্তব্য—

ক্ষমাবতা ময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাং।
আদি পর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়ে।

ক্ষমাবানদিগের এই লোক ও পরলোক।

"————ক্ষমা গুণবতাং বলং ॥৭৪॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৩ অধ্যায়ে।

গুণবানদিগের ক্ষমাই বল।

অন্যান্য প্রমাণ ৮ম বর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ১৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জনমেজয় ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এই উপাখ্যান হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ৩০ অধ্যায়ে যথা—

কুরোঃপুত্রস্য রাজেন্দ্র রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্য হ।
জগাম সরথো নাশং শাপাদ্ গার্গস্য ধীমতঃ॥৯
গার্গস্য হি সুতং বালং স রাজা জনমেজয়ঃ।
বাক্‌পূরং হিংসয়ামাস ব্রহ্মহত্যামবাপ সঃ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে রাজেন্দ্র! রাজাকুরুর পুত্র জনমেজয়ের রথ ধীমান্ গার্গের শাপে নাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই রাজা জনমেজয় গার্গের নিষ্ঠুরভাষী বালক পুত্রকে হিংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।] ১২

নত্যজেদ্দর্ম্মমর্য্যাদা মপি ক্লেশদশাং শ্রিতঃ।
হরিশ্চন্দ্রোহি ধর্ম্মার্থী সেহে চণ্ডালদাসতাম্
॥১৩॥

ন সত্যব্রতভঙ্গেন কার্য্যোধীমান্ প্রসাধয়েৎ।
দদর্শ নরকক্লেশং সত্যনাশাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ।১৪

ক্লেশদশাপ্রাপ্ত হইলেও, ধর্ম্মমর্য্যাদা ত্যাগ করিবে না ; ধর্ম্মজন্য মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের দাসত্ব করিয়াছিলেন।১৩॥

(ধর্ম্মই মনুষ্যের সুহৃৎ—মৃতব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম্মই যান, অন্য কিছু যায় না।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং জনাঃ।
মুহূর্ত্তমেব রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ্মুখাঃ
॥১৩॥
তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধর্ম্ম একোহনুগচ্ছতি॥
তস্মাদ্ধর্ম্মসহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদানৃভিঃ॥১৪॥
অনুশাসন পর্ব্বণি ১১১ অধ্যায়ে।

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান মার্কেণ্ডেয় পুরাণের ৭ম, ৮ম অধ্যায়ে ও শ্রীমদ্দেবী ভাগবতে মস্কন্ধে ১৮শ হইতে ২৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত।

বিশ্বামিত্রে গতে বিপ্রে শ্বপেচো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্বা বদ্ধ্বা নরেশ্বরম্॥
অসত্যো যাস্যসীত্যুক্ত্বা দণ্ডেনাহত্যাড়য়ং-
স্তদা।
দণ্ড প্রহার সম্ভ্রান্তমতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্॥
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমানীয় নিজ পক্কণে।
নিগড়ে স্থাপয়িত্বা তং স্বয়ং সুষ্বাপ বিজ্বরঃ॥
২৪ অধ্যায়।)] ১৩

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সত্যব্রত ভঙ্গ করিয়া কোনকর্ম্ম করিবেন না ; যুধিষ্ঠির সত্যনাশে নরকক্লেশ দর্শন করিয়াছিলেন।১৪।

(সত্য মাহাত্ম্য যথা—

ন যজ্ঞ ফলদানানি নিয়মাস্তারয়ন্তি হি।
যথা সত্যং পরে লোকে তথেহ পুরুষর্ষভ ৬১॥

* * * *

সত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যমেকাক্ষরং তপঃ।
সত্যমেকাক্ষরো যজ্ঞঃ সত্যমেকাক্ষরং শ্রুতম্
॥৬৩॥

কুর্ব্বীত সঙ্গতং সদ্ভির্নাসদ্ভিগুণ বর্জ্জিতৈঃ।
প্রাপ রাঘবসঙ্গত্যা প্রাজ্যং রাজ্যং বিভীষণঃ॥ ১৫

মাতরং পিতরং ভক্ত্যা তোষয়েন্ন প্রকোপয়েৎ।
মাতৃশাপেন নাগানাং সর্পসত্রেঽভবৎ ক্ষয়ঃ॥ ১৬

সত্যং বেদেষু জাগর্ত্তি ফলং সত্যে পরং স্মৃতং।
সত্যাদ্ধর্ম্মো দমশ্চৈব সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৬৪॥

* * *

তুলামারোপিতো ধর্ম্মঃ সত্যঞ্চৈবেতিনঃ-শ্রুতম্।
সমকক্ষাং তুলয়ন্তো যতঃ সত্যং ততোঽধিকম্॥৬৮॥
যতোধর্ম্মস্ততঃ সত্যং সর্ব্বং সত্যেন বর্দ্ধতে ৬৯॥
মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ১৯৯ অধ্যায়ে।
(অন্যান্য প্রমাণ চতুর্থবর্ষের হিন্দুপত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠায় আছে।)

মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে ১৯১ অধ্যায়ে দ্রোণকে বধ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির "অব্যক্তমব্রবীৎ বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত।"

এই ছলনাবাক্য কহিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একবার নরক দর্শন করিতে হয়।
ব্যাজেন হি ত্বয়া দ্রোণ উপচীর্নঃ সুতং প্রতি।
ব্যাজেনৈব ততো রাজন্ দর্শিতো নরকস্তব॥ ১৫॥

স্বর্গারোহণ পর্ব্বণি ৩ অধ্যায়ে।

ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, তুমি ছলনা করিয়া দ্রোণকে পুত্রজন্য বঞ্চনা করিয়াছিলে; হে রাজন্! আমিও তজ্জন্য তোমাকে ছল করিয়া নরক দর্শন করাইলাম] ১৪

সর্ব্বদা সাধুর সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য, গুণ বর্জ্জিত অসতের সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে; বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গ বশতঃ বিপুল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ১৫॥

[ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥১॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ২॥
শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, যোগ (প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (তত্ত্ববিবেক), ধর্ম্ম (অহিংসাদি), বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি) পূর্ত্ত (কূপাদি নির্ম্মাণ), দক্ষিণা (সামান্য দান), ব্রত (একাদশীর উপবাসাদি), যজ্ঞ (দেবপূজা) ছন্দ (রহস্য মন্ত্র), তীর্থপর্য্যটন, নিয়ম ও যম (অহিংসাদি) যেরূপ আমায় বশ করিতে পারে না, যেরূপ সকল সঙ্গের অর্থাৎ—সংসার-সঙ্গের অপহারক সাধুসঙ্গ আমাকে বশীভূত করে।

সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো দেবাঃ সনাতনাঃ
কৃশ্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুহরিঃ স্বয়ম্॥
কল্কিপুরাণে ১৬ অধ্যায়ে ২১॥
বহুনা জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি যোগতঃ।
দৈবাদ্ ভবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বর দর্শনম্॥
ঐ ১২। ১৯।
সদা সন্তোভিগন্তব্যা যদাপ্যুপদিশন্তি ন।
যাহি স্বৈর কথাস্তেষামুপদেশো ভবন্তি তয়ঃ॥
যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্য প্রকরণে

সর্ব্বদা সাধুর নিকট যাইতে যদ্যপি তাঁহারা না উপদেশ দেন, তাঁহাদের যাহা স্বাভাবিক বাক্য, উহা আমাদের পক্ষে উপদেশ হইয়া থাকে।

মহাপ্রভুঃ। কিমিহ শ্রেয়ঃ?
রামানন্দঃ। সতাং সঙ্গতিঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৭ অঙ্কে।] ১৫

মাতা পিতাকে ভক্তির সহিত সন্তুষ্ট করিবে; তাঁহাদের কোপ উৎপাদন করিবে না। সর্পগণের মাতৃশাপে সর্পযজ্ঞে ক্ষয় হইয়াছিল [(এ বিষয়ে মহাভারতে আদি পর্ব্বের এই উপাখ্যান—সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে দক্ষ প্রজাপতির দুই কন্যা ছিলেন; তাঁহারা উভয়ে কশ্যপ-পত্নী ছিলেন। কদ্রুর প্রার্থনানুসারে তাঁহার গর্ভে সহস্র

জরাগ্রহণ তুষ্টেন নিজযৌবনদঃ সুতঃ।
কৃতঃ কনীয়ান্ প্রণতশ্চক্রবর্ত্তী যযাতিনা ॥
১৭ ॥ যুগ্মকম্।

নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। এক দিন বিনতা-উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকে দেখিয়া কহিয়াছিলেন—"এ অশ্ব শ্বেতবর্ণ।" কদ্রু কহিলেন "এ অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণ বর্ণ।" উভয়ে পণ হইয়াছিল যে "কল্য অশ্ব দেখা যাইবে, যে হারিবে সে দাসী হইবে।" কদ্রু প্রতারণা করিবার জন্য পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিয়াছিলেন "পুত্রগণ! তোমরা কৃষ্ণবর্ণ লোমদিয়া উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখ, নচেৎ আমাকে দাসী হইতে হইবে।" যে সমুদয় সর্প তাঁহার আজ্ঞাপালন করে নাই, তিনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ধীমান পাণ্ডবেয় রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে।"

"নাবপদ্যন্ত যে বাক্যং তান্ শশাপ ভুজঙ্গমান্।
সর্পসত্রে বর্ত্তমানে পাবকো বঃ প্রধক্ষ্যতি ॥
জনমেজয়স্য রাজর্ষে পাণ্ডবেয়স্য ধীমতঃ ॥৮॥
২০ অধ্যায়ে।)

এ বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে অষ্টমোল্লাসে—

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং:
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ। ২৫
কুরুতে নর বুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুং।
অযশস্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্ন এব পদে পদে ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণম্—শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডং—
৬০ অধ্যায়ে।]১৬

কনিষ্ঠ শীত পুত্র (পিতা) যযাতির জরা গ্রহণ ও নিজ যৌবন দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তজ্জন্য যযাতি (পুরুকে) চক্রবর্ত্তী রাজা করিয়াছিলেন। [এ বিষয়ে মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৭৮। ৮৫। অধ্যায়ে, বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ১০ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ২৭। ৩৪ অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে

দানং দত্তমিতং দত্তায় পশ্চাৎতাপ দূষিতম্
বলিনাস্বার্পিতোবদ্ধে দানশেষস্য শুদ্ধয়ে।১।

যে, রাজা যযাতি শুক্রাচার্য্য-শাপে জরাগ্রস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যযাতিকে কহিয়াছিলেন যে, এই জরা যাহাকে হউক, দিয়া তাহার যৌবন ভোগ করিতে পার। যযাতির যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু নামে কয়টি পুত্র ছিলেন। তিনি সকলকে জরা দিতে চাহিলে, সকলে জরার দোষ প্রদর্শন করিয়া, কেহ লইতে চাহিলেন না। কনিষ্ঠপুত্র পুরু তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া নিজ যৌবন দান করিয়াছিলেন। ভোগ বাসনা কখন তৃপ্তিলাভ করে না। ইহা অগ্নিতে ঘৃত প্রদানের ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। যযাতি বিষয়ভোগে তৃপ্তি লাভ না করিয়া, পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া, নিজ জরা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।

পুরোপ্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে গৃহাণেদং স্ব যৌবনম্।
রাজ্যঞ্চৈব গৃহাণেদং ত্বংহি মে প্রিয়কৃৎ সুতঃ ॥ মৎস্য ৩৪ অঃ ১৩
ভারতে—আদিপর্ব্বণি ৮৫ অঃ ১৭।]১

সাত্ত্বিকদান করিবে, দান করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিবে না। বলি রাজা শেষ দান শুদ্ধির জন্য শ্রীভগবানে শরীর অর্পণ করিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান শ্রীভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে আছে।)

সাত্ত্বিক দান যথা—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥ ২

শ্রীভগবদ্ গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ে।

অনুপকারী ব্যক্তিকে কিংবা দেশ কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা দেওয়া যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে॥

ত্যাগে সত্ত্বনিধিঃ কুর্য্যান্নপ্রত্যুপকৃতিস্পৃহাম্।
কর্ণঃ কুণ্ডলদানেঽভূৎ কলুষঃ শক্তিযাজ্ঞয়া।
১৯ ॥

বলি রাজার গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার প্রতিশ্রুত ত্রিপাদ তুমি বামন দেবকে অর্পণ করিও না; করিলে তোমার মহান্ অনিষ্ট হইবে, কারণ—

ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তি র্বিপদ্যতে।
৮ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ২৮।

যাহাতে বৃত্তি বিপন্ন হয়, এরূপ দানকে প্রশংসা করা যাইতে পারেনা।

দত্তানুতাপী-দোষ যথা—

সম্ভোগ সন্বিদ্ বিষমোঽতিমানী দত্তানুতাপী কৃপণো বলীয়ান্।
বর্গপ্রশংসী বনিতাসুদ্বেষ্টা এতে পরে সপ্ত নৃশংসবর্গাঃ॥ ১৯
উদ্যোগ পর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়।

আশাং দত্বাঽদাতারং দানকালে নিষেধকম্।
দত্বা সন্তপ্যতে যস্তু তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্॥
[যমস্মৃতিঃ] ১৮।

সাত্ত্বিক ত্যাগ করিবে, তাহাতে উপকারের স্পৃহা করিবে না; কর্ণ কুণ্ডলদান কালে শক্তি যাচ্ঞা করিয়া কলুষ চক্র হইয়াছিলেন, [এ বিষয়ে মহাভারতে বন পর্ব্বে ৩০৯ অধ্যায়ে উপাখ্যান যথা,—

হস্তিনাপুরে কর্ণ মধ্যাহ্ন কালে জল হইতে উঠিয়া, যখন কৃতাঞ্জলি হইয়া সূর্য্যদেবের স্তব করিতেন, তখন ধনের নিমিত্ত যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন, সকলকে প্রার্থনানুযায়ী দ্রব্য দান করিতেন। এই দেখিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট গিয়া, তাঁহার শরীরজাত কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করিলেন; কবচ ও কুণ্ডল জন্য কর্ণ সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দিতে স্বীকার না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য বহু মূল্য দ্রব্য লইতে কহিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীকার পাইলেন না। পরিশেষে কর্ণ ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন "বাসব! আমার কবচ ও কুণ্ডল পরিবর্ত্তে আপনি আমায় সেনামুখে শত্রুসংহারকারিণী অমোঘা শক্তি প্রদান করুন"।

"বর্ম্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শত্রু সঙ্ঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে॥" ২১॥

উপকার আশা না করিয়া দান করা কর্ত্তব্য—

পাত্রেভ্যো দীয়তে নিত্যমনপেক্ষ্য প্রয়োজনম্।
কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যৎ ধর্ম্মদানং প্রচক্ষতে॥
(দেবলস্মৃতিঃ ৷)

উপকার আশায় যে দান, উহা অদান—

অদত্তন্তু ভয়ক্রোধদ্বেষশোকরুগন্বিতৈঃ।
* * *
যাদ্যুচ্ছা সত্ত্বার্ত্তিসংহীনাৎস্থাপহর্জ্জিতম্।
কর্ত্তা মমেদং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ॥১০
নারদস্মৃতি। ৫।] ১৯।

ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না, কারণ ব্রহ্মশাপ দুঃসহ।

ব্রাহ্মণান্নাবমন্যেত ব্রহ্মশাপোহি দুঃসহঃ।
তক্ষকাগ্নৌ ব্রহ্মশাপাৎ পরীক্ষিদগমৎ ক্ষয়ম্॥ ২০

ব্রহ্মশাপে তক্ষকাগ্নিতে পরীক্ষিৎ বিনষ্ট হইয়াছিলেন (এই উপাখ্যান মহাভারতে আদি পর্ব্বে ৪১ অধ্যায়ে—একদিন রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। একটী পলাতক মৃগের অন্বেষণে শমীক মুনির আশ্রমে গমন করিয়া ধ্যানস্থিত মুনিকে মৃগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কোন বাক্য উচ্চারণ না করাতে, ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর রাজা মৌনব্রতধারী ঋষির গলে ধনুর দ্বারা একটি মৃত সর্প যোজনা করিয়া দিলেন। ঋষিপুত্র শৃঙ্গী সহক্রীড় বালকের মুখে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আশ্রমে পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়াছিলেন যে, যে রাজপাংশুল আমার পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প যোজনা

অবিস্মৃতোপকারঃ স্যান্নকুর্ব্বীত কৃতঘ্নতাম্।
হত্বোপকারিণং বিপ্রো নাড়ীজঙ্ঘমধশ্চ্যুতঃ॥ ২৫

পূর্ণ করিবে না, কারণ দ্বেষ দোষে দেব ও দানবের যুদ্ধ হইয়াছিল।
(সমুদ্রমন্থনকালে যখন পরিশেষে অমৃত উত্থিত হইয়াছিল, তখন অমৃত পান জন্য দেব-দানবের ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছিল; এই উপাখ্যান আদিপর্ব্বে ১৯ অধ্যায়ে—

"ততঃ প্রবৃত্তঃ সংগ্রামঃ সমীপে লবণাম্ভসঃ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ সর্ব্বঘোরতরো মহান্॥)

দ্বেষ করা ভাল নহে। দ্বেষ ক্লেশমূল—
অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ
পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদে ৩সূত্রম্।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। ৮
ঐ ঐ

রাগদ্বেষাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্রচিৎ দ্বিজ।
গরুড় পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে। ৪৮] ২৪

কখনও উপকার বিস্মৃত হইবে না ও কৃতঘ্নতা করিবে না; বিপ্র গৌতম উপকারী নাড়ীজঙ্ঘ নামে বককে বধ করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [(এ বিষয়ে শান্তি পর্ব্বে ১৬৮ হইতে ১৭৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত বকনাড়ীজঙ্ঘোপাখ্যান—উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—ব্রাহ্মণ গৌতম অত্যন্ত দুঃখী ছিলেন। তিনি বক নাড়ীজঙ্ঘের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাকে দুঃখের অবস্থা কহিয়াছিলেন। বকের বিরূপাক্ষ নামে এক রাক্ষস বন্ধু ছিল। বিরূপাক্ষ গৌতমকে প্রভূত ধনদান করিয়াছিলেন। গৌতম দেশে যাওয়া স্থির করিয়া চিন্তা করিল যে, সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছু নাই, কি প্রকারে এত দূরপথ যাইব? একদিন রাত্রে উভয়ে একস্থানে শয়ন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য বক অগ্নি স্থাপন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বককে সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লইয়া দেশে যাইতেছিলেন। রাক্ষস জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণকে ধৃত করিয়া আনিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া রাক্ষসদিগকে আহার জন্য দিয়াছিলেন।

স্ত্রীজিতো ন ভবেদ্ধীমান্ গাঢ়রাগবশীকৃতঃ।
পুত্রশোকাদ্দশরথো জীবং জায়াজিতোঽত্যজৎ॥ ২৬

কৃতঘ্নতা পাপ, যথা—

কৃতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
মিত্রদ্রোহো ন কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিশেষতঃ।
মিত্রধ্রুক্ নরকং ঘোরমনন্তং প্রতিপদ্যতে॥
পরিত্যাজ্যো বুধৈঃ পাপঃ কৃতঘ্নো নিরপত্রপঃ
মিত্রদ্রোহী কুলাঙ্গারঃ পাপকর্ম্মা নরাধমঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৩ অধ্যায়ে।] ২৫

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঢ় অনুরাগবশ হইয়া স্ত্রীজিত হইবে না; রাজা দশরথ স্ত্রীজিত হইয়া পুত্রশোকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। (এই উপাখ্যান বাল্মীকীয় রামায়ণে ও অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে বিস্তৃত বর্ণিত আছে।)

পুরুষ স্ত্রীর বশ না হইয়া স্ত্রীকে বশে রাখা কর্ত্তব্য। স্ত্রী বশবর্ত্তিনী না হইলে, সংসার দুঃখের আকর হইয়া থাকে—

বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরীচ বিদ্যা
অরোগিতা সজ্জনসঙ্গতিশ্চ।
ইষ্টা চ ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী চ
দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ॥ ২০
গরুড় পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে।

স্ত্রীতে স্বামীর প্রভুতা সুখের বিষয়—
উপযন্তুর্হি দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী।
শকুন্তলে ৫-অঙ্কে।

যেস্থানে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব, সেস্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে—

স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে।৬
গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে।

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞাচ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পালাভে তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥২৪
গারুড়ে ১০৮ অধ্যায়ে] ২৬

ন স্বয়ং সংস্তুতিপদৈর্গ্লানিং গুণগণং নয়েৎ।
স্বগুণ-স্তুতিবাদেন যযাতিরপতৎ দিবঃ॥ ২৭

নিজ গুণ বর্ণনদ্বারা নিজ গুণকে মলিন করিবে না; যযাতি রাজা স্বগুণ বর্ণনা করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

(রাজা যযাতি এক বৎসর বায়ু ভক্ষণাদি কঠোর তপস্যাবলে স্বর্গারোহণ করেন। একদিন ইন্দ্র যযাতিকে কহিয়াছিলেন, "হে নহুষতনয়! যখন তুমি গৃহাশ্রমের সমুদায় কর্ম্ম শেষ করিয়া বনগমন করিয়াছিলে, তখন তপস্যায় কাহার তুল্য হইয়াছিলে, বল। যযাতি কহিয়াছিলেন "হে দেব মানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কাহাকেও আমার তুল্য দেখ না"। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন "রাজর্ষে! যখন তুমি অন্যের প্রভাব না জানিয়া তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সকলকে অবমাননা করিলে, তোমার সমুদায় পুণ্যের ক্ষয় হইল, সুতরাং তোমার স্বর্গভোগেরও শেষ হইল, অতএব তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হও,—

যদাবমংস্থাঃ সদৃশঃ শ্রেয়সশ্চ অল্পীয়সশ্চাবিদিতপ্রভাবঃ।
তস্মাল্লোকাস্ত্বন্তবন্তস্তবেমে ক্ষীণে পুণ্যে পতিতাস্যদ্য রাজন॥ ৩।

ভারতে আদিপর্ব্বণি ৮৮ অধ্যায়ে)

আত্মপ্রশংসা করিলে নরকগামী হইতে হয় ও শৃগাল প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিতে হয়,—

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে।
তে কঙ্কগোমায়ুবলাশনার্থং ক্ষীণা বিবৃদ্ধিং বহুধা ব্রজন্তি॥ ৪

আদি পর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

যযাতি কহিয়াছিলেন "হে নরদেব! যাহারা আত্মপ্রশংসা করে, তাহারা নরকে গমন করে,—

ইমং ভৌমং নরকং তে পতন্তি লালপ্যমানা নরদেব সর্ব্বে। ৪

আদি পর্ব্বণি ৯০ অধ্যায়ে।

ত্যজেন্মৃগব্যা ব্যসনং হিংসয়াতি মলীমসম্।
মৃগয়াবসিকঃ পাণ্ডুঃ শাপেন তনুমত্যজৎ॥২৮

বিবেকী ব্যক্তি দয়াবান হইবেন, প্রতিক্রিয়াচরণ করিবেন না, নির্ভয় ও আত্মশ্লাঘাহীন হইবেন,—

মৃদুঃ স্যাদপ্রতিক্রূরো বিশ্রব্ধস্যাদকত্থনঃ। ৮
শান্তি পর্ব্বণি ২৭৭ অধ্যায়ে।

ইষ্টং দত্তমধীতং বা বিনশ্যত্যনুকীর্ত্তনাৎ।
দেবলঃ।২১

হিংসায় অতিমলিন মৃগয়াব্যসন ত্যাগ করিবে; মৃগয়াসক্ত পাণ্ডু রাজা শাপে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। (এ বিষয়ে ভারতে আদি পর্ব্বে ১১৮ অধ্যায়ে এই উপাখ্যান যথা—পাণ্ডু রাজা মৃগপরিবেষ্টিত অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে মৈথুনাসক্ত এক মৃগকে দর্শন করিয়া, শরদ্বারা সেই মৃগ ও মৃগীকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিমিন্দম নামে মুনি মৃগরূপ হইয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুকে শাপ দিয়াছিলেন যে "তুমি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছ, তদ্রূপ তুমি যখন কামমোহিত হইয়া অবশ হইবে, তখন তুমি আমার ন্যায় জীবনান্তকর দশা প্রাপ্ত হইবে"। রাজা পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী দুই পত্নী ছিলেন। মাদ্রী পাণ্ডুর সহিত বন গমন করিয়াছিলেন। তথায় একদিন কামাসক্ত হইয়া মাদ্রীতে মৈথুনাসক্ত হওয়ায়, মুনিশাপে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন—

ত্বয়াহং হিংসিতো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বামপ্যহং শপে।
দ্বয়োর্নৃশংসকর্ত্তারমবশং কামমোহিতম্॥
জীবিতান্তকরো ভাব এবমেবাগমিষ্যতি॥)

জীবহিংসাদোষ যথা—

ন ভূতানামহিংসায়া জ্যায়ান্ ধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন। ৩০।
শান্তিপর্ব্বণি ২৬১ অধ্যায়ে।

জীবসকলের অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।২৮

ক্ষিপেদ্ বাক্যশরাংস্তীক্ষ্ণান্ পারুষ্যবু-পপ্লু-
তান্।
বাক্‌পারুষ্যরুষাচক্রে ভীমঃ কুরুকুল-
ক্ষয়ম্॥ ২৯

কার্কশ্যপূরিত তীক্ষ্ণ বাক্যশর ক্ষেপণ
করিবে না; ভীম বাক্যপারুষ্যক্রোধে কুরু-
কুলকে ক্ষয় করিয়াছিলেন।

[দুর্য্যোধন ভীমকে অত্যন্ত দুর্ব্বাক্য কহিয়া
ছিলেন, ভীম তজ্জন্য কোপে কুরুকুল ধ্বংস
করিয়াছিলেন]

কাহাকেও কর্কশ বাক্য বলা উচিত
নহে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে নীতি কহিয়া
ছিলেন "রাজন্! পরশুদ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন
করিলে, তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয় না;
সুতরাং কাহাকেও দুর্ব্বাক্য কহিবে না—

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতং
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্-
ক্ষতম্॥ ৭৭
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৩ অধ্যায়।

সংরোহত্যগ্নিনা দগ্ধং বনং পরশুনা হতম্।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন প্ররোহতি বাক্-
ক্ষতম্।
বামন পুরাণে ৫৪ অধ্যায়ে।

বক্রোক্তিশল্যমুদ্ধর্তুং ন শক্যং মানসং যতঃ।
শুক্রনীতি, ৩ অধ্যায়ে।

মহাদেবও সতীকে কহিয়াছিলেন---

তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেঽর্দ্দি-
তাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভির্দিবানিশং
তপ্যতি মর্ম্মতাড়িতঃ। ১৯
শ্রীভাগবতে ৪স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে।

শত্রুর শরে হৃদয় সেরূপ বিদ্ধ হয় না,
যেরূপ আত্মীয় ব্যক্তির দুর্ব্বাক্যে হৃদয়
বিদ্ধ হয়; কারণ প্রথমোক্ত ব্যক্তি হৃদয়ে
ব্যথা পাইয়াও নিদ্রা যায়, কিন্তু শেষোক্ত
দিবানিশি মর্ম্মে ব্যথা পায়।] ২৯

পরেষাং ক্লেশদং কুর্য্যান্ন পৈশুন্যং প্রভোঃ
প্রিয়ম্।
পৈশুন্যেন গতৌ রাহোশ্চন্দ্রার্কৌ ভক্ষণীয়-
তাম্॥ ৩০

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মিত্রদ্রোহ

প্রভুর প্রিয়াচরণ করিতে গিয়া কাহা-
কেও ক্রুরতা জন্য ক্লেশ দিবে না, সূর্য্য
ও চন্দ্র ক্রুরতা করায় রাহুর ভক্ষণীয়
হইয়াছিলেন। (সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎ-
পন্ন হইয়াছিল। দেবগণ সেই অমৃত পান
করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাহু দেবরূপ
ধরিয়া অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিয়া
ছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত
প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ সময়ে সূর্য্য ও
চন্দ্র ঐ বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু
সুদর্শনচক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ রাহুর মস্তক
ছেদন করিয়া দিলেন। ছিন্ন মস্তক আকাশে
উঠিয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল।
এই অবধি রাহুর মুখের সহিত সূর্য্য-চন্দ্রের
চিরশত্রুত্ব নিবন্ধন রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্য-
চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে—

ততো বৈরবিনির্বন্ধঃ কৃতো রাহুমুখেন বৈ।
শাশ্বতশ্চন্দ্র সূর্য্যাভ্যাং গ্রসত্যদ্যাপি চৈব তৌ॥
আদি পর্ব্বণি ১৯ অধ্যায়ে

পিশুনতা দোষ যথা—

লোভোঽস্ত্যাস্তি পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তি
কিং পাতকৈঃ।
যড়রত্নং।

যদি লোভ থাকে, শত্রুর আবশ্যক কি? যদি
পিশুনতা থাকে, পাপের প্রয়োজন কি? ৩০

কামকলা-তত্ত্ব।

"যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতি সদা মৌলৌচ মন্দাকিনী,
যস্যাঙ্কে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ্দূল-চর্ম্মাম্বরম্।
যন্মায়া হি করোতি বিশ্বমখিলং পায়াৎ স বঃ শঙ্করঃ
জম্বুবৎ জলবিন্দুবৎ জলজবৎ জম্বালবৎ ...

সর্ব্বযোগাধার মহাযোগী ... পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, তৎকৃপায় তৎকথিত কামকলাতত্ত্ব—যতদূর সম্ভব প্রকাশযোগ্য—সংক্ষেপে বলিতেছি * ১। যোগী ও সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট ইহা দুর্ব্বোধ্য এবং অপ্রকাশ্য ও অতি গোপনীয়। শ্রীক্রমে বলিয়াছেন,—

"গোপ্তব্যং হি প্রযত্নেন যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং।"

যদি আপনার হিতকামনা থাকে, তবে অতি যত্নের সহিত ইহা গোপন রাখিবে।

যামলে ব্যক্ত আছে—

"এতৎ কামকলা-ধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ।
নাশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতমুচ্চাটনকরং পরম্।
সোঽচিরান্মৃত্যুমাপ্নোতি শস্ত্রৈর্ব্বেতি বিধা-দিভিঃ॥"

স্থূল তাৎপর্য্য—কামকলা ধ্যান গুহ্যাদপি গুহ্য। ইহা অশিষ্য বা অভক্তের নিকট কখনই বলিবে না,—বলিলে শীঘ্র মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়।

আমি পর্য্যটন সময় দেখিয়াছি যে, পরমহংস ও যোগী মহাত্মাগণ ভক্ত ও পূর্ণাভিষিক্ত উপযুক্ত সাধক ব্যতীত অন্যের নিকট কামকলার নাম মুখে আনেন না। আমিও কামকলা-বিষয়িণী গুহ্য তত্ত্বকথা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাহা বলিতে হইলে যোগের আভ্যন্তরিণ অনুষ্ঠান প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কামকলার স্বরূপ জানিয়া, কামকলা ধ্যান করা যোগী ও সাধকগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কামকলাতত্ত্ব না জানিলে প্রকৃত যোগ হয় না। কামকলার স্বরূপ ও কামকলাতত্ত্ব যে যোগীর অজ্ঞাত, তিনি কখনই যোগী নহেন। এরূপ ব্যক্তি যোগী নামধারী ভেকধারী মাত্র। সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগসাধনা; যোগেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান-ধারণা—কামকলা। এই কামকলা যোগী ও ভোগী সকলেরই সর্ব্বোচ্চ ও

(১*) সন ১৩০৮ সালের আষাঢ় মাসের হিন্দু-পত্রিকায় 'স্বরজ্ঞান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—"প্রত্যেক বার শ্বাস-প্রশ্বাসে 'হংস' উচ্চারিত হয়। হংসের কণ্ঠ ও নেত্র কামকলা।" এই কামকলাতত্ত্ব জানিবার জন্য পাঠকগণ আগ্রহ সহকারে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট হইতে ৬৩ খানি পত্র পাইয়াছি; কিন্তু প্রত্যেক পত্রের উত্তরে কামকলাতত্ত্ব বর্ণন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য। এজন্য স্বতন্ত্ররূপে কামকলা-তত্ত্ব বর্ণন করিলাম। ঘটনা-চক্রনেমির অনবরত আবর্ত্তনে পড়িয়া এতদিন লিখিব লিখিব মনে করিয়াও লিখিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসু পাঠকগণ দীর্ঘকাল বিলম্ব জন্য ত্রুটী ক্ষমা করিবেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় এবং কামকলার ধ্যান দ্বারা ভবসংসার-বন্ধন দূর হয়। কোন সময়ে ভগবান বিষ্ণু কামকলা ধ্যান করিয়া স্বয়ং মোহিনীরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং মহাদেবকেও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। অভূতপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিবার ক্ষমতা লাভের আশায় কামকলা ধ্যান করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং সুরাসুর সহিত জগদ্‌গুরু মহাযোগী মহেশ্বরকে বিমোহিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শঙ্করাবতার মহামনা শঙ্করাচার্য্য আদ্যাশক্তির স্তব করিবার সময় তাহা বলিয়াছেন, যথা—"হরিস্তমারাধ্য * * * পুরা নারী ভূত্বা, পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ" ইত্যাদি। বাস্তবিক যে ভাগ্যবান সাধক গুরুর নিকট স্থূল-সূক্ষ্ম-ভেদ কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই যোগী, তিনিই সাধু, তিনিই সেব্য এবং তিনিই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

মনুষ্য-দেহের গুহ্যদেশ হইতে ২ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে ও লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি নিম্নে মূলাধার পদ্ম আছে। এই মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী সাড়ে তিন কুণ্ডলাকারে স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। দেব, মানব, অসুর, কুম্ভীর, কীটাদি সমস্ত প্রাণীর শরীরে কুণ্ডলিনী আছেন (*২)। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই কামকলারূপা হয়েন।

শ্রীক্রমে ব্যক্ত আছে—

"সাপি কুণ্ডলিনী শক্তিঃ কামকলাস্বরূপিণী।"

আগমকল্পদ্রুম-পঞ্চশাখাতে আছে যে,—

"অখিল-জন-জীব-কমলিনী বাসেক্ষণা * *।
সাধক-মন্ত্রভেদাৎ সা কালী, গৌরী তদ্রূপেণ"

যিনি অখিল জীবের ষট্‌চক্রস্থিত কমল-বনে বিহার করেন, সেই কুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা। এই ভগবতীই সাধকের মন্ত্রভেদে কালী, তারা, ত্রিপুরা, গৌরী প্রভৃতি নামে অভিহিতা।

মন্ত্রে ন্যায় আকৃতি ত্রিবিন্দু। এই স্বরূপ এবং প্রকৃত অর্থ এখন ব্যক্ত করিতেছি।

"বিন্দুত্রয়সংযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা-
স্থিতা।
বিন্দুঃ সঙ্কল্পয়েদ্বক্ত্রং তস্যাধস্তাৎ কুচদ্বয়ং।
তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু চিন্তয়েত্তদধো গতম্।
এবং কামকলা সাক্ষাদক্ষরব্রহ্মরূপিণী।"
(দক্ষিণামূর্ত্তি সংহিতা।)

অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরা দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা ও অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনদ্বয় কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে হ-কারার্দ্ধ চিন্তা করিবে। এই কামকলা সাক্ষাৎ অক্ষর-ব্রহ্মস্বরূপিণী।

(২*) এই কুণ্ডলিনীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে না পারিলে মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। কুণ্ডলিনীই জীবন দ্বারা জীবরূপে, মনন দ্বারা মনরূপে, সংকল্পদ্বারা সংকল্পরূপে, বোধ দ্বারা বুদ্ধিরূপে, অহংভাব দ্বারা অহঙ্কার রূপে দেহে অবস্থিতি করেন। কুণ্ডলিনীর দুই মুখ এবং পদ্মের মৃণাল তন্তুর শতাংশের একাংশ তুল্য অতি সূক্ষ্ম। ইহার গতি অতিশয় দুর্লক্ষ্য। সদ্‌গুরুর উপদেশে এবং সাধকের সাধন-বল ব্যতীত কুণ্ডলিনী পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

তার চূড়ামণিতে ব্যক্ত আছে, যথা—

"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্।
সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাঞ্ছিতবপ্রদম্।
সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জনকারণং।
তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সপরিষ্কৃত মণ্ডলম্।
সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
সর্ব্বাহ্লাদন সম্পূর্ণং সর্ব্ব বস্তু প্রবর্ত্তকম্।
এতৎ কামকলা-ধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥"

উর্দ্ধস্থিত একবিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া, নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগল কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় অমৃতে পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব বিদ্যারূপ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তি ও সর্ব্ববিধ অভীষ্টপ্রদায়ক। বিন্দুদ্বয়ের নিম্নে হকারের পরার্দ্ধ * * * কল্পনা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদি, সর্ব্বদেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকের কর্ত্তব্য এই যে, কামকলা-ধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবে।

শ্রীতত্ত্বার্ণবে কথিত আছে—

"এবং কামকলারূপং মুখবিন্দোঃ সমুত্থিতম্।
নাসিকাঙ্গং স্তনদ্বন্দ্বাৎ বাহুর্যোনি পদদ্বয়ম্।
অনাদিনিধনং যত্তৎ পরাশক্ত্যাধামবাচম্।
লাবণ্যলহরীসাররূপমানন্দ-বারিধিঃ।"

কামকলা মূর্ত্তির বিন্দুত্রয় মধ্যে উর্দ্ধস্থিত মুখবিন্দু হইতে নাসিকা প্রভৃতি উত্তমাঙ্গ সমুদয় ও স্তনবিন্দু-যুগল হইতে বাহুযুগল প্রভৃতি এবং হকারার্দ্ধ কটিদেশ হইতে চরণযুগল প্রভৃতি হইবে। ইনিই অনাদি পরাশক্তি ও এই রূপই লাবণ্য-লহরীসার ও আনন্দজনক।

যামলে বর্ণিত হইয়াছে যে—

"তথা কামকলাং বক্ষ্যে হৃদেব দেবরূপকম্।
যা দেবৈর্যোগিনীবৃন্দৈর্জ্ঞানিভিঃ ব্রহ্মরূপিণী।
পারম্পর্য্যেণ বিজ্ঞাতা ভববন্ধবিমোচিনী॥
বিন্দুনা নিষ্কলেনৈব সকলাক্ষররূপিণী।
ত্রিবিন্দুঃ সা ত্রিশক্তিঃ সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা পুরাতনী।
সত্যো দ্বিধা বিন্দুমুখী চন্দ্রসূর্য্যাস্তনদ্বয়ী।
পৃথিবীহার্দ্ধকলা সা ত্রিলোকীনাং তথাম্বিকা।
এবং কলাময়ী রূপা জাগর্ত্তি সা চরাচরম্।
* * * * *
ইতি কামকলা বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপিণী।
যেন পূর্ব্বাবতা লব্ধা স মুক্তো নাপরঃ শিবে।
স দেবীঃ খলু লোকেষু স যোগী সচ কৌলিকঃ
যথাভ্যন্তরভেদেন যো বেত্তি কামিনীং কলাং।
তদ্রূপঞ্চ গুরোর্জ্ঞাত্বা কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে।
সত্যঃ পন্থাঃ সমীচীনো বর্ণিতস্তব সুন্দরি।
এতৎ কামকলাধ্যানং গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মহৎ।
ন শিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন।
এতৎ প্রকাশনং মাতরুচ্চাটনকরং পরম্।
প্রকৃত্যাচ্ছাদনমিব তস্মান্নৈতৎ প্রকাশয়েৎ।
লোকচিরায়ুত্মামাপ্নোতিশত্রৈর্ক্ষেত্তি-বিবাদিভিঃ।"

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতা-রূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। কামকলার ধ্যান করিলে ভব-বন্ধন বিমোচন হয়। গুরু-পরম্পরা ক্রমে ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হইয়াও সমুদয় মাতৃকা-বর্ণ-স্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী ও ইচ্ছা, ক্রিয়া, জ্ঞান, এই

ত্রিশিক (৩৯)। ইহার নভোমুখী বিন্দু মুখ-স্বরূপ, নিম্নে শশী-সূর্য্যরূপ বিন্দুযুগল স্তনযুগল স্বরূপ কল্পনা করিতে হয়। নিম্নে যে হ-কারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা পৃথিবী। কামকলা চরাচর জগতে জাগরূকা আছেন। কামকলাবিদ্যা চক্রবিদ্যা স্বরূপিণী। যে পুণ্যবান ব্যক্তি কামকলার স্বরূপ বুঝিয়াছেন, তিনি মুক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই যোগী, তিনিই সেব্য।

(৩৯) এই শক্তিত্রয়ই প্রণবের জ্যোতিঃস্বরূপ এবং ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান-শক্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী নামে অভিহিতা হয়েন। যথা—

'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মীতু বৈষ্ণবী।' (জ্ঞানং গৌরী শক্তিরিচ্ছা ব্রাহ্মী শক্তিঃ ক্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরিতি ত্রিধা ত্রিপ্রকারা।)

(গোরক্ষ সংহিতা।)

ইচ্ছাশক্তি ব্রহ্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া সাবিত্রী বা গায়ত্রী নামে অভিহিতা ও ক্রিয়াশক্তি বিষ্ণুর সহিত সংযুক্তা হইয়া বৈষ্ণবী এবং জ্ঞানশক্তি জ্ঞানযোগী মহাদেবের সহিত সংযুক্ত হইয়া কালী, দুর্গা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হয়েন।

এই তিন প্রকার শক্তি মনুষ্য-শরীরের স্থান বিশেষে ঊর্দ্ধশক্তি, মধ্যশক্তি, অধঃশক্তি রূপে বিরাজিতা আছেন।

"ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তি র্ভবেদ্গুদঃ। মধ্যশক্তি র্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনং।"

মানবদেহের কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধচক্রে ঊর্দ্ধশক্তি, নাভিমূলে মণিপুরচক্রে মধ্যশক্তি, গুহ্যদেশে মূলাধারে অধঃশক্তি বিরাজিত আছেন।

এই তিন প্রকার শক্তিকে বন্ধনত্রয় বলে। যথা—

উড্ডীয়মান বন্ধ, জালন্ধর বন্ধ, মূলবন্ধ।

যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে কামকলা অবগত হইয়াছেন, তিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। এই আদি সত্য ও সমীচীন পথ বর্ণন করিলাম। ইহা অতি গুহ্য।" শিষ্য ও ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট কখনই প্রকাশ করিবেনা

বৃহৎ শ্রীক্রমে আছে—

"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন সর্ব্বাবয়বসুন্দরীং
বিন্দ্বগ্রে কুটিলীভূয় বামাদীশানমাগতা
সা বামা শক্তিরূপাচ সা শিখা চিৎকলাপরা
শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগারের মাত্রগা
জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী
বক্রীভূতা পুনর্ব্বামে প্রথমাঙ্কুরমাগতা ॥
ইচ্ছা নাদ সমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা।
পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী॥"

কামকলার বিন্দু তিনটীর মধ্যে কুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা। দক্ষিণস্থিত বিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটী রেখা হইবে ঐ রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঈশানকোণস্থিত বিন্দু হইতে ঐ রেখা বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। ঐ রেখার নাম জ্যেষ্ঠা শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। বায়ুকোণ হইতে ঐ রেখা প্রথমো দক্ষিণদিক্স্থিত বিন্দুতে গমন করিবে এই রেখা ইচ্ছাশক্তি ও নাদ (৪০) এ

(৪০) নাদ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি-পুরুষ মূর্ত্তিহীন কেবল এক জ্যোতি মাত্র ছিল। সে সর্ব্বব্যাপক জ্যোতিঃ-আত্মা অভেদভাবে নাদ-বিন্দুরূপে প্রকাশমান হয়। বি পরমশিব। মানবের শিরোদেশে যে সহ

...শক্তি। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণা-
...হইয়া পরম শিবের সহিত মিলিতা।
...ই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী।

...পদ্ম আছে, তন্মধ্যে ঐ বিন্দুরূপী পরম-
... বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে
... আছে যে,—"মধ্যাহ্নকালীন কোটি
...উণ্ড-ভাস্কর বিন্দুরূপ তেজোময় শুদ্ধ-
টিক-নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ পরম শিবাভিধের
...জগৎপত্তি-পালন-নাশ-করণশীল জগদীশ্বরো
...র্ত্তে।" লিঙ্গেশ্বর তন্ত্রোক্ত শিব-শতনামে
...শিব বলিয়াছেন—

"সহস্রারে মহাপদ্মে ত্রিকোণনিলয়ান্তরে।
...ন্দুরূপে মহেশানি পরমেশ্বর ঈরিতঃ।"
...রস্থিত সহস্রদল পদ্মে বিন্দুরূপ মহেশ্বর
...ছেন, তাহা যোগীর অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং
...কৃত যোগীগণ জ্ঞাতও আছেন। মূলাধার
...তে কুণ্ডলিনীকে উত্থাপিত করিয়া,
...স্রারে ঐ পরমশিবের সহিত সংযুক্ত
...রিতে হয়। বিন্দুরূপ পরমশিবের নাম
...রমাত্মা। ইহাকে বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ
...লেন। শাক্তগণের কেহ কেহ শক্তিস্থান,
... দেবীস্থান; শৈবেরা শিবস্থান; কেহ
...হ পরমাত্মা, কেহ কেহ পরমজ্যোতি
...ং সাংখ্যগণ প্রকৃতি-পুরুষ-স্থান বলিয়া
...কেন। কেহ কেহ অকুল, কেহ কেহ
...শস্থান বলিয়া থাকেন। অতএব বিন্দু
...রমশিব বা পরমাত্মা। আর কুণ্ডলিনী
...পুরাদেবী স্বয়ং নাদরূপা। শাস্ত্রে আছে
..."নাদাত্মকং জগৎ।" এবং—

...নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
...নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী পরং হরিঃ।"

...নাদ হইতে সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে। মূলা-
...র পদ্মে কুণ্ডলিনী হইতে প্রথম উদিত
...থম বর্ণ নাদ উত্থিত হইয়া হৃদয়গামী
...ইয়াছে। তাহাকে 'পশ্যন্তি' বলে। যথা—
...হম্মা কুণ্ডলিনী মধ্যে জ্যোতির্মাত্রা
স্বরূপিণী।
অশ্রোত্রবিষয়া তস্মাদূর্দ্ধগচ্ছতূর্দ্ধগামিনী।
স্বয়ং প্রকাশা পশ্যন্তী সুষুম্নামাশ্রিতা ভবেৎ।
সৈব হৃৎপঙ্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী।"

হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে এই নাদধ্বনি স্বতঃই হইয়া থাকে। গুরূপদেশে অতি সামান্য চেষ্টায় নাদধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। নাদ সঙ্গীতের প্রাণ। নাদের অন্য নাম পরা। পরা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি নাদের অন্ত নাই,—অসীম অপার। তজ্জন্য আর্য্যশাস্ত্রকর্ত্তা বলিয়াছেন,—

"নাদাব্ধেস্তু পরপারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি।"

ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে—"বিন্দুং শিবাত্মকং বীজং শক্ত্যাত্মকং * * * ভবেন্নাদ স্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তয়ঃ।" এই ত্রিশক্তির নাম ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তি। (ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।)

কান্যকুব্জবাসী জগদ্গুরু লক্ষ্মণাচার্য্য বলিয়াছেন—নাদ ও বিন্দু সগুণ শিব-শক্তি।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদ" ইত্যাদি। বায়বী সংহিতায় উক্ত আছে—

"আসীদ্বিন্দুস্ততোনাদো, নাদাচ্ছক্তি সমুদ্ভবা।
নাদরূপা মহেশানি চিদ্রূপা পরমাকলা।"

কামকলার ত্রিকোণাকার হওয়ার সম্বন্ধে কামকলাবিলাসে ব্যক্ত আছে—

"বিন্দুরবুত্তৌ উচ্ছূনং ত্রচ্চ যদা —
ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং স্পষ্টম্।"
(কামকলা বিলাস।)

অর্থাৎ—একবিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত রেখা টানিলে, ত্রিকোণাকার হয়।

(কামকলা ভাষ্যকার বলেন, উচ্ছূন শব্দের অর্থ বিন্দুরূপের স্ফূর্ত্তি।)

প্রপঞ্চসারে ব্যক্ত আছে যে, কামকলা ত্রিরেখা, প্রণবস্বরূপা, ত্রিমূর্ত্তি ও কুণ্ডলিনী

এবং ত্রিবর্ণা, ত্রয়ী, ত্রিলোকী, পরমব্রহ্ম-স্বরূপা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

প্রথমে বলিয়াছি যে, জীবের মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীই কামকলারূপা। কামকলার ন্যায় কুণ্ডলিনীও ত্রয়ী, ত্রিরেখা ইত্যাদি নামে বর্ণিতা হইয়াছেন। যথা—

"আধারে সর্ব্ব ভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
ত্রিগুণা সা ত্রিদোষা সা ত্রিবর্ণা সা ত্রয়ী চ সা।
ত্রিলোকা সা ত্রিমূর্ত্তিঃ সা ত্রিরেখা সা বিশিষ্যতে।"

কুণ্ডলিনী ও কামকলার আকৃতিগত বিভিন্নতা নাই এবং কামকলা ও কুলকুণ্ডলিনী অভিন্ন—এক। কুণ্ডলিনী সার্দ্ধ তিন কুণ্ডলাকারে আছেন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাহা সার্দ্ধ তিন বিন্দু।

"সার্দ্ধ ত্রিতয় বিন্দুভো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী।
নির্গুণা সগুণা দেবী ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
চৈতন্যরূপিণী দেবী সর্ব্বভূতপ্রকাশিনী।
আনন্দরূপিণী দেবী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশিনী।"
(বায়বী সংহিতা।)

কুণ্ডলিনীর ত্রিবিন্দু কামকলা ও অর্দ্ধবিন্দু কামকলার নিম্নোক্ত হকারার্দ্ধ। সুতরাং কামকলা ও কুণ্ডলিনী এক ও অভিন্ন এবং নাদরূপা আদ্যাশক্তি ত্রিপুরা দেবী। কামকলা অতিগুহ্য ও সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য এবং প্রকৃতযোগী ও সাধনার-সর্ব্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত সাধক ব্যতীত, অপরের ধারণা করা ও প্রকৃততত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন।

যোগসার ও রুদ্রযামল প্রভৃতি গ্রন্থে কুণ্ডলিনীর ধ্যান, কবচ, স্তোত্রাদি আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য একটি ধ্যান বলিতেছি।

"ওঁ প্রসুপ্ত ভুজগাকারাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাশ্রিতাং।
বিদ্যুৎকোটিপ্রভাং দেবীং বিচিত্র বসনান্বিতাং।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্ব্বদা কারণপ্রিয়াং।"
(যোগসার।)

এইরূপ ধ্যানাদি পুথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কামকলার ধ্যানাদি গুরু-মুখ-গম্য। উপযুক্ত গুরুর শ্রীমুখাৎ ব্যতীত কামকলার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান এবং প্রকৃত তত্ত্ব কোনমতেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না।

যতদূর বলা হইল, ইহাতে বুঝা যায়, কামকলার আকৃতি ত্রিবিন্দু ও ত্রিকোণাকার এবং ইহাই অনাদি পরাশক্তি কুণ্ডলিনী ত্রিপুরাসুন্দরী। প্রকৃত যোগীর ধ্যেয় ও ধারণা ঐ কামকলা। যে যোগী কামকলাতত্ত্ব অনবগত, তিনি যোগ-পাঠশালে হাতেখড়ি লিখিতেছেন মাত্র।

কামকলার বাহ্যাকৃতি বলিলাম এবং বাহ্যরূপ বর্ণন করিলাম; কিন্তু যোগীর করণীয় ধ্যান ধারণা এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান প্রভৃতি গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারিলাম না; সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার আজ্ঞা নাই; বরং বিশেষরূপে অতি নিষেধই আছে। ভিতরের আভাষ একটু দিতেছি। এ পথের পথিকগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ ইহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারিবেন না।

কামকলার ত্রিবিন্দুর নাম ত্রিপুর। মহাদেব ঐ ত্রিপুর বিজয় করিয়াছেন। একজন্য তাঁহার নাম ত্রিপুরবিজয়ী।

মানব-দেহের নাভিদেশে দশদল বিশিষ্ট মণিপুর নামক যে পদ্ম আছে, তাহার মধ্যে ত্রিকোণাকার মণ্ডল রহিয়াছে। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। সাধক যখন কুণ্ডলিনী উত্থাপিত করিয়া ষট্‌চক্রভেদ করেন, তখন প্রথমে এই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়। ইহা ভেদ করিতে সাধকের বিলক্ষণ কষ্ট হয় এবং প্রথমে উদরাময় হয়। প্রত্যুত, সাধক এই সময় কৃশ হইয়া পড়েন।

হৃদয়ে দ্বাদশদল বিশিষ্ট অনাহত নামক পদ্মে যে ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণাশক্তি বলিয়া থাকে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি। প্রথমোক্ত ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া এই বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হয়।

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলযুক্ত আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। এই ত্রিকোণ মণ্ডলের তিন দিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রকে রুদ্র-গ্রন্থি বলা যায় (৫)। রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত হন (৬)।

(৫) এই চক্রে জীবের মন আছে এবং ষট্‌চক্রের মধ্যে এই চক্র ভেদ করাই সুকঠিন। গুপ্ত তিন চক্র সহিত সর্ব্বশুদ্ধ নবচক্র আছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞা চক্র, এই তিন চক্র ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী উত্থাপন করিতে হয়। এই চক্রান্তস্থ ত্রিকোণ মণ্ডলে শ্বেতবর্ণ বিন্দুরূপ বীজ আছে। সেই বীজ প্রতিপাদ্য মন ও জ্ঞানশক্তিময় শিবলিঙ্গ আছেন। তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্ম-প্রযোজক। যোগশাস্ত্রে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে,—

"আজ্ঞা নাম পদ্ম-কর্ণিকায়াং তেজোময়ং শুক্লবর্ণং ত্রিকোণ মণ্ডলমস্তি। তদেকদেশে শ্বেতবর্ণং বিন্দুমাত্রং বীজমস্তি। তৎপার্শ্বে তদ্বীজ প্রতিপাদ্য মনঃ প্রবর্ত্তক সদাশিবাধিষ্ঠান * * দেব-বিশেষোহস্তি। * * * মণ্ডলোপরদেশে মহৎ-সান্নিধানে অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞানজনকং সর্ব্বকর্ম্মাণি জীবস্য প্রযোজকং মনোহস্তি। মণ্ডল মধ্যে তেজঃ-পুঞ্জরূপং অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞানশক্তিময়ং শিবলিঙ্গং বর্ত্ততে।"

(৬) ইহার নাম লয়যোগ। যোগশাস্ত্রে জপ ও ধ্যানাপেক্ষা লয়যোগের শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন।

"জপাচ্ছতগুণং ধ্যানং, ধ্যানাচ্ছতগুণং লয়ঃ।"

লয়যোগ অনন্ত প্রকার।

"লয়যোগশ্চিত্ত যোগাৎ সঙ্কেতৈশ্চ প্রজায়তে।
আদিনাথেন সঙ্কেতানন্তকোটিঃ প্রকীর্ত্তিতা।"

(দত্তাত্রেয় সংহিতা।)

লয়যোগ অনন্ত প্রকার। বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসকলেতে লয়যোগ সাধনা হইতে পারে।

যোগতারাবলীতে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"সদাশিবোক্তানি সপাদ লক্ষ
লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।"

সদাশিব-কথিত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার প্রকার লয়যোগ জগতে বিদ্যমান আছে।

সকল প্রকার লয়যোগের মধ্যে মানবদেহস্থিত নবচক্রে মনোলয় করিয়া কুণ্ডলিনীউত্থাপন-ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ ও পরমানন্দদায়ক। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐরূপ লয়যোগ সাধন করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতো লয় সংজ্ঞিতঃ।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয় কৃত্বা মহাত্মভিঃ"

কলিকালে স্বল্পায়ু-শরীরী-মানবের পক্ষে ঐ প্রকার লয়যোগ সুপ্রশস্ত এবং অল্পদিনের চেষ্টায় সহজে সিদ্ধ হয়। ইহা পরমার্থদায়ক ও রোগের আকর ক্ষণভঙ্গুর শরীরের সর্ব্বাংশে উপকারক ও হিতজনক। লয়যোগ

এই রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে, সাধকের আহার ও মল অতি কম হয়। অল্পাহার জনিত দৌর্ব্বল্য বা কৃশতা হইবে না; প্রত্যুত, শরীর কান্তি ও লাবণ্যবিশিষ্ট হইবে।

উপরোক্ত ত্রিচক্রস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডলের নাম ত্রিপুর। যে যোগী-লয়যোগ দ্বারা ঐ তিন চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হন, তিনিও মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় ত্রিপুর-বিজয়ী।

আমাদের নিত্যপূজা কিম্বা নৈমিত্তিক ও কাম্য—দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতে হইলে অর্ঘ্য স্থাপন করিবার সময় ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। পুথিতে লেখা আছে "স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডলং কৃত্বা" তদনুসারে পুরোহিত ও পূজক একটা ত্রিকোণ করিলেন; কিন্তু স্ত্রী-দেবতার পূজার্থে ত্রিকোণ মণ্ডলের কোণ নিম্নদিকে হইবে, পুং-দেবতার পূজার্থে কোণ ঊর্দ্ধদিকে হইবে; দুঃখের বিষয়, ইহা অনেকেই করেন না, বা জানেন না দেখিয়াছি। অর্ঘ্য স্থাপনের ঐ ত্রিকোণ, দেহস্থিত তিন চক্রে পূর্ব্বকথিত ত্রিকোণ ও কামকলার ত্রিকোণ—এই তিন প্রকার ত্রিকোণের একই অর্থ; কিন্তু প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য ও গূঢ়তত্ত্ব প্রকৃত যোগী ভিন্ন অন্যের অজ্ঞাত।

কামকলা বা ত্রিবিন্দু-ত্রিকোণ বিষয়ে যাহা যথাসম্ভবপ্রকাশযোগ্য, তাহা বলিয়া নিরস্ত হইলাম। ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণ-রূপিণী কামকলা অথবা ত্রিবিন্দু বা ত্রিকোণ লইয়া যোগীরা কি করেন এবং কিরূপেই বা সাধন করেন, তাহার কিছুই প্রকাশ করিবার উপায় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত বীজবপন যেমন বৃথা ও অনর্থক পণ্ড শ্রম মাত্র; সেইরূপ উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে শাস্ত্র এবং গুরুদেবদিগের একান্ত নিষেধ আছে।

আজ কাল যোগীর অভাব নাই। কিন্তু যাঁহারা ভাগ্যবলে যথার্থ যোগীর নিকট যোগোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা প্রকৃত যোগী, তাঁহারা কামকলার প্রকৃতত্ত্ব সূক্ষ্মধ্যানাদি ও কামকলা লইয়া কিরূপে সাধন করিতে হয়, তৎসমস্তই অবগত আছেন। আসল কথা, কামকলা এক প্রকার লয়-যোগ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যোগ প্রধান দশ প্রকার। যোগের গুরু মহাযোগী মহেশ্বরের পঞ্চমুখ। ঐ পঞ্চমুখের নাম পঞ্চাম্নায়। কারণ, মহাদেবের মুখকে আম্নায় কহে। পঞ্চাম্নায়ের নাম—তৎপুরুষ, অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান। এইমুখ হইতে দশ প্রকার যোগ প্রকাশ করিয়াছেন। যে আম্নায় যে দিকে, এবং যে আম্নায় হইতে যে যে যোগ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি।

"মন্ত্রযোগোপাসনা দেবি পূর্ব্বমুখে প্রকাশিতা।
প্রেমভক্তি দশাদিভিঃ দক্ষিণে প্রকটীকৃতং।
ধ্যান পূজা দান যজ্ঞ জপ হোমাদিকা ক্রিয়া
ক্রিয়াযুক্তিরিয়ং দেবি পশ্চিমায় ঈরিতা।
জ্ঞানোপদেশ বিধিশ্চ কথিতশ্চ তথোত্তরে।
বিবক্ষং সন্ন্যাসং দেবি ঊর্দ্ধমায়ে উদীরিতং।

সাধনকালীন মনে অব্যক্ত অভূতপূর্ব্ব পরমানন্দ উপভোগ হয়।—(ইহা পরীক্ষিত সত্য।)

"...ম্বিকা দেবি যোগদীক্ষা অধোমুখে।"

(ষড়াম্নায় তন্ত্র।)

...ষ নামক পূর্ব্বাম্নায়ে—মন্ত্রযোগ হঠযোগ

...র নামক দক্ষিণাম্নায়ে—ভক্তিযোগ,

লয়যোগ।

...জাত পশ্চিমাম্নায়ে—লক্ষ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ।

...দব উত্তরাম্নায়ে—উরযোগ (৭), জ্ঞানযোগ।

...ঃ উর্দ্ধাম্নায়ে—বাসনাযোগ ও পরাযোগ (৮)।

এই দশ প্রকার যোগ পঞ্চাম্নায়ে ...মুখে) প্রকাশ করিয়াছেন। এই ...ই মুখ্য। ইহাঁর শাখা-প্রশাখায় যোগ ...ক প্রকার আছে। যেমন লয়যোগ ...ক প্রকার। হঠযোগও কয়েক প্রকার ...ই।

প্রাণায়াম এক প্রকার হঠযোগ। কিন্তু ...দের দেশে যোগী-ভেকধারী ব্যবসাদার ...ীর ভাণ করিয়া পাত্রাপাত্র অবিচারে প্রাণায়াম শিক্ষা দেন, তাহা হঠযোগ বা প্রকৃত প্রাণায়ামও নহে। প্রাণায়াম ...ল শরীরে সহ্য হয় না। যোগশাস্ত্রে ...ত আছে যে,—

"...সনে প্রাণসংযমে ন শক্তাঃ সুকুমারকাঃ"

এই জন্য যোগী গুরুদেবেরা বলেন যে, ...যোগ করিবার উপযোগী শরীর বাঙ্গালীর ...্য অতি কম। কথাটা প্রকৃত বটে। ...গী ভেকধারী ব্যবসাদার অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যোগ নামে প্রাণায়াম বা কুম্ভক করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, কুম্ভক করিতে করিতে অনেকেই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া শরীর অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন।—ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অতি সত্য।

প্রাণায়ামের প্রধান উপাদান প্রাণাপান ও ইড়া-পিঙ্গলার নাম গন্ধ না জানিয়া, সচরাচর প্রচলিত রেচক, পূরক, কুম্ভক করিলে, প্রকৃত প্রাণায়াম হয় না। প্রকৃত প্রাণায়ামের রীতি নীতি না জানিয়া, রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে বসিয়া কেবল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যদি প্রাণায়াম বা যোগ হইত, কিম্বা—"মনে কর মূলাধারে কুণ্ডলিনী প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে সাপের ন্যায় মাথা তুলিতেছেন, নামাইতেছেন" বলিয়া উপদেশ দিলে যদি যোগ হইত এবং শরীরের স্থান-বিশেষ টিপিয়া একটু জ্যোতি কখন কখন দেখিতে পাইলে, সেই জ্যোতিকে পরমাত্মা বলিয়া, পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইল (৯) ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলে যোগশাস্ত্রাদির আবশ্যক হইত না এবং প্রকৃত যোগী গুরুও লোকালয়ে দুর্লভ হইতেন না।

---

(৭) উরযোগ—রাজযোগ।

(৮) পরাযোগ—সমাধিযোগ।

(৯) ২৫। ২৬ বৎসরের অধিক হইল, কলিকাতার সন্নিকট শ্রীরামপুর নিবাসী ছবি ও পট নির্ম্মাতা কেশবচন্দ্র কর্ম্মকার সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেন, যে, ৫৲ টাকা দিলে পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। জনৈক বাবু শেষে ঐ সূত্র ধরিয়া ৫৲ টাকা লইয়া পরমাত্মা দেখাইয়া দিতেন। আমি প্রথমে কর্ম্মভোগ করিয়া কর্ম্মকারের নিকট গিয়া পাঁচ টাকা দিই। তাহার ৬।৭ বৎসর পরে দূরদেশে দ্বিতীয়োক্ত বাবুকেও পঞ্চমুদ্রা